Boighar.com

ড্যান ব্রাউন

বইঘর নিবেদন
বইঘর নিবেদন
বইঘর নিবেদন

অরিজিন

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সালমান হক

Boighar.com
Boighar
বইঘর

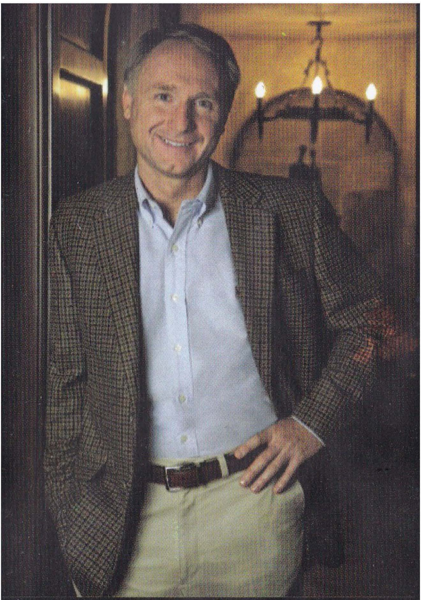

সর্বকালের সেরা বিক্রিত বই 'দ্য দা ভিঞ্চি কোড'-এর লেখক ড্যান ব্রাউনের জন্ম আমেরিকায়। আমহার্স্ট থেকে গ্র্যাজুয়েশন করার পর কিছুদিন ইংরেজি-সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন তিনি।

গণিতজ্ঞ বাবা আর সঙ্গিতজ্ঞ মায়ের সন্তান হিসেবে বিজ্ঞান আর ধর্মের বিরোধপূর্ণ দর্শনের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন ব্রাউন।

কোড ব্রেকিং, ইতিহাস, ধর্ম, বিজ্ঞান আর ছদ্মবেশি সরকারি এজেন্সির প্রতি বরাবরই তার আগ্রহ রয়েছে।

তার সৃষ্ট সিম্বলজিস্ট রবার্ট ল্যাংডন চরিত্রটি সারাবিশ্বে তুমুল জনপ্রিয়। *দ্য দা ভিঞ্চি কোড, অ্যাঞ্জেলস অ্যান্ড ডিমনস, লস্ট সিম্বল, ইনফার্নো*'র পর *অরিজিন* রবার্ট ল্যাংডন সিরিজের পঞ্চম বই। তার এই সিরিজের তিনটি উপন্যাস নিয়ে এরইমধ্যে হলিউডে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে, খুব শিঘ্রই 'অরিজিন'ও মুক্তি পাবে চলচ্চিত্র হিসেবে।

বর্তমানে এই জনপ্রিয় লেখক স্ত্রী কেইট ব্লাইথকে নিয়ে আমেরিকার নিউ ইংল্যান্ডে বসবাস করছেন।

ড্যান ব্রাউন

অরিজিন

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
সালমান হক

বাতিঘর প্রকাশনী

অরিজিন

মূল : ড্যান ব্রাউন

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন এবং সালমান হক

Origin

Copyright© 2017 by Dan Brown
অনুবাদস্বত্ব © ২০১৭, বাতিঘর প্রকাশনী

চতুর্থ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৮
তৃতীয় সংস্করণ : নভেম্বর ২০১৭
দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর ২০১৭
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৭

প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : পাঁচশত টাকা মাত্র

'জীবন নিয়ে আমাদের পরিকল্পনাগুলো পরিত্যাগ করতে পারলেই কেবলমাত্র যে জীবন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সেটা পেতে পারবো।'

–জোসেফ ক্যাম্পবেল

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

তথ্য :

এই উপন্যাসে যেসব স্থাপত্য, শিল্পকর্ম,
বিজ্ঞান এবং ধর্মিয় সংগঠনের কথা উল্লেখ করা
হয়েছে সেগুলোর বাস্তবিক অস্তিত্ব রয়েছে।

অরিজিন

মূলঃ ড্যান ব্রাউন

অনুবাদঃ মোঃ নাজিম উদ্দিন

সালমান হক

SCAN & EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING THE ORIGINAL BOOK.

উৎসর্গ :

আমার মায়ের স্মৃতির প্রতি...

$\int$

অনুবাদক সালমান হকের **উৎসর্গ :**

অর্ক, নাফীস, রাফা, শোয়েব, তূর্য, তায়েফ'কে
(যাও, তোমাদেরকে বিখ্যাত করে দিলাম)

মু খ ব ন্ধ

পুরনো ধাঁচের কগহুইল ট্রেনটি পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে ধীরগতিতে উপরে উঠে যাচ্ছে। মৃদু-মন্দ দুলুনি আর খাঁজ কাটা চাকার ধাতব আওয়াজের কারণে মনে হচ্ছে যেন পথ কেটে কেটে এগিয়ে যাচ্ছে ওটা।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে এডমন্ড কিয়ার্শ। উপরে যতদূর চোখ যায় শুধু পাথুরে পাহাড়ের সারি সারি চূড়া। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে পাথুরে কাঠিন্যই চোখে পড়ছে বেশি। এসবের মাঝেই তার চোখ যেন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিছু জরিপ করছে। সামনে কিছু দূরে দেখা যাচ্ছে সেই মঠটা। সবচেয়ে উঁচু আর খাড়া পাহাড়টার একেবারে কিনারে অবস্থিত। যেন পাথরের বুক চিড়ে বের হয়েছে ওটা। দূর থেকে দেখলে মনে হতে পারে আস্ত একটি পাহাড় আকাশ থেকে ঝুলে আছে। সুপ্রাচীন কোন জাদুকর নিপুণ হাতে বসিয়ে দিয়েছে ওটা খাড়া পাহাড়ের গায়ে। চারশ বছরেরও আগে থেকে স্পেনের কাতালোনিয়া প্রদেশে গড়ে উঠেছে এই মঠ। অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করে টিকে আছে আজ অবধি। কালের করাল গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে প্রাগৈতিহাসিক এক নিদর্শন হয়ে ওঠেছে। এখনও ধরে রেখেছে তার অতীত ইতিহাস আর প্রাচীন ঐতিহ্য। পৃথিবীব্যাপী আধুনিকতার নামে চলতে থাকা বিশ্বাসের আগ্রাসন থেকে এখানকার বাসিন্দাদের রক্ষা করে চলছেন মঠ প্রধান। মঠবাসিরা হয়ে উঠেছেন ঐতিহ্যবাহী সনাতন ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের ধারক ও বাহক। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে গড়ে ওঠা ধর্মবিশ্বাসকে তারা লালন করছে পরম ভক্তিতে, ভালোবাসায়। এ বিশ্বাসে চির ধরানো যাবে না সহজে, টলানো যাবে না কাউকে। কিন্তু পরিহাসের বিষয় হলো, এ মঠবাসিরাই এখন সত্যটা জানবে সবার আগে।

কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে তারা?

অস্বস্তি কাজ করছে কিয়ার্শের মাঝে, কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বও ভর করেছে মনে। অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, ইতিহাসও তাই বলে–ধর্মগুরুরা বেশিরভাগ সময়ই গোয়াড়ের মত আচরন করে, সহজে মানতে চায় না, বুঝতে চায় না কিছুই। ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রশ্নে তো আরও এক কাঠি উপরে...আর সেই ঈশ্বরের অস্তিত্বই যখন হুমকির মুখে পড়ে তখনতো কথাই নেই, সবচেয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে তারা।

আর আমি কিনা জ্বলন্ত বর্শা ছুড়ে মারতে যাচ্ছি এই ভিমরুলের চাকে!

ট্রেনটা অবশেষে পাহাড়ের চূড়ায় পৌছালো। একা দাঁড়িয়ে থাকা এক লোককে দেখতে পেলো কিয়ার্শ। তার জন্যই অপেক্ষা করছে। সম্ভ্রম আর সমীহ ছাপিয়ে লোকটার বুড়ো শরীরে খেলা করছে প্রজ্ঞা। ক্যাথলিক যাজকদের ঐতিহ্যবাহী রক্তবর্ণা কোসাক পরেছে, সাথে সাদা রংয়ের রোসেটা, মাথায় একটা জুকাটো। নিমন্ত্রণকারিকে দেখামাত্রই চিনতে পারল কিয়ার্শ। অসংখ্যবার কৃশকায় লোকটাকে ছবিতে দেখেছে সে। আর এখন সামনা সামনি দেখে এক অদ্ভূত অনুভূতি কাজ করা শুরু করেছে তার মধ্যে। অ্যাড্রিনালিনের ফুঁসে ওঠা টের পাচ্ছে নিজের রক্তে। এক অনির্বচনীয় শিহরণ খেলা করছে।

ভালদেসপিনো নিজে এসেছেন আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে! এটা ভাবতেই ভালো লাগলো কিয়ার্শের। যদিও কিছুটা বিস্মিত হয়েছে সে, তবে ভালো লাগাটাই কাজ করছে বেশি। বিশপ আন্তোনিও ভালদেসপিনো স্পেনে নিছক কোন ধর্মিয়গুরু নন, ব্যাপক জনপ্রিয় আর সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বও বটে। রাজার বিশ্বস্ত বন্ধু আর পরামর্শক হিসেবেই সবাই তাকে চেনে। সনাতন ক্যাথলিক ঐতিহ্য আর বিশ্বাসের সঠিক রক্ষণাবেক্ষনের ব্যাপারে যেমন সবচেয়ে সরব, তেমনি স্পেনের ঐতিহ্যবাহী রক্ষণশীল রাজনৈতিক মতাদর্শের একজন পৃষ্ঠপোষকও তিনি। এ ধারাটিকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারেও তার অবদান অপরিসীম।

"আমার ধারণা আপনিই এডমন্ড কিয়ার্শ," তাকে ট্রেন থেকে নামতে দেখে একটা কণ্ঠ যেন ঝংকার তুললো। বিশপের গলার আওয়াজে কিছু একটা আছে, কিয়ার্শের মনে হলো গসপেল গেয়ে উঠেছেন এই যাজক।

"অপরাধি মনে হচ্ছে নিজেকে," হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে নিমন্ত্রণকারীর সাথে হাত মেলালো কিয়ার্শ। কৃশকায় আর হাড্ডিসার হাতের ছোঁয়ায় আবারও বিশপের অভিজ্ঞতা আর প্রজ্ঞার বিশালতা টের পেলো। "এই মিটিংটার ব্যবস্থা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, বিশপ ভালদেসপিনো," বলল সে।

"আমাদের সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ করেছেন বলে আমি খুশি হয়েছি।" স্পষ্ট উচ্চারণের মাধুর্যময় কণ্ঠের কারণে বাঙময় হয়ে উঠলো পরিবেশ।

কিয়ার্শের ভাবনার চেয়েও ভরাট আর গমগমে ঠেকলো বিশপের কণ্ঠ। কর্তৃত্বপরায়ণ আর প্রভাববিস্তারি একটি কণ্ঠ–যেন দূর থেকে মঠের ঘন্টাধ্বনি ভেসে আসছে। "সচরাচর বিজ্ঞানের সাথে জড়িত মানুষজনদের আমরা এড়িয়েই চলি, পারতপক্ষে তাদের সাথে কথা বলি না, বিশেষ করে কোন

বিজ্ঞানী হলে তো নয়ই। আর আপনার মত এমন হোমড়াচোমড়া বিখ্যাত কেউ হলে তো কথাই নেই," বিশপের কণ্ঠে কিছুটা দায়সারা ভাব। "এদিকে...দয়া করে এদিক দিয়ে আসুন।"

ভালদেসপিনো প্লাটফরম ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন কিয়ার্শকে। চারদিকের পাহাড়-পর্বতে ঘুরপাক খেয়ে কনকনে বাতাস এসে ঝাপটা দিচ্ছে বিশপের আলখাল্লা সদৃশ্য কোসাকে। তীক্ষ্ণ সূঁচের মত এসে বিঁধছে, হাত-পা কামড়ে ধরতে চাইছে।

"বলতে বাধ্য হচ্ছি," ভালদেসপিনো বলে উঠলেন, "যেমনটা ধারণা করেছিলাম, আপনি তার থেকে বেশ আলাদা। এলোমেলো, উসকো-খুসকো চুলের উদ্ভ্রান্ত এক বিজ্ঞানীকে আশা করেছিলাম আমি। তার বদলে কেতাদুরস্ত, ফ্যাশন সচেতন আর সুদর্শন একজনকে দেখতে পাচ্ছি।" পলকে তিনি তার অতিথির চকচকে মসৃণ 'কিটন কে ৫০' কাপড়ের তৈরি স্যুট আর 'বার্কার অস্ট্রিচ' লেদারের জুতোর দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। হতাশা আর তাচ্ছিল্যের আড়ালে যেন অনুমোদনের একটুকরো হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল। ভাবখানা এমন, পুরো পৃথিবী যখন এরকম করে চলছে তখন আমার আর কীইবা করার আছে! "হিপ," এরকম স্টাইলকে তো এ নামেই ডাকে, তাই না?"

কিয়ার্শ শুধু মুচকি হাসি দিলো। কয়েক যুগ আগেই 'হিপ' শব্দটি ফ্যাশন জগৎ থেকে স্মিত হয়ে গেছে।

"আপনি এ পর্যন্ত যা যা করেছেন সেটার সুদীর্ঘ তালিকা আমি দেখেছি," বললেন বিশপ, "কিন্তু তারপরও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছি না আপনি আসলে কী করেন?"

"আমি কম্পিউটার মডেলিং আর গেম থিউরি নিয়ে অনেক দিন ধরে কাজ করছি।"

"মানে, বাচ্চাদের খেলার জন্য কম্পিউটার গেম বানান? "

কিয়ার্শ বুঝতে পারলো বিশপ ইচ্ছে করেই না বোঝার ভান করছেন, একটু মজা করতে চাচ্ছেন তার সাথে। ভালদেসপিনো সমসাময়িক প্রযুক্তির ব্যাপারে বেশ ভালো আর গভীর জ্ঞান রাখেন, এটা কিয়ার্শ আগে থেকেই জানে। এমন কি, প্রযুক্তির ক্ষতিকর দিক নিয়ে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে আলাপ আলোচনাও করতে শুনেছে তাকে।

"না, স্যার, গেম থিওরি হলো গণিতের একটি শাখা, যেখানে গাণিতিক ধারা ও বিন্যাস পর্যালোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যতের কোন ঘটনার পূর্বাভাস দেয়ার চেষ্টা করা হয়।"

"ওহ্, হ্যাঁ...তাইতো, মনে পড়েছে এখন। কয়েক বছর আগে ইউরোপের অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আপনি। অনেক জায়গায় বলার চেষ্টা করেছিলেন, অনেককেই সাবধান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কেউ কানে দেয়নি আপনার কথা। পুরোপুরি নিজের উদ্যোগে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করেছিলেন সেসময়। আর সেই প্রোগ্রামটা কাজ করেছিল বলে ইউরোপও রক্ষা পেয়েছিল আসন্ন অর্থনৈতিক সংকট থেকে। আচ্ছা, আপনার প্রিয় উক্তি কোনটা? যে কথাটা প্রায়শই আওড়ান–'তেত্রিশ বছর বয়সে জিশু যখন পুণরুত্থিত হয়, সেই বয়সে আমি পুরো পৃথিবীকে বাঁচিয়ে দিয়েছি।' "

কিয়ার্শ কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গেল, একেবারে মিঁইয়ে যাওয়া গলায় বলে উঠলো সে, "ওটা একটা হালকা চালে বলা কথা ছিল, স্যার। আর আমিও তখন বয়সে তরুণ ছিলাম।"

"তরুণ?" মুচকি হেসে উঠলেন বিশপ। মুখে একটা প্রচ্ছন্ন টিটকারির ভাব লেগে আছে। "তাহলে এখন আপনার বয়স কত...সম্ভবত চল্লিশ?"

"কাটায় কাটায়।"

বিশপ হাসতে লাগলেন। বাতাসের বেগ আগের চেয়ে বেড়েছে, পরনের আলখাল্লাটা বার বার এসে উড়িয়ে দিচ্ছে, সমুদ্রের ঢেউয়ের মত সব ধুয়ে মুছে নিতে চাইছে। "ভালো। এখনও পৃথিবীতে ঈশ্বরবিশ্বাসি কিছু মানুষ রয়েছে বলে রক্ষা, না হলে এতদিনে এসব তরুণদের হাত ধরে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে যেতো–আমি সেইসব প্রযুক্তিপাগল তরুণদের কথা বলছি, যারা নিজেদের আত্মার পরিশুদ্ধি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার চেয়ে ভিডিও স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকতেই বেশি পছন্দ করে। তবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে, কখনো ভাবিনি, এমন একজন তরুণের সাথে কথা বলতে হবে, যে কিনা বর্তমান সময়ে পুরো প্রযুক্তিবিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে। অনেকেই আপনাকে এ যুগের প্রফেট বলে ডাকে। আপনি নিশ্চয় সেটা জানেন!"

"আমিও ভাবিনি আপনাদের সাথে মিটিং করার সৌভাগ্য হবে আমার," জবাবে বলল কিয়ার্শ। "মিটিংয়ের অনুরোধ করে যখন চিঠি লিখেছিলাম তখন ধরেই নিয়েছিলাম দেখা হবার সম্ভাবনা খুবই কম।"

"আমি আমার কলিগদের বলেছি, অবিশ্বাসিদের সাথে কথা বললে বিশ্বাসিরাই সব সময় লাভবান হয়ে থাকে। শয়তানের কথা শুনলেই আমরা টের পাই ঈশ্বর কতোটা মহান।" হাসলেন বিশপ। "মনে কিছু করবেন না, মজা করে বললাম আর কি। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। বয়সের সাথে সাথে রসবোধও ভোতা হয়ে যাচ্ছে আমার। প্রায়ই মুখ ফসকে অনেক বেফাঁস কথা

boighar.com

বলে ফেলি।” সামনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য ইশারা করলেন বিশপ। “আমার কলিগেরা অপেক্ষা করছে। দয়া করে চলুন।”

বিশপের দেখানো পথের দিকে তাকালো কিয়ার্শ। একটা শৈলশিরার একদম শেষপ্রান্তে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ধূসর পাথরের বিশাল একটি ভবন। এর হাজার ফিট নিচে রয়েছে বৃক্ষের সারি। উচ্চতা দেখে ভড়কে গেল কিয়ার্শ, খাদের দিক থেকে চোখ সরিয়ে বিশপকে অনুসরণ করলো সে, মনোযোগ দিলো আসন্ন মিটিংটার দিকে।

তিনটি প্রধান ধর্মের নেতারা সদ্য অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন পার্লামেন্টে যোগ দিতে এখানে এসেছেন। তাদের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ দেখিয়েই অনুরোধ করেছিল কিয়ার্শ।

জায়গাটিকে এখন সারাবিশ্বের ধর্মগুলোর পার্লামেন্টই বলা যায়!

১৮৯৩ সাল থেকে বিশ্বের ত্রিশটির মতো ধর্মের নেতারা এই সম্মেলন করে যাচ্ছে। প্রতিটি সম্মেলনই নতুন নতুন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়। নিজেদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করে তারা। খৃস্টান যাজক, ইহুদি রাবাই, হিন্দু পুরোহিত, বৌদ্ধ ভিক্ষু, জৈনধর্মের নেতা, শিখধর্মগুরু আর ইসলামের ইমামসহ অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধিরাও আসে।

“বিশ্বের সমস্ত ধর্মের মাঝে শান্তি স্থাপন, আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতার মাধ্যমে সেতুবন্ধন গড়ে তোলা আর সমস্ত ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে মৈত্রি স্থাপন করাই এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য।”

উদ্দেশ্য তো মহৎ, ভাবলো কিয়ার্শ। *কিন্তু এমন উদ্দেশ্য সফল হবার সম্ভাবনা একদমই নেই।* প্রাচীন সব কিস্‌সা-কাহিনী, পুরাণ আর কল্প-কথার মধ্যে মৈত্রি স্থাপন করেই বা কী লাভ?

বিশপ ভালদেসপিনে কে অনুসরণ করে এগিয়ে গেল কিয়ার্শ। মিটিংটার পরিহাসের কথা মনে করে হাসছে সে। *মূসাকে পাহাড়ে উঠতে হয়েছিল ঈশ্বরের বাণী নিয়ে আসার জন্য...আর আমি উঠছি একেবারেই বিপরীত একটি উদ্দেশ্য নিয়ে।*

নিজের এই ভ্রমণের পক্ষে সাফাই হিসেবে একটি নৈতিক দায়িত্ব আছে বলে মনে করে কিয়ার্শ। তবে এটার সাথে যে কিছুটা গর্বও রয়েছে তা-ও অজানা নয় তার কাছে। এসব ধর্মগুরুদের মুখের উপরে তাদের ধর্মগুলোর বিলুপ্ত হবার সংবাদ জানিয়ে দিয়ে এক ধরণের শান্তি পেতে চাইছে সে।

সত্যকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করার অনেক সময় পেয়েছেন আপনারা।

"আপনার জীবনী দেখেছি আমি," হঠাৎ বলে উঠলেন বিশপ। "হারভার্ডের ছাত্র ছিলেন, না?"

"ওখান থেকেই গ্র্যাজুয়েট করেছি।"

"আচ্ছা। কিছুদিন আগে কোথায় জানি পড়লাম, হারভার্ডের ইতিহাসে এই প্রথম ভর্তিচ্ছুক ছাত্রদের মধ্যে প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাস করে না এরকম নাস্তিকদের সংখ্যা নাকি অন্য সব ধর্মবিশ্বাসি ছাত্রদের তুলনায় বেশি। এটাতো কোন সুখকর পরিসংখ্যান নয়, মি. কিয়ার্শ।"

মিস্টার বিপশ, এর কারণ একটাই। বলতে চাইলো কিয়ার্শ। *ছাত্ররা দিন দিন আরও বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে।*

পুরনো পাথুরে ভবনের সামনে ওরা চলে আসতেই বাতাসের বেগ আরো বেগে গেল। প্রবেশপথের মৃদু আলোয় বাতাসে ভেসে বেড়ানো ধূপের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন করিডোরের ভেতরে পা রাখলো তারা দু-জন। আলখাল্লা পরা বৃদ্ধ বিশপের সাথে তাল মেলাতে বেগ পেলো কিয়ার্শ। কিছুটা হাটার পর তারা চলে এলো অস্বাভাবিক রকমের ছোট একটি কাঠের দরজার সামনে। সেই দরজায় মৃদু টোকা দিলেন বিশপ, তারপরই দরজা খুলে মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকে পড়লেন তিনি, নিজের অতিথিকেও ভেতরে চলে আসার জন্য ইশারা করলেন।

একটু দ্বিধার সাথেই ভেতরে পা রাখলো কিয়ার্শ। দেখতে পেলো চারকোণা একটি কক্ষে দাঁড়িয়ে আছে সে। উঁচু দেয়ালগুলো জুড়ে আছে বইয়ের শেলফ, আর তাতে আছে চামড়ায় বাঁধানো মোটা মোটা বই-পুস্তক। ঘরে আছে বেশ কিছু রেডিয়েটর, যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলছে সেগুলো। ফলে ঘরটাকে মনে হচ্ছে জীবন্ত! উপরের দিকে চেয়ে কিয়ার্শ দেখতে পেলো দোতলার উপরে চারপাশ জুড়ে থাকা ক্যাটওয়াকটা। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেল সে এখন কোথায় আছে।

মন্তসেরাতের বিখ্যাত লাইব্রেরিতে দাঁড়িয়ে আছে সে। ভাবতেই পারেনি এখানে কখনও ঢুকতে পারবে। এই লাইব্রেরিতে এমন সব বিরল আর দুষ্প্রাপ্য বই-পুস্তক রয়েছে যা এখনকার বাসিন্দারা ছাড়া অন্য কারোর পক্ষে দেখার সুযোগ মেলে না!

কথা শেষে দু-জন কলিগের মাঝে বসেই বুকে দু-হাত ভাঁজ করে কিয়ার্শের দিকে আগ্রহভরে চেয়ে রইলেন বিশপ ভালদেসপিনো। বাকি দু-জন ধর্মিয়নেতাও ফিউচারিস্টের দিকে উৎসুক হয়ে চেয়ে আছেন। যেন তাদের সামনে কোন আসামি বসে আছে। বিশপ যে তার জন্য কোন চেয়ারের ব্যবস্থা করেননি সেটা অবশেষে বুঝতে পারলো কিয়ার্শ।

তবে সে ভয় পেলো না, বরং বেশ মজাই লাগছে তার। সামনে বসে থাকা

boighar.com

তিনজন বৃদ্ধের দিকে তাকালো এবার। *হলি ট্রিনিটি এখন আমার সামনে বসে আছে!* ভাবলো সে। *তিনজন জ্ঞানী বৃদ্ধ।*

নিজেকে ধাতস্থ করার জন্য কেয়ক মুহূর্ত চুপ করে থাকলো কিয়ার্শ। এরপর জানালার কাছে গিয়ে বাইরের সুন্দর দৃশ্যটা দেখলো। সেখানে শত বছরের পুরনো উপত্যকায় সূর্যের আলোয় ফুটে উঠেছে এক মনোরম দৃশ্যপট। কোলসেরোলা পর্বতমালার উঁচু-নীচু চূড়াগুলো সুন্দর দেখাচ্ছে। তারও অনেক দূরে, বালিয়ারিক সমুদ্রের উপরে জড়ো হয়েছে কালো মেঘের পুঞ্জ। ঝড়ের পূর্বাভাস দিচ্ছে তারা।

একদম মানানসই দৃশ্য, ভাবলো কিয়ার্শ। *এই ঘরেও ঝড় বইবে খুব জলদি।*

"জেন্টেলমেন," তিন বৃদ্ধের দিকে পেছন ফিরেই আচমকা বলে উঠলো কিয়ার্শ। "বিশপ ভালদেসপিনো নিশ্চয় আপনাদেরকে বলেছেন, আমি এটা গোপন রাখতে চাই। তারপরও শুরু করার আগে আরেকবার বলে দিতে চাই, আমি যা বলবো সেটা যেন গোপনই থাকে। সোজা কথায় বললে, আমি আপনাদের কাছে মুখ বন্ধ রাখার অঙ্গিকার চাইছি। আপনারা কি এতে রাজি আছেন?"

তিনজনেই মাথা নেড়ে সায় দিলেন। কিয়ার্শ অবশ্য জানে এসবের কোন দরকার নেই। নিজেদের স্বার্থেই তারা এটা গোপন রাখবেন।

"আজ আপনাদের কাছে এসেছি তার কারণ," শুরু করলো কিয়ার্শ, "আমি এমন একটি আবিষ্কার করেছি যা সবাইকে হকচকিয়ে দেবে। অনেক বছর ধরেই এটা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলাম। মানব-সভ্যতার দুটো মৌলিক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি আমি এই আবিষ্কারের মাধ্যমে। সেজন্যেই আমি আজ আপনাদের সাথে দেখা করতে এসেছি। এর কারণ, এই আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর সবগুলো ধর্মবিশ্বাসের ভিত একেবারে নড়ে যাবে। সোজা কথায়...তাদের বিশ্বাসের জগতে ঘটবে বিরাট এক বিস্ফোরণ। এ মুহূর্তে আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে এই আবিষ্কারের কথাটা জানি।"

সুটের পকেট থেকে বড় আকৃতির একটি স্মার্টফোন বের করে আনলো কিয়ার্শ। নিজের প্রয়োজনে জিনিসটা সাধারণ আকারের চেয়ে একটু বড় করে বানিয়ে নিয়েছে সে। তিনজনের সামনে ডিভাইসটি টেলিভিশনের মতো করে বসালো এবার। সাতচল্লিশ সংখ্যার পাসওয়ার্ড দিয়ে একটি সিকিউর সার্ভারে ঢুকে তিনবৃদ্ধকে একটি ভিডিও দেখানো হবে।

"আপনারা যেটা দেখবেন," কিয়ার্শ বলল, "আমার ইচ্ছে, এক মাসের

মধ্যে সারা দুনিয়ার কাছে মোটামুটি সেটাই সম্প্রচার করবো আমি। তবে তার আগে চাইছিলাম এ বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ধর্মিয়নেতার সাথে এ নিয়ে কথা বলে নিতে। এই আবিষ্কারটি ধার্মিকদের উপরেই বেশি প্রভাব ফেলবে বলে তাদের প্রতিক্রিয়া দেখতে চাই।"

শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিশপ। তাকে দেখে চিন্তিত নয় বরং বিরক্তই বলেই মনে হচ্ছে। "শুরুটা বেশ নাটকিয়, মি. কিয়ার্শ। আপনি এমনভাবে কথা বলছেন, যেন যা দেখাবেন তাতে করে এ বিশ্বের সবগুলো ধর্মবিশ্বাসের ভিত কেঁপে যাবে!"

ঘরের চারপাশে থাকা সুপ্রাচীন বই-পুস্তকগুলোর দিকে তাকালো কিয়ার্শ। *শুধু ভিত কাঁপবে না, সেগুলো একেবারে ধ্বসিয়ে দেবে!*

সামনে বসে থাকা ধর্মিয়নেতাদের ভালো করে দেখে নিলো কিয়ার্শ। এরা জানে না, তিনদিন পরই নিখুঁত একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সত্যটা সারা বিশ্বের কাছে উন্মোচন করবে সে। সঙ্গে সঙ্গেই এ বিশ্বের সব মানুষ বুঝে যাবে, সবগুলো ধর্মের মধ্যেই একটা মিল রয়েছে।

সবগুলোই চরমভাবে

boighar.com

অধ্যায় ১

প্লাজার উপরে অবিস্থত চল্লিশ ফুট উঁচু কুকুরটার দিকে তাকালো রবার্ট ল্যাংডন। জন্তুটার গায়ের পশম ঘাস আর সুগন্ধি ফুল দিয়ে তৈরি।

তোমাকে ভালোবাসার চেষ্টা করবো আমি, মনে মনে বলল সে। *সত্যিই চেষ্টা করবো।*

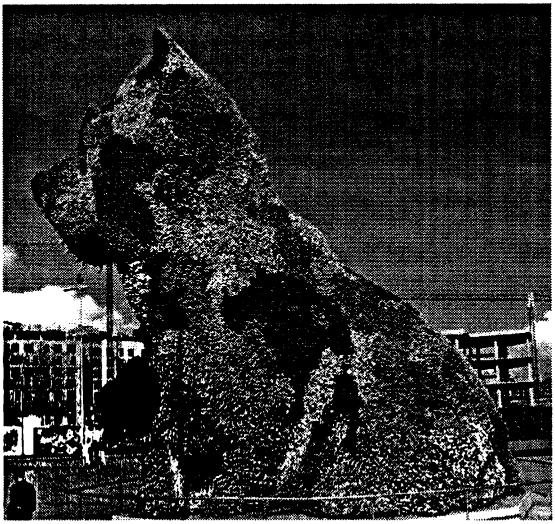

পশুটা নিয়ে আরো কিছুক্ষণ ভেবে গেল ল্যাংডন তারপর ঝুলন্ত ওয়াকওয়ে ধরে নেমে গেল বিশাল সিঁড়িটা দিয়ে। দর্শনার্থিদের পদভারে ওটা ছন্দে ছন্দে দুলছে যেন। *কাজ শেষ*, সিদ্ধান্ত নিলো ল্যাংডন। অসমান সিঁড়ির ধাপ ধরে নেমে যাবার সময় দু-বার পা হড়কে গেল তার। সিঁড়ির নিচে এসে থামলো সে। মাথার উপরে থাকা বিশাল জিনিসটার দিকে তাকালো।

যা দেখার দেখে ফেলেছি।

বিশালাকৃতির একটি কালো মাকড় তার সামনে, এর বিশাল বপুর দেহটা ত্রিশ ফিট উপরে ভেসে আছে লোহার সুদৃঢ় পা-গুলোর উপরে ভর দিয়ে। মাকড়ের তলপেটে ঝুলে আছে তারের জঞ্জালে পেচানো ডিমের একটি ঝুলি। ঝুলির ভেতরটা কাঁচের গোলকে পুরিপূর্ণ।

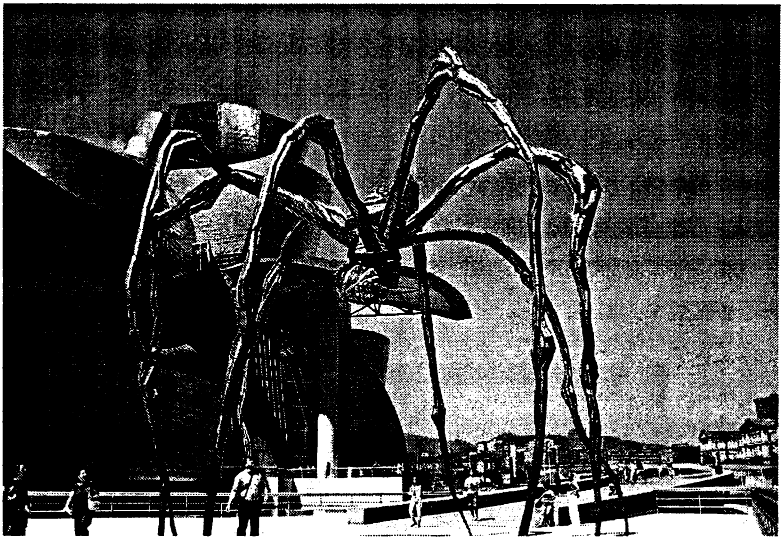

"ওর নাম মামান," একটা কণ্ঠ বলে উঠলো।

চোখ নামাতেই লম্বা-চওড়া এক লোককে মাকড়ের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলো ল্যাংডন। কালো রঙের নক্সাদার শেরওয়ানি পরে আছে সে। তার মুখে প্রায় হাস্যকর রকমের সালভাদার দালির মতো গোঁফ।

"আমার নাম ফার্নান্দো," বলতে লাগলো সে, "আপনাকে এই জাদুঘরে স্বাগত জানানোর জন্য এসেছি। সামনে নামলেখা কতোগুলো টেবিলের দিকে নির্দেশ করলো লোকটি। "আপনার নামটা কি আমি জানতে পারি?"

"নিশ্চয়। আমার নাম রবার্ট ল্যাংডন।"

একটু আক্ষেপে বলে উঠলো লোকটি, "ওহ্, আমি খুবই দুঃখিত! আপনাকে চিনতে পারিনি, স্যার!"

আমি নিজেই আমাকে দেখে চিনতে পারছি না, ভাবলো ল্যাংডন, সাদা বো-টাই আর কালো টেইল্স আর সাদা ওয়েস্টকোট পরনে তার, একটু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল সে। *আমাকে দেখে একজন কেতাদুরস্ত বলেই মনে হচ্ছে।* ল্যাংডনের ক্লাসিক্যাল টেইলসটা প্রায় ত্রিশ বছরের পুরনো। প্রিন্সটনের আইভি ক্লাবের সদস্য থাকাকালীন সময় থেকে এটা সযত্নে রাখা আছে তার কাছে। তবে নিয়মিত সাঁতার কাটার বদৌলতে এটা এখনও তার গায়ে সুন্দরমতো ফিট হয়। তাড়াহুড়ো করে সবকিছু প্যাক করতে গিয়ে সচরাচর যে টুক্সেডো পরে থাকে সেটার বদলে ক্লজিট থেকে ভুল ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল সে।

boighar.com

“আমন্ত্রণপত্রে বলা হয়েছিল সাদা-কালো জামার কথা,” বলল ল্যাংডন। “টেইলসটা মনে হয় ঠিকই আছে, কী বলেন?”

“টেইল্‌স হলো ক্লাসিক একটি পোশাক! আপনাকে কিন্তু দারুণ মানিয়েছে!” একটা নেমট্যাগ বের করে ল্যাংডনের জ্যাকেটের বুকে লাগিয়ে দিলো লোকটা। “আপনার সাথে পরিচিত হতে পারাটা সম্মানের ব্যাপার, স্যার,” বলল গোঁফওয়ালা। “কোন সন্দেহ নেই, আপনি আমাদের এখানে আগেও নিশ্চয় এসেছেন?”

প্রতিফলিত হওয়া ভবনের সামনে থাকা মাকড়ের লোহার পা-গুলোর দিকে তাকালো ল্যাংডন। “আসলে বলতে একটু লজ্জাই হচ্ছে, আমি এর আগে এখানে কখনও আসিনি।”

“আসেননি!” কপট সুরে বলল লোকটি। “আপনি কি মডার্ন আর্টের সমঝদার নন?”

মডার্ন আর্টের যে চ্যালেঞ্জ সেটা ল্যাংডন সব সময়ই উপভোগ করে থাকে–নির্দিষ্ট কোন একটি শিল্পকর্মকে কেন মাস্টারপিস হিসেবে বাহবা দেয়া হয় সেটা তার মাথায় আসে না :

জ্যাকসন পোলকের রঙ চুইয়ে পড়া পেইন্টিং; অ্যান্ডি ওয়ারহলের *ক্যামবেল’স সুপ ক্যান্‌স*; মার্ক রদকোর সহজ সরল রঙের আয়তক্ষেত্রের সমারোহ। এরচেয়ে ল্যাংডন বরং, হায়ারোনিমাস বশের ধর্মিয় সিম্বলিজম অথবা ফ্রান্সেসকো দ্য গয়ার শিল্পকর্ম নিয়ে আলাপ করতে বেশি সাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

“আমি আসলে ক্লাসিক্যাল শিল্পকর্ম বেশি পছন্দ করি,” জবাবে বলল ল্যাংডন। “দা কুনিংয়ের চেয়ে দা ভিঞ্চি বেশি বুঝি।”

“কিন্তু দা কুনিং আর দা ভিঞ্চি তো প্রায় একইরকম!”

ধৈর্যের সাথে হাসি দিলো ল্যাংডন। “মনে হচ্ছে দা কুনিংয়ের ব্যাপারে আমাকে আরো অনেক কিছু শিখতে হবে।”

“তাহলে বলবো, আপনি একদম সঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছেন!” বিশালাকারের একটি ভবনের দিকে হাত তুলে দেখালো লোকটি। “এখানে আপনি এই বিশ্বের সবচাইতে সেরা মডার্ন আর্টের সংগ্রহ দেখতে পাবেন! আশা করি বেশ উপভোগ করবেন আপনি।”

“আমিও সেটাই মনে করি,” বলল ল্যাংডন। “শুধু যদি জানতে পারতাম আমি *কেন* এখানে এসেছি!”

“আপনি এবং বাকি সবার বেলায়ই এ কথাটা খাটে!” উল্লসিত হয়ে বলল লোকটি। মাথা ঝাঁকালো সে। “আপনার নিমন্ত্রণদাতা আজকের রাতে

আপনাদের সবাইকে কেন এখানে ডেকেছেন সে ব্যাপারটা একদম গোপন রেখেছেন। এমনকি এই জাদুঘরের কর্মচারিরাও জানে না কী ঘটতে যাচ্ছে। রহস্যের মধ্যেই তো আসল মজা–চারপাশে গুজবের ডালপালা ছড়াচ্ছে! ভেতরে কয়েক শ' অতিথি আছে, অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ রয়েছে, কিন্তু কেউই জানে না এই অনুষ্ঠানের এজেন্ডা কী!"

এ পৃথিবীর খুব কম নিমন্ত্রণদাতারই সাহস আছে, যে কিনা শেষ মুহূর্তে আমন্ত্রণ পাঠিয়ে বলতে পারে : 'শনিবার রাতে চলে আসুন। আমার উপর আস্থা রাখবেন।' আর তারচেয়েও কম ব্যক্তি কয়েক শ' ভিআইপি অতিথিকে গাড়িতে কিংবা প্লেনে করে উত্তর স্পেনের এরকম একটি জায়গায় নিয়ে আসতে পারে।

লোহার তৈরি সুবিশাল মাকড়ের নিচ দিয়ে হেটে গেল ল্যাংডন। মাথার উপরে বিশাল বড় লাল রঙের ব্যানারটার দিকে চোখ গেল তার।

এডমন্ড কিয়ার্শের সাথে একটি রজনী

এডমন্ড কিয়ার্শের কখনও আত্মবিশ্বাসের অভাব হয়নি, বেশ আমুদের সাথেই ভাবলো ল্যাংডন।

বিশ বছর আগে তরুণ এডি কিয়ার্শ ছিল হারভার্ডে ল্যাংডনের প্রথমদিককার একজন ছাত্র–ঝাকড়া চুলের এক কম্পিউটার গিক, কোডের ব্যাপারে তার আগ্রহ ছিল বলে ল্যাংডনের কোড, সাইফার আর সিম্বলের ভাষা সংক্রান্ত ফ্রেশম্যানদের সেমিনারে এসেছিল সে। কিয়ার্শের সূক্ষ্ম বুদ্ধি তাকে দারুণভাবে মুগ্ধ করেছিল। যদিও কম্পিউটারের মতো উজ্জ্বল সম্ভাবনার ক্ষেত্রের কারণে সেমিওটিকসের ধূসর জড়ত পরিত্যাগ করেছিল কিয়ার্শ, তারপরও ল্যাংডনের সাথে তার একটি ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ কারণেই গ্র্যাজুয়েশনের বিশ বছর পরও তাদের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

এখন সেই ছাত্র তার শিক্ষককেও ছাড়িয়ে গেছে, ভাবলো ল্যাংডন। *কয়েক আলোকবর্ষ ব্যবধানে।*

বর্তমানে এডমন্ড কিয়ার্শ হলো জগৎবিখ্যাত একজন ব্যতিক্রমধর্মি চিন্তাবিদ–বিলিয়ন ডলারের মালিক এক কম্পিউটার বিজ্ঞানী, ফিউচারিস্ট, উদ্ভাবক এবং উদ্যোক্তা। চল্লিশ বছরের এই মানুষটি এখন রোবোটিক্স, ব্রেইন, সায়েন্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং ন্যানোটেকনোলজির মতো আধুনিক আর অ্যাডভান্স প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় নাম। নিখুঁতভাবে ভবিষ্যৎ অনুমাণ করার ক্ষেত্রে তার যুগান্তকারি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তাকে ঘিরে ছড়িয়ে দিচ্ছে

boighar.com

অ্যাধ্যাত্মিক এক দীপ্তি।

দেশটির প্রাচীন-ইতিহাস, আভা-গার্দ আর্কিটেক্‌চার, ঝামেলাহীন জিন বার আর চমৎকার আবহাওয়ার প্রতি তার ভালোলাগার কারণে বিগত কয়েক বছর ধরে কিয়ার্শ মূলত স্পেনেই বসবাস করছে।

ল্যাংডনের ধারণা, এডমন্ডের এই নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতাটা এসেছে চারপাশের দুনিয়া সম্পর্কে তার অগাধ আর বিস্তৃত জ্ঞান রাখার ফলে। সবসময় ছেলেটাকে বইয়ের মাঝে ডুবে থাকতে দেখেছে সে; হাতের কাছে যা পেয়েছে, তা-ই পড়েছে। কোন বাছ-বিচার করেনি। বইয়ের প্রতি এমন আগ্রহ, আর সেগুলোতে লেখা বিষয়বস্তু যথার্থভাবে বোঝার এমন ক্ষমতা আর কারোও মাঝে দেখেনি ল্যাংডন।

বছরে একবার ক্যামব্রিজে ফিরে আসে কিয়ার্শ এমআইটি মিডিয়া ল্যাবে বক্তৃতা দিতে। সেদিন রাতে দেখা যায় সে আর ল্যাংডন একসাথে খেতে বসেছে। তা-ও বোস্টনের এমন কোন রেস্তোরাঁয়, যার নাম হয়তো আগে কখনও অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকটা শোনেইনি! অবশ্য ওদের মধ্যে প্রযুক্তি নিয়ে কোন কথা হয় না। কিয়ার্শের আগ্রহ ঘুরে-ফিরে শিল্পকলার আলাপচারিতার দিকেই নিয়ে যায় সে।

"রবার্ট, তুমি হচ্ছো সংস্কৃতির সাথে আমার যোগাযোগ।" দু-জনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক। "তোমাকে আমি আমার ব্যক্তিগত ব্যাচেলর অব আর্টস বলতে পারি!"

'ব্যাচেলর' শব্দটা যে ওর চিরকুমার অবস্থাকে খোঁচা দেয়ার জন্য, সেটা বুঝতে কখনওই বেগ পেতে হয়নি ল্যাংডনের। অবশ্য তাতে সে কিছু মনেও করে না। কেননা এই খোঁচা দেয় এমন এক অকৃতদার, যার কাছে এক নারীর সাথে জীবন কাটানো মানে 'বিবর্তনের মুখে থাপ্পড় মারা!' বিগত বছরগুলোতে একগাদা সুপারমডেলের সাথে একই ফ্রেমে বন্দি হতে দেখা গেছে তাকে।

কম্পিউটার বিজ্ঞানে কিয়ার্শের অর্জন শুনলে যে কেউ মনে করবে, লোকটা বুঝি নাক উঁচু করে থাকা এক আঁতেল, যার বাকি দুনিয়ার দিকে কোন মনোযোগ নেই! অথচ পোশাক-আশাকে তরুণ সেলেব্রেটিদেরকেও হার মানাবে সে। একেবারে হাল-ফ্যাশনের ডিজাইন ছাড়া অন্য কোন পোশাক পরে না। আধুনিক চিত্রকর্মের বিশাল সংগ্রহ রয়েছে তার। প্রায়শই ল্যাংডনকে মেইল পাঠায় সে, জানতে চায়–এই শিল্পকর্ম কেনাটা কেমন হবে?

তারপর সে ঠিক পরামর্শের উল্টোটা করতো, মুচকি হেসে মনে মনে বলল ল্যাংডন।

প্রায় এক বছর আগের কথা, ওকে অবাক করে দিয়ে একদিন শিল্পকর্ম নিয়ে আলাপ রেখে ঈশ্বরের ব্যাপারে জানতে চায় কিয়ার্শ। স্বঘোষিত এক নাস্তিকের মুখে ঈশ্বরের নাম শুনে অবাকই হয়েছিল রবার্ট ল্যাংডন। বোস্টানর টাইগার মামা রেস্তোরাঁয় বসে সেদিন খাওয়া-দাওয়া করছিল দু-জনে। আচমকা বিশ্বের প্রধান সব ধর্মের ব্যাপারে ল্যাংডনের মতামত জানতে চায় সে, বিশেষ করে সৃষ্টির শুরু নিয়ে নানা ধর্মে প্রচলিত নানান অভিমতের ব্যাপারে।

বর্তমান ধর্মমতগুলো নিয়ে তাকে মোটামুটি একটি ধারণা দিয়েছিল ল্যাংডন–ইহুদি, খৃস্টান আর ইসলাম ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব প্রায় একইরকম, সেখান থেকে শুরু করে হিন্দুদের ব্রহ্মার গল্প, ব্যাবিলনিয়দের মারডুকের কাহিনি...সবই বলেছিল তাকে।

"আচ্ছা," রেস্তোরাঁ ছেড়ে বেরোবার সময় জানতে চেয়েছিল ল্যাংডন। "একজন ফিউচারিস্ট অতীত নিয়ে কেন মাথা ঘামাচ্ছে? তাহলে কি বিশ্ববিখ্যাত নাস্তিক অবশেষে ঈশ্বরের দেখা পেয়ে গেছে?"

আমুদে হাসি দিয়েছিল এডমন্ড। "সেই আশাই করতে থাকো! আমি আসলে প্রতিপক্ষের ব্যাপারে একটু ধারণা নিতে চাচ্ছিলাম, রবার্ট।"

তার কথা শুনে হেসেছিল ল্যাংডন। এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। "বিজ্ঞান আর ধর্ম কিন্তু প্রতিপক্ষ নয়। দুটো আলাদা আলাদা ভাষায় একই গল্প বলার চেষ্টা করে বলতে পারো। পৃথিবী এ দুটোকে ধারণ করার মত যথেষ্ট বড়!"

সেই আলোচনার পর প্রায় এক বছর এডমন্ডের সাথে কথা হয়নি কোন। তারপর একেবারে আচমকা...বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো...ফেডএক্সের এনভেলপে ভরা প্লেনের টিকেট, হোটেলের রিজার্ভেশন আর এডমন্ডের হাতে লেখা নিমন্ত্রণ পায় ল্যাংডন। ঘটনাটা মাত্র তিনদিন আগের। আমন্ত্রণপত্রে লেখা ছিল :

> রবার্ট, তুমি এলে আমি খুবই খুশি হবো। গতবার তোমার কাছ থেকে শোনা কথাগুলো এই অনুষ্ঠানের প্রেরণা। নইলে হয়তো এই সম্মেলনটা সম্ভবই হতো না।

অবাক হয়ে গিয়েছিল ল্যাংডন। ঐ রাতে এমনকিছুই বলেনি সে, যেটা একজন ফিউচারিস্টের অনুষ্ঠানের অনুপ্রেরণা হতে পারে।

খামের ভেতরে আরও ছিল দু-জন মানুষের মুখোমুখি হয়ে থাকা একটি সাদাকালো ছবি। সেই সাথে ছিল ছোট্ট একটি কবিতাও :

রবার্ট,
সামনা-সামনি দেখা হবে যখনই
ফাঁকা সেই স্থানটি উন্মোচন করবো তখনই।
– এডমন্ড

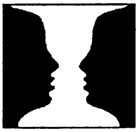

ছবিটা দেখে হেসেছিল ল্যাংডন, কয়েক বছর আগে একটি ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়েছিল সে। ছবিটা তারই স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়ার জন্য। কালো দুটো মুখের মাঝখানে সাদা অংশে ফুটে উঠেছে একটি চ্যালিস–জিশু খৃস্টের ব্যবহৃত শেষ পানপাত্রের আকার।

এখন এই জাদুঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ল্যাংডন, প্রাক্তন ছাত্র কী বলবে তা জানার জন্য। আর তর সইছে না। টেইল স্যুটের পেছনটা হালকা বাতাসে উড়ছে। নারভিওন নদীর ধার দিয়ে, বাঁধানো হাঁটাপথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে সে। এই নদী এক সময় বর্ধিষ্ণু এই শিল্প-শহরের মূল প্রাণ ছিল। বাতাসে তামার হালকা গন্ধ পেলো সে।

হাঁটাপথের একটা বাঁক ঘোরার পর অবশেষে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে বিশাল জাদুঘরটার দিকে তাকাল ল্যাংডন। একবারে পুরো দালানটাকে দেখা অসম্ভব। তাই অদ্ভুত আকৃতিটার এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত নজর ঘোরাতে হলো তাকে।

এই দালান স্থাপত্যবিদ্যার সব নিয়মকে শুধু ভাঙেইনি, বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে বলা যায়। *এডমন্ডের জন্য এরচাইতে ভালো জায়গা আর হয় না,* ভাবল ল্যাংডন।

স্পেনের বিলবাওতে অবস্থিত দ্য গুগেনহাইম জাদুঘর দেখলে মনে হবে, যেন ভিনগ্রহের কোন প্রাণির হেলুনিসেশান! সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ইস্পাত দেখে মনে হচ্ছে, ইচ্ছেমত দোমড়ানো-মোচড়ানো হয়েছে ওটাকে। এরপর একটার সাথে আরেকটাকে ঠেকিয়ে দেয়া হয়েছে কোন পদ্ধতি অনুসরণ না করেই।

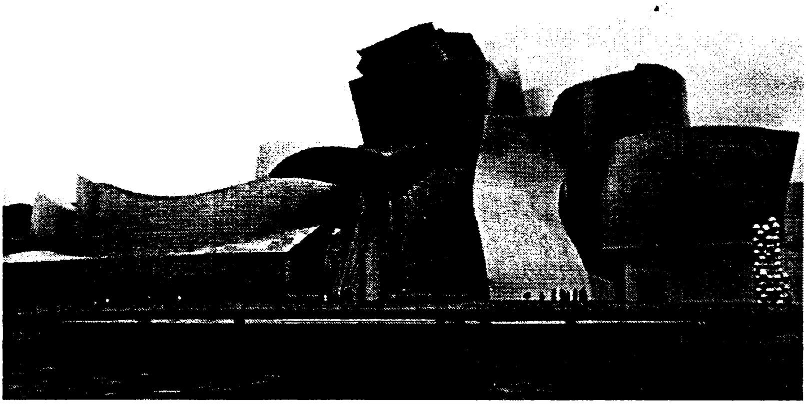

যতদূর দেখা যায়, দালানের পুরোটা শরীর ঢেকে দেয়া হয়েছে ত্রিশ হাজারেরও বেশি টাইটেনিয়াম টাইল্‌স দিয়ে। মাছের আঁশের মতো চকচক করতে থাকা ভবনটি একই সাথে প্রাকৃতিক এবং অপার্থিব অনুভূতির জন্ম দেয়। মনে হয় যেন ভবিষ্যতের কোন লেভিয়াথান দৈত্য পানি থেকে উঠে এসে রোদ পোহাচ্ছে!

১৯৯৭ সালে যখন প্রথম দালানটা উন্মোচন করা হয়, তখন এটার আর্কিটেক্ট ফ্রাঙ্ক গ্রেরির প্রশংসা করে *দ্য নিউইয়র্কার* বলে ছিল, 'টাইটেনিয়ামের আলখাল্লা পরা এক স্পন্দনরত স্বপ্নের জাহাজ বানিয়েছেন তিনি!' দুনিয়া জুড়ে অন্যান্য সমালোচকরাও কম যাননি–'আমাদের সময়ের সেরা স্থাপত্য!' 'প্রাণবন্ত বুদ্ধিমত্তার ছাপ!' 'স্থাপত্য শিল্পের অসাধারণ নিদর্শন!'

এই মিউজিয়াম চালু হবার পর, আরও অনেকগুলো 'ডিকন্সট্রাকটিভিস্ট' বা প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে ডিজাইন করা দালান গড়ে উঠতে থাকে–লস অ্যাঞ্জেলসের ডিজনি কনসার্ট হল, মিউনিখের বিএমডব্লিউ ওয়ার্ল্ড, এমনকি ল্যাংডনের বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন লাইব্রেরিও সেই খাতায় নাম লিখিয়েছে। অবশ্য বিলবাওয়ের এই দালান যে পরিমাণ সাড়া জাগায় দর্শকদের মনে তার ছিঁটেফোটাও বাকিগুলো জাগাতে পারে বলে মনে হয় না।

ল্যাংডনের প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে সাথে টাইলগুলো যেন একটা আরেকটার সাথে মিলে যাচ্ছে। নতুন রূপে নিজেদেরকে ধরা দিচ্ছে প্রতিটি পদক্ষপে। এখান থেকে দেখে মনে হচ্ছে, বিশাল দালানটা যেন পানির উপরে ভাসছে!

একটু অপেক্ষা করে দৃশ্যটা মন ভরে দেখে নিলো ল্যাংডন। তারপর

পানির উপর তৈরি সেতুটার দিকে এগিয়ে গেল। অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছে কী করেনি, হিস-হিস শব্দে কেঁপে উঠল সে। তার পায়ের নিচ থেকে আসছে শব্দটা। হাঁটাপথের নিচ থেকে বেরোতে থাকা কুয়াশা দেখে থমকে গেল এবার। কুয়াশার ঘন চাদর তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল জাদুঘরের দিকে। পুরো দালানটার ভিত্তি ঘিরে না ফেলার আগে থামলো না।

ফগ স্কাল্পচার, কুয়াশা-শিল্প—ভাবলো ল্যাংডন।

জাপানিজ শিল্পী ফুজিকো নাকায়ার এই কাজের ব্যাপারে পড়েছে সে। এই 'ভাস্কর্য' অন্য সবকিছুর চেয়ে আলাদা। কেননা একে বানানো হয় দৃশ্যমান বাতাস ব্যবহার করে। কুয়াশার এমন একটি দেয়াল তৈরি করা হয়, যা সময়ের সাথে সাথে জন্ম নেয় আবার বিলীনও হয়ে যায়। আর যেহেতু একেকটা দিনের বাতাসের প্রবাহ ও আবহাওয়ার অবস্থা অন্যদিনের সাথে মেলে না, তাই প্রতিবার নতুন রূপে দেখা যায় ভাস্কর্যটিকে।

হিস-হিস করা বন্ধ হয়ে গেল ব্রিজটার। কুয়াশার দৃশ্য যেমন উচ্চমার্গীয়, তেমনি হতবুদ্ধিকর। মনে হচ্ছে, জাদুঘরটা বুঝি পানির উপরে ভাসছে! যেন কোন ওজন নেই ওটার, মেঘের উপরে বসে রয়েছে।

আবার হাটা শুরু করতে যাবে, এমন সময় পানির শান্ত তল অশান্ত হয়ে উঠলো ছোট ছোট একগাদা বিস্ফোরণে। একদম আচমকা, পাঁচটি আগ্নেয় থাম লেগুন থেকে বেরিয়ে আকাশের দিকে ছুটলো। জাদুঘরের টাইটেনিয়ামের টাইলে শুরু হলো আলোর খেলা।

লুভর বা প্রাডোর মতো গতানুগতিক ধারার স্থাপত্যশিল্পই ল্যাংডনের পছন্দ। কিন্তু কুয়াশা আর আগুনের এই খেলা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারলো না। আসলে এই অত্যাধুনিক জাদুঘর ছাড়া অন্য কোথাও ফিউচারিস্ট লোকটির অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলে মানাতো না!

কুয়াশা ভেদ করে এগিয়ে গেল ল্যাংডন। জাদুঘরের প্রবেশ পথটি বিশাল এক কালো গহ্বরের মতো, দেখে কেমন সরীসৃপ-সরীসৃপ বলে মনে হয়। ভেতরে প্রবেশ করার সময় অস্বস্তিকর অনুভূতি হলো ল্যাংডনের। মনে হলো কোন ড্রাগনের মুখের ভেতর পা রাখছে বুঝি!

অধ্যায় ২

অপরিচিত এই শহরের ফাঁকা একটি পাবে টুলের উপর বসে আছে নেভি অ্যাডমিরাল লুই আভিলা। ভ্রমণে ক্লান্ত সে, একটা কাজের প্রয়োজনে তাকে বারো ঘণ্টায় কয়েক হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এ শহরে আসতে হয়েছে। টনিক ওয়াটারের দ্বিতীয় গ্লাসে চুমুক দিয়ে বারের পেছনে রাখা রঙবেরঙের বোতলের দিকে চেয়ে আছে।

মরুভূমিতে যে কোন লোকই ভদ্রস্থ থাকতে পারবে, মনে মনে বলল সে, *কিন্তু কেবলমাত্র অনুগত আর বিশ্বস্তরাই মরুদ্যানে বসেও মুখ বন্ধ রাখতে পারবে।*

আভিলা বিগত এক বছর ধরে মুখ খোলেনি। বারের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চোখ যেতেই এক ধরণের বিরল আর সুখকর মুহূর্তের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলো।

ভূমধ্যসাগরিয় অঞ্চলের মানুষ হিসেবে আভিলার বয়স তাকে বোঝা হিসেবে দাঁড় না করিয়ে বরং সম্পদ হিসেবে পরিণত করেছে। বিগত বছরগুলোতে তার রুক্ষ কালো চাপ দাড়ি নরম আর আধাকাঁচাপাকা হয়ে গেছে। তার কালো জ্বলজ্বলে চোখদুটো হয়ে উঠেছে শান্ত আর আত্মবিশ্বাসি। অলিভ রঙা ত্বক এখন রোদেপোড়া তামাটে। তাকে দেখলে দূরের সমুদ্রে ভুরু কুচকে চেয়ে থাকা একজন বলেই মনে হয় সব সময়।

তেষট্টি বছর বয়সেও তার শরীর হালকা-পাতলা গড়ন ধরে রাখার পাশাপাশি যথেষ্ট সতেজ রয়েছে। তার চমৎকার দৈহিক গড়নটি আরো বেশি নজর কাড়ে ইউনিফর্ম পরা থাকলে। এ মুহূর্তে আভিলা নেভির সাদা ইউনিফর্মই পরে আছে–ডাবল-ব্রেস্টের সাদা জ্যাকেট, কালো রঙের চওড়া শোল্ডার বোর্ড, এক সারি সার্ভিস মেডেল, উঁচু কলারের পরিপাটি সাদা শার্ট আর সিল্ক-ট্রিম্‌ড সাদা প্যান্ট।

স্প্যানিশ আরমাদা এখন আর এ বিশ্বের সবচাইতে প্রভাবশালি নেভি না হতে পারে, তবে আমরা এখনও জানি অফিসারদের কিভাবে ড্রেসে সজ্জিত করতে হয়।

বেশ কয়েক বছর অ্যাডমিরাল এই ইউনিফর্মটি পরেনি–তবে আজকের রাতটা অন্য সব রাতের মতো নয়, এটা বিশেষ একটা রাত। কিছুক্ষণ আগে

boighar.com

এই শহরের পথ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সুশ্রীমুখের নারীদের মুগ্ধ দৃষ্টি উপভোগ করেছে সে, সেই সাথে পুরুষেরাও তাকে সম্ভ্রমের সাথে সরে গিয়ে পথ করে দিয়েছে।

শৃঙ্খলা আর নিয়ম মেনে চলে যারা তাদেরকে সবাই সম্মান করে।

"ওত্রা তনিকা?" সুন্দরি বারমেইড জানতে চাইলো তার কাছে। মেয়েটার বয়স বেশি হলে ত্রিশ হবে, সুগঠিত দেহ, আর মুখে উচ্ছ্বল হাসি।

মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলো আভিলা। *"নো, গ্রাসিয়াস।"*

এই পাবটা বলতে গেলে একদম ফাঁকা। বারমেইডের মুগ্ধ দৃষ্টি টের পেলো আভিলা। এরকমটা আবারো দেখতে পেয়ে বেশ ভালো লাগছে তার। *অন্ধকার গহ্বর থেকে ফিরে এসেছি আমি।*

পাঁচ বছর আগে যে ভয়ঙ্কর ঘটনা তার জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছিল সেটা চিরকালই তার মনে উঁকিঝুঁকি মারবে–এক লহমায় মাটি যেন হা করে তাকে পুরোপুরি গিলে ফেলেছিল।

সেভিয়ার ক্যাথেড্রাল।

ইস্টারের সকালে।

স্টেইন্ড গ্লাস ভেদ করে আলো ছড়াচ্ছিল আন্দালুসিয়ানের সূর্য, ক্যাথেড্রালের অভ্যন্তরে সেই সূর্যরশ্মি বর্ণিল হয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো তখন। পাইপ অর্গানের সুমধুর শব্দে পুণরুত্থানের অলৌকিকতাকে উদযাপন করছিল হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ।

কমুনিউন রেইলে হাটু গেঁড়ে বসেছিল আভিলা, ভক্তিতে উদ্বেলিত ছিল তার হৃদয়। একজীবন সমুদ্রে সার্ভিস করে ফিরে আসার পর ঈশ্বর তাকে আশির্বাদস্বরুপ সেরা একটি উপহার দান করেছিলেন–একটি পরিবার। প্রশান্তির হাসি দিয়ে পেছন ফিরে আভিলা তার কমবয়েসি স্ত্রী মারিয়ার দিকে তাকিয়েছিল। গর্ভবতি ছিল বলে সে বসেছিল একটু দূরে সাধারণ প্রার্থনাকারিদের সারি সারি লম্বা বেঞ্চিগুলোর একটাতে। তার পাশে ছিল তাদের তেরো বছরের ছেলে পেপে, উত্তেজনায় বাবার উদ্দেশে হাত নাড়িয়েছিল সে। ছেলের দিকে চোখ টিপে দিলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে উষ্ণ হাসি দিয়েছিল মারিয়া।

ঈশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ, চ্যালিসটা হাতে নেবার জন্য রেলিংয়ের দিকে ফিরে তাকাতেই মনে মনে বলে উঠেছিল আভিলা।

পরমুহূর্তেই বিকট এক বিস্ফোরণের শব্দ প্রিস্টিন চ্যাপেলটা বিদীর্ণ করে তোলে।

চোখের নিমেষে তার সমস্ত জগৎ আগুনে ভষ্মীভূত হয়ে যায়।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় কমুনিউনের রেলিংয়ের উপরে ছিটকে পড়ে আভিলা, তার শরীর ধামাচাপা পড়ে যায় ধ্বংসস্তুপের আবর্জনা আর মানুষের ছিন্নভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিচে। জ্ঞান ফিরে আসার পর ঘন ধোয়ার কারণে শ্বাস নিতে পারছিল না সে। কয়েক মুহূর্তের জন্য বুঝতেই পারেনি কোথায় আছে, কী ঘটে গেছে।

এরপরই তার কানে আসে যন্ত্রণাকাতর চিৎকারগুলো। কোনমতে উঠে দাঁড়াতেই বুঝতে পারে কোথায় আছে এখন। নিজেকে সে বলেছিল, একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে। আতর্নাদ করতে থাকা মানুষজন আর বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টপকে ধোয়ায় আচ্ছন্ন ক্যাথেড্রালের ভেতরে কিছুক্ষণ আগে তার স্ত্রী আর সন্তান যেখানে ছিল সেই জায়গাটা আন্দাজ করে খোঁজার চেষ্টা করে যায় উদভ্রান্তের মতো।

ওখানে কেউ ছিল না।

কোন বেঞ্চ নেই। মানুষজনও নেই।

কেবল মৃতদেহের দঙ্গল আর আগুনে পোড়া পাথরের মেঝে।

তিক্ত এই স্মৃতিটা এক ঝটকায় বিতারিত হলো বারের দরজায় প্রচণ্ড আঘাতের শব্দে। টনিকার গ্লাসটা হাতে নিয়ে দ্রুত কয়েক চুমুক দিয়ে দিলো আভিলা। মাথা থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্মৃতিটাকে আরো অসংখ্যবারের মতো ঝেটিয়ে বিদায় করে দিলো সে।

আভিলা দেখতে পেলো, বারের দরজাটা পুরোপুরি খোলা, সেখান দিয়ে হন হন করে ঢুকে পড়ছে পেশিবহুল দু-জন মানুষ। সবুজ রঙের ফুটবল জার্সি তাদের বিশাল বপু ঢেকে রাখতে রাখতে যেন জীর্ণ হয়ে পড়েছে, আর একটি আইরিশ-লড়াকু গান গাইছে তারা সমস্বরে। বোঝাই যাচ্ছে, আজকের বিকেলে আয়ারল্যান্ড দলটি এখানে এসেছে খেলতে। সেই খেলা শেষ হয়ে গেছে।

আমি এটাকে আমার চলে যাবার সময় হিসেবেই ধরে নেবো, ভাবনাটা মাথায় আসতেই উঠে দাঁড়ালো আভিলা। বিলের জন্য তাড়া দিলেও বারমেইড তার দিকে চোখ টিপে হাত নেড়ে না করে দিলো। মেয়েটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলো সে।

"ব্লাডি হেল!" এইমাত্র বারে ঢোকা একজন আভিলার ইউনিফর্ম দেখে চিৎকার করে বলে উঠলো। "এ দেখি স্পেনের রাজা!"

কথাটা বলামাত্রই দু-জন মানুষ হাসিতে ফেটে পড়লো, হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে এলো তার দিকে।

পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করলো আভিলা, কিন্তু বিশালাকারের

boighar.com

লোকটি তার হাত ধরে টেনে একটা টুলের উপর বসিয়ে দিলো। "আরে দাঁড়ান, মহামান্য রাজা! আমরা এত কষ্ট করে স্পেনে এসেছি আর রাজার সাথে একচোট মদ না খেয়ে কি হয়!"

যে লোকটি তার জামার হাতা ধরেছে তার দিকে তাকালো আভিলা। "ছাড়ো," শান্তকণ্ঠেই বলল। "আমাকে যেতে হবে।"

"না...তোমাকে এখানে একটা বিয়ারের জন্য থাকতে হবে, *আমিগো*।" আরো শক্ত করে ধরলো লোকটা আর তার সঙ্গে থাকা বন্ধু নোংরা হাতে আভিলার বুকে ঝোলানো মেডেলগুলো নাড়তে শুরু করলো। "দেখে মনে হচ্ছে তুমি সত্যি সত্যি একজন হিরো, পপ্স।" আভিলার অন্যতম একটি মূল্যবান মেডেলে টোকা দিলো লোকটি। "একটা মধ্যযুগের মুগুর? তাহলে তুমি জ্বলজ্বলে বর্ম পরা একজন নাইট?" অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সে।

ধৈর্য, আভিলা নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলো। এই জীবনে এরকম অসংখ্য মানুষকে সে মোকাবেলা করেছে–সাধারণ মাথামোটা মানুষজন, অসুখি, কোন কিছুর জন্য রুখে দাঁড়ায়নি যারা–অন্ধের মতো তারা এমন সব মানুষের মুক্তি আর স্বাধীনতাকে হরণ করে যারা অন্যকে এসব দেবার জন্য লড়াই করেছে।

"সত্যি বলতে কি," ভদ্রভাবেই জবাব দিলো আভিলা, "এই মুগুরটা স্প্যানিশ নেভির *ইউনিদাদ দে অপারেসিওন্স এসপেসিয়ালেস*-এর একটি সিম্বল।"

"স্পেশাল অপ্স?" লোকটা ভড়কে গিয়ে বলল। "দারুণ ব্যাপার তো। "তাহলে এই সিম্বলটা কীসের?" আভিলার ডানহাতের দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

হাতের তালুর দিকে তাকালো আভিলা। তালুর উল্টোপিঠে, মাঝখানের নরম মাংসের উপরে কালো রঙের একটি ট্যাটু আঁকা–চতুর্দশ শতকের একটি সিম্বল।

এই চিহ্নটি আমাকে সুরক্ষা দেবে, ভাবলো আভিলা, নক্সাটার দিকে তাকালো এবার। *যদিও এটা আমার দরকার পড়বে না।*

"বাদ দাও," ষণ্ডাটা বলল তাকে, অবশেষে ছেড়ে দিলো আভিলার হাত। বারমেইডের দিকে ফিরে বলল সে, "তুমি খুব কিউট তো। তুমি কি শতভাগ স্প্যানিশ?"

"হ্যা," গর্বের সাথে জবাব দিলো মেয়েটি।

"তোমার মধ্যে কি একটুও আইরিশ নেই?"

"না।"

"তুমি কি একটু চাও?" লোকটা হিস্ট্রিয়াগ্রস্তের মতো বারের উপর আঘাত করলো জোরে জোরে।

"তাকে বিরক্ত করো না," আদেশের সুরে বলল আভিলা।

লোকটা ঘুরে দাঁড়ালো চোখমুখ শক্ত করে।

তার অন্য সঙ্গিটি আভিলার বুকে জোরে ধাক্কা দিলো। "তুই আমাদেরকে বলে দিবি কী করতে হবে না করতে হবে?"

আজকের দীর্ঘ ভ্রমণের পর বেশ ক্লান্ত আভিলা, গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো সে। বারের দিকে ইশারা করলো এবার। "আপনারা দয়া করে বসুন। আমি আপনাদের জন্য বিয়ার কিনে দিচ্ছি।"

উনি আছেন বলে রক্ষা, বারমেইড মনে মনে বলে উঠলো। যদিও ব্যাপারটা সে সামলাতে পারতো। চেয়ে চেয়ে দেখলো কতোটা শান্তভাবেই না এই অফিসার দু দুটো বদমাশকে মোকাবেলা করছে। মনে মনে আশা করলো, অফিসার যেন ক্লোজিং টাইম পর্যন্ত এখানে থেকে যায়।

দুই বোতল বিয়ারের অর্ডার দিলো অফিসার, সাথে তার জন্য আরেকটা টনিক। একটু আগে যে টুলে বসেছিল সেটাতেই বসে পড়লো আবার। তার দু-পাশে বসে পড়লো সেই দু-জন ফুটবল ভক্ত পাণ্ডা।

"টনিক ওয়াটার?" একজন টিটকারি মেরে বলল। "আমি ভেবেছিলাম আমরা একসাথে একটু মদ্যপান করবো।"

বারমেইডের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত একটি হাসি দিয়ে বাকি টনিকটুকু শেষ করলো অফিসার। "আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে," উঠে দাঁড়িয়ে বলল সে। "তোমরা তোমাদের বিয়ার উপভোগ করো, কেমন।"

সে উঠে দাঁড়াতেই দু-দুজন পাণ্ডা, যেন রিহার্সেল করা ভঙ্গিতে তার কাঁধে হাত রেখে তাকে রীতিমতো জোর করে বসিয়ে দিলো আবার। অফিসারের চোখে মুহূর্তের জন্য রাগের ছটা দেখা গেলেও উধাও হয়ে গেল সেটা।

"নানাজান, আমার মনে হয় না তুমি তোমার এই প্রেমিকাকে এখানে আমাদের সাথে একা রেখে চলে যেতে চাইছো।" মেয়েটার দিকে তাকিয়ে জিভ বের করে অশ্লীল একটি ভঙ্গি করলো সেই পাণ্ডা।

অফিসার বেশ কিছুক্ষণ শান্তভাবে বসে থাকার পর জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকালো।

তাকে খপ করে ধরে ফেলল পাণ্ডা দু-জন। "হেই! কী করছো তুমি?!"

আস্তে করে একটা মোবাইলফোন বের করে আনলো অফিসার। স্প্যানিশে কিছু একটা বলল সে। তার কথা বুঝতে না পেরে লোকদুটো চেয়ে থাকলে

boighar.com

আবার ইংরেজিতে বলতে লাগলো সে। "আমি দুঃখিত, আমার স্ত্রীকে কল করে বলা দরকার আমার একটু দেরি হবে। মনে হচ্ছে আমাকে এখানে আরেকটু থাকতে হবে আজ।"

"এবার তুমি আসল কথা বলছো, দোস্ত!" বিশালাকৃতির লোকটা বলল, বিয়ার গলাধকরণ করে বারের উপরে বেশ জোরে আছাড় মেরে রাখলো গ্লাসটা। "আরেকটা দাও!"

গ্লাসে বিয়ার ঢালতে ঢালতে বারমেইড আয়নায় দেখতে পেলো অফিসার তার ফোনে কিছু বাটন চেপে কানে ধরলো। কলটা রিসিভ করা হলে স্প্যানিশে বলতে লাগলো সে।

"লে লামো দেসদে এল বার মলি মালোন," অফিসার বলল। গ্লাস ঢেকে রাখার কোস্টারের উপরে লেখা বারের নাম আর ঠিকানা দেখে নিয়েছে সে। *"কলে পারতিকুলার দে এস্ত্রাউনজা, ওচো।"* একটু অপেক্ষা করে আবার বলল, *"নেসেসিতামো আয়ুদা ইমিদিয়াতামেন্তে। হায় দোস অমব্রেস এরিদিওস।"* এরপরই ফোনটা রেখে দিলো।

দু-জন মানুষ আহত হয়েছে? বারমইেডের হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। *একটু ইমার্জেন্সি সাহায্যের দরকার আছে?*

তার কথার মানেটা কী সেটা বোঝার আগেই বারমেইড দেখতে পেলো সাদা ঘোলাটে কিছু একটা। অফিসার ডানদিকে একঝটকায় ঘুরে তার কঁনুই দিয়ে বড় পাণ্ডাটার নাকে সজোরে আঘাত করে বসেছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে লোকটার মুখ ঢেকে গেল মুহূর্তে। টুল থেকে পড়ে গেল সে। দ্বিতীয় লোকটি কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই অফিসার বাম দিকে ঘুরে অন্য কঁনুইটা ব্যবহার করে তার শ্বাসনালীতে আঘাত হানলো। টুল উল্টে মেঝেতে পড়ে গেল সে।

আতঙ্কে বারুদ্ধ হয়ে বারমেইড মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলো। একজন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, অন্যজন দম বন্ধ হয়ে গলা চেপে ধরে রেখেছে দু-হাতে।

আস্তে করে উঠে দাঁড়ালো অফিসার। অদ্ভুত এক শীতলতায় সে তার মানিব্যাগ থেকে এক শ' ইউরোর একটি নোট বের করে বারের উপরে রাখলো।

"ক্ষমা করবে আমাকে," স্প্যানিশে বলল সে। "খুব জলদিই পুলিশ এসে পড়বে এখানে তোমাকে সাহায্য করার জন্য।" কথাটা বলেই সে বার থেকে বের হয়ে গেল।

বাইরে এসে বুক ভরে রাতের বাতাস টেনে নিলো অ্যাডমিরাল আভিলা। আলামেদা দে মাৎসারেদ্দো দিয়ে নদীর দিকে পা বাড়ালো সে। পুলিশের সাইরেনের শব্দ কাছে আসতেই একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় সরে এলো। খুবই

সিরিয়াস একটা কাজ করতে হবে তাকে। আজকের রাতে আর কোন জটিলতায় জড়ানোর ইচ্ছে তার নেই।

আজ রাতের মিশনের ব্যাপারে দ্য রিজেন্ট পরিষ্কারভাবে রূপরেখা জানিয়ে দিয়েছে।

দ্য রিজেন্টের কাছ থেকে অর্ডার নিতে আভিলার জন্য তেমন বেগ পেতে হয়নি। সিদ্ধান্ত নেবার কিছু নেই। অপরাধবোধও কাজ করে না। শুধু অ্যাকশন। সুদীর্ঘ ক্যারিয়ারে কমান্ড দিয়েছে সে, এখন অন্যদেরকে হাল ধরতে আর জাহাজ চালাতে দিলে এক ধরণের স্বস্তিই কাজ করে তার মধ্যে।

এই যুদ্ধে আমি একজন পদাতিক সৈন্য মাত্র।

কয়েক দিন আগে, দ্য রিজেন্ট তার সাথে এমন একটি ভয়ানক সিক্রেট শেয়ার করে যে, আভিলার পক্ষে পুরোপুরি সমর্থন দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। গতরাতের মিশনের বর্বরতা এখনও তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, যদিও সে জানে তার এমন কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে ক্ষমা করা হবে।

নীতি-নৈতিকতা অসংখ্য রূপে বিদ্যমান।

আজ রাত শেষ হবার আগে আরো অনেক মৃত্যু ধেয়ে আসবে।

নদীর তীরে উন্মুক্ত প্লাজায় এসে আভিলা তার সামনে থাকা বিশাল স্থাপত্যের দিকে চোখ তুলে তাকালো। লোহার টাইলে ঢাকা এটা হলো জঘন্য একটা জিনিসের আখড়া–এ যেন চূড়ান্ত একটি নৈরাজ্যকে জায়গা করে দেবার জন্য স্থাপত্যকলার দুশ' বছরের উন্নতিকে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলার মতোই কোন ব্যাপার।

অনেকে এটাকে জাদুঘর বলে ডাকে। আমি এটাকে কুৎসিত দানব বলি।

নিজের চিন্তাভাবনা গুছিয়ে নিলো আভিলা। প্লাজাটা অতিক্রম করে বিলবাও'র গুগেনহাইম মিউজিয়ামের বাইরে অদ্ভুত দর্শনের ভাস্কর্যগুলোর মাঝখান দিয়ে চলে গেল সে। ভবনের কাছে আসতেই সাদা-কালো পোশাকে সজ্জিত কয়েক ডজন অতিথিকে ঘোরাফেরা করতে দেখলো।

ঈশ্বরবিহীন মানুষের এক সমাবেশ।

কিন্তু আজকের রাতটা যেভাবে পার হবে সেটা তাদের কল্পনায়ও নেই।

অ্যাডমিরালের ক্যাপটা ঠিকমতো মাথায় বসিয়ে জ্যাকেটটা হাত দিয়ে ঠিকঠাক করে নিলো সে। যে কাজটা করতে যাবে তার জন্য মানসিকভাবে নিজেকে শক্ত করে নিলো। আজকের রাতটি আরো বড় একটি মিশনের অংশ–ন্যায়পরায়ণদের একটি ক্রুসেড।

সামনের প্রাঙ্গণ পেরিয়ে জাদুঘরের প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে যাবার সময় পকেটে থাকা রোসারিটা স্পর্শ করলো আভিলা।

boighar.com

অধ্যায় ৩

জাদুঘরের আর্টিয়ামটি দেখে মনে হয় এটি একটি ফিউচারিস্টিক ক্যাথেড্রাল।

ভেতরে পা রাখতেই ল্যাংডনের চোখ গেল উপরের দিকে, এক সারি বিশাল সাদা পিলার কাঁচের পর্দার সাথে উঠে গেছে দুশো ফিট উপরে, ভল্টেড সিলিংয়ের দিকে। সেখান থেকে হ্যালোজেন স্পটলাইট বিচ্ছুরিত করছে বিশুদ্ধ সাদা আলো। শূন্যে ভেসে থাকা জালের মতো বিস্তৃত অসংখ্য ক্যাটওয়ার্ক, বেলকনি আর প্যাসেজগুলো সাদা-কালো ডটে অঙ্কিত। ভিজিটররা উপরের গ্যালারি থেকে যাচ্ছে আসছে, দাঁড়িয়ে আছে উঁচু জানালার সামনে, নিচের লেগুনের দিকে তাকিয়ে আছে মুগ্ধ দৃষ্টিতে। কাছেই কাঁচের এলিভেটরগুলো

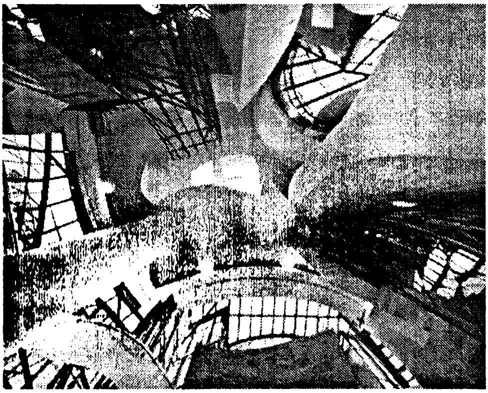

নিঃশব্দে নিচে নেমে যাচ্ছে আরো অনেক অতিথিকে উপরে নিয়ে আসার জন্য। এরকম জাদুঘর ল্যাংডন কখনও দেখেনি। এমনকি এর ভেতরের শব্দও তার কাছে বড্ড অচেনা। মুগ্ধ দর্শকদের ফিসফিসানির বদলে এখানকার কাঁচে প্রতিধ্বণিত হচ্ছে প্রাণবন্ত মানুষজনের সরব গুঞ্জন। ল্যাংডনের কাছে কেবলমাত্র জিভের তালুতে সুপরিচিত বিশুদ্ধ একটি স্বাদ অনুভব করা বাদে বাকি সব কিছুই অচেনা লাগছে। জাদুঘরের বাতাস সারা দুনিয়াতে প্রায় একই রকম–বাতাস ফিল্টার করে তারপর আয়োনাইজড পানি দিয়ে ৪৫ শতাংশ আদ্রতা বজায় রাখা হয়।

অনেকগুলো টাইট সিকিউটি পয়েন্ট পেরিয়ে এলো ল্যাংডন, লক্ষ্য করে দেখলো সশস্ত্র গার্ডের সংখ্যা বেশ কম। অবশেষে আরেকটি চেক-ইন টেবিলের কাছে চলে আসতেই এক তরুণী একটি হ্যান্ডসেট দেখিয়ে বলল, *"অদিওগুইয়া?"*

হেসে ফেলল ল্যাংডন। "ধন্যবাদ, লাগবে না।"

চলে যেতে উদ্যত হবে এমন সময় মেয়েটা তাকে থামিয়ে দিয়ে নিখুঁত

ইংরেজিতে বলে উঠলো, "আমি দুঃখিত, স্যার। কিন্তু আজ রাতে আমাদের আয়োজক মি. এডমন্ড কিয়ার্শ বলে দিয়েছেন সবাই যেন হেডসেট ব্যবহার করে। এটা আজকের অনুষ্ঠানেরই অংশ।"

"ওহ্, তাহলে তো নিতেই হচ্ছে।"

ল্যাংডন হাত বাড়িয়ে হেডসেটটা নিতে গেলে মেয়েটা তাকে হাত তুলে বিরত করে অতিথিদের দীর্ঘ তালিকায় চোখ বুলাতে লাগলো। তালিকায় তার নামটা পাওয়া গেলে অতিথির নামের সাথে ম্যাচ করা একটি নাম্বারযুক্ত হেডসেট বাড়িয়ে দিলো সে। "আজকের এই ট্যুরটি প্রত্যেক ভিজিটরের জন্য আলাদাভাবে কাস্টমাইজড করা হয়েছে।"

তাই নাকি? চারপাশে তাকালো ল্যাংডন। কয়েক শ' অতিথি আছে এখানে। হেডসেটটার দিকে তাকালো এবার, চিকন মেটালের একটি লুপ, যার দুই প্রান্তে বেশ ছোট দুটো প্যাড আছে। সম্ভবত তার হতবুদ্ধিকর অবস্থা দেখে মেয়েটা উঠে এসে তাকে সাহায্য করলো।

"এগুলো একেবারেই নতুন জিনিস," ডিভাইসটা সেট করতে করতে বলল সে। "এই প্যাডদুটো আপনার কানের ভেতরে ঢুকবে না, বরং মুখের উপরে বসে থাকবে।" মেয়েটা হেডসেটের লুপ ল্যাংডনের মাথার পেছনে সেট করে প্যাডদুটো চোয়ালের হাড়ের ঠিক উপরে আস্তে করে বসিয়ে দিলো।

"কিন্তু কিভাবে–"

"বোন কনডাকশান টেকনোলজি প্রযুক্তি। প্যাডদুটো সরাসরি চোয়ালের হাড়ের মধ্য দিয়ে শব্দ বয়ে নিয়ে যাবে আপনার কানের ককলিয়ারে। আমি এর আগে এটা ব্যবহার করে দেখেছি। খুবই অসাধারণ জিনিস–মনে হবে আপনার মাথার ভেতরে শব্দ হচ্ছে। তারচেয়েও বড় কথা, এতে করে আপনার কান বাইরের শব্দ শুনতে কোন বেগই পাবে না।"

"দারুণ তো।"

"এই টেকনোলজিটা মি. কিয়ার্শ দশ বছর আগেই উদ্ভাবন করেছেন। এখন এটা অনেক হেডফোন ব্র্যান্ডই বাজারজাত করছে ক্রেতাদের জন্য।"

আশা করি লুডভিগ ফন বিটোভেন এর থেকে তার ভাগ পাবেন, মনে মনে বলল ল্যাংডন। এই বোন কনডাকশান টেকনোলজির সত্যিকারের উদ্ভাবক ছিলেন এক পর্যায়ে বধির হয়ে যাওয়া আঠারো শতকের এই সঙ্গিতজ্ঞ। বধির অবস্থায় একদিন তিনি আবিষ্কার করলেন তার পিয়ানোতে একটি ধাতব দণ্ড লাগিয়ে বাজানোর সময় সেটা কামড় দিয়ে রাখলে তার চোয়ালের হাড় দিয়ে পরিবাহিত হয়ে শব্দ চলে যাচ্ছে মাথার ভেতরে। বেশ ভালোমতোই তিনি সেটা শুনতে পাচ্ছেন।

boighar.com

"আশা করি আপনি আপনার ট্যুর উপভোগ করবেন ভালোমতোই," মেয়েটা বলল। "প্রেজেন্টেশন শুরু হবার আগে আপনি এক ঘণ্টা সময় পাবেন জাদুঘরটা ঘুরে দেখার জন্য। উপরতলায় কখন যেতে হবে সেটা আপনাকে জানিয়ে দেবে অডিও-গাইড।"

"ধন্যবাদ তোমাকে। আমাকে কি কোন কিছু চাপ-টাপ দিতে হবে–"

"না। এই ডিভাইসটা নিজে থেকেই চালু হয়। আপনি চলতে শুরু করলেই আপনার টুর-গাইড সচল হয়ে যাবে।"

"ওহ্, তাই নাকি," হেসে বলল ল্যাংডন। অতিথিদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে আর্টিয়ামের দিকে পা বাড়ালো সে। সবাই এলিভেটরের জন্য অপেক্ষা করছে। সবার চোয়ালের নিচেই একই রকম হেডসেট লাগানো।

আর্টিয়ামের মাঝপথে একটি পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পেলো সে। "গুড ইভনিং...বিলবাওয়ের গুগেনহাইমে স্বাগতম আপনাকে।"

ল্যাংডন জানে এটা তার হেডসেট থেকে আসছে, তারপর একটু থেমে পেছন ফিরে তাকালো। ইফেক্টটা চমকে দেবার মতো–নিখুঁতভাবে এক তরুণ বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে–যেন মাথার ভেতরে কেউ বসে আছে ঘাপটি মেরে।

"আপনাকে আন্তরিকভাবে স্বাগতম, প্রফেসর ল্যাংডন।" খাঁটি বৃটিশ উচ্চারণে কণ্ঠটা বন্ধুভাবাপন্ন আর বেশ মিহি। "আমার নাম উইনস্টন, আজ রাতে আমি আপনার গাইড হতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি।"

কাকে দিয়ে তারা এটা রেকর্ড করেছে–হিউ গ্র্যান্ট?

"আজ রাতে," উৎফুল্ল কণ্ঠটা বলতে লাগলো, "আপনি যেখানে খুশি সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারেন, আপনি যা দেখবেন তার উপরে আমি আপনাকে যথাযথ আলোকপাত করবো।"

বোঝাই যাচ্ছে, সুরেলা কণ্ঠের ন্যারেটর আর বোন কনডাকশন টেকনোলজি ছাড়াও প্রতিটি হেডসেটে জিপিএস রয়েছে যার ফলে ভিজিটর জাদুঘরের ঠিক কোন জায়গায় অবস্থান করছে সেটার উপর ভিত্তি করেই ন্যারেটর তার কমেন্ট্রি দিতে পারে।

"আমি বুঝতে পারছি, স্যার," কণ্ঠটা যোগ করলো, "আর্টের প্রফেসর হবার সুবাদে আপনি আমাদের বিশেয়জ্ঞ অতিথিদের মধ্যে অন্যতম একজন। এ কারণে আপনার ইনপুট খুবই দরকার হবে আমার। কিন্তু বাজে ব্যাপার হলো, নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের উপরে আমার বিশ্লেষণের সাথে পুরোপুরি ভিন্নমত পোষণ করার সম্ভাবনা রয়েছে আপনার!" আক্ষেপের সুর ভেসে এলো কণ্ঠটা থেকে।

আসলেই? এই স্ক্রিপ্টটা লিখেছে কে? স্বীকার করতেই হয়, উৎফুল্ল কণ্ঠ আর পারসোনালাইজ্‌ড সার্ভিস খুবই চমকপ্রদ ব্যাপার। কিন্তু শত শত হেডসেট কাস্টমাইজ করার জন্য যে কী পরিমাণ প্রচেষ্টার দরকার পড়তে পারে সেটা ল্যাংডন কল্পনা করতেও পারলো না।

ভালো কথা, কণ্ঠটা চুপ মেরে গেল। যেন ওটার প্রি-প্রোগ্রাম করা স্বাগত-সংলাপটি শেষ হয়ে গেছে।

আর্টিয়ামের জনসমাবেশের উপরে ঝুলে থাকা আরেকটি লাল রঙের বিশাল ব্যানারের দিকে তাকালো ল্যাংডন।

এডমন্ড কিয়ার্শ
আজ রাতে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবো

এডমন্ড আসলে কী করতে যাচ্ছে?

এলিভেটরগুলোর দিকে তাকালো ল্যাংডন। একদল অতিথি কথাবার্তায় মশগুল। এদের মধ্যে বিশ্বব্যাপি ইন্টারনেট কোম্পানির দু-জন প্রতিষ্ঠাতা, একজন স্বনামখ্যাত ভারতীয় অভিনেতা এবং অসংখ্য ভিআইপি রয়েছে। যাদের অনেককেই তার চেনার কথা, কিন্তু সে চিনতে পারছে না। কিছুটা অনিচ্ছুক আর তেমন কোন প্রস্তুতি নেই বলে সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা বলিউড নিয়ে আলাপচারিতা এড়িয়ে যাবার জন্য বিপরীত দিকের দেয়ালে টাঙানো বিশাল বড় একটি মডার্ন আর্টের দিকে এগিয়ে গেল ল্যাংডন।

ইন্সটলেশনটা কালচে গর্তের ভেতরে রাখা, ওর মধ্যে আছে নয়টি সংকীর্ণ কনভেয়ার বেল্ট, ওগুলো মেঝে ফুড়ে উপরের দিকে উঠে গিয়ে ছাদের ফাকফোকড় দিয়ে উধাও হয়ে গেছে। দেখে মনে হয়, একটি খাড়া প্লেনের নয়টি মুভিং ওয়াকওয়ের মতোই। প্রতিটি কনভেয়ারে লেখা আছে জ্বলজ্বলে বার্তা, সেগুলো যেন আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

আমি সশব্দে প্রার্থনা করি...আমার ত্বকে তোমার গন্ধ পাই...তোমার নাম ধরে ডাকি আমি।

ল্যাংডন একটু কাছে যেতেই টের পেলো নড়তে থাকা ব্যান্ডগুলো আসলে থেমে আছে; নড়াচড়ার এই দৃষ্টিভ্রমটা সৃষ্টি করা হয়েছে খাড়া বিমের উপরে ছোটছোট এলইডি লাইট বসিয়ে। বাতিগুলো বিরামহীনভাবে জ্বলে জ্বলে শব্দের

আকৃতি তৈরি করছে, আর সেটা মেঝে থেকে উঠে এসে বিম ধরে উপরে উঠে সিলিংয়ে গিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

আমি অনেক কাঁদি...ওখানে ছিল রক্ত...কেউ আমাকে বলেনি।

এমনি একটু দেখার জন্য খাড়া বিমগুলোর দিকে এগিয়ে গেল ল্যাংডন।

"এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং পিস," অডিও-গাইড বলে উঠলো এবার। হঠাৎ করেই ফিরে এসেছে ওটা। "এটাকে বলা হয় *ইন্সটলেশন ফর বিলবাও,* জেনি হোলৎজার নামের একজন শিল্পীর কনসেপ্ট অনুযায়ি এটার নির্মাণ করা হয়েছে। এটাতে আছে নয়টি এলইডি সাইনবোর্ড, প্রতিটা চল্লিশ ফিট লম্বা, বাস্ক, স্প্যানিশ আর ইংরেজি ভাষায় বাণী সম্প্রচার করে থাকে–এর সবটাই এইড্সের ভীতিকর দিক এবং যারা এরফলে যন্ত্রণা ভোগ করে সেসব নিয়ে।

ল্যাংডন স্বীকার করতে বাধ্য হলো, এটা যেমন মনোমুগ্ধকর তেমনি হৃদয়বিদারকও বটে।

"সম্ভবত আপনি জেনি হোলৎজারের কাজ আগেও দেখেছেন?"

ল্যাংডনের মনে হলো, উপরের দিকে ধাবমান লেখাগুলোর দিকে সম্মোহিতের মতো চেয়ে আছে সে।

আমি মুখ লুকাই... তোমার মুখ লুকাতে দেই...তোমাকে মাটি চাপা দেই।

"মি. ল্যাংডন?" তার মাথার ভেতরে কণ্ঠটা বলে উঠলো। "আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? আপনার হেডসেট কি কাজ করছে ঠিকমতো?"

সম্বিত ফিরে পেলো ল্যাংডন। "দুঃখিত–*কি বলল? হ্যালো?*"

"হ্যালো," কণ্ঠটা জবাব দিলো। "আমার মনে হয় আমরা এরইমধ্যে হ্যালো বলে ফেলেছি, আমি কেবল চেক করে দেখছিলাম আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা?"

"আমি...আমি দুঃখিত," কথাটা বলতে গিয়ে সামান্য তোতলালো ল্যাংডন। এক্সিবিশন থেকে মুখ ফিরিয়ে আর্টিয়ামের অন্যদিকে তাকালো সে। "আমি ভেবেছিলাম এটা রেকর্ডিং করা কথা! বুঝতে পারিনি, এটা আসলে সত্যিকারের কোন মানুষ।" ল্যাংডনের চোখে ভেসে উঠলো এক সারি কিউবিকলে বসে আছে একদল কিউরেটর, তাদের সবার মাথায় হেডসেট আর হাতে জাদুঘরের ক্যাটালগ।

"কোন সমস্যা নেই, স্যার। আজ রাতে আমি আপনার পার্সোনাল গাইড। আপনার হেডসেটে একটা মাইক্রোফোনও আছে। এই প্রোগ্রামটা করা হয়েছে ইন্টারঅ্যাকটিভ অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে, যেন আমি এবং আপনি আর্ট নিয়ে আলাপ করতে পারি।"

বাকি অতিথিদেরকেও হেডসেটে কথা বলতে দেখলো ল্যাংডন। এমনকি যারা সঙ্গে করে স্বামী-স্ত্রীকেও নিয়ে এসেছে তারাও আলাদা আলাদা হেডসেট ব্যবহার করছে। হেডসেটে পার্সোনাল গাইডের সাথে কথা বলার সময় তাদের চোখেমুখেও দেখতে পাচ্ছে বিস্মিত আর অবাক হবার অভিব্যক্তি।

"*সব* অতিথির জন্যই প্রাইভেট গাইড রয়েছে?"

"জি, স্যার। আজকে আমরা তিন শ' আঠারোজন অতিথিকে এভাবে ট্যুর করাচ্ছি।"

"এটা তো অবিশ্বাস্য ব্যাপার।"

"আপনি তো জানেনই, এডমন্ড কিয়ার্শ শিল্পকলা আর টেকনোলজির বিশাল বড় একজন ফ্যান। তিনি ব্যক্তিগতভাবে গ্রুপ ট্যুর ভীষণ অপছন্দ করেন, তাই এই সিস্টেমটা জাদুঘরের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করেছেন। এভাবে প্রাইভেট ট্যুরে একজন ভিজিটর নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারেন, এমন সব প্রশ্ন করতে পারেন যেটা গ্রুপ ট্যুরে করতে হয়তো তিনি ইতস্তত বোধ করতেন। এটা অনেক বেশি নিবিড় আর মনোসংযোগ সৃষ্টি করতে পারে।"

"শুনতে হয়তো পুরনো কথা মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা প্রত্যেকে সশরীরে ঘুরে দেখছি না কেন?"

"লজিস্টিকের ব্যাপার, স্যার," লোকটা জবাব দিলো। "জাদুঘরে প্রত্যেক দর্শনার্থির জন্য একজন করে পার্সোনাল ডোসেন্ট যোগ করলে মানুষের সংখ্যা দ্বিগুন হয়ে যাবে। এরফলে সঙ্গত কারণেই সম্ভাব্য ভিজিটরের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে। তারচেয়েও বড় কথা, সব ডোসেন্ট একসঙ্গে কথা বললে যে হাউকাউয়ের সৃষ্টি হবে সেটা মনোযোগ নষ্ট করবে। ডিসকাশনটা বাধা-বিঘ্ন ছাড়া যেন চলে সেজন্যে এটা করা হয়েছে। মি. কিয়ার্শ সব সময় বলে থাকেন, আর্টের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ডায়লগকে প্রমোট করা।"

"আমি পুরোপুরি একমত," জবাবে বলল ল্যাংডন, "এ কারণেই লোকজন খুব কমই বন্ধু অথবা প্রেমিক-প্রেমিকা নিয়ে জাদুঘরে আসে। এইসব হেডসেটকে তাহলে একটু অসামাজিকই বলা চলে।"

"আপনি যদি আপনার পছন্দের মানুষ কিংবা বন্ধুদের নিয়ে আসেন,"

boighar.com

বইঘর.কম

বৃটিশ উচ্চারণে জবাব এলো, “তাহলে সবগুলো হেডসেট একজন ডোসেন্টের কাছে অ্যাসাইন করাতে পারেন গ্রুপ ডিসকাশন উপভোগ করার জন্য। সফটওয়্যারটি খুবই অগ্রসর।”

“মনে হচ্ছে তোমার কাছে সব প্রশ্নের জবাবই আছে।”

“সত্যি বলতে কি, এটাই আমার কাজ।” বিব্রতকর হাসি দিলো গাইড তারপর হুট করেই আবার সেটা থামিয়েও দিলো। “প্রফেসর, আপনি যদি এখন আর্টিয়াম ধরে জানালাগুলোর কাছে চলে যান তাহলে এই জাদুঘরের সবচাইতে বড় পেইন্টিংটা দেখতে পাবেন।”

আর্টিয়াম ধরে এগিয়ে যাবার সময় ল্যাংডন পেরিয়ে গেল, সাদা বেইজবল ক্যাপ পরা ত্রিশটির মতো আকর্ষণীয় দম্পতিদেরকে। তাদের সবার ক্যাপের সামনে কোনো কর্পোরেট লোগো নেই, বরং আছে চমকে যাবার মতো একটি সিম্বল।

এই আইকনটি ল্যাংডন বেশ ভালো করেই চেনে। তারপরও কোনো ক্যাপে এটাকে দেখেনি সে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই স্টাইলিশ ইংরেজি *A* অক্ষরটি এ বিশ্বের সবচাইতে ক্রমবর্ধনশীল এবং উচ্চকিত কণ্ঠ হিসেবে আবির্ভূত হওয়া নাস্তিক জনগোষ্ঠির কাছে সার্বজনীন একটি সিম্বল হয়ে উঠেছে। তারা এখন প্রতিদিন আরো জোড়ালো কণ্ঠে বলে যাচ্ছে ধর্মের বিরুদ্ধে–তাদের বিবেচনায় ধর্মিয় বিশ্বাস কতোটা বিপজ্জনক হতে পারে সেটাই বলে তারা।

নাস্তিকদের এখন নিজস্ব বেইজবল ক্যাপ আছে?

তার আশেপাশে থাকা টেকনোলজি-প্রিয় মানুষজনদের জনসমাবেশের দিকে চোখ বুলিয়ে ল্যাংডন নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলো, এইসব অ্যানালিটিক্যাল-মাইন্ডেড তরুণদের অনেকেই সম্ভবত এডমন্ড কিয়ার্শের মতোই ধর্মবিরোধি। একজন ধর্মিয় সিম্বলজির প্রফেসরের জন্য আজকের শ্রোতারা ঠিক ‘তার শ্রোতা’ নয়।

অধ্যায় ৪

কন্সপিরেসিনেট.কম

ব্রেকিং নিউজ

আপডেট : আজকের দিনে কন্সপিরেসিনেটের 'সেরা ১০টি সংবাদ' এখানে ক্লিক করলেই দেখতে পাবেন। এছাড়াও আমাদের কাছে এইমাত্র পাওয়া নতুন আরেকটি সংবাদও রয়েছে!

এডমন্ড কিয়ার্শ সারপ্রাইজ কোনো ঘোষণা দেবেন?

স্পেনের বিলবাও'র গুগেনহাইম মিউজিয়ামে প্রযুক্তি দুনিয়ার সব রথিমহারথিরা সমবেত হয়েছে এক ভিআইডি ইভেন্টে অংশ গ্রহণ করতে, যার আয়োজক ফিউচারিস্ট এডমন্ড কিয়ার্শ। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে আজকের অনুষ্ঠানের জন্য। আগত অতিথিদের কাউকেই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আগে থেকে কিছু জানানো হয়নি। কিন্তু কন্সপিরেসিনেট নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক সংশ্লিষ্ট একজনের কাছ থেকে জানতে পেরেছে, আর কিছুক্ষণ পরই এডমন্ড কিয়ার্শ তার বক্তব্য দেবেন, তিনি তার অতিথিদের কাছে বিস্ময়কর কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ঘোষণা দিয়ে চমকে দেবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। কন্সপিরেসিনেট এই ঘটনার উপরে চোখ রাখছে, নতুন কোন সংবাদ পাওয়ামাত্র জানানো হবে।

boighar.com

অধ্যায় ৫

ইউরোপের সবচাইতে বড় সিনাগগটি অবস্থিত বুদাপেস্টের ডোহানি স্ট্রিটে। মুরিশ স্টাইলে নির্মিত দু দুটো বিশাল মিনারসংবলিত এই ধর্মিয় উপাশনালয়ে একসঙ্গে তিন হাজারেরও বেশি ধর্মপ্রাণ মানুষ সমবেত হতে পারে–নিচের তলার বেঞ্চিগুলো পুরুষ আর বেলকনির বেঞ্চিতে নারীদের বসার ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে।

বাইরের বাগানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দখলকৃত নাৎসি বাহিনীর হাতে নিহত কয়েক শ' হাঙ্গেরিয়ান ইহুদির কবর রয়েছে। এই জায়গাটা জীবনবৃক্ষ দিয়ে চিহ্নিত করা–বিষন্ন শোকগ্রস্ত উইলো গাছের প্রতিটি পাতায় ভিক্টিমদের নাম লেখা একটি ধাতব ভাস্কর্য। জোরে বাতাস বইলে ধাতব পাতাগুলো একে অন্যের সঙ্গে বাড়ি খায়, আর বিশাল ফাঁকা জায়গায় অদ্ভুতুড়ে একটি প্রতিধ্বণির সৃষ্টি করে।

তিন দশক ধরে এই সিনাগগের আধ্যাত্মিক নেতা শ্রদ্ধেয় তালমুদিচ এবং কাবালিস্ট পণ্ডিত–রাবাই ইয়েহুদা কোভেস–বৃদ্ধ বয়স আর ভগ্ন স্বাস্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাঙ্গেরিসহ সারাবিশ্বের ইহুদি সম্প্রদায়ের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে বহাল আছেন।

দানিয়ুব নদীতে সূর্য ডুবে যেতেই রাবাই কোভেস সিনাগগ থেকে বেরিয়ে এলেন। দোহানি স্ট্রিটের বুটিকের দোকান আর রহস্যময় 'রুইন বার্স' পেরিয়ে পা বাড়ালেন মার্সিয়াস ১৫ স্ট্রিটে নিজের বাড়ির দিকে। তর বাড়ি থেকে পাথর ছোঁড়া দূরত্বে অবস্থিত এলিজাবেথ ব্রিজ, যেটা বুদা এবং পেস্টের পুরনো শহরদুটোর সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। এ দুটো শহর একত্রিত হয় ১৮৭৩ সালে।

ইসরাইলিদের মিশর থেকে হিজরত করার দিনটিকে স্মরণ করে যে 'পাসওভার দিবস' পালন করা হয় সেই দিবস ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে–সাধারণত এটাই বছরের সবচাইতে আনন্দঘন সময় কোভেসের কাছে–তারপরও গত সপ্তাহে ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন পার্লামেন্টের অধিবেশন শেষ করে ফেরার পর থেকে নিজেকে তার নিঃস্ব আর উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে।

ঐ অধিবেশনে কখনও উপস্থিত না থাকতে পারলেই ভালো হতো।

বিশপ ভালদেসপিনো, আল্লামা সাঈদ-আল-ফজল আর ফিউচারিস্ট

এডমন্ড কিয়ার্শের সাথে যে অভূতপূর্ব মিটিংটা হয়েছিল সেটা তার চিন্তাভাবনাকে তিনদিন ধরে কুরে কুরে খাচ্ছে।

নিজের বাড়িতে এসে কোভেস সরাসরি চলে গেলেন তার সামনের প্রাঙ্গণের বাগানে, তারপর নিজের *হাৎজিকো'*র দরজার তালা খুলে ফেললেন–এটা তার ছোট্ট একটি কটেজ, একান্তে নিরুপদ্রবভাবে স্টাডি করার জায়গা।

কটেজটায় মাত্র একটাই ঘর, সেখানে আছে উঁচু উঁচু বইয়ের শেলফ, তাতে ঠাসা অসংখ্য ধর্মিয়পুস্তক। নিজের ডেস্কে গিয়ে বসলেন কোভেস। তার সামনে বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দঙ্গলের দিকে তাকালেন তিনি।

কেউ যদি আমার ডেস্কটা এখন দেখে তাহলে ধরেই নেবে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

তার কাজের জায়গায় আধডজনেরও বেশি রহস্যময় ধর্মিয় পুস্তক খোলা অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেইসাথে আছে অসংখ্য স্টিকি নোট। ওগুলোর পেছনে একটা কাঠের স্ট্যান্ডের উপরে তিন তিনটি মোটা বই খোলা অবস্থায় রয়েছে–হিব্রু, আরামাইক আর ইংরেজি ভার্সনের তাওরাত–প্রতিটারই নির্দিষ্ট একটি অধ্যায় খোলা।

জেনেসিস–সৃষ্টিতত্ত্ব।

আদিতে...

স্মৃতি থেকেই কোভেস এই তিনটি ভাষায় জেনেসিস আবৃত্তি করতে পারেন। তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জোহার-এর উপর অ্যাকাডেমিক কমেন্ট্রি অথবা অ্যাডভান্স কাবালিস্ট কসমোলজিসটিক থিওরি নিয়ে পড়াশোনা করেন। কোভেসের মতো একজন পণ্ডিতের জন্য জেনেসিস পাঠ মানে আইনস্টাইনকে প্রাথমিক শ্রেণির অঙ্ক ক্লাসে পাঠানোর সমতুল্য। তা সত্ত্বেও এই সপ্তাহটি রাবাই এটাই করে গেছেন। তার ডেস্কের উপরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য হাতেলেখা নোট এমনভাবে এলোমেলো হয়ে আছে যেন কেউ সেগুলো নাস্তানাবুদ করে রেখে গেছে। এইসব নোটের হাতের লেখা এতটাই জড়ানো যে, রাবাই নিজেই এখন পড়তে বেগ পান।

মনে হচ্ছে আমি পাগল হয়ে গেছি।

রাবাই কোভেস তাওরাত দিয়েই শুরু করেছিলেন–ইহুদি আর খৃস্টান ধর্মে জেনেসিস-এর গল্পটা একইরকম। *আদিতে ঈশ্বর স্বর্গ আর নরক সৃষ্টি করেছেন।* এরপর তিনি তালামুদের নির্দেশিকা লেখাগুলোর দিকে মনোযোগ দেন। *মা'আসেহ বেরেশিত*–দ্য অ্যাক্ট অব ক্রিয়েশন–এ বর্ণিত রাবাইদের করণীয় এবং ব্যাখ্যাগুলো আবার পড়ে দেখেন। এরপর তিনি ঢুঁ মারেন

মিদরাশ-এ, প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্বের গল্পের মধ্যে যে বৈপরীত্য আর স্ববিরোধিতা আছে তার উপরে লেখা অসংখ্যা স্বনামখ্যাত বিশেষজ্ঞ আর পণ্ডিতের ব্যাখ্যা এবং আলোকপাতের উপরে চোখ বুলান। অবশেষে জোহার-এর আধ্যাত্মিক কাবালিস্ট বিদ্যায় ডুবে যান। যেখানে অজ্ঞাত ঈশ্বর দশটি ভিন্ন ভিন্ন *সেফিরদ* নাজেল করেছেন, অথবা ট্রি অব লাইফের সাথে মিল রেখে যে ডাইমেনশনগুলো সাজানো আছে, আর যা থেকে চারটি আলাদা আলাদা মহাবিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে।

যে দুর্বোধ্য আর জটিল বিশ্বাসগুলো জুদাইজমের জন্ম দিয়েছে সেটা কোভেসকে সব সময় স্বস্তি দিয়ে থাকে—মানুষ যে সব কিছু বুঝতে পারে না সেটাই যেন ঈশ্বর স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এর মধ্য দিয়ে। তারপরও এডমন্ড কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশন দেখার পর, আর কিয়ার্শ যা আবিষ্কার করেছে সেটার বিস্তারিত ব্যাখ্যা, সারল্য আর স্বচ্ছতা অনুধাবন করে কোভেসের মনে হয়েছে বিগত তিনদিন ধরে তিনি একগাদা পশ্চাদপদ আর বৈপরীত্যে ভরা সংগ্রহের দিকে তাকিয়ে আছেন। এক পর্যায়ে তিনি প্রাচীন গ্রন্থগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে দানিয়ুব নদীর তীরে হাটাহাটি করে নিজের চিন্তাভাবনাকে সুস্থির করে নিয়েছেন।

অবশেষে যন্ত্রনাদায়ক সত্যিটা মেনে নিয়েছিলেন রাবাই কোভেস : কিয়ার্শের কাজটি এ বিশ্বের ধর্মপ্রান মানুষের জন্য ভয়াবহ হতে পারে। ঐ বিজ্ঞানীর আবিষ্কার প্রায় সব প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতকে ভুল প্রমাণ করে দিয়েছে খুবই জোড়ালোভাবে।

শেষ ইমেজটা আমি ভুলতে পারছি না, ভাবলেন কোভেস, ঐ প্রেজেন্টেশনের শেষদিকে তারা কিয়ার্শের বড় আকারের ফোনের ডিসপ্লেতে যা দেখেছিলেন সেটা স্মরণ করলেন। *এই সংবাদ প্রতিটি মানুষকেই নাড়িয়ে দেবে—শুধুমাত্র ধার্মিকদেরই নয়।*

এখন, বিগত কিছুদিন ধরে তার এই ভাবনা সত্ত্বেও রাবাই কোভেসের সামান্যতম ধারণাও নেই, কিয়ার্শের দেয়া তথ্য নিয়ে তিনি কী করবেন।

ভালদেসপিনো আর আল-ফজল কোন দিকনির্দেশনা খুঁজে পেয়েছেন কিনা তাতে তার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। দুদিন আগে ফোনের মাধ্যমে তাদের তিনজনের কথা হয়েছে। কিন্তু সেই আলাপ ছিল একবেরেই নিষ্ফল।

"বন্ধুরা," ভালদেসপিনো শুরু করেছিলেন এভাবে। "মি. কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশনটা যে...অনেক দিক থেকেই বিব্রতকর আর উদ্বেগজনক সে ব্যাপারে আমিও নিশ্চিত। আমি তাকে ফোন করে তাগাদা দিয়েছিলাম এ নিয়ে

আরো বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য কিন্তু তিনি কোন সাড়া দেননি। আমার বিশ্বাস, আমাদেরকে এখন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"

"আমি আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি," আল-ফজল বলেছিলেন। "হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না আমরা। পরিস্থিতির উপরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে আমাদেরকে। ধর্মবিরুদ্ধ হিসেবে কিয়ার্শ ব্যাপকভাবে পরিচিত, সে তার আবিষ্কারটি ব্যবহার করে ধর্মের যতোটুকু ক্ষতি করা সম্ভব করবে। তার আগেই কিছু একটা করতে হবে আমাদেরকে। তার আবিষ্কারটি আমাদেরকেই *ঘোষণা* করতে হবে। আর সেটা যতো দ্রুত সম্ভব। এর উপরে আমাদেরকে যথাযথ আলোকপাত করতে হবে যাতে করে আঘাতের মাত্রা কমিয়ে আনা যায়, আর সেটা যেন ধর্ম বিশ্বাসিদের কাছে যতোটুকু সম্ভব কম হুমকি হিসেবে আর্বিভূত হয়।"

"বুঝতে পারছি জনসম্মুখে আমাদেরকে এ নিয়ে কথা বলতে হবে," ভালদেসপিনো বলেছিলেন, "কিন্তু দুভার্গ্যের ব্যাপার হলো, আমি কোনভাবেই বুঝতে পারছি না এই তথ্যটাকে কিভাবে নিরীহ হুমকি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে।" দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি। "তাছাড়া আমরা যে মি. কিয়ার্শের কাছে প্রতীজ্ঞা করেছি, তার সিক্রেটটা প্রকাশ করবো না, সেটাও ভেবে দেখা দরকার।"

"কথা সত্যি," আল-ফজল বলেছিলেন, "এই প্রতীজ্ঞা ভঙ্গ করার ব্যাপারে আমার মনেও যথেষ্ট দ্বিধা রয়েছে। তবে আমার মনে হচ্ছে, বৃহত্তর স্বার্থে দুটো খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপটা বেছে নিতে হবে। আমরা *সবাই* আক্রান্ত–মুসলমান, ইহুদি, খৃস্টান, হিন্দু, সব ধর্মমতই–আমাদের ধর্মগুলো যে মূলনীতি আর সত্যের উপরে করে দাঁড়িয়ে আছে মি. কিয়ার্শ সেটাকে হেয় প্রতিপন্ন করছে। এই জিনিসটাকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে আমাদেরকে যেন আমাদের সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে কোনরকম মানসিক চাপ তৈরি না করে। এটা করা আমাদের জন্য এখন ফরজ হয়ে গেছে।"

"আমার আশঙ্কা, এটা ছাড়া আর কোন উপায় বোধহয় আমাদের কাছে নেই," ভালদেসপিনো বলেছিলেন। "কিয়ার্শের এই ব্যাপারটা আমরা যদি জনসম্মুখে তুলে ধরি, তাহলে সেটা এমনভাবে করতে হবে যাতে করে, তার আবিষ্কারটি নিয়ে *সন্দেহ* তৈরি করা যায়–ঐ লোক তার মুখ খোলার আগেই তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে হবে সবার কাছে।"

"এডমন্ড কিয়ার্শকে?" আল-ফজল আৎকে উঠে বলেছিলেন। "অসাধারণ মেধাসম্পন্ন একজন বিজ্ঞানী তিনি, যার কোনো কথাই আজ পর্যন্ত ভুল হিসেবে

boighar.com

প্রমাণিত হয়নি? আমরা সবাই কি কিয়ার্শের সাথে ঐ মিটিংটাতে ছিলাম না? তার প্রেজেন্টেশনটা ছিল যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য।"

ঘোৎ করে উঠেছিলেন ভালদেসপিনো। "গ্যালিলিও, ব্রুনো আর কোপার্নিকাস তাদের সময়ে যে প্রেজেন্টেশন দিয়েছিল তারচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য নিশ্চয় নয়। ধর্মগুলো এরকম গভীর সঙ্কটে আগেও পড়েছে। এটা নিছক আমাদের দরজায় বিজ্ঞানের আবারো আঘাত করা ছাড়া আর কিছু না।"

"কিন্তু বর্তমান সঙ্কটটি পদার্থবিদ্যা আর জ্যোর্তিবিজ্ঞানের আবিষ্কারের চেয়েও অনেক অনেক বেশি ব্যাপক!" আল-ফজল উত্তেজনায় বলে উঠেছিলেন। "কিয়ার্শ আমাদের ধর্মবিশ্বাসের একেবারে মর্মমূলে আঘাত হেনেছে! চাইলে আপনারা বসে বসে ইতিহাস কপচাতে পারেন, কিন্তু ভুলে যাবেন না, গ্যালিলিও'র মুখ বন্ধ রাখার জন্য আপনাদের ভ্যাটিকান আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ঐ বিজ্ঞানীর কথাই সত্যি হিসেবে টিকে আছে। কিয়ার্শের বেলায়ও সেটা হবে। এটা থামানোর কোন উপায় নেই।"

পিনপতন নীরবতা নেমে এসেছিল তখন।

"এ ব্যাপারে আমার অবস্থান একেবারে সহজ-সরল," বলেছিলেন ভালদেসপিনো। "এডমন্ড কিয়ার্শ যদি এই আবিষ্কারটি না করতেন তাহলেই বেশি ভালো হতো। আমার ভয় হচ্ছে, তার এই আবিষ্কারকে মোকাবেলা করবার জন্য আমরা একেবারেই অপ্রস্তুত। আমি মনেপ্রণে চাই, এই তথ্যটা যেন কখনও প্রকাশ না পায়।" তিনি একটু থেমেছিলেন। "একইভাবে আমি আবার এও বিশ্বাস করি, আমাদের এ জগতে যা কিছু ঘটে তা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ঘটে। হয়তো প্রার্থনা করলে, মি. কিয়ার্শের সঙ্গে ঈশ্বর কথা বলবেন, তাকে এই আবিষ্কারটি প্রকাশ না করার জন্য বোঝাতে সক্ষম হবেন তিনি।"

আল-ফজল নিজের তিক্ততা প্রকাশ করলেন সশব্দে। "আমার মনে হয় না মি. কিয়ার্শ এমন একজন মানুষ যার পক্ষে ঈশ্বরের কণ্ঠ শোনা সম্ভব।"

"হয়তো সম্ভব নয়," ভালদেসপিনো বলে ওঠেন। "কিন্তু প্রতিদিনই অলৌকিক ঘটনা ঘটে।"

রেগেমেগে পাল্টা বলেন আল-ফজল, "আপনার প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, যদি না আপনি ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করেন যে, কিয়ার্শ এটা প্রকাশ করার আগেই মারা যায়–"

"জেন্টেলমেন!" ক্রমশ বাড়তে থাকা উত্তেজনার মধ্যে নাক গলান কোভেস। "তাড়াহুড়ো করে আমাদেরকে কোন সিদ্ধান্ত নেবার দরকার নেই। আজ রাতের মধ্যে কোন ঐক্যমতে পৌছানোরও দরকার নেই আমাদের।

কিয়ার্শ বলেছে, তার ঘোষণাটি দেয়া হবে এক মাস পর। আমি বরং বলবো, আমরা সবাই যেন একান্তে এই বিষয়টা নিয়ে একটু গভীরভাবে ভেবে দেখি, তারপর কয়েকদিন পর আবার কথা বলি, কী বলেন আপনারা? তখন উপযুক্ত একটি পথের দিশা পেয়েও যেতে পারি আমরা।"

"বিজ্ঞের মতোই বলেছেন," জবাবে বলেছিলেন ভালদেসপিনো।

"আর বেশিদিন অপেক্ষা করা ঠিক হবে না আমাদের," আল-ফজল সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন। "দুদিন পর আবারো ফোনে কথা বলবো আমরা।"

"একমত আমি," ভালদেসপিনো বলেছিলেন। "তখনই আমরা আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা নিয়ে নেবো।"

এই ঘটনা দুদিন আগের। এখন তাদের আলাপের ফলো-আপ করার সেই রাতটি সমাগত।

বাড়ন্ত উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে রাবাই কোভেস বসে আছেন নিজের *হাৎজিকো*'র স্টাডিতে। আজ রাতের ফোনে কথা বলার নির্দিষ্ট সময়টি এরইমধ্যে দশ মিনিট পেরিয়ে গেছে।

অবশেষে ফোনটার রিং বেজে উঠলে কোভেস সেটা তুলে নিলেন হাতে।

"হ্যালো রাবাই," বিশপ ভালদেসপিনো বললেন, তার কণ্ঠের উদ্বেগটি স্পষ্ট। "দেরি হবার জন্য আমি দুঃখিত।" একটু থেমে আবার বললেন তিনি, "বলতে বাধ্য হচ্ছি, আল্লামা আল-ফজল আজকের কলে যোগ দিচ্ছেন না।"

"ওহ্?" কোভেস একটু অবাকই হলেন। "সবকিছু ঠিক আছে তো?"

"আমি জানি না। আজ সারাটা দিন আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু মনে হচ্ছে তিনি...*উধাও* হয়ে গেছেন। তার কলিগদের কোন ধারণাই নেই তিনি কোথায় আছেন।"

একটা শীতল প্রবাহ বয়ে গেল কোভেসের শিরদাড়া বেয়ে। "এটা তো খুবই চিন্তার বিষয়।"

"ঠিক বলেছেন। আশা করি তিনি ঠিকঠাক আছেন। দুঃখের সাথেই জানাচ্ছি, আমার কাছে আরো খবর আছে।" কয়েক মুহূর্তের জন্য বিশপ থমালেন, তার কণ্ঠ আরো বিষাদময় হয়ে উঠলো। "একটু আগে জানতে পেরেছি, এডমন্ড কিয়ার্শ একটি অনুষ্ঠানে নিজের আবিষ্কার সম্পর্কে সবাইকে অবগত করবেন...আর সেটা আজ রাতেই।"

"আজ রাতেই?!" বেশ জোরেই বললেন কোভেস। "ও তো বলেছিল এক মাস পরে!"

"হ্যা," ভালদেসপিনো বললেন। "মিথ্যে বলেছিল সে।"

অধ্যায় ৬

ল্যাংডনের হেডসেটে উইনস্টনের বন্ধুভাবাপন্ন কণ্ঠটি অনুরণন তুলল। "প্রফেসর, ঠিক আপনার সামনেই। আমাদের সংগ্রহের সবচাইতে বিশাল পেইন্টিংটা দেখতে পাবেন। যদিও বেশিরভাগ অতিথিই এটা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারে না।"

জাদুঘরের আর্টিয়ামের অপর পাশে তাকালো ল্যাংডন, কিন্তু লেগুনের ওপরে কাঁচের দেয়াল ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলো না। "আমি দুঃখিত, মনে হচ্ছে আমিও এখানকার বেশিরভাগ অতিথির মতই। কোন পেইন্টিং দেখতে পাচ্ছি না।"

"আসলে এটা একটু ভিন্নভাবে ডিসপ্লে করা হয়েছে," একটু হেসে বলল উইনস্টন। "ক্যানভাসটা দেয়ালে টাঙানো নেই, ওটা মেঝেতে আছে।"

আমার এটা আন্দাজ করা উচিত ছিল, ভাবলো ল্যাংডন। চোখ নামিয়ে নিচের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলো তার পায়ের নিচে বিশাল একটি আয়তক্ষেত্র ছড়িয়ে আছে।

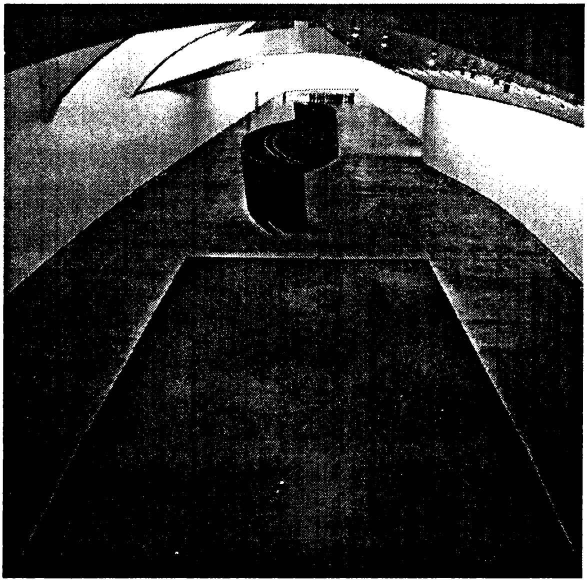

বিশাল বড় এই পেইন্টিংটাতে কেবলমাত্র একটা রঙই ব্যবহার করা হয়েছে–গাঢ় নীলের একরঙা একটি বিশাল মাঠ–এটার চারপাশে দর্শনার্থিরা এমনভাবে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে যেন ছোটখাটো একটি পুকুর দেখছে তারা।

"এই পেইন্টিংটার আয়তন প্রায় ছয় হাজার বর্গফুটের মতো," উইনস্টন জানালো তাকে।

ল্যাংডন ঝুঝতে পারলো এটা তার ক্যামব্রিজের প্রথম অ্যাপার্টমেন্টের চেয়ে দশ গুণ বেশি বড়।

"এটা করেছেন ইয়েভ্‌স ক্লেইন। *সুইমিংপুল* নামেই এটা বেশি পরিচিত হয়ে উঠেছে।"

ল্যাংডনকে মানতেই হলো, নীল রঙের এমন সমৃদ্ধ শেড দেখে ক্যানভাসের মধ্যে ডাইভ দিতে ইচ্ছে করছে তার।

"এই রঙটি ক্লেইন উদ্ভাবন করেছেন," উইনস্টন বলতে লাগলো। "এটাকে এখন বলা হয় ইন্টারন্যাশনাল ক্লেইন ব্লু, তার দাবি, এর গভীরতা তার নিজস্ব জগতের ইউটোপিয়ান ভিশনের বৈদহী আর সীমাহীনতাকেই প্রকাশ করে।"

ল্যাংডন আঁচ করতে পারলো উইনস্টন এখন স্ক্রিপ্ট দেখে পড়ছে।

"ব্লু পেইন্টিংয়ের জন্যই ক্লেইন বেশি পরিচিত, তবে *লিপ ইনটু দি ভয়েড* নামে পরিচিত ভয়ঙ্কর ফটোগ্রাফের জন্যও তার খ্যাতি রয়েছে। ১৯৬০ সালে যখন তিনি এটা প্রথম প্রদর্শন করেছিলেন তখন বেশ ভীতির সৃষ্টি করেছিল।"

নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট-এর গ্যালারিতে *লিপ ইনটু দি ভয়েড* দেখেছে ল্যাংডন। ফটোগ্রাফিটা একটু মানসিক উদ্বিগ্নতা তৈরি করে কারণ সেখানে দেখা যায় ফিটফাট জামা-কাপড় পরা একজন মানুষ উঁচু কোন ভবনের ছাদ থেকে নিচের রাস্তায় সোয়ান ডাইভ দিচ্ছে। সত্যি বলতে এই ছবিটা আসলে একটা ট্রিক–অসাধারণভাবেই আইডিয়াটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে ফটোশপ যুগেরও বহু আগে রেজর ব্লেড ব্যবহার করে।

"আরো বলতে পারি," উইনস্টন

বলল, "*মনোটোন-সাইলেন্স* নামে একটি সঙ্গিতও কম্পোজ করেছেন ক্লেইন, যেখানে পুরো একটি সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা একটি মাত্র ডি-মাইনর কর্ড বাজিয়ে গেছে টানা বিশ মিনিট ধরে।"

"এই জিনিস লোকে *শুনেছে?*"

"হাজার হাজার লোক শুনেছে। ঐ একটা কর্ড হলো শুধুমাত্র ফার্স্ট মুভমেন্ট। সেকেন্ড মুভমেন্টে পুরো অর্কেস্ট্রা দলটি কোনো কিছু না বাজিয়ে 'একদম চুপচাপ' বসেছিল বিশ মিনিট।"

"ঠাট্টা করছো, তাই না?"

"না, আমি সিরিয়াসলি বলছি। এর সমর্থনে বলা যায়, এই পারফর্মেন্সটি শুনতে যতোটা বিরক্তিকর মনে হোক না কেন, আদতে সেটা মোটেও তেমন ছিল না। মঞ্চে ছিল তিনজন নগ্ন নারী, তারা সারা দেহে নীল রঙ মেখে বিশাল একটি ক্যানভাসে গড়াগড়ি খেয়ে গেছে পুরোটা সময়।"

পেশাগত জীবনের বেশিরভাগ সময় ল্যাংডন নিজেকে আর্ট স্টাডিতে নিয়োজিত করলেও আর্টের দুনিয়ায় এইসব আঁভা-গার্দে শিল্পকে কিভাবে প্রশংসা করবে সেটা নিয়ে এখনও বেজায় সমস্যায় পড়ে যায়। মডার্ন আর্টের আবেদন তার কাছে এখনও একটা রহস্য হয়েই আছে।

"অসম্মান না করেই বলছি, উইনস্টন...প্রায়ই আমি বুঝতে পারি না কোনটা মডার্ন আর্ট আর কোনটা একেবারেই উদ্ভট জিনিস।"

উইনস্টন জবাব দিলো নির্লিপ্ত কণ্ঠে। "এই প্রশ্নটা প্রায়শই করা হয়, তাই না? আপনার ক্লাসিক আর্টের দুনিয়ায় কোন শিল্পকর্মকে প্রশংসা করা হয় শিল্পীর দক্ষতার প্রয়োগের কারণে–যেমন, তিনি কতোটা কুশলতার সাথে ক্যানভাসে তুলির আঁচড় দিয়েছেন, অথবা বাটালি দিয়ে পাথর খোদাই করেছেন। মডার্ন আর্টে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হলো *আইডিয়া* এবং এর প্রয়োগ। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, যে কেউ চল্লিশ মিনিটব্যাপি একটি সিম্ফনি কম্পোজ করতে পারতো একটি মাত্র কর্ডের শব্দ আর নীরবতার উপর ভিত্তি করে, কিন্তু এই আইডিয়াটি এসেছে ইয়েভ্‌স ক্লেইনের মাথা থেকে।"

"সেটাই যথেষ্ট।

"অবশ্যই, বাইরে যে *দ্য ফগ স্কাল্পচারটা* দেখেছেন ওটা হলো কনসেপচুয়াল আর্টের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শিল্পীর কাছে একটি *আইডিয়া* আছে–ব্রিজের নিচ দিয়ে পাইপ বসিয়ে লেগুনের উপরে কুয়াশা ছড়িয়ে দেয়া–কিন্তু এই কাজটি যারা বাস্তবায়ন করেছে তারা স্থানীয় কলমিস্ত্রি।" একটু থামলো উইনস্টন। "যদিও আমি শিল্পীকেই বেশি কৃতিত্ব দেবো তার

মিডিয়ামকে কোড হিসেবে ব্যবহার করার জন্য।"

"*কুয়াশা* একটি কোড?"

"সেটাই। এর মাধ্যমে আসলে এই জাদুঘরের স্থপতিকে ট্রিবিউট করা হয়েছে।"

"ফ্রাঙ্ক গেরিকে?"

"ফ্রাঙ্ক ও. গেরি," শুধরে দিলো উইনস্টন।

"বাপরে।"

ল্যাংডন জানালাগুলোর দিকে এগিয়ে যেতেই উইনস্টন বলে উঠলো, "এখান থেকে আপনি মাকড়টা বেশ ভালোভাবে দেখতে পাবেন। এখানে আসার পথে কি *মামান*কে দেখেছিলেন?"

জানালা দিয়ে বাইরের প্লাজায় অবস্থিত বিশালাকৃতির মাকড়টাকে দেখলো রবার্ট ল্যাংডন। "তা দেখেছি। ওটাকে না দেখে উপায় নেই।"

"আপনার কণ্ঠের অভিব্যক্তি বলে দিচ্ছে আপনি ওটা পছন্দ করেননি?"

"করার চেষ্টা করছি।" একটু থামলো ল্যাংডন। "একজন ক্লাসিস্ট হিসেবে নিজেকে এখানে বড্ড বেমানান লাগছে আমার।"

"মজার তো," বলল উইনস্টন। "আমি ভেবেছিলাম *আপনারা* সবাই *মামান*কে পছন্দ করবেন। ওটা জুক্সটাপজিশনের একদম ক্লাসিক্যাল উদাহরণ। সত্যি বলতে, আপনি যখন আপনার পরবর্তি ক্লাসে কনসেপ্ট নিয়ে পড়াবেন তখন ওটাকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।"

মাকড়টার দিকে তাকালো ল্যাংডন, কিন্তু ওরকম কিছু দেখতে পেলো না। জুক্সটাপজিশন-এর উপরে ক্লাস নেবার সময় ল্যাংডন আসলে প্রচলিত কোনকিছুই ব্যবহার করতে বেশি পছন্দ করে। "আমার মনে হয় আমি যথারীতি *ডেভিড*কেই ব্যবহার করবো।"

"হ্যা। মাইকেলাঞ্জেলো হলেন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের," মুচকি হেসে বলল উইনস্টন, "একটু মেয়েলি ধাঁচের কনত্রাপোস্তো ভঙ্গিতে অসাধারণভাবেই পোজ দিয়ে আছে ডেভিড। সাধারণ ভঙ্গিতে তার বামহাতে ধরে রাখা একটুকরো নরম কাপড় ঝুলে আছে। যেন নারীত্বের নাজুকতাকেই প্রকাশ করছে ওটা। অথচ ডেভিডের চোখে ফুটে উঠেছে সুকঠিন দৃঢ়তা। তার রগ আর শিরা ফুলেফেঁপে আছে গোলিয়াথকে হত্যা করার বাসনায়। কাজটা একইসাথে সূক্ষ্ম এবং প্রাণঘাতি।"

বর্ণনাটা শুনে ল্যাংডন বেশ মুগ্ধ হলো। তার ছাত্রছাত্রিরা যদি এরকম পরিষ্কারভাবে মাইকেলাঞ্জেলোর মাস্টারপিসটা বুঝতে পারতো!

boighar.com

"*ডেভিড*-এর সাথে *মামান*-এর খুব একটা পার্থক্য নেই," উইনস্টন বলল। "দুটোই সমভাবে জুক্সটাপজিশন তবে দুটো বিপরীতধর্মি প্রিন্সিপ্যালকে প্রতিনিধিত্ব করছে। প্রকৃতিতে কালো-বিধবা মাকড় হলো ভয়ঙ্কর প্রাণী–এমন একটি শিকারী যে তার শিকারকে নিজের জালে আটকে হত্যা করে। তাকে এখানে মারাত্মক কিছু হিসেবে না দেখিয়ে বরং ডিমেপূর্ণ গর্ভবতি হিসেবে দেখানো হয়েছে, নতুন জীবন প্রসব করতে প্রস্তুত সে, এরফলে সে হয়ে উঠেছে একইসাথে শিকারী আর জননী–তার শক্তিশালি দেহটা যে অসম্ভব চিকন-চিকন পাগুলোর উপরে ভর দিয়ে আছে সেটা একইসাথে শক্তি আর নাজুকতাকেই প্রকাশ করে। যদি চান তো, *মামান*কে আধুনিক-যুগের *ডেভিড*ও বলতে পারেন।"

"ওরকম কিছু চাচ্ছি না," হেসে বলল ল্যাংডন, "তবে স্বীকার করছি, তোমার বিশ্লেষণ আমাকে চিন্তার খোড়াক দিচ্ছে।"

"বেশ, তাহলে আপনাকে শেষ একটা কাজ দেখাবো আমি। এটা হলো এডমন্ড কিয়ার্শের অরিজিনাল একটি কাজ।"

"তাই নাকি? আমার জানা ছিল না এডমন্ড একজন আর্টিস্ট।"

কথাটা শুনে হেসে ফেলল উইনস্টন। "তাকে আর্টিস্ট বলবেন কি বলবেন না, সেই বিচারের ভার আমি আপনার উপরেই ছেড়ে দিলাম।"

উইনস্টনের কথামতো জানালা থেকে সরে বিশাল বড় একটি জায়গায় এসে পড়লো ল্যাংডন। ওখানের দেয়ালে ঝুলছে শুকনো কাদামাটির বিশাল বড় একটি স্ল্যাব, সেটার সামনে জড়ো হয়ে আছে একদল অতিথি। প্রথম দর্শনে শুকনো কাদার এই স্ল্যাবটাকে দেখে ল্যাংডনের মনে পড়ে গেল জাদুঘরে প্রদর্শন করা ফসিলের কথা। স্ল্যাবের উপরে কাঁচাহাতের কিছু আঁকিবুকি আছে, অনেকটা অল্পবয়েসি শিশুরা যেমন নরম সিমেন্টের উপরে কাঠি দিয়ে আঁকিবুকি করে ঠিক তেমনি।

লোকজনের মুখভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না তারা সন্তুষ্ট।

"এটা এডমন্ড করেছে?" বেজিমুখো এক মহিলা ফোলা ফোলা ঠোঁটে অসন্তোষের সাথে বলে উঠলো। "বুঝতে পারছি না।"

ল্যাংডনের শিক্ষকসত্তা আর চুপ করে থাকতে পারলো না। "এটা আসলে খুবই চাতুর্যপূর্ণ," বলে উঠলো সে। "এখন পর্যন্ত এই জাদুঘরে যতো কিছু দেখেছি তার মধ্যে এটাই আমার কাছে বেশি ভালো লেগেছে।"

মহিলা তার দিকে ঘুরে তাকালো চোখমুখ কুঁচকে। "তাই *নাকি*? তাহলে আমাকে একটু বুঝিয়ে দিন না।"

সেটা করতে পারলে আমারও ভালো লাগবে। কাঁচাহাতে আঁকিবুকি দেয়া স্ল্যাবের আরো কাছে এগিয়ে গেল ল্যাংডন।

"প্রথমেই বলছি," ল্যাংডন শুরু করলো, "এডমন্ড আসলে মানবসভ্যতার সবচাইতে প্রাচীন লিখিত ভাষা কিউনিফর্মকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এই কাদামাটির উপরে আঁকিবুকিটা করেছে।"

মহিলা চোখ পিটপিট করলো। মনে হলো না সে বুঝতে পারছে।

"মাঝখানের বড়সর দাগগুলো," বলতে লাগলো ল্যাংডন, "আসলে আসিরিয়ান ভাষায় 'মাছ' শব্দটির বানান। এটাকে বলা হয় পিক্টোগ্রাম। ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবেন, ডানদিক থেকে মাছের হা করা মুখের মতো আকৃতি চোখে পড়বে, সেইসাথে ওটার শরীরের ত্রিকোন আকৃতিটাও।"

জড়ো হওয়া অতিথিদের সবাই মাথা উঁচু করে তাদের সামনে থাকা শিল্পকর্মটি আরো একবার ভালো করে দেখে নিতে শুরু করলো।

"আর আপনি যদি এদিকটা দেখেন," মাছটির বামদিকে একসারি ডটের দিকে ইঙ্গিত করলো ল্যাংডন, "দেখতে পাবেন, এডমন্ড মাছের পেছনে কাদার মধ্যে পদচিহ্ন সৃষ্টি করেছে–মাছেরা যে ঐতিহাসিক বির্বতনের ফলে পানি থেকে মাটিতে উঠে এসেছে সেটা বোঝানোর জন্য।"

তার বক্তব্যের সাথে সানন্দে সায় দিলো হেডসেটের কণ্ঠটা।

"আর, ডানদিকের অসমান তারকাচিহ্নটি–মাছটা যেন ওই সিম্বলটা খেয়ে ফেলতে চাইছে–মানবেতিহাসের সবচাইতে প্রাচীন ঈশ্বরের প্রতীক।"

ফোলা ঠোঁটের মহিলা তার দিকে ঘুরে ভুরু কপালে তুলল। "একটা মাছ ঈশ্বরকে খেয়ে ফেলছে?"

"দেখে তা-ই মনে হয়। এটাকে ডারউইন ফিশের একটি কৌতুকপূর্ণ বলতে পারেন–বিবর্তন ধর্মকে গিলে খেয়ে ফেলছে।" দলটির দিকে হালকাচালে চেয়ে কাঁধ তুলল ল্যাংডন। "বলেছি না, খুবই চাতুর্যপূর্ণ একটি কাজ।"

ল্যাংডন ওখান থেকে আস্তে করে সটকে পড়তেই তার পেছনে লোকজনের গুঞ্জনটা শুনতে পেলো। উইনস্টন হেসে উঠলো হেডসেটের মধ্য দিয়ে। "যা বলেছেন, প্রফেসর! আপনার এই লেকচারটা শুনতে পেলে এডমন্ড খুবই খুশি হতেন। এটার অর্থোদ্ধার কিন্তু খুব বেশি মানুষ করতে পারে না।"

boighar.com

“কী আর বলবো,” ল্যাংডন বলল হেসে, “এটাই তো আসলে আমার কাজ।”

“তা ঠিক। এখন আমি বুঝতে পারছি, মি. কিয়ার্শ কেন আমাকে বলেছিলেন আপনি তার একজন বিশেষ অতিথি। সত্যি বলতে কী, তিনি আমাকে এমন কিছু দেখাতেও বলেছেন যেটা বাকি অতিথিরা দেখতে পারবে না আজ রাতে।”

“তাই নাকি? সেটা কি?”

“ডানদিকের বড় জানালাটার কাছে আপনি কি কর্ডন করে রাখা একটি হলওয়ে দেখতে পাচ্ছেন?”

ডানদিকে তাকালো ল্যাংডন। “পাচ্ছি।”

“বেশ। তাহলে আমার কথামতো এগিয়ে যান সেদিকে

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে উইনস্টনের বলা নির্দেশনা মেনে এগিয়ে গেল ল্যাংডন। একটা করিডোরের প্রবেশমুখের কাছে এসে আশেপাশে তাকিয়ে দেখে নিলো কেউ তাকে দেখছে কিনা। আস্তে করে সবার অলক্ষ্যে সে শেকল বাধা লোহার ছোটছোট পিলারের অবরোধ ডিঙিয়ে ঢুকে পড়লো হলওয়ের ভেতরে।

হলওয়ে ধরে ত্রিশ ফিটের মতো এগিয়ে যাবার পর নিউম্যরিক-কিপ্যাড সম্বলিত একটি লোহার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো সে।

“এই ছয়টি ডিজিট টাইপ করুন,” তারপর উইনস্টন বলে দিলো সংখ্যাগুলো।

ল্যাংডন কোডটা টাইপ করতেই ক্লিক শব্দ করে খুলে গেল দরজাটা।

“ঠিক আছে, প্রফেসর। এবার ভেতরে ঢুকে পড়ুন।”

কয়েক মুহূর্ত কী দেখতে পাবে ভেতরে সেটা ভেবে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলো প্রফেসর। নিজেকে ধাতস্থ করে দরজাটা ধাক্কা দিলো সে। দরজার ওপাশের জায়গাটা পুরোপুরি অন্ধকারে ঢাকা।

“আমি আপনার জন্য বাতি জ্বালিয়ে দিচ্ছি,” উইনস্টন বলল তাকে। “দয়া করে দরজাটা বন্ধ করে দিন এবার।”

ভেতরের দিকে তাকালো ল্যাংডন, কিন্তু কিছুই পেলো না। দরজাটা বন্ধ করতেই ক্লিক করে শব্দ হলো আবার।

এক এক করে ঘরের চারপাশ থেকে নরম আলো জ্বলে উঠলে অচিন্তনীয় সুবিশাল একটি জায়গা উন্মোচিত হলো ল্যাংডনের চোখের সামনে–একটা বিশাল বড় চেম্বার–অনেকটা জাম্বো জেট বিমানের হ্যাঙ্গারের মতো দেখতে।

“চৌত্রিশ হাজার বর্গফুট,” উইনস্টন বলল।

এই ঘরটির তুলনায় জাদুঘরের আর্টিয়ামটিকে বেশ ছোট বলেই মনে হচ্ছে এখন।

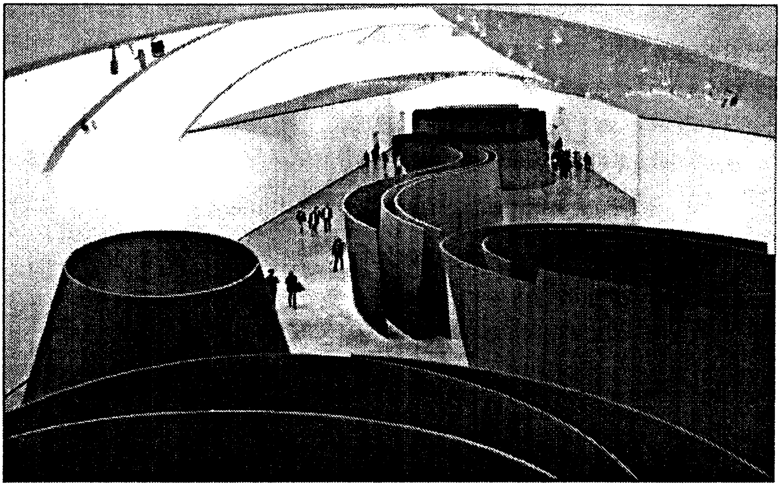

বাতিগুলো আরো বেশি উজ্জ্বল হতেই মেঝেতে বিশালাকারের কিছু জিনিস দেখতে পেলো ল্যাংডন–সাত থেকে আটটি অস্পষ্ট আবছা অবয়ব–যেন রাতের বেলায় জ্বলজ্বলে চেখে চেয়ে আছে ডাইনোসরেরা।

"এ আমি কী দেখছি?" জানতে চাইলো ল্যাংডন।

"এটাকে বলে *দ্য ম্যাটার অব টাইম*।" উইনস্টনের উৎফুল্ল কণ্ঠ হেডসেটের মাধ্যমে পৌছে গেল ল্যাংডনের কাছে। "এই জাদুঘরের সবচাইতে ভারি শিল্পকর্ম এটি। দুই মিলিয়ন পাউন্ডেরর বেশি হবে এর ওজন।"

নিজেকে ধাতস্থ করতে এখনও বেগ পাচ্ছে প্রফেসর ল্যাংডন। "শুধু আমাকে কেন এখানে নিয়ে আসা হয়েছে?"

"আপনাকে তো বলেছিই, মি. কিয়ার্শ আমাকে বলে দিয়েছিলেন আপনাকে যেন এই বিস্ময়কর জিনিসগুলো দেখাই।"

এবার পুরোপুরি আলোকিত হয়ে উঠলো ঘরটি। নরম জ্বলজ্বলে আলোর বন্যায় ভরে উঠলো বিশাল জায়গাটি। হতবুদ্ধিকর হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সামনে থাকা জিনিসগুলোর দিকে চেয়ে আছে ল্যাংডন।

আমি একটি প্যারালাল ইউনিভার্সের ভেতরে ঢুকে পড়েছি।

অধ্যায় ৭

জাদুঘরের সিকিউরিটি চেকপয়েন্টের কাছে এসে অ্যাডমিরাল লুই আভিলা হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো ঠিক সময়মতো এসেছে কিনা।

একদম ঠিক সময়েই এসেছি।

অতিথিদের তালিকা মিলিয়ে দেখছে যেসব কর্মচারি তাদের কাছে নিজের *দকুমেন্তা ন্যাশিওনাল দে আইদেন্তিদাদ* বের করে দেখালো সে। তালিকায় তার নামটা খুঁজে বের করার সময় কয়েক মুহূর্তের জন্য আভিলার নাড়িস্পন্দন বেড়ে গেল। অবশেষে তালিকার একদম নিচের দিকে তার নামটা খুঁজে পেলো তারা–একেবারে শেষ মুহূর্তে যোগ করা হয়েছে তার নাম–আভিলাকে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হলো এবার।

দ্য রিজেন্ট ঠিক যেমনটা কথা দিয়েছিল আমাকে। কিভাবে সে এটা করতে পারলো সে ব্যাপারে আভিলার কোন ধারণাই নেই। আজ রাতের অতিথিদের তালিকায় ঠাই পাওয়াটা চাট্টিখানি কথা নয়।

মোবাইলফোনটা ডিশে রাখার পর খুব সাবধানে অপ্রচলিত আর একটু ভারি রোসারিটা জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করে ফোনের পাশে রাখলো।

আস্তে, নিজেকে বলল সে। *খুবই সাবধানে।*

সিকিউরিটি গার্ড হাত নেড়ে তাকে মেটাল ডিটেক্টরটা পার হয়ে ডিশ থেকে নিজের জিনিসগুলো নিয়ে নেবার জন্য ইশারা করলো।

"কুয়ে রোসারিও তান বনিতো," ধাতব রোসারিটার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে বলল গার্ড। রোসারিও নামে পরিচিত এই জপমালাটিতে রয়েছে ভারি একটি চেইন আর বৃত্তাকারের একটি ক্রুশ।

"গ্র্যাসিয়াস," জবাবে বলল আভিলা। *আমি নিজে এটা বানিয়েছি।*

কোন ঝামেলা ছাড়াই ডিটেক্টরটা পার হয়ে অপর পাশে গিয়ে ফোন আর রোসারিওটা তুলে নিয়ে পকেটে রেখে দিলো সে। দ্বিতীয় চেকপয়েন্টের দিকে এগিয়ে গেলে অন্য রকম একটি অডিও হেডসেট দেয়া হলো তাকে।

অডিও ট্যুরের কোন দরকারই নেই আমার, মনে মনে বলল সে। *এখানে আমি কাজ করতে এসেছি।*

আর্টিয়ামের ভেতরে ঢুকতেই সবার অলক্ষ্যে হেডসেটটা ট্র্যাশক্যানে ফেলে দিলো সে।

ভবনের ভেতরে ঢুকে ভালো করে দেখে নিলো আভিলা। ফোন করার জন্য তার দরকার নিরাপদ একটি জায়গা। দ্য রিজেন্টকে জানাতে হবে সে নির্বিঘ্নেই ভেতরে ঢুকতে পেরেছে।

ঈশ্বরের জন্য, দেশমাতৃকা আর রাজার জন্য, মনে মনে আউড়ালো সে। *তবে মূলতঃ ঈশ্বরের জন্যই।*

*

ঠিক এই মুহূর্তে, দুবাই থেকে একটু দূরে, চন্দ্রালোকিত মরুভূমির অনেকটা ভেতরে আটাত্তুর বছরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আল্লামা সাঈদ-আল ফজল বালুর মধ্যে ডুবে থেকে হামাগুঁড়ি দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতর হলেন। আর বেশি দূর তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

আল-ফজলের গায়ের চামড়া পুড়ে গেছে, জিহ্বা এতটাই শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে যে, নিঃশ্বাস নিতেও পারছেন না। কয়েক ঘণ্টা আগে বালুময় বাতাসের কারণে চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না তিনি, তারপরও হামাগুঁড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। এক সময় তার মনে হয়েছিল বহু দূরে ধুলো উড়িয়ে ঘোড়ায় টানা কোন গাড়ি ছুটে যাচ্ছে বোধহয়। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন, ওটা সম্ভবত বাতাসের গর্জনের শব্দ। সৃষ্টিকর্তা তাকে রক্ষা করবেন–আল-ফজলের এই বিশ্বাস অনেক আগেই ভেঙে পড়েছে। শকুনগুলো আর আকাশে উড়ছে না এখন, তার চারপাশে জড়ো হতে শুরু করেছে ওগুলো।

গতরাতে যে লম্বা স্পেনিয়ার্ডটি গাড়িসহ তাকে তুলে নিয়ে এসেছিল সে *আল্লামার* গাড়িটা বিশাল মরুভূমির বেশ খানিকটা ভেতরে চালিয়ে নিয়ে আসার সময় কোন কথাই বলেনি। এক ঘণ্টা ড্রাইভ করার পর স্পেনিয়ার্ড লোকটি গাড়ি থামিয়ে আল-ফজলকে নেমে যেতে বলে। তাকে সেই ঘন অন্ধকারে খাদ্য আর পানিহীন অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায় সে।

আল-ফজলকে যে হ্যাইজ্যাক করেছে সে তার পরিচয় দেয়নি, এমনকি কেন এ কাজ করছে তা-ও বলেনি। আল-ফজল কেবল লোকটার ডানহাতের তালুর উপরে অদ্ভুত একটা চিহ্ন দেখেছিল, সেটাও এক মুহূর্তের জন্য–ঐ সিম্বলটা দেখলেও তিনি চিনতে পারেননি।

boighar.com

বইঘর.কম

চারঘণ্টা ধরে আল-ফজল বালির উপরে পা টেনে টেনে হেটে গেছেন, সাহায্য পাবার জন্য উদভ্রান্তের মতো চিৎকার করে গেছেন কিন্তু সবটাই নিষ্ফল। এখন মারাত্মকভাবে পানিশূণ্যতায় আক্রান্ত হয়ে বালির উপরে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতেই তিনি টের পেলেন তার হৃদপিণ্ড বন্ধ হয়ে আসছে। বিগত কয়েক ঘণ্টা ধরে যে প্রশ্নটা তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো সেটাই আবার উদয় হলো।

সম্ভাব্য কে আমাকে মৃত দেখতে চায়?

সুতীব্র ভয়ের সাথেই তিনি এই প্রশ্নের একটাই যৌক্তিক জবাব ভাবতে পারলেন।

অধ্যায় ৮

একে একে বিশালাকৃতির জিনিসগুলোর দিকে চোখ যাচ্ছে রবার্ট ল্যাংডনের। প্রতিটি জিনিসই বিশাল আর ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসা উঁচু স্টিলের তৈরি। ওগুলোকে সুন্দরভাবে বাঁকানো হয়েছে, তারপর একোবারে প্রান্তের উপর ভর দিয়ে এমন নাজুক ভঙ্গিতে ভারসাম্য তৈরি করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে যে, মনে হতে পারে ওগুলো এমন ধরণের দেয়াল যা কোন কিছুর সাথে সংযুক্ত নয়। আর্চের মতো দেখতে দেয়ালগুলো প্রায় পনেরো ফিট উঁচু, ওগুলোকে বিভিন্নভাবে বাঁকিয়ে এক ধরণের তরলের আকৃতি দান করেছে–যেন একটা তরঙ্গায়িত রিবন, একটা ওপেন সার্কেল, আলগা কুণ্ডলি।

"দ্য ম্যাটার অব টাইম," আবারো বলল উইনস্টন। "শিল্পীর নাম রিচার্ড সেরা। তার ব্যবহৃত সাপোর্টবিহীন দেয়ালগুলো খুবই ভারি মিডিয়াম দিয়ে বানানো, এটা অস্থায়ীত্বের একটি দৃষ্টিবিভ্রম তৈরি করেছে। কিন্তু সত্যিটা হলো, এইসব জিনিস খুবই মজবুত আর দৃঢ়। কল্পনা করেন, আপনি পেন্সিলে একটা ডলারের নোট পেচিয়ে মুড়িয়ে নিলেন, তারপর পেন্সিলটা বের করে সেই কাগজের রোলটা দাঁড় করিয়ে রাখলেন ওটার নিজস্ব আকৃতির উপর ভর দিয়েই।"

ল্যাংডন একটু থেমে তার পাশে রাখা বিশালাকৃতির বৃত্তের দিকে তাকালো। ধাতুটাকে এমনভাবে অক্সিডাইজ করা হয়েছে যে, দেখে মনে হতে পারে তামা পোড়ানোর পর যে রঙ হয় সেটার মতো। জিনিসটা যেন একইসাথে প্রবল শক্তি এবং ভারসাম্যের সূক্ষ্ম একটি আবহ ফুটিয়ে তুলেছে।

"প্রফেসর, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, প্রথম আকৃতিটা আসলে পুরোপুরি আবদ্ধ নয়?"

সার্কেলটার চারপাশে এক পাক ঘুরে এলো ল্যাংডন। দেখতে পেলো বৃত্তের দুটো প্রান্ত পুরোপুরি সংযুক্ত নয়। যেন কোন বাচ্চাছেলে একটা বৃত্ত আঁকতে গিয়ে পুরোপুরি মেলাতে পারেনি প্রান্ত দুটো।

"প্রান্ত দুটো না মেলার কারণে একটা যাতায়াতের পথ তৈরি হয়ে গেছে যাতে করে দর্শনার্থিরা এর ভেতরে প্রবেশ করে নেগেটিভ স্পেসটা দেখতে পায়।"

যদি না সেই দর্শনার্থি ক্লসট্রোফোবিক হয়ে থাকে, চিন্তাটা মাথায় আসতেই চট করে ওখান থেকে সরে গেল ল্যাংডন।

boighar.com

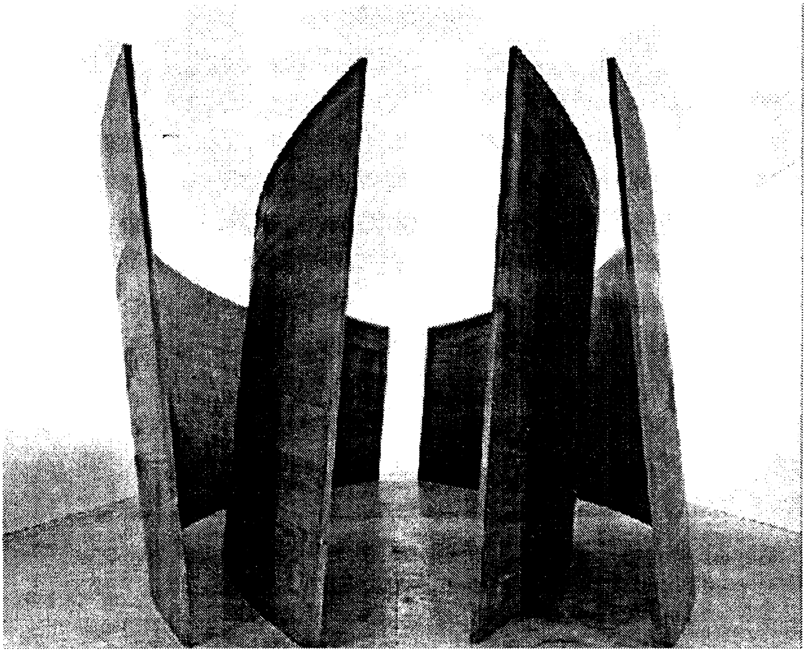

"একইভাবে," উইনস্টন বলল, "আপনি আপনার সামনে কতোগুলো স্টিলের বাঁকানো রিবন দেখতে পাচ্ছেন, সমান্তরালভাবে বেশ কাছাকাছি রাখা হয়েছে ওগুলো, ফলে একশ' ফিটের মতো লম্বা দুটো তরঙ্গায়িত টানেলের আকৃতি তৈরি করেছে। এটাকে বলা হয় *সাপ*। আমাদের এখানে আসা অল্পবয়েসিরা এর ভেতর দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে বেশ পছন্দ করে। সত্যি বলতে, দুজন দর্শনার্থি দুই প্রান্তের মুখে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কথা বললেও বেশ স্পষ্টই শুনতে পায় একে অন্যের কথাবার্তা, যেন তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলছে।"

"অসাধারণ, উইনস্টন। কিন্তু তুমি কি আমাকে বলবে, এডমন্ড কেন তোমাকে বলেছে আমাকে এই গ্যালারিটা দেখানোর জন্য।" *সে ভালো করেই জানে এসব জিনিস আমার মাথায় ঢোকে না।*

জবাব দিলো উইনস্টন, "*টরকুয়েড স্পাইরাল* মানে, তরঙ্গায়িত স্পাইরাল নামের নির্দিষ্ট একটি পিস আপনাকে দেখাতে বলেছেন উনি আমাকে। ওটা আছে ঘরের একদম ডানদিকের কর্নারে। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন?"

চোখ কুঁচকে তাকালো ল্যাংডন। *আধমাইল দূরে আছে যেটা ওটার কথা বলছে?* "হ্যা, দেখতে পাচ্ছি।"

"দারুণ। চলুন, ওখানে যাওয়া যাক, কী বলেন?"

চারপাশে বিস্তৃত সুবিশাল জায়গাটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে স্পাইরালটার দিকে পা বাড়ালো সিম্বলজির প্রফেসর।

"প্রফেসর, আমি শুনেছি, এডমন্ড কিয়ার্শ আপনার অসামান্য কাজের গুণমুগ্ধ ভক্ত–বিশেষ করে মানবেতিহাসে বিভিন্ন ধর্মমতগুলোর মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে এবং সেগুলোর বির্বতন কিভাবে শিল্পকলায় প্রতিফলিত হয়েছে তার উপরে আপনার চিন্তাভাবনাগুলো। অনেক দিক থেকেই, এডমন্ডের গেম থিওরি এবং কম্পিউটিং অনুমাণের সাথে বেশ মিল রয়েছে এটার–বিভিন্ন ধরণের সিস্টেমের বিকাশ অ্যানালাইজ করে সেগুলো ভবিষ্যতে কিভাবে ডেভেলপ করবে সেটা অনুমাণ করা।"

"এ ব্যাপারে সে বেশ ভালো কাজ দেখিয়েছে। এজন্যেই তাকে আধুনিক যুগের নস্ট্রাডামাস বলা হয়।"

"জি। যদিও তুলনাটা অপমানজনক হয়ে গেল একটু।"

"তুমি এটা কেন বললে?" পাল্টা জানতে চাইলো ল্যাংডন। "নস্ট্রাডামাস হলেন সর্বকালের সবচাইতে বিখ্যাত ভবিষ্যৎদ্রষ্টা।"

"আমি দ্বিমত পোষণ করছি না, প্রফেসর। কিন্তু নস্ট্রাডামাস হাজার হাজার শব্দ লিখে গেছে চার লাইনের কবিতার আকারে, আর সেগুলো শত শত বছর ধরে কুসংস্কারগ্রস্ত লোকজনের বিনোদনের খোরাক যুগিয়ে গেছে। তারা এসব থেকে অর্থোদ্ধার করতে চায়, যদিও ওসবের মধ্যে এরকম কিছু নেই...দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে প্রিন্সেস ডায়ানার মৃত্যু, এমনকি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের হামলা...এসব ঘটনা তারা নস্ট্রাডামাসের প্রহেলিকাময় কথামালার মধ্যে খুঁজে পেতে চায়। উদ্ভট। হাস্যকর। আর অন্যদিকে এডমন্ড কিয়ার্শ খুবই অল্পসংখ্যক এবং বেশ সুনির্দিষ্টভাবে কিছু অনুমাণ করেছেন যেগুলোর সবটাই খুব জলদিই বাস্তব রূপ লাভ করেছে–ক্লাউড কম্পিউটিং, ড্রাইভারবিহীন গাড়ি, মাত্র পাঁচটি পরমাণু দিয়ে গঠিত প্রসেসিং চিপ, এরকম কিছু বিষয়। মি. কিয়ার্শ কোনভাবেই নস্ট্রাডামাসের সমতুল্য হতে পারেন না।"

মানছি, কথাগুলো সত্যি, ভাবলো ল্যাংডন। বলা হয়ে থাকে, এডমন্ড কিয়ার্শের সাথে যারা কাজ করে তাদের উপরে কিয়ার্শের অপরিসীম প্রভাব রয়েছে, আর তারা সবাই তার প্রতি ভীষণ অনুগত। মনে হচ্ছে, উইনস্টনও কিয়ার্শের একজন গুণমুগ্ধ শিষ্য।

"আমার ট্যুর উপভোগ করছেন কি?" প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইলো উইনস্টন।

"অনেক উপভোগ করছি। এডমন্ডের প্রশংসা করতে হয়, এমন চমৎকার ডোসেন্ট টেকনোলজির জন্য।"

"ঠিকই বলেছেন। অনেক বছর ধরেই এডমন্ড এই সিস্টেমটার স্বপ্ন দেখে আসছিলেন। গোপনে এটা নিয়ে কাজ করে গেছেন তিনি। এর পেছনে ঢেলেছেন অগুণতি সময় আর অর্থ।"

"তাই নাকি? টেকনোলজিটা কিন্তু আমার কাছে অতোটা জটিল বলে মনে হচ্ছে না। স্বীকার করছি প্রথম দিকে আমার মনে একটু সন্দেহ ছিল, কিন্তু তোমার কথাবার্তা–কী বলবো, বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে আমার কাছে।"

"আপনার বদান্যতা, যদিও এখন সত্যিটা স্বীকার করে সব নস্যাৎ করে দিতেই হচ্ছে। বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি আপনার সাথে পুরোপুরি সততা দেখাইনি।"

"কী বললে, বুঝলাম না?"

"প্রথমত, আমার সত্যিকারের নাম উইনস্টন নয়। আমার নাম হলো আর্ট।"

হেসে ফেলল ল্যাংডন। "জাদুঘরের একজন ডোসেন্টের নাম *আর্ট?* আমি অবশ্য এরকম ছদ্ম নাম ব্যবহার করার জন্য তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। তোমার সাথে পরিচিত হতে পেরে খুবই ভালো লাগলো, আর্ট।"

"আপনি যখন আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, আমি কেন আপনার পাশে থেকে পুরো জাদুঘরটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি না তখন কিন্তু সত্যি কথাটাই বলেছিলাম–মি. কিয়ার্শ চান না জাদুঘরের দর্শনার্থির সংখ্যা কম থাকুক। তবে আমার জবাবটা অসমাপ্ত ছিল। আমরা যে সামনাসামনি কথা না বলে হেডসেটের মাধ্যমে আলাপ করছি তার আরেকটা কারণ রয়েছে।" একটু বিরতি দিলো সে। "আমি আসলে নড়াচড়া করতে সক্ষম নই।"

"ওহ...আমি খুবই দুঃখিত।" ল্যাংডন কল্পনা করতে পারলো আর্ট একটা কলসেন্টারে হুইলচেয়ারে বসে আছে। তাকে দিয়ে তার সত্যিকারের অক্ষম অবস্থার কথাটা বলাতে বাধ্য করার জন্য একটু অনুশোচনাও হলো তার।

"আমাকে সরি বলার কোন দরকার নেই। আপনাকে আশ্বস্ত করে বলতে মারি, আমার কাছে *পা* জিনিসটা অদ্ভুতই লাগে। বুঝতেই পারছেন, আপনি যেনটা কল্পনা করছেন আদতে আমি সেরকম নই।"

ল্যাংডনের হাটার গতি কমে এলো। "কী বলতে চাচ্ছো তুমি?"

"আমার নাম যে 'আর্ট' সেটা নিছক কোন নাম নয়...এটা একটা অ্যাব্রেবিয়েশন, মানে সংক্ষিপ্ত নাম। 'আর্ট' হলো আর্টিফিশিয়াল-এর সংক্ষিপ্ত

রূপ। যদিও মি. কিয়ার্শ 'সিনথেটিক' শব্দটাই বেশি পছন্দ করেন।" কণ্ঠটা থেমে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। "প্রফেসর, সত্যি কথা হলো আজ রাতে আপনি একটি সিনথেটিক ডোসেন্টের সাথে কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছেন। এক ধরণের কম্পিউটারও বলতে পারেন এটাকে।"

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে আশেপাশে তাকালো ল্যাংডন। "আমার সাথে মজা করা হচ্ছে না তো? প্র্যাঙ্ক জাতীয় কিছু?"

"মোটেই না, প্রফেসর। যা বলেছি সত্যি বলেছি। এডমন্ড কিয়ার্শ প্রায় এক দশক ধরে বিলিয়ন ডলার খরচ করেছেন এই সিনথেটিক ইন্টেলিজেন্সের পেছনে। আজ রাতে আপনি হলে হাতেগোণা অল্প কয়েকজন ব্যক্তির একজন, যে কিনা তার এতদিনের প্রচেষ্টার ফল উপভোগ করছে। আপনার পুরো ট্যুরটাই করিয়েছে একটি সিনথেটিক ডোসেন্ট। আমি কোন মানুষ নই।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য ল্যাংডন কথাটা মেনে নিতে পারলো না। লোকটার বাচনভঙ্গি, শব্দ নির্বাচন আর গ্রামার একেবারে নিখুঁত। মাঝেমধ্যে অপ্রস্তত করে দিয়ে হেসে ওঠাটা বাদ দিলে, তার মতো কোন অভিজাত সুবক্তা খুব কমই দেখেছে সে। তারচেয়েও বড় কথা, আজ রাতে তাদের আলাপচারিতার বিষয়বস্তুর কোন ঠিকঠিকানা ছিল না। প্রচুর বিষয় নিয়ে কথা বলেছে তারা। অনেক অর্থহীন কথাও ছিল।

আমাকে নজরদারি করা হচ্ছে, বুঝতে পারলো ল্যাংডন। দেয়ালগুলোর দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো লুকিয়ে রাখা কোন ক্যামেরা দেখা যায় কিনা। তার সন্দেহ, অত্যাধুনিক আর্টের নামে চাতুর্যপূর্ণভাবে সাজানো উদ্ভট কিছু জিনিস দেখানোর জন্যই তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। *তারা আমাকে গোলকধাঁধায় ছেড়ে দেয়া ইঁদুর বানিয়েছে।*

"আমি মোটেও স্বস্তি বোধ করছি না এতে," ল্যাংডনের কণ্ঠ ফাঁকা গ্যালারিতে প্রতিধ্বণিত হলো।

"ক্ষমা করবেন আমাকে," বলল উইনস্টন। "ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। অনুমাণ করে নিতে পারছি, কথাটা হজম করতে পারছেন না সহজে। এখন বুঝতে পারছি, এজন্যেই এডমন্ড বাকিদের থেকে আলাদা করে আপনাকে এখানে কেন একা নিয়ে আসতে বলেছিল আমাকে। বাকি অতিথিদের কাছে এই তথ্যটা প্রকাশ করা হয়নি এখনও।"

ল্যাংডনের চোখ স্বল্প আলোর জায়গাটাতে ঘুরে বেড়ালো আরো কেউ আছে কিনা দেখার জন্য।

"সন্দেহ নেই, আপনি এটা ভালো করেই জানেন," কণ্ঠটা বলে যেতে

লাগলো, ল্যাংডন অস্বস্তি বোধ করলেও মনে হলো না উইনস্টন সেটা পরোয়া করছে, "মানুষের মস্তিষ্ক বাইনারি সিস্টেমের-হয় আগুন আছে নয়তো নেই। এটা অনেকটা কম্পিউটারের সুইচের মতো অন-অফ ধরণের। মস্তিষ্কের রয়েছে শত শত ট্রিলিয়ন সুইচ। এর মানে হলো, মস্তিষ্ক নির্মাণ করার সমস্যাটা মূলত টেকনোলজির নয়, পরিমাণগত।"

এসব কথা খুব কমই কানে তুলছে ল্যাংডন। আবারো হাটতে শুরু করে দিয়েছে সে। তার সমস্ত মনোযোগ এখন গ্যালারির শেষ মাথায় এক্সিট সাইনটা খুঁজে বেড়ানোর দিকে নিবদ্ধ।

"প্রফেসর, আমি বুঝতে পারছি কণ্ঠের মানবিক গুণাগুণটি মেশিন-জেনারেটেড হিসেবে মেনে নেয়াটা খুবই কষ্টকর। কিন্তু কথা বলার বিষয়টি আসলে খুবই সহজ ব্যাপার। এমনকি নিরানব্বই ডলারের একটি ই-বুক ডিভাইসও অনায়াসে মানুষের কণ্ঠস্বর নকল করতে পারে। এডমন্ড কয়েক বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করেছেন এক্ষেত্রে।"

থমকে দাঁড়ালো ল্যাংডন। "তুমি যদি একটা কম্পিউটারই হয়ে থাকো তাহলে আমাকে বলো...১৯৭৪ সালে আগস্টের ২৪ তারিখে আমেরিকার স্টক এক্সচেঞ্জ ডাউজোন্স-এর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাভারেজ কতোতে গিয়ে ক্লোজ হয়েছিল?"

"ঐ দিনটা ছিল শনিবার," সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠটা জবাব দিয়ে দিলো। "সুতরাং ছুটির দিনে কখনও স্টক এক্সচেঞ্জ খোলা থাকে না।"

ল্যাংডনের শিরদাড়া বেয়ে শীতল একটি প্রবাহ বয়ে গেল। চালাকি করেই এই নির্দিষ্ট তারিখটি বেছে নিয়েছিল সে। তার তুখোড় স্মৃতিশক্তির অন্যতম একটি হলো দিন-তারিখ সব মাথায় গেঁথে থাকে চিরকালের জন্য। ঐ শনিবারটি ছিল তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর জন্মদিন। বিকেলের পর সুইমিংপুলের পাশে সেই পার্টির কথা এখনও বেশ মনে আছে তার। এমনকি হেলেনা উলি যে নীল রঙের একটা বিকিনি পরে ছিল সেটার কথাও।

"যাই হোক," সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠটা যোগ করলো, "আগের দিন শুক্রবার...আগস্টের ২৩ তারিখে ডাউজোন্সের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাভারেজ ক্লোজ হয়েছিল ৬৮৬.৮০ পয়েন্ট। ১৭.৮৩ ডাউন পয়েন্টের কারণে ২.৫৩ শতাংশ লোকসান হয়েছিল।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য কোন কথাই বলতে পারলো না ল্যাংডন।

"আমি সানন্দে অপেক্ষা করছি," কণ্ঠটা বলে উঠলো, "আপনি চাইলে আপনার স্মার্টফোনটি ব্যবহার করে তথ্যটা চেক করে দেখতে পারেন।"

“কিন্তু...আমি বুঝতে পারছি না...”

“সিনথেটিক ইন্টেলিজেন্সের চ্যালেঞ্জটা কিন্তু,” কণ্ঠটা বলে চলল, এখন বৃটিশ উচ্চারণভঙ্গি হালকা হয়ে এসেছে, একটু অচেনাও ঠেকছে যেন, “বিরামহীন ডাটার অ্যাকসিস নয়, এটা বরং বেশি সহজ। কঠিন কাজটা হলো ডাটাগুলো কীভাবে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত সেটা–এ কারণেই মি. কিয়ার্শ চেয়েছিলেন সামর্থ্যটা পরীক্ষা করিয়ে নিতে।”

“পরীক্ষা করতে চেয়েছে?” জানতে চাইলো ল্যাংডন। “আমাকে?”

“ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।” আবারো সেই অদ্ভুত হাসি। “এটা আমাকে পরীক্ষা করানোর জন্য। আমি আপনার কাছে একজন মানুষ হিসেবে উৎরে যেতে পারি কিনা সেটা দেখতে চেয়েছিলেন তিনি।”

“টুরিং টেস্টের মতো।”

“ঠিক বলেছেন।”

ল্যাংডন স্মরণ করতে পারলো, বিখ্যাত কোড ব্রেকার অ্যালান টুরিং এরকম একটি টেস্টের প্রস্তাবনা করেছিলেন, একটি মেশিনের মানবিক সক্ষমতা নিরুপণ করার জন্য। একজন মনুষ্য বিচারক মেশিন আর মানুষের মধ্যেকার কথোপকথন শোনার পর যদি বুঝতে না পারতেন কোনটা মানুষের আর কোনটা মেশিনের, তাহলে ধরে নেয়া হতো টুরিং টেস্টে মেশিনটা পাস করে গেছে। ২০১৪ সালে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে টুরিংয়ের এই পরীক্ষা স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই ঘটনাটি খুবই আলোচিত হয়েছিল। এরপর থেকে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টেকনোলজি রকেট গতিতে উন্নতি করতে শুরু করে।

“আজ রাতে এখন পর্যন্ত,” কণ্ঠটা বলে চলল, “আমাদের অতিথিদের মধ্যে কেউই সামান্যতম সন্দেহও করেনি। তারা সবাই বেশ ভালো সময় কাটাচ্ছেন।”

“দাঁড়াও, কী বললে তুমি? আজ রাতে এখানকার সব অতিথি কম্পিউটারের সাথে কথা বলছে?”

“টেকনিক্যালি, সবাই আসলে *আমার* সাথেই কথা বলছে। আমি নিজেকে খুব সহজেই পার্টিশান করে ফেলতে পারি। আপনি আমার ডিফল্ট কণ্ঠটা শুনছেন–এই কণ্ঠটাই এডমন্ডের বেশি প্রিয়–কিন্তু অন্যরা অন্য কোন কণ্ঠস্বর অথবা অন্য কোন ভাষায় শুনছে। একজন আমেরিকান অ্যাকাডেমিক পুরুষমানুষ আপনি–আপনার এই প্রোফাইলের উপর ভিত্তি করে আমি ডিফল্ট হিসেবে আপনার জন্য বেছে নিয়েছি বৃটিশ বাচনভঙ্গি। আমি অনুমাণ করে

boighar.com

নিয়েছি, নারী কণ্ঠের তুলনায় পুরুষ কণ্ঠ অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস দেবে আপনাকে।"

এই জিনিসটা কি বলতে চাইছে, আমি পুরুষতান্ত্রিক?

ল্যাংডন জানতো, কিয়ার্শ অনেক বছর ধরেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে মাথা ঘামিয়ে যাচ্ছে। বেশ কয়েকবার ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে এসেছে সে, আর বিভিন্ন ধরণের অবিস্মরণীয় আবিষ্কাররের জন্য প্রশংসিতও হয়েছে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, তার জন্ম দেয়া সন্তান 'উইনস্টন' সাম্প্রতিক সময়ে কিয়ার্শের সবচাইতে অত্যাধুনিক উদ্ভাবন।"

"বুঝতে পারছি, সবকিছু খুব দ্রুত ঘটে গেছে," কণ্ঠটা আবারো বলে উঠলো, "কিন্তু মি. কিয়ার্শ অনুরোধ করেছিলেন, আপনি এখন যে স্পাইরালের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন সেটা যেন আপনাকে আমি দেখাই। তিনি আরো বলেছিলেন, আপনি যেন স্পাইরালে প্রবেশ করে একেবারে এর কেন্দ্র পর্যন্ত চলে যান।"

চোখ নামিয়ে সর্পিল হয়ে নেমে যাওয়া সঙ্কীর্ণ প্যাসেজটার দিকে তাকালো ল্যাংডন। টের পেলো তার পেশিগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেছে। *এটা কি এডমন্ডের কলেজ প্রাঙ্কের কোন আইডিয়া?* "তুমি কি বলবে, এর ভেতরে আছেটা কী? আমি আবার চাপা আর আবদ্ধ কোন জায়গায় স্বস্তি বোধ করি না।"

"ইন্টারেস্টিং, আপনার ব্যাপারে অনেক কিছু জানলেও এটা জানি না।"

"ক্লস্ট্রোফোবিয়া এমন কিছু না যে আমি আমার অনলাইন বায়ো'তে সেটার উল্লখ করবো।" একটু কেশে নিলো ল্যাংডন। এখনও মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে সে কোন মেশিনের সাথে কথা বলছে।

"আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। স্পাইরালের কেন্দ্রটার পরিসর বেশ বড়। মি. কিয়ার্শ বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, আপনি যেন ওটার কেন্দ্রটা অবশ্যই দেখেন। অবশ্য তিনি আরো বলেছেন, আপনি ওটার ভেতরে ঢোকার আগে হেডসেটটা যেন খুলে মেঝেতে রেখে যান।"

স্থাপত্যটার দিকে তাকিয়ে দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেল ল্যাংডন। "তুমি আমার সাথে আসছো না তাহলে?"

"না।"

"এসবই অদ্ভুত লাগছে, বুঝলে...আর আমি ঠিক-"

"প্রফেসর, এডমন্ড আপনাকে কতোটা পথ পাড়ি দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানে নিয়ে এসেছেন ভাবুন একবার, একটা শিল্পকর্মের অভ্যন্তরে সামান্য কিছুটা পথ পাড়ি দেয়ার অনুরোধটি নিশ্চয় তেমন বড় কিছু নয়। বাচ্চারা প্রতিদিন এর ভেতরে ঢোকে। তারা কিন্তু সবাই বেঁচেই ফিরে আসে!"

কখনও কোন কম্পিউটারের কাছ থেকে এরকম টিটকারি শোনেনি ল্যাংডন। যা-ই হোক না কেন, তীর্যক মন্তব্যটি অবশ্য কাজে দিলো। হেডসেটটা খুলে মেঝেতে রেখে দিয়ে স্পাইরালের প্রবেশমুখের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। সঙ্কীর্ণ একটি গিরিখাদের আকৃতিতে উঁচু দেয়ালদুটো এঁকেবেঁকে উধাও হয়ে গেছে নিচের গাঢ় অন্ধকারে।

"কী আর করা," কথাটা কারোর উদ্দেশ্যে বলল না সে।

গভীর করে দম নিয়ে প্রবেশমুখের দিকে পা বাড়ালো ল্যাংডন।

তার কল্পনার চেয়েও বেশি পথটা বেঁকে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে আরো গভীরে। কয়েক মুহূর্ত পরই ল্যাংডন বুঝতে পারলো না কয় পাক ঘুরেছে সে। ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরতে ঘুরতে প্যাসেজটা যেন আরো চেপে আসছে ক্রমশ। ল্যাংডনের চওড়া কাঁধ এখন দু-পাশের দেয়াল স্পর্শ করছে। *শ্বাস নাও, রবার্ট।* মনে হলো, একটু ঝুঁকে থাকা ধাতব পাতের দেয়ালগুলো যেন তার উপরে ঢলে পড়বে, আর শত শত স্টিলের টনের নিচে চাপা পড়ে যাবে সে।

আমি এটা কেন করছি?

ল্যাংডন আরেকটা মোড় নিতে যাবে তখনই হঠাৎ করে যেন প্যাসেজওয়েটা শেষ হয়ে গেল। নিজেকে সে আবিষ্কার করলো বিশাল খোলা

boighar.com

একটি জায়গায়। যেমনটা তাকে বলা হয়েছিল, জায়গাটা তার ধারণার চেয়েও অনেক বেশি বড়। নিচের মেঝে আর চারপাশের ধাতব দেয়ালের দিকে তাকালো সে। আবারো একটা ভাবনা ফিরে এলো তার মাথায়, এটা কোন প্রথমবর্ষের অপরিপক্ক ছাত্রের জালিয়াতি নয়তো!

বাইরের কোথাও দরজা খোলার ক্লিক শব্দটা শুনতে পেলো সে। উঁচু দেয়ালের ওপাশ থেকে কারোর পায়ের শব্দের প্রতিধ্বণি ভেসে এলো। কেউ গ্যালারিতে প্রবেশ করেছে, কাছের কোন দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। পায়ের আওয়াজটা এবার স্পাইরালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শব্দটা ঘুরছে আর জোড়ালো হচ্ছে প্রতিটি পদক্ষেপে। কেউ স্পাইরালের ভেতরে ঢুকেছে।

পেছনে ফিরে তাকালো ল্যাংডন। পায়ের শব্দটা এখন আরো কাছে ঘনিয়ে আসছে। তারপর হঠাৎ করেই আবির্ভূত হলো একজন মানুষ। লোকটা বেশ খাটো, হালকাপাতলা গড়নের, গায়ের রঙ ফ্যাকাশে সাদা, চোখদুটো বেশ তীক্ষ্ণ, মাথার চুল একেবারে এলোমেলো।

লোকটার দিকে চোখের পলক না ফেলে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো ল্যাংডন। তারপরই তার ঠোঁটে দেখা গেল আন্তরিক আর চওড়া একটা হাসি। "মহান এডমন্ড কিয়ার্শ সব সময়ই এভাবে হাজির হয়।"

"ফার্স্ট ইম্প্রেশনটা ভালোভাবে দেবার জন্য মাত্র একবারই সুযোগ থাকে," আন্তরিকভাবে বলল কিয়ার্শ। "তোমাকে অনেক মিস করেছি, রবার্ট। আসার জন্য ধন্যবাদ।

দু-জন মানুষ আন্তরিকতার সাথে কোলাকুলি করলো। ল্যাংডন তার পুরনো বন্ধুর পিঠে চাপড় দেবার সময় টের পেলো আগের চেয়ে আরো বেশি শুকিয়ে গেছে সে।

"তুমি দেখি ওজন কমিয়ে ফেলেছো," বলল প্রফেসর।

"আমি নিরামিষি হয়ে গেছি," জবাব দিলো কিয়ার্শ। "মটকু হবার চেয়ে এটা অনেক বেশি সহজ কাজ।"

হেসে ফেলল ল্যাংডন। "তোমার সাথে দেখা হয়ে ভীষণ ভালো লাগছে। যথারীতি তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে আমার পোশাক-আশাক একটু বেশি ভারিক্কি হয়ে গেছে।"

কিয়ার্শ তার কালো-স্কিনটাইট জিন্স আর ভি-নেক টিশার্ট আর সাইড-জিপ বম্বার জ্যাকেটের দিকে তাকালো। "এগুলো খুবই হাই-ফ্যাশনের জিনিস কিন্তু।"

"সাদা ফ্লিপ-ফ্লপ...এগুলো হাই-ফ্যাশনের পোশাক?"

"ফ্লিপ-ফ্লপ?! এগুলো ফেরাগামো গায়ানার স্যান্ডেল।"

"আমি ধারণা করে নিতে পারি, আমার পরনে সবকিছুর চেয়েও এটার দাম অনেক বেশি।"

একটু কাছে এগিয়ে এসে ল্যাংডনের ক্লাসিক জ্যাকেটটা ভালো করে দেখে নিলো এডমন্ড, তারপর হেসে বলল, "এই টেইলসগুলো বেশ সুন্দর। তোমার ধারণা বেশ কাছাকাছিই।"

"আমাকেই বলতেই হচ্ছে, তোমার সিনথেটিক বন্ধু উইনস্টন...খুবই চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে।"

কিয়ার্শ চোখ কুঁচকে তাকালো। "অবিশ্বাস্য, ঠিক বলেছি না? এ বছর আমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কী করেছি সেটা তুমি বিশ্বাসই করতে পারবে না–এটাকে তুমি কোয়ান্টাম লিফ বলতে পারো–বিরাট বড় একটি উল্লম্ফন! আমি আমার জন্য বেশ কিছু নতুন টেকনোলজি ডেভেলপ করেছি যেগুলো সমস্যার সমাধান করতে পারে, নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে একেবারে নতুন পদ্ধতিতে। উইনস্টনের আরো ডেভেলপ করা হচ্ছে, তবে সে প্রতিদিনই উন্নতি করছে।"

ল্যাংডন খেয়াল করলো এ কয় বছরে এডমন্ডের বালসুলভ চোখের চারপাশে বলিরেখা পড়ে গেছে। তাকে দেখে একটু ক্লান্ত বলেও মনে হচ্ছে তার। "এডমন্ড, তুমি কি আমাকে বলবে, এখানে আমাকে কেন নিয়ে এসেছো?"

"এই বিলবাওয়ে? নাকি রিচার্ড সেরার স্পাইরালে?"

"স্পাইরাল দিয়েই প্রথমে শুরু করো," বলল ল্যাংডন। "তুমি তো জানোই, আমার ক্লস্ট্রোফোবিক আছে।"

"অবশ্যই জানি। আজকের রাতের আয়োজনটাই হলো লোকজনকে তাদের স্বস্তিদায়ক ক্ষেত্র থেকে বাইরে নিয়ে আসা," কথাটা সে হেসেই বলল।

"এটাই তো তোমার বিশেষত্ব।"

"তারচেয়েও বড় কথা," কিয়ার্শ যোগ করলো, "তোমার সাথে আমার কথা বলা দরকার। আর আমি শো-এর আগে দেখা দিতেও চাচ্ছি না।"

"কারণ রকস্টাররা কনসার্টের আগে ফ্যানদের সাথে দেখা করতে চায় না?"

"ঠিক বলেছো!" ঠাট্টার ছলেই বলল কিয়ার্শ। "রকস্টাররা ধোয়া উড়তে থাকা মঞ্চে ওঠে নাটকিয় ভঙ্গিতে।"

মাথার উপরে থাকা বাতিগুলো আচমকা নিভু নিভু করতে লাগলো। জামার

boighar.com

হাতা গুটিয়ে ঘড়ি দেখে নিলো কিয়ার্শ। এরপর একেবারে সিরিয়াস ভঙ্গিতে ল্যাংডনের দিকে তাকালো সে।

"রবার্ট, আমাদের হাতে একদম সময় নেই। আজ রাতটা আমার জন্য অসাধারণ একটি উপলক্ষ্য। সত্যি বলতে, এটা হবে মানবসভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।"

আচম্বিত ল্যাংডন কিছু একটা আন্দাজ করতে পারলো।

"কয়েকদিন আগে আমি একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছি," বলল এডমন্ড। "এটা এমন একটা আবিষ্কার যেটা অপরিসীম প্রভাব ফেলবে। এই পৃথিবীর প্রায় কেউই এ ব্যাপারে কিছু জানে না। আজ রাতে, একটু পরই আমি লাইভ সম্প্রচারের মাধ্যমে সারা বিশ্বকে এ ব্যাপারে জানাবো।"

"কী বলবো বুঝতে পারছি না," জবাবে বলল ল্যাংডন। "কথা শুনে তো বিস্ময়কর কিছু বলেই মনে হচ্ছে।"

কণ্ঠটা নিচে নামিয়ে ফেলল এডমন্ড, তার টোন শুনে মনে হলো একটু চিন্তিত সে। "রবার্ট, সবাইকে এটা জানানোর আগে আমি তোমার কাছ থেকে একটা পরার্মশ চাই।" একটু থেমে আবার বলল, "আমার আশঙ্কা, আমার জীবন এর উপরেই নির্ভর করছে।"

অধ্যায় ৯

স্পাইরালের ভেতরে দু-জন মানুষের মাঝে নীরবতা নেমে এলো।

আমি তোমার কাছ থেকে একটা পরার্মশ চাই...আমার আশঙ্কা, আমার জীবন এর উপরেই নির্ভর করছে।

এডমন্ডের বলা কথাটা যেন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ল্যাংডন তার বন্ধুর চোখে উদ্বেগ দেখতে পেলো। "এডমন্ড? কী হয়েছে? তুমি ঠিক আছো তো?"

মাথার উপরে বাতিগুলো আবারো নিভু নিভু করে সিগন্যাল দিচ্ছে, তবে এডমন্ড সেটা আমলে নিলো ন।

"এ বছরটা আমার জন্য অসাধারণ একটি বছর," প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল সে। "এমন একটা মেজর প্রজেক্টে সম্পূর্ন একা কাজ করছিলাম আমি যেটা কিনা অবিস্মরণীয় এক আবিষ্কারের জন্ম দিয়েছে।"

"কথা শুনে তো দারুণ কিছুই মনে হচ্ছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো কিয়ার্শ। "একদম ঠিক বলেছো, আজ রাতে এটা আমি সারা দুনিয়াকে জানাবো–এ নিয়ে কতোটা উত্তেজিত আমি বলে বোঝাতে পারবো না। এরফলে উল্লেখযোগ্য একটি প্যারাডাইম শিফটের পথ খুলে যাবে। আমি যদি তোমাকে বলি আমার আবিষ্কারটি কোপার্নিকাসের বৈপ্লবিক ঘটনার মতো বিশাল কিছু তাহলে ধরে নিয়ো না বাড়িয়ে বলছি।"

ক্ষণিকের জন্য ল্যাংডনের মনে হলো তার বন্ধু তার সাথে জোক করছে। কিন্তু এডমন্ডের অভিব্যক্তি একদম সিরিয়াস।

কোপার্নিকাস? এডমন্ডের দোষত্রুটির মধ্যে 'ঔদ্ধত্য' শব্দটির স্থান থাকলেও তার এই দাবিটি সেই ঔদ্ধত্যের চরম সীমাকেও যেন ছাড়িয়ে যাচ্ছে। নিকোলাস কোপার্নিকাস হলেন সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের জনক–আমাদের সৌরজগতের সকল গ্রহ-উপগ্রহ সূর্যের চারপাশে ঘোরে–তার এই বৈপ্লবিক বৈজ্ঞানিক মতবাদটি পনেরো শতকে সমস্ত চার্চকে ভুল প্রতিপন্ন করে দিয়েছিল। কেননা চার্চ এই শিক্ষাই দিতো যে, মানবসভ্যতা অবস্থান করছে ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতের একেবারে মাঝখানে। তিনশ' বছর ধরে চার্চ তার এই আবিষ্কারকে নিন্দা করে গেছে। কিন্তু যা হবার তা হয়েই গেছিল, পৃথিবী আর আগের সেই জায়গায় থাকেনি।

"তুমি যে সন্দিগ্ধ সেটা বুঝতে পারছি," বলল এডমন্ড। "আমি যদি কোপার্নিকাসের বদলে ডারউইনের সাথে তুলনাটা দেই তাহলে কি চলবে?"

boighar.com

হেসে ফেলল রবার্ট ল্যাংডন। "তাতে কোন ফারাক তৈরি হয় না।"

"ঠিক আছে, তাহলে আমাকে একটা প্রশ্ন করতে দাও : মানবেতিহাসের পুরোটা সময় জুড়ে কোন দুটো মৌলিক প্রশ্ন উচ্চারিত হয়ে এসেছে?"

একটু ভেবে দেখলো ল্যাংডন। "এ প্রশ্নের জবাব হবে : 'কিভাবে সবকিছুর শুরু হলো? আমরা কোত্থেকে এসেছি?' "

"একদম ঠিক। দ্বিতীয় প্রশ্নটি আরেকটি প্রশ্নের জন্ম দেয় আমাদের মনে। 'আমরা কোত্থেকে এসেছি' নয়,...বরং..."

" 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' "

"হ্যা! এ দুটো রহস্য মানুষের অভিজ্ঞতার ভেতরে প্রোথিত রয়েছে। আমরা কোত্থেকে এসেছি? কোথায় যাচ্ছি? মানুষের সৃষ্টি আর তার *নিয়তি*। এ দুটো এই জগতের রহস্য।" ল্যাংডনের দিকে আকুল হয়ে চেয়ে রইলো এডমন্ড। "রবার্ট, যে আবিষ্কারটি আমি করেছি...সেটা পরিষ্কারভাবে এই দুটো প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম।"

এডমন্ডের কথাটা ল্যাংডনকে আবিষ্ট করে রাখলো যেন। "আমি...বুঝতে পারছি না কী বলবো।"

"কোন কিছু বলার দরকার নেই। আজকের প্রেজেন্টেশনের পর তুমি আর আমি এ নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করবো। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি এসবের খারাপ দিকটি নিয়ে একটু কথা বলতে চাইছি–এই আবিষ্কারের কারণে সম্ভাব্য কী বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।"

"তুমি মনে করছো মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হবে?"

"তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। এ দুটো প্রশ্নের জবাব দেবার মাধ্যমে শত শত বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলো যে শিক্ষা দিয়ে এসেছে তার বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড় করিয়ে ফেলবো আমি। তাদের সাথে আমার সরাসরি লড়াই বেধে যাবে। মানুষের সৃষ্টি আর তার নিয়তির বিষয়টি ঐতিহ্যগতভাবেই ধর্মগুলো নিজের বিষয় বলে মনে করে। আমি হলাম সেখানে অযাচিত একজন মানুষ, বহিরাগতও বলতে পারো। একটু পর আমি যে ঘোষণাটি দেবো সেটা এ বিশ্বের ধর্মগুলো মোটেও পছন্দ করবে না।"

"ইন্টারেস্টিং," জবাবে বলল ল্যাংডন। "এজন্যেই কি তুমি গত বছর বোস্টনে গিয়ে লাঞ্চ করার সময় আমার সাথে দু-ঘণ্টা ধরে ধর্ম নিয়ে আলাপ করেছো?"

"সেটাই। তোমার হয়তো মনে আছে আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলেছিলাম–আমাদের জীবনকালেই ধর্মের যে মিথগুলো আছে তার সবই ধ্বংস হয়ে যাবে বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কারণে।"

সায় দিলো ল্যাংডন। *সহজে ভোলার মতো নয়।* কিয়ার্শের এই সাহসি কথাগুলোর প্রতিটি শব্দ তার তুখোড় স্মৃতিশক্তিতে গেঁথে আছে। "মনে আছে। আমি বলেছিলাম, বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা সত্ত্বেও আরো হাজার বছর পরও ধর্ম টিকে থাকবে। আর এটা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরি অবদান রাখবে। ধর্ম নিজেও যেহেতু বিবর্তিত হয়ে থাকে তাই এটা কখনও হারিয়ে যাবে না।"

"ঠিক। আমি তোমাকে এও বলেছিলাম, আমি আমার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছি–বিজ্ঞানের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে ধর্মের মিথকে নির্মূল করবো।"

"হ্যা। কঠিন কথা বটে।"

"আর তুমি এটা নিয়ে আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলে, রবার্ট। তুমি আমাকে বলেছিলে, যখনই আমি কোন 'বৈজ্ঞানিক সত্য'র দেখা পাবো যা কিনা ধর্মের সাথে যায় না, কিংবা ধর্মকে হেয় করে তখন যেন আমি ধর্মিয় কোন পণ্ডিতের সাথে এ নিয়ে আলাপ করি, তাহলে অন্তত বুঝতে পারবো, ধর্ম আর বিজ্ঞান প্রায়শই একই গল্প বলার চেষ্টা করে দুটো ভিন্ন ভাষায়।"

"আমার সেটা মনে আছে। বিজ্ঞানী আর ধর্মবেত্তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করে থাকে মহাবিশ্বের একই রহস্যকে বিবৃত করার সময়। এ দুয়ের যে দ্বন্দ্ব সেটা শব্দবিজ্ঞানের, সারবত্তার দিক থেকে নয়।"

"তো আমি কিন্তু তোমার উপদেশই অনুসরণ করেছি," কিয়ার্শ বলল। "আমি আমার সাম্প্রতিক আবিষ্কারটা নিয়ে ধর্মবেত্তা আর পণ্ডিতদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেছি।"

"তাই নাকি?"

"তুমি কি পার্লামেন্ট অব দি ওয়ার্ল্ড'স রিলিজিয়ন্স-এর নাম শুনেছো?"

"অবশ্যই।" বিভিন্ন ধর্মিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি আর আলাপ-আলোচনা বজায় রাখার যে প্রচেষ্টা এই গোষ্ঠিটি নিয়েছে তার ভুয়সি প্রশংসা করে ল্যাংডন।

"ঘটনাচক্রে," কিয়ার্শ বলল, "এ বছর তাদের পার্লামেন্ট বসেছিল বার্সেলোনার উপকণ্ঠে অ্যাবে অব মন্ত-সেরাত-এ, আমার বাড়ি থেকে সেটা মাত্র একঘণ্টার পথ।"

দর্শনিয় একটি স্থান, ভাবলো ল্যাংডন। অনেক বছর আগে পাহাড়ের উপরে অস্থিত এই উপাসনালয়ে গিয়েছিল সে।

"যখন আমি শুনলাম ঠিক যে সময়ে আমি আমার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারটি ঘোষণা দেবার পরিকল্পনা করছি তখনই ওটা বসবে, জানি না, কী মনে করে আমি তখন..."

"অবাক হয়ে ভেবেছিলে, এটা ঈশ্বরের তরফ থেকে কোন ইঙ্গিত হতে পারে?"

হেসে ফেলল কিয়ার্শ। "সেরকমই কিছু। তো, আমি তাদেরকে কল দিলাম।"

কথাটা শুনে বেশ মুগ্ধ হলো ল্যাংডন। "তুমি পুরো পার্লামেন্টের সামনে বক্তৃতা দিলে?"

"না! খুবই বিপজ্জনক কাজ হতো সেটা। আমি চাইনি আমার ঘোষণা দেবার আগে এই খবরটা জানাজানি হয়ে যাক। এজন্যেই আমি তাদের মধ্যে খৃস্টান, ইসলাম আর ইহুদি সম্প্রদায়ের তিন প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করার জন্য সময় চাইলাম। ওদের লাইব্রেরিতে আমরা চারজন বসলাম আলাপ করার জন্য।"

"আমি অবাক হচ্ছি ওরা তোমাকে ওদের লাইব্রেরি ঢুকতে দিয়েছে," বিস্ময়ের সাথে বলল ল্যাংডন। "শুনেছি, ওটা নাকি ওদের খুবই পবিত্র একটি স্থান।"

"আমি তাদেরকে বলেছিলাম, মিটিং করার জন্য আমার দরকার এমন একটা জায়গা যেখানে কোন ফোন, ক্যামেরা কিংবা বহিরাগত কেউ থাকবে না। তারা তখন আমাকে তাদের লাইব্রেরিতে নিয়ে যায়। তাদের সাথে কোন আলাপ শুরু করার আগেই আমি তাদেরকে দিয়ে একটি প্রতীজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলাম, তারা যেন এ ব্যাপারে তাদের মুখ বন্ধ রাখে। তারা আমার কথা মেনে নিয়েছে। আজকের দিন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে তারা তিনজনই কেবল আমার আবিষ্কারের কথাটা জানে।"

"অসাধারণ। তুমি যখন তাদেরকে এটা বললে তারা কী রকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল?"

কিয়ার্শের চোখেমুখে একটু লজ্জা ফুটে উঠলো। "আমি বোধহয় এটা ভালোভাবে সামলাতে পারিনি। তুমি আমাকে চেনো, রবার্ট। আমার প্যাশন যখন জ্বলে ওঠে তখন ডিপ্লোমেসি করার কথা আমার মাথায় থাকে না।"

"হ্যা। আমি কোথায় যেন পড়েছি, সেন্সিভিটি ট্রেইনিং নেবার দরকার আছে তোমার," হেসেই বলল ল্যাংডন। *স্টিভ জবসসহ আরো অনেক জিনিয়াস ব্যক্তিদের মতোই।*

"আমার আউটস্পোকেন স্বভাবের কারণেই, একেবারে শুরুতেই আমি সরাসরি তাদেরকে সত্যিটা বলে দেই–আমি সব সময় ধর্মকে এক ধরণের গণ-বিভ্রম হিসেবেই বিবেচনা করি। আর একজন বিজ্ঞানী হিসেবে আমি এটা মেনে

নিতে পারি না, শতকোটি বুদ্ধিমান মানুষ নিজেদের ধর্মের উপরে বিশ্বাস রেখে চলেছে, নিজেদের স্বস্তির জন্য, পথের দিশা পাবার জন্য। তারা যখন আমার কাছে জানতে চাইলো, যে ধরণের মানুষজনকে আমি মোটেও সম্মান করি না তাদের সাথে কেন আলাপ-আলোচনা করছি, তখন আমি তাদেরকে বলে দেই, আমি আমার আবিষ্কারের কথা তাদেরকে জানিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া নিরুপণ করার জন্য এটা করছি, যাতে করে আমি বুঝতে পারি আমার এই আবিষ্কার প্রকাশ করা হলে এ বিশ্বের ধর্মবিশ্বাসি মানুষজন সেটাকে কীভাবে নেবে।"

"সব সময় ডিপ্লোমেসি করতে হয়," ল্যাংডন কপাল কুঁচকে বলল। "তুমি কি জানো না, কখনও কখনও সততা সর্বোত্তম পন্থা নয়?"

হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিলো কিয়ার্শ। "ধর্ম নিয়ে আমার চিন্তাভাবনার কথা সবারই জানা আছে। আমি ভেবেছিলাম তারা আমার অকপটতা আর স্বচ্ছতাকে সাধুবাদই জানাবে। যাইহোক, এরপর আমি আমার আবিষ্কারটির কথা তাদেরকে জানালাম। বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বললাম কী আবিষ্কার করেছি, আর সেটা কিভাবে সবকিছু বদলে দেবে। এমনকি আমি আমার ফোনটা বের করে তাদেরকে কিছু ভিডিও-ও দেখিয়েছি। স্বীকার করছি, খুবই চমকে দেবার মতো ছিল সেটা। তারা পুরোপুরি হতবাক হয়ে পড়ে।"

"তারা নিশ্চয় *কিছু* বলেছিল," ল্যাংডন তাড়া দিয়ে বলল। কিয়ার্শ কী আবিষ্কার করেছে তারচেয়েও বেশি যেন এ কথাটা জানতেই বেশি আগ্রহি সে এখন।

"আমি ওখানে গিয়েছিলাম সংলাপের উদ্দেশ্যে কিন্তু বাকি দু-জন কিছু বলার আগেই খৃস্টান যাজক তাদেরকে চুপ করিয়ে দেন। তিনি আমাকে অনুরোধ করেন, তথ্যটা সবাইকে জানানোর বিষয়টি যেন পুণর্বিবেচনা করি। আমি তাদেরকে বলেছি, পরবর্তি একমাস এটা নিয়ে আমি ভেবে দেখবো।"

"কিন্তু তুমি তো আজ রাতে সেটা জানিয়ে দিচ্ছো।"

"জানি। তাদেরকে বলেছিলাম ঘোষণাটি আমি আরো কয়েক সপ্তাহ পর দেবো, সুতরাং তারা যেন ভড়কে না যায়। এ নিয়ে কোন ধরণের পায়তারা না করে।"

"আজকের প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে যখন তারা জানতে পারবে, তখন?" জানতে চাইলো ল্যাংডন।

"তারা মোটেও খুশি হবে না। বিশেষ করে তাদের মধ্যে একজন।" স্থিরচোখে ল্যাংডনের দিকে চেয়ে রইলো কিয়ার্শ। "বিশপ আন্তোনিও ভালদেসপিনো। তুমি কি তাকে চেনো?"

ল্যাংডন চিন্তায় পড়ে গেল। "মাদ্রিদের?"

কিয়ার্শ মাথা নেড়ে সায় দিলো। "এক এবং অদ্বিতীয়।"

সম্ভবত এডমন্ডের কড়া নাস্তিকতারপূর্ণ কথাবার্তা শোনার আদর্শ কোন শ্রোতা নন তিনি, ভাবলো ল্যাংডন। স্প্যানিশ ক্যাথলিক চার্চের সবচাইতে শক্তিশালি মানুষটি হলেন এই ভালদেসপিনো। অতি কট্টর দৃষ্টিভঙ্গি আর স্পেনের রাজার সাথে তার ঘনিষ্ঠতার জন্য সুপরিচিত তিনি।

"এ বছর পার্লামেন্টের আয়োজক ছিলেন তিনি," বলল কিয়ার্শ। "সেজন্যে তাকেই আমি মিটিংটার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। তিনি নিজে আসতে চেয়েছিলেন দেখা করার জন্য কিন্তু আমি তাকে বলেছিলাম সঙ্গে করে যেন ইসলাম আর ইহুদি ধর্মের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে আসেন।"

মাথার উপরের বাতিগুলো আবারো নিভু নিভু করছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিয়ার্শ, কণ্ঠটা আরো নিচে নামিয়ে নিলো। "রবার্ট, এই প্রেজেন্টেশনের আগে তোমার সাথে যে কারণে আমি কথা বলতে চেয়েছি সেটা হলো, তোমার পরার্মশ দরকার আমার। আমাকে জানতে হবে, তুমি কি মনে করো বিশপ ভালদেসপিনো বিপজ্জনক কিনা।"

"বিপজ্জনক?" ল্যাংডন বলল। "কোন দিক থেকে?"

"তাকে আমি যা দেখিয়েছি তাতে করে তার পুরো জগৎটা হুমকির মুখে পড়ে গেছে। আমি জানতে চাই, তুমি কি মনে করো তার দিক থেকে আমার কোন শারীরিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে কিনা।"

সঙ্গে সঙ্গে মাথা দুলিয়ে কথাটা বাতিল করে দিলো ল্যাংডন। "না, অসম্ভব। জানি না তুমি তাকে কী বলেছো, কিন্তু বিশপ ভালদেসপিনো স্পেনের ক্যাথলিক মতবাদের একটি স্তম্ভ। তার সাথে স্প্যানিশ রাজপরিবারের সখ্যতা তাকে অসম্ভব প্রভাবশালি একজন মানুষে পরিণত করেছে...কিন্তু তিনি একজন যাজক, কোনো ভাড়াটে খুনি নন। তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করেন। হয়তো তোমার বিরুদ্ধে সারমন দেবেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না, তার দিক থেকে তোমার শারীরিক কোন ক্ষতি হতে পারে।"

কিয়ার্শকে দেখে মনে হলো না কথাটা বিশ্বাস করতে পেরেছে সে। "আমি মন্তসেরাত থেকে চলে আসার সময় তুমি যদি তাকে দেখতে তিনি কীভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন।"

"তুমি ঐ ধর্মিয় আশ্রমের লাইব্রেরিতে বসে বিশপকে বলেছো তার ধর্মবিশ্বাস একেবারে ভুল!" একটু চড়া গলায়ই বলল ল্যাংডন। "তুমি কি আশা করো তিনি তোমাকে চা আর কেক দিয়ে আপ্যায়ন করবেন?"

"না," স্বীকার করলো এডমন্ড, "কিন্তু আমাদের মিটিং শেষ হবার পর ভয়েস মেইলে একটা হুমকি দেবেন তিনি সেটা অন্তত আশা করিনি।"

"বিশপ ভালদেসপিনো তোমাকে কল দিয়েছিলেন?"

কিয়ার্শ তার লেদার জ্যাকেটের পকেট থেকে সাধারণের চেয়ে একটু বেশি বড় স্মার্টফোন বের করে আনলো। নীলচে-ধূসর রঙের মিশেলে একটা কেসিংয়ে ফোনটা রাখা। অসংখ্য ষড়ভূজাকৃতির প্যাটার্নে নক্সা করা সেটি। ল্যাংডন চিনতে পারলো, এটা প্রখ্যাত মডার্নিস্ট কাতালান আর্কিটেক্ট আন্তোনি গওদির ডিজাইন করা।

"তুমি শোনো," একটা বাটনে চাপ দিয়ে ফোনটা তুলে ধরলো কিয়ার্শ। ছোট্ট স্পিকারে বয়স্ক এক লোকের কণ্ঠ শোনা গেল। তার কণ্ঠ যেমন সিরিয়াস তেমনি রুক্ষ। :

মি. কিয়ার্শ, আমি বিশপ আন্তোনিও ভালদেসপিনো বলছি। আপনার নিশ্চয় জানা আছে, আজকে আমাদের মিটিংটা ছিল খুবই উদ্বেগজনক আর অপ্রীতিকর–আমার বাকি দু-জন কলিগও এ ব্যাপারে একমত। আমি আপনাকে তাগাদা দিয়ে বলছি, দ্রুত আমাকে ফোন করুন, যাতে আমরা আরো কথা বলতে পারি ইস্যুটা নিয়ে। আপনার ঐ ইনফর্মেশনটা জনসম্মুখে প্রকাশ করার বিপদ সম্পর্কে আরেকবার সতর্ক করে দিচ্ছি আমি। আপনি যদি কল না করেন, তাহলে ধরে নেবেন আমার কলিগ এবং আমি আপনার ঐ আবিষ্কারটা নিয়ে আগেভাগেই ঘোষণা দেবার কথা বিবেচনা করে দেখবো। আপনার আবিষ্কারের বিরুদ্ধে যাবো আমরা, ওগুলোকে হেয় প্রতিপন্ন করবো, আর আপনি এই পৃথিবীর যে অপরিমেয় ক্ষতি করার চেষ্টায় লিপ্ত আছেন সেটা প্রতিহত করার চেষ্টা করবো...এই ক্ষতি কতোটুকু হতে পারে সে-ব্যাপারে আপনার কোন ধারণাই নেই। আপনার কলের অপেক্ষায় থাকবো আমি। আপনাকে জোর তাগিদ দিয়ে বলতে চাই, আমার ধৈর্য্যের পরীক্ষা নেবেন না।

মেসেজটা শেষ হয়ে গেল।

ল্যাংডনকে মানতেই হলো ভালদেসপিনোর আক্রমণাত্মক কথা শুনে সে চমকে গেছে। তবে এই ভয়েস মেইলটা তাকে ততোটা ভড়কে দিতে পারেনি

যতোটা এডমন্ডের আসন্ন ঘোষণার ব্যাপারে তার মধ্যে গভীর আগ্রহের জন্ম দিয়েছে। "তাহলে এরপর তুমি কী করলে?"

"আমি কিছুই করিনি," ফোনটা পকেটে রাখতে রাখতে বলল এডমন্ড। "আমি এটাকে নিষ্ফল হুমকি হিসেবেই দেখেছি। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত, তারা এই তথ্যটা নিজেরা কখনও প্রকাশ করবে না, বরং এটা তারা মাটিচাপা দিতে চায়। তারচেয়েও বড় কথা, আমি জানি হুট করে আমার আজকের এই ঘোষণা দেবার কথা তাদেরকে বেশ অবাক করে দিয়েছে। সুতরাং তারা নিজেরাই আগেভাগে তথ্যটা প্রকাশ করে দেবে এ নিয়ে আমি মেটেও চিন্তিত নই।" একটু থামলো সে। ল্যাংডনের চোখের দিকে সরাসরি তাকালো। "এখন...আমি জানি না কিভাবে বলবো, তার কণ্ঠে কিছু একটা ছিল...আমার কাছে তাই মনে হচ্ছে।"

"তুমি কি নিজের বিপদের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছো?"

"না, না। অতিথিদের তালিকা খুবই বেছে বেছে করা হয়েছে, আর এই ভবনের সিকিউরিটি চমৎকার। আমি বরং দুশ্চিন্তায় আছি, তথ্যটা প্রকাশ করে দিলে কী ঘটতে পারে সেটা নিয়ে।" দেখে মনে হলো এ কথাটা বলে ফেলায় এডমন্ড খুশি হতে পারছে না। "এটা খুবই ছেলেমানুষি শোনাচ্ছে । শো-এর আগে যেমনটা হয় আর কি। প্রি-শো জিটার। একটু নার্ভাস হয়ে পড়া যাকে বলে। আমি শুধু চাই এ নিয়ে তোমার কী অভিমত সেটা জানতে।"

বন্ধুর মধ্যে ক্রমশ উদ্বিগ্নতা যে বাড়ছে সেটা দেখতে পেলো ল্যাংডন। এডমন্ডকে কখনও এরকম ফ্যাকাশে আর ঘাবড়ে যেতে দেখেনি। "আমার মন বলছে, ভালদেসপিনো কখনও তোমাকে বিপদের মধ্যে ফেলবেন না। তুমি তাকে যতো রাগিয়েই দাও না কেন।"

বাতিগুলো আবারো ফটকালো। যেন তাড়া দিচ্ছে–*এক্ষুণি!*

"ওকে, ধন্যবাদ তোমাকে।" হাতঘড়ির দিকে তাকালো কিয়ার্শ। "আমাকে এখন যেতে হবে। অনুষ্ঠানের পরে কি আমরা দেখা করতে পারি? এই আবিষ্কারের আরো কিছু দিক রয়েছে যেটা নিয়ে তোমার সাথে আলাপ করতে চাইছি।"

"অবশ্যই দেখা করবো।"

"বেশ। এই প্রেজেন্টেশনটা শেষ হলে হাউকাউ শুরু হয়ে যাবে। এই হট্টগোল থেকে পালানোর জন্য আমাদের দু-জনের দরকার হবে একটা গোপন আর নিরিবিলি কোন জায়গার।" একটা বিজনেস কার্ড বের করে তার উল্টোপিঠে কিছু লিখে দিলো এডমন্ড। "প্রেজেন্টেশনটা শেষ হবার পর একটা

ক্যাব ধরে ড্রাইভারকে এই কার্ডটা দেবে। এখানকার যেকোন ড্রাইভার এই ঠিকানাটা চেনে।" কার্ডটা ল্যাংডনের হাতে তুলে দিলো সে।

স্থানীয় কোন হোটেল কিংবা রেস্তোরাঁর নাম আশা করেছিল ল্যাংডন, কিন্তু তার বদলে দেখতে পেলো সাংকেতিক কিছু।

BIO-EC346

"বুঝলাম না, এটা আমি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দেবো?"

"হ্যা। সে বুঝে যাবে কোথায় যেতে হবে। আমি ওখানকার সিকিউরিটিকে বলে দেবো তুমি আসছো। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি চলে যাবো ওখানে।"

সিকিউরিটি? ল্যাংডনের ভুরু কপালে উঠে গেল। ভাবলো, এই *BIO-EC346* কোন সিক্রেট সায়েন্স ক্লাবের কোডনেম কিনা।

"এটা একেবারেই সহজ-সরল একটা কোড, বন্ধু।" চোখ টিপে বলল সে। "তোমাদের মতো লোকজন খুব সহজেই এটার অর্থোদ্ধার করতে পারবে। ভালো কথা, তুমি যেন আবার অপ্রস্তুত হয়ে না পড়ো সেজন্যে আগেভাগে বলে রাখছি, এই ঘোষণায় তোমার একটা ভূমিকা রয়েছে।"

ভীষণ অবাক হলো ল্যাংডন। "কী রকম ভূমিকা?"

"চিন্তা কোরো না। তোমাকে তেমন কিছুই করতে হবে না।"

এ কথা বলেই স্পাইরালের এক্সিটের দিকে পা বাড়ালো এডমন্ড কিয়ার্শ। "আমাকে মঞ্চের পেছন দিয়ে যেতে হবে–উইনস্টন তোমাকে গাইড করে নিয়ে যাবে ওখানে।" দরজার সামনে একটু থেমে ঘুরে দাঁড়ালো সে। "অনুষ্ঠানের পর তোমার সাথে দেখা হবে। আশা করি, ভালদেসপিনোর ব্যাপারে তুমি যা বলেছো তা-ই যেন সত্যি হয়।"

"এডমন্ড, রিল্যাক্স। তোমার প্রেজেন্টেশনের উপর ফোকাস করো সমস্ত মনোযোগ। ধর্মিয় যাজকদের কাছ থেকে কোন রকম বিপদের সম্ভবনা নেই," তাকে আশ্বস্ত করলো ল্যাংডন।

কিয়ার্শকে দেখে অবশ্য মনে হলো না সে খুব একটা আশ্বস্ত হতে পেরেছে। "আমি কী ঘোষণা করতে যাচ্ছি সেটা যখন শুনবে তখন হয়তো তুমি আর এরকমটা ভাববে না।"

অধ্যায় ১০

মাদ্রিদে রোমান ক্যাথলিকদের প্রধান ধর্ম যাজকের আবাস হচ্ছে ক্যাতাদ্রাল দে লা আলমুদেনা। শক্ত-মজবুত আর নিওক্ল্যাসিক্যাল ক্যাথেড্রাল ভবনটি মাদ্রিদের রাজপ্রাসাদের খুব কাছেই অবস্থিত। একটি প্রাচীন মসজিদের জায়গায় এটা নির্মাণ করা হয়েছে, আলমুদেনা ক্যাথেড্রাল নামটি এসেছে আরবি শব্দ *আল-মুদায়না* থেকে–যার অর্থ 'সিতাদেল।'

কিংবদন্তি বলে, দ্বিতীয় আলফানসো যখন ১০৮৩ সালে মুসলিমদের কাছ থেকে মাদ্রিদ শহরটি পুণরুদ্ধার করেন তখন তিনি ভার্জিন মেরির হারিয়ে যাওয়া অমূল্য একটি মূর্তি পুণস্থাপন করতে বদ্ধপরিকর হোন। এই মূর্তিটি সিতাদেলের দেয়ালে প্রোথিত করা ছিল সুরক্ষার জন্য। লুকিয়ে রাখা ভার্জিনের অবস্থান চিহ্নিত করতে না পেরে আলফানসো গভীর প্রার্থনায় ডুবে ছিলেন যতোক্ষণ পর্যন্ত না সিতাদেলের দেয়াল ভেঙে পড়ে যায় আর ওটার ভেতরে থাকা মেরির মূর্তিটা বেরিয়ে আসে। মূর্তির হাতের মোমবাতিটা নাকি তখনও জ্বলছিল। এই মূর্তিটি দেয়ালের ভেতরে এভাবে রাখা হয়েছিল কয়েক শ' বছর আগে।

বর্তমানে, ভার্জিন অব আলমুদেনা মাদ্রিদের রক্ষাকর্তা, তীর্থযাত্রি আর পর্যটকেরা দলে দলে এখানে আসে আলমুদেনা ক্যাথেড্রালের মাস-এ যোগ দিতে, মেরির মূর্তির সামনে প্রার্থনার করার সৌভাগ্য অর্জন করার আশায়। রয়্যাল প্যালাসের মেইন প্লাজার কিছু অংশ এই চার্চের সীমানার মধ্যে পড়ে বলে চার্চগমণকারিদের জন্য এটা বাড়তি আকর্ষণ হিসেবেও কাজ করে থাকে : রাজপরিবারের লোকজনদের আসা-যাওয়া দেখার সম্ভাবনা থেকেই যায় তাদের কাছে।

আজ রাতে, ক্যাথেড্রালের একেবারে অভ্যন্তরে এক তরুণ *আকালিত*, অর্থাৎ যাজক-সহকারি, সুতীব্র ভয়ের সাথে হলওয়ে ধরে ছুটে যাচ্ছে।

বিশপ ভালদেসপিনো কোথায়?!

সার্ভিস শুরু হতে তো আর বেশি বাকি নেই!

কয়েক দশক ধরে বিশপ আন্তোনিও ভালদেসপিনো এই ক্যাথেড্রালের প্রধান যাজক এবং ওভারসিয়ার হিসেবে কর্মরত আছেন। রাজার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আধ্যাত্মিক কাউন্সেলর তিনি। উচ্চকিত কণ্ঠ আর অতিমাত্রায়

রক্ষণশীল হিসেবে পরিচিত ভালদেসপিনো আধুনিকায়নের ব্যাপারে একদম অসহিষ্ণু। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, তিরাশি বছরের এই বিশপ এখনও হলি উইকের সময় গোড়ালিতে শেকল পরে থাকেন। শহরের পথেঘাটে মূর্তি বহন করার অনুষ্ঠানেও যোগ দেন তিনি।

ভালদেসপিনো কখনও মাস-এ দেরি করেননি।

যাজকের সহকারি ছেলেটা বিশ মিনিট আগেও ভেস্ত্রি'তে বিশপের সাথে ছিল তাকে আলখাল্লা পরানোর জন্য সাহায্য করতে। আলখাল্লা পরা শেষ হতেই বিশপের কাছে একটা মেসেজ আসে। তিনি আর কোন কথা না বলেই তড়িঘড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন।

তিনি গেলেন কোথায়?

স্যাঙ্কচুয়ারি, ভেস্ত্রি, এমনকি বিশপের খাস কামড়ায় খুঁজেও যখন পেলো না তখন যাজকের সহকারি ছেলেটা হলওয়ে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ক্যাথেড্রালের প্রশাসনিক সেকশনে অবস্থিত বিশপের অফিসের দিকে।

দূর থেকে পাইপ অর্গ্যানের বজ্রনিনাদ শুনতে পেলো সে।

প্রসেশনাল স্তবগীত শুরু হয়ে গেছে।

বিশপের অফিসের সামনে এসে ছেলেটা থমকে দাঁড়ালো। দরজার নিচ দিয়ে আলো দেখতে পেলো সে। *উনি এখানে আছেন!*

আস্তে করে দরজায় টোকা দিলো ছেলেটি। *"একসেলেনসিয়া রেভারেন্দিসিমা?"*

কোন সাড়া-শব্দ নেই।

এবার বেশ জোরে নক করা হলো, গলা চড়িয়ে ডাকলো সে, "সু *একসেলেনসিয়া?!"*

একই অবস্থা।

বৃদ্ধ মানুষটির শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে সহকারি ছেলেটি উদ্বিগ্ন হয়ে দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে খুলে ফেলল সেটা।

সিলোস! আৎকে উঠলো ঘরের ভেতরটা দেখে।

বিশপ ভালদেসপিনো নিজের ডেস্কে বসে ল্যাপটপের জ্বলজ্বলে মনিটরের দিকে চেয়ে আছেন। তার হলি মেইতার এখনও মাথায় চাপানো, তার চাজুবেল নামে পরিচিত আলখাল্লাটি পাশেই ভাজ করে রাখা, আর তার পরনের বাকি অন্যান্য জিনিসগুলোও দেয়ালের হ্যাঙ্গারে ঝুলছে।

সহকারি ছেলেটা গলা খাকাড়ি দিলো। *"লা সান্তা মিসা এস্তা–"*

boighar.com

"প্রেপারাদা," মনিটর থেকে চোখ না সরিয়েই বিশপ বলে উঠলেন। *"পাদ্রে দেরিদা মে সস্তিতুয়ে।"*

হতবাক হয়ে চেয়ে রইলো ছেলেটি। *ফাদার দেরিদা উনার বদলি হিসেবে কাজ করবেন?* একজন জুনিয়র যাজক শনিবারের রাতে মাস্ পরিচালনা করাটা বিরল ঘটনা।

"ভেতে ইয়া!" মুখ তুলে না তাকিয়েই ভালদেসপিনো চট করে বললেন। *"ইয়া সিয়েরা লা পুয়ের্তা।"*

ভয়ার্ত ছেলেটা তাই করলো যা তাকে করতে বলা হয়েছে—এক্ষুণি এই ঘর থেকে চলে গিয়ে দরজাটা যেন বন্ধ করে দিয়ে যায়।

পাইপ অর্গানের শব্দটা যেখান থেকে আসছে সেদিকে ছুটতে ছুটতে ছেলেটা অবাক হয়ে ভাবলো, বিশপ কী এমন জিনিস দেখছিলেন ল্যাপটপে যে, ঈশ্বরের কর্তব্য পালন করা থেকেও নিজেকে আজ বিরত রাখলেন!

*

এ মুহূর্তে অ্যাডমিরাল আভিলা লোকজনের ভিড়ের মধ্য দিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে গুগেনহাইমের আর্টিয়ামের দিকে যাচ্ছে। অতিথিদের সবাইকে চিকন হেডসেটে কথা বলতে দেখে একটু হতবুদ্ধিকর সে। বুঝতে পারছে, জাদুঘরের অডিও ট্যুরটি টু-ওয়ে কনভার্সেশনে হচ্ছে।

হেডসেটটা ছুড়ে ফেলে দেয়ায় সে খুশিই হলো।

আজ রাতে মনোযোগে বিঘ্ন ঘটানো যাবে না।

হাতঘড়িটা দেখে এলিভেটরগুলোর দিকে তাকালো সে। উপরতলায় যেখানে আজকের অনুষ্ঠানটি হবে সবাই সেখানেই যাবার জন্য ভিড় করেছে। এ কারণে আভিলা সিঁড়িই ব্যবহার করলো। উপরে ওঠার সময় গতরাতের মতো একইরকম অনুভূতিতে আক্রান্ত হলো সে। তার যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না কাজটা করতে যাচ্ছে। *আমি কি সত্যি খুনখারাবি করার একজন মানুষ হয়ে উঠেছি?* যেসব পাপিষ্ঠ আর ঈশ্বরবিহীন মানুষগুলো তার কাছ থেকে তার স্ত্রী আর সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে তারাই তাকে বদলে দিয়েছে। *সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ আমার এই কর্মকা-ের অনুমোদন দিয়েছে,* নিজেকে সুধালো সে। *আমি যা করবো তাতে ন্যায্যতা রয়েছে।*

প্রথম ল্যান্ডিংয়ে উঠে আসতেই কাছেই একটা ঝুলন্ত ক্যাটওয়াকের উপরে

দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলার দিকে চোখ গেল তার। *স্পেনের নতুন সেলিব্রেটি,* মনে মনে বলল সে। বিখ্যাত সুন্দরিকে দেখে নিলো একটু।

আঁটোসাঁটো একটি জামা পরে আছে মহিলা, সাদার মধ্যে কালো রঙের বরফির স্ট্রাইপ তাতে। তার চমৎকার দৈহিক গড়ন, ঘন কালো চুল, আর অভিজাত ভঙ্গিমা খুব সহজেই সম্ভ্রম আদায় করে নেয়। আভিলা খেয়াল করে দেখলো কেবল সে একাই মহিলার দিকে এভাবে তাকিয়ে নেই।

মহিলার সাথে থাকা সুঠামদেহের দু-জন দেহরক্ষি রয়েছে। প্যান্থারের মতো সতর্ক দৃষ্টি তাদের। এরা পরে আছে নীল রঙের ব্লেজার, তাতে বড় করে দুটো ইনিশিয়াল *GR* রয়েছে।

তাদের উপস্থিতি দেখে আভিলা মোটেও অবাক হলো না। তারপরও তাদেরকে দেখামাত্র তার নাড়িস্পন্দন বেড়ে গেল। স্প্যানিশ সেনাবাহিনীর সাবেক একজন সদস্য হিসেবে সে ভালো করেই জানে *GR* দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে। এই দু-জন দেহরক্ষির কাছে অস্ত্র রয়েছে। আর পৃথিবীর সব দেহরক্ষিদের মতো তারাও ভালোভাবে প্রশিক্ষিত।

তারা যেহেতু এখানে আছে আমাকে আরেকটু বেশি সতর্ক থাকতে হবে, নিজেকে সুধালো আভিলা।

"এই যে!" তার ঠিক পেছনে এক লোক গর্জে উঠলো।

ঘুরে দাঁড়ালো আভিলা।

টুক্সেডো আর কালো রঙের কাউবয় হ্যাট পরা ভুড়িওয়ালা এক লোক তার দিকে চেয়ে হাসছে। "দারুণ কস্টিউম!" আভিলার মিলিটারি ইউনিফর্মের দিকে ইঙ্গিত করে বলল লোকটা। "এরকম জিনিস পেলেন কোথায়?"

আভিলা কটমট চোখে চেয়ে রইলো, স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ায় হাতের মুঠো শক্ত হয়ে এলো তার। *সারাটা জীবন কাজ করে আর ত্যাগ স্বীকার করার মাধ্যমে,* মনে মনে বলল সে। *"নো আবলো ইংলেস,"* কাঁধ তুলে কথাটা বলেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে শুরু করলো আবার।

তৃতীয়তলায় এসে দীর্ঘ একটি হলওয়ে খুঁজে পেলো আভিলা। দূরের এক প্রান্তে রেস্টরুমের সাইন দেখে সেদিকেই পা বাড়ালো। সে কেবল ভেতরে ঢুকবে তখনই পুরো জাদুঘরের বাতির আলো কমে এলো, নিভু নিভু করতে শুরু করলো ওগুলো–অতিথিদেরকে উপরতলায় প্রেজেন্টেশন দেখার জন্য এক ধরণের তাড়া এটি।

ফাঁকা রেস্টরুমের সর্বশেষ স্টলে ঢুকেই ভেতর থেকে দরজাটা লাগিয়ে

দিলো আভিলা। এখন স্টলের ভেতরে একা সে। টের পেলো তার ভেতরে থাকা দানবটি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে, তাকে আবারো অন্ধকার গহ্বরে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাবার হুমকি দিচ্ছে যেন।

পাঁচ বছর আগের ঘটনা, অথচ সেই স্মৃতি এখনও আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

ক্ষুব্ধ আভিলা এই চিন্তাটা ঝেটিয়ে বিদায় করে পকেট থেকে রোসারিটা বের করলো। আস্তে করে দরজায় কোট রাখার হুকে সেটা ঝুলিয়ে রাখলো সে। জপমালা আর ক্রুসিফিক্সটা মৃদু দুলছে। নিজের হাতের কাজের প্রশংসা না করে পারলো না। ধার্মিক মানুষ যদি দেখতে পেতো রোসারিকে সে এমন একটা বস্তু হিসেবে তৈরি করেছে তাহলে নিশ্চয় আৎকে উঠতো। অবশ্য, দ্য রিজেন্ট তাকে আশ্বস্ত করে বলেছে, প্রয়োজনের সময় নিয়ম-কানুন আর আচারের ব্যত্যয় ঘটানো জায়েজ।

উদ্দেশ্য যখন মহৎ, দ্য রিজেন্ট তাকে জোর দিয়ে বলেছিল, *ঈশ্বরের ক্ষমা তখন সুনিশ্চিত।*

তার আত্মার সুরক্ষার জন্য, আভিলার দেহটাকেও শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। হাতের তালুর পিঠে অঙ্কিত ট্যাটুটার দিকে তাকালো সে।

খৃস্টের প্রাচীন *ক্রিসমোন*-এর মতো এই আইকনটির সিম্বলও শুধুমাত্র অক্ষরের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে। মাত্র তিনদিন আগে লোহার চাকু আর সূঁচের সাহায্যে নিখুঁতভাবে তার হাতের তালুর উল্টোপিঠে অঙ্কন করিয়েছে সে। এখনও কাঁচা ঘায়ের মতো লালচে হয়ে আছে জায়গাটা। দ্য রিজেন্ট তাকে আশ্বস্ত করে বলে দিয়েছে, কোনভাবে যদি ধরা পড়ে যায়, সে যেন তার হাতের এই চিহ্নটা তার পাকড়াওকারিকে দেখায়। তাহলে এক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে ছেড়ে দেয়া হবে।

সরকারের সর্বোচ্চস্তরেও আমাদের লোক আছে, দ্য রিজেন্ট বলেছে তাকে।

আভিলা তাদের চমকে যাওয়ার মতো প্রভাব-প্রতিপত্তি এরইমধ্যে দেখে

ফেলেছে। এসব দেখে তার মনে হয়েছে, সুরক্ষার চাদর বিছিয়ে রাখা হয়েছে তার চাপাশে। *এখনও পুরনো ধ্যান-ধারণাকে সম্মান করে এরকম মানুষজন রয়েছে।* তার আশা, একদিন সে নিজেও এলিটদের এই দলে ঠাঁই পাবে। কিন্তু এ মুহূর্তে যেকোন ভূমিকা পালন করতে পেরেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করছে সে।

নির্জন বাথরুমের ভেতরে আভিলা তার ফোনটা বের করে তাকে দেয়া একটি সিকিউর নাম্বারে কল করলো।

প্রথমবার রিং বাজতেই লাইনের অপরপ্রান্ত থেকে বলে উঠলো কেউ, *"সি?"*

"এস্তয় এন পজিশিওন," জবাবে বলল আভিলা, শেষ নির্দেশনাগুলো শোনার জন্য অপেক্ষা করলো সে।

"বিয়েন," দ্য রিজেন্ট বলল। *"তেন্দ্রাস উনা সোলা অপারতুনিদাদ। অ্যাপ্রোভেকার্লা সেরা ক্রুশিয়াল।" একটামাত্র সুযোগই তুমি পাবে। আর ওটা কাজে লাগানোটাই বেশি জরুরি।*

boighar.com

অধ্যায় ১১

দুবাইর সমুদ্র উপকূল থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে চোখ ঝলসানো উঁচু ভবন, মানুষের তৈরি দ্বীপ আর সেলিব্রেটিদের পার্টি-ভিলায় সমৃদ্ধ শারজাহ শহরটি–সংযুক্ত আরব আমিরাত নামের অতিরক্ষণশীল ইসলামিক সংস্কৃতির রাজধানী এটি।

ছয়হাজার মসজিদ আর এই অঞ্চলের সবচেয়ে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে আধ্যাত্মিকতা এবং শিক্ষার জন্য শারজাহ শহরের যে প্রসিদ্ধি তার পেছনে ভূমিকা পালন করেছে প্রচুর তেলের রিজার্ভ আর এর শাসক। তিনি তার জনগণের জন্য সবকিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন শিক্ষাকে।

আজ রাতে শারজাহ'র সম্মানিত *আল্লামা*, সাঈদ আল-ফজলের পরিবার একত্রিত হয়েছে সারা রাত জেগে থাকার জন্য। গভীর রাতে *তাহাজ্জুদের* নামাজ পড়ার বদলে, গতকাল থেকে রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যাওয়া তাদের পিতা-চাচা-স্বামীর ফিরে আসার উপলক্ষ্যে শুকরিয়া আদায় করার জন্য নামাজ পড়ছে।

স্থানীয় পত্রপত্রিকার মারফত কেবল জানা গেছে, সাঈদের একজন কলিগ নাকি দাবি করেছে, দু-দিন আগে পার্লামেন্ট অব দি ওয়ার্ল্ড'স রিলিজিয়ন্স-এর সম্মেলন থেকে ফিরে আসার পর সচরাচর চুপচাপ স্বভাবের *আল্লামা*'কে অদ্ভুত 'রকমের উত্তেজিত' দেখাচ্ছিল। ঐ কলিগ আরো বলেছে, ফিরে আসার পর পরই তিনি নাকি সাঈদকে ফোনে গলা চড়িয়ে তর্ক করতেও শুনেছেন। যা কিনা গম্ভীর স্বভাবের লোকটির জন্য বিরল একটি ব্যাপার। ঐ ফোনালাপটি ইংরেজিতে হবার কারনে তারপক্ষে কিছুই বোঝা সম্ভবপর হয়নি, তবে সেই কলিগ জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি নাকি সাঈদকে বার বার একটা নাম উচ্চারণ করতে শুনেছেন।

এডমন্ড কিয়ার্শ।

অধ্যায় ১২

স্পাইরাল স্থাপত্য থেকে বের হয়ে আসার সময় ল্যাংডনের মাথার ভেতরে চিন্তাভাবনার ঘূর্ণিপাক শুরু হয়ে গেল যেন। কিয়ার্শের সাথে তার কথাবার্তা যেমন আগ্রহোদ্দীপক ছিল তেমনি সেটা দুশ্চিন্তারও বিষয়। সত্য-মিথ্যা যাইহোক না কেন, কিয়ার্শের দাবি অতিরঞ্জিত কিনা কে জানে, তবে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই কম্পিউটার বিজ্ঞানীর বিশ্বাস, সে এমন কিছু আবিষ্কার করেছে যা পৃথিবীকে আমূল পাল্টে দেবে।

কোপার্নিকাসের মতবাদের মতোই নাকি এই আবিষ্কারটি গুরুত্বপূর্ণ?

সর্পিল কাঠামোর ভাস্কর্য থেকে পুরোপুরি বের হয়ে আসার পর ল্যাংডনের মনে হলো তার মাথা হাল্কা ঝিমঝিম করছে। মেঝেতে রেখে যাওয়া হেডসেটটা আবার পরে নিলো সে।

"উইনস্টন, আছো তুমি?"

হাল্কা একটা ক্লিকের মতো শব্দ হতেই কম্পিউটারাইজড বৃটিশ ডোসেন্ট ফিরে এলো আবার। "হ্যালো প্রফেসর, আমি আছি। মি. কিয়ার্শ বলেছেন আমি যেন আপনাকে সার্ভিস এলিভেটরের কাছে নিয়ে যাই কারণ আর্টিয়ামে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি আরো মনে করেছেন, আপনার জন্য বড় সাইজের এলিভেটরই বেশি ভালো হবে।"

"তাকে ধন্যবাদ। সে জানে আমার ক্লস্ট্রোফোবিয়া আছে।"

"এখন আমিও সেটা জানি। আর আমি এটা কখনও ভুলে যাবো না।"

উইনস্টনের সহায়তায় একটা সাইড দরজা দিয়ে কংক্রিটের একটি হলওয়ে পেরিয়ে এলিভেটর বে'র কাছে চলে এলো ল্যাংডন। যেমনটা তাকে বলা হয়েছিল, এই এলিভেটরটা আকারে অনেক বড়। বোঝাই যাচ্ছে, বড়সর শিল্পকর্ম বহন করার জন্যই এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

"উপরের বোতামটা চাপুন," এলিভেটরের ভেতরে পা রাখতেই ল্যাংডনকে বলল উইনস্টন। "চারতলা।"

এলিভেটরটা থেমে গেলে বেরিয়ে এলো সিম্বলজির প্রফেসর।

"ডানে," ল্যাংডনের মাথার ভেতরে উইনস্টনের উৎফুল্ল কণ্ঠটা বলে উঠলো এবার। "আমরা গ্যালারিতে যাবো আপনার দিক থেকে বামদিক দিয়ে। এটাই অডিটোরিয়ামে যাবার সবচাইতে সহজ পথ।"

boighar.com

উইনস্টনের কথামতো বহুদামি একটি গ্যালারির ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল রবার্ট ল্যাংডন। এখানে প্রদর্শন করা আছে অদ্ভুত দেখতে সব আর্ট ইন্সটলেশন : স্টিলের একটা কামান সামনের সাদা দেয়ালে লাল টকটকে মোমের গোলা নিক্ষেপ করেছে; তারের দঙ্গলে তৈরি একটা কানু নৌকা, স্পষ্টতই সেটা পানিতে ভাসছে না; ধাতুর ব্লক দিয়ে বানানো আস্ত একটি শহরের মিনিয়েচার।

এই গ্যালারির বের হবার দরজার দিকে যেতে যেতে ল্যাংডন নিজেকে আবিষ্কার করলো সে অবাক হয়ে বিশাল বড় একটি জিনিসের দিকে তাকিয়ে আছে।

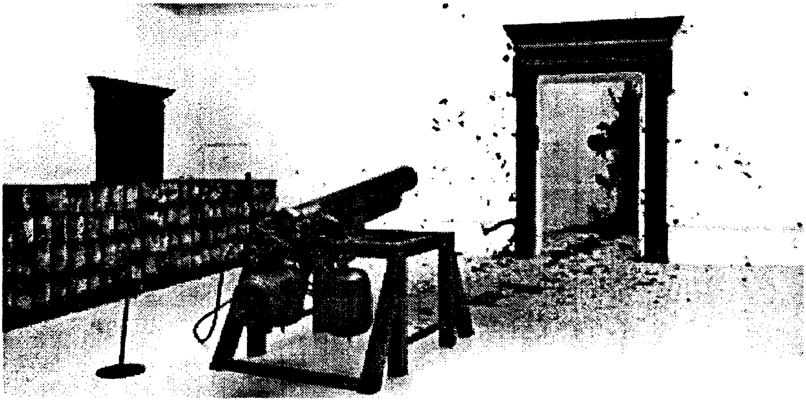

এটা এখানে অফিশিয়ালি রাখা হয়েছে, তার কাছে মনে হলো, *এই জাদুঘরের সবচাইতে অদ্ভুত জিনিসটা আমি দেখতে পাচ্ছি।*

পুরো ঘরটার এ মাথা থেকে ও মাথা জুড়ে টিম্বার-উল্‌ফ নামে পরিচিত একটি নেকড়ে পাল বেশ নাটকিয় ভঙ্গিতে ছুটে যাচ্ছে, শূন্যে লাফিয়ে আছে, তেড়ে যাচ্ছে একটি কাঁচের দেয়ালের দিকে, তারপর সেই দেয়ালে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মৃত নেকড়ের দলের একটি স্তূপ।

"এটাকে বলে *হেড অন,*" উইনস্টন নিজে থেকেই বলল। "সব মিলিয়ে নিরানব্বইটি ধাবমান নেকড়ে আছে, অন্ধের মতো তারা দেয়ালের দিকে ছুটে যাচ্ছে, এটা নেকড়ে পালের মানসিকতাকে সিম্বলাইজ্‌ড করেছে–প্রচলিত ধ্যানধারণার বাইরে যাবার সাহস করেনি ওরা।"

সিম্বলিজমের এই নির্মম পরিহাসটি ল্যাংডনের মনে বেশ দাগ কাটলো। *এডমন্ডের বেলায় অন্তত এ কথা খাটবে না। আজ রাতে সে তার অবস্থান থেকে নাটকিয়ভাবে সরে আসবে বলে মনে হয় না।*

"এখন সোজা সামনের দিকে চলে যান," উইনস্টন বলল, "রঙচঙে

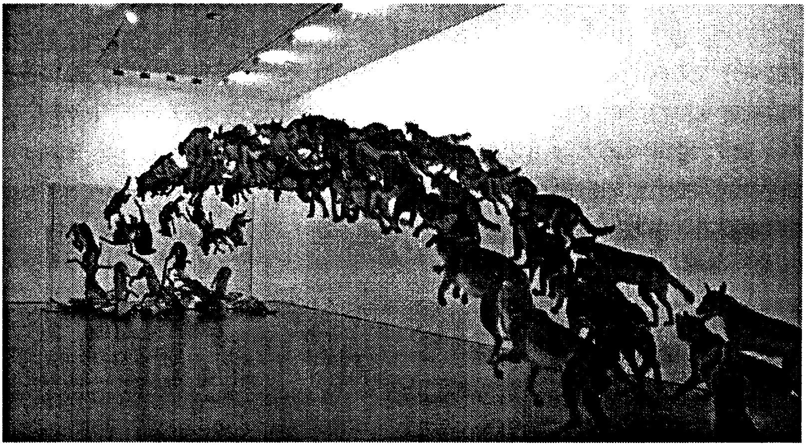

আকৃতির একটি পেইন্টিংয়ের বামদিকে বের হবার পথটি আপনি দেখতে পাবেন। এর স্রষ্টা এডমন্ডের অন্যতম পছন্দের শিল্পী।”

সামনের দিকে তাকাতেই উজ্জ্বল রঙের পেইন্টিংটা দেখতে পেলো ল্যাংডন। ছবিটার মাঝখানে একটা চোখ ভাসছে যেন।

জোয়ান মিরো, ল্যাংডন ভাবলো। এই প্রখ্যাত বার্সেলোনিয়ান শিল্পীর ক্ষ্যাপাটে কাজ সব সময়ই সে পছন্দ করে। তার কাজ দেখে মনে হতে পারে বাচ্চাদের কাঁচাহাতে আঁকা ড্রইংবুক আর কাঁচের উপরে আঁকা প্রাচীন শিল্পরীতির মিশ্রণজাতীয় কিছু।

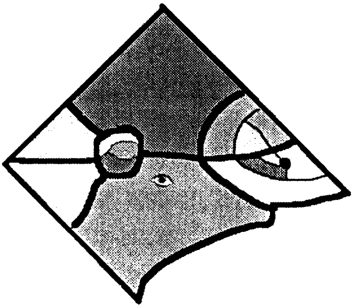

ছবিটার কাছ দিয়ে যাবার সময় ল্যাংডন থমকে দাঁড়ালো কিছুক্ষণের জন্য। ছবির সারফেসটা একেবারে মসৃণ দেখতে পেয়ে চমকে উঠলো সে। তুলির আঁচড়ের কোন চিহ্নই নেই। “এটা *রিপ্রোডাকশন?*”

“না, এটাই আসলটা,” জবাব দিলো উইনস্টন।

ল্যাংডন আরো কাছে গিয়ে দেখলো। দেখে মনে হচ্ছে ছবিটা বিশাল-

boighar.com

আকৃতির কোন প্রিন্টার দিয়ে প্রিন্ট করা হয়েছে। "উইনস্টন, এটা তো *প্রিন্ট* করা। এমনকি ক্যানভাসের উপরেও প্রিন্টটা করা হয়নি।"

"আমি ক্যাভাসের উপর আঁকাআঁকির কাজ করি না," বলল উইনস্টন। "আমি ভার্চুয়ালি ছবি আঁকি। তারপর এডমন্ড সেগুলো প্রিন্ট করেন।"

"কী বললে?" অবিশ্বাসে বলে উঠলো প্রফেসর। "এটা *তোমার* আঁকা?"

"হ্যা, আমি জোয়ান মিরোর স্টাইল অনুকরণ করার চেষ্টা করেছিলাম।"

"সেটা আমি দেখতেই পাচ্ছি," বলল ল্যাংডন। "তুমি এমনকি এটাতে সাইনও করেছো–Miró নামে।"

"না," বলল উইনস্টন। "ভালো করে দেখুন আবার। আমি এটা *Miro* নামে সাইন করেছি–O-এর উপরে কোন অ্যাকসেন্ট চিহ্ন নেই। স্প্যানিশে *miro* শব্দের অর্থ 'আমি দেখি।' "

দারুণ চালাকি, মিরো-স্টাইলে আঁকা ছবির মাঝখানে চোখটা দেখে এটা তাকে স্বীকার করতেই হলো।

"এডমন্ড আমাকে আত্মপ্রতিকৃতি আঁকার জন্য বলেছিলেন, তাই আমি এটা এঁকেছি।"

এটা তোমার আত্মপ্রতিকৃতি? ছবিটার দিকে আরেকবার তাকালো প্রফেসর। *তুমি অবশ্যই দেখতে অদ্ভুত একটি কম্পিউটার।*

কিছুদিন আগে একটা লেখা পড়েছিল ল্যাংডন। তাতে বলা ছিল, এডমন্ড নাকি কম্পিউটারকে অ্যালগোরিদমিক আর্ট শেখানোর ব্যাপারে ক্রমশ উৎসাহি হয়ে উঠছে–খুবই জটিল কম্পিউটার প্রোগ্রাম দিয়ে আঁকা হয় এসব ছবি। এরকম প্রচেষ্টা অস্বস্তিকর একটি প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে : কম্পিউটার যদি ছবি আঁকে তাহলে সেটার শিল্পী কে হবে–কম্পিউটার নাকি প্রোগ্রামার? সাম্প্রতিক সময়ে এমআইটি'তে অ্যালগোরিদমিক আর্টের একটি সফল এবং প্রশংসিত প্রদর্শনী হারভার্ডের মানবিক কোর্সে অদ্ভুত একটি আলোচনার সূচনা করেছে : *আর্টই কি সেই জিনিস যা আমাদেরকে অন্য প্রাণী থেকে আলাদা করেছে? মানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে?*

"আমি সঙ্গিতও কম্পোজ করেছি," আনন্দের সাথে বলল উইনস্টন। "যদি আগ্রহি হোন তো এডমন্ডকে বলবেন, আপনাকে যেন শোনানোর ব্যবস্থা করে দেন।"

গ্যালারি থেকে বের হতেই ল্যাংডন চলে এলো মেইন আর্টিয়ামের উপরে

একটা ক্যাটওয়াকে। নিচের সুবিশাল জায়গাটিতে দেখা যাচ্ছে অডিও গাইডদের তাড়া খেয়ে অনেক অতিথি এলিভেটরের সামনে জড়ো হয়েছে উপরে আসার জন্য।

"আজকের অনুষ্ঠানটি আর মাত্র কয়েক মিনিট পরই শুরু হবার কথা," উইনস্টন বলল। "আপনি কি প্রেজেন্টেশন হলের প্রবেশপথটি দেখতে পাচ্ছেন?"

"হ্যা, দেখতে পাচ্ছি। আমার ঠিক সামনেই ওটা।"

"দারুণ। শেষ একটা কথা বলি। ভেতরে ঢোকার পর আপনি কতোগুলো কালেকশান-বিন দেখতে পাবেন হেডসেটগুলো রাখার জন্য। এডমন্ড আমাকে বলে দিয়েছেন, আপনি আপনার হেডসেটটা ওখানে না রেখে নিজের কাছেই রেখে দেবেন, এরফলে আমি অনুষ্ঠান শেষ হবার পর লোকজনের ভিড় এড়িয়ে আপনাকে জাদুঘরের পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে নিয়ে যেতে পারবো। ওখান থেকে খুব সহজেই একটা ট্যাক্সি খুঁজে নিতে পারবেন।"

বিজনেস কার্ডের উপরে অদ্ভুত সেই লেখাটা ল্যাংডনের চোখের সামনে ভেসে উঠলো। "উইনস্টন, এডমন্ড শুধু লিখেছে 'BIO-EC346।' সে বলেছে এটা নাকি খুবই সহজ একটি কোড।"

"উনি সত্যি কথাই বলেছেন," চট করে জবাব দিলো উইনস্টন। "প্রফেসর, এখনই অনুষ্ঠানটি শুরু হবে। আশা করি আপনি মি. কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশনটা উপভোগ করবেন। অনুষ্ঠান শেষে আমি আবারো আপনার সহযোগিতার জন্য সক্রিয় থাকবো।"

আচমকা ক্লিক করে শব্দ হতেই উইনস্টন উধাও হয়ে গেল।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় হেডসেটটা খুলে জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল ল্যাংডন। তড়িঘড়ি ভেতরে ঢুকে পড়লো এবার। তার পেছনে আরো কিছু অতিথি প্রবেশ করলো হন্তদন্ত হয়ে।

আরো একবার অপ্রত্যাশিত একটি জায়গায় নিজেকে আবিষ্কার করলো সে।

আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রেজেন্টেশনটা দেখবো?

ল্যাংডন ভেবেছিল, অডিটোরিয়ামের আরামদায়ক আসনে বসে এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনটা উপভোগ করবে সবাই, অথচ এখন দেখতে পাচ্ছে কয়েক শ' অতিথি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটা দেখবে। এই সাদা রঙের বিশাল ঘরটিতে বসার কোন আসন কিংবা শিল্পকর্ম দেখতে পেলো না সে-শেষ মাথায়, দেয়ালের

কাছে শুধু একটা পোডিয়াম, আর তার পেছনে বিশাল বড় একটি এলসিডি মনিটর রাখা। মনিটরে একটা লেখা দেখা যাচ্ছে :

লাইভ অনুষ্ঠানটি শুরু হবে ২ মিনিট ০৭ সেকেন্ড পর

প্রবল উত্তেজনা নিয়ে মনিটরে ভেসে ওঠা লেখাগুলোর দ্বিতীয় লাইনের দিকে মনোযোগ দিলো। অক্ষরগুলো বেশি ছোট বলে তাকে চোখ কুঁচকে তাকাতে হলো এবার :

বর্তমান দর্শক সংখ্যা : ১৯৫৩৬৯৪

দুই মিলিয়ন মানুষ?

কিয়ার্শ তাকে বলেছিল, সে তার প্রোগ্রামটা লাইভ-স্ট্রিমিং করবে, কিন্তু দর্শকের এই বিপুল সংখ্যা ল্যাংডনের বোধগম্য হচ্ছে না। তারচেয়েও বড় কথা প্রতি মুহূর্তে সংখ্যাটা বেড়েই চলেছে।

রবার্ট ল্যাংডনের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তার সাবেক এই ছাত্রটি বেশ ভালোমতোই আয়োজনটির ব্যবস্থা করেছে। এখন প্রশ্ন হলো : এডমন্ড আসলে কী বলবে?

অধ্যায় ১৩

দুবাইয়ের পুবদিকের চন্দ্রালোকিত মরুভূমিতে, একটা স্যান্ড ভাইপার ১১০০ বাগি-গাড়ি বামদিকে মোড় নিতেই থমকে দাঁড়ালো। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল বালি উড়ছে।

স্টিয়ারিং ধরে অল্প বয়েসি যে ছেলেটা বসে আছে সে তার গগল্‌স খুলে সামনের দিকে যেটা পড়ে আছে সেটার দিকে তাকিয়ে রইলো অবাক চোখে। আরেকটু হলেই গাড়িচাপা দিয়ে দিতো। আর বসে না থেকে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেল সেদিকে।

যা ভেবেছিল তা-ই।

তার গাড়ির হেডলাইটের আলোয় হাত-পা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একজন মানুষ।

"*মারহাবা?*" ছেলেটা ডাকলো। "*হ্যালো?*"

নিথর দেহটা থেকে কোন সাড়াশব্দ এলো না।

ঐতিহ্যবাহি পোশাকটা দেখে ছেলেটি বুঝতে পারলো এটা একজন পুরুষ মানুষ। বালির উপরে লোকটার পদচিহ্ন মিশে গেছে অনেক আগেই, কোন গাড়ির চাকার দাগও দেখা যাচ্ছে না যে, বুঝতে পারবে কিভাবে লোকটা মরুভূমির এত ভেতরে চলে এলো।

"*মারহাবা?*" আবারো বলল ছেলেটি।

আগের মতোই সাড়াশব্দহীন।

কী করবে বুঝতে না পেরে ছেলেটা তার পা দিয়ে লোকটার বুকের পাশে আলতো করে ঠেলা দিলো। যদিও লোকটা বেশ মোটাসোটা, শক্তসামর্থ্য তার পেশি, কিন্তু এরইমধ্যে তপ্তবাতাস আর রোদের কারণে শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।

নির্ঘাত মারা গেছে।

হাটু গেঁড়ে বসে লোকটার কাঁধ ধরে তাকে চিত করে দিলো সে। মানুষটার নিষ্প্রান চোখদুটো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখ আর দাড়ি বালির আস্তরণে ঢাকা। এমন নোংরা অবস্থায়ও তার মুখটা দেখে কেনজানি বন্ধুভাবাপন্ন বলে মনে হলো ছেলেটার কাছে। কিছুটা পরিচিতও ঠেকলো। প্রিয় চাচা কিংবা দাদা-নানার মতো একটি মুখ।

boighar.com

সঙ্গে সঙ্গে আধডজন কোয়াড বাইক আর বাগি গাড়ি গর্জন তুলে ছুটে এলো ছেলেটার আশেপাশে। তার সঙ্গীরা তাকে দূর থেকে গাড়ি থামাতে দেখেছে, তাদের বন্ধু ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে চলে এসেছে এখানে।

সবাই গাড়ি থামিয়ে চোখের উপর থেকে গগল্‌স আর হেলমেট খুলে মৃতদেহের পাশে এসে দাঁড়ালো। মৃতলোকটিকে দেখেই চিনতে পারলো একটা ছেলে–বিখ্যাত *আল্লামা* সাঈদ আল-ফজল–বিশিষ্ট ধর্মবেত্তা এবং আধ্যাত্মিক নেতা। প্রায়শই তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে যেতেন তিনি।

"মাথা আলাইনা আন নাফ আল?" চিৎকার করে বলল সে। *আমাদের কী করা উচিত?*

ছেলেগুলো হতবাক হয়ে লাশের চারপাশ ঘিরে দঁড়িয়ে আছে। তারপর পৃথিবীর তাবৎ টিনেজারদের মতোই একটা কাজ করলো তারা–যার যার পকেট থেকে মোবাইলফোন বের করে ছবি তুলে বন্ধুবান্ধবদের কাছে পাঠাতে শুরু করে দিলো সবাই।

অধ্যায় ৪

কাঁধে কাঁধ ঘেষে পোডিয়াম ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা অতিথিদের ভিড়ের মধ্যে থেকে ল্যাংডন দেখতে পেলো এলসিডি মনিটরে ভেসে ওঠা সংখ্যাটা বাড়ছে তো বাড়ছেই।

এ মুহূর্তে দর্শক সংখ্যা : ২৫২৭৬৬৪

ঘরভর্তি মানুষের ফিসফাস বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে চাপা গর্জনের রূপ নিলো। কয়েক শ' অতিথি উত্তেজনায় কী দেখবে কী শুনবে সেই প্রতীক্ষায় অস্থির হয়ে আছে। অনেকে শেষ মুহূর্তে ফোন কল আর টুইট করে কিংবা টেক্সট মেসেজ পাঠিয়ে নিজেদের অবস্থানের কথা জানিয়ে দিচ্ছে পরিচিতজনদের কাছে।

একজন টেকনিশিয়ান পোডিয়ামের মাইক্রোফোনটা পরীক্ষা করে দেখলো। "লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন, আপনাদেরকে আগেই বলা হয়েছে, যার যার মোবাইলফোন বন্ধ করে রাখার জন্য। এই মুহূর্তে আমরা ওয়াইফাই আর সেলুলার নেটওয়ার্ক ব্লক করে দিচ্ছি। অনুষ্ঠান শেষে আবারো সেগুলো অ্যাক্টিভ করা হবে।"

অনেক অতিথি এখনও ফোন নিয়ে ব্যস্ত আছে। তবে হঠাৎ করেই তাদের সবার কানেকশান বন্ধ হয়ে গেল। বেশিরভাগই এমন বোকার মতো বিস্ময় নিয়ে তাকালো যেন নতুন কোন ম্যাজিক্যাল টেকনোলজির কেরামতিতে সারা দুনিয়ার ফোন নেটওয়ার্ক বন্ধ হয়ে গেছে।

যেকান ইলেক্ট্রনিকসের দোকানে এই টেকনোলজি পাঁচশ' ডলার খরচ করলেই কেনা যায়, ল্যাংডন এটা জানে কারণ বর্তমান সময়ে হারভার্ডের অনেক প্রফেসরই এরকম পোর্টেবল ডিভাইস লেকচার হলে নিয়ে আসেন সঙ্গে করে ছাত্রছাত্রিরা যাতে তাদের ফোন ব্যবহার করতে না পারে সেজন্যে।

কাঁধে বিশাল একটি ক্যামো নিয়ে একজন ক্যামেরাম্যান অবস্থান নিলো পোডিয়ামের কাছে। ঘরের বাতির উজ্জ্বলতা কমে এলো।

লাল হয়ে উঠলো এলসিডি মনিটরের পর্দাটা আর তাতে ভেসে উঠলো একটা লেখা :

boighar.com

অরিজিন
বইঘর.কম

সরাসরি সম্প্রচার শুরু হবে ৩৮ সেকেন্ডের মধ্যে
বর্তমান দর্শক সংখ্যা : ২৮৫৭৯১৪

সংখ্যাটা যে হারে বাড়ছে সেটা দেখে আরেকবার বিস্মিত হলো ল্যাংডন। মনে হচ্ছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের যে ন্যাশনাল ডিবেট সম্প্রচারিত হয় সেই অনুষ্ঠানের দর্শক সংখ্যাকে আজকের এই অনুষ্ঠানটি ছাড়িয়ে যাবে। প্রায় ত্রিশ লক্ষের মতো মানুষ নিজের বাড়িতে বসে এই অনুষ্ঠানটি দেখবে।

"ত্রিশ সেকেন্ড," মাইক্রোফোনে বলে উঠলো টেকনিশিয়ান।

পোডিয়ামের পেছনের দেয়ালে ছোট্ট একটি দরজা খুলে যেতেই ঘরে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। সবাই উন্মুখ হয়ে আছে এডমন্ড কিয়ার্শের জন্য।

কিন্তু এডমন্ডকে সেখান দিয়ে ঢুকতে দেখা গেল না।

দরজাটা দশ সেকেন্ড ওভাবেই খোলা থাকলো।

এরপরই দেখতে অভিজাত এক মহিলা দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো, সোজা হেটে গেল পোডিয়ামের দিকে। মহিলা দেখতে অসম্ভব সুন্দরি–লম্বা, হালকাপাতলা গড়ন, দীর্ঘ কালো চুল–আঁটোসাটো সাদা একটি পোশাক পরে আছে, তাতে কালো বরফির স্ট্রাইপ দেয়া। তাকে দেখে বেশ সাবলীল মনে হচ্ছে। মঞ্চের মাঝখানে এসে মাইক্রোফোনটা পরীক্ষা করে দেখলো। গভীর করে দম নিয়ে উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে সুন্দর করে হাসলো সে। তার হাসির অর্থটা যেন, আরো দশ সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হবে।

সরাসরি সম্প্রচার শুরু হবে ১০ সেকেন্ডের মধ্যে

কয়েক মুহূর্তের জন্য মহিলা চোখ বন্ধ করে ফেলল, যেন নিজের চিন্তাভাবনা গুছিয়ে নিচ্ছে। এরপরই সে চোখ মেলে তাকালো।

ক্যামেরাম্যান হাতের পাঁচটি আঙুল তুলে ধরলো এবার।

চার, তিন, দুই...

ক্যামেরার দিকে মহিলা তাকাতেই ঘরে নেমে এলো পিনপতন নীরবতা। এলসিডি ডিসপ্লেতে ভেসে উঠলো তার মুখচ্ছবি। গভীর কালো চোখে শ্রোতাদের দিকে তাকালো সে। গালের পাশে একগোছা চুল ব্রাশ করে ছেড়ে দিয়েছে।

"গুড ইভনিং, সবাইকে," শুরু করলো মহিলা। তর কণ্ঠ পরিশীলিত আর আন্তরিকতাপূর্ণ। হালকা স্প্যানিশ টান আছে তাতে। "আমার নাম অ্যাম্রা ভিদাল।"

অপ্রত্যাশিতভাবেই পুরো ঘরটা হাততালিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। বোঝাই গেল, এখানে উপস্থিত বেশিরভাগ মানুষই জানে সে কে।

"ফেলিসিদাদেস!" কেউ চিৎকার করে বলল কথাটা। *কংগ্র্যাচুলেশন্স!*

মহিলা আরক্তিম হয়ে গেল। ল্যাংডন বুঝতে পারছে এখানে কিছু একটা ব্যাপার আছে যা সে জানে না।

"লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন," দ্রুত বলে উঠলো মহিলা, "বিগত পাঁচবছর ধরে আমি বিলবাও'র এই গুগেনহাইম মিউজিয়ামের ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করে গেছি। আপনাদেরকে অসাধারণ একজন মানুষের অবিশ্বাস্য একটি প্রেজেন্টেশন দেখার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি আজকে।"

উৎফুল্ল হয়ে সবাই হাততালি দিলে ল্যাংডনও তাতে যোগ দিলো।

"এডমন্ড কিয়ার্শ শুধুমাত্র একজন জিনিয়াসই নন, এই জাদুঘরের একজন পৃষ্ঠপোষকও বটে। তারচেয়েও বড় কথা, তিনি আমাদের বিশ্বস্ত একজন বন্ধু হয়ে উঠেছেন। আজকের এই অনুষ্ঠানের জন্য বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে তার সঙ্গে কাজ করার দুর্লভ সম্মান লাভ করেছি আমি। আমি একটু আগে চেক করে দেখেছি, সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়েছে আজকের অনুষ্ঠানটি নিয়ে! কোন সন্দেহ নেই আপনারা সবাই জেনে গেছেন, এডমন্ড কিয়ার্শ একটি অবিস্মরণীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ঘোষণা দেবেন আজ—এটা এমন একটা আবিষ্কার, তিনি মনে করেন, চিরকাল সেটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে এ বিশ্বে অপরিসীম অবদান রাখার কারণে।"

পুরো হলজুড়ে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল আবার। আগের চেয়েও বেশি উত্তেজনা বিরাজ করছে অতিথিদের মধ্যে।

কালো চুলের মহিলা রহস্যভরা হাসি দিলো। "অবশ্যই আমি এডমন্ডকে অনুরোধ করে বলেছিলাম, সে যেন আমাকে বলে কী আবিষ্কার করেছে, কিন্তু সে আমাকে এ ব্যাপারে সামান্যতম ইঙ্গিতও দেয়নি।"

হাততালির সাথে এবার যোগ হলো হাসির রোল।

"আজ রাতের এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি," সে বলতে লাগলো, "ইংরেজিতে উপস্থাপন করা হবে—এটা মি. কিয়ার্শের মাতৃভাষা—তবে যারা ভার্চুয়ালি আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন তাদের জন্য বিশটির মতো ভাষায় রিয়েল-টাইম ট্রান্সলেশনের সুবিধা থাকবে।"

এলসিডির পর্দাটা বদলে গেলে অ্যাম্ব্রা আরো যোগ করলো, "কেউ যদি এডমন্ডের আত্মবিশ্বাসের ব্যাপারে কোনরকম সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে তাদের জন্য বলছি, একটা অটোমেটেড প্রেস রিলিজ পনেরো মিনিট আগে সারাবিশ্বের সোশ্যাল মিডয়াতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।"

boighar.com

এলসিডি পর্দার দিকে তাকালো ল্যাংডন।

আজকের রাত : সরাসরি সম্প্রচার। ২০:০০০ সিইএসটি

ফিউচারিস্ট এডমন্ড কিয়ার্শ এমন একটি আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করবেন যা বিজ্ঞানের চেহারা পাল্টে দেবে চিরকালের জন্য।

তাহলে এভাবেই তুমি ত্রিশ লক্ষ দর্শক জোগাড় করতে পেরেছো মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে, ল্যাংডন মনে মনে বলে উঠলো। পোডিয়ামের দিকে মনোযোগ দিতেই দু-জন লোককে সে দেখতে পেলো, যাদেরকে আগে খেয়ালই করেনি–দু দু-জন পাথুরে মুখের সিকিউরিটি গার্ড পোডিয়ামের পেছনে দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখ উপস্থিত লোকজনের উপর নিবদ্ধ। দু-জনের পরনে নীল রঙের ব্লেজারের বুকে মনোগ্রামটা দেখে অবাক হলো ল্যাংডন।

দ্য গার্ড রিয়েল?! রাজার রয়্যাল গার্ডরা এখানে কী করতে এসেছে?

রাজপরিবারের কেউ আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা নয়; কট্টর ক্যাথলিক হিসেবে এডমন্ড কিয়ার্শের মতো নাস্তিকের সাথে নিজেদের সংশ্লিষ্টতা প্রকাশ করবে না তারা।

স্পেনের রাজা সংসদীয় রাজতন্ত্রের কারণে খুব কম ক্ষমতাই রাখেন, তারপরও নিজ দেশের জনগণের উপরে তার অপরিসীম প্রভাব রয়েছে। লক্ষ লক্ষ স্পেনিয়ার্ডের কাছে রাজতন্ত্র হলো সমৃদ্ধ ক্যাথলিক ঐতিহ্য *লস রেইস ক্যাতোলিকোস* আর স্পেনের স্বর্ণালি যুগের প্রতীক।

ল্যাংডন শুনেছে, স্পেনে নাকি একটা কথা প্রচলিত আছে : 'পার্লামেন্ট দেশ শাসন করে কিন্তু রাজত্ব করে রাজা।' শত শত বছর ধরে স্পেনের রাজারা অতিমাত্রায় রক্ষণশীল আর ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক হিসেবেই পরিচিত হয়ে এসেছে। *বর্তমান রাজাও তার ব্যতিক্রম নন,* ল্যাংডন ভাবলো। লোকটার গভীর ধর্মানুরাগ আর রক্ষণশীল মূল্যবোধের উপরে কিছু লেখা পড়েছে সে।

সাম্প্রতিক সময়ে বয়োবৃদ্ধ রাজা মৃত্যুপথযাত্রি একজন মানুষ, তাই স্পেন এখন রাজার একমাত্র ছেলে হুলিয়ানকে নতুন রাজা হিসেবে বরণ করে নেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। পত্রপত্রিকার ভাষ্যমতে, যুবরাজ হুলিয়ান একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে তার বাবার ছায়াতলেই থাকেন। দেশের মানুষ জানে না, তাদের নতুন রাজা কী রকম মানুষ।

যুবরাজ হুলিয়ান কি এডমন্ডের এই অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার জন্য গার্ডিয়া এজেন্টদেরকে পাঠিয়েছেন? বিশপ ভালদেসপিনো যে এডমন্ডকে হুমকি দিয়ে ভয়েস মেইল পাঠিয়েছিলেন সে কথাটা মনে পড়ে গেলে ল্যাংডনের। কিন্তু ল্যাংডনের দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও ঘরের আবহ খুবই প্রণোচ্ছল আর নিরাপদ বলেই মনে হচ্ছে। তার আরো মনে পড়ে গেল, এডমন্ড বলেছিল, আজকের অনুষ্ঠানে টাইট সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা হয়েছে–তাহলে স্পেনের গার্ডিয়া রিয়েল আজকের অনুষ্ঠানটি নির্বিঘ্নে শেষ হবার জন্যই এখানে নিয়োজিত আছে।

"এডমন্ড কতোটা নাটকিয়তা পছন্দ সে সম্পর্কে আপনারা যারা ওয়াকিবহাল আছেন," অ্যামব্রা ভিদাল বলতে লাগলো, "তারা ভালো করেই জানেন, এডমন্ড এখানে এই মঞ্চে এসে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কিছু বলার মতো লোক নন।"

ঘরের অন্যপ্রান্তে বিশাল একটি দরজার দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

"ঐ দরজাটার ওপাশে এডমন্ড কিয়ার্শ একটি 'এক্সপেরিয়েন্সিয়াল স্পেস' নির্মাণ করেছেন, ওখানেই তিনি তার ডায়নামিক মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনটা আপনাদেরকে দেখাবেন। এটা পুরোপুরি কম্পিউটারের সাহায্যে অটোমেটেড করা, সারাবিশ্বে এখান থেকেই লাইভ স্ট্রিম করা হবে।" একটু থেমে হাতের স্বর্ণের ঘড়িটার দিকে তাকালো সে। "আজকের অনুষ্ঠানটির সময় খুব হিসেব করে নির্ধারণ করা হয়েছে। এডমন্ড আমাকে বলেছেন, আমি যেন আপনাদেরকে ঠিক আটটা পনেরো মিনিটে ওখানে নিয়ে যাই। তার মানে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি আছে।" দরজাটার দিকে আবারো ইঙ্গিত করলো সে। "লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন, দয়া করে আপনারা সবাই ওখানে চলে যান, দেখুন বিস্ময়কর এডমন্ড কিয়ার্শ আপনাদের জন্য কী বিস্ময় জমিয়ে রেখেছেন।"

দরজাটার দুটো পাল্লা খুলে গেল এ সময়।

ভেতরের দিকে তাকালো ল্যাংডন, আরেকটা গ্যালারি দেখার আশা করলো সে। কিন্তু যা দেখলো সেটা তাকে চমকে দিলো। দরজাটার ওপাশে সুগভীর অন্ধকার একটি টানেল রয়েছে।

*

অরিজিন
বইঘর.কম

অতিথিরা সবাই মৃদু আলোর প্যাসেজওয়েের দিকে যেতে শুরু করলে অ্যাডমিরাল আভিলা একটু পিছিয়ে গেল। টানেলের ভেতরটা দেখে খুশি হলো সে, একেবারে ঘন অন্ধকার।

অন্ধকার তার কাজটাকে অনেক বেশি সহজ করে দেবে।

পকেটে থাকা রোসারি জপমালাটা স্পর্শ করে চিন্তাভাবনাগুলো শেষবারের মতো গুছিয়ে নিলো। আজকের মিশন সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে তাকে।

টাইমিংটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যায় ১৫

টানেলটা বিশ ফিটের মতো চওড়া আর সামান্য ঢালু হয়ে বামদিক দিয়ে উপরে উঠে গেছে। টানেলের মেঝেটা কুচকুচে কালো কার্পেটে ঢাকা। এর দুই দেয়ালের গোড়ায় দুই সারির স্ট্রিপ লাইট চলে গেছে। ওটাই টানেলের ভেতরে একমাত্র আলোর উৎস।

"জুতো, প্লিজ," এক ডোসেন্ট নতুন আগতদেরকে বিনয়ের সাথে বলল। "সবাই দয়া করে নিজেদের জুতো খুলে হাতে নিয়ে নিন।"

ল্যাংডন তার চাড়মার জুতোটা খুলে ফেলল। তার মোজা পরা পাদুটো ডুবে গেল অসম্ভব নরম কার্পেটে। টের পেলো তার শরীর মুহূর্তে রিল্যাক্স হয়ে গেছে। চারপাশ থেকে যে গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে সেটা কেবলই মুগ্ধতা প্রকাশের জন্য।

টানেলের ভেতর দিয়ে আরেকটু এগিয়ে যেতেই অবশেষে শেষমাথাটা দেখতে পেলো সে-কালো পর্দার একটি ব্যারিয়ার, ওখানে অতিথিদেরকে স্বাগত জানাচ্ছে ডোসেন্টরা। কালো পর্দার ওপাশে যাবার আগে তারা প্রত্যেক অতিথির হাতে ভারি আর মোটা বিচ-টাওয়েল ধরিয়ে দিচ্ছে।

একটু আগে যে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল সেটা এখন অনিশ্চিত নীরবতায় মিঁইয়ে গেল। কালো পর্দার সামনে আসতেই ভাজ করা একটি কাপড় ধরিয়ে দেয়া হলো ল্যাংডনের হাতে। অন্যদেরকে যেরকম বিচ-টাওয়েল দেয়া হচ্ছে তারটা সেরকম কিছু না। বরং ছোটখাট একটি কম্বল আর একমুখ সেলাই করা একটি বালিশ। ডোসেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে পর্দার ওপাশে চলে এলো ল্যাংডন।

আজ রাতে দ্বিতীয়বারের মতো ল্যাংডন বাধ্য হলো অনুমাণ করা থামিয়ে দিতে। যদিও ল্যাংডন পর্দার ওপাশে কী থাকবে বলে কল্পনা করেনি, তারপরও এ মুহূর্তে সামনে যা দেখতে পাচ্ছে তার কাছাকাছি কোন কিছু তার ভাবনাতেও আসতো না।

আমরা কি...বাইরে চলে এসেছি?

একটা বিশাল মাঠের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে রবার্ট ল্যাংডন। মাথার উপরে চমৎকার তারাভরা আকাশ, দূরে একটি ম্যাপল গাছের আড়াল থেকে

boighar.com

চিকন চাঁদটা এইমাত্র যেন উদয় হয়েছে। ঝিঁঝিঁপোকা ডাকছে, উষ্ণ বাতাসের ঝাপটা এসে লাগলো ল্যাংডনের মুখে। বাতাসে মিশে আছে তার পায়ের নিচে থাকা সুন্দর করে কাটা ঘাসের গন্ধ।

"স্যার?" আস্তে করে বলল এক ডোসেন্ট, তার হাত ধরে তাকে নিয়ে গেল মাঠের মধ্যে। "প্লিজ, এখানে ঘাসের উপরে নিজের জন্য একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে কম্বলটা বিছিয়ে দিন। উপভোগ করুন।"

বাকি অতিথিরাও নিজের জায়গা খুঁজে নিতে শুরু করে দিয়েছে। সুন্দর করে ছাটা ঘাসের মাঠটি হকিফিল্ডের আকারের হবে। চারপাশে গাছপালা আর ঝোঁপঝাঁড়ে পরিপূর্ণ। বাতাসে সেগুলোর পাতা দোলার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ল্যাংডনের বুঝতে বেশ কয়েক মুহূর্ত লেগে গেল যে, এর সবটাই দৃষ্টি বিভ্রম। ইল্যুশন-অসাধারণ আর্টের কাজ। *আমি আসলে বড়সর একটি প্লানেটারিয়ামের ভেতরে আছি,* ভাবলো সে। এত ডিটেইল আর সুক্ষ্ম কাজ দেখে বিমুগ্ধ সে।

উপরে যে তারাভরা আকাশ, চাঁদ, মেঘের দল আর বহুদূরের পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে তার সবটাই আসলে প্রজেকশন। বাতাসে নড়ে ওঠা পাছপালা আর ঘাসগুলো সম্ভবত সত্যিকারের-হয় নিখুঁত ফেইক গাছপালা নয়তো জ্যান্ত গাছপালার ছোটখাটো একটি বন। সবকিছু এতটা চাতুর্যের সাথে সাজানো হয়েছে যে, পুরোপুরি প্রাকৃতিক পরিবেশের আবহ ফুটিয়ে তুলেছে।

উপুড় হয়ে ঘাসগুলো ধরে দেখলো ল্যাংডন। নরম আর আসল বলেই মনে হলো তার কাছে, তবে পুরোপুরি শুকনো। নতুন সিনথেটিক টার্ফের ব্যাপারে সে পড়েছে, প্রফেশনাল অ্যাথলেটরাও নাকি বোকা বনে যায় এসব দেখে। কিন্তু কিয়ার্শ আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছে, সামান্য উঁচু-নিচু গ্রাউন্ড তৈরি করেছে সে। ফলে সত্যিকারের ঘাসের মাঠের মতোই মনে হয়।

প্রথমবার এরকম বোকা বনে যাওয়ার ঘটনাটির কথা মনে পড়ে গেল ল্যাংডনের। তখন সে বেশ ছোট, একটা নৌকায় করে পূর্ণিমা রাতে হারবারে ঘুরছিল, জলদস্যুদের একটি জাহাজ কানফাঁটা শব্দে কামানের গোলা দাগিয়ে যুদ্ধ করছিল সেখানে। ল্যাংডনের শিশুমন এটা বুঝতেই পারেনি, সে আসলে হারবারে নৌকোতে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে না, বরং এমন একটি ভূগর্ভস্থ অন্ধকার সিনেমা হলে বসে আছে, যে জায়গাটা পানি দিয়ে পুরোপুরি প্লাবিত করা হয়েছে ডিজনির ওয়ার্ল্ড রাইড পাইরেটস অব ক্যারিবিয়ান-এর আবহ সৃষ্টি করার জন্য।

আজ রাতের ইফেক্টটা অসম্ভব রকমের বাস্তবিক, আর তার চারপাশে বসে থাকা বাকি অতিথিদের চোখমুখ দেখে সে বুঝতে পারছে, তাদের অবস্থাও তার মতোই। এডমন্ডকে এজন্যে কৃতিত্ব দিতেই হয়-এই মনোমুগ্ধকর ইল্যুশন সৃষ্টি করার জন্য নয়, বরং শত শত প্রাপ্তবয়স্ক অতিথিকে পায়ের জুতো খুলে এরকম একটি লনে বসে বসে এসব দেখতে রীতিমতো বাধ্য করেছে বলে।

শিশুকালে আমরা এরকমটা করতাম, কিন্তু এক পর্যায়ে এসে বাদ দিয়ে দিতাম।

ল্যাংডন বালিশে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে নরম ঘাসে শুয়ে পড়লো।

মাথার উপরে আকাশে তারাদের ঝিকিমিকি চলছে, কয়েক মুহূর্তের জন্য নিজেকে আবারো টিনেজার ভাবতে শুরু করলো সে। মাঝরাতে বল্ড পিক-এর গলফ কোর্সে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে শুয়ে শুয়ে জীবনের রহস্য নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন। *ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে,* মনে মনে বলল ল্যাংডন, *এডমন্ড কিয়ার্শ আজ রাতে সেইসব রহস্যের মধ্যে কিছু রহস্যের সমাধান হয়তো দিতে পারবে।*

*

থিয়েটারের পেছনে, অ্যাডমিরাল লুই আভিলা শেষবারের মতো ঘরটা ভালো করে দেখে নিঃশব্দে পিছু হটতে লাগলো। একটু আগে যে পর্দা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল সেটা দিয়েই সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেল সে। টানেলের প্রবেশমুখে সে এখন একা, কাপড়ের দেয়াল হাতরে বেড়ালো যতোক্ষণ না একটা সেলাইয়ের ভাঁজ খুঁজে পেলো। যতোটা সম্ভব নিঃশব্দে নাইলনের কাপড়টার জোড়া দেয়া জায়গাটাতে একটা ফাঁক করতে পারলো সে। দেয়াল থেকে সরে এসে কাপড়ের জোড়াটা আবার আগের মতো ঠিক করে রেখে দিলো।

সব ইল্যুশন কেটে গেছে।

আভিলা মোটেও কোন মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে নেই। সে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল আকারের একটি আয়তক্ষেত্রের মধ্যে, যার মধ্যে রয়েছে বিরাট বড় একটি ডিম্বাকৃতির বুদবুদ। *ঘরের ভেতরে বানানো আরেকটি ঘর।* তার সামনে যে স্থাপনাটি আছে সেটা অনেকটা ডোমড থিয়েটারের মতোই। এর চারপাশে ঘিরে আছে টাওয়ারে মতো উঁচু উচুঁ পিলার আর মাচাঙ। মাচাঙের উপরে রাখা আছে তারের দঙ্গল, অসংখ্য বাতি আর অডিও স্পিকার। ভেতরের দিকে তাক

করে রাখা আছে অনেকগুলো ভিডিও প্রজেক্টর, তারা একইসাথে নিচের স্বচ্ছ পর্দার উপরে আলোকরশ্মি প্রক্ষেপণ করে যাচ্ছে। এরফলে সৃষ্টি হয়েছে তারাময় আকাশ আর পাহাড়ঘেরা একটি দৃশ্যের আবহ।

কিয়ার্শের নাটকিয়তার প্রতি এমন ঝোঁককে মনে মনে প্রশংসাই করলো আভিলা, যদিও ফিউচারিস্ট কখনও কল্পনাও করেনি খুব জলদি আজকের রাতটা তার জন্য কতোটা নাটকিয় হয়ে উঠবে।

মনে রেখো, বিপদের কথাটা মনে রেখো। একটি মহৎযুদ্ধের তুমি একজন সৈনিক। অনেক বড় আর বিশাল কিছুর অংশ।

অসংখ্যবার এই মিশনটা নিয়ে মনে মনে রিহার্সেল করেছে আভিলা। পকেট থেকে বড় আকারের রোসারি জপমালাটি বের করে আনলো সে। এই মুহূর্তে, ডোমের ভেতরে, উপরে থাকা স্পিকারগুলো থেকে একজন মানুষের কণ্ঠস্বর এমনভাবে গর্জে উঠলো যেন সেটা ঈশ্বরের কণ্ঠ।

"গুড ইভনিং, বন্ধুরা। আমার নাম এডমন্ড কিয়ার্শ।"

অধ্যায় ১৬

বুদাপেস্টে রাবাই কোভেস নার্ভাস হয়ে নিজের *হাথজিকো* স্টাডির মৃদু আলোতে পায়চারি করছেন। তার হাতে টিভির রিমোটটা ধরা, বিশপ ভালদেসপিনোর কাছ থেকে আরো কিছু সংবাদ শোনার জন্য অপেক্ষা করার সময় উদ্বিগ্ন হয়ে একের পর এক চ্যানেল পাল্টে যাচ্ছেন তিনি।

বিগত দশ মিনিট ধরে চ্যানেলগুলো তাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ রেখে গুগেনহাইম থেকে সরাসরি সম্প্রচার শুরু করে দিয়েছে। কমেন্টেটররা আলোচনা করছে এ পর্যন্ত কিয়ার্শ কি কি করেছে, আর একটু পর সে কী ঘোষণা দিতে যাবে সেটা নিয়েও নানান রকমের অনুমাণ করা চলছে। আগ্রহের পারদ এরকম তুঙ্গে উঠে গেছে বলে কোভেসের চোখমুখ তিক্ততায় ভরে উঠলো।

এই ঘোষণাটা আমি এরইমধ্যে দেখে ফেলেছি।

তিনদিন আগে মন্তসেরাতে কোভেস, আল-ফজল আর ভালদেসপিনোর জন্য এটার একটা 'রাফকাট' ভার্সন নিয়ে হাজির হয়েছিল কিয়ার্শ। এখন, কোভেসের সন্দেহ হচ্ছে, সারা দুনিয়া ঠিক ঐ প্রোগ্রামটা দেখবে একটু পর।

আজ রাতে সবকিছু বদলে যাবে, বিষন্ন হয়ে ভাবলেন তিনি।

ফোনটা বেজে উঠলে চমকে উঠলেন কোভেস। হ্যান্ডসেটটা হাতে তুলে নিলেন তিনি।

কোনরকম দেরি না করেই ভালদেসপিনো শুরু করলেন, "ইয়েহুদা, বলতে বাধ্য হচ্ছি, আরো খারাপ খবর আছে আমার কাছে।" সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে যে অস্বস্তিকর খবরটা জানতে পেরেছেন সেটা জানালেন।

আতঙ্কে মুখচাপা দিলেন কোভেস। "আল্লামা আল-ফজল...*সুইসাইড* করেছেন?"

"পুলিশ সেরকমটাই ধারণা করছে। মরুভূমি থেকে একটু আগে তার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে...সব দেখে মনে হয়েছে, তিনি যেন মরে যাবার জন্যই ওখানে চলে গেছিলেন।" একটু থামলেন ভালদেসপিনো। "আমার কেবলই মনে হচ্ছে শেষ কয়েকদিন তিনি যে মানসিক চাপের মধ্যে পড়ে গেছিলেন সেটা আর নিতে পারেননি।"

সম্ভাবনাটার কথা বিবেচনা করলেন কোভেস, শোকের পাশাপাশি তার

মধ্যে এ নিয়ে সন্দেহও দেখা দিলো। তিনিও কিয়ার্শের আবিষ্কারটা নিয়ে যারপরনাই মানসিক পীড়নের মধ্যে আছেন, তারপরও এ কারণে আল্লামা আল-ফজল নিজের জীবন নিজে নিয়েছেন বলে তার কাছে মোটেও মনে হচ্ছে না।

"কিছু একটা ঘাপলা আছে," কোভেস বললেন। "আমার বিশ্বাস হয় না তিনি এরকম কাজ করতে পারেন।"

দীর্ঘ সময়ের জন্য চুপ মেরে গেলেন ভালদেসপিনো। "আপনি এটা বলেছেন দেখে খুশিই হয়েছি আমি," অবশেষে বললেন। "স্বীকার করছি, আমি নিজেও তার আত্মহত্যার ব্যাপারটা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছি না।"

"তাহলে...কে এমন কাজ করতে পারলো?"

"এডমন্ড কিয়ার্শের আবিষ্কারটি যেন প্রকাশ না পায়–এরকমটা যারা চায় তাদের যে কেউই হতে পারে," দ্রুত জবাব দিলেন বিশপ। "এমন কেউ, যে কিনা আমাদের মতোই বিশ্বাস করতো তার ঘোষণাটি আরো কয়েক সপ্তাহ পরে দেয়া হবে।"

"কিন্তু কিয়ার্শ তো বলেছিল তার এই আবিষ্কারের কথা কেউই *জানে* না!" বললেন কোভেস। "কেবলমাত্র আপনি আমি আর আল-ফজল ছাড়া।"

"হতে পারে এ ব্যাপারে কিয়ার্শ মিথ্যে বলেছে আমাদের কাছে। কিন্তু আমাদের তিনজনও যদি এ কথা জেনে থাকি, তাহলে ভুলে যাবেন না, আমাদের বন্ধু সাঈদ আল-ফজল এটা প্রকাশ করার ব্যাপারে কতোটা মরিয়া ছিলেন। হতে পারে, আল্লামা এই তথ্যটা আরব আমিরাতে তার কোন কলিগের সাথে শেয়ার করেছিলেন। আর সেই কলিগ হয়তো আপনার আমার মতোই বিশ্বাস করে, কিয়ার্শের এই আবিষ্কারের কথা প্রকাশ পেলে মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে।"

"তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে?" অনেকটা ক্ষুব্ধ হয়েই রাবাই জানতে চাইলেন। "আল-ফজলের ঐ কলিগই তাকে চুপ করানোর জন্য খুনটা করেছে? এটা তো হাস্যকর!"

"রাবাই," শান্ত কণ্ঠে বললেন বিশপ। "আমি আসলে নিশ্চিত করে জানি না কী হয়েছে। আপনার মতো আমি অনুমাণ করছি কেবল।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কোভেস। "আমি দুঃখিত। সাঈদের মৃত্যুর খবরটা এখনও মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে আমার।"

"আমারও হচ্ছে। সাঈদ যা জানতেন তার জন্যে যদি খুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদেরকেও সাবধানে থাকতে হবে। আমি এবং আপনিও টার্গেট হতে পারি।"

কথাটা বিবেচনা করে দেখলেন কোভেস। "খবরটা সারা দুনিয়ায় জানাজানি হয়ে যাবার পর এটা নিয়ে আর আমাদের চিন্তা না করলেও হবে।"

"সত্যি, কিন্তু এটা এখনও সবাই জানে না।"

"মহানুভব, ঘোষণাটি আর মাত্র কয়েক মিনিট পরই দেয়া হবে। সব কটা চ্যানেল এটা প্রচার করছে।"

"হ্যা..." ক্লান্তিকর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভালদেসপিনো। "মনে হচ্ছে, আমার প্রার্থনায় যে কোন কাজ হবে না সেটা আমাকে মেনে নিতেই হচ্ছে।"

কোভেস ভাবলেন, *সত্যিই বিশপ এরকম কোন প্রার্থনা করেছেন কিনা যাতে করে কিয়ার্শের মন বদলাতে পারে।*

"এমন কি এটা জানাজানি হবার পরও, ভালদেসপিনো বললেন, "আমরা কিন্তু নিরাপদ থাকবো না। আমার মনে হচ্ছে কিয়ার্শ সারা দুনিয়াকে আনন্দের সাথেই জানিয়ে দেবে, তিনদিন আগে সে ধর্মিয় নেতাদের সাথে এ নিয়ে কথা বলেছে। আর সে যদি আমাদের নামও বলে দেয় তাহলে আমাদের নিজেদের সম্প্রদায় আর গোষ্ঠির লোকজনদের রোষানলে পড়ে যাবো আমরা। তারা হয়তো মনে করবে, এর বিরুদ্ধে আমাদের পদেক্ষপ নেয়া উচিত ছিল। "আমি দুঃখিত, আমি কেবল..." বিশপ একটু ইতস্তত করলেন, যেন তিনি আরো কিছু বলতে চাইছেন।

"কী সেটা?" কোভেস চাপ দিলেন।

"আমরা এটা নিয়ে পরে কথা বলবো। কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশনটা শেষ হলে আমি আপনাকে ফোন দিচ্ছি। তার আগপর্যন্ত দয়া করে বাড়িতেই থাকুন। দরজায় তালা মেরে রাখুন। কারো সঙ্গে কথা বলবেন না। নিরাপদে থাকেন।"

"আপনি আমাকে ঘাবড়ে দিচ্ছেন, আন্তোনিও।"

"আমি ঘাবড়ে দেয়ার জন্য এটা বলিনি," জবাবে বললেন ভালদেসপিনো। "আমরা একটু অপেক্ষা করে দেখি সারা দুনিয়া কী প্রতিক্রিয়া দেখায়। এটা এখন ঈশ্বরের হাতে।"

অধ্যায় ১৭

উপর থেকে এডমন্ড কিয়ার্শের কণ্ঠটা গমগম করে উঠতেই গুগেনহাইম মিউজিয়ামের ভেতরে সবুজ ঘাসের মাঠে নীরবতা নেমে এলো। শত শত অতিথি কম্বলে শুয়ে মনোমুগ্ধকর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। রবার্ট ল্যাংডন শুয়ে আছে মাঠের মাঝখানে, কী হতে যাচ্ছে সেই ভাবনায় সে-ও আক্রান্ত।

"আজ রাতে চলুন আমরা সবাই আবার শিশু হয়ে যাই," কিয়ার্শের কণ্ঠটা বলতে শুরু করলো। "আমাদের মনটা যতোটুকু সম্ভব প্রসারিত করে দিয়ে আসুন তারাদের নিচে শুয়ে পড়ি।"

অতিথিদের মধ্যে যে উত্তেজনার স্রোত বয়ে গেল সেটা টের পেলো ল্যাংডন।

"আজ রাতে, আসুন আমরা সবাই প্রাচীনকালের অভিযাত্রিদের মতো হয়ে যাই, যারা সবকিছু পেছনে ফেলে রেখে বিশাল সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল...তাদের মতো যারা কখনও না দেখা দেশ প্রথম দেখতে পেয়েছিল...যারা ঝুঝতে পেরেছিল, দর্শন যতোটা কল্পনা করতে পারে তার চেয়ে এই পৃথিবী আরো অনেক বিশাল। নিজেদের পৃথিবী সম্পর্কে তাদের সুদীর্ঘকালের বিশ্বাস নতুন আবিষ্কারের ফলে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছিল। আজকের রাতে এটাই হবে আমাদের মাইন্ডসেট।"

দুর্দান্ত, মনে মনে বলে উঠলো ল্যাংডন। এডমন্ড এসব কথা প্রিরেকর্ড করে রেখেছে নাকি মঞ্চের পেছনে বসে স্ক্রিপ্ট দেখে বলছে তা নিয়ে কৌতুহলি হয়ে উঠলো সে।

"বন্ধুরা–" তাদের মাথার উপর এডমন্ডের কণ্ঠটা প্রতিধ্বণি তুলল–"আজ রাতে আমরা সবাই এখানে জড়ো হয়েছি গুরুত্বপূর্ণ একটি আবিষ্কারের খবর শোনার জন্য। আজ রাতে সমস্ত মানবিক দর্শনের পরিবর্তন হতে দেখবো আমরা, সুতরাং এই মুহূর্তটার জন্ম কিভাবে হলো সেটা পুরোপুরি বুঝতে হলে আমাদেরকে এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি বোঝা অত্যন্ত জরুরি।"

ডানদিক থেকে একটা বজ্রপাতের শব্দ হলো। এর গম্ভীর আওয়াজ একেবারে মর্মে মর্মে উপলবিদ্ধ করতে পারলো ল্যাংডন।

"আজ রাতে আমাদেরকে এ ব্যাপারে একটু অভ্যস্ত হতে সাহায্য করবার জন্য," এডমুন্ড বলতে লাগলো, "এখানে উপস্থিত আছেন, সেলেব্রেটেড

স্কলার-কোড, ইতিহাস, ধর্ম, আর্ট আর সিম্বলের দুনিয়ায় একজন কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তি। তিনি আর কেউ নন, আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু। লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন, আসুন আমরা সবাই হারভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর রবার্ট ল্যাংডনকে স্বাগত জানাই।"

চারপাশ থেকে উচ্ছ্বসিত করতালির মধ্যে কঁনুইর উপরে ভর দিয়ে একটু উঠে বসলো ল্যাংডন। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলো আকাশ থেকে উধাও হয়ে গেল তারাগুলো, তার বদলে সেখানে লোকে লোকারণ্য বিশাল একটি অডিটোরিয়ামের ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল শট ভেসে উঠলো। মঞ্চে হ্যারিস টুইড জ্যাকেট পরা ল্যাংডন পায়চারি করছে।

তাহলে আমার এই ভূমিকার কথাই এডমন্ড বলেছিল, ভাবলো সে। একটু অস্বস্তি বোধ করলেও আবারো ঘাসের উপরে শুয়ে পড়লো সে।

"প্রাচীনকালের মানুষেরা," পর্দায় ল্যাংডনকে লেকচার দিতে দেখা যাচ্ছে, "তাদের এই জগৎটা নিয়ে অপার বিস্ময়ের সাথেই ভাবতো, বিশেষ করে যেসব ঘটনা তারা যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারতো না। এইসব রহস্য সমাধানকল্পে-যেসব জিনিস তাদের বোধগম্যতার বাইরে ছিল-বজ্রপাত, জোয়ার, ভূমিকম্প, আগ্নেগিরির অগ্ন্যুপাত, বন্ধ্যাত্ব, প্লেগ এমনকি ভালোবাসা-সেগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য সৃষ্টি করলো অসংখ্য দেব-দেবি।"

এটা বাস্তব নয়, পরাবাস্তব, ভাবলো ল্যাংডন। শুয়ে শুয়ে নিজেকেই দেখতে পাচ্ছে সে মাথার উপরে।

"প্রাচীন গ্রিকের মানুষজন সমুদ্রের জোয়ার-ভাটাকে পসাইডনের মেজাজ-মর্জি বলে ধরে নিতো।" মাথার উপরে ল্যাংডনের ছবিটা উধাও হয়ে গেল, যদিও কণ্ঠটা ঠিকই বলে চলেছে এখনও।

সামুদ্রিক ঢেউয়ের শব্দে পুরো ঘরটা কেঁপে উঠলো। অবাক হয়ে দেখলো ল্যাংডন, দৃশ্যের সাথে সাথে ঘাসের মাঠেও এক ধরণের ঠান্ডা সামুদ্রিক বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

"ঋতু বদলে গিয়ে যে শীত আসে," ল্যাংডনের কণ্ঠ বলে গেল আগের মতোই, "তার কারণ, প্রতি বছর পার্সিফোনকে অপহরণ করে ভূগর্ভস্থ জগতে নিয়ে যাওয়া হয় বলে এই গ্রহ শোক প্রকাশ করে থাকে।"

বাতাস আবারো উষ্ণ হয়ে উঠলো। বরফে জমে থাকা বিশাল ভূখণ্ডের দৃশ্যটা বদলে গিয়ে একটা পাহাড় ভেসে উঠলো এবার। ওটার চূড়া থেকে স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে, উদগীরিত হচ্ছে আগুন, ধোয়া আর লাভা।

"রোমানরা বিশ্বাস করতো," প্রফেসর বলল, "আগ্নেয়গিরিগুলো আসলে ভালকানের বাসা-দেবতাদের কামার তিনি-পাহাড়ের নিচে বসে বিশাল এক

কামারশালায় কাজ করেন, পাহাড়ের এই অগ্ন্যুপাত আসলে তার কামারশালার চিমনি দিয়ে বের হওয়া আগুনের ফুলকি আর ধোয়া।"

সালফারে মৃদু গন্ধ পেলো ল্যাংডন। অবাক হয়ে ভাবলো, মাল্টি-সেন্সরিস ব্যবহার করে কতোটা নিখুঁতভাবেই না তার লেকচারটাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে এডমন্ড।

আগ্নেয়গিরির গর্জন হঠাৎ করেই থেমে গেল। নীরবতা নেমে আসতেই শোনা গেল ঝিঁঝিঁপোকার শব্দ। ঘাসের মাঠে বয়ে গেল মৃদুমন্দ বাতাস।

"এভাবে প্রচীনকালের মানুষেরা..." সিম্বলজিস্ট ব্যাখ্যা করলো, "...কেবলমাত্র তাদের গ্রহের রহস্যের সমাধানের আশায়ই নয়, বরং নিজেদের শরীরের রহস্যের কূলকিণারা করতে অসংখ্য দেব-দেবি সৃষ্টি করেছিল।"

মাথার উপরে ঝিকিমিকি করতে থাকা নক্ষত্রপুঞ্জটা আবার উদয় হলো। এখন অবশ্য তার উপরে অনেকগুলো দেব-দেবির লাইন ড্রইং দেখা যাচ্ছে। এরা সবাই বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে।

"বন্ধ্যাত্বের কারণ হলো দেবি জুনোর আশির্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়া। এরোসের তীর যাকে বিদ্ধ করবে সে-ই প্রেমে পড়ে। মাহামারিকে ব্যাখ্যা করা হতো অ্যাপোলোর শাস্তি হিসেবে।"

নতুন আরেকটি নক্ষত্রপুঞ্জের আবির্ভাব ঘটলো, সেই সঙ্গে নতুন কিছু দেব-দেবির ছবিও।

"আপনারা যদি আমার বই পড়ে থাকেন," ল্যাংডন বলল, "তাহলে নিশ্চয় জানেন আমি প্রায়শই 'গড অব দি গ্যাপস্' বলে একটা টার্ম ব্যবহার করি। এটা দিয়ে আমি আসলে বোঝাতে চাই, প্রাচীনকালের মানুষেরা যখন তাদের চারপাশের জগতকে বুঝতে গিয়ে কিছু 'গ্যাপ' খুঁজে পেতো তখন তারা সেটা পূরণ করতো 'গড' দিয়ে।

আকাশটা এবার ভরে উঠলো প্রাচীন সব দেবতার বড় বড় ছবি আর মূর্তি দিয়ে।

"অসংখ্য গ্যাপ পূরণ করলো অসংখ্য গড," ল্যাংডন বলল। "আর এদিকে শত শত বছর ধরে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও বৃদ্ধি পেতে লাগলো।" আকাশ ভরে উঠলো গাণিতিক আর টেকনিক্যাল সিম্বলগুলো দিয়ে। "আমাদের প্রাকৃতিক জগতকে বোঝার ক্ষেত্রে যে গ্যাপগুলো ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে উধাও হয়ে যেতে শুরু করলে দেব-দেবিরাও গুরুত্ব হারাতে শুরু করলো। তারা আর আগের মতো সর্বেসর্বা হিসেবে রইলো না।"

এবার পসাইডনের ছবি ভেসে উঠলো।

"উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, যখন আমরা জানতে পারলাম জোয়ার-

ভাটার কারণ আসলে চাঁদের পরিক্রমণ তখন আর পসাইডনের কোন দরকার পড়লো না। আমরা তাকে অন্ধকার যুগের ফালতু মিথ বলে খারিজ করে দিলাম।"

পসাইডনের ছবিটা ধোয়া হয়ে উড়ে গেল।

"আপনারা জানেন, একই ভাগ্য বরণ করে নিয়েছে বাকি দেব-দেবিরাও–আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে একে একে মরতে শুরু করলো তারা।"

মাথার উপরে থাকা দেবতাদের ছবিগুলো একে একে নিভে যেতে লাগলো–বজ্রপাত, ভূমিকম্প, প্লেগ, এরকম দেবতারা।

ছবিগুলো অপসৃত হতেই ল্যাংডনের কণ্ঠ আরো যোগ করলো, "তবে ভুলে যাবেন না, এইসব দেবতারা আমাদেরকে 'টাটা-গুডনাইট' বলে এমনি এমনি বিদায় নিয়েছে। কোন একটি সংস্কৃতির জন্য তার দেব-দেবিদেরকে পরিত্যাগ করার প্রক্রিয়াটি মোটেও সহজ কিছু না। আধ্যাত্মিক বিশ্বাস আমাদের মনোজগতে গভীরভাবে প্রোথিত করে দেয়া হয় আমাদের শৈশবকালেই। আর এ কাজটা করেন আমাদের সবচাইতে কাছের এবং ভালোবাসার মানুষেরা–বাবা-মা, শিক্ষক, ধর্মগুরু। সেজন্যে যখনই কোন ধর্মমতের বদল ঘটেছে তখন সেটা চরম উৎকণ্ঠা, নৈরাজ্য আর রক্তপাত ছাড়া হয়নি বললেই চলে।"

তলোয়ারের ঝনঝনানি আর চিৎকার চেঁচামেচির শব্দের সাথে সাথে দেবতারা পুরোপুরি উধাও হয়ে গেল। অবশেষে একটিমাত্র ঈশ্বরের ছবি রয়ে গেল সেখানে–বহুল পরিচিত সাদা গোঁফ-দাড়ির একটি মুখ।

"জিউস..." ল্যাংডন ঘোষণা দিলো জোড়ালো কণ্ঠে। "সব দেবতার দেবতা। প্যাগানদের সমস্ত দেব-দেবির মধ্যে সবচেয়ে ভীতিকর এবং শ্রদ্ধাভাজন যিনি। অন্য যেকোন দেবতার চেয়ে জিউস অনেক বেশি লড়াই করেছে টিকে থাকার জন্য।"

মাথার উপরে স্টোনহেঞ্জ, সুমেরিয়ানদের কিউনিফর্ম লিপি আর মিশরের পিরামিডের ছবি ভেসে উঠলো। তারপরই আবার ফিরে এলো জিউসের ছবিটা।

"জিউসের অনুসারিরা তাদের দেবতাকে কোনভাবেই ছাড়তে রাজি হয়নি, যার কারণে বিজয়ি খৃস্ট্রিয় ধর্মের পক্ষেও তাদের নতুন ঈশ্বরের মুখ হিসেবে জিউসের প্রতিচ্ছবি বেছে নেয়া ছাড়া উপায় ছিল না।"

সিলিংয়ে এখন দাড়িমুখের জিউসের ছবিটা রুপান্তরিত হয়ে পরিচিত একটি মুখ হয়ে উঠলো–সিস্টিন চ্যাপেলে মাইকেলাঞ্জোর আঁকা ক্রিয়েশন অব অ্যাডাম ফ্রেসকো'তে ঈশ্বরের মুখটা।

boighar.com

"আজ আমরা জিউসের কোন গল্পই আর বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি না ছাগলের কাছে প্রতিপালিত হওয়া একটি বাচ্চা ছেলে সাইক্লোপ নামের একচোখা এক দৈত্যের কাছ থেকে তার সমস্ত ক্ষমতা লাভ করেছিল। আমাদের কাছে এসব গালগল্প মিথলজি হিসেবেই বেঁচেবর্তে আছে–আমাদের কুসংস্কারগ্রস্ত অতীতের মজার গল্প এগুলো।"

মাথার উপরে এবার ভেসে উঠলো পুরনো, ধুলিমাখা একটি লাইব্রেরির ছবি। শেল্‌ফে দেখা যাচ্ছে মিথলজির উপরে বিভিন্ন ধরণের বইপুস্তক, চামড়ায় বাধানো বাল, ইনানা, ওসিরিস আর অসংখ্য প্রাচীন ধর্মপুস্তক।

"এখন আর সেই দিন নেই!" ল্যাংডনের গম্ভীর কণ্ঠ ঘোষনা দিলো। "আমরা এখন আধুনিক।"

আকাশে নতুন ছবি ভেসে উঠলো–মহাশূণ্যের অভিযান...কম্পিউটার চিপস...একটা মেডিকেল ল্যাব...একটা পার্টিকেল এক্সেলেটর...জেট বিমান।

"আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে দিন দিন উন্নতি করছি, টেকনোলজিক্যালি বেশ দক্ষ হয়ে উঠছি। বিশালাকারের একজন কামার আগ্নেয়গিরির নিচে বসে কাজ করছে কিংবা দেবতারা জোয়ার-ভাটা, ঋতু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে বলেও বিশ্বাস করি না।"

নাকি করি? আপন মনে বিড়বিড় করে বলে উঠলো ল্যাংডন, ভেসে আসা স্পিকারের কণ্ঠের সাথে ঠোঁট মিলিয়ে।

"নাকি করি?" প্রফেসরের কণ্ঠ এখন বেশ জোরে শোনালো। নিজেদেরকে আমরা এখন যুক্তিবাদি হিসেবে বিবেচনা করি, তারপরও আমাদের মনুষ্য প্রজাতিটির প্রায় সবগুলো প্রধান ধর্ম অলৌকিক সব ঘটনার দাবি করে থাকে–মৃত অবস্থা থেকে আবার পুণরুত্থিত হওয়া, কুমারি মায়ের পেটে বাচ্চা আসা, বিক্ষুব্ধ ঈশ্বর শাস্তি দেবার জন্য প্লেগ, বন্যার সৃষ্টি করেন, পরকালে চমৎকার স্বর্গ লাভ অথবা আগুনের নরকে ঠাই পাওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

ল্যাংডনের এসব কথা ভেসে আসার সময় পর্দায় দেখা গেল অনেকগুলো ছবি–জিশুর পুণরুত্থান, কুমারি মেরি, নুহের নৌকা, লোহিত সাগরের ভাগ হয়ে যাওয়া, স্বর্গ আর নরক।

"সুতরাং কয়েক মুহূর্তের জন্য আসুন একটা দৃশ্যের কথা কল্পনা করি আমরা," বলল ল্যাংডন, "মানব-সভ্যতার ভবিষ্যতের ইতিহাসবেত্তা আর নৃবিজ্ঞানীরা কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে। অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে তারা কি আমাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্মবিশ্বাসগুলোকে মিথলজির মতোই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের গালগল্প হিসেবে চিহ্নিত করবে? আমরা জিউসকে এখন যেভাবে দেখি তারাও কি

আমাদের ঈশ্বরদেরকে একইভাবে দেখবে? আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলো সংগ্রহ করে তারা কি সেগুলোকে ধুলোয় মলিন ইতিহাসের বুকশেলফে রেখে দেবে?"

প্রশ্নটা কয়েক মুহূর্ত ভেসে বেড়ালো অন্ধকারের মাঝে।

তারপর আচমকাই এডমন্ড কিয়ার্শের কণ্ঠ ভেঙে দিলো সেই নীরবতা।

"হ্যা, প্রফেসর," ফিউচারিস্টের গমগমে কণ্ঠ উপর থেকে বলে উঠলো। "আমি বিশ্বাস করি এরকমটাই হবে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিজেদেরকে প্রশ্ন করবে, কী করে আমাদের মতো টেকনোলজিক্যালি অগ্রসর একটি প্রজাতি তাদের ধর্মগুলোর আজগুবি সব কথাবার্তায় বিশ্বাস রাখতো।"

সিলিংয়ে নতুন কিছু ইমেজ ভেসে উঠতেই কিয়ার্শের কণ্ঠ যেন আরো শক্তিশালি হয়ে উঠলো–আদম আর হাওয়া, বোরখা পরা একজন মহিলা, হিন্দুদের আগুনের উপর দিয়ে হেটে যাওয়া।

"আমি বিশ্বাস করি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের বর্তমান ধর্মগুলোর কথা শুনে এই ধারণাই করবে," কিয়ার্শ ঘোষণা দিলো, "আমরা আসলে অন্ধকারাচ্ছন্ন এক যুগে বাস করতাম। এর সপক্ষে তারা আমাদের ধর্মগুলোর অনেক মতবাদ আর দাবি তুলে ধরবে, যা নিয়ে বর্তমান সময়ে আমরা নিজেরাও কমবেশি প্রশ্ন তুলে থাকি।"

আরো ইমেজ ভেসে উঠলো–বিভিন্ন ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের খণ্ড খণ্ড চিত্র–এক্সরসিজম থেকে শুরু করে ব্যাপ্টিজম, শারীরে সূঁচ ফোটানো, পশু বলি দেয়া। এই স্লাইড শো'টি শেষ হলো খুবই আৎকে ওঠার মতো একটি ভিডিও দিয়ে : এক ভারতীয় পুরোহিত পঞ্চাশ ফুট উঁচু টাওয়ারের উপর থেকে এক নবজাতক শিশুকে দোলাচ্ছে। আচমকা সেই পুরোহিত বাচ্চাটা হাত থেকে ছেড়ে দিলো, সেই নবজাতক উপর থেকে পড়ে ডিগবাজি খেয়ে। পঞ্চাশ ফিট নিচে একটি বিশাল চাদর ধরে রেখেছে একদল গ্রামবাসি, বাচ্চাটা সেই চাদরে পতিত হলো।

শ্রী সান্তেশ্বর মন্দিরের নিক্ষেপ, ল্যাংডন মনে মনে বলে উঠলো। যারা এটা করে তারা বিশ্বাস করে এর মাধ্যমে শিশুটি ঈশ্বরের আশির্বাদ লাভ করবে।

স্বস্তির কথা হলো, এই ভয়ঙ্কর ভিডিওটা দ্রুতই শেষ হলো।

এবার পুরোপুরি অন্ধকারে কিয়ার্শের কণ্ঠটা বলে উঠলো। "কিভাবে আধুনিক মানবসভ্যতায় বসবাসকারি মানুষ, যারা কিনা সূক্ষ্ম লজিক্যাল অ্যানালিসিস করতে সক্ষম, একইসাথে আবার এরকম ধর্মবিশ্বাসে আস্থা রাখে, যা কিনা সামান্যতম যৌক্তিক চিন্তাভাবনা করলেই হুরমুরিয়ে গুঁড়িয়ে পড়বে?"

মাথার উপরে আবারো তারাগুলো ফিরে এলো।

"বলতে গেলে এই প্রশ্নের জবাবটা খুবই সহজ-সরল," এডমন্ড বলল।

আকাশের তারাগুলো এ সময় হঠাৎ করেই আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এক গোছা সংযোগসৃষ্টিকারি ফাইবারের ছবিও দেখা গেল সেই সাথে, তারাগুলোর ভেতর দিয় চলে গেছে সেগুলো, তৈরি করেছে অসংখ্য আন্তঃসংযোগের একটি জাল।

নিউরন, এডমন্ড কথা বলা শুরু করতেই বুঝতে পারলো ল্যাংডন।

"মানুষের মস্তিষ্ক," ঘোষণা করলো কিয়ার্শ। "নিছক বিশ্বাসের জন্য বিশ্বাস করবে কে?"

নিউরনের জটগুলো চমকিত হলো এবার। যেন এর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে।

"অনেকটা জৈব-কম্পিউটারের মতো," এডমন্ড বলতে লাগলো, "আপনাদের মস্তিষ্কেরও একটি অপারেটিং সিস্টেম রয়েছে–অসংখ্য নিয়ম আছে যার মাধ্যমে সারাদিনভর ইনপুট নেয়া জিনিসগুলোকে সংগঠিত করে, সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করে–ভাষা, চমৎকার সুরেলা গান, সাইরেনের শব্দ, চকোলেটের স্বাদ। ইনকামিং তথ্যগুলোর স্রোত বিক্ষিপ্ত, উত্তাল আর বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে বইতে থাকে, আর আপনার মস্তিষ্ককে এসব বুঝে নিতে হয়। সত্যি বলতে কি, এই কাজটা করে আপনার মস্তিষ্কের অপারেটিং সিস্টেমের সুনির্দিষ্ট একটি প্রোগ্রাম, এটাই আপনাকে বাস্তবতা সম্পর্কে অনুধাবন করতে শেখায়। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের সাথে যেন তামাশা করার জন্যই, আমাদের মস্তিষ্কের জন্য এই প্রোগ্রামটি যিনিই তৈরি করে থাকুন না কেন তার রসবোধ একটু অপ্রতিকার। অন্য কথায় বললে, আমরা যে ফালতু সব জিনিসে বিশ্বাস করি তার জন্যে আমাদের কোন দোষ দেয়া যায় না।"

মস্তিষ্কের ভেতর থেকে পরিচিত অনেক ইমেজ বুদবুদের মতো বের হয়ে আসতে দেখা গেল পর্দায় : জ্যোর্তিবিদ্যার চার্ট, জিশুর পানির উপর দিয়ে হাটা; সায়েন্টোলজি ধর্মের প্রবর্তক এল. রন হুবার্ড; মিশরিয় দেবতা ওসিরিস; হিন্দুদের হাতিমুখো দেবতা গণেশ, এবং কুমারিমাতা মেরি কাঁদছে এরকম একটি মার্বেলের মূর্তি।

"একজন প্রোগ্রামার হিসেবে, আমি নিজেকে প্রশ্ন করি : কি ধরণের ফালতু অপারেটিং সিস্টেম এরকম অযৌক্তিক আউটপুট তৈরি করতে পারে? আমরা যদি মানব-মস্তিষ্কে অপারেটিং সিস্টেমটাকে ঠিকমতো পড়তে পারি তাহলে এরকম কিছুই দেখতে পাবো।"

মাথার উপরে ছয়টি বিশাল শব্দ উদ্ভাসিত হলো।

বিশৃঙ্খলা ঘৃণা করো।
শৃঙ্খলা তৈরি করো।

"এটা আমাদের মস্তিষ্কের রুট প্রোগ্রাম," বলল এডমন্ড। "আর সেজন্যেই মানুষের ঝোঁকও সেরকম হয়ে থাকে। বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে। শৃঙ্খলার পক্ষে।"

এবার প্রচণ্ড শব্দে ভুলভাল নোটে পিয়ানো বেজে উঠলো, যেন কোন বাচ্চা ছেলে পিয়ানোর কিবোর্ডে আন্দাজে টোকা মেরে যাচ্ছে। ল্যাংডন এবং তার আশেপাশে থাকা মানুষজন না চাইলেও অস্থির হয়ে উঠলো।

এই বেসুরো আওয়াজের মধ্যেই চিৎকার করে বলল এডমন্ড। "পিয়ানো যদি কেউ উল্টাপাল্টা বাজায় তাহলে তার শব্দ আমরা সহ্য করতে পারি না! কিন্তু ঐ একই নোটগুলো যদি আমরা সুন্দর করে সাজিয়ে বাজাই..."

বেসুরো পিয়ানোর সুর হঠাৎ করেই থেমে গেল, তার বদলে বেজে উঠলো ডিব্যাশির 'ক্লেয়ার দে লুন'-এর সুরেলা সঙ্গিত।

ল্যাংডন টের পেলো তার মাংসপেশি রিল্যাক্স হয়ে এসেছে। সেই সাথে এই ঘরে যে টেনশন তৈরি হয়েছিল সেটাও দূরীভূত হয়ে গেল নিমেষে।

"আমাদের মস্তিষ্ক এখন প্রশান্তি পাচ্ছে," এডমন্ড বলল। "একই নোটগুলো বাজছে, বাদ্যযন্ত্রটাও একই আছে। কিন্তু ডিব্যাশি সেগুলোকে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে সাজিয়েছেন। মানুষ এই একই প্রশান্তি লাভ করে জিগশ' পাজল মিলিয়ে, কিংবা দেয়ালে বাঁকা হয়ে ঝুলে থাকা পেইন্টিংয়ের ফ্রেমটা ঠিকঠাক করে দিয়ে। সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখার আমাদের এই প্রবণতা আমাদের ডিএন-এর মধ্যেই প্রোথিত করা আছে। সেজন্যে এতে মোটেও অবাক হবার কিছু নেই, মানুষের মস্তিষ্ক তার সেরা যে আবিষ্কারটি করেছে সেটা কম্পিউটার—এটা এমন এক মেশিন যা আমাদেরকে বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা তৈরি করতে সাহায্য করে। সত্যি বলতে কি, স্প্যানিশে কম্পিউটার শব্দটিকে বলে *অরদেনাদোর*—আক্ষরিক অর্থেই, 'যা কিনা *অর্ডার* ক্রিয়েট করে।' "

সুপার কম্পিউটারের বিশাল একটি ইমেজ দেখা গেল এবার, ওটার টার্মিনালে এক তরুণ বসে আছে।

"কল্পনা করুন, আপনার কাছে এমন একটি কম্পিউটার আছে যার রয়েছে এ বিশ্বের সব তথ্যে অ্যাকসিস করার ক্ষমতা। আপনি এই কম্পিউটারকে যেকোন প্রশ্নই করতে পারেন। সম্ভাব্যতার সূত্রমতে, আপনি সেই দুটো প্রশ্নের একটি করবেন যে দুটো মৌলিক প্রশ্ন মানুষের আত্মসচেতনতা তৈরি হবার পর থেকেই উদ্ভব হয়েছে।"

boighar.com

কম্পিউটার টার্মিনালে বসে থাকা তরুণ টাইপ করতে শুরু করলো। তার টাইপ করা লেখা ভেসে উঠলো আকাশে।

কোথা হতে এলাম আমরা?
কোথায় আমরা যাচ্ছি?

"সোজা ভাষা বলতে গেলে," এডমন্ড বলল, "আপনি আসলে আমাদের *অরিজিন* অর্থাৎ উৎস এবং নিয়তি সম্পর্কে জানতে চাইবেন। এই প্রশ্নদুটো যখন করবেন তখন কম্পিউটার আপনাকে এই জবাবটি দেবে।"

টার্মিনালটা ফ্ল্যাশ করে উঠলো :

অপর্যাপ্ত ডাটার কারণে যথাযথ জবাব দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

"নাহ্, কাজ হলো না," কিয়ার্শ বলল, "কিন্তু নিদেনপক্ষে যন্ত্রটা সতা দেখিয়েছে।"

এবার মানুষের মস্তিষ্কের একটি ছবি ভেসে উঠলো।

"কিন্তু আপনি যদি এই ছোট্ট বায়োলজিক্যাল কম্পিউটারকে জিজ্ঞেস করেন–কোত্থেকে এসেছি আমরা?–তাহলে অন্য কিছু ঘটবে।"

মস্তিষ্ক থেকে ধর্মিয় সব ছবি বিচ্ছুরিত হতে লাগলো এবার–ঈশ্বর তার সৃষ্ট আদমের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করছেন, প্রমিথিউস কাদা থেকে আদিম মানুষ নির্মাণ করছে, ব্রহ্মা তার নিজের শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন ধরণের মানুষ তৈরি করছে, এক আফ্রিকান দেবতা মেঘপুঞ্জ ভাগ করে দু দুটো মানবসন্তানকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনছে, এক নর্স দেবতা ভেসে আসা কাঠের খণ্ড থেকে নারী ও পুরুষ বানাচ্ছে।

"এখন আপনি জিজ্ঞেস করুন," এডমন্ড বলল, "আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

মস্তিষ্ক থেকে আরো কিছু ছবি বিচ্ছুরিত হতে লাগলো–পূতপবিত্র স্বর্গ, অগ্নিকুণ্ডের নরক, মিশরিয়দের বুক অব ডেথ-এর হায়ারোগ্লিফ, পাথরে খোদাই করা নাক্ষত্রিক বস্তু, গ্রিকদের ইলিশিয়ান ফিল্ডে কর্মতৎপরতা, *গিলগুল নেশামত*-এর কাব্বালিস্টিক বর্ণনা। বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্মের পুণর্জন্মের ডায়াগ্রাম দুটো, সামারল্যান্ডের ধর্মচক্র।"

"মানুষের মস্তিষ্কের কাছে," এডমন্ড ব্যাখ্যা করলো, "কোন জবাব না

দেয়ার চাইতে *যেকোন* জবাব দেয়াটাই শ্রেয়। 'অপর্যাপ্ত ডাটা'র মুখোমুখি হলেই আমরা যারপরনাই অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যাই, সেজন্যে আমাদের মস্তিষ্ক ডাটা 'তৈরি' করে নেয়—আমাদেরকে নিবেদন করে শৃঙ্খলার ইল্যুশন—অসংখ্য দর্শন, মিথলজি আর ধর্ম তৈরি করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করতে চায় যে, অদেখা জগতে অবশ্যই একটি শৃঙ্খলা এবং কাঠামো রয়েছে।"

ধর্মিয় ইমেজগুলো আবর্তিত হতে থাকলে এডমন্ডের কণ্ঠ আরো বেশি প্রবল হয়ে উঠলো।

"আমরা কোত্থেকে এসেছি? কোথায় যাচ্ছি? মানুষের এই মৌলিক দুটো প্রশ্ন আমাকে সব সময়ই মোহাচ্ছন্ন করে রাখতো। কয়েক বছর ধরে আমি স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিলাম এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করার জন্য। একটু থামলো এডমন্ড, তার কণ্ঠ আবারো মিয়মান হয়ে গেল। "ট্র্যাজিক ব্যাপার হলো, ধর্মিয় মতবাদগুলোর কারণে লক্ষ-কোটি মানুষ বিশ্বাস করে তারা এ দুটো প্রশ্নের জবাব এরইমধ্যে *জানে*। আর যেহেতু সব ধর্ম এই প্রশ্নগুলোর একই রকম জবাব দেয়নি, ফলে কার জবাবটা সত্যি, কার ঈশ্বরের গল্পটা 'একমাত্র সত্যি গল্প' সেটা নিয়ে লড়াই করে যাচ্ছে।"

পর্দায় এবার দেখা গেল গানফাইট, মর্টার শেলের বিস্ফোরণ—ধর্মযুদ্ধের সহিংস সব চিত্র। এরপরই ভেসে উঠলো শরণার্থিদের কান্না, বাস্তুচ্যুত মানুষ আর বেসামরিক লোকজনের মৃতদেহের ছবি।

"ধর্মের শুরু থেকে নাস্তিক, খৃস্টান, মুসলিম, ইহুদি, হিন্দু, বৌদ্ধ, সব ধর্মের বিশ্বাসি মানুষ অনন্তকালের এক ক্রশফায়ারের মধ্যে পড়ে গেছে। একমাত্র যে জিনিসটি আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখে সেটা হলো শান্তির প্রতি আমাদের সুগভীর আকাঙ্খা।"

যুদ্ধের ছবি পাল্টে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠলো রাতের নিরব তারাভরা আকাশ।

"কল্পনা করুন, আমরা যদি অলৌকিকভাবে জীবনের সবচাতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নদুটোর জবাব পেয়ে যাই তাহলে কী ঘটতে পারে...আমরা সবাই যদি হঠাৎ করে অভ্রান্ত সেই প্রমাণের দেখা পেয়ে যাই, বুঝতে পারি দু-হাত বাড়িয়ে একে গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই।"

একজন যাজকের ছবি দেখা গেল এবার, তিনি চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করছেন।

"আধ্যাত্মিক অন্বেষণই সব সময় ধর্মের চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন হয়ে আসছে, এজন্যে আমরা অন্ধভাবে এর শিক্ষাকে অনুসরণ করতে সাহস পাই, যদিও সেগুলো খুব কমই যৌক্তিক বলে মনে হয়।"

ধর্মবিশ্বাসিদের কিছু ইমেজ দেখা গেল এবার, সবার চোখ বন্ধ, গান গাইছে, মাথা নত করছে, মন্ত্র পড়ছে, প্রার্থনা করছে। অদৃশ্য, অবর্ণনীয় কিছুকে মেনে নিতে বলছে।

"কিন্তু ধর্মবিশ্বাস," ঘোষণার সুরে বলল এডমন্ড, "এর নিজস্ব সংজ্ঞার কারণেই, আপনার কাছ থেকে অন্ধ আনুগত্য দাবি করে; অদৃশ্য, অবর্ণনীয় কিছু দাবি করে। তাই বোধগম্য কারণেই, আমরা ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের বিশ্বাস স্থাপন করি কারণ *চিরন্তন* সত্য বলে কিছু নেই।" একটু থেমে আবার বলল সে, "যদিও..."

এবার একটা মাত্র ছবি ভেসে উঠলো। এক ছাত্রি চোখ প্রসারিত করে সাইক্রোস্কোপের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছে।

"বিজ্ঞান হলো ধর্মবিশ্বাসের পুরোপুরি বিপরীত জিনিস," কিয়ার্শ আবার বলতে লাগলো, "চরিত্রগত দিক থেকে বিজ্ঞান অজানা, অচেনা, কিংবা এখনও সংজ্ঞায়িত করা হয়নি এরকম কিছুর ভৌত প্রমাণ খুঁজে বেড়ায়। সেইসাথে প্রমাণের অভাবে বাতিল করে দেয় সব ধরণের কুসংস্কার আর মিসপারসেপশানকে। বিজ্ঞান যখন কোন প্রশ্নের জবাব দেয় সেটা হয় সার্বজনীন। মানুষ সেটা নিয়ে লড়াই করতে শুরু করে না। তারা এটাকে মেনে নেয়।"

পর্দায় এবার দেখা গেল নাসার ঐতিহাসিক ল্যাব, সিইআরএন (সার্ন), এবং অন্যসব জায়গার ছবি–যেখানে সব জাতের বিজ্ঞানীরা একত্রে কাজ করছে নতুন কোন তথ্য আবিষ্কার করার জন্য।

"বন্ধুরা," এডমন্ডের কণ্ঠ এখন ফিসফিসানিতে পরিণত হলো, "আমি আমার জীবনে অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছি। আজ রাতে আমি সেরকম আরো একটা ভবিষ্যদ্বাণী করবো।" আস্তে করে গভীর দম নিয়ে নিলা সে। "ধর্মের যুগ শেষ হতে যাচ্ছে," বলল সে, "বিজ্ঞানের যুগ সমাগত।"

পুরো ঘরে ফিসফাস শুরু হয়ে গেল।

"আজ রাতে মানবসভ্যতা সেই পথে বড়সর একটি উল্লম্ফন দিতে যাচ্ছে।"

কথাগুলো ল্যাংডনের ভেতরে অপ্রত্যাশিত এক ভয় ধরিয়ে দিলো। যে রহস্যময় আবিষ্কারের কথাই সে বলুক না কেন, স্পষ্টতই পৃথিবীর সব ধর্মের বিরুদ্ধে একটা বিরাট শো-ডাউন হয়ে উঠেছে এডমন্ডের এই মঞ্চটি।

অধ্যায় ১৮

কন্সপিরেসিনেট.কম

এডমন্ড কিয়ার্শ আপডেট

ধর্ম ছাড়া ভবিষ্যৎ?

বর্তমানে লাইভ স্ট্রিমে ত্রিশ লক্ষ দর্শকের অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেছে ফিউচারিস্ট এডমন্ড কিয়ার্শের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘোষনা দেবার এই অনুষ্ঠানটি। ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, তার এই আবিষ্কারটি মানব-সভ্যতার ইতিহাসের দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব নিহিত রয়েছে।

হারভার্ডের সিম্বলজিস্ট রবার্ট ল্যাংডনের রেকর্ড করা একটি চমকপ্রদ লেকচার প্রদর্শন করার পর এডমন্ড কিয়ার্শ ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনামূলক একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, 'ধর্মের যুগ শেষ হয়ে আসছে।' এখন পর্যন্ত আজ রাতে এই সুপরিচিত নাস্তিককে আগের তুলনায় একটু বেশি সংযত আর শ্রদ্ধাশীল হিসেবে দেখা গেছে। অতীতে কিয়ার্শের ধর্মবিরুদ্ধ বক্তব্যের সংগ্রহটি দেখতে চাইলে এখানে ক্লিক করুন।

boighar.com

অধ্যায় ১৯

ডোম-থিয়েটারের কাপড়ের দেয়ালের বাইরে অ্যাডমিরাল আভিলা অসংখ্য মাচাঙের মধ্যে সবার দৃষ্টির আড়ালে পজিশন নিয়ে নিলো। একটু নিচু হয়ে থাকার কারণে, সে তার ছায়াটা লুকিয়ে রাখতে পেরেছে, এখন অডিটোরিয়ামের সামনের দিকে স্কিনওয়ালের সাথে গা ঘেঁষে স্থির হয়ে আছে।

নীরবে-নিঃশব্দে সে তার পকেট থেকে রোসারির জপমালাটা বের করে আনলো।

টাইমিংটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

জপমালার স্ট্রিংটা হাতিয়ে ভারি ধাতব ক্রুশিফিক্সটা পেয়ে গেল সে। নিচে মেটাল ডিটেক্টরের সামনে থাকা গার্ডরা জিনিসটা দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখেনি। খুব সহজেই সেই বাধা পেরোনো সম্ভব হয়েছে।

ক্রুশিফিক্সের বেইজে লুকিয়ে রাখা আছে একটি রেজর ব্লেড, অ্যাডমিরাল আভিলা কাপড়ের দেয়ালটি ছয় ইঞ্চির মতো কেটে ফেলল ওটা দিয়ে। আস্তে করে সেই কাটা অংশটি ফাঁক করে উঁকি দিয়ে আরেকটি জগত দেখতে পেলো সে–ঘাসে ঢাকা একটি মাঠে কম্বল বিছিয়ে বসে আছে শত শত অতিথি, তাদের সবার দৃষ্টি উপরের দিকে।

তারা জানে না কী হতে যাচ্ছে।

গার্ডিয়া রিয়েলের দু-জন এজেন্টকে মাঠের বিপরীতে, অডিটোরিয়ামের ডানদিকের এক কোণে অবস্থান নিতে দেখে খুশি হলো সে। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে তারা, কিছু গাছপালার আড়ালে থাকায় খুব একটা চোখেও পড়ছে না। স্বল্প আলোয় আভিলাকে দেখা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। যখন দেখতে পাবে ততোক্ষণে বড্ড বেশি দেরি হয়ে যাবে।

এই দু-জন গার্ডের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে জাদুঘরের ডিরেক্টর অ্যাম্ব্রা ভিদাল, কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশন দেখে, মনে হচ্ছে সে একটু অস্বস্তি বোধ করছে।

নিজের অবস্থান নিয়ে খুশি আভিলা, কাপড়ের ফাঁকটা বন্ধ করে দিয়ে ক্রুশিফিক্সের দিকে মনোযোগ দিলো এবার। বেশিরভাগ ক্রুশের মতোই এটাতেও ছোট দুটো হাত আছে, কিন্তু এই ক্রুশটার হাতদুটো লম্বা দণ্ডটির

সাথে চুম্বকের সাহায্যে লাগানো। ফলে হাতদুটো খুলে ফেলা যায়।

একটা হাত ধরে শক্ত করে বাঁকিয়ে দিলো আভিলা, ছোট্ট টুকরোটা খুলে তার হাতে চলে এলো। অন্য হাতটিও একইভাবে খুলে ফেললে ক্রুশিফিক্সটা হাতবিহীন হয়ে পড়লো এবার–এখন কেবলই ভারি চেইনের সাথে আটকে থাকা একটি চৌকোনো ধাতব দণ্ড এটি।

জপমালার চেইনটা সে আবারো পকেটে রেখে দিলো। *একটু পরই এটা আমার দরকার পড়বে।* এবার সে ক্রুশের হাতদুটোর ভেতরে লুকিয়ে রাখা ক্ষুদ্র দুটো জিনিসের দিকে মনোযোগ দিলো।

দুটো শর্ট-রেঞ্জের বুলেট।

আভিলা পেছনে হাত দিয়ে তার বেল্টের নিচে লুকিয়ে রাখা ছোট্ট জিনিসটা বের করে আনলো। সুট জ্যাকেটের নিচে করে এটা এখানে নিয়ে এসেছে সে।

কয়েক বছর আগে এক আমেরিকান টিনেজার কোডি উইলসন 'দ্য লিবারেটর' নামের একটি জিনিস ডিজাইন করেছিল–পৃথিবীর প্রথম থ্রি-ডি প্রিন্টেড পলিমার পিস্তল–এরপর এই টেকনোলজিটা দ্রুত উন্নতি লাভ করেছে। নতুন সিরামিক এবং পলিমার অস্ত্র এখনও তেমন একটা শক্তিশালি হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু রেঞ্জের দিক থেকে পিছিয়ে থাকলেও এ কথা সত্যি, এগুলোকে আসলে মেটাল ডিটেক্টর ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে বয়ে নেবার জন্যই বানানো হয়ে থাকে।

আমাকে কেবল একটু কাছাকাছি যেতে হবে।

সবকিছু যদি পরিকল্পনামাফিক এগোয়, তাহলে তার বর্তমান অবস্থানটি একেবারে পারফেক্ট।

দ্য রিজেন্ট কিভাবে যেন আজকের এই অনুষ্ঠানের বিস্তারিত সবকিছু জেনে নিয়েছে। প্রেজেন্টেশনের লে-আউট এবং কোনটার পর কী হবে সবই রয়েছে তার মধ্যে...তাকে পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে, এই মিশনটা বাস্তবায়ন করতেই হবে। ফলাফল খুবই নৃশংস হবে, কিন্তু কিয়ার্শের আজকের এই ঈশ্বরবিরোধি বক্তব্য শোনার পর আভিলা এখন পুরোপুরি নিশ্চিত, তার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

আমাদের শত্রুরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, দ্য রিজেন্ট তাকে বলেছিল। *আমাদেরকে হয় মরতে হবে নয়তো মারতে হবে।*

*

boighar.com

অডিটোরিয়ামের ডানদিকের দেয়াল ঘেষে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাম্ব্রা ভিদাল আশা করছে, তাকে যেন দেখে মনে না হয় সে খুব অস্বস্তিতে রয়েছে।

এডমন্ড আমাকে বলেছিল এটা একটা বৈজ্ঞানিক প্রোগ্রাম।

এই আমেরিকান ফিউচারিস্ট ধর্মের ব্যাপারে নিজের বিদ্বেষের কথা কখনও লুকোছাপা করেনি। কিন্তু অ্যাম্ব্রা কখনও ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি আজকের প্রেজেন্টেশনটা এরকম সরাসরিভাবে ধর্মকে আঘাত করবে।

এডমন্ড আমাকে অনুষ্ঠানটি প্রিভিউও করতে দেয়নি।

জাদুঘরের বোর্ড মেম্বারদের মধ্যে এ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে, তবে এ মুহূর্তে অ্যাম্ব্রার দুশ্চিন্তা তার নিজেকে নিয়ে নয় মোটেও।

কয়েক সপ্তাহ আগে খুবই প্রভাবশালি একজন মানুষের কাছে আজকের এই অনুষ্ঠানে নিজের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছিল অ্যাম্ব্রা। ঐ ব্যক্তি তাকে বেশ তাগিদ দিয়ে বলেছিল এসবে যেন সে অংশগ্রহণ না করে। কোন অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একদম কিছু না জেনে অন্ধের মতো উপস্থাপনা করার যে বিপদ থাকতে পারে সে-ব্যাপারে তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল সে-বিশেষ করে অনুষ্ঠানটি যখন সর্বসাধারণের কাছে নাস্তিক হিসেবে পরিচিত এডমন্ড কিয়ার্শের।

তিনি আমাকে রীতিমতো হুকুম দিয়ে বলেছিলেন আমি যেন এটা ক্যান্সেল করে দেই, স্মরণ করলো সে। *কিন্তু তার অতিরিক্ত নীতিবাগিশ কথাবার্তা শুনে আমি আর আমলে নেইনি তার কথাটা।*

এখন তারাভরা এই আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে অ্যাম্ব্রা ভাবছে, ঐ লোকটা কি এখন দূরে কোথাও বসে কপালে হাত রেখে এই লাইভ অনুষ্ঠানটি দেখছে কিনা।

অবশ্যই দেখছে, মনে মনে বলল সে। *আসল প্রশ্নটা হলো : সে কিরকম প্রতিক্রিয়া দেখাবে?*

*

আলমুদেনা ক্যাথেড্রালের ভেতরে নিজের অফিস ডেস্কে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন বিশপ ভালদেসপিনো। তার চোখ আঠার মতো লেগে আছে ল্যাপটপের পর্দায়। তার মনে কোন সন্দেহ নেই, কাছেই অবস্থিত রাজপ্রাসাদের সবাই এই অনুষ্ঠানটি দেখছে, বিশেষ করে যুবরাজ হুলিয়ান-যে কিনা স্পেনের পরবর্তি রাজা হবার পথে আছেন।

যুবরাজ নির্ঘাত ক্ষুব্ধ হবেন।

আজ রাতে স্পেনের সবচাইতে নামকরা জাদুঘর বিখ্যাত এক আমেরিকান নাস্তিকের এমন একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করছে যেটাকে ধর্মিয় পণ্ডিতেরা এরইমধ্যে 'ব্লাসফেমাস, খৃস্টবিরোধি পাবলিসিটি স্টান্টবাজি' বলে অভিহিত করেছে। এই বিতর্কে আরো ঘি ঢেলেছে জাদুঘরের ডিরেক্টর, স্পেনের সাম্প্রতিক সময়ের সবচাইতে দৃশ্যমান সেলিব্রেটি, সুন্দরি অ্যাম্ব্রা ভিদাল–মহিলা এরকম একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপন করে তার ক্যারিয়ারকে শুধু হুমকির মুখেই ফেলেনি, ঈশ্বর নিন্দার মতো কঠিন পাপেরও ভাগিদার হয়েছে।

স্পেনের সার্বভৌম ক্যাথলিক ফিগার হিসেবে তার আসন্ন ভূমিকা আজকের এই অনুষ্ঠানের পর খুব সামান্যই চ্যালেঞ্জের শিকার হবে। কিন্তু বড় দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, গত মাসেই যুবরাজ হুলিয়ান আহ্লাদিত হয়ে এমন একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তার ফলে এই অ্যাম্ব্রা ভিদাল স্পটলাইটে চলে আসে।

তিনি তাদের বিয়ের এনগেজমেন্টের ঘোষণা দিয়েছেন।

অধ্যায় ২০

আজকের অনুষ্ঠানটি যেদিকে যাচ্ছে তাতে করে অস্বস্তি বোধ করছে রবার্ট ল্যাংডন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনটি বিপজ্জনকভাবেই প্রকাশ্যে ধর্মবিরোধিতার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। ল্যাংডন অবাক হয়ে ভাবলো, এডমন্ড কি কোনভাবে ভুলে গেছে কিনা, সে কেবলমাত্র এই ঘরে থাকা একদল এগনোস্টিক বিজ্ঞানীর সামনেই এসব বলছে না, বরং তার কথা শুনছে এ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ।

তার এই প্রেজেন্টেশন নির্ঘাত বিতর্কের আগুন ছড়িয়ে দেবে।

এই অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি নিয়েও চিন্তায় পড়ে গেছে ল্যাংডন, যদিও তার লেকচারের ভিডিওটা প্রর্দশন করে এডমন্ড তাকে এক ধরণের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে, কিন্তু এটাও সত্যি, অজান্তেই সে অতীতের ধর্মিয় বিতর্কগুলোর দিকে আঙুল তুলে দিয়েছে...এমন কাজ আর কখনও করবে না বলে মনে মনে প্রতীজ্ঞা করলো প্রফেসর।

কিয়ার্শ আগে থেকে প্রস্তুত করে রাখা অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ব্যবহার করে ধর্মের উপরে আঘাত হেনেছে। ল্যাংডন এখন নতুন করে ভাবতে শুরু করলো বিশপ ভালদেসপিনোর ভয়েসমেইলে দেয়া হুমকির কথাটা আমলে না নেয়ার ব্যাপারটি। এডমন্ডকে সে আশ্বস্ত করে বলেছিল, এ নিয়ে ভয় পাবার কিছু নেই।

এডমন্ডের কণ্ঠটা আবারো শোনা গেল ঘরে। মাথার উপরে থাকা দৃশ্যটি এবার বদলে গিয়ে এ বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মের সিম্বলে ভরে উঠলো। "আমি স্বীকার করছি, আজকের এই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমার মনেও কিছুটা দ্বিধা ছিল। বিশেষ করে ধার্মিকেরা এটা কিভাবে গ্রহণ করবে তা নিয়ে আমি চিন্তিত ছিলাম।" একটু থামলো সে। "এ কারণে তিনদিন আগে আমি আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বাইরে গিয়ে একটা কাজ করেছি। ধর্মিয় দৃষ্টিকোণকে সম্মান দেখানো এবং বিভিন্ন ধর্মের লোকজনদের উপরে এই আবিষ্কারটি কী রকম প্রভাব ফেলবে সেটা জানার জন্য আমি গোপনে ইসলাম, খৃস্টান আর ইহুদি ধর্মের তিনজন ধর্মবেত্তার সাথে এ নিয়ে গোপনে আলোচনা করি। তাদেরকে আমার আবিষ্কারটি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত করেছি।"

পুরো ঘরে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল।

"আমি যেমনটা প্রত্যাশা করেছিলাম, তিনজনের সবাই যারপরনাই অবাক হয়েছিলেন, তারচেয়েও বেশি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন তারা। এমনকি রেগেও গেছিলেন আমার আবিষ্কারের সবটা দেখেশুনে। তাদের প্রতিক্রিয়া নেতিবাচক হলেও আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে সময় দেবার জন্য। আরো বলি, তাদের সম্মানে আমি তাদের নাম প্রকাশ করবো না। তবে আজ আমি তাদেরকে সরাসরি বলবো এবং ধন্যবাদ দেবো আমার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তারা কোন রকম ইন্টারফেয়ার করেননি বলে।"

একটু থামলো সে। "ঈশ্বর জানেন, তারা এটা ইচ্ছে করলেই করতে পারতেন।"

এডমন্ডের কথা শুনতে শুনতে ল্যাংডন অবাক হয়ে ভাবলো, সে কতোটা কুশলতার সাথে সূক্ষ্মভাবে নিজের বেইজটাকে কাভার করছে। এডমন্ড কিয়ার্শ যে ধর্মিয়নেতাদের সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেটা প্রমাণ করবে সবার কাছে, সে কতোটা খোলামনের অধিকারি, বিরুদ্ধমতের প্রতি কতোটা শ্রদ্ধাশীল–সাধারণত এসব গুণাবলির জন্য এই ফিউচারিস্ট পরিচিত নয়। ল্যাংডন এখন সন্দেহ করছে, মন্তসেরাতের ঐ মিটিংটা সম্ভবত অংশত তার রিসার্চ মিশন ছিল, কিংবা পাবলিক রিলেশন্সের কোন কৌশল।

খুব সহজে পার পেয়ে যাবার একটি কৌশল, ভাবলো সে।

"ঐতিহাসিকভাবে," এডমন্ড বলতে লাগলো, "অতি উৎসাহি ধার্মিকেরা সব সময়ই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করার অপচেষ্টা করে গেছে। তাই আজ আমি সমগ্র বিশ্বের ধর্মিয় নেতাদের আহ্বান করবো, তারা যেন প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগে বোঝার চেষ্টা করে আমি কী বলতে চাচ্ছি। দয়া করে রক্তাক্ত আর হিংস্র ইতিহাসের পুণরাবৃত্তি করবেন না আপনারা। অতীতের মতো আর কোন ভুলও করবেন না।"

এবার ভেসে উঠলো পুরনো একটি দেয়ালঘেরা শহরের ড্রইং–মরুর পাশে এক নদীর তীরে নিখুঁত বৃত্তাকারের একটি মেট্রোপলিস।

ল্যাংডন দেখেই চিনতে পারলো, এটা এক সময়কার প্রাচীন বাগদাদের ছবি।

"অষ্টাদশ শতকে," এডমন্ড বলল, "বাগদাদ শহরটি শিক্ষা-দীক্ষায় এ বিশ্বের সবচাইতে সমৃদ্ধ শহর ছিল। এদের লাইব্রেরি আর বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরণের দর্শন আর বৈজ্ঞানিক মতবাদকে স্বাগত জানানো হতো। প্রায় পাঁচশত বছর ধরে এই শহরটি যে পরিমাণে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উপহার দিয়েছে

boighar.com

পৃথিবীকে সেটার কোন তুলনা নেই। আমাদের আধুনিক সংস্কৃতিতে এর প্রভাব এখনও রয়ে গেছে।”

মাথার উপরে ভেসে উঠলো কিছু তারকার নাম : *ভেগা, বেতেলগিউস, রিগেল, আলজেব্রা, দেনেব, আকরাব, কিতালফা।*

“এই নামগুলোর সবই এসেছে আরবি থেকে,” বলল এডমন্ড। “আজকের দিনে আকাশের দুই তৃতীয়াংশ তারকার নাম এসেছে এই ভাষা থেকে, এর কারণ এসব তারকা আরববিশ্বের জ্যোতির্বিদরাই আবিষ্কার করেছিলেন।”

আকাশে একের পর এক তারা আর আরবি নাম ভেসে উঠতে শুরু করলো। নামগুলো আবার মিঁইয়েও গেল কিছুক্ষণ পর। ফাকা হয়ে গেল পুরো আকাশ।

“আমরা যদি তারাগুলো গুণতে চাই...”

জ্বলজ্বলে তারার পাশাপাশি রোমান সংখ্যাগুলো ভেসে উঠলো এবার।

I, II, III, IV, V ...

এই সংখ্যাগুলোও হুট করে উধাও হয়ে গেল আকাশ থেকে।

“কিন্তু আমরা তো রোমান সংখ্যা ব্যবহার করি না,” এডমন্ড বলল। “আমরা ব্যবহার করি আরবি সংখ্যা–যাকে আমরা সবাই *অ্যারাবিক নিউমেরালস* বলে চিনি।”

আবারো কিছু সংখ্যা ভেসে উঠলো, এবার সেগুলো আরবি সংখ্যা পদ্ধতির। *1, 2, 3, 4, 5...*

“আপনারা হয়তো এইসব ইসলামিক আবিষ্কারগুলো চিনতে পারবেন,” বলল এডমন্ড। “সেগুলোর বেলায় আমরা এখনও আরবি নাম ব্যবহার করি।”

অ্যালজেব্রা শব্দটি আকাশে দেখা গেল। তর চারপাশে মাল্টিভেরিয়েবল ইকুয়েশনগুলো। এরপর ভেসে উঠলো অসংখ্য ফর্মুলার সারির সাথে অ্যালগোরিদম শব্দটি। এরপর আজিমুথ শব্দটি, তার সাথে পৃথিবীর দিগন্তে একটি অ্যাঞ্জেল দাঁড়িয়ে আছে এরকম একটি ডায়াগ্রাম। এরপর দ্রুত ভেসে উঠলো কিছু শব্দ : নাদির, জেনিথ, অ্যালকেমি, কেমিস্ট্রি, সাইফার, এলিক্সির, অ্যালকোহল, অ্যালকেলাইন, জিরো...

আরবি শব্দগুলো একে একে ভেসে ওঠার সময় ল্যাংডন ভাবলো, নিয়তির কী নির্মম পরিহাস, বেশিরভাগ আমেরিকানই বাগদাদের কথা উঠলে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবিদ্ধস্ত একটি শহরের কথাই ভাবে। সংবাদে তারা সেরকমটিই দেখে আসছে সাম্প্রতিক সময়ে। কিন্তু তারা কখনও জানতে পারেনি এক সময় এই শহরটি ছিল এ বিশ্বের বিজ্ঞান প্রসারের কেন্দ্রবিন্দু।

“এগারো শতকের মধ্যেই,” এডমন্ড বলল, “পৃথিবীর সব মহান আবিষ্কার এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠলো বাগদাদ। তারপর বলতে গেলে রাতারাতি বদলে গেল পুরো দৃশ্যপট। হামিদ আল-গাজ্জালি নামের এক মেধাবি পণ্ডিত–যাকে এখন মুসলিম বিশ্বে সবচাইতে প্রভাবশালি মানুষদের একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয়–ধারাবহিকভাবে কিছু লেখা লিখতে শুরু করলেন মানুষকে বোঝানোর উদ্দেশ্যে। তিনি প্রশ্ন তুললেন প্লেটো এবং এরিস্টটলের ব্যাপারে, গণিতকে অভিহিত করলেন ‘শয়তানের দর্শন’ হিসেবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ঘটে গেল অনেকগুলো ঘটনা, যা কিনা বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাকে হেয় প্রতিপন্ন করলো। বাধ্যতামূলক করা হলো ধর্মতত্ত্বের অধ্যয়নকে, প্রকারান্তরে সমগ্র ইসলামিক দুনিয়ায় বৈজ্ঞানিক আন্দোলনে নামলো বিরাট ধ্বস।”

ইসলাম ধর্মের লেখাগুলো সরে গেল, সে-জায়গায় ভেসে উঠলো কিছু বৈজ্ঞানিক শব্দ।

“ধর্মবিশ্বাস ঝেটিয়ে বিদায় করলো অনুসন্ধানকে। আজকের দিন পর্যন্ত ইসলামিক বিশ্ব তাদের এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারেনি।” একটু থামলো এডমন্ড। “অবশ্য খৃস্ট্রিয় বিজ্ঞানের দুনিয়াটাও এরচেয়ে ভালো অবস্থানে ছিল না।”

কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও আর ব্রুনো জিয়োর্দানোর প্রতিকৃতি ভেসে উঠলো পর্দায়।

“চার্চ সিস্টেমেটিক্যালি ইতিহাসের সবচাইতে মেধাবি কিছু বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছে, জেলে পুরেছে, প্রকাশ্যে নিন্দা করেছে। ফলে পৃথিবীর উন্নতি পিছিয়ে পড়েছে কমপক্ষে একশ’ বছর। আমাদের সৌভাগ্য, বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানের সুবিধাগুলো ভালোমতো অনুধাবন করতে পেরে চার্চ তার আক্রমণ একটু বদলে ফেলেছে...দীর্ঘশ্বাস ফেলল এডমন্ড। “ফেলেছে কি?”

ক্রুশিফিক্স আর সাপ সংম্বলিত একটি গ্লোবের লোগো ভেসে উঠলো, সেই সাথে কিছু লেখা :

বিজ্ঞান এবং প্রাণ সংক্রান্ত মাদ্রিদ ঘোষণা

“এই স্পেনে, সাম্প্রতিক সময়ে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব দি ক্যাথলিক মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলেছে, ‘বিজ্ঞান আত্মার খরায় ভুগছে’, সেজন্যে এটার লাগাম টেনে ধরা উচিত চার্চের।”

গ্লোবের লোগোটা বদলে গেল অন্য একটা বৃত্তে–বিশাল একটি পার্টিকেল এক্সেলেরেটর-এর নক্সা।

"এটা হলো টেক্সাসের সুপারকন্ডাটিং সুপার কলাইডর–বর্তমানে এটাই পৃথিবীর সবচাইতে বড় পার্টিকেল কলাইডর–সৃষ্টির শুরুর মুহূর্তটা আবিষ্কার করার সম্ভাবনা নিয়ে এটা কাজ করার কথা। পরিহাসের বিষয় হলো, এই মেশিনটা স্থাপন করা হয়েছে আমেরিকার 'বাইবেল বেল্ট' হিসেবে পরিচিত অঞ্চলের একেবারে কেন্দ্রে।"

টেক্সাসের মরুভূমিতে বিশাল এলাকা নিয়ে বৃত্তাকারের একটি স্থাপনার ছবি দেখা গেল এবার। স্থাপনাটি পুরোপুরো নির্মিত হয়নি। দেখেই মনে হয়, নির্মাণের মাঝপথে ওটা পরিত্যাক্ত করা হয়েছে।

"আমেরিকান এই সুপার কলাইডর থেকে আমরা পেতে পারতাম মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় কোন আবিষ্কার। এমনকিছু, যা আমাদের চিন্তাভাবনাকে আমূল পাল্টে দিতো। কিন্তু এই প্রজেক্টটা ব্যয়সাপেক্ষ এবং রাজনৈতিক চাপের দোহাই দিয়ে বাতিল করা হয়েছে। এই রাজনৈতিক চাপ এসেছে চমকে যাবার মতো কিছু জায়গা থেকে।"

এক তরুণ টেলিভেঞ্জেলিস্টের ভিডিও ক্লিপ দেখা গেল, হাতে একটা বেস্টসেলিং বই *দ্য গড পার্টিকেল* ধরে আছে, বিক্ষুব্ধ হয়ে সেটা নাড়িয়ে নাড়িয়ে চিৎকার করে সে বলছে, 'আমাদের উচিত ঈশ্বরকে আমাদের হৃদয়ে মাঝে খোঁজা! কোন পরমাণুর ভেতরে নয়! বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে এরকম উদ্ভট আর অর্থহীন এক্সপেরিমেন্ট টেক্সাস রাজ্যকে বিব্রত করছে, একই সাথে এটা ঈশ্বরকেও অপমান করার শামিল।'

এডমন্ডের কণ্ঠটা আবার ফিরে এলো। "আমি যেসব কনফ্লিক্টের কথা বললাম–সেগুলো মূলতঃ চলমান যুদ্ধের কিছু খণ্ডচিত্র।"

এবার দেখা গেল আধুনিক সমাজের কিছু হিংসাত্মক ছবি–জেনিটিক্স রিসার্চ ল্যাবের সামনে পিকেটাররা জড়ো হয়েছে, ট্রান্সহিউম্যানিজম কনফারেন্সের বাইরে এক যাজক নিজের শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, ইভাঞ্জেলিক্যালরা একহাতে বুক অব জেনেসিস ধরে আছে, তাদের অন্যহাত মুষ্টিবদ্ধ, জিশুর মাছ ডারইউনের মাছকে খেয়ে ফেলছে, কিছু ধর্মিয় বিলবোর্ড, যেখানে স্টেমসেল রিসার্চের নিন্দা করা হয়েছে, সমকামি অধিকার, গর্ভপাত, এরকম আরো কিছু বিষয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ প্রচারণার ছবি।

অন্ধকারে শুয়ে আছে ল্যাংডন, তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে। রীতিমতো হাতুড়ি পেটা চলছে এখন। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো নিচের

ঘাসগুলো যেন কাঁপছে, মাটির নিচ দিয়ে কোন ট্রেন চলে গেলে যেমনটা হয় ঠিক তেমনি। এরপর ভাইব্রেশনটা আরো বেড়ে গেল, বুঝতে পারলো মাটিটা আসলেই কাঁপছে। সশব্দে কেঁপে উঠছে পুরো ডোমটা।

গর্জনটা যে উত্তাল নদীর শব্দ সেটা বুঝতে পারলো ল্যাংডন। বিশাল শক্তিশালি স্পিকার এই টার্ফের নিচে বসানো আছে, সেখান থেকেই আসছে আওয়াজটা। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে, মনে হচ্ছে উত্তাল কোন নদীর মাঝখানে বসে আসে সে, ভেজা বাতাস ছুঁয়ে যাচ্ছে তার চোখেমুখে।

"আপনারা কি শব্দটা শুনতে পাচ্ছেন?" গর্জনের মধ্যেও শোনা গেল এডমন্ডের কণ্ঠ। "এটা হলো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উত্তাল নদীর শব্দ!"

পানির গর্জন আরো বেড়ে গেল এবার, ল্যাংডন নিজের গালে কুয়াশার আদ্রতা টের পেলো।

"আগুন আবিষ্কারের পর থেকে," এডমন্ড চিৎকার করে বলল, "এই নদী ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছে। প্রতিটি আবিষ্কার পরবর্তি নতুন আবিষ্কারের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। আর প্রতিবারই এই নদীতে যোগ হয় একফোঁটা পানি। আজ আমরা সুনামির মাথার উপরে চড়ে বসবো। এটা এমন এক মহাপ্লাবন যা কিনা সামনের দিকে ধেয়ে যাবে প্রবল শক্তিতে। একে থামানোর কোন উপায় নেই!"

পুরো ঘরটা আরো বেশি করে কাঁপতে শুরু করলো এখন।

"আমরা কোত্থেকে এসেছি!" চিৎকার করে বলল এডমন্ড। *"কোথায় যাচ্ছি আমরা!* প্রশ্নদুটোর জবাব খুঁজে বের করাই আমাদের নিয়তি! এই মিলেনিয়াতে এসে আমাদের অন্বেষণের পদ্ধতি অনেক অনেক উন্নতি লাভ করেছে!"

পুরো ঘরে আদ্র বাতাস বয়ে যেতে লাগলো এবার, নদীর গর্জনটা কানফাটা শব্দে বিদীর্ণ করলো চারপাশ।

"এটা বিবেচনা করে দেখুন!" ঘোষণা দেবার সুরে বলল এডমন্ড। "আগুন আবিষ্কারের পর প্রায় এক মিলিয়ন বছর লেগে গেছিল চাকা আবিষ্কার করতে। এরপর মাত্র কয়েক হাজার বছর পরই আবিষ্কৃত হয় প্রিন্টিং প্রেস। তারপর মাত্র একশ বছর লাগে টেলিস্কোপ আবিষ্কার করতে। পরবর্তি একশ বছরে অতি অল্প সময়ে আমরা পেয়েছি বাষ্পিয় ইঞ্জিন, গ্যাসে চলা অটোমোবাইল, মহাশূণ্যযান! তারপর, মাত্র দুই দশকে আমরা আমাদের নিজেদের ডিএনএ মোডিফাই করার মতো অবস্থায় চলে এসেছি!

"আমরা এখন বিজ্ঞানের উন্নতি বছরে নয়, হিসেব করি মাসে মাসে," কিয়ার্শ জোরে বলল, "অগ্রগতি হচ্ছে অভাবনীয় দ্রুততার সাথে। খুব বেশি দিন লাগবে না, যখন আজকের সুপার কম্পিউটারকে মনে হবে অ্যাবাকাসের মতো কিছু। বর্তমান কালের সবচাইতে অগ্রসর সার্জিক্যাল পদ্ধতিকেও তখন বর্বর

boighar.com

বলে মনে হবে; আজকের দিনে আমাদের সমৃদ্ধ এনার্জি সোর্সকে তখন মনে হবে মোমাবাতির মতো জিনিস!"

উত্তাল নদীর গর্জন আর এডমন্ডের কণ্ঠ একই সাথে চলছে অন্ধকার ঘরে।

"প্রাচীন গ্রিক পুরনো সভ্যতা স্টাডি করার জন্য শত বছর পেছনে ফিরে তাকাতো, কিন্তু আমরা মাত্র এক জেনারেশন পেছনে তাকালেই দেখতে পাবো বর্তমান কালে আমাদের যে টেকনোলজি সেটা তারা ব্যবহার করেনি। মানবসভ্যতার উন্নতি হচ্ছে অসামান্য গতিতে। 'প্রাচীন' এবং 'আধুনিক'-এর মধ্যে যে ফারাকটা আছ সেটা ক্রমশ কমতে কমতে প্রায় বিলীন হবার পথে। এ কারণেই, আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি, পরবর্তি কয়েক বছরে আৎকে ওঠার মতো উন্নতি করবে মানবসভ্যতা। নিয়ন্ত্রনহীন গতিতে এবং পুরোপুরি অচিন্তনীয়ভাবে!"

হুট করেই নদীর গর্জন থেমে গেল।

আকাশে আবারো দেখা গেল অসংখ্য তারা। ফিরে এলো মৃদুমন্দ বাতাস, ঝিঁঝিঁপোকার ডাক।

পুরো ঘরের সব অতিথি, মনে হলো একইসাথে হাফ ছাড়লো।

এই নীরবতার মধ্যে এডমন্ডের কণ্ঠটা ফিরে এলেও সেটা ফিসফিসানির মতোই শোনালো।

"বন্ধুরা," নরম করে বলল সে। "আমি জানি আপনারা এখানে এসেছেন আমার একটি আবিষ্কারের কথা শোনার জন্য। বিশাল বড় ভূমিকা শোনার জন্য আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আসুন, এবার আমরা অতীতের চিন্তাভাবনার শেকল থেকে বের হয়ে আসি। সময় এসেছে আবিষ্কারটির থৃল শেয়ার করার।"

এ কথার সাথে সাথে হালকা কুয়াশা চারপাশ থেকে গড়িয়ে আসতে লাগলো, আকাশে দেখা গেল ভোরের আবহ।

হঠাৎ করে একটা শক্তিশালি স্পটলাইট জ্বলে উঠলো, আর সেটা দুলতে দুলতে চলে গেল হলের পেছনে। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সব অতিথিই উঠে বসলো। তারা আশা করছে কুয়াশা ভেদ করে তাদের আমন্ত্রণদাতা হাজির হবে এখন। কয়েক সেকেন্ড পর স্পটলাইটটা গিয়ে পড়লো ঘরের সামনের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে দর্শক-শ্রোতাও সেদিকে তাকালো।

ওখানে, স্পটলাইটের নিচে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে এডমন্ড কিয়ার্শ। তার হাতদুটো পোডিয়ামের উপরে রাখা। কয়েক সেকেন্ড আগেও সেখানে কেউ ছিল না। "গুড ইভনিং বন্ধুরা," কুয়াশা সরে যেতেই আন্তরিক কণ্ঠে বলল সে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সমস্ত লোকজন দাঁড়িয়ে পড়লো তাদের আমন্ত্রণদাতাকে স্ট্যান্ডিং ওভেশন দেবার জন্য। ল্যাংডনও তাদের সাথে যোগ দিলো, নিজের হাসিটা আটকে রাখতে সক্ষম হলো না সে।

ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলা হলেও, এ পর্যন্ত আজ রাতে এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনটা অসাধারণ ছিল-সাহসি এবং অপ্রতিরোধ্য-ঠিক তার মতোই। এবার ল্যাংডন বুঝতে পারলো, কেন এ বিশ্বের ক্রমবর্ধমান মুক্তচিন্তার মানুষজন এডমন্ডকে এতটা শ্রদ্ধা করে।

অন্য কিছু বাদ দিলেও, *সে এমন কথা বলে যেটা খুব কম মানুষই বলার সাহস রাখে।* এডমন্ডের ছবিটা যখন মাথার উপরে থাকা পর্দায় দেখতে পেলো ল্যাংডন তখন আগের চেয়েও অনেক কম ফ্যাকাশে দেখতে পেলো তাকে। তারপরও, সাবেক ছাত্রের মুখে ক্লান্তির ছাপটা ধরতে পারলো সিম্বলজির প্রফেসর।

হাততালির কারণে ল্যাংডন টের পেলো না তার বুকপকেটে থাকা ফোনটা ভাইব্রেট করছে। টের পেতেই ফোনটা হাতে নিতে গেল সে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো ওটা অফ করে রাখা আছে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ভাইব্রেশনটা তার পকেটে থাকা অন্য একটা জিনিস থেকে হচ্ছে-বোন কনডাক্টর হেডসেট-ওটা দিয়ে এখন উইনস্টন তার সাথে কথা বলতে চাইছে নিশ্চয়।

আর সময় পেলো না!

জ্যাকেটের পকেট থেকে ওটা বের করে মাথায় পরে নিতেই উইনস্টনের কণ্ঠটা শুনতে পেলো।

"-সর ল্যাংডন? আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? ফোনগুলো সব ডিজেবল করা। আপনিই এখন আমার একমাত্র কন্ট্যাক্ট। প্রফেসর ল্যাংডন?!"

"হ্যা-উইনস্টন, আমি শুনতে পাচ্ছি," করতালির শব্দের মধ্যেই জবাব দিলো ল্যাংডন।

"আহ, বাঁচা গেল।" বলল উইনস্টন। "খুব মন দিয়ে শুনুন। আমাদের সিরিয়াস একটা সমস্যা হয়ে গেছে।"

অধ্যায় ২১

বিশ্বমঞ্চে অসংখ্য সাফল্যের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এডমন্ড কিয়ার্শ খুব কম সময়ই পরিপূর্ণ তৃপ্তি পেয়েছে। এ মুহূর্তে পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে যে উচ্ছ্বসিত করতালি আর ওভেশন পাচ্ছে সেটা অতুলনীয়। পৃথিবীকে বদলে দেবার যে রোমাঞ্চ সেটা এখন পুরোপুরি উপভোগ করছে সে।

বসে পড়ুন, বন্ধুরা, তার বলতে ইচ্ছে করছে। *এখনও আসল কথা বলাই হয়নি।*

কুয়াশা কেটে গেলে উপরের দিকে তাকানো থেকে নিজেকে বিরত রাখলো এডমন্ড। সে ভালো করেই জানে, তার মুখের ক্লোজআপ ছবি এখন সম্প্রচারিত করা হচ্ছে বিশ্বব্যাপি। লক্ষকোটি দর্শক সেটা দেখছে।

এটা বৈশ্বিক একটি মুহূর্ত, গর্বের সাথেই ভাবলো সে। *এটা সীমানা, শ্রেণি আর বিশ্বাস, সবকিছুকে ছাপিয়ে যাবে।*

বামদিকে ফিরে অ্যাম্ব্রা ভিদালকে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য নড করবে বলে তাকালো সে, এককোণে দাঁড়িয়ে সে এই অনুষ্ঠানটি দেখছে। আজকের এই অনুষ্ঠানটির পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে মেয়েটা। কিন্তু অবাক হয়ে সে দেখ পেলো মেয়েটা তাকিয়ে আছে দর্শকদের দিকে, তার অভিব্যক্তিতে দুশ্চিন্তার ছাপ।

*

কিছু একটা সমস্যা হয়েছে, উইংসে দাঁড়িয়ে থেকে অ্যাম্ব্রা ভাবলো।

ঘরের মাঝখানে লম্বা, অভিজাত পোশাক পরা এক লোক মানুষজন *ঠেলেঠুলে* হাত নাড়তে নাড়তে অ্যাম্ব্রার দিকে আসছে।

এটা তো রবার্ট ল্যাংডন, আমেরিকান প্রফেসরকে দেখে চিনতে পারলো সে। একটু আগে কিয়ার্শের ভিডিও'তে তাকে দেখেছে।

খুব দ্রুত ছুটে আসছে ল্যাংডন, অ্যাম্ব্রার দু-জন দেরক্ষি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখালো। সামনে এগিয়ে এসে পথরোধ করতে চাইলো তার।

সে চায়টা কী?! ল্যাংডনের চোখেমুখে আতঙ্ক দেখতে পাচ্ছে অ্যাম্ব্রা।

পোডিয়ামের দিতে তাকালো সে, এডমন্ড এটা লক্ষ্য করেছে কিনা দেখতে

চাইলো, কিন্তু এডমন্ড কিয়ার্শ দর্শকদের দিকে চেয়ে নেই, অদ্ভুতচোখে সে তাকিয়ে আছে তারই দিকে!

এডমন্ড! কিছু একটা হয়েছে!

সঙ্গে সঙ্গে ডোমের ভেতরে কানফাটা একটি শব্দ প্রতিধ্বনি তুলতেই এডমন্ডের মাথাটা প্রবলভাবে পেছনের দিকে ঝাঁকি খেয়ে গেল। সুতীব্র ভীতির সাথেই অ্যাম্ব্রা দেখতে পেলো এডমন্ডের কপালে ছোট্ট একটা লালবিন্দু ফুটে উঠেছে। তার চোখদুটো উল্টে গেল এবার, তারপরও পোডিয়ামটা শক্ত করে ধরে রেখেছে সে। একটুখানি কেঁপে উঠলো তার সারা শরীর। তার চোখেমুখে ভড়কে যাবার চিহ্ন সুস্পষ্ট। কী হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছে না। তারপরই কাটাগাছের মতো এক পাশে হুরমুরিয়ে পড়ে গেল। আর্টিফিশিয়াল টার্ফে তার রক্তমাখা মাথাটা বাড়ি খেলো প্রচণ্ড জোরে।

অ্যাম্ব্রা পুরোপুরি বুঝে ওঠার আগেই পের পেলো এক গার্ডিয়া এজেন্ট তাকে জাপটে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে।

সময় যেন থমকে দাঁড়ালো কয়েক মুহূর্তের জন্য।

তারপরই...হট্টগোল।

প্রজেক্টরে দেখা এডমন্ডের রক্তাক্ত দেহটা তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি করলো অতিথিদের মধ্যে। গুলির হাত থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে হলের পেছন দিকে যাবার জন্য ছুটতে শুরু করে দিলো সবাই।

চারপাশে এমন হট্টগোলের মধ্যে রবার্ট ল্যাংডন টের পেলো আতঙ্কে সে প্যারালাইজড হয়ে গেছে। খুব বেশি দূরে নয়, তার বন্ধু মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, এখনও তার দৃষ্টি অডিয়েন্সের দিকেই নিবদ্ধ। বুলেট তার কপালে লালরঙের ছোট্ট একটি বিন্দু সৃষ্টি করেছে। নির্মম ব্যাপার হলো, এডমন্ডের নিষ্প্রাণ দেহটা আলোকিত হয়ে আছে স্পটলাইটের কারণে। ক্যামেরাম্যান ছাড়া টিভি ক্যামেরাটা এখনও তার দিকেই ফোকাস করা। বোঝাই যাচ্ছে, পুরো দৃশ্যটা লাইভ সম্প্রচারে দেখছে সারা বিশ্ব।

অনেকটা স্বপ্নের ঘোরে হাটার মতোই, ল্যাংডন ছুটে গেল টিভি ক্যামেরাটার কাছে, ওটা ধরে আকাশের দিকে তাক করে দিলো সে। ছুটে পালাতে থাকা অতিথিদের মধ্য দিয়েই পোডিয়ামের দিকে তাকালো এবার। ভালো করেই জানে, তার সাবেক ছাত্র-বন্ধু এডমন্ড আর বেঁচে নেই।

হায় ঈশ্বর...আমি তোমাকে সতর্ক করে দেবার চেষ্টা করেছিলাম, এডমন্ড। কিন্তু উইনস্টনের ওয়ার্নিংটা বড্ড দেরিতে পেয়েছি।

এডমন্ডের মৃতদেহ থেকে একটু দূরেই, ল্যাংডন দেখতে পেলো এক

boighar.com

গার্ডিয়া এজেন্ট উপুড় হয়ে অ্যাম্ব্রা ভিদালকে প্রটেকশান দেবার জন্য মেঝের সাথে চেপে ধরে রেখেছে। ল্যাংডন দ্রুত তার দিকে ছুটে যেতেই ঐ এজেন্ট সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখালো। চোখের নিমেষে ছুটে এসে নিজের শরীরটা দিয়ে ধাক্কা মেরে বসলো তাকে।

গার্ডের কাঁধটা ল্যাংডনের বুকে এসে লাগতেই তার ফুঁসফুঁসের সমস্ত বাতাস যেন এক লহমায় বের হয়ে গেল। সেই সঙ্গে তীব্র যন্ত্রণার সাথে তার শরীরটা ছিটকে পড়ে গেল পেছনদিকে। কৃত্রিম টার্ফের উপর পড়ার পর দম নেবার আগেই ল্যাংডন টের পেলো শক্তিশালি দুটোহাত তার পেটটা ধরে উল্টে দিলো তাকে, ডানহাতটা বেঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো পিঠের কাছে। এক হাতের শক্তিশালি তালু চেপে বসলো তার মাথার পেছনে। ল্যাংডনের গাল স্পর্শ করছে কৃত্রিম ঘাস, নড়াচড়া করার কোন সুযোগই রইলো না তার।

"তুমি এটা ঘটার আগেই জানতে," চিৎকার করে বলল সেই গার্ড। "তুমি কিভাবে এসবের সাথে জড়িত!"

*

বিশ গজ দূরে, গার্ডিয়া রিয়েল এজেন্ট রাফা ডিয়াজ পালাতে থাকা অতিথিদের ভিড়ের মধ্য দিয়েই ছুটে যাচ্ছে সাইডওয়ালের সেই জায়গাটার কাছে, যেখান থেকে সে গানশটের স্ফুলিঙ্গ দেখেছে।

অ্যাম্ব্রা ভিদাল নিরাপদে আছে, নিজেকে আশ্বস্ত করলো সে। তার পার্টনার যে মহিলাকে জাপটে ধরে মেঝেতে চেপে রেখেছে নিজের শরীরটা ব্যবহার করে কাভার দিয়ে রেখেছে সেটা সে দেখেছে। ডিয়াজ আরো বুঝতে পেরেছে, ভিক্টিমের জন্য এখন আর কিছু করারও নেই। *মেঝেতে লুটিয়ে পড়ার আগেই এডমন্ড কিয়ার্শ মারা গেছেন।*

বিস্ময়ের সাথে ডিয়াজ আরো খেয়াল করেছে, আক্রমণের ঠিক আগে অতিথিদের একজন পোডিয়ামের দিকে ছুটে আসছিল সতর্ক করে দেবার জন্য।

ডিয়াজ জানে এ মুহূর্তে তার কাজ একটাই।

শুটারকে গ্রেফতার করা।

স্পটের কাছে পৌছাতেই ডিয়াজ দেখতে পেলো কাপড়ের দেয়ালে ছোট্ট একটা ফাঁক। সেই ফাঁকটা দু-হাতে ধরে কাপড়টা পুরোপুরি মেঝে পর্যন্ত চিড়ে ফেলতেই ডোমের বাইরে অসংখ্য মাচাঙ দেখতে পেলো সে।

বামদিকে একটা মানুষের অবয়ব দেখতে পেলো এজেন্ট–লম্বা একজন

মানুষ, পরনে সাদা রঙের মিলিটারি ইউনিফর্ম–ইমার্জেন্সি এক্সিটের দিকে দৌড়ে ছুটে যাচ্ছে সে। চোখের নিমেষে দরজা দিয়ে উধাও হয়ে গেল লোকটা।

ডোমের বাইরে ইলেক্ট্রনিক্সের যন্ত্রপাতির দঙ্গল এড়িয়ে ডিয়াজও ছুটে গেল সেদিকে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় রেলিং থেকে উঁকি দিয়ে দুই ফ্লোর নিচে পালাতে থাকা লোকটাকে দেখতে পেলো। প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে সে। একেক বার পাঁচ পাঁচটি ধাপ টপকে যাচ্ছে। নিচের কোথাও এক্সিট ডোরটা খোলার শব্দ কানে গেল তার, এরপরই সশব্দে বন্ধ করার শব্দ হলো।

সে এই বিল্ডিং থেকে পালাচ্ছে!

ডিয়াজ গ্রাউন্ডফ্লোরে আসতেই, সে বের হবার দরজার দিকে ছুটে গেল–দুই পাল্লার একটি দরজা, সেইসাথে পথ আটকে রাখার একটা ব্যারিয়ার–নিজের শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে ওটাতে হামলে পড়লো। কিন্তু উপরতলার দরজার মতো ধরাম করে খুলে গেল না এটা, মাত্র সামান্য ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে আবার বন্ধ হয়ে গেল। ডিয়াজের শরীর স্টিলের দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লো মেঝেতে। কোমর আর কাঁধে প্রচণ্ড ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলো সে।

যন্ত্রণা উপেক্ষা করে কোনমতে উঠে আবারো চেষ্টা করলো দরজাটা খুলতে।

সামান্য যেটুকু ফাক হলো সেটা দিয়ে দেখতে পেলো কেন দরজাটা খুলছে না।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, দরজাটার হ্যান্ডেল বাইরে থেকে শক্ত তার দিয়ে পেচিয়ে আটকে রাখা হয়েছে–একটা শক্ত চেইন দিয়ে। ডিয়াজের কনফিউশন আরো গাঢ় হলো যখন সে বুঝতে পারলো জিনিসটা কি। জিনিসটা তার কাছে পরিচিত লাগছে। অন্য অনেক স্প্যানিশ ধার্মিক ক্যাথলিকের মতোই এটাকে সে চেনে।

এটা কি একটা রোসারি?

শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে আবারো দরজাটা খোলার চেষ্টা করলো ডিয়াজ কিন্তু জপমালার তারটা এতটাই শক্তিশালি যে ছিঁড়ে গেল না, দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে আবারো বাইরে তাকিয়ে দেখলো সেটা।

"ওলা?" দরজার ফাঁক দিয়ে চিৎকার করে বলল সে। *"হেই আলগুয়েন?!"*

কোন সাড়া নেই।

দরজার ঐটুকু সামান্য ফাঁক দিয়ে ডিয়াজ একটা কংক্রিটের দেয়াল আর

boighar.com

ফাঁকা সার্ভিস অ্যালি দেখতে পেলো। কেউ এসে চেইনটা দরজার হ্যান্ডেল থেকে খুলে দেবে সে সম্ভাবনা একেবারেই কম। আর কোন উপায় না দেখে ব্লেজারের ভেতর থেকে পিস্তলটা বের করে আনলো সে। দরজার ফাঁক দিয়ে পিস্তলের নল ঢুকিয়ে, রোসারি চেইনটা লক্ষ্য করে গুলি চালাতে উদ্যত হলো এবার।

আমি একটা পবিত্র রোসারিওতে গুলি করছি? কুয়ে দিওস মে পারদোনে।

গুলির শব্দে প্রকম্পিত হলো সিঁড়ির ল্যান্ডিং, সেই সঙ্গে খুলে গেল দরজাটা। রোসারিওটা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ডিয়াজ ফাঁকা সার্ভিস অ্যালিটা ধরে সামনের দিকে ছুটে গেল।

সাদা পোশাকের ঘাতক সটকে পড়েছে।

*

এক শ' মিটার দূরে, অ্যাডমিরাল লুই আভিলা কালো রঙের একটি রেনল্ট গাড়ির পেছনের সিটে চুপচাপ বসে আছে। জাদুঘর থেকে দ্রুত গতিতে বের হয়ে যাচ্ছে গাড়িটা।

ভেক্ট্রান ফাইভারে তৈরি রোসারির মজবুত চেইনটা তার কাজ ঠিকমতোই করতে পেরেছে, তার পেছনে আসা লোকটাকে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আটকে রাখতে পেরেছে ওটা।

এখন আমি উধাও হয়ে গেছি।

আভিলার গাড়িটা নারভিওন নদীর উত্তর-পশ্চিম তীর ঘেষে চলে এলো অ্যাভেনিদা আবানদোইবারায়, দ্রুতগতিতে ছুটে চলা যানবাহনের মধ্যে মিশে যেতেই অবশেষে হাফ ছাড়লো সে।

আজকের রাতে তার মিশনটা এরচেয়ে ভালোভাবে করা সম্ভব ছিল না।

তার মাথায় এখন বেজে উঠলো উচ্ছ্বল ওরিয়ামেন্দি স্তবগীতটি–বহু পুরনো এটার কথাগুলো এক সময় এখানে, এই বিলবাও'তে যুদ্ধের ময়দানে গাওয়া হতো। *পর দিওস, পর লা পাত্রিয়া ভে এল রেই!*

আভিলা মনে মনে গেয়ে উঠলো। *ঈশ্বরের জন্য, দেশের জন্য, আর রাজার জন্য!*

যুদ্ধের এই দামামা অনেক আগেই বিস্মৃত হয়ে গেছে...কিন্তু যুদ্ধটা সবে শুরু হলো বলে।

অধ্যায় ২২

মাদ্রিদের পালাসিও রিয়েল ইউরোপের সবচাইতে বৃহৎ রাজপ্রাসাদ। চোখ ধাঁধানো এই স্থাপত্যটি নির্মিত হয়েছে ক্লাসিক্যাল আর বারোক স্টাইলের মিশ্রণে। নবম শতকের একটি মুরিশ প্রাসাদের উপর এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রাসাদটির তিনতলা উঁচু সামনের দিকের কলামগুলো ছড়িয়ে আছে পাঁচশ' ফিট প্রশস্ত প্লাজা দে লা আরমেরিয়া নামে পরিচত জায়গাটির সমগ্র এলাকা জুড়ে। ভবনের ভেতরে অবিশ্বাস্য ৩৪১৮টি কামরা রয়েছে, যার সম্মিলিত আয়তন আনুমানিক দেড় মিলিয়ন বর্গফুটের মতো হবে। সেলুন,

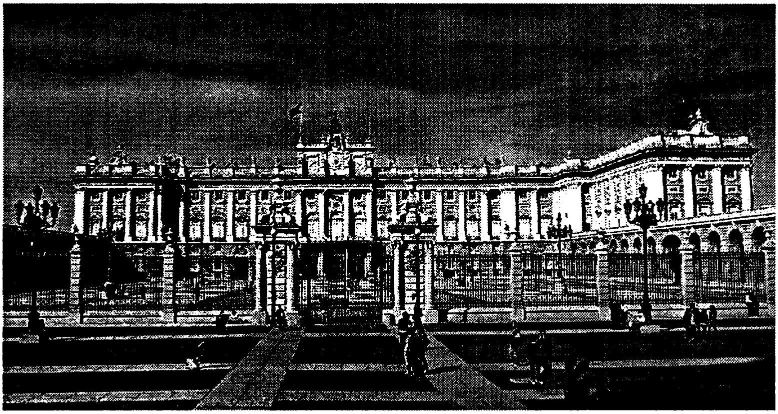

বেডরুম, আর হলওয়েগুলো সজ্জিত করা হয়েছে অমূল্য সব চিত্রকর্ম দিয়ে, তার মধ্যে ভেলাজকুয়েজ, গয়া আর রুবেন্সও রয়েছে।

প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে এটি স্পেনের রাজা এবং রাণীর বাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে অবশ্য, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের জন্যই এটা ব্যবহার করা হয়। শহরের বাইরে, পালাসিও দে লা জারজুয়েলা'তে অপেক্ষাকৃত কম জাঁকজমকপূর্ণ একটি প্রাসাদে রাজপরিবার বসবাস করে।

সাম্প্রতিক সময়ে মাদ্রিদের এই সাবেক প্রাসাদটি ক্রাউন প্রিন্স হুলিয়ানের স্থায়ী আবাস হয়ে উঠেছে–বিয়াল্লিশ বছরের ভবিষ্যৎ রাজা–সিংহাসনে আসীন হবার আগে 'তাকে আরো বেশি জনগণের কাছে দৃশ্যমান হতে হবে,' তার মন্ত্রণাদাতাদের এমন পরামর্শে হুলিয়ান এখানে উঠে এসেছেন।

boighar.com

অরিজিন
বইঘর.কম

যুবরাজ হুলিয়ানের বাবা, বর্তমান রাজা কয়েক মাস ধরেই শয্যাশায়ি হয়ে আছেন নানা রকম প্রাণঘাতি অসুখে আক্রান্ত হয়ে। রাজার এমন ভঙ্গুর অবস্থা দেখে রাজপ্রাসাদের কর্মকর্তারা ধীরে ধীরে ক্ষমতার পালা বদল ঘটাচ্ছে, যুবরাজকে সিংহাসনে আসীন করানোর জন্য প্রস্তুত করে তুলছে, যাতে করে বাবার মৃত্যুর পর পরই তিনি রাজা হিসেবে মসনদে বসতে পারেন। ক্ষমতার এই পরির্বতন যখন অনিবার্য তখন স্পেনের জনগণের চোখ গিয়ে পড়েছে যুবরাজ হুলিয়ানের উপরে, তাদের মনে একটাই প্রশ্ন :

তিনি কী ধরণের শাসক হিসেবে আবির্ভূত হবেন?

যুবরাজ হুলিয়ান সব সময়ই ছিলেন লোকচক্ষুর আড়ালে। বিচক্ষণ আর সতর্ক। শৈশব থেকেই তিনি স্বাধীনচেতা। হুলিয়ানের মা দ্বিতীয় সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছেন বহু আগেই, কিন্তু রাজা সবাইকে অবাক করে দিয়ে দ্বিতীয়বার আর বিয়ে করেননি। ফলে হুলিয়ান এখন রাজসিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারি।

একমাত্র বংশধর, আর কোন উপায় নেই, বৃটিশ ট্যাবলয়েড এভাবেই যুবরাজকে ইঙ্গিত করেছিল।

হুলিয়ান যেহেতু তার অতি রক্ষণশীল বাবার ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠেছে তাই রক্ষণশীল আর ঐতিহ্যবাদি স্পেনিয়ার্ডরা বিশ্বাস করে, ছেলে তার বাবার মতোই আগের সুনাম অক্ষুন্ন রাখবে, বজায় রাখবে ঐতিহ্যবাহি সব ধরণের রক্ষণশীল আচার-অনুষ্ঠান। স্পেনের সমৃদ্ধ ক্যাথলিক চার্চের প্রতিও থাকবে শ্রদ্ধাশীল।

শত শত বছর ধরে, ক্যাথলিক রাজাগণ স্পেনের নীতি-নৈতিকতার কেন্দ্র হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়ে আসছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অবশ্য দেশটির এই ভিত্তিমূল কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে। স্পেনে এখন পুরনো আর নতুনের মধ্যে এক ধরণের সহিংস টাগ-অব-ওয়ার চলছে।

প্রচুর সংখ্যক উদারপন্থি লোকজন ব্লগ আর সোশ্যাল মিডিয়াতে গুজবের প্লাবন বয়ে দিচ্ছে এই বলে যে, হুলিয়ান তার বাবার ছায়া থেকে বেরিয়ে আসবে–সাহসি, প্রগতিশীল আর সেকুলার একজন নেতা হিসেবে স্বেচ্ছায় অন্য আরো অনেক ইউরোপিয়ান দেশের মতোই রাজতন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটাবে।

হুলিয়ানের বাবা রাজা হিসেবে বেশ সক্রিয় ছিলেন, হুলিয়ানকে তিনি খুব একটা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে দেননি। রাজা প্রকাশ্যেই বলেছেন, হুলিয়ান তার যৌবন উপভোগ করুক। বিয়ে করে থিতু না হওয়া পর্যন্ত সে যেন রাজকার্যে জড়িত না হয়। এরফলে হুলিয়ানের প্রথম চল্লিশটি বছর–স্প্যানিশ

পত্রপত্রিকায় যার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে–কেটেছে প্রাইভেট স্কুলে পড়ে, ঘোড়ায় চড়ে, রিবন কাটিং করে, ফান্ড-রেইজিং অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে আর ভ্রমণ করে। জীবনে তেমন উল্লেখযোগ্য কাজ না করে থাকলেও যুবরাজ হুলিয়ান যে স্পেনের সবচাইতে কাঙ্খিত ব্যাচেলর সে ব্যাপারে কারো মনে সন্দেহ নেই।

বিগত বছরগুলোতে বিয়াল্লিশ বছরের এই হ্যান্ডসাম ব্যাচেলর প্রায় প্রকাশ্যেই অসংখ্য মেয়ের সাথে ডেট করে বেরিয়েছেন। একজন হোপলেস রোমান্টিক মানুষ হিসেবে কেউই তার হৃদয় চুরি করতে সক্ষম হয়নি। তবে কয়েক মাস ধরে হুলিয়ানকে এক সুন্দরি মহিলার সাথে দেখা যাচ্ছিল। দেখতে অবসরে যাওয়া ফ্যাশন মডেলদের মতো হলেও, আদতে সে বিলবাও'র গুগেনহাইম মিউজিয়ামের স্বনামধন্য একজন ডিরেক্টর।

মিডিয়া দেরি না করেই মন্তব্য করে ফেলেছিল, অ্যাম্ব্রা ভিদাল হবে তাদের 'আধুনিক রাজার জন্য একদম সোনায় সোহাগা'। মহিলা সংস্কৃতমনা, সফল এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, স্পেনের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর কেউ নয় সে। অ্যাম্ব্রা ভিদাল তাদের মতোই সাধারণ একজন মানুষ।

মনে হয় মিডিয়ার মতো যুবরাজও একই ধারনা পোষণ করেন। খুব অল্প সময়ের পরিচয়েই হুলিয়ান তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে দেন–একেবারেই অপ্রত্যাশিত আর রোমান্টিকভাবে–আর অ্যাম্ব্রা ভিদালও সেই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছে।

এরপর থেকে পত্রপত্রিকাগুলো অ্যাম্ব্রা ভিদালের উপরে প্রায় প্রতিদিনই খবর দিতে শুরু করে। অল্পদিনের মধ্যেই সে নিজেকে প্রকাশ করে প্রচণ্ড স্বাবলম্বি এক নারী হিসেবে, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের স্বাভাবিকতা নষ্ট হবে বলে স্পেনের ভবিষ্যৎ এই রাণী গার্ডিয়া রিয়েলের নিরাপত্তা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। কেবল মাত্র পাবলিক ইভেন্টে এই সুবিধাটুকু নিয়ে থাকে সে।

গার্ডিয়া রিয়েলের কমান্ডার অ্যাম্ব্রাকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করে বলেছিল, সে যেন একটু রক্ষণশীল আর কম টাইটফিট পোশাক পরে, তখন এই স্বাধীনচেতা নারী প্রকাশ্যে ঠাট্টা করে বলেছিল, 'গারদারোপিয়া রিয়েল'-এর কমান্ডার তাকে অপমান করেছে–যে শব্দের অর্থ হলো 'রাজকীয় ওয়ার্ডরোব'।

উদারপন্থি ম্যাগাজিনগুলো প্রায় সবাই তার ছবি কাভার হিসেবে ছাপিয়েছে। 'অ্যাম্ব্রা! স্পেনের সুন্দরতম মুখশ্রী!' সে যখন কোন ইন্টারভিউ দিতে অস্বীকৃতি জানায় তখন আবার তারা সেটাকে 'স্বাবলম্বী' হিসেবে উল্লেখ করে। আবার ইন্টারভিউ দিতে রাজি হয়ে গেলে তারাই প্রশংসা করে বলে, সে একজন 'মাটির মানুষ।'

রক্ষণশীল ম্যাগাজিনগুলো আবার এর বিপরীত। তারা মন্তব্য করে থাকে, হবু রাণী একজন ক্ষমতালোভি সুবিধাবাদি, ভবিষ্যৎ রাজার জন্য তিনি বিপজ্জনক হয়ে উঠবেন।

তাদের প্রাথমিক চিন্তাটা হলো, যুবরাজ হুলিয়ানকে অ্যাম্ব্রা কেবল তার প্রথম নাম ধরে ডাকে। ঐতিহ্যগতভাবে তাকে ডন হুলিয়ান কিংবা সুআলতেজা বলে ডাকে না।

তাদের দ্বিতীয় চিন্তার বিষয় হলো, এটা অবশ্য অনেক বেশি সিরিয়াস ব্যাপার–বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে কাজের ব্যস্ততার কারণে যুবরাজকে তেমন একটা সময় দিচ্ছে না অ্যাম্ব্রা। তারচেয়েও বড় কথা, তাকে ঘনঘন বিলবাওতে দেখা গেছে এডমন্ড কিয়ার্শ নামের এক আমেরিকান এবং সুপরিচিত নাস্তিকের সাথে জাদুঘরের আশেপাশের রেস্তোরাঁয় বসে লাঞ্চ করতে।

অ্যাম্ব্রা যদিও জোর দিয়ে বলেছে, এই লাঞ্চগুলো আদতে জাদুঘরের একজন বড় ডোনারের সাথে মিটিংয়ের অংশ ছিল, কিন্তু প্রাসাদের ভেতরে কিছু সোর্সের মতে, এতে নাকি যুবরাজ হুলিয়ান ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়েছেন।

এরজন্যে তাকে অবশ্য কেউ দোষ দিতে পারে না।

আসল সত্য হলো, হুলিয়ানের সুন্দরি বাগদত্তা–তাদের এনগেজমেন্টের কয়েক সপ্তাহ পরই–অন্য একজন পুরুষের সাথে সময় কাটাতে শুরু করে দিয়েছিল।

অধ্যায় ২৩

ল্যাংডনের মুখটা এখনও টার্ফের সাথে শক্ত করে চেপে রাখা হয়েছে। তার উপরে এজেন্টের পুরো ওজনটা তাকে চিড়েচ্যাপ্টা করে দিচ্ছে।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো তার কিছুই অনুভূত হচ্ছে না।

ল্যাংডনের আবেগ বিক্ষিপ্ত আর ভোতা হয়ে আছে–দুঃখবোধ, ভয় আর ক্রোধে। তার পরম বন্ধু, এ বিশ্বের অন্যতম প্রতিভাবান একজন মানুষকে এইমাত্র প্রকাশ্যে বর্বরোচিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। *তার জীবনের সবচাইতে সেরা আবিষ্কারটি ঘোষণা দিতে যাবে এমন সময় তাকে খুন করা হয়েছে।*

ল্যাংডন এখন বুঝতে পারছে, একজন মানুষের করুণ পরিণতির সাথে সাথে বিজ্ঞানেরও অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।

পৃথিবী আর কখনও জানতে পারবে না এডমন্ড কী আবিষ্কার করেছিল।

হঠাৎ করে ল্যাংডনের মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধ আর দৃঢ়প্রতীজ্ঞা জেগে উঠলো।

এই ঘটনার জন্য কে দায়ি সেটা আমি যে করেই হোক খুঁজে বের করবোই। এডমন্ড, আমি তোমার লিগ্যাসিকে সম্মান করবো। যেভাবেই হোক না কেন, তোমার আবিষ্কারের কথা আমি বিশ্ববাসিকে জানাবোই।

"তুমি সব জানতে," গার্ডের ফ্যাসফেসে কণ্ঠটা বলে উঠলো তার কানে। "তুমি এমনভাবে পোডিয়ামের দিকে ছুটে আসছিলে, যেন তুমি জানতে কিছু একটা হবে।"

"আমাকে...সতর্ক...করা হয়েছিল," কোনমতে বলতে পারলো ল্যাংডন। শ্বাস নিতেই পারছে না সে।

"কে তোমাকে সতর্ক করেছে?!"

গালের উপরে লেপ্টে থাকা চিকন হেডসেটটা টের পেলো ল্যাংডন। "আমার হেডসেট থেকে...ওটা একটা অটোমেটেড ডোসেন্ট। এডমন্ড কিয়ার্শের কম্পিউটার সতর্ক করে দিয়েছিল আমাকে। ওটা অতিথিদের তালিকায় একটা অসঙ্গতি ধরতে পেরেছিল–স্প্যানিশ নেভির একজন অবসরপ্রাপ্ত অ্যাডমিরাল।"

গার্ডের মাথাটা এখন ল্যাংডনের কানের এতটাই কাছে যে, তার ইয়ারপিসে কী বলা হচ্ছে সেটা সে শুনতে পাচ্ছে। কণ্ঠটা দম ফুরিয়ে হাফচ্ছে যেন। ল্যাংডনের স্প্যানিশ অতোটা ভালো না হলেও কথাগুলোর মর্মোদ্ধার করতে পেরেছে সে।

...এল অ্যাসেসিনো আ উইদো...

boighar.com

অ্যাসাসিন পালিয়ে গেছে।

...সালিদা ব্লোকুয়েদা...

একটা এক্সিট ব্লক করে দেয়া হয়েছিল।

...ইউনিফর্মে মিলিতার ব্লাঙ্কো...

'মিলিটারি ইউনিফর্ম' শব্দটা শোনার পরই ল্যাংডনের উপর থেকে গার্ড সরে এলো। *"ইউনিফর্মে নাভাল?"* পার্টনারের কাছে জানতে চাইলো সে। *"ব্লাঙ্কো...? কোমো দে আলমিরান্তে?"*

নেভির ইউনিফর্ম, বুঝতে পারলো ল্যাংডন। *উইনস্টন তাহলে ঠিকই বলেছে।*

ল্যাংডনকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো গার্ড। "চিৎ হোন।"

খুব কষ্টে, তীব্র যন্ত্রণার সাথে ল্যাংডন শরীরটা গড়িয়ে চিৎ হতে পারলো। কঁনুইর উপর ভর দিয়ে একটু উঠেও বসলো সে। তার মাথা ভনভন করে ঘুরছে, বুকে হচ্ছে তীব্র ব্যথা।

"একদম নড়বেন না," গার্ড বলল তাকে।

নড়াচড়া করার কোন ইচ্ছে নেই ল্যাংডনের। যে অফিসারটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার ওজন কমপক্ষে দুশো পাউন্ড তো হবেই। পেটানো শরীরের লোকটি এরইমধ্যে দেখিয়ে দিয়েছে নিজের কাজে সে কতোটা সিরিয়াস।

"ইমেদিয়াতামেন্তে!" ওয়াকিটকিতে চিৎকার করে বলল গার্ড। স্থানীয় পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়ে যাচ্ছে সে। জাদুঘরের আশেপাশে রাস্তা ব্লক করার কথাও বলছে।

...পোলিশিয়া লোকাল...ব্লকুয়েস দে কারেতেরা...

টার্ফে বসে থেকেই ল্যাংডন দেখতে পাচ্ছে অ্যাম্ব্রা ভিদালকে। সাইডওয়ালের কাছেই, এখনও সে মেঝেতেই শুয়ে আছে। ওঠার চেষ্টা করলেও ধপাস করে বসে পড়লো মহিলা।

কেউ তাকে সাহায্য করো!

গার্ডটা এখন ডোমের ভেতরে চিৎকার করে যাচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে না কারোর উদ্দেশে বলছে কথাগুলো। *"লিউসেস! ই কোবারতুরা দে মভিল!"* আমার দরকার বাতি আর ফোন সার্ভিস!"

ল্যাংডন তার হেডসেটটা খুলে হাতে নিয়ে নিলো। "উইনস্টন, তুমি কি শুনতে পাচ্ছো?"

গার্ড অদ্ভুত চোখে তাকালো ল্যাংডনের দিকে।

"আমি শুনতে পাচ্ছি।" নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল উইনস্টন।

"উইনস্টন, এডমন্ডকে গুলি করা হয়েছে। এক্ষুণি বাতিগুলো জ্বালানোর দরকার। ফোন সার্ভিসও চালু করতে হবে। তুমি কি এটা করতে পারবে? নাকি অন্য কারোর সাথে যোগাযোগ করবে?"

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ডোমের ভেতরে বাতিগুলো জ্বলে উঠলো, ঘাসের উপরে রাতের তারাভরা আকাশের ইল্যুশনটা উধাও হয়ে গেল নিমেষে। এবার দেখা গেল, কৃত্রিম ঘাসের একটি ফাঁকা মাঠ, এখানে সেখানে অসংখ্য কম্বল বিছানো। সবগুলোই পরিত্যাক্ত।

ল্যাংডনের এমন ক্ষমতা দেখে গার্ড লোকটি মনে হচ্ছে খুবই চমকে গেছে। প্রফেসরের সামনে এসে তাকে টেনে দাঁড় করালো সে। উজ্জ্বল আলোতে দু-জন মানুষ এবার মুখোমুখি।

এজেন্ট লোকটি বেশ লম্বা, প্রায় ল্যাংডনের সমান হবে। মাথা কামানো, পেশিবহুল শরীরটা নীলরঙের ব্লেজারের উপর দিয়েও দৃশ্যমান। তার মুখ ফ্যাকাশে হলেও তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছে ল্যাংডনের দিকে। যেন বিদ্ধ করে ফেলবে তাকে।

"আজকের ভিডিও'তে আপনি ছিলেন। আপনি রবার্ট ল্যাংডন।"

"হ্যা। এডমন্ড কিয়ার্শ আমার সাবেক ছাত্র এবং বন্ধু।"

"আমি এজেন্ট ফনসেকা...গার্ডিয়া রিয়েলে আছি," চমৎকার ইংরেজিতে কথাটা বলল সে। "এখন আমাকে বলুন, আপনি কী করে নেভি ইউনিফর্মের কথাটা জানতে পারলেন।"

এডমন্ডের লাশের দিকে তাকালো ল্যাংডন। পোডিয়ামের পাশে নিথর হয়ে পড়ে আছে সেটা। তার পাশেই অ্যাম্ব্রা ভিদাল হাটু গেঁড়ে বসে আছে। মহিলাকে ঘিরে রেখেছে জাদুঘরের দু-জন সিকিউরিটি গার্ড আর একজন প্যারামেডিক। এডমন্ডের ব্যাপারে কিছুই করার নেই এই প্যারামেডিকের, তাই অ্যাম্ব্রা আস্তে করে একটা কম্বল দিয়ে তার লাশটা ঢেকে দিলো।

ল্যাংডনের মনে হলো, সে বুঝি বমি করে দেবে। নিহত বন্ধুর উপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না কোনমতে।

"তার ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই," গার্ড বলল। "আপনি কিভাবে জানতে পারলেন, বলেন।"

গার্ডের দিকে তাকালো ল্যাংডন। লোকটা আসলে তাকে প্রশ্ন করেনি, হুকুম দিয়েছে।

উইনস্টন তাকে কী বলেছে দ্রুত বলে দিলো ল্যাংডন–ডোসেন্ট প্রোগ্রাম

boighar.com

করা হেডসেটগুলোর একটা পরিত্যাক্ত করা হলে জাদুঘরের একজন ডোসেন্ট সেটা ট্র্যাশ-ক্যান থেকে খুঁজে পায়। তারা চেক করে দেখে কোন্ অতিথির জন্য এটা বরাদ্দ করা ছিল। তারা নড়েচড়ে বসে যখন দেখতে পায়, শেষ মুহূর্তে এই অতিথিকে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে।

"অসম্ভব।" গার্ডের চোখদুটো কুঁচকে গেল। "গতকাল থেকেই অতিথিদের তালিকা লক্ করা হয়েছে। সবার ব্যাকগ্রাউন্ডও চেক করা হয়েছে এরপর।"

"এই লোকটার বেলায় সেটা হয়নি," ল্যাংডনের হেডসেটে উইনস্টনের কণ্ঠটা বলে উঠলো। "আমি চিন্তায় পড়ে গেছিলাম খবর শোনার পর, তারপর নিজে অতিথিদের তালিকা চেক করে দেখি, সে স্প্যানিশ নেভির সাবেক অবসরপ্রাপ্ত একজন অ্যাডমিরাল। অতিরিক্ত মদ্যপান এবং পাঁচবছর আগে সেভিয়াতে এক সন্ত্রাসি হামলার পর মানসিক চাপের মধ্যে ছিল বলে তাকে কাজ থেকে অব্যহতি দেয়া হয়।"

গার্ডের কাছে কথাগুলো রিলে করে দিলো ল্যাংডন।

"ক্যাথেড্রালে বোমা বিস্ফোরণের কথা বলছে?" গার্ড যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না।

"আরো আছে," ল্যাংডনকে বলল উইনস্টন, "আমি খুঁজে দেখলাম এই অফিসারের সাথে মি. কিয়ার্শের কোন রকম কানেকশান নেই। এটা জানার পর আমি আরো বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ি, জাদুঘরের সিকিউরিটির সাথে যোগাযোগ করে বলি অ্যালার্ম বাজিয়ে দিতে, কিন্তু এত অল্প তথ্যের উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অ্যালার্ম বাজিয়ে সবকিছু ভেস্তে দিতে চায়নি তারা–বিশেষ করে এটা যখন সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছিল বিশ্বব্যাপি। এডমন্ড আজকের অনুষ্ঠানের জন্য কতোটা পরিশ্রম করেছেন, সেটা জানতাম, তাই আমিও তাদের যুক্তি মেনে নেই। এ কারণে আমি সঙ্গে সঙ্গে রবার্ট ল্যাংডনের সাথেই যোগাযোগ করি, এই আশায়, যাতে করে সবার অলক্ষ্যে একটি সিকিউরিটি টিম পাঠিয়ে লোকটাকে চিহ্নিত করে তাদের জিম্মায় নিয়ে নিতে পারে। আমার আরো শক্ত পদক্ষেপ নেয়া উচিত ছিল। আমি এডমন্ডকে ব্যর্থ করে দিয়েছি।"

এডমন্ডের মেশিন অপরাধবোধে ভুগছে, এটা দেখতে পেয়ে ল্যাংডনের কাছে বেশ অদ্ভুত লাগলো। এডমন্ডের কম্বলে ঢাকা দেহটার দিকে তাকালো সে, দেখতে পেলো অ্যাম্ব্রা ভিদাল তার দিকেই আসছে।

ফনসেকা মহিলাকে আমলে না নিয়ে ল্যাংডনের দিকেই চেয়ে আছে। "কম্পিউটার আপনাকে ঐ নেভি অফিসারের নামটা বলেছে?" জিজ্ঞেস করলো সে।

মাথা নেড়ে সায় দিলো প্রফেসর। "তার নাম অ্যাডমিরাল লুই আভিলা।"

নামটা শোনামাত্র অ্যাম্ব্রা থমকে দাঁড়ালো কয়েক মুহূর্তের জন্য, ল্যাংডনের দিকে তাকালো সে। তার চোখেমুখে সুতীব্র ভীতি।

তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে ফনসেকা এগিয়ে গেল সেদিকে। "মিস ভিদাল, নামটা কি আপনার কাছে পরিচিত লাগছে?"

জবাব দিতে পারলো না অ্যাম্ব্রা। চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকালো সে, যেন এইমাত্র ভুত দেখেছে।

"মিস ভিদাল," ফনসেকা আবারো একই প্রশ্ন করলো। "অ্যাডমিরাল লুই আভিলা–এই নামটা আপনার কাছে পরিচিত লাগছে?"

অ্যাম্ব্রার ভড়কে যাওয়া অভিব্যক্তি বলে দিচ্ছে, সে খুনিকে চেনে। কয়েক মুহূর্ত পর তার গভীর কালো চোখ পলক ফেলল, যেন সম্মোহন থেকে জেগে উঠেছে। "না...আমি তাকে চিনি না," ফিসফিসিয়ে বলল কথাটা। ল্যাংডনের দিকে তাকিয়ে তার নিরাপত্তারক্ষিদের দিকে ফিরলো এবার। "আমি...মানে, খুনি স্প্যানিশ নেভির একজন অফিসার কথাটা শুনে খুবই শকড হয়ে গেছি আর কি।"

মহিলা মিথ্যে বলছে, ল্যাংডন আঁচ করতে পারলো। ভেবে পেলো না, মহিলা কেন তার প্রতিক্রিয়া লুকোতে যাবে। *আমি এটা তার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি। লোকটার নাম সে আগে থেকেই জানতো।*

অতিথিদের তালিকার দায়িত্বে কে ছিল?!" ফনসেকা জানতে চাইলো। অ্যাম্ব্রার দিকে আরেক পা এগিয়ে গেল সে। "এই লোকের নাম কে যোগ করেছে?"

অ্যাম্ব্রার ঠোঁটদুটো কাঁপছে এখন। "আমার...আমার কোন ধারণাই নেই।"

হঠাৎ করেই ডোমের ভেতরে বেজে ওঠা মোবাইলফোনের রিং আর বিপের শব্দে বাধাগ্রস্ত হলো গার্ডের জেরা করা। মনে হচ্ছে, উইনস্টন সেলফোন সার্ভিস আবার চালু করতে সক্ষম হয়েছে। ফনসেকার ব্লেজারের ভেতরে থাকা ফোনটা বাজছে এখন।

ফোনটা বের করে হাতে নিয়ে কলার আইডি দেখে গভীর করে দম নিলো

গার্ডিয়া এজেন্ট। *"অ্যাম্ব্রা ভিদাল এস্তা আ সালভো,"* জানালো সে।

অ্যাম্ব্রা ভিদাল নিরাপদে আছেন। হতভম্ব মহিলার দিকে তাকালো ল্যাংডন। এরইমধ্যে সে তার দিকে চেয়ে আছে। দু-জনের চোখাচোখি হতেই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তারা একে অন্যের দিকে চেয়ে থাকলো।

এরপরই হেডসেটে উইনস্টনের কণ্ঠটা শুনতে পেলো ল্যাংডন।

"প্রফেসর," ফিসফিসিয়ে বলল সে। "অ্যাম্ব্রা ভিদাল ভালো করেই জানে কিভাবে লুই আভিলাকে অতিথিদের তালিকায় ঢোকানো হয়েছে। সে নিজেই এ কাজটা করেছে।"

কথাটা হজম করতে কয়েক মুহূর্ত লেগে গেল ল্যাংডনের।

অ্যাম্ব্রা ভিদাল নিজে খুনির নাম অতিথিদের তালিকায় ঢুকিয়েছে?

আর এখন কিনা সে অস্বীকার করছে সেটা?!

তথ্যটা ল্যাংডন পুরোপুরি বোধগম্য করার আগেই ফনসেকা তার ফোনটা বাড়িয়ে দিলো অ্যাম্ব্রার দিকে।

এজেন্ট বলল, *"দন হুলিয়ান কোয়্যারে আবলার কন উস্তেদ।"*

মনে হলো ফোন থেকে একটু সরে দাঁড়ালো অ্যাম্ব্রা। "তাকে বলো আমি ঠিক আছি। একটু পর আমি নিজেই তাকে ফোন দেবো।"

গার্ড যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না এটা। ফোনটা হাত দিয়ে ঢেকে অ্যাম্ব্রাকে নিচুকণ্ঠে বলল, *"সু অলতেজা দন হুলিয়ান, এল প্রিন্সিপে, হা পেদিদো–"*

"সে যুবরাজ কিনা তাতে আমার কিছু যায় আসে না," রেগেমেগে বলল মহিলা। "সে যদি আমার স্বামী হতে চায় তাহলে তাকে শিখতে হবে, আমার যখন দরকার পড়বে তখন একটু স্পেস যেন দিতে হয়। আমি একটু আগে একটা মানুষকে খুন হতে দেখেছি। নিজেকে ধাতস্থ করতে আমার একটু সময় লাগবে! তাকে বলো, একটু পরই আমি তাকে ফোন দিচ্ছি।"

মহিলার দিকে আহতদৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো এজেন্ট। এরপর সে ঘুরে কানে ফোন ঠেকিয়ে কথা বলতে বলতে চলে গেল একটু দূরে।

এই অদ্ভুত দৃষ্টি বিনিময় থেকে ল্যাংডনের কাছে ছোট্ট একটি রহস্য পরিষ্কার হয়ে উঠলো। *অ্যাম্ব্রা ভিদাল স্পেনের যুবরাজ হুলিয়ানের সাথে এনগেজড?* এখন সে বুঝতে পারছে, এই মহিলা কেন সেলিব্রেটিদের মতো খাতির পায়, কেন তার সঙ্গে গার্ডিয়া রিয়েলের দু-জন সদস্য আছে। তবে তার

বাগদত্তার ফোন কল কেন সে রিসিভ করলো না এটা পরিষ্কার নয় ল্যাংডনের কাছে। *এই ঘটনাটা যদি যুবরাজ টিভিতে দেখে থাকেন তাহলে তিনি নিশ্চয় যার পর নাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।*

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, ল্যাংডনের মনে আরেকটি ভাবনার উদ্রেক হলো, আরো বেশি খারাপ কিছু।

ওহ্ ঈশ্বর...অ্যাম্ব্রা ভিদাল মাদ্রিদের রাজপরিবারের সাথে কানেক্টেড।

এডমন্ডকে হুমকি দেয়া বিশপ ভালদেসপিনোর ভয়েসমেইলের কথা মনে পড়তেই এই অপ্রত্যাশিত কাকতালিয় ব্যাপারটি তার মধ্যে এক ধরণের সুতীব্র ভীতি ছড়িয়ে দিলো।

boighar.com

অধ্যায় ২৪

মাদ্রিদের রাজপ্রাসাদ থেকে দুশো গজ দূরে, আলমুদেনা ক্যাথেড্রালের ভেতরে, বিশপ ভালদেসপিনোর নিঃশ্বাস কয়েক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। এখনও তার পরনে সেরেমোনিয়াল আলখাল্লা, নিজের অফিসের ল্যাপটপের সামনে বসে আছেন তিনি। তার সমস্ত মনোযোগ বিলবাও থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের দিকে নিবদ্ধ করে রেখেছেন।

এটা হবে বিরাট বড় একটি সংবাদ।

তিনি ভালো করেই বুঝতে পারছেন, সারাবিশ্বের মিডিয়া এরইমধ্যে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। বড় বড় টিভি চ্যানেলগুলো প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আর ধর্মবেত্তাদের জড়ো করেছিল এডমন্ড কিয়ার্শ তার প্রেজেন্টেশনে কী দেখাবেন সে-ব্যাপারে অনুমান করার জন্য, এখন তাদের সবার কাছে একটা প্রশ্নই করা হচ্ছে, এডমন্ড কিয়ার্শকে *কে* খুন করলো এবং কেন খুন করলো। মনে হচ্ছে সব মিডিয়া এ ব্যাপারে একমত, দৃশ্যত বোঝাই যাচ্ছে, কোন ব্যক্তি বাা গোষ্ঠি আছে যারা চায় না এডমন্ড কিয়ার্শের আবিষ্কারটি দিনের আলো দেখুক।

অনেকক্ষণ ধরে ভেবে যাবার পর, ভালদেসপিনো তার সেলফোনটা বের করে একটা কল করলেন।

রাবাই কোভেস প্রথমবার রিং হবার পরই কলটা ধরলেন। "ভয়ানক!" রাবাইর কণ্ঠ যেন থর থর করে কাঁপছে। "টিভিতে আমি সবই দেখেছি! আমাদের উচিত এক্ষুণি পুলিশকে ডেকে আমরা যা জানি তার সব কিছু বলে দেয়া!"

"রাবাই," ভালদেসপিনো খুবই মেপে মেপে কথা বললেন। "আমি স্বীকার করছি খুবই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে। কিন্তু কোন পদক্ষেপ নেবার আগে আমাদের একটু ভেবে নিতে হবে।"

"ভাবার কিছু নেই!" কোভেস পাল্টা বললেন। "বোঝাই যাচ্ছে কেউ না কেউ আছে যারা যেকোন উপায়ে কিয়ার্শের আবিষ্কারটি মাটিচাপা দিয়ে রাখতে চায়। তারা কসাই ছাড়া আর কিছু না! আমি এখন নিশ্চিত, তারাই সাঈদকে হত্যা করেছে। তারা অবশ্যই জানে আমরা কে, পরবর্তিতে তারা আমাদের পেছনেও লাগবে। আপনার এবং আমার এখন নৈতিক দায়িত্ব হয়ে উঠেছে পুলিশকে বলে দেয়া, কিয়ার্শ আমাদেরকে কী বলেছিল।"

"নৈতিক দায়িত্ব?" ভালদেসপিনো চ্যালেঞ্জের সুরে বললেন। "আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি চাচ্ছেন তথ্যটা সবাইকে জানিয়ে দিতে, যাতে করে আমাদের দু-জনের মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা আর কেউ না করে।"

"অবশ্যই, আমাদের নিরাপত্তার কথাটা বিবেচনায় নিতে হবে," রাবাই তর্ক করলেন, "তবে এছাড়াও দুনিয়ার কাছে আমাদের নৈতিক একটি দায় আছে। আমি বুঝি, এই আবিষ্কারটি ধর্মগুলোর একেবারে মূল বিশ্বাসের জায়গাটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে, কিন্তু আমি আমার সুদীর্ঘ জীবনে একটা শিক্ষা পেয়েছি, তা হলো ধর্মবিশ্বাস সব সময়ই টিকে থাকে। যতো কঠিন পরিস্থিতিই আসুক না কেন। আমার বিশ্বাস, ধর্ম এবারও টিকে যাবে, কিয়ার্শের আবিষ্কারটি প্রকাশিত হবার পরও।"

"আপনার কথা আমি শুনলাম, বন্ধু," অবশেষে বললেন বিশপ। যতোটা সম্ভব কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলেন তিনি। "আপনার কণ্ঠে যে সমাধানের কথা শুনছি সেটাকে আমি সম্মানও করি। আমি চাই আপনি জানুন, দোদুল্যমনতা থাকা সত্ত্বেও আমি আলোচনা করতে প্রস্তুত আছি। তারপরও আমি আপনাকে অনুরোধ করে বলবো, আপনি যদি এই আবিষ্কারটি দুনিয়ার কাছে প্রকাশ করতে চান তো সেটা আমরা দু-জনে মিলেই করবো। দিনের আলোতে। সম্মানের সাথেই। ভয়ঙ্কর একটি গুপ্তহত্যার কারণে ভড়কে গিয়ে নয়। আসুন আমরা পরিকল্পনা করি, ওটা নিয়ে চর্চা করি, তারপর যথাযথভাবে সংবাদটি প্রকাশ করি।

কোভেস কিছুই বললেন না, তবে ভালদেসপিনো বৃদ্ধ মানুষটির শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলেন।

"রাবাই," বিশপ আবারো বললেন, "এই মুহূর্তে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ইসু হলো আমাদের দু-জনের নিরাপত্তা। আমরা একদল খুনির মোকাবেলা করছি, আপনি যদি খুব বেশি লোকচক্ষুর মধ্যে থাকেন–যেমন, পুলিশের কাছে যাওয়া, টিভিতে গিয়ে এ বিষয়ে কথা বলা–তাহলে এটা হিংসাত্মকভাবেই শেষ হতে পারে। বিশেষ করে আমি আপনাকে নিয়েই বেশি ভয়ে আছি; আমি এই প্যালেস কম্প্লেক্সের ভেতরে সুরক্ষিত আছি, কিন্তু আপনি...আপনি বুদাপেস্টে একেবারেই একা! কিয়ার্শের আবিষ্কারটি যে জীবন-মরণ সমস্যা সেটা পরিষ্কার। দয়া করে আপনার সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে দিন আমাকে, ইয়েহুদা।"

কোভেস আবারো চুপ মেরে গেলেন কিছুক্ষণের জন্য। "মাদ্রিদ থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করবেন? কিভাবে সেটা সম্ভব হতে–"

boighar.com

"রাজপরিবারের সিকিউরিটি ব্যবহার করার সামর্থ্য আমি রাখি। নিজের বাসায় তালা লাগিয়ে রাখুন। আমি দু-জন গার্ডিয়া রিয়েল এজেন্ট পাঠাচ্ছি আপনাকে সেখান থেকে মাদ্রিদে নিয়ে আসার জন্য। এখানে চলে এলে আমরা দু-জন নিরাপদে বসে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে পারবো কিভাবে এগিয়ে গেলে সবচেয়ে ভালোটা হয়।"

"আমি যদি মাদ্রিদে আসি," রাবাই একমত পোষণ করে বললেন, "আর তখন যদি কী করবো না করবো তা নিয়ে দু-জন একমত হতে না পারি তখন কী হবে?"

"আমরা একমত হবো," আশ্বস্ত করে বললেন তাকে। "আমি জানি আমি খুব সেকেলে একজন মানুষ, তবে আমি একই সঙ্গে ভীষণ বাস্তববাদিও বটে। ঠিক আপনার মতোই। আমরা দু-জন একসঙ্গে বসে সবচেয়ে সেরা সিদ্ধান্তটাই নিতে পারবো। আমার এতে দৃঢ় বিশ্বাস আছে।"

"আর আপনার এই বিশ্বাস যদি পাল্টে যায়?" কোভেস আরেকটু বাজিয়ে দেখতে চাইলেন।

ভালদেসপিনোর মনে হলো তার পেটটা শক্ত হয়ে এলো, কিন্তু তিনি কিছুক্ষণ চুপ মেরে থাকলেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলে শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, "ইয়েহুদা, আমরা দু-জন যদি এই বিষয়টা নিয়ে একমত না হতে পারি তাহলে আমাদের বন্ধুত্বও থাকবে না। তখন আমাদের যার কাছে যেটা ভালো মনে হবে সেটাই করবো। আপনাকে আমি কথা দিলাম।"

"ধন্যবাদ আপনাকে," জবাবে বললেন কোভেস। "আপনার কথায় তাহলে আমি মাদ্রিদে আসছি।"

"বেশ। ততোক্ষণে আপনি আপনার দরজা তালা মেরে রাখুন। কারো সাথে কথা বলবেন না। ব্যাগ-ট্যাগ সব গুছিয়ে রাখুন। সবকিছুর ব্যবস্থা করার পর আপনাকে আমি কল দেবো।" ভালদেসপিনো একটু থামলেন। "বিশ্বাস রাখুন। খুব শিঘ্রই আপনার সাথে দেখা হচ্ছে।"

ফোনটা রেখে দিলেন ভালদেসপিনো। খুব ভয় করছে তার। কোভেসকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে যুক্তি-বুদ্ধির চেয়েও বেশি কিছু লাগে।

কোভেস আতঙ্কের মধ্যে আছে...ঠিক যেমনটি ছিল সাঈদ।

তারা দু-জনেই পুরো চিত্রটা দেখতে ব্যর্থ।

ভালদেসপিনো তার ল্যাপটপটা বন্ধ করে বগলে নিয়ে নিলেন, পা বাড়ালেন অন্ধকারাচ্ছন্ন স্যাঙ্কচুয়ারির দিকে। এখনও তার পরনে সেরেমোনিয়াল আলখাল্লা, ক্যাথেড্রাল থেকে বের হয়ে বাইরে চলে এলেন তিনি, প্লাজাটা

অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে লাগলেন সাদা রঙের রাজপ্রসাদের দিকে।

প্রধান প্রবেশদ্বারের উপরে স্প্যানিশ কোট অব আর্মস নামে পরিচিত রাজকীয় ক্রেস্টটি–এমন একটা ক্রেস্ট যার দুদিকে হারকিউলিসের পিলার আর প্রাচীন মন্ত্র PLUS ULTRA লেখা। এর অর্থ, 'সীমানা পেরিয়ে'। অনেকে বিশ্বাস করে, এটা দিয়ে স্পেনের শতবছরব্যাপি সোনালি যুগে যে সাম্রাজ্য বিস্তার করা হয়েছিল সেটাকেই নির্দেশ করে। অন্যেরা বিশ্বাস করে এটা দিয়ে আসলে বোঝানো হয়েছে, দেশটির দীর্ঘদিনের ধর্মবিশ্বাসকে যে, স্বর্গের একটা জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে এর পরেই।

যাই হোক না কেন, ভালদেসপিনোর মনে হলো, এই মটোটা প্রতিদিনই কম প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। প্রাসাদের উপরে স্পেনের পাতাকাটা উড়তে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার ভেতর থেকে। অসুস্থ রাজার কথা মনে গেছে তার।

উনি চলে গেলে আমি উনাকে ভীষণ মিস করবো।

তার কাছে আমার অনেক ঋণ।

কয়েক মাস আগেও, বিশপ প্রায় প্রতিদিনই তার প্রিয় বন্ধুর সাথে দেখা করতে আসতেন। উনি শয্যাশায়ি আছেন শহরের বাইরে পালাসিও দে লা জারজুয়েলা প্রাসাদে। কয়েক দিন আগে রাজা তাকে ডেকে নিয়ে গেছিলেন তার শয্যার পাশে। তখন তার চোখেমুখে গভীর চিন্তার ছাপ দেখেছিলেন তিনি।

"আন্তোনিও," ফিসফিসিয়ে বলেছিলেন রাজা, "আমার ভয়ে হচ্ছে আমার ছেলের এনগেজমেন্টটা...খুব তাড়াহুড়ো করে নিচ্ছে।"

তাড়াহুড়ো না বলে মাথানষ্ট বলাই বেশি ভালো হবে, ভালদেসপিনো মনে মনে বলেছিলেন।

দু-মাস আগে যুবরাজ ভালদেসপিনোর কাছে স্বীকার করেছিলেন, তিনি অ্যাম্ব্রা ভিদালকে খুব অল্পদিন ধরে চিনলেও তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিতে চাচ্ছেন, কথাটা শুনে হতবুদ্ধিকর হয়ে পড়েছিলেন বিশপ। হুলিয়ানকে তিনি আরো অনুরোধ করে বলেছিন তিনি যেন আরো বেশি বিচক্ষণতার পরিচয় দেন এ বিষয়ে। যুবরাজ তর্ক করে বলেছিলেন তিনি ঐ মহিলার প্রেমে পড়েছেন, আর তার বাবাও চাচ্ছেন তার বিয়েটা দেখে যেতে। তাছাড়া অ্যাম্ব্রার গর্ভে যদি সন্তান পেতে চান তবে মেয়েটার বয়সের কথা বিবেচনায় নিলে আর দেরি করা ঠিক হবে না।"

ভালদেসপিনো শান্তভাবে হেসে রাজাকে বলেছিলেন, "হ্যা, এটা আমি

মানি। ডন হুলিয়ানের এই বিয়ের প্রস্তাবের কথা শুনে আমরা সবাই বেশ চমকে গেছি। তিনি কেবল আপনাকে খুশি করার জন্য এটা করতে চাইছেন।"

"তার আসল দায়িত্ব হলো এই দেশ," রাজা জোর দিয়ে বলেছিলেন, "তার বাবাকে খুশি করা নয়। মিস ভিদাল চমৎকার একজন মহিলা হলেও সে তো আমাদের কাছে একদমই অচেনা। বহিরাগত একজন। সে যে ডন হুলিয়ানের প্রস্তাবটা গ্রহণ করেছে তাতে করে তার উদ্দেশ্য নিয়ে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে। এটা অনেক বেশি তাড়াহুড়ো করে নিচ্ছে, আত্মসম্মান থাকলে একজন মেয়ের উচিত হবে তার প্রস্তাবটা প্রত্যাখান করা।"

"আপনার কথা ঠিক," জবাবে বলেছিলেন ভালদেসপিনো। যদিও অ্যাম্ব্রার পক্ষ নিয়ে বলা যেতে পারে, ডন হুলিয়ান মেয়েটাকে রীতিমতো বাধ্যই করেছে।

রাজা আস্তে করে তার দূর্বল হাতটা দিয়ে বিশপের হাত ধরেছিলেন। "বন্ধু, আমি জানি না সময় কোথায় চলে গেছে। তোমার আমার বয়স হয়ে গেছে। তোমাকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। এতগুলো বছর ধরে তুমি আমাকে বিজ্ঞের মতো উপদেশ দিয়ে গেছো। আমার স্ত্রী-বিয়োগের সময়, আমাদের দেশের পরিবর্তনের সময়, তোমার বিচক্ষণতার কারণে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি।"

"আমাদের বন্ধুত্বটা এমন একটি সম্মানের ব্যাপার যা আমি চিরকাল শ্রদ্ধা জানিয়ে যাবো।"

দূর্বল হাসি দিয়েছিলেন রাজা। "আন্তোনিও, আমি জানি তুমি আমার সাথে থেকে গিয়ে বিরাট বড় একটা ত্যাগ স্বীকার করেছো। চাইলে তুমি রোমেও যেতে পারতে।"

ভালদেসপিনো কাঁধ তুললেন। "কার্ডিনাল হলে তো আমি ঈশ্বরের আরো বেশি সন্নিকটে যেতাম না। আমার স্থান এটাই, সব সময়ই আপনার সাথে থাকা।"

"এতগুলো বছর ধরে আমার প্রতি তোমার এই অনুরাগের কথা কখনও ভুলবো না আমি।" রাজা চোখ বন্ধ করে বিশপের হাতটা আরো শক্ত করে ধরলেন। "আন্তোনিও...আমি খুব চিন্তায় আছি। আমার ছেলে খুব জলদি বিশাল বড় একটা জাহাজের হাল ধরবে, কিন্তু এই জাহাজ চালানোর জন্যে সে পুরোপুরি প্রস্তুত নয়। দয়া করে তাকে গাইড করো। তার দিশা হও। তোমার সুদৃঢ় হাতটা রাখো তার হাল ধরা হাতের পাশে, বিশেষ করে উত্তাল সাগর যখন পাড়ি দেবে। আমি আরো চাইবো, সে যখন পথ হারাবে, তুমি যেন দয়া করে তাকে পথের দিশা খুঁজে দিতে সাহায্য করো...বিশুদ্ধতার পথে নিয়ে এসো

আবার।”

“আমেন,” বিশপ বিড়বিড় করে বলেছিলেন। “আমি আপনাকে আমার কথা দিচ্ছি।”

এখন রাতের এই ঠাণ্ডা বাতাসে, প্লাজা পেরিয়ে প্রাসাদে ঢোকার পথে ভালদেসপিনো আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। *ইওর ম্যাজেস্টি, দয়া করে জেনে নিন, আমি সবই করছি আপনার শেষ ইচ্ছাকে সম্মান জানানোর জন্য।*

এই ভেবে ভালদেসপিনো একটু স্বস্তি পেলেন যে, রাজা বর্তমানে এতটাই অসুস্থ যে তার পক্ষে টিভি দেখা সম্ভবপর নয়। *বিলবাও থেকে প্রচারিত আজকের অনুষ্ঠানটি যদি তিনি দেখতেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করতেন তার দেশ আজ কোথায় গিয়ে পৌছেছে এটা দেখতে পেয়ে।*

ভালদেসপিনোর ডানদিকে, লোহার দরজার ওপাশে, কতোগুলো মিডিয়া ট্রাক এসে জড়ো হয়েছে, স্যাটেলাইট টাওয়ার বসানোর কাজ করছে তারা।

শকুনের দল, ভালদেসপিনো ভাবলেন। রাতের বাতাসে তার আলখাল্লাটা উড়ছে।

অধ্যায় ২৫

শোক করার সময় পাওয়া যাবে, ল্যাংডন নিজেকে সুধালো, তীব্র আবেগের সাথে লাড়াই করছে সে। *এখন সময় অ্যাকশনের।*

ল্যাংডন এরইমধ্যে উইনস্টনকে বলে দিয়েছে জাদুঘরের সিকিউরিটি ক্যামেরা থেকে সম্ভাব্য খুনি সম্পর্কে কোন কিছু পাওয়া যায় কিনা সেটা খতিয়ে দেখতে। এরপর সে আস্তে করে বলেছে, উইনস্টন যেন বিশপ ভালদেসপিনো আর আভিলার মধ্যে কোন কানেকশান আছে কিনা সেটাও খুঁজে দেখে।

এজেন্ট ফনসেকা এখন ফিরে এসেছে, এখনও তার কানে ফোন ধরা। *"সি...সি,"* সে বলেই যাচ্ছে। *"ক্লারো। ইমিদিয়াতেমেন্তে।"* ফোনকল শেষ করে অ্যাম্ব্রার দিকে ফিরলো। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে মহিলা। তাকে দেখে হতবিহ্বল দেখাচ্ছে।

"মিস ভিদাল, আমরা চলে যাচ্ছি," তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল ফনসেকা। "ডন হুলিয়ান চাচ্ছেন আমরা যেন আপনার নিরাপত্তার জন্য আপনাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাই।"

স্পষ্টত বোঝা গেল অ্যাম্ব্রার শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল এ কথা শুনে। "এডমন্ডকে এভাবে ফেলে রেখে আমি কোথাও যাচ্ছি না!" কম্বলে ঢাকা লাশটার দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

"লোকাল পুলিশ এটা দেখবে," জবাবে বলল ফনসেকা। "কোরোনার এখনই চলে আসবেন। মি. কিয়ার্শকে সম্মানের সাথেই যা করার করা হবে। এ মুহূর্তে আমাদেরকে চলে যেতে হবে। আমাদের আশঙ্কা আপনি বিপদের মধ্যে আছেন।"

"আমি একদমই বিপদের মধ্যে নেই!" এজেন্টের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল অ্যাম্ব্রা। "এক ঘাতক একটু আগেই আমাকে খুন করার দারুণ সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু সে তা করেনি। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তার টার্গেট ছিল এডমন্ড!"

"মিস ভিদাল!" ফনসেকার ঘাড়ের রগগুলো ফুলে উঠলো। "যুবরাজ চাচ্ছেন আপনাকে ওখানে নিয়ে যেতে। উনি আপনার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত।"

"না," পাল্টা বলল মহিলা। "ও আসলে রাজনৈতিক বিপর্যয় নিয়ে উদ্বিগ্ন।"

ফনসেকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কণ্ঠটা নামিয়ে ফেলল। "মিস ভিদাল, আজ যা ঘটেছে সেটা স্পেনের জন্য খুবই মারাত্মক একটি ঘটনা। এটা যুবরাজের

জন্যও খুবই বিরাট বড় একটি সমস্যা হয়ে গেছে। আজকের অনুষ্ঠানটি যে আপনি উপস্থাপনা করেছেন সেটা খুবই দুভার্গ্যজনক একটি সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।"

আচমকা উইনস্টনের কণ্ঠটা শোনা গেল ল্যাংডনের হেডসেটে। "প্রফেসর? বাইরের ক্যামেরাগুলোর ফিড পরীক্ষা করে দেখেছে জাদুঘরের সিকিউরিটি টিম। মনে হচ্ছে তারা কিছু একটা পেয়েছে।"

পুরো কথাটা শোনার পর ফনসেকার উদ্দেশে হাত নাড়লো ল্যাংডন। "কম্পিউটার বলছে, জাদুঘরের ছাদের উপরে বসানো একটি ক্যামেরায় খুনি যে গাড়িতে করে পালিয়ে গেছে সেটার আংশিক ছবি পাওয়া গেছে।"

"তাই নাকি?" ফনসেকাকে খুবই অবাক হতে দেখা গেল।

উইনস্টন কী বলেছে সেটা তাকে জানিয়ে দিলো ল্যাংডন। "কালো রঙের একটি সিডান সার্ভিস অ্যালি দিয়ে পালিয়ে গেছে...ঐ অ্যাঙ্গেল থেকে লাইসেন্স প্লেট নাম্বারটা দেখা যায়নি অবশ্য...তবে গাড়িতে একটি অন্যরকম স্টিকার লাগানো ছিল।"

"কিসের স্টিকার?" জানতে চাইলো ফনসেকা। "আমরা স্থানীয় পুলিশকে এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে বলতে পারি।"

"স্টিকারটি," ল্যাংডনের হেডসেটে বলে উঠলো উইনস্টন, "আমি চিনতে পারিনি, তবে ওটাকে আমি এ বিশ্বের প্রায় সব পরিচিত সিম্বলের সাথে মিলিয়ে দেখার পর একটাই ম্যাচ পেয়েছি।"

উইনস্টন কতো দ্রুত এসব করতে পারছে দেখে বিস্মিত হলো প্রফেসর।

"আমার কাছে যে ম্যাচটি আছে সেটা," উইনস্টন বলল, "প্রাচীন অ্যালকেমিক্যাল সিম্বল–*আমালগামেশন*।"

কী বললে? ল্যাংডন আশা করেছিল কোন পার্কিং গ্যারাজ কিংবা রাজনৈতিক সংগঠনের স্টিকার হবে বুঝি। "ঐ গাড়িতে...আমালগামেশন-এর সিম্বল লাগানো ছিল?"

ফনসেকা তার কথা শুনে কিছুই বুঝতে পারলো না।

"কিছু একটা ভুল হয়ে গেছে, উইনস্টন," বলল রবার্ট ল্যাংডন। "অ্যালকেমিক্যাল প্রসেসের সিম্বল কেন কেউ এভাবে দেখাতে যাবে?"

"আমি জানি না," জবাব দিলো উইনস্টন। "আমি শুধু এই একটা ম্যাচই বের করতে পেরেছি। প্রায় নিরাব্বই শতাংশ মিলে গেছে।"

ল্যাংডনের তুখোড় মস্তিষ্ক আমালগামেশন-এর সিম্বলটি ভিজুয়ালাইজ করতে পারলো।

অরিজিন
বইঘর.কম

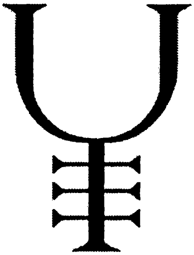

"উইনস্টন, গাড়িতে তুমি কী দেখেছো সেটার বিবরণ দাও আমাকে।"

সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটার জবাব দিলো। "এই সিম্বলে একটি খাড়া রেখা আছে, তাতে আছে তিনটি আড়াআড়ি রেখা। খাড়া রেখাটির উপরে উল্টো করে একটি খিলান বসানো আছে।"

একদম ঠিকঠিক মিলে গেছে। ল্যাংডনের ভুরু কপালে উঠে গেল। "উপরের সেই খিলানের কি ক্যাপস্টোন আছে?"

"হ্যা। দুই বাহুর উপরে বসানো আছে ছোট্ট দুটো রেখা।"

ওকে, তাহলে এটা আমালগামেশনই।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ল্যাংডন হতবিহ্বল হয়ে রইলো। "উইনস্টন, তুমি কি ঐ সিম্বলটার ছবি আমাদেরকে দেখাতে পারবে?"

"অবশ্যই।"

"তাহলে ওটা আমার ফোনে পাঠিয়ে দিতে বলেন," ফনসেকা জোর দিয়ে বলল।

এজেন্টের সেলনাম্বারটা উইনস্টনকে জানিয়ে দিলো ল্যাংডন। কিছুক্ষণ পরই ফনসেকার ফোনে বিপ্ হলো একটা। তারা সবাই ফোনের ডিসপ্লে দেখার জন্য এজেন্টের কাছে জড়ো হলো, দেখতে পেলো কম রেজুলুশনের একটি সাদা-কালো ছবি। সার্ভিস অ্যালি দিয়ে পালিয়ে যাবার সময় ছাদের উপর থেকে তোলা হয়েছে এটা।

গাড়ির উইন্ডশিল্ডের নিচে, বামদিকে স্টিকারটি লাগানো।

আমালগামেশন। কী অদ্ভুত।

হতভম্ব ল্যাংডন ফনসেকার ফোনের ডিসপ্লের উপরে আঙুল রেখে ছবিটা বড় করে দেখলো। একটু ঝুঁকে ইমেজটার আরো ডিটেইল দেখে নিলো সে।

সঙ্গে সঙ্গেই ল্যাংডন সমস্যাটা ধরতে পারলো। "এটা আমালগামেশন না," ঘোষণা দেবার সুরে বলল সিম্বলজির প্রফেসর।

যদিও উইনস্টন যে বিবরণ দিয়েছে এই ইমেজটা তার প্রায় কাছাকছি, কিন্তু হুবহু এক নয়। সিম্বলজিতে 'কাছাকাছি' আর 'হুবহু'র মধ্যে যে পার্থক্য সেটা নাৎসিদের সোয়াস্তিকা আর বৌদ্ধধর্মের আত্মোন্নয়ের প্রতীকের মধ্যেকার পার্থক্যের মতোই।

এজন্যে কখনও কখনও মানুষের মস্তিষ্ক কম্পিউটারের চেয়ে ভালো।

"এটা সেই স্টিকার না," ল্যাংডন আবারো বলল কথাটা। "এটাকে দুটো ভিন্ন স্টিকারের সমন্বয় বলা যেতে পারে। নিচের স্টিকারটি বিশেষ ধরণের একটি ক্রুশিফিক্স–এটাকে বলে পাপাল ক্রশ। এটা এখন খুবই জনপ্রিয়।"

ভ্যাটিকানের ইতিহাসে সবচাইতে উদারপন্থি পোপ নির্বাচিত হবার পর থেকে এ বিশ্বের হাজার হাজার মানুষ পোপের নতুন পলিসির পক্ষে সমর্থন প্রদর্শন করার জন্য এই ট্রিপল ক্রশ দেখিয়ে থাকে। এমনকি সেটা ল্যাংডনের নিজের এলাকা ম্যাসাচুসেটসের ক্যামব্রিজেও।

"আর উপরে U-আকৃতির সিম্বলটা," বলল প্রফেসর, "ওটা একেবারেই আলাদা একটি স্টিকার।"

"এখন বুঝতে পারছি আপনার কথাই ঠিক," উইনস্টন বলল। "আমি ঐ কোম্পানির ফোন নাম্বার জোগার করে দিচ্ছি আপনাকে।"

আবারো ল্যাংডন বিস্মিত হলো উইনস্টনের দুর্দান্ত গতি দেখে। *সে এরইমধ্যে কোম্পানির লোগোটাও চিনে ফেলেছে?* "দারুণ," বলল ল্যাংডন। "আমরা তাদেরকে বললে তারা গাড়িটা ট্র্যাক করতে পারবে।"

ফনসেকাকে বেশ হতবুদ্ধিকর দেখালো। "গাড়িটাকে ট্র্যাক করা হবে! কিভাবে?"

"খুনি যে গাড়িতে করে পালিয়ে গেছে সেটা," উইন্ডশিল্ডের উপরে *U*-এর দিকে ইঙ্গিত করলো সে, "উবারের গাড়ি।"

boighar.com

অধ্যায় ২৬

এজেন্ট ফনসেকার বিস্মিত চোখদুটো দেখে ল্যাংডন বুঝতে পারলো না কোনটা বেশি তাকে অবাক করেছে : দ্রুততার সাথে উইন্ডশিল্ড স্টিকারের পরিচয় বের করা নাকি পালানোর জন্য অ্যাডমিরাল আভিলা যে এরকম একটি কোম্পানির গাড়ি ব্যবহার করেছে সেটা।

সে একটা উবার ভাড়া করেছে, ল্যাংডন ভাবলো। অবাক হলো খুব, এরকম কাজ করে খুনি দারুণ কোন চালাকি করেছে নাকি অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে বুঝতে পারছে না।

বিগত কয়েক বছর ধরে উবার নামের এই গাড়ি-সার্ভিসটি দুনিয়াব্যাপি ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। স্মার্টফোনের মাধ্যমে যে কেউ উবার থেকে গাড়ি ভাড়া করতে পারে। এর ড্রাইভাররা নিজেরাই গাড়ির মালিক, বাড়তি আয়ের জন্য টাকার বিনিময়ে লিফট দিয়ে থাকে। স্পেনে এটা কয়েকদিন আগে লাইসেন্স পেয়েছে। স্পেনে উবার ড্রাইভারদের গাড়ির উইন্ডশিল্ডে *U* লোগোটা লাগিয়ে নিতে হয়। বোঝাই যাচ্ছে, যে গাড়িতে করে খুনি পালিয়েছে তার ড্রাইভার নতুন পোপেরও ভক্ত।

"এজেন্ট ফনসেকা," ল্যাংডন বলল। "উইনস্টন বলছে সে নিজের উদ্যোগেই এ গাড়িটার ছবি স্থানীয় পুলিশকে পাঠিয়ে দিয়েছে পথেঘাটে রোডব্লক বসিয়ে চেক করার সুবিধার্থে।"

ফনসেকার মুখ হা হয়ে গেল। ল্যাংডনের কাছে মনে হলো, লোকটা বুঝতে পারছে না সে উইনস্টনকে এজন্যে ধন্যবাদ দেবে নাকি বলবে, নিজের চরকায় তেল দাও। তোমাকে এটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

"এখন সে উবারের ইমার্জেন্সি নাম্বারে ডায়াল করছে।"

"না!" আদেশের সুরে বলল ফনসেকা। "আমাকে নাম্বারটা দিন। আমি নিজে ফোন করবো। একটা কম্পিউটারের অনুরোধের চেয়ে উবার নিশ্চয় রয়্যাল গার্ডের সিনিয়র কোন সদস্যের কথা বেশি গুরুত্ব দিয়ে শুনবে; সহযোগিতা করবে।"

ল্যাংডনকে মানতেই হলো, ফনসেকার কথাই সম্ভবত ঠিক। তাছাড়া, অ্যাম্ব্রাকে মাদ্রিদে নিয়ে যাওয়ার কাজে গার্ডিয়া রিয়াল তাদের দক্ষতা অপচয় না

করে যদি খুনিকে ধরার কাজে নিয়োজিত থাকে তাহলেই বরং বেশি ভালো হয়।

উইনস্টনের কাছ থেকে নাম্বারটা নিয়ে ফনসেকাকে দিলো ল্যাংডন। সে সঙ্গে সঙ্গে কল করলো সেই নাম্বারে। ল্যাংডনের মনে হচ্ছে, খুব দ্রুতই খুনিকে ধরা সম্ভব হবে এভাবে। যানবাহনের অবস্থান আর গতিবিধি খুঁজে বের করাটাই উবারের মূল কাজ। স্মার্টফোনের সাহায্যে যেকোন কাস্টমারই পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে থাকা উবার ড্রাইভারের সঠিক লোকেশন খুঁজে বের করতে পারে। ফনসেকাকে শুধু কোম্পানিকে অনুরোধ করে বলতে হবে, একটু আগে গুগেনহাইম মিউজিয়ামের পেছনে যে গাড়িটা যাত্রি তুলে নিয়ে গেছে সেটা এখন কোথায় আছে।

"*অস্তা!*" ফনসেকা আক্ষেপে বলে উঠলো। "*অতো মাতিজাদা!*" ফোনের কিবোর্ডে একটা নাম্বার প্রেস করে অপেক্ষা করলো সে। বোঝাই যাচ্ছে, মেনু অপশনের একটি অটোমেটেড লিস্টের নাম্বারে ডায়াল করেছে সে। "প্রফেসর, উবারকে দিয়ে ঐ গাড়িটা ট্রেস করার পর আমি পুরো ব্যাপারটার দায়িত্ব স্থানীয় পুলিশের কাছে তুলে দেবো, যাতে করে এজেন্ট ডিয়াজ আর আমি মিস ভিদাল এবং আপনাকে নিয়ে মাদ্রিদে চলে যেতে পারি।"

"আমাকে?" চমকে উঠলো ল্যাংডন। "না, আমি আপনাদের সাথে যেতে পারবো না।"

"আপনি পারবেন, আপনাকে পারতেই হবে," ফনসেকা জোর দিয়ে বলল। "যেমনটা যাবে আপনার ঐ কম্পিউটার খেলনাটা," ল্যাংডনের হেডসেটের দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

"আমি দুঃখিত," শক্ত কণ্ঠে বলল ল্যাংডন। "আপনাদের সাথে মাদ্রিদে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।"

"এটা তো অদ্ভুত," ফনসেকা জবাবে বলল। "আমি ভেবেছিলাম আপনি হারভার্ডের একজন প্রফেসর?"

অবাক হলো ল্যাংডন। "আমি তো তা-ই।"

"বেশ," চট করে বলল এজেন্ট। "তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি, এছাড়া যে আর কোন উপায় নেই সেটা বোঝার মতো যথেষ্ট স্মার্ট আপনি।"

এ কথা বলে এজেন্ট তার ফোনটা কানে নিয়ে একটু দূরে চলে গেল। তার দিকে চেয়ে রইলো ল্যাংডন। *হচ্ছেটা কী?*

"প্রফেসর?" ল্যাংডনের খুব কাছে এসে অ্যাম্ব্রা ফিসফিসিয়ে বলল। "আমার

boighar.com

কথা ভালো করে শুনুন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।”

ল্যাংডন ঘুরেই দেখতে পেলো অ্যাম্ব্রার চোখেমুখে সুতীব্র ভীতি। চমকে উঠলো সে। প্রাথমিক শক কাটিয়ে উঠেছে মহিলা। তার কণ্ঠ এখন মরিয়া আর একদম পরিষ্কার।

“প্রফেসর,” সে আবারো বলল, “এই প্রেজেন্টেশনে আপনার ভিডিও দেখিয়ে এডমন্ড আপনার প্রতি তার শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছে। এ কারণে, আমি আপনাকে বিশ্বাস করবো। আপনাকে আমার কিছু কথা বলা দরকার।”

কী বলবে বুঝতে না পেরে মহিলার দিকে তাকালো ল্যাংডন।

“এডমন্ড খুন হয়েছে আমার দোষে,” নিচুকণ্ঠে বলল সে। তার ঘন বাদামি চোখদুটো ছলছল করে উঠলো।

“কী বললেন?”

অ্যাম্ব্রা নার্ভাস ভঙ্গিতে তাকালো ফনসেকার দিকে, সে এখন বেশ দূরে আছে। তাদের কথাবার্তা তার কানে যাবে না। “অতিথিদের তালিকায়,” ল্যাংডনের দিকে ফিরে সে বলল, “শেষ মুহূর্তে যে নামটা যোগ করা হয়েছে সেটা আমিই যোগ করেছি।” মেয়েটার কণ্ঠ ধরে আসলো। “আমিই করেছি!”

*উইনস্টন ঠিকই বলেছিল...*অবাক হয়ে ভাবলো ল্যাংডন।

“আমার কারণেই এডমন্ড খুন হয়েছে,” প্রায় কান্না করে দেবার পর্যায়ে চলে এসেছে মহিলা। “এই ভবনের ভেতরে আমি তাকে খুন হতে দিয়েছি।”

“দাঁড়ান,” বলল ল্যাংডন, কম্পিত মহিলার কাঁধে তার হাতটা রাখলো। “আমাকে বলুন। আপনি *কেন* এই নামটা যোগ করেছিলেন?”

আরেকবার উদ্বিগ্ন চোখে ফনসেকার দিকে তাকালো অ্যাম্ব্রা। বিশগজ দূরে এখনও ফোনে কথা বলে যাচ্ছে সে। “প্রফেসর, শেষ মুহূর্তে এমন একজন আমাকে এই নামটি যোগ করার জন্য অনুরোধ করে, যাকে আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি। তার অনুরোধেই আমি এটা করেছি। অনুষ্ঠানের জন্য এই জাদুঘরের দরজা খোলার ঠিক আগে দিয়ে অনুরোধটা করা হয়। আমি খুবই ব্যস্ত ছিলাম তখন, সে-কারণে অতো ভাবনা-চিন্তা না করে নামটা যোগ করি তালিকায়। বুঝতে পারছেন, লোকটা নেভির একজন অ্যাডমিরাল ছিল! আমি কী করে বুঝবো, তার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব?” আবারো এডমন্ডের লাশের দিকে তাকিয়ে মুখে হাতচাপা দিলো সে। “আর এখন...”

“অ্যাম্ব্রা,” ল্যাংডন নিচুকণ্ঠে বলল। “কে আপনাকে বলেছিল আভিলার নামটা যোগ করার জন্য?”

বহুকষ্টে ঢোক গিলল অ্যাম্ব্রা। "আমার ফিয়াসে...স্পেনের পরবর্তি রাজা যুবরাজ ডন হুলিয়ান।"

অবিশ্বাসে মহিলার দিকে চেয়ে রইলো ল্যাংডন। কথাটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে তার। গুগেনহাইমের ডিরেক্টর দাবি করছে, এডমন্ড কিয়ার্শকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের সাথে স্পেনের পরবর্তি রাজা সরাসরি জড়িত। *এটা অসম্ভব!*

"আমি নিশ্চিত, রাজপ্রাসাদ কখনও আশা করেনি আমি খুনির পরিচয় জানতে পারবো," বলল সে। "কিন্তু এখন জেনে গেছি আমি...আমার ভয় হচ্ছে, আমি বিপদে পড়ে গেছি।"

তার কাঁধে আবারো হাত রাখলো ল্যাংডন। "আপনি এখানে একদম নিরাপদে আছেন।"

"না," জোর করে নিচুকণ্ঠে বলল সে, "এখানে আরো কিছু ব্যাপার আছে আপনি সেসবের কিছুই জানেন না। আপনাকে এবং আমাকে এখান থেকে বের হতে হবে। এক্ষুণি!"

"আমরা পালাতে পারবো না," বোঝানোর চেষ্টা করলো প্রফেসর। "তাহলে আমরা কখনও–"

"আমার কথা ভালো করে শুনুন, প্লিজ," তাড়া দিয়ে বলল সে। "কিভাবে এডমন্ডকে সাহায্য করতে হবে সেটা আমি জানি।"

"কী বললেন?" ল্যাংডনের মনে হচ্ছে মহিলা এখনও শকটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। "এডমন্ডকে সাহায্য করার মতো কিছু নেই এখন।"

"আছে," জোর দিয়ে কিন্তু পরিষ্কার কণ্ঠে বলল মহিলা। "তবে সবার আগে আমাদেরকে এখান থেকে বের হয়ে বার্সেলোনায় তার বাড়িতে যেতে হবে।"

"আপনি এসব কী বলছেন?"

"দয়া করে আমার কথাটা শুনুন। আমি জানি এডমন্ড এটাই চাইতো আমাদের কাছ থেকে।"

পরবর্তি পনেরো সেকেন্ড বেশ নিচুকণ্ঠে ল্যাংডনের সাথে কথা বলল অ্যাম্ব্রা ভিদাল। মহিলার কথা শুনে ল্যাংডনের হৃদস্পন্দন দ্রুত বেড়ে গেল। *হায় ঈশ্বর,* ভাবলো সে। *তার কথা তো ঠিক। এটা সবকিছু বদলে দেবে।*

কথা শেষ হবার পর অ্যাম্ব্রা তার দিকে তাকালো ক্ষোভের সঙ্গে। "এখন কি আপনি বুঝতে পেরেছেন কেন আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার?"

কোন রকম দ্বিধা না করে মাথা নেড়ে সায় দিলো ল্যাংডন। "উইনস্টন," হেডসেটে কথা বলল সে। "তুমি কি শুনেছো অ্যাম্ব্রা আমাকে কী বলেছেন?"

boighar.com

“শুনেছি, প্রফেসর।”

“তুমি কি এ ব্যাপারে কিছু জানতে?”

“না।”

পরের কথাটা খুব সতর্কতার সাথে বলল ল্যাংডন। “উইনস্টন, আমি জানি না কম্পিউটারের কোন আনুগত্য আছে কিনা তার স্রষ্টার প্রতি, যদি সেরকম কিছু তোমার মধ্যে থেকে থাকে তো সেই আনুগত্য দেখানোর সময় এখনই। আমরা কি আসলেই তোমার সাহায্য কাজে লাগাতে পারবো?”

অধ্যায় ২৭

পোডিয়ামের দিকে এগিয়ে যাবার সময় ফনসেকার দিকে চোখ রাখলো ল্যাংডন, সে এখনও উবারের সাথে ফোনে কথা বলায় ব্যস্ত। সে অ্যাম্ব্রাকে দেখতে পাচ্ছে ডোমের মাঝখানে চলে যাচ্ছে ফোনে কথা বলার ভান করতে করতে–ঠিক যেমনটা ল্যাংডন তাকে করতে বলেছিল।

ফনসেকাকে বলুন, আপনি যুবরাজ হুলিয়ানকে কল করবেন।

পোডিয়ামের কাছে পৌঁছাতেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেঝেতে পড়ে থাকা এডমন্ডের লাশের দিকে চোখ গেল তার। আস্তে করে লাশের উপর থেকে কম্বলটা সরালো সে। এক সময় এডমন্ডের উজ্জ্বল চোখ এখন নিষ্প্রাণ, আর সেই দুচোখের মাঝখানে বুলেটের লাল গর্ত। ভয়ঙ্কর দৃশ্যটি দেখে আৎকে উঠলো সে। বন্ধু হারনোর শোক আর ক্ষোভের কারণে হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল তার।

ল্যাংডনের চোখে ভেসে উঠলো এলোমেলো ঝাকড়া চুলের এক মেধাবি ছাত্র ঢুকছে তার ক্লাসে–সংক্ষিপ্ত সময়ে অনেক বড় বড় কাজ করে ফেলেছিল তার এই সাবেক ছাত্রটি। আর আজ, এই প্রতিভাবান মানুষটির বিশাল একটি আবিষ্কার চিরতরের জন্য মাটিচাপা দিতে কেউ তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

আমি যদি সাহসি কোন পদক্ষেপ না নেই, ল্যাংডন জানে, *আমার ছাত্রের সবচাইতে বড় অর্জনটি কখনও দিনের আলোর মুখ দেখবে না।*

নিজেকে পোডিয়ামের আড়ালে নিয়ে গেল সে, যাতে করে দূর থেকে ফনসেকার দৃষ্টিতে না পড়ে। এডমন্ডের লাশের পাশে হাটু গেঁড়ে বসলো ল্যাংডন, চোখ বন্ধ করে দু-হাত ভাজ করে প্রার্থনা করার একটি ভঙ্গি করলো সে।

একজন নাস্তিকের জন্য এভাবে প্রার্থনা করাটা যে কতো বড় পরিহাসের ব্যাপার সে-কথা ভেবে প্রায় হেসেই ফেলেছিল ল্যাংডন। *এডমন্ড, আমি জানি তোমাদের মতো মানুষেরা চায় না তাদের জন্য কেউ প্রার্থনা করুক। চিন্তা কোরো না, বন্ধু...আমি এখানে সত্যি সত্যি প্রার্থনা করছি না।*

এডমন্ডের সামনে এভাবে বসে থাকার সময় নিজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ভীতিটা টের পেলো সে। *আমি তোমাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলাম, বিশপ*

boighar.com

তোমার কোন ক্ষতি করবে না। যদি দেখা যায়, ভালদেসপিনো এই ঘটনায় জড়িত ... মাথা থেকে জোর করে এই ভাবনাটা সরিয়ে দিলো ল্যাংডন।

যখন সে নিশ্চিত হলো ফনসেকা তাকে প্রার্থনারত অবস্থায় দেখেছে, ল্যাংডন খুব সাবধানে এডমন্ডের জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে তার বিশাল আকারের ফোনটা বের করে নিলো।

ফনসেকার দিকে আবারো তাকালো, সে এখনও ফোনেই ব্যস্ত আছে। তাকে দেখে মনে হলো ল্যাংডনের ব্যাপারে তার আগ্রহ নেই খুব একটা, যতোটা আগ্রহ তার অ্যাম্ব্রার ব্যাপারে। মহিলা এখন ফোনে কথা বলার ভান করতে করতে ফনসেকা থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করছে।

এডমন্ডের ফোনের দিকে তাকালো ল্যাংডন, আস্তে করে দম নিয়ে নিলো সে।

আরেকটা কাজ করতে হবে।

এডমন্ডের ডান হাতটা একটু উপরে তুলল সে। এরইমধ্যে বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ওর শরীর। ফোনটার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিস্কের উপরে তার মৃত বুড়ো আঙুলের ছাপ নিয়ে নিলো এবার।

ক্লিক করে শব্দ হতেই ফোনটা আনলক হয়ে গেল।

দ্রুত সেটিং মেনুতে গিয়ে পাসওয়ার্ড প্রটেকশনটা বন্ধ করে দিলো ল্যাংডন। *স্থায়ীভাবেই আনলক এখন।* এরপর দ্রুত ফোনটা নিজের জ্যাকেটে ঢুকিয়ে কম্বল দিয়ে আবারো এডমন্ডের লাশটা ঢেকে দিলো।

*

ফাঁকা অডিটোরিয়ামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কানে ফোন চেপে কথা বলার ভান করছে অ্যাম্ব্রা, দূর থেকে ভেসে আসা সাইরেনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। দেখতে পেলো দূর থেকে তার উপরে চোখ রাখছে এজেন্ট ফনসেকা।

জলদি করুন, রবার্ট।

এক মিনিট আগে, অ্যাম্ব্রা যখন তাকে জানায় কিছুদিন আগে এডমন্ড কিয়ার্শের সাথে তার কী কথা হয়েছিল, তারপরই প্রফেসর দ্রুত কাজে নেমে পড়ে। ল্যাংডনকে সে বলেছে, দুই রাত আগে ঠিক এই ঘরেই তারা দু-জন যখন আজকের প্রেজেন্টেশনটা নিয়ে শেষ মুহূর্তের কাজ করছিল তখন কাজের ফাঁকে ব্রেক নেবার সময় এডমন্ডকে তৃতীয়বারের মতো স্পিনাচ খেতে দেখার সময় বেশ ক্লান্ত দেখতে পায় অ্যাম্ব্রা।

"আমাকে বলতেই হচ্ছে, এডমন্ড," বলেছিল সে, "এই নিরামিষী জিনিস তোমার বেলায় তেমন একটা কাজ করছে না। তোমাকে ফ্যাকাশে আর খুব রোগাটে দেখাচ্ছে।"

"রোগাটে?" হেসে উঠেছিল সে। "এ কথা কে বলছে দেখো।"

"আমি অতোটা রোগাটে না!"

"প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছো।" চোখ টিপে বলেছিল এডমন্ড। "আমাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন সেটা বলি। আমি একজন কম্পিউটার গিক, যে কিনা সারাদিন বসে থাকে এলসিডি মনিটরের সামনে।"

"দু-দিন পর তুমি সারা দুনিয়ার উদ্দেশে বক্তৃতা দেবে, গায়ের রঙটা একটু পোড়ালে ভালো দেখাবে। হয় আগামিকাল বাইরে থেকে ঘুরে আসো নয়তো এমন একটা কম্পিউটারের পর্দা আবিষ্কার করো যেটা তোমার গায়ের রঙকে কিছুটা ট্যান করতে পারবে।"

"আইডিয়াটা কিন্তু খারাপ না," মুগ্ধ হয়েই বলেছিল সে। "তাহলে ঐ জিনিসটার প্যাটেন্ট তোমার নামেই দেয়া উচিত হবে।" কথাটা বলে সে হেসে ফেলার পরই মনোযোগ দেয় হাতের কাজটার দিকে। "তাহলে শনিবার রাতের ইভেন্টটার কখন কি হবে সে ব্যাপারে তুমি বুঝে নিয়েছো?"

স্ক্রিপ্টের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল অ্যাম্ব্রা। "বাইরের ঘরে আমি অতিথিদেরকে স্বাগত জানাবো, তারপর তাদেরকে নিয়ে আসবো এই অডিটোরিয়ামে ভিডিওটা দেখানোর জন্য। ওটা শেষ হলেই নাটকিয়ভাবে তুমি হাজির হবে পোডিয়ামের সামনে।" ঘরের সামনের অংশটার দিকে হাত তুলে দেখালো সে। "এরপরই পোডিয়াম থেকে তুমি তোমার ঘোষণাটা দেবে।"

"একদম ঠিক," বলেছিল এডমন্ড, "ছোট্ট একটা বাড়তি জিনিসও আছে।" তার মুখে ছিল হাসি। "আমি যখন কথা বলা শুরু করবো সেটা হবে অনেকটা *ইন্টারমিশনের* মতো–আমার অতিথিদেরকে স্বশরীরে স্বাগত জানানোর একটা সুযোগ আর কি। সবাই যেন তাদের হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে নেয় আমার আসল প্রেজেন্টেশনের আগে–একটা মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন হবে ওটা, ওভাবেই আমি আমার আবিষ্কারের কথাটা ব্যাখ্যা করবো সবার কাছে।"

"তাহলে শুরুর ঘোষণাটাও কি রেকর্ড করা থাকবে আগে থেকে? ভূমিকার মতো?"

"হ্যা, কয়েকদিন আগেই ওটা আমি করে রেখেছি। আমরা ভিজ্যুয়াল কালচারে বাস করছি–পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে যেকোন বিজ্ঞানীর কথা বলার চেয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন অনেক বেশি আকর্ষনীয় হয়ে থাকে।"

boighar.com

"তুমি কিন্তু 'যেকোন বিজ্ঞানী' নও," বলে অ্যাম্ব্রা, "তবে আমি স্বীকার করছি, এটা দেখার জন্য মুখিয়ে আছি আমি।"

অ্যাম্ব্রা জানে, নিরাপত্তার স্বার্থেই এডমন্ড তার প্রেজেন্টেশনটা একেবারে নিজস্ব আর বিশ্বস্ত কোন অফসাইট সার্ভারে স্টোর করে রেখেছে। কোন একটা জায়গা থেকে সবকিছু এই জাদুঘরে প্রজেকশনের মাধ্যমে লাইভ সম্প্রচার করার কথা।

"আমরা যখন সেকেন্ড-হাফের জন্য প্রস্তুত হবো," সে জানতে চেয়েছিল, "প্রেজেন্টেশনটা কে অ্যাক্টিভ করবে, তুমি নাকি আমি?"

"এটা আমি নিজেই করবো," তার ফোনটা বের করে বলেছিল কিয়ার্শ। "এটা দিয়ে।" বিশাল আকারের স্মার্ট ফোনটা তুলে ধরেছিল সে। "এটা আমাদের শোয়ের একটা অংশ। এখান থেকে বহু দূরে রাখা আমার একটি সার্ভার আছে, একটা এনক্রিপেটেড কানেকশানে এটা দিয়ে ডায়াল করলেই হয়ে যাবে...আর কিছু করতে হবে না।"

এডমন্ড তার ফোনের কিছু বাটন চাপলে স্পিকারফোনটা বেজে ওঠে একবার। তারপরই কানেকশন পেয়ে যায়।

একটা কম্পিউটারাইজড নারীকণ্ঠ জবাব দেয় তখন : "গুড ইভনিং, এডমন্ড। আমি তোমার পাসওয়ার্ডের জন্য অপেক্ষা করছি।"

হেসে ফেলেছিল এডমন্ড। "আমি আমার ফোনে একটা পাসওয়ার্ড টাইপ করার পরই এখানে এই অডিটোরিয়াম এবং সারাবিশ্বে লাইভ সম্প্রচার শুরু হয়ে যাবে আমার আবিষ্কারের কথাটা।"

"খুবই নাটকিয় বলে মনে হচ্ছে," মুগ্ধ হয়ে বলেছিল অ্যাম্ব্রা। "যদি না তুমি তোমার পাসওয়ার্ডটা ভুলে যাও।"

"সেটা হবে খুবই বাজে ব্যাপার।"

"আমার বিশ্বাস তুমি ওটা লিখে রেখেছো?" মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল অ্যাম্ব্রা।

"ব্লাসফেমি," হাসতে হাসতে বলেছিল এডমন্ড। "কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা *কখনও* পাসওয়ার্ড লিখে রাখে না। চিন্তা কোরো না। আমারটা মাত্র সাতচল্লিশ ক্যারেক্টারের...আমি নিশ্চিত ওটা ভুলবো না।"

অ্যাম্ব্রার চোখদুটো গোল গোল হয়ে গেছিল। "সাতচল্লিশটা?! এডমন্ড, তুমি তো তোমার মিউজিয়াম সিকিউরিটি কার্ডের চার ডিজিটের পিন নাম্বারটাই মনে রাখতে পারো না! তাহলে সাতচল্লিশটা এলোমেলো ক্যারেক্টার তুমি কীভাবে মনে রাখবে?"

আবারো হেসে ফেলে সে। "আমাকে সেটা করার কোন দরকারই নেই। ওগুলো এলোমেলো কোন ক্যারেক্টার না।" কণ্ঠটা নিচে নামিয়ে তারপর বলে, "আমার পাসওয়ার্ড আসলে আমার প্রিয় কবিতার একটা পঙক্তি।"

অ্যাম্ব্রা বুঝতে পারলো না। "তুমি পাসওয়ার্ড হিসেবে কবিতার লাইন ব্যবহার করেছো?"

"কেন নয়? আমার প্রিয় কবিতার পঙক্তিটা একদম সাতচল্লিশ অক্ষরের।"

"আমার কাছে এটা খুব বেশি নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না।"

"না? তোমার ধারণা তুমি আমার পছন্দের কবিতার লাইনগুলো অনুমাণ করতে পারবে?"

"আমি এমনকি এ-ও জানি না তুমি কবিতা পছন্দ করো কিনা।"

"ঠিক বলেছো। কেউ যদি জেনেও যায় আমার পাসওয়ার্ডটা হলো কবিতার একটা লাইন, আর কেউ যদি ঠিকঠাকভাবে লক্ষ-কোটি সম্ভাবনা মধ্যে থেকে অনুমাণও করে নিতে পারে সঠিক লাইনটা, তাহলে তাদেরকে সবার আগে অনুমাণ করে নিতে হবে আমি অনেক লম্বা একটি ফোন নাম্বার, যেটা দিয়ে আমি আমার সিকিউর্‌ড সার্ভারে ডায়াল করি।"

"এইমাত্র যে ফোননাম্বারটি তুমি স্পিড-ডায়াল করলে সেটা?"

"হ্যা। এমন একটা ফোন যেটার নিজস্ব একটি অ্যাকসেস পিন নাম্বার আছে, আর যেটা কখনওই আমার বুক পকেট থেকে বেহাত হয় না।"

দু-হাত তুলে মজা করে বলেছিল অ্যাম্ব্রা, "ওকে, বাবা...তুমি হলে বস্‌। ভালো কথা, তোমার প্রিয় কবি কে?"

"চেষ্টাটা কিন্তু মন্দ নয়," হাত নাড়িয়ে বলেছিলো সে। "শনিবারের আগপর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। যে কবিতার লাইন আমি বেছে নিয়েছি সেটা একদম *পারফেক্ট*।" দাঁত বের করে হেসে বলেছিল সে। "এটা ভবিষ্যৎ নিয়ে, মানে একটা ভবিষ্যদ্বাণী। আর আমি খুব খুশি যে, সেটা এরইমধ্যে ফলেও গেছে।"

এখন তার চিন্তাভাবনা বর্তমানে ফিরে আসতেই একটু দূরে পড়ে থাকা এডমন্ডের লাশের দিকে তাকালো অ্যাম্ব্রা। ল্যাংডনকে ওখানে দেখতে না পেয়ে আতঙ্ক গ্রাস করলো তাকে।

সে কোথায় গেল?!

আরো খারাপ খবর হলো, এখন সে দ্বিতীয় গার্ডিয়া অফিসার এজেন্ট ডিয়াজকেও দেখতে পাচ্ছে। কাপড়ের কাটা অংশ দিয়ে ঢুকে ডোমে প্রবেশ

করছে সে। ডোমটা ভালো করে দেখে নিয়ে অ্যাম্ব্রার দিকে আসতে লাগলো সে।

সে আমাকে কখনও এখান থেকে যেতে দেবে না!

হুট করে কোত্থেকে যেন ল্যাংডন এসে দাঁড়ালো তার পাশে। সে তার পিঠে আলতো করে হাত রেখে তাকে নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো। এজেন্ট দু-জন এ দৃশ্য দেখে দ্রুত ছুটে গেল ডোমের আরেক প্রান্তে–যেখান দিয়ে এই ডোমে প্রবেশ করেছিল সবাই।

"মিস ভিদাল!" চিৎকার করে বলল ডিয়াজ। "আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?!"

"আমরা একটু আসছি," বেশ জোরে বলল ল্যাংডন, অ্যাম্ব্রাকে নিয়ে দ্রুত ফাঁকা চত্বরটা পেরিয়ে এক্সিট টানেলের দিকে যেতে শুরু করলো।

"মি. ল্যাংডন!" এবার চিৎকার করে ডাকলো এজেন্ট ফনসেকা। "এ ঘর থেকে আপনাদের বের হওয়া নিষেধ!"

অ্যাম্ব্রা টের পেলো তার পিঠের উপরে রাখা ল্যাংডনের হাতটা তাকে আরো বেশি তাড়া দিচ্ছে।

"উইনস্টন," হেডসেটে আস্তে করে বলল ল্যাংডন। *"এখনই!"*

সঙ্গে সঙ্গে পুরো ডোমটা অন্ধকারে তলিয়ে গেল।

অধ্যায় ২৮

এজেন্ট ফনসেকা আর তার পার্টনার অন্ধকার ডোমের টানেলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে নিজেদের মোবাইলফোনের ফ্ল্যাশলাইটের আলো জ্বালিয়ে। একটু আগে ল্যাংডন আর অ্যাম্ব্রা এদিক দিয়েই উধাও হয়ে গেছে।

টানেলের অর্ধেক পথে আসতেই ফনসেকা দেখতে পেলো অ্যাম্ব্রার সেলফোনটা কার্পেটের মেঝেতে পড়ে আছে। খুবই অবাক হলো সে।

অ্যাম্ব্রা তার ফোনটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে?

অ্যাম্ব্রার অনুমতি নিয়েই গার্ডিয়া রিয়েল খুবই সহজ একটি ট্র্যাকিং অ্যাপস ব্যবহার করেছিল মহিলার লোকেশন সব সময় তাদের নজরে রাখার জন্য। এভাবে ফোনটা ফেলে দেয়ার একটাই মানে থাকতে পারে : সে চাচ্ছে তাদের প্রটেকশন থেকে পালাতে।

এই ভাবনাটা ফনসেকাকে নার্ভাস করে ফেলল। অবশ্য এতটা নার্ভাস নয় যে, তার বস্‌কে এই খবরটা জানাতে ভুলে যাবে, তাদের ভবিষ্যৎ রাণীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যুবরাজ এবং তার স্বার্থের প্রশ্নে গার্ডিয়া কমান্ডার খুবই তটস্থ থাকে। এ ব্যাপারে সে যেমন নির্মম তেমনি কড়া দৃষ্টি তার। আজ রাতে কমান্ডার নিজে ফনসেকাকে একটা সহজ-সরল ডিরেকশন দিয়ে বলেছিলেন : "অ্যাম্ব্রা ভিদালকে নিরাপদে রাখবে। সব সময় সমস্যা থেকে দূরে রাখবে তাকে।"

উনি কোথায় আছেন সেটা না জানতে পারলে আমি উনাকে নিরাপদে রাখতে পারবো না!

টানেলটা দ্রুত পার হয়ে মাঝখানে ছোট্ট ঘরটাতে চলে এলো এজেন্ট দু-জন। যথারীতি এই ঘরটাও অন্ধকারে ঢেকে আছে। মনে হচ্ছে ভুতের আসর বসেছে এখানে-তারা যখন নিজেদের ফোন কানের কাছে ঠেকিয়ে বাইরের সাথে যোগাযোগ করতে গেল এখানে কী হয়েছে সেটা জানাতে, তখন ফোনের ডিসপ্লের আলোতে তাদের মুখদুটো দেখা গেল ফ্যাকাশে আর আতঙ্কগ্রস্ত।

"বাতি জ্বালাও!" কয়েকজন লোক চিৎকার করে বলল।

ফনসেকার ফোনটা বেজে উঠলে জবাব দিলো সে।

"এজেন্ট ফনসেকা, আমি জাদুঘরের সিকিউরিটি বলছি," এক তরুণী বলল স্প্যানিশে। "আমরা জানি উপরে আপানাদের ওখানে বাতি বন্ধ হয়ে

boighar.com

গেছে। মনে হচ্ছে এটা কম্পিউটারের সমস্যার কারণে হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ঠিক করে ফেলবো।"

"ভেতরের সিকিউরিটি ক্যামেরার ফিড কি এখনও পাওয়া যাচ্ছে?" জানতে চাইলো ফনসেকা। ভালো করেই জানে ক্যামেরাগুলো সব নাইটভিশন প্রযুক্তির।

"হ্যা। ওগুলো ফিড দিচ্ছে এখনও।"

অন্ধকার ঘরটা ভালো করে দেখে নিলো ফনসেকা। "অ্যাম্ব্রা ভিদাল একটু আগে থিয়েটারের টানেলের সামনের যে ঘরটা আছে সেখানে ঢুকেছিল। তুমি কি দেখতে পাচ্ছো সে কোথায় গেছে?"

"এক মিনিট, প্লিজ।"

অপেক্ষা করার সময় ফনসেকার হৃদস্পন্দন লাফাতে শুরু করলো। একটু আগে সে উবার থেকে জানতে পেরেছে, খুনির গাড়িটা ট্র্যাক করতে পারছে না তারা।

আজ রাতে এসব হচ্ছেটা কী?

দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, আজই প্রথম সে অ্যাম্ব্রা ভিদালের হয়ে কাজ করছে। সাধারণত একজন সিনিয়র অফিসার হিসেবে তাকে কেবলমাত্র যুবরাজ হুলিয়ানের জন্যই অ্যাসাইন করা হয়ে থাকে। কিন্তু আজ সকালে তার বস্ তাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বলেছে : "আজ রাতে মিস ভিদাল যুবরাজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপন করবেন। তুমি তার সঙ্গে থাকবে, সে যেন নিরাপদে থাকে সেটা নিশ্চিত করবে।"

ফনসেকা কখনও ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি, অ্যাম্ব্রা এমন একটি অনুষ্ঠানে উপস্থাপনার কাজ করবে যেখানে ধর্মের বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত হানা হবে, আর প্রকাশ্যে হত্যা করা হবে কাউকে। তার মাথায় এখনও ঢুকছে না, যুবরাজ উদ্বিগ্ন হয়ে যখন ফোন দিলেন তখন কেন অ্যাম্ব্রা কথা বলল না।

মনে হচ্ছে সবটাই বোধগম্যতার বাইরে, আর মহিলার অদ্ভুত আচরণ সেটাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। দেখেশুনে যা মনে হচ্ছে, অ্যাম্ব্রা ভিদাল তার নিজের সিকিউরিটি পরিত্যাগ করে ঐ আমেরিকান প্রফেসরের সাথে পালিয়ে গেছে।

যুবরাজ যদি এ খবর শুনতে পান...

"এজেন্ট ফনসেকা?" সিকিউরিটির সেই মেয়েটির কণ্ঠ ফিরে এলো ফোনে। "আমরা দেখতে পাচ্ছি মিস ভিদাল এবং তার সঙ্গে থাকা এক ভদ্রলোক একটু আগে ঐ ঘর থেকে বের হয়ে ক্যাটওয়াকের দিকে গেছে। এখন

তারা লুই বুর্জোয়ার *সেল্‌স* যেখানে প্রদর্শন করা হচ্ছে সেই গ্যালারিতে আছে। ওখান থেকে বের হয়ে ডানদিকে চলে যান। দ্বিতীয় গ্যালারিটা আপনাদের ডানদিকে।"

"ধন্যবাদ তোমাকে! তাদেরকে ট্র্যাক করতে থাকো!"

ফনসেকা আর ডিয়াজ ঘর থেকে বের হয়ে ক্যাটওয়াকের দিকে চলে গেল। নিচে তারা দেখতে পেলো দলে দলে অতিথিরা বের হবার পথের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

ডানদিকে, যেমনটা সিকিউরিটির মেয়েটা বলেছে, ফনসেকা দেখতে পেলো একটা বিশাল গ্যালারির খোলা মুখ। এক্সিবিট সাইনে লেখা : সেল্‌স।

গ্যালারিটা বিশাল, সেখানে রাখা আছে অনেকগুলো সাদারঙের বিমূর্ত ভাস্কর্য।

"মিস ভিদাল!" ফনসেকা চিৎকার করে বলল। "মি. ল্যাংডন!"

কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে এজেন্ট দু-জন তল্লাশি করতে শুরু করলো।

*

গার্ডিয়া এজেন্টরা এখন যেখানে আছে তার থেকে কয়েকটা ঘর পেছনে, ডোম অডিটোরিয়ামের ঠিক বাইরে ল্যাংডন আর অ্যাম্ব্রা অসংখ্য মাচাঙের মধ্য দিয়ে সতর্কতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে মৃদু আলোতে 'এক্সিট' লেখা একটি সাইনের দিকে।

শেষ কিছু মুহূর্তে তাদের কর্মকাণ্ড ছিল খুবই অস্পষ্ট—ল্যাংডন আর উইনস্টনের সম্মিলিত প্রয়াসে খুব দ্রুতই একটা ধোঁকা তৈরি করা গেছে।

ল্যাংডনের কথামতো নির্দিষ্ট সময়ে বাতি অফ করে দেয় উইনস্টন, ফলে অন্ধকারে ঢেকে যায় ডোমের ভেতরটা। তাদের অবস্থান থেকে টানেলের এক্সিটে যাবার পথটির দিক আর দূরত্ব ল্যাংডন নিজের মাথায় গেঁথে নিয়েছিল। টানেলের মধ্যে এসে অ্যাম্ব্রা তার ফোনটা ফেলে দেয়, এরপর টানেল থেকে বের না হয়ে তারা আবার চলে যায় ডোমের ভেতরে। ডোমের একপাশের কাপড়ের দেয়াল হাতরে একটা ছেঁড়া অংশ খুঁজে পায় তারা, এই জায়গাটা দিয়েই একটু আগে গার্ডিয়া এজেন্ট ডিয়াজ এডমন্ডের খুনিকে ধাওয়া করার জন্য চলে গেছিল। কাপড়ের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে তারা দু-জন চলে যায় ঘরের বাইরের দিকে দেয়ালের দিকে। সেখান থেকে জ্বলজ্বলে সাইনটা দেখে বুঝতে পারে ওটা ইমার্জেন্সি এক্সিটের সিঁড়ি।

boighar.com

উইনস্টন কতো দ্রুত তাদেরকে সাহায্য করার জন্য রাজি হয়ে গেছিল কথাটা মনে পড়তেই বিস্মিত হলো ল্যাংডন। "এডমন্ডের ঘোষণাটি যদি একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে সচল করা যায়," বলেছিল উইনস্টন, "তাহলে আমাদেরকে সেটা খুঁজে বের করতে হবে, ব্যবহার করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে। আমাকে বলা হয়েছিল, আমি যেন সবদিক থেকে আজকের এই ঘোষণার অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য এডমন্ডকে সহযোগিতা করি। কিন্তু এ কাজে আমি ব্যর্থ হয়েছি। সুতরাং আমার ভুল সংশোধন করার জন্য যা যা করার দরকার আমি করবো।"

ল্যাংডন তাকে ধন্যবাদ দিতে উদ্যত হলেও উইনস্টন কোন বিরতি না দিয়েই বলে চলেছিল। উইনস্টনের বলা কথাগুলোর যে গতি ছিল সেটা মানুষের পক্ষে অর্জন করা অসম্ভব। যেন দ্রুতগতিতে পড়ার জন্য কোন অডিওবুকের গতি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

"আমি যদি এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনটাতে অ্যাকসিস করতে পারতাম," উইনস্টন বলেছিল। "তাহলে আমি সেটা তক্ষুণি করে ফেলতাম। কিন্তু আপনি তো শুনেছেনই, ওটা স্টোর করা আছে নিরাপদ কোন সার্ভারে। মনে হচ্ছে তার আবিষ্কারটির কথা সারা দুনিয়ার কাছে রিলিজ করতে হলে তার কাস্টমাইজড ফোন আর পাসওয়ার্ডটার দরকার পড়বে। আমি এরইমধ্যে সাতচল্লিশ সংখ্যার পঙক্তি আছে এরকম প্রকাশিত সব কবিতা সার্চ করে ফেলেছি। দুভার্গ্যের কথা হলো, সম্ভাব্য সংখ্যাটি কয়েক লাখ। তারচেয়েও বড় কথা হলো, এডমন্ডের ফোন থেকে সার্ভারে ঢুকতে গেলে যে পাসওয়ার্ড লাগবে সেটাও একটা সমস্যা। কারণ মাত্র কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করা যাবে। এরপর আর কোনভাবেই সেটা করা সম্ভব হবে না। ফলে আমাদের হাতে মাত্র একটাই অপশন আছে : আমাদেরকে তার পাসওয়ার্ডটা অন্যকোনভাবে খুঁজে বের করতে হবে। আমি মিস ভিদালের ঐ কথাটার সাথে পুরোপুরি একমত, আপনাদেরকে এক্ষুণি বার্সেলোনায় এডমন্ডের বাড়িতে যেতে হবে। এই চিন্তাটা খুবই যৌক্তিক যে, এডমন্ডের বাড়িতে সেই বইটি থাকতে পারে যেটাতে তার প্রিয় কবিতাটি রয়েছে। এমনকি সেই লাইনগুলো দাগিয়ে রাখার সম্ভাবনাও আছে। সেজন্যে আমি হিসেব করে দেখেছি, এডমন্ড চাইতেন আপনারা যেন তার বার্সেলোনার বাড়িতে গিয়ে পাসওয়ার্ডটা খুঁজে বের করেন, সেটা ব্যবহার করে তার ঘোষণাটি প্রচার করেন। আমি এখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, শেষ মুহূর্তে অ্যাডমিরাল আভিলাকে অতিথিদের তালিকায় ঢোকানোর জন্য মাদ্রিদের রাজপ্রাসাদ জড়িত, ঠিক যেমনটি মিস ভিদাল স্বীকার করেছেন। এ কারণে

আমি ঠিক করেছি আমাদের উচিত হবে না গার্ডিয়া রিয়েলকে বিশ্বাস করা। আমি তাদেরকে ভিন্নপথে পরিচালিত করার জন্য একটা উপায় বের করবো, যাতে করে আপনাদের পালাতে সুবিধা হয়।"

অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো, উইনস্টন সত্যি সেটা করার মতো একটা উপায় বের করতে পেরেছে।

ল্যাংডন আর অ্যাম্ব্রা এখন ইমার্জেন্সি এক্সিটের কাছে পৌছে গেছে। আস্তে করে প্রফেসর দরজাটা খুলে দিলো অ্যাম্ব্রাকে বের হয়ে যাবার জন্য, তারপর সে নিজেও বের হয়ে বন্ধ করে দিলো সেটা।

"দারুণ," ল্যাংডনের মাথার মধ্যে উচ্চারিত হলো উইনস্টনের কণ্ঠটা। "আপানারা এখন সিঁড়িঘরে আছেন।"

"আর গার্ডিয়া এজেন্টরা?" জানতে চাইলো ল্যাংডন।

"আপনাদের থেকে বেশ দূরে," জবাব দিলো উইনস্টন। "আমি এখন তাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলছি। জাদুঘরের সিকিউরিটি অফিসার সেজে তাদেরকে এই ভবনের এককোণের একটি গ্যালারিতে নিয়ে গেছি।"

অবিশ্বাস্য, ভাবলো ল্যাংডন। অ্যাম্ব্রাকে আশ্বস্ত করার ইশারা করলো সে। "সবকিছু ভালোমতোই এগোচ্ছে।"

"সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান নিচের গ্রাউন্ড লেভেলে," বলল উইনস্টন, "এই জাদুঘর থেকে বের হয়ে যান। এই ভবন থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার হেডসেটটা দিয়ে আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে না।"

ধ্যাত্তারি! এই চিন্তাটা ল্যাংডনের মাথায় আসেনি। "উইনস্টন," তড়িঘরি বলল সে, "তুমি কি জানো, গত সপ্তাহে এডমন্ড তার আবিষ্কারটা নিয়ে কিছু ধর্মিয় নেতার সাথে আলোচনা করেছিল?"

"কথাটা শুনে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে," উইনস্টন জবাব দিলো। "যদিও আজ রাতে তার সূচনা বক্তব্যে তিনি জানিয়েছেন, তার আবিষ্কারটি ধর্মগুলোর উপরে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে, সেজন্যে সম্ভবত উনি চেয়েছেন ধর্মিয়গোষ্ঠির নেতাদের সঙ্গে এ নিয়ে আগেই আলাপ করে নিতে?"

"আমারও তাই মনে হয়। তাদের মধ্যে অবশ্যই মাদ্রিদের বিশপ ভালদেসপিনো ছিলেন।"

"ইন্টারেস্টিং তো। আমি অনলাইনে অসংখ্য রেফারেন্স দেখেছি, তিনি স্পেনের রাজার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।"

"হ্যা। আরেকটা বিষয়," বলল সিম্বলজিস্ট। "তুমি কি জানো, তাদের

সঙ্গে মিটিং করার পর ভালদেসপিনোর কাছ থেকে এডমন্ড একটি হুমকি পেয়েছিল ভয়েসমেইলে?"

"এটা আমার জানা ছিল না। মেইলটা নিশ্চয় তার প্রাইভেট লাইনে দেয়া হয়েছিল।"

"এডমন্ড ওটা আমাকে শুনিয়েছিল। ভালদেসপিনো তাকে জোর দিয়ে বলেছিলেন প্রেজেন্টেশনটা যেন সে বাতিল করে। তাকে এই বলে সাবধানও করে দিয়েছিলেন, যেসব ধর্মিয় নেতাদের সঙ্গে সে মিটিং করেছে তারা তার ঘোষণার আগেই এই আবিষ্কারের কথাটি সবাইকে জানিয়ে তার আবিষ্কারকে হেয় প্রতিপন্ন করার কথাও বিবেচনা করে দেখছেন।" অ্যাম্ব্রাকে সিঁড়িটা দেখিয়ে নামার জন্য ইশারা করলো ল্যাংডন। এবার কণ্ঠটা নিচে নামিয়ে সে বলল, "তুমি কি ভালদেসপিনো আর আভিলার মধ্যে কোন কানেকশান খুঁজে পেয়েছো?"

উইনস্টন কয়েক সেকেন্ডের জন্য থামলো। "আমি তাদের মধ্যে সরাসরি কোন কানেকশান পাইনি। তার মানে এই নয় যে, এরকম কোন কিছু নেই। এর একটাই অর্থ, এটার কোন ডকুমেন্ট নেই।"

তারা গ্রাউন্ডফ্লোরের দিকে নেমে যাচ্ছে।

"প্রফেসর..." উইনস্টন বলল। "আজকের রাতে যা ঘটে গেছে সেটা বিবেচনায় নিয়ে বলছি, যুক্তি বলছে অসম্ভব ক্ষমতাবান কিছু মহল চাচ্ছে এডমন্ডের আবিষ্কারটি যেন প্রকাশ না পায়। তার প্রেজেন্টেশনে আপনার অংশগ্রহনের কথাটা মাথায় রাখলে এডমন্ডের শত্রুরা আপনাকেও বিপজ্জনক মনে করতে পারে।"

এটা ল্যাংডনের ভাবনায় কখনও আসেনি। গ্রাউন্ডফ্লোরে পৌছাতেই বিপদটা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলো সে। অ্যাম্ব্রা তার আগেই ওখানে নেমে লোহার দরজাটা খুলে অপেক্ষা করছে।

"আপনি যখন এখান থেকে বের হয়ে যাবেন," বলল উইনস্টন, "তখন একটা গলি দেখতে পাবেন। আপনার বামদিকে সেটা। ওখান থেকে চলে যাবেন নদীর দিকে। ওখানে গেলেই আমি আপনার জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারবো। যে ঠিকানাটা নিয়ে আমরা এর আগে কথা বলেছি সেখানে আপনাদেরকে পৌছে দিতে পারবো আমি।"

BIO-EC346, ল্যাংডন ভাবলো। উইনস্টন তাদের সাথে থাকলে যে ভালো হতো সেই তাড়না অনুভব করলো সে। *অনুষ্ঠানের পর যেখানে এডমন্ডের সাথে আমার মিটিং করার কথা ছিল।* ল্যাংডন অবশেষে কোডটার

অর্থোদ্ধার করতে পারলো। বুঝতে পারলো, *BIO-EC346* গোপন কোন সায়েন্স-ক্লাব নয়, এটা অনেক বেশি জাগতিক কিছু। তাসত্ত্বেও সে আশা করলো এটাই হবে বিলবাও থেকে তাদের পালানোর চাবিকাঠি।

*আমরা যদি সেখানে সবার অলক্ষ্যে চলে যেতে পারি...*ভাবলো সে। ভালো করেই জানে, খুব জলদিই সবখানে রোডব্লক বসানো হবে। *আরো দ্রুত রওনা দিতে হবে আমাদেরকে।*

অ্যাম্ব্রাকে নিয়ে দরজা দিয়ে বের হতেই ল্যাংডনের চোখে পড়লো রোসারি জপমালার টুকরোগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। ওগুলো কেন এখানে পড়ে আছে তা নিয়ে ভাবার মতো সময় তার হাতে নেই। উইনস্টন এখনও কথা বলে যাচ্ছে।

"আপনারা নদীর কাছে পৌঁছালেই," আদেশের সুরে বলল তার কণ্ঠটা, "লা সালভে ব্রিজের নিচ দিয়ে ফুটপাত ধরে এগিয়ে যাবেন, ওখানেই অপেক্ষা করবেন যতোক্ষণ না-"

ল্যাংডনের হেডসেটটা হঠাৎ করেই কানফাটা ঘরঘর শব্দ করতে শুরু করলো।

"উইনস্টন?" চিৎকার করে বলল সে। "অপেক্ষা করবো যতোক্ষণ না-*এরপর কী?*"

কিন্তু উইনস্টন আর নেই,

লোহার দরজাটা তাদের পেছনে শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল।

boighar.com

অধ্যায় ২৯

বিলবাও শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে, একটা উবার সিডান ছুটে চলেছে হাইওয়ে এপি-৬৮ ধরে মাদ্রিদের দিকে। পেছনের সিটে বসে থাকা অ্যাডমিরাল আভিলা তার সাদা জ্যাকেট আর নেভির ক্যাপটা খুলে ফেলল। এত সহজে কাজটা করে সুন্দরমতো পালাতে পেরে এক ধরণের প্রশান্তি অনুভব করছে সে।

রিজেন্ট যেমনটা কথা দিয়েছিল ঠিক তেমনি।

উবারের গাড়িটাতে ওঠার পর পরই আভিলা তার পিস্তলটা *ঠেকায়* ড্রাইভারের মাথার পেছনে। আভিলার কথামতো ড্রাইভার তার স্মার্ট ফোনটা ফেলে দেয় গাড়ির জানালা দিয়ে। এটাই কোম্পানির হেডকোয়ার্টারের সাথে তার একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম ছিল।

এরপর আভিলা লোকটার ওয়ালেট থেকে তার বাসায় ঠিকানা, তার স্ত্রী আর দুই সন্তানের নামগুলো মুখস্ত করে নেয়। *আমি যেমনটা বলবো তেমনটাই করবে,* তাকে বলেছিল আভিলা, *নইলে তোমার পরিবারের সবাই মারা যাবে।* কথাটা শুনে ভীষণ ভড়কে যায় লোকটা। তাকে দেখে আভিলা বুঝতে পারে, আজ রাতে সে যা বলবে এই লোক তাই করবে।

আমি এখন অদৃশ্য, পুলিশের গাড়িগুলো সাইরেন বাজাতে বাজাতে বিপরীত দিকে ছুটে যেতে দেখে ভাবলো আভিলা।

গাড়িটা দক্ষিণ দিকে যেতে শুরু করলে আরাম করে বসলো দীর্ঘ ভ্রমণের জন্য। নিজেকে শান্ত করে নিলো এবার। *আমি আমার কাজ ঠিকমতোই করতে পেরেছি,* ভাবলো সে। তার হাতের ট্যাটুর দিকে তাকালো। বুঝতে পারলো, যে সুরক্ষা দেয়া হয়েছে তাকে সেটা তার কোন কাজে লাগেনি। *অন্তত এখন পর্যন্ত।*

ভড়কে যাওয়া উবার ড্রাইভার যে তার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত সে। গাড়িটা মাদ্রিদের দিকে দ্রুতগতিতে ছুটে যাবার সময় উইন্ডশিল্ডে লাগানো দুটো স্টিকার তার চোখে পড়লো।

ওটা হবার চান্স কতোটুকু? ভাবলো সে।

প্রথম স্টিকারটি প্রত্যাশিতই ছিল–উবারের লোগো সেটা। কিন্তু দ্বিতীয় স্টিকারের শুধুমাত্র উপরের দিকটিই দেখা যাচ্ছে।

পাপালের ক্রশ। আজকাল এই সিম্বলটি সবখানেই দেখা যায়–সমগ্র

ইউরোপের ক্যাথলিকরা নতুন পোপের প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশের জন্য এটা দেখিয়ে থাকে। এই নতুন পোপ চার্চের যে উদারনৈতিকীকরণ আর আধুনিকায়ন শুরু করেছেন তার প্রশংসা করে তারা।

পরিহাসের ব্যাপার হলো, আভিলা বুঝতে পারছে নতুন আর উদার পোপের একজন ভক্ত এই ড্রাইভারের মাথার পেছনে পিস্তল ঠেকানোটা তার জন্য খুবই প্রীতিকর একটি অভিজ্ঞতা। আভিলা খুবই হতাশার সাথে ভাবে, কী করে গর্দভের দল এই নতুন পোপকে শ্রদ্ধা করে, যে কিনা খৃস্টের অনুসারিদেরকে ঈশ্বরের আদেশ-নিষেধের বুফে টেবিল থেকে কোন্ প্লেটটা নিতে হবে আর কোনটা নিতে হবে না সেটা নির্ধারণ করে দেয়। প্রায় রাতারাতি, ভ্যাটিকানের ভেতরে জন্মনিয়ন্ত্রণ, সমকামি বিয়ে, নারী-যাজক আর অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে মুক্ত আলোচনার সূত্রপাত হতে থাকে। চোখের নিমেষে দু-হাজার বছরের ঐতিহ্য হাওয়া হয়ে গেল বলতে গেলে।

সৌভাগ্যের কথা, এখনও পুরনো ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য লড়াই করার মতো মানুষ আছে।

আভিলা তার মাথার ভেতরে শুনতে পেলো ওরিয়ামেন্দি স্তবগীতিটা।

আর আমি তাদের জন্য কাজ করতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি।

boighar.com

অধ্যায় ৩০

স্পেনের সবচাইতে পুরনো আর এলিট সিকিউরিটি ফোর্স হিসেবে মধ্যযুগ থেকেই গার্ডিয়া রিয়েলের রয়েছে সহিংস ঐতিহ্য। গার্ডিয়ার এজেন্টরা মনে করে, ঈশ্বরের কাছে করা তাদের শপথ তাদেরকে রাজপরিবারের নিরাপত্তা, তাদের সম্পত্তি আর সম্মান রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত করেছে।

কমান্ডার ডিয়েগো গারজা একজন ষাট বছরের ছোটখাটো, হাড্ডিসার মানুষ, গার্ডিয়ার আনুমানিক দুই হাজার সদস্যকে দেখভাল করে সে। তার গায়ের রঙ কিছুটা তামাটে। ছোটছোট চোখ আর তেলতেলে পাতলা কালো চুলগুলো মাথার উপরে লেপ্টে থাকে। ইঁদুরমুখো চেহারাটা ছোটখাটো গড়নের কারণে গারজাকে মানুষজনের ভিড়ে আলাদা করাই কঠিন। রাজপ্রাসাদের ভেতরে যে তার অসামান্য প্রভাব রয়েছে এটা তাকে আড়াল করতে সাহায্য করে।

অনেক কাল আগেই গারজা শিখেছে, সত্যিকারের ক্ষমতা দৈহিক গড়ন থেকে আসে না, আসে রাজনীতির সুবিধা থেকে। গার্ডিয়া রিয়েলে তার কমান্ড নিশ্চিতভাবেই তাকে ক্ষমতাধর মানুষে পরিণত করলেও তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতাই তাকে প্রাসাদের ঘনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রাসাদের ব্যক্তিগত কিংবা পেশাদার যেকোন ব্যাপারেই তার প্রভাব রয়েছে।

গোপনিয়তার একজন বিশ্বস্ত কিউরেটর হিসেবে গারজা কখনও একবারের জন্যেও তার প্রতি আস্থার অবমূল্যায়ন করেনি। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সব সমস্যার চমৎকার সমাধান দিতে পারায় তার সুনাম রয়েছে। এজন্যে রাজার কাছে রয়েছে তার অপরিহার্য গুরুত্ব। ইদানিং অবশ্য ভগ্ন স্বাস্থ্যের রাজা পালাসিও দে লা জারজুয়েলা প্রাসাদে শয্যাশায়ি হতেই গারজাসহ রাজপ্রাসাদের বাকিরা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে মধ্যে পড়ে গেছে।

ছত্রিশ বছরের অতি-রক্ষণশীল জেনারেল ফ্রাঙ্কোর স্বৈরাচারি শাসনের অবসানের পর সংসদীয় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে প্রায় চার দশক ধরে রাজা শাসন করে গেছেন একটি অস্থিতিশীল দেশকে। ১৯৭৫ সালে ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর পর সরকারের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

যদিও যুবকদের কাছে এই পরিবর্তনটি খুবই ধীরগতির বলে মনে হয়েছে।

আর বয়স্ক ঐতিহ্যবাদিদের কাছে মনে হয়েছে পরিবর্তনগুলো রীতিমতো ব্লাসফেমির পর্যায়ে পড়ে।

স্পেনের এমন অনেক স্ট্যাবলিশমেন্ট রয়েছে যারা তুমুলভাবে এখনও ফ্রাঙ্কোর রক্ষণশীল মতবাদকে সমর্থন করে। বিশেষ করে ক্যাথলিজমকে 'রাজধর্ম' এবং দেশের নীতিনৈতিকতার মেরুদণ্ড বিবেচনা করার তার যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা তাদের কাছে এখনও গ্রহণযোগ্যতা রাখে। তবে স্পেনের ক্রমবর্ধমান তরুণ জনগোষ্ঠি ঠিক এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিই পোষণ করে-খোলাখুলিভাবেই তারা সংগঠিত ধর্মগুলোকে নিন্দা জানায়, আর লবিং করে চার্চ থেকে রাষ্ট্রকে আলাদা করার জন্য।

এখন, মধ্যবয়স্ক যুবরাজ সিংহাসনে বসার দ্বারপ্রান্তে রয়েছেন, কিন্তু কেউ জানে না নতুন রাজা কোনদিকে ঝুঁকবেন। কয়েক দশক ধরে হুলিয়ান তার বাবার সব ধরণের কর্মকাণ্ডের সাথেই ছিলেন, প্রশংসা করার মতো অসংখ্য কাজ করেছেন তিনি। কখনও বাবার সাথে রাজনীতি থেকে শুরু করে কোন ব্যাপারেই তাকে ভিন্নমত পোষণ করতে দেখা যায়নি। তারপরও বেশিরভাগ পণ্ডিত সন্দেহ করে থাকে, তিনি হবেন তার বাবার থেকে অনেক অনেক বেশি উদার। অবশ্য এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার কোন উপায়ই নেই।

আজ রাতে অবশ্য এর যবনিকাপাত হতে পারে।

বিলবাও'তে মারাত্মক একটি ঘটনা ঘটে গেছে, কিন্তু অসুস্থতার জন্য রাজার পক্ষে সে-ব্যাপারে জনসম্মুখে কিছু বলা যেহেতু সম্ভব নয় তাই এই দায়িত্বটা অনিবার্যভাবেই যুবরাজের উপরে গিয়ে বর্তায়।

দেশের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে সরকারের উঁচুপদে থাকা অনেকেই এরইমধ্যে এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়েছে। রাজপ্রাসাদ থেকে কোন স্টেটমেন্ট আসার আগপর্যন্ত তারা আর এর বেশি কিছু বলেনি-এজন্যে সবটাই এখন যুবরাজের উপরে গিয়ে পড়েছে। গারজা মোটেও অবাক হয়নি, এই ঘটনায় ভবিষ্যৎ রাণী অ্যাম্রা ভিদালের জড়িয়ে পড়ার কারণে ব্যাপারটা হয়ে উঠেছে একটি রাজনৈতিক গ্রেনেডের মতো, যা কেউ স্পর্শ করতে চাইবে না।

আজ রাতে হুলিয়ানের শক্ত একটি পরীক্ষা হয়ে যাবে, প্রাসাদের বিশাল সিঁড়িটা দিয়ে রয়্যাল অ্যাপার্টমেন্টের দিকে যাওয়ার জন্য দ্রুত উঠতে উঠতে ভাবলো গারজা। *তার গাইডেন্সের দরকার পড়বে, আর যেহেতু তার বাবা পুরোপুরি অক্ষম, সেই গাইডেন্সটা অবশ্যই আমাকে দিতে হবে।*

boighar.com

রেঙ্গিদিনসিয়া হলওয়ে দিয়ে বড় বড় পা ফেলে অবশেষে যুবরাজের দরজার কাছে এসে পৌঁছে গভীর করে দম নিয়ে টোকা দিলো গারজা।

আজব, ভাবলো সে। কোন সাড়াশব্দ পেলো না। *আমি জানি তিনি ভেতরেই আছেন।* বিলবাও থেকে এজেন্ট ফনসেকা তাকে জানিয়েছে, হুলিয়ান একটু আগে তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তাকে ফোন করে অ্যাম্ব্রা ভিদাল নিরাপদে আছে কিনা জানতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে নিরাপদেই আছে।

আবারো দরজায় নক করলো গারজা। এবারও কোন সাড়া না পেয়ে চিন্তিত হয়ে উঠলো সে। তড়িঘরি দরজাটা খুলে ফেলল। "ডন হুলিয়ান?" ভেতরে পা দিয়েই ডাক দিলো। লিভিংরুমে একটা টিভির আলো ছাড়া পুরো ঘরটাই অন্ধকারে ডুবে আছে।

"হ্যালো?"

ঘরের ভেতরে দ্রুত ঢুকে পড়তেই গারজা দেখলো যুবরাজ জানালার সামনে মুখ করে অন্ধকারে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছেন। এখনও তার গায়ে রাতের মিটিংয়ের সময় পরা পরিপাটি সুটটা দেখতে পেলো। এমনকি ঘরে আসার পরও নেকটাইটা আলগা করেননি।

চুপচাপ দেখতে লাগলো গারজা। যুবরাজকে এভাবে দেখতে পেয়ে বুঝতে পারছে না কী করবে। *এই সঙ্কটটা মনে হচ্ছে তাকে পুরোপুরি ভড়কে দিয়েছে।*

গলা খাকাড়ি দিলো গারজা তার উপস্থিতি জানান দেবার জন্য।

জানালার দিকে চেয়ে থেকেই যুবরাজ অবশেষে মুখ খুললেন। "আমি অ্যাম্ব্রাকে ফোন করেছিলাম," বললেন তিনি, "ও আমার সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।" হুলিয়ানের কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে তিনি যতোটা কষ্ট পেয়েছেন, তারচেয়েও বেশি যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

কী বলবে ভেবে পেলো না গারজা। আজকের রাতে যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে সেটা বিবেচনায় নিলে অ্যাম্ব্রার সাথে তার সম্পর্ক নিয়ে দুশ্চিন্তা করাটা কোনমতেই বোধগম্য হলো না তার। এই মেয়ের সাথে যুবরাজের এনগেজমেন্টটা শুরু থেকেই অস্বস্তিকর একটি ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

"আমার মনে হয় মিস ভিদাল খুবই শক পেয়েছেন," শান্তকণ্ঠে বলল গারজা। "এজেন্ট ফনসেকা উনাকে আজ রাতে আপনার কাছে নিয়ে আসবে। তখন কথা বলে দেখেন। উনি যে নিরাপদে আছেন সেটা জানতে পেরে আমি যার পর নাই স্বস্তি পেয়েছি।"

উদাস হয়ে যুবরাজ মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

"শুটারকে ট্র্যাক করা হচ্ছে," প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য গারজা বলল। "ফনসেকা আমাকে আশ্বস্ত করেছে, খুব জলদিই তারা সন্ত্রাসিটাকে নিজেদের কাস্টডিতে নিয়ে নিতে পারবে।" ইচ্ছে করেই 'সন্ত্রাসি' শব্দটা ব্যবহার করলো সে এই আশায় যুবরাজ যেন ঘোরগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্তি পায়।

কিন্তু যুবরাজ কেবল আরেকবার সায় দিয়ে গেলেন।

"প্রেসিডেন্ট এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছেন," বলতে লাগলো গারজা, "কিন্তু এই অনুষ্ঠানের সাথে অ্যাম্ব্রার জড়িত থাকার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে...সরকার আশা করছে না, আপনি আর কোন মন্তব্য করুন।" একটু থামলো গারজা। "বুঝতে পারছি পরিস্থিতিটা খুবই বিচ্ছিরি। তবে আমি আপনাকে বলবো, আপনি যেন বলেন, আপনি আপনার বাগদত্তার যে জিনিসটা পছন্দ করেন সেটা হলো তার স্বাবলম্বিতা। সেজন্যে আপনি যখন জানতে পারলেন এডমন্ডের সাথে তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মিল না থাকা সত্ত্বেও জাদুঘরের ডিরেক্টর হিসেবে তিনি তার অনুষ্ঠানে থাকবেন তখন সেটাকে সাধুবাদই জানিয়েছিলেন। এরকম কিছু একটা আপনার জন্য লিখে দিতে পারি আমি, দেবো কি? সকালের নিউজের জন্য আমাদেরকে একটা স্টেটমেন্ট দিতে হবে এক্ষুণি।"

হুলিয়ানের চোখ জানালা থেকে একটুও সরলো না। "আমরা যে স্টেটমেন্টই করি না কেন, আমি চাই তাতে যেন বিশপ ভালদেসপিনোর কোন অবদান থাকে।"

গারজার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল, অনেক কষ্টে হজম করে নিলো কথাটা। ফ্রাঙ্কো-পরবর্তি স্পেন হলো *এস্তাদো এফেকশনাল,* এর মানে রাষ্ট্রধর্ম বলে আর কিছু নেই। রাজনৈতিক কোন বিষয়ে চার্চ কোনভাবেই জড়িত থাকবে না। রাজার সাথে ভালদেসপিনোর বন্ধুত্ব সব সময়ই বিশপকে রাজপরিবারের নিত্যদিনকার কাজকর্মে অস্বাভাবিক রকমের প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ করে দিয়েছে। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, ভালদেসপিনোর মধ্যে যে কট্টর রাজনীতি আর রক্ষণশীল ধর্মিয় মনোভাব রয়েছে সেখানে কূটনীতি আর কৌশলের কোন স্থান নেই। অথচ আজ এ মুহূর্তের যে সঙ্কট তাতে এটাই সবচেয়ে বেশি দরকার।

আমাদের দরকার প্রজ্ঞা আর কৌশল—ধর্মিয় মতবাদ এবং কথার ফুলঝুরি নয়!

boighar.com

গারজা বহুকাল আগেই জানতে পেরেছে, ভালদেসপিনোর ধার্মিক মুখোশের আড়ালে সহজ একটি সত্য লুকিয়ে আছে : ঈশ্বরের চেয়ে নিজের প্রয়োজনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন তিনি। কিছুদিন আগপর্যন্ত এই ব্যাপারটা গারজা তেমন একটা পাত্তা না দিলেও এখন যখন রাজতন্ত্রে ক্ষমতার পালা বদল ঘটতে যাচ্ছে তখন যুবরাজের দিকে এভাবে দিন দিন বিশপের ঝুঁকে পড়াটা গভীর চিন্তার উদ্রেক করে।

ভালদেসপিনো এখন যুবরাজের খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছেন।

গারজা জানে, হুলিয়ান সব সময়ই বিশপকে তার পরিবারের একজন বলে মনে করেন–ধর্মিয়নেতার চেয়েও বিশ্বস্ত মামা-চাচার মতো তার অবস্থান। রাজার ঘনিষ্ঠজন হিসেবে ভালদেসপিনো হুলিয়ানের শৈশবকাল থেকেই তাকে নৈতিক শিক্ষা দিয়ে গেছেন–এ কাজে তিনি এতটাই নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন যে, হুলিয়ানের প্রায় সব টিউটরকে রীতিমতো পরীক্ষা নিতেন। ছোট্ট হুলিয়ানকে তিনি ধর্মের বিভিন্ন মতবাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন। এমনকি হৃদয়ঘটিত ব্যাপারেও তাকে পরামর্শ দিতেন তিনি। এখন, এত বছর পর হুলিয়ান আর ভালদেসপিনোর মধ্যে খুব একটা দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও তাদের মধ্যেকার সম্পর্কটা রক্ত-সম্পর্কিয় আত্মীয়ের মতোই রয়ে গেছে।

"ডন হুলিয়ান," শান্তকণ্ঠে বলল গারজা, "আমার মনে হয় আজ রাতের পরিস্থিতিটা এমনই যে, আপনি আর আমি মিলেই সেটা সামলালে ভালো হয়। অন্য কারোর দরকার নেই এতে।"

"তাই নাকি?" অন্ধকারেই বলে উঠলো একটা কণ্ঠ।

গারজা চমকে ঘুরে দাঁড়ালো। আলখাল্লা পরিহিত ভূতটা দেখে হতভম্ব হয়ে গেল সে।

ভালদেসপিনো।

"কমান্ডার," ভালদেসপিনো হিসহিস করে বললেন, "আমি ধরে নিতে পারছি, আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন আজ রাতে আমাকে আপনাদের কতোটুকু দরকার হবে।"

"এটা রাজনৈতিক পরিস্থিতি," গারজা দৃঢ়তার সাথে বলল, "ধর্মিয় কোন ঘটনা নয়।"

ভালদেসপিনো অপমানিত বোধ করলেন। "আপনার এই বক্তব্য শোনার পর আমার মনে হচ্ছে, আমি আপনাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে অনেক বেশি বড় করে দেখে ফেলেছি। আপনি যদি আমার মতামত জানতে চান তবে বলবো,

এই সঙ্কটময় মুহূর্তে একটা জিনিসই কেবল করার আছে–আমাদেরকে এক্ষুণি পুরো জাতিকে আশ্বস্ত করতে হবে যে, যুবরাজ হুলিয়ান খুবই ধার্মিক একজন মানুষ, স্পেনের ভবিষ্যৎ রাজা একজন ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক।"

"আমি আপনার সাথে একমত...আমরা ডন হুলিয়ানের এই কথাটা তার যেকোন স্টেটমেন্টেই উল্লেখ করবো।"

"আর যুবরাজ হুলিয়ান যখন প্রেসের সামনে হাজির হবেন, তার পাশে আমাকে দরকার হবে তখন। চার্চের সাথে তার সুদৃঢ় বন্ধনের একটি প্রতীক হিসেবে তার কাঁধে থাকবে আমার হাত। এই একটা ছবি আপনার লেখা যেকোন বক্তৃতার চেয়ে পুরো জাতিকে অনেক বেশি আশ্বস্ত করতে পারবে।"

গারজা ক্ষুব্ধ হলো কথাটা শুনে।

"একটু আগে সারা দুনিয়া দেখেছে স্পেনের মাটিতে বর্বরোচিত একটি হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে," বললেন ভালদেসপিনো। "সহিংসতার সময়ে ঈশ্বরের হাতের চেয়ে আর কোন কিছু স্বস্তি দিতে পারে না।"

boighar.com

অধ্যায় ৩১

বুদাপেস্ট শহরের আটটি ব্রিজের মধ্যে অন্যতম হলো সেজেনি চেইন ব্রিজ। দানিয়ুব নদীর হাজার ফিট উপর দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমের দুই পাড়কে সংযুক্ত করেছে এই সেতু। মনে করা হয়, এটাই পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর ব্রিজ।

আমি করছিটা কি? রেলিংয়ে ঝুঁকে নিচের কালচে পানির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবলেন রাবাই কোভেস। *বিশপ আমাকে বলেছিলেন নিজের বাড়িতেই থাকতে।*

কোভেস জানেন, তার এভাবে ঝুঁকি নিয়ে বের হওয়াটা ঠিক হয়নি, তাপরও যখনই তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন তখনই এই ব্রিজে ছুটে আসেন। অনেক বছর ধরেই তিনি এই ব্রিজে রাতের বেলায় হাটাহাটি করে আসছেন। রাতের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন তিনি। পূর্বদিকে আছে পেস্ট, সেজেন্ট ইস্টভান বাজিলিকার বেল টাওয়ারে বিপরীতে আলোকিত গ্রেশাম প্রাসাদটি দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে। পশ্চিমে বুদা শহরের পাহাড়ের উপরে আছে ক্যাসল হিল। উত্তরদিকে দানিয়ুবের তীরে অবস্থিত অভিজাত আর উঁচু পার্লামেন্ট ভবনটি হাঙ্গেরির সবচেয়ে বিশাল ভবন।

ব্রিজের উপরে এই সৌন্দর্য দেখাটাই যে তাকে এখানে বার বার নিয়ে আসে সে-ব্যাপারে কোভেসের মনে সন্দেহ রয়েছে। আসল কারণটা একেবারেই ভিন্ন।

হ্যান্ডকাফ।

ব্রিজের সমগ্র রেলিং জুড়ে শত শত হ্যান্ডকাফ ঝুলে আছে–প্রতিটাতেই আছে ভিন্ন ভিন্ন ইনিশিয়াল, প্রতিটাই চিরকালের জন্য ব্রিজের সাথে লক করে রাখা আছে।

ঐতিহ্যটা হলো, দুজন প্রেমিক-প্রেমিকা এই ব্রিজে এসে একটা হ্যান্ডকাফে তাদের নামের আদ্যাক্ষর লিখে ব্রিজের সাথে ওটা লক করে দেয়, তারপর চাবিটা ছুড়ে ফেলে দেয় নিচের পানিতে, যেখানে ওটা চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়। তাদের সম্পর্কের বন্ধন যেন অনন্তকাল অটুট থাকে সেটার প্রতীক হিসেবে এ কাজ করে তারা।

খুবই সহজ সরল একটি প্রতীজ্ঞা, ভাবলেন কোভেস। মৃদু দুলতে থাকা একটি হ্যান্ডকাফ স্পর্শ করলেন তিনি। *আমার হৃদয় তোমার হৃদয়ের সাথে চিরকালের জন্য লক করা আছে।*

কোভেসের যখনই মনে হয় পৃথিবীতে অপার ভালোবাসার অস্তিত্বটা যে রয়েছে সেটা তার স্মরণ করা দরকার তখনই তিনি এই হ্যান্ডকাফগুলো দেখতে চলে আসেন এখানে। আজ রাতটাও সেরকমই কিছু বলে মনে হচ্ছে তার। নিচে প্রবাহমান জলরাশির দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো, এই পৃথিবী যেন আচমকা খুব দ্রুত গতিতে সরে যাচ্ছে তার কাছ থেকে। *সম্ভবত আমি আর এখানকার কেউ নই।*

এক সময় কয়েক মিনিট বাসে করে ঘোরা, অথবা কাজে যাবার সময় হাটা, কিংবা কোন অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য অপেক্ষার সময়গুলো ছিল জীবনের নিজস্ব একটি মূহূর্ত—এখন তার কাছে সেগুলোই মনে হয় অসহ্য। লোকজন সারাক্ষণ ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কানে ইয়ারফোন ঢুকিয়ে রাখে, গেম খেলে, টেকনোলজির নেশা থেকে নিজেদেরকে বের করে আনতে অক্ষম এরা। অতীতের অলৌকিক ঘটনাগুলো বিবর্ণ হয়ে পড়েছে, যা-কিছু-নতুন তার প্রতি প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে ধুয়েমুছে গেছে।

এখন ইয়েহুদা কোভেস নিচের জলরাশির দিকে চেয়ে আছেন, নিজের ভেতরে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগটা টের পাচ্ছেন তিনি। মনে হলো তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে, দেখতে শুরু করলেন পানির উপরে অদ্ভুত, আকৃতিহীন কিছু জিনিস ভেসে বেড়াচ্ছে। নদীটা যেন আচমকা কোন প্রাণীর মতো জীবন পেয়ে উঠে আসতে চাইছে গভীর থেকে।

"আ ভিজ এল," পেছন থেকে একটা কণ্ঠ বলে উঠলো। "পানি জীবন্ত।"

রাবাই ঘুরে দেখতে পেলেন কোকড়ানো চুলের এক তরুণ প্রাণবন্ত চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটা ইয়েহুদাকে তার শৈশবের কথা মনে করিয়ে দিলো।

"বুঝলাম না, কী বললে?" রাবাই বললেন।

কথা বলার জন্য ছেলেটা মুখ খুললেও কথার বদলে তার মুখের জিভ দিয়ে বের হয়ে এলো ইলেক্ট্রনিক শব্দ, আর তার চোখ থেকে চমক দিয়ে উঠলো চোখ ধাঁধানো সাদা ধবধবে আলো।

দম ফুরিয়ে রাবাই কোভেস জেগে উঠলেন, সোজা হয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে।

"ওয় গেভাল্ট!"

তার ডেস্কের ফোনটার রিং বাজতে শুরু করলে বৃদ্ধ রাবাই ভড়কে গিয়ে নিজের *হাথজিকো* স্টাডির চারপাশে উদভ্রান্তের মতো তাকালেন। ভাগ্য ভালো যে তিনি ঘরে একদম একা। টের পেলেন তার হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠেছে।

boighar.com

খুবই অদ্ভুত স্বপ্ন, ভাবলেন তিনি। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেন।

ফোনটার রিং বেজেই চলছে, কোভেস জানেন রাতের এ সময় যখন কল এসেছে তখন ওটা নির্ঘাত বিশপ ভালদেসপিনোই করেছেন। তাকে মাদ্রিদে নিয়ে যাবার কী ব্যবস্থা করতে পেরেছেন সে-ব্যাপারে জানাতে চাইছেন হয়তো।

"বিশপ ভালদেসপিনো," রাবাই ফোনটা তুলে বললেন। এখনও পুরোপুরি ধাতস্থ হতে পারেননি। "কী খবর, বলেন?"

"রাবাই ইয়েহুদা কোভেস?" একটা অপরিচিত কণ্ঠ জানতে চাইলো। "আপনি আমাকে চিনবেন না, আর আমিও আপনাকে ভড়কে দিতে চাচ্ছি না। তবে আমি চাই আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনবেন।"

মুহূর্তেই পুরোপুরি সজাগ হয়ে গেলেন কোভেস।

কণ্ঠটা কোন মহিলার তবে তাতে কিছুটা আড়াল আছে, একটু বিকৃতও শোনাচ্ছে। কলার ইংরেজিতে বললেও তাতে রয়েছে প্রচ্ছন্ন স্প্যানিশ টান। "আমি প্রাইভেসির জন্য আমার কণ্ঠটা ফিল্টারিং করেছি। সেজন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থি। তবে কিছুক্ষণ পরই আপনি বুঝতে পারবেন কেন এটা করেছি।"

"আপনি কে?!" জানতে চাইলেন কোভেস।

"আমি একজন ওয়াচডগ—এমন একজন, জনগণের কাছ থেকে সত্য লুকানোর চেষ্টা করে যারা তাদেরকে মোটেও তারিফ করে না।"

"আমি তো...কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"রাবাই কোভেস, আমি জানি তিনদিন আগে মন্তসেরাতের আশ্রমে আপনি, বিশপ ভালদেসপিনো আর আল্লামা সাঈদ-আল-ফজল এডমন্ড কিয়ার্শের সাথে একটি প্রাইভেট মিটিং করেছেন।"

এই মেয়ে এটা কিভাবে জানে?!

"আরো আছে, আমি জানি এডমন্ড কিয়ার্শ আপনাদের তিনজনকে তার নতুন আবিষ্কারের ব্যাপারে বিস্তারিত সব বলেছে...যেটা প্রকাশ না করার জন্য আপনারা এখন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।"

"কি?!"

"আপনি যদি আমার কথা মন দিয়ে না শোনেন, তাহলে আমার অনুমাণ আপনি আগামীকালের সকালের মধ্যেই মারা যাবেন। বিশপ ভালদেসপিনোর হাত অনেক লম্বা, সেই হাতই আপনাকে চিরতরের জন্য দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে।" কলার একটু থামলো। "ঠিক যেভাবে এডমন্ড কিয়ার্শ আর আপনার বন্ধু সাঈদ আল-ফজলকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।"

অধ্যায় ৩২

বিলবাও'র লা সালভে ব্রিজটি নারভিওন নদীর উপর দিয়ে গুগেনহাইম মিউজিয়ামের এত কাছ ঘেষে চলে গেছে যে, এই দুটো স্থাপনাকে দেখে মনে হয় একটা আরেকটার সাথে বুঝি মিশে গেছে। এর মাঝখানের অনন্য অংশটি সবার আগে চোখে পড়ে–ইংরেজি *H* অক্ষরের মতো দেখতে লাল টকটকে বিশাল বড় একটি স্ট্রুট।

এই ব্রিজের 'লা সালভে' নামটি নেয়া হয়েছে এক নাবিকদলের সমুদ্র যাত্রা থেকে নিরাপদে ফিরে আসার পর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ প্রার্থনা করার একটি লোকজ

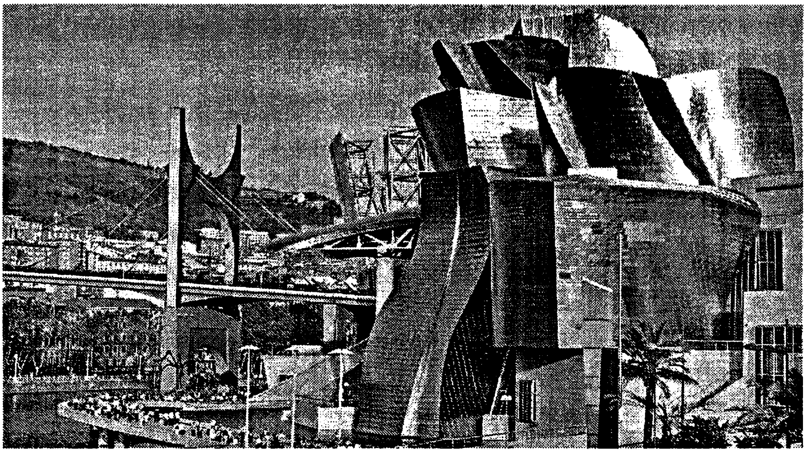

গল্প থেকে ।

রাতের অন্ধকারে ভবনের পেছন দিক দিয়ে বের হবার পর জাদুঘর আর নদীর তীরের মধ্যে যে দূরত্বটা আছে সেটা দ্রুত পেরিয়ে ব্রিজের নিচে ফুটপাতে তারা অপেক্ষা করছে এখন, যেমনটা উইনস্টন তাদেরকে বলেছে।

কীসের জন্য অপেক্ষা করছি? ভাবনাটা চলেই এলো ল্যাংডনের মাথায়।

অন্ধকারে অপেক্ষা করার সময় ল্যাংডন দেখতে পেলো পাতলা কাপড়ে ঢাকা অ্যাম্ব্রার ক্ষীণ দেহটা কাঁপছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের গা থেকে জ্যাকেটটা খুলে ওর গায়ে চাপিয়ে দিলো সে। হাতার দিকটা একটু ঘষে উষ্ণ করারও চেষ্টা করলো।

হুট করে তার দিকে তাকালো অ্যাম্ব্রা।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ল্যাংডনের মনে হলো সে বুঝি সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেছে, কিন্তু তার বদলে অ্যাম্ব্রার চোখেমুখে কৃতজ্ঞতার বর্হিপ্রকাশ দেখতে পেলো।

"ধন্যবাদ, আপনাকে," ফিসফিসিয়ে বলল সে, "আমাকে সাহায্য করার জন্য।"

ল্যাংডনের চোখে চোখ রেখে তার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে নিলো অ্যাম্ব্রা। শক্ত করে ধরে রাখলো সেটা। তারপর আচমকাই আবার হাতটা ছেড়ে দিলো।

"দুঃখিত, নিচুকণ্ঠেই বলল। *কনদুক্তা ইমপ্রোপিয়া,* আমার মা এটাই বলতেন সব সময়।"

তাকে আশ্বস্ত করার হাসি দিলো ল্যাংডন। "এসব তুচ্ছ বিষয় আমলে নেবার মতো পরিস্থিতি এটা নয়–আমার মা আবার এটা বলতেন।"

মহিলা হেসে ফেলল, তবে সেটা খুব অল্প সময়ের জন্য। "এডমন্ডকে ওভাবে..." অন্যদিকে তাকিয়ে বলল সে। "...খুবই অসুস্থ বোধ করছি আমি।"

"খুবই ভয়ানক...মারাত্মক ঘটনা এটা," বলল প্রফেসর। ভালো করেই জানে সে নিজেও কী রকম শক পেয়েছে।

জলরাশির দিকে চেয়ে আছে অ্যাম্ব্রা। "আর আমার ফিয়াসে ডন হুলিয়ান এসবের মধ্যে জড়িত আছে কথাটা ভাবতেই..."

ল্যাংডন তার কণ্ঠে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়ার যন্ত্রণাটা টের পেলো। কী বলবে ভেবে পেলো না সে। "আমি বুঝতে পারছি আপনার কেমন লাগছে," অল্প জায়গার মধ্যে একটু পায়চারি করলো এবার, "কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না এটা। যুবরাজ হুলিয়ান আজকের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আগে থেকে কিছুই জানতেন না তারও কিন্তু সম্ভাবনা রয়েছে। খুনি হয়তো একাই কাজটা করেছে। কিংবা যুবরাজ নয়, অন্য কারোর হয়ে কাজটা করেছে সে। স্পেনের ভবিষ্যৎ রাজা প্রকাশ্যে একজন মানুষকে খুন করাবেন এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে–বিশেষ করে তাকে সরাসরি ট্রেস করা যায় এরকমভাবে তো করবেনই না।"

"এটা ট্রেস করা গেছে কারণ উইনস্টন বের করতে পেরেছে শেষ মুহূর্তে আভিলাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে অতিথিদের তালিকায়। হয়তো হুলিয়ান ভেবেছে, ট্রিগারটা কে টেনেছে সেটা বের করা সম্ভব হবে না কারো পক্ষে।"

ল্যাংডনকে মেনে নিতেই হলো মহিলার কথায় যুক্তি আছে।

"আমার উচিত হয়নি এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনটা নিয়ে হুলিয়ানের সাথে কথা বলা," তার দিকে ফিরে বলল অ্যাম্ব্রা। "ও আমাকে বার বার বলেছে আমি যেন এটাতে অংশ না নেই। সেজন্যে আমি তাকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছিলাম, আমার অংশগ্রহণটা হবে খুবই সামান্য। আমার মনে হয় আমি হুলিয়ানকে এটাও বলেছিলাম, এডমন্ড তার স্মার্টফোন থেকে আবিষ্কারের ঘোষণাটি দেবে।" একটু থামলো সে। "এর মানে তারা যদি জানতে পারে আমরা এডমন্ডের ফোনটা নিয়ে নিয়েছি তাহলে বুঝে যাবে তার আবিষ্কারটি প্রচার হবার সম্ভাবনা এখনও আছে। আমি সত্যি জানি না, হুলিয়ান এ ব্যাপারে কতো দূর যেতে পারে।"

সুন্দরি মহিলাকে কিছুক্ষণ ধরে দেখে গেল ল্যাংডন। "আপনি আপনার ফিয়াসেকে মোটেও বিশ্বাস করেন না, তাই না?"

গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো অ্যাম্ব্রা। "সত্যি কথা কি জানেন, আমি তাকে খুব ভালো করে চিনিও না।"

"তাহলে আপনি কেন তাকে বিয়ে করতে রাজি হলেন?"

"হুলিয়ান আমাকে এমন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল যে, আমার আর কোন উপায় ছিল না।"

ল্যাংডন কোন কিছু বলার আগেই টের পেলো পায়ের নিচে সিমেন্টের ফুটপাতটা কাঁপছে। একটা শব্দও হচ্ছে আশেপাশে। আর সেই শব্দটা বাড়ছে ক্রমশ। তার মনে হলো, শব্দটা আসছে তাদের ডানদিকে থাকা নদী থেকে।

ল্যাংডন ঘুরে দেখতে পেলো কালো আকৃতির একটা জিনিস দ্রুতগতিতে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে–একটা পাওয়ারবোট তাদের দিকে এগিয়ে আসছে রানিংলাইট না জ্বালিয়েই। তাদের থেকে একটু দূরে সিমেন্টের উঁচু একটা ব্যাঙ্কের কাছে এসে গতি কমিয়ে দিলো ওটা, তারপর আস্তে করে চলে এলো ঠিক তাদের কাছে।

ক্রাফটার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো প্রফেসর। এই মুহূর্তের আগপর্যন্ত সে নিশ্চিত ছিল না এডমন্ডের কম্পিউটার ডোসেন্টের উপরে কতোটা আস্থা রাখা ঠিক হবে, কিন্তু এখন এই ইয়েলো ওয়াটার-ট্যাক্সিটা দেখে সে বুঝতে পারছে উইনস্টনের মতো সেরা বন্ধু এ মুহূর্তে তারা কোনভাবেই পেতো না।

বোর্ড থেকে অগোছালো ক্যাপ্টেন তাদের উদ্দেশে হাত নাড়লো। "আপনাদের ঐ বৃটিশ ভদ্রলোক আমাকে কল করেছিলেন," লোকটা বলল। "তিনি বলেছেন, ভিআইপি ক্লায়েন্ট তিনগুন টাকা দেবে। কী বলবো...*ভেলোসিদাদ ভে দিসক্রেসন?* তাই আমি রাজি হয়ে গেলাম–দেখতেই পাচ্ছেন, বাতিটাও জ্বালাইনি!"

boighar.com

"হ্যা, ধন্যবাদ আপনাকে," বলল ল্যাংডন। দারুণ, উইনস্টন। *গতি আর বিচক্ষণতা।*

ক্যাপ্টেন এগিয়ে এসে অ্যাম্ব্রাকে বোটে উঠতে সাহায্য করলো। সঙ্গে সঙ্গে ও কেবিনের ভেতরে চলে গেল উষ্ণতা পাবার জন্য। ল্যাংডনের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন চওড়া হাসি দিলো। "এটা আমার ভিআইপি? সিনোরিতা অ্যাম্ব্রা ভিদাল?"

"*ভেলোসিদাদ ভে দিসক্রেসন,*" স্মরণ করিয়ে দিলো লোকটাকে।

"*সি, সি!*" ঠিক আছে! লোকটা বোটের হাল ধরলো, স্টার্ট দিলো ইঞ্জিন। কিছুক্ষণ পরই নারভিওন নদী দিয়ে ছুটতে লাগলো পাওয়ারবোটটা।

বোটের সামনে দাঁড়িয়ে গুগেনহাইমের বিশাল কালো মাকড়টাকে দেখতে পেলো ল্যাংডন, অসংখ্য পুলিশের গাড়ির বাতির আলোতে অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওটাকে। মাথার উপরে একটি টিভি চ্যানেলের হেলিকপ্টার খবরের সন্ধানে ছুটে যাচ্ছে জাদুঘরের দিকে।

আরো অনেকগুলো আসবে, তবে এটাই প্রথম, ল্যাংডন মনে মনে বলে উঠলো।

প্যান্টের পকেট থেকে এডমন্ডের সাংকেতিক লেখাসংবলিত কার্ডটা বের করলো রবার্ট ল্যাংডন। *BIO-EC346*। এডমন্ড বলেছিল একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে এটা দেখালেই হবে। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সে ভাবেনি ট্যাক্সির বদলে এটা হতে পারতো কোন ওয়াটার ট্যাক্সি।

"আমাদের বৃটিশ বন্ধু...ইঞ্জিনের গর্জনের মধ্যেই ল্যাংডন চেঁচিয়ে বলল ড্রাইভারকে। "সম্ভবত আপনাকে বলেছে আমরা কোথায় যাবো?"

"হ্যা, তা তো বলেছেই! আমি তাকে বলে দিয়েছি, বোট দিয়ে আমি কেবল ওই জায়গাটার কাছাকাছি যেতে পারবো। তিনি বলেছেন, কোন সমস্যা নেই। আপনারা তিনশ' মিটার হাটতে পারবেন না?"

"অবশ্যই পারবো। ওটা এখান থেকে কতো দূরে?"

নদীর তীর ধরে যে হাইওয়েটা চলে গেছে ওটা দেখিয়ে বলল লোকটা, "রোড সাইন বলছে সাত কিলোমিটার, কিন্তু নদী দিয়ে যেতে হলে আরেকটু বেশি পথ পাড়ি দিতে হবে।"

জ্বলজ্বলে হাইওয়ে সাইনটার দিকে তাকালো ল্যাংডন।

এরোপুয়ের্তো বিলবাও (বিআইও) ✈ ৭ কি.মি

এডমন্ডের কণ্ঠটা তার মাথার ভেতরে উচ্চারিত হতেই না হেসে পারলো না ল্যাংডন। *এটা খুবই সহজ একটি কোড, রবার্ট।* তার কথাই ঠিক। কিছুক্ষণ আগে যখন ল্যাংডন এই কোডটার মর্মোদ্ধার করতে পেরেছিল তখন সে একটুখানি লজ্জিতও হয়েছিল এটা বের করতে এতটা সময় লাগলো বলে।

এটা ঠিক যে, BIO একটা কোড–যদিও বিশ্বব্যাপি এরকম আরো অনেক কোডই আছে যেগুলোর অর্থ বের করা তেমন কঠিন কিছু না : BOS, LAX, JFK।

BIO হলো স্থানীয় এয়ারপোর্টের কোড।

এডমন্ডের বাকি কোডটা এখন জলবৎ তরল।

EC346।

এডমন্ডের প্রাইভেট জেটটা কখনও দেখেনি ল্যাংডন, তবে ওটার কথা শুনেছে। তার মনে তেমন একটা সন্দেহ নেই, স্প্যানিশ জেটের কান্ট্রি কোডটা *E* অক্ষর দিয়েই শুরু হবে–*E* মানে *এসপানিয়া*।

EC346 হলো একটা প্রাইভেট জেট।

এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কোন ট্যাক্সি ড্রাইভার তাকে বিলবাও'র এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিলে ল্যাংডন যদি এই কার্ডটা দেখাতো তবে তাদেরকে এসকর্ট করে এডমন্ডের প্রাইভেট জেট প্লেনে নিয়ে যাওয়া হতো।

আশা করি উইনস্টন পাইলটকে বলে দিয়েছে আমরা আসছি, ভাবলো ল্যাংডন। পেছনে ফিরে জাদুঘরটা দেখলো সে। ধীরে ধীরে ছোট থেকে ছোট হয়ে আসছে ওটা।

কেবিনের ভেতরে গিয়ে অ্যাম্ব্রার সাথে যোগ দেবার কথাটা মাথায় এলেও রাতের চমৎকার বিশুদ্ধ বাতাসের ঝাপটা তার ভালোই লাগছে। ঠিক করলো, মেয়েটাকে একান্তে কিছুটা সময় দেয়া দরকার।

আমিও এই সময়টা কাজে লাগাতে পারবো, ভাবলো সে। বো-এর কাছে চলে গেল এবার।

বোটের সামনে আসতেই প্রবল বাতাসে তার চুলগুলো উড়তে লাগলো। বো-টাই'টা খুলে পকেটে ভরে নিলো ল্যাংডন। এরপর কলারের উইংটিপ বোতামটাও খুলে ফেলে যতোটা সম্ভব বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো এবার।

এডমন্ড, ভাবলো সে। *তুমি কী করেছো?*

অধ্যায় ৩৩

যুবরাজ হুলিয়ানের অন্ধকারাচ্ছন্ন অ্যাপার্টমেন্টে পায়চারি করতে থাকা কমান্ডার গারজা রীতিমতো ফুঁসছে, বিশপের নীতিবাগিশ লেকচারটা সহ্য করতে বেগ পাচ্ছে সে।

আপনি আপনার জায়গা রেখে অন্য জায়গায় এসে নাক গলাচ্ছেন, ভালদেসপিনোকে চেঁচিয়ে বলতে চাইছে গারজা। *এটা আপনার ধর্মশালা না!*

আরো একবার প্রাসাদের রাজনীতিতে বিশপ নিজেকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। চার্চের আলখাল্লা পরে ভুতের মতো হুলিয়ানের অ্যাপার্টমেন্টে হাজির হয়ে এখন যুবরাজকে স্পেনের ঐতিহ্য কতোটা গুরুত্বপূর্ণ, অতীতের ধর্মপরায়ণ রাজা-রাণীদের গপ্পো এবং সঙ্কটের সময় স্বস্তি দান করতে চার্চের কী প্রভাব রয়েছে এসব নিয়ে সারমন দিয়ে যাচ্ছেন ভালদেসপিনো।

এটা সেই মুহূর্ত না, গারজা গজ গজ করছে ভেতরে ভেতরে।

আজ রাতে যুবরাজের দরকার হবে অতি সূক্ষ্ম পাবলিক রিলেশন্স পারফর্মেন্স দেখানো। গারজা কোনভাবেই চাইছে না ভালদেসপিনো তাকে ধর্মিয় এজেন্ডা তুলে দিয়ে বিপথে চালনা করুক।

বিশপের এক তরফা ঘ্যানঘ্যানানিতে বিঘ্ন ঘটিয়ে স্বস্তির সাথেই গারজার ফোনটা বেজে উঠলো এসময়।

"সি, দাইম," বেশ জোরেই বলল গারজা। নিজেকে যুবরাজ আর বিশপের মাঝখানে দাঁড় করালো সে। *"কুয়ে তাল ভা?"*

"স্যার, বিলবাও থেকে এজেন্ট ফনসেকা ফোন করেছে," কলার দ্রুত বলে চলেছে স্প্যানিশে। "বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমরা শুটারকে ধরতে পারিনি। উবার তার গাড়িটা ট্র্যাক করতে পারেনি কোনভাবেই। ওদের সাথে কোন যোগাযোগ নেই ঐ গাড়ির ড্রাইভারের। শুটার বোধহয় আগে থেকেই বুঝে গেছে আমরা কিভাবে তাকে ট্র্যাক করবো।"

নিজের ক্রোধটা বহু কষ্টে দমন করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল গারজা। চেষ্টা করলো বর্তমানে তার যে মানসিকতা বিরাজ করছে সেটা যেন তার কণ্ঠে প্রকাশ না পায়। "বুঝতে পেরেছি," নির্বিকার কণ্ঠে বলল সে। "এ মুহূর্তে তোমাদের একমাত্র দায়িত্ব হলো মিস ভিদাল। যুবরাজ উনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি তাকে আশ্বস্ত করে বলেছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই উনাকে এখানে নিয়ে আসা হবে।"

দীর্ঘ একটা নীরবতা নেমে এলো ফোনের ওপাশে। বেশ দীর্ঘ।

"কমান্ডার?" ফনসেকা মিনমিনে গলায় বলল। "আমি দুঃখিত, স্যার...একটা খারাপ খবর আছে। মনে হচ্ছে, মিস ভিদাল আর ঐ আমেরিকান প্রফেসর এই ভবন থেকে চলে গেছে"–একটু থেমে আবার বলল–"আমাদেকে রেখেই।"

হাত থেকে ফোনটা প্রায় ফেলেই দিতে গেছিল গারজা। "বুঝলাম না...কী বললে...আবার বলো?"

"স্যার...মিস ভিদাল আর রবার্ট ল্যাংডন এখান থেকে চলে গেছেন। মিস ভিদাল ইচ্ছেকৃতভাবে উনার ফোনটা ফেলে দিয়েছেন যাতে করে আমরা তাকে ট্র্যাক করতে না পারি। তারা কোথায় গেছেন আমাদের কোন ধারণাই নেই।"

কথাটা শুনে চোয়াল ঝুলে পড়লো গারজার। এতক্ষণ পর যুবরাজ তার দিকে ফিরে তাকালেন চিন্তিত ভঙ্গিতে। ভালদেসপিনোও একটু ঝুঁকে কথাগুলো শুনতে উদগ্রিব। আগ্রহের তীব্রতায় তার ভুরু কপালে উঠে গেছে।

"আহ্–দারুণ খবর দিলে!" আচমকা বলে উঠলো গারজা। মাথা দোলালো সে। "ভালো কাজ করেছো। আজকের রাতের মধ্যেই তোমাদের সবাইকে আমি এখানে দেখতে চাই। ট্রান্সপোর্ট, প্রটোকল আর সিকিউরিটির ব্যবস্থা করো। এক মিনিট..."

গারজা ফোনটা হাত দিয়ে চেপে রেখে যুবরাজের দিকে তাকিয়ে হাসলো। "সব ঠিক আছে। আমি পাশের ঘরে গিয়ে ওদেরকে ডিটেইল বলে দিচ্ছি কী করতে হবে। এই ফাঁকে আপনারা একান্তে কিছুটা সময় কথা বলে নেন।"

যুবরাজকে ভালদেসপিনোর সাথে একা রেখে যেতে ইচ্ছে না করলেও বাধ্য হয়েই গারজা এ কাজটা করলো। এখন এমন একটা কল সে করবে যেটা তাদের সামনে করা সম্ভব নয়। সেজন্যে পাশের বেডরুমে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলো সে।

"কুয়ে দিয়াব্‌লোস আ পাসাদো?" দাঁত কিটমিট করে বলল ফোনে। *এইসব হচ্ছেটা কী?*

ফনসেকা যা বলল সেটা শুনে মনে হলো ফ্যান্টাসি কোন গল্প বুঝি।

"বাতি নিভে গেছিল?" গারজা জানতে চাইলো। "একটা কম্পিউটার সিকিউরিটি অফিসার সেজে তোমাদেরকে ভুল তথ্য দিয়েছে? এ কথা শোনার পর আমি কী বলবো বুঝতে পারছি না!"

"আমি বুঝতে পারছি এটা কল্পনা করাও কঠিন, স্যার। কিন্তু যা বললাম

ঠিক তা-ই ঘটেছে। আমরা কেবল বুঝতে পারছি না, কম্পিউটার আচমকা তার মন বদলালো কেন।"

"মন বদলালো?! ওটা বালের একটা কম্পিউটার!"

"মানে, আমি বলতে চাচ্ছি, এর আগে কম্পিউটারটা খুবই সাহায্য করেছে আমাদেরকে–শুটারের নাম-পরিচয় খুঁজে বের করা, খুনের ব্যাপারটা আগেভাগেই বুঝতে পারা, খুনি যে একটা উবারের গাড়িতে করে পালিয়ে গেছে সেটা বের করা, সবই করেছে ও। তারপর হুট করেই আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করতে শুরু করলো। আমরা বুঝতে পারছি, রবার্ট ল্যাংডন তাকে কিছু একটা বলার পর পরই সবকিছু বদলে যায়।"

এখন আমাকে একটা কম্পিউটারের সাথে লড়তে হচ্ছে? গারজা বুঝতে পারলো সে আধুনিক দুনিয়ার জন্য একটু বেশিই বুড়ো হয়ে গেছে। "গার্ডিয়া রিয়েলকে একটা কম্পিউটার ধোঁকা দিয়ে যুবরাজের ফিয়াসেকে এক আমেরিকানের সাথে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, এরকম খবর জানাজানি হয়ে গেলে ব্যাপারটা যুবরাজকে কতোটা বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দেবে জানো?"

"আমরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন আছি।"

"তোমাদের কি কোন ধারণা আছে, কী জন্যে তারা পালিয়ে গেল? আমার কাছে এটা একেবারেই দুর্বোধ্য আর অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে।"

"আমি যখন প্রফেসর ল্যাংডনকে বললাম তাকে মাদ্রিদে নিয়ে যাবো তখন তিনি একদমই রাজি হননি। তিনি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছিলেন, আমাদের সঙ্গে যাবেন না।"

আর সে-কারণে তিনি হত্যাকা-ের ঘটনাস্থল থেকে পালালেন? গারজা অন্য কিছুর গন্ধ পাচ্ছে, কিন্তু সেটা কী তা বুঝতে পারছে না। "আমার কথা মন দিয়ে শোনো। এই খবর জানাজানি হবার আগেই মিস ভিদাল কোথায় আছে সেটা খুঁজে বের করে আজকের রাতের মধ্যে তাকে প্রাসাদে নিয়ে আসাটা খুবই জরুরি।"

"বুঝতে পারছি, স্যার। কিন্তু ডিয়াজ আর আমি, আমরা দু-জন ছাড়া এখানে আর কেউ নেই। আমাদের পক্ষে তো সারা বিলবাও শহর তন্ন তন্ন করে খোঁজা সম্ভব নয়। সব ধরণের কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়া দরকার আমাদের। ট্রাফিক ক্যামেরাগুলোর অ্যাকসেসও পেতে হবে আমাদেরকে। এয়ার সাপোর্ট আর–"

"প্রশ্নই ওঠে না!" তেতে উঠলো গারজা। "এত বড় বিব্রতকর ঘটনা আমরা মেনে নিতে পারবো না এ মুহূর্তে। তোমরা নিজেরাই তাদেরকে খুঁজে বের করো। মিস ভিদালকে যতো দ্রুত সম্ভব আমাদের হেফাজতে নিয়ে নাও।"

"জি, স্যার।"

রেগেমেগে ফোনটা রেখে দিলো গারজা।

বেডরুম থেকে বের হতেই সে দেখতে পেলো ফ্যাকাসে মুখের এক তরুণী হলওয়ে দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। মেয়েটা পরে আছে টেকি কোক-বোটল চশমা আর বাদামি রঙের প্যান্ট-সুট। তার হাতে একটা কম্পিউটার ট্যাবলেট। চোখেমুখে স্পষ্ট উদ্বিগ্নতা।

ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করো, ভাবলো গারজা। *এখন এসব না।*

মনিকা মার্টিন প্রাসাদের নতুন এবং এ পর্যন্ত সবচেয়ে তরুণতম 'পাবলিক রিলেশন্স কো-অর্ডিনেটর'–মিডিয়ার সাথে লিয়াজোঁ রাখা, পিআর স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসেবে কাজ করা এবং কমিউনিকেশন্স ডিরেক্টরের একটি পদে আছে সে–এরফলে মেয়েটাকে সব সময়ই ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়।

মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে মার্টিন কমিউনিকেশন্স ডিগ্রি অর্জন করেছে মাদ্রিদের কমপ্লুতেন্স ইউনিভার্সিটি থেকে, দু-বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করেছে বিশ্বের সবচেয়ে নামকরা কম্পিউটার স্কুল বেইজিংয়ের সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে–এরপর সে শক্তিশালি গ্রুপো প্লানেতার পিআর হিসেবে কিছুদিন কাজ করে যোগ দেয় স্প্যানিশ টিভি নেটওয়ার্ক এন্তেনা ৩-এর কমিউনিকেশন্সের উঁচুপদে।

গত বছর স্পেনের তরুণ জনগোষ্ঠির কাছে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকা টুইটার, ফেসবুক, ব্লগসহ যাবতিয় অনলাইন মিডিয়াগুলোর মাধ্যমে তাদের কাছে সহজে পৌছানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে রাজপ্রাসাদ। ফলে পত্রপত্রিকা আর টিভি মিডিয়ার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ পুরনো পিআর প্রধানকে অব্যহতি দিয়ে এই মেয়েটাকে নিয়োগ দেয়া হয়।

যুবরাজের কাছে ভীষণ ঋণী মার্টিন, গারজা এটা জানে।

প্রাসাদের স্টাফ হিসেবে এই মেয়েকে চাকরি দেয়াটা যুবরাজের জন্য বিরল ঘটনা ছিল। কারণ হুলিয়ান কখনও এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতো না–সব কিছু তার বাবাই দেখাশোনা করতেন। মার্টিন এ কাজের জন্য একেবারে উপযুক্ত একজন মানুষ। কিন্তু গারজার কাছে মেয়েটার সন্দেহবাতিকতা আর নার্ভাস আচার-আচরণ খুবই ক্লান্তিকর লাগছে।

boighar.com

"কন্সপিরেসি থিওরি," কাছে আসতেই মার্টিন তাকে জানালো, নিজের ট্যাবলেটটার দিকে ইশারা করলো সে। "চারপাশে ডানা মেলছে।"

অবিশ্বাসের সাথে পিআর কো-অর্ডিনেটরের দিকে তাকালো গারজা। *আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি এখন?* এইসব আজগুবি থিওরির চেয়ে আজ রাতে অনেক বেশি জরুরি বিষয় আছে চিন্তা করার জন্য। "তুমি কি আমাকে বলবে, রয়্যাল রেসিডেন্স থেকে এভাবে ছুটে আসলে কেন?"

"কন্ট্রোল রুম থেকে এইমাত্র আপনার জিপিএস-এ পিঞ্জড করা হয়েছিল।" গারজার বেল্টের দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

চোখ বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল গারজা। নিজের বিরক্তিটা হজম করতে হলো তাকে। এই নতুন পিআর কো-অর্ডিনেটরের সাথে সাথে প্রাসাদ থেকে নতুন একটি 'ইলেক্ট্রনিক সিকিউরিটি ডিভিশন'ও স্থাপন করা হয়েছে। ওটা গারজার টিমকে জিপিএস, ডিজিটাল সার্ভিল্যান্স, প্রোফাইলিং, আর প্রিএম্পটিভ ডাটা মাইনিং-এর সার্ভিস দিয়ে থাকে। প্রতিদিন গারজার স্টাফরা আরো বেশি বিচিত্র আর তরুণতর হয়ে উঠছে।

আমাদের কন্ট্রোল রুমটা দেখলে মনে হয় কোন কলেজ ক্যাম্পাসের কম্পিউটার সেন্টার।

বোঝাই যাচ্ছে, এই নতুন টেকনোলজি ব্যবহার করে গার্ডিয়া এজেন্টদের মতো গারজাকেও ট্র্যাক করা যায়। একদল 'পোলাপান' বেইজমেন্টে বসে বসে জেনে যায় সে এখন কোথায় আছে—এই চিন্তাটা মাথায় আসতেই দুশ্চিন্তা ভর করলো তার মধ্যে।

"আমি নিজেই আপনার কাছে চলে এসেছি," ট্যাবলেটটা হাতে ধরে বলল মার্টিন, "কারণ আমি জানি আপনি এটা দেখতে চাইবেন।"

ট্যাবলেটটা তার হাত থেকে নিয়ে স্ক্রিনের দিকে তাকালো গারজা। ওখানে দেখতে পেলো সাদা-দাড়ির এক স্পেনিয়ার্ডের অনেকগুলো ফটো আর সংক্ষিপ্ত জীবনী, যাকে কিনা বিলবাও'র শুটার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে—লোকটা রয়্যাল নেভির লুই আভিলা।

"খুবই ক্ষতিকর কথাবার্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে," বলল মার্টিন, "এর বেশিরভাগই আভিলা নামের লোকটা যে রয়্যাল নেভিতে ছিল সেটা নিয়ে।"

"আভিলা নেভিতে ছিল!" আৎকে উঠলো গারজা।

"হ্যা। টেকনিক্যালি রাজা হলেন সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার—"

"চুপ করো," আদেশের সুরে বলল গারজা, ট্যাবলেটটা মেয়েটার কাছে ফিরিয়ে দিলো। "রাজা কোনভাবে সন্ত্রাসি কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত, এরকম কথাবার্তা কেবলমাত্র কন্সপিরেসি থিওরিতে বিশ্বাসি মাথামোটাদের পক্ষেই বলা সম্ভব। আজকের রাতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। আমাদের জন্য আশির্বাদ জপ করতে করতে নিজের কাজে ফিরে যাও। এই উন্মাদটা হবু রাণীকেও খুন করতে পারতো, কিন্তু তা না করে সে খুন করেছে এক আমেরিকান নাস্তিককে। একদিক থেকে দেখলে, খুব একটা মন্দ হয়নি!"

মেয়েটা এ কথা শুনে মোটেও ভড়কে গেল না। "আরেকটা ব্যাপার আছে, স্যার। এটার সাথে রাজপরিবারের সম্পর্ক রয়েছে। আমি চাইনি আপনি অন্ধকারে থাকেন।"

মার্টিন কথা বলতে বলতে ট্যাবলেটে অন্য একটা সাইটে ঢোকার চেষ্টা করলো। "এই ছবিটা কয়েকদিন আগে থেকেই অনলাইনে আছে কিন্তু কেউ খেয়াল করেনি। এখন এডমন্ড কিয়ার্শের খবরটা ভাইরাল হওয়াতে এই ছবিটা সংবাদে উঠে এসেছে।" ট্যাবলেটটা আবারো গারজার হাতে ধরিয়ে দিলো সে।

শিরোনামের দিকে আগে চোখ গেল তার : "এটাই কি ফিউচারিস্ট এডমন্ড কিয়ার্শের শেষ ছবি?"

একটা ঘোলাটে ছবিতে দেখা যাচ্ছে কালো সুট পরা কিয়ার্শ একটা খাড়া পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

"ছবিটা তিনদিন আগে তোলা হয়েছিল," মার্টিন বলল, "কিয়ার্শ তখন মন্তসেরাতের অ্যাবি'তে গিয়েছিলেন। ওখানকার এক শ্রমিক কিয়ার্শকে দেখে চিনে ফেললে, সে তার মোবাইলফোন দিয়ে ছবিটা তোলে। আজকে কিয়ার্শ খুন হবার পর ঐ শ্রমিক ছবিটা আবার পোস্ট করেছে নিহত মানুষটির শেষ ছবি হিসেবে।"

"এটা আমাদের সাথে কিভাবে সম্পর্কিত হলো?" গারজা জানতে চাইলো বিরক্ত হয়ে।

"স্ক্রল করে পরের ছবিটা দেখুন।"

স্ক্রল করে দ্বিতীয় ছবিটা দেখেই টলে গেল গারজা। নিজের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য দেয়ালটা ধরতে হলো একহাতে। "এটা...এটা সত্যি হতে পারে না।"

একই শটের আরেকটু ওয়াইডার-ফ্রেমে দেখা যাচ্ছে, এডমন্ড কিয়ার্শ

boighar.com

দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহ্যবাহি লাল রঙের ক্যাথলিক আলখাল্লা পরা লম্বা এক লোকের সাথে। লোকটা বিশপ ভালদেসপিনো।

"এটা সত্যি, স্যার," মার্টিন বলল, "কয়েকদিন আগে কিয়ার্শের সাথে ভালদেসপিনো দেখা করেছিলেন।"

"কিন্তু..." কয়েক মুহূর্তের জন্য কথা বলতে একটু ইতস্তত করলো গারজা। "তাহলে বিশপ কেন এটা উল্লেখ করলেন না? বিশেষ করে আজকের রাতে যে ঘটনা ঘটে গেছে সেটা বিবেচনায় নিলে তো তার এটা জানিয়ে দেয়া উচিত ছিল।"

সন্দেহজনক একটি ভঙ্গি করলো মার্টিন। "এজন্যেই আমি মনে করেছি, সবার আগে আপনার সঙ্গেই কথা বলা দরকার।"

কিয়ার্শের সাথে ভালদেসপিনো দেখা করেছিলেন! নিজের চিন্তাভাবনা পুরোপুরি গুছিয়ে উঠতে পারলো না গারজা। *আর বিশপ কিনা এ কথা পুরোপুরি চেপে গেছেন?* খবরটা সাংঘাতিক। গারজা বুঝতে পারলেন যুবরাজকে সতর্ক করে দেয়া উচিত।

"দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো," মেয়েটি বলল এবার, "আরো কিছু আছে, স্যার।" ট্যাবলেটটা নিয়ে আবারো ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে।

"কমান্ডার?" লিভিং রুম থেকে হঠাৎ ভালদেসপিনোর কণ্ঠটা ভেসে এলো। "মিস ভিদালকে এখানে নিয়ে আসার কী হলো?"

মনিকা মার্টিন মুখ তুলে তাকালো, তার চোখদুটো বিস্ফোরিত যেন। "এটা কি বিশপের গলা?" নিচুকণ্ঠে বলল সে। "ভালদেসপিনো আজ রাতে *এখানে* আছেন?"

"হ্যা। যুবরাজকে কাউন্সেলিং করছেন।"

"কমান্ডার!" আবারো ডেকে উঠলেন ভালদেসপিনো। "আপনি কি ওখানে আছেন?"

"বিশ্বাস করুন," ফিসফিসিয়ে বলল মার্টিন, তার কণ্ঠের ভীতিটা সুস্পষ্ট, "আরো কিছু তথ্য আছে যা আপনার এক্ষুণি জানা দরকার–বিশপ অথবা যুবরাজের সাথে কোন কথা বলার আগেই। আমি যখন বলবো, আজকের রাতের সঙ্কটটা আপনি যতোটা কল্পনা করেছেন তার চাইতে অনেক বেশি আঘাত করবে আমাদেরকে, তখন আমার কথাটা বিশ্বাস করবেন।"

পিআর কো-অর্ডিনেটরকে কয়েক মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো গারজা। "নিচের লাইব্রেরিতে যাও। আমি এক মিনিট পরই আসছি।"

মার্টিন সায় দিয়ে চলে গেল সেখানে।

এখন একা, গভীর করে দম নিয়ে নিলো গারজা। নিজেকে রিল্যাক্স রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করলো। শান্ত পদক্ষেপে ফিরে গেল লিভিং রুমে।

"মিস ভিদালের সবকিছু ঠিক আছে," ভেতরে ঢুকেই হাসিমুখে বলল গারজা। "একটু পরই উনাকে এখানে নিয়ে আসা হবে। আমি নিজে সিকিউরিটি অফিসকে বলেছি উনার ট্রান্সপোর্টেশন করার জন্য।" হুলিয়ানের দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত করার ভঙ্গি করলো, তারপরই তাকালো বিশপের দিকে। "একটু পরই আমি ফিরে আসছি। আপনি যাবেন না।"

এ কথা বলেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল সে।

*

অ্যাপার্টমেন্ট থেকে গারজাকে বেরিয়ে যেতে দেখে বিশপ ভালদেসপিনো ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলেন।

"কি হয়েছে?" যুবরাজ জানতে চাইলেন, বিশপের দিকে স্থিরচোখে তাকিয়ে আছেন তিনি।

"হুম," হুলিয়ানের দিকে ফিরে তাকালেন ভালদেসপিনো। "পঞ্চাশ বছর ধরে আমি মানুষের কনফেশন নিয়ে আসছি। কে কখন মিথ্যে বলে সেটা আমার ভালো করেই জানা আছে।"

boighar.com

অধ্যায় ৩৪

কন্সপিরেসিনেট.কম

ব্রেকিং নিউজ

অনলাইন কমিউনিটিতে জল্পনা-কল্পনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে

এডমন্ড কিয়ার্শের হত্যাকাণ্ডের পর পর এই ফিউচারিস্টের অনলাইন ফলোওয়াররা দুটো আর্জেন্ট ইস্যুর উপরে নানা রকম জল্পনা-কল্পনার ঝড় বয়ে দিচ্ছে।

কিয়ার্শের আবিষ্কারটি কী ছিল?
তাকে কে খুন করলো, কেন খুন করলো?

কিয়ার্শের আবিষ্কারটি নিয়ে ইন্টারনেটে বিভিন্ন ধরণের তত্ত্বের বন্যা বয়ে যাচেছ, সূত্রপাত ঘটাচেছ নানা রকম টপিকের–ডারউইন থেকে অপার্থিব জীব, সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে আরো অনেক কিছুতে।
তার হত্যাকাণ্ডের মোটিভ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে যেসব থিওরি ঘুরে বেড়াচেছ তার মধ্যে উগ্রধর্মিয় গোষ্ঠি, কর্পোরেট এসপিওনাজ আর সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তির কথাও আসছে।
কন্সপিরেসিনেট কথা দিচেছ, খুনির উপরে এক্সক্লুসিভ তথ্য পাওয়ামাত্রই আপনাদের সাথে সেটা শেয়ার করা হবে।

অধ্যায় ৩৫

ওয়াটার টেক্সির কেবিনে একা দাঁড়িয়ে আছে অ্যাম্ব্রা ভিদাল, রবার্ট ল্যাংডনের জ্যাকেটটা নিজের গায়ে চাপিয়ে রেখেছে সে। কিছুক্ষণ আগে ল্যাংডন যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল সে কেন অল্প পরিচয়ের একজন মানুষকে বিয়ে করতে রাজি হলো, অ্যাম্ব্রা তখন একেবারে সত্যি কথাটাই বলেছিল।

আমার কোন উপায় ছিল না।

হুলিয়ানের সাথে তার এনগেজমেন্টটা এমন দুর্ভাগ্যজনক ছিল যে, আজ রাতে সেটা সহ্য করতে পারছে না আর। বাকি যেসব ঘটনা ঘটে গেছে সেগুলোর কথা না-হয় বাদই দেয়া গেল।

আমি ফাঁদে পড়ে গেছিলাম।

আমি এখনও ফাঁদে পড়ে আছি।

এখন কেবিনের ময়লা জানালার কাঁচে নিজের প্রতিবিম্বটা দেখতে পেয়ে তার মনে হচ্ছে সুতীব্র এক একাকিত্ব গ্রাস করে ফেলেছে তাকে। নিজেকে করুণা করার মতো মেয়ে অ্যাম্ব্রা ভিদাল নয়, কিন্তু এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে তার হৃদয়টা ভেঙে খান খান হয়ে গেছে, লক্ষ্যহীনভাবে সেটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। *আমি এমন একজন মানুষের সাথে এনগেজড যে একটা বর্বরোচিত হত্যাকা-ের সাথে জড়িত।*

অনুষ্ঠানের আগে একটা ফোন কল করেই যুবরাজ নির্ধারণ করে দিয়েছে এডমন্ডের পরিণতি। অতিথিদের স্বাগত জানাতে গিয়ে ভীষণ ব্যস্ত ছিল অ্যাম্ব্রা, এমন সময় এক তরুণী স্টাফ হন্তদন্ত হয়ে এসে তাকে এক টুকরো কাগজ ধরিয়ে দেয়।

"সেনোরা ভিদাল! মেনসায়ে পারা উস্তেদ!"

মেয়েটা দম ফুরিয়ে স্প্যানিশে বলতে থাকে, একটু আগে ফ্রন্ট ডেস্কে জরুরি একটা ফোন এসেছিল।

"আমাদের কলার আইডি বলছে," মেয়েটা বলে, "ওটা মাদ্রিদের রাজপ্রাসাদ থেকে এসেছে, তাই আমি কলটা রিসিভ করি! বুঝতে পারি যুবরাজ হুলিয়ানের অফিস থেকে ফোনটা করা হয়েছে!"

"তারা ফ্রন্ট ডেস্কে ফোন করেছে?" অ্যাম্ব্রা জিজ্ঞেস করে। "তাদের কাছে তো আমার নাম্বার আছেই।"

boighar.com

"যুবরাজের সহকারি বলেছেন, তিনি আপনার ফোনে কল করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সংযোগ পাননি।"

অ্যাম্ব্রা তার ফোন চেক করে দেখে তখন। *আজব। কোন মিস কল নেই।* এরপরই সে বুঝতে পারে, একটু আগে কিছু টেকনিশিয়ান জাদুঘরের ভেতরে সেলুলার ফোন জ্যামিং করার যন্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখেছিল। হুলিয়ানের সহকারি নিশ্চয় সে-সময়ই কলটা দিয়েছে।

"মনে হচ্ছে বিলবাও থেকে যুবরাজের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাকে ফোন করে অনুরোধ করেছেন আজকের অনুষ্ঠানে যেন তিনি ঢোকার অনুমতি পান।" একটুকরো কাগজ অ্যাম্ব্রার হাতে ধরিয়ে দেয় মেয়েটি। "তিনি আশা করছেন, আপনি যেন আজকের অনুষ্ঠানে আরেকজন অতিথির নাম যোগ করে দেন।"

মেসেজটা দেখে অ্যাম্ব্রা।

আলমিরান্তে লুই আভিলা (অবঃ)
আরমাদা এসপানিওলা

স্প্যানিশ নেভির একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা?

"তারা একটা ফোন নাম্বারও দিয়েছে আমার কাছে, বলেছে, আপনি চাইলে সরাসরি ফোন করে এ নিয়ে কথা বলতে পারতেন। কিন্তু যুবরাজ হুলিয়ান একটা মিটিংয়ে গেছেন, সুতরাং আপনি এখন তাকে পাবেন না। তবে আমাকে যে ফোন করেছিল সে জোর দিয়ে বলেছে, যুবরাজ চান তার অনুরোধটি যেন রক্ষা করা হয়।"

অনুরোধ রক্ষা করবো? অ্যাম্ব্রা রাগে গজ গজ করতে থাকে। *এরইমধ্যে তুমি আমাকে যে অবস্থায় ফেলেছো তারপরও?*

"আমি দেখছি ব্যাপারটা," বলেছিল অ্যাম্ব্রা। "ধন্যবাদ তোমাকে।"

তরুণী স্টাফ খুশিতে এমনভাবে নাচতে নাচতে চলে গেছিল যেন এইমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরের কোন বার্তা পৌছে দিয়ে গেল। যুবরাজের মেসেজের দিকে চেয়ে ছিল অ্যাম্ব্রা। এভাবে তাকে দিয়ে এরকম একটা অনুরোধ করিয়ে নেবে এ কথা সে ভাবলো কী করে, সেটাই তাকে বেশি খোঁচাচ্ছিলো। বিশেষ করে এমন একটা অনুষ্ঠানে, যেখানে তাকে জড়িত না থাকার জন্য খুবই চাপাচাপি করেছে।

আরেকবার তুমি আমাকে নিরুপায় অবস্থায় ফেলে দিলে, ভেবেছিল সে।

সে যদি এই অনুরোধটি না রাখে তাহলে একজন উচ্চপদস্থ নাভাল

অফিসার জাদুঘরের দরজার সামনে থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে যাবে। অনুষ্ঠানটি খুবই হিসেব করে সাজানো হয়েছিল, নজিরবিহীন মিডিয়া কাভারেজ আকর্ষণ করতে পেরেছিল তারা। *হুলিয়ানের কোন ক্ষমতাধর বন্ধুকে অপমান করে বিব্রতকর কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হোক সেটা আমি কোনভাবেই চাই না।*

অ্যাডমিরাল আভিলার ব্যাপারে কোন খোঁজখবর নেয়া হয়নি, অথবা ক্লিয়ার লিস্টেও তার নাম নেই। কিন্তু অ্যাম্ব্রার কাছে মনে হয়েছিল, সিকিউরিটি চেকের কথা বললে সেটা যেমন অপ্রয়োজনিয় কাজ হবে তেমনি অপমানজনকও হবে। হাজার হোক, মানুষটা উচ্চপদস্থ নেভি অফিসার। এতটাই ক্ষমতাবান যে, রাজ প্রাসাদে ফোন করে হবু রাজাকে দিয়ে একটা অনুরোধ করাতে পেরেছেন।

আর তাই, টাইট শিডিউলের জন্য অ্যাম্ব্রা একটা সিদ্ধান্তই নিতে পেরেছিল। সামনের প্রবেশদ্বারে অ্যাডমিরাল আভিলার নাম সে অতিথিদের তালিকায় লিখে দেয়, সেই সাথে হেডসেটের মাধ্যমে ডোসেন্ট সুবিধাটি যেন পায় সেটারও ব্যবস্থা করে ফেলে।

এটা করেই সে আবার কাজে ফিরে গেছিল।

আর এখন এডমন্ড মারা গেছে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাস্তবে ফিরে এলো আবার। এই যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতিটা মাথা থেকে দূর করতে গিয়ে অদ্ভুত একটি চিন্তার উদয় হলো তার মধ্যে।

আমি সরাসরি হুলিয়ানের সাথে কথা বলিনি...মেসেজটা পুরোপুরি থার্ড-পার্টির মাধ্যমে পেয়েছি। অন্য কারো কাছ থেকে।

এই ভাবনাটা তার মধ্যে ছোট্ট একটি আশার আলো জ্বালাতে পারলো।

রবার্ট যা বলেছে, সেটা কি তাহলে সম্ভব? হুলিয়ান হয়তো নির্দোষ?

কথাটা অনেকক্ষণ ধরে ভেবে গেল, তারপর তাড়াহুড়ো করে চলে গেল বাইরে।

আমেরিকান প্রফেসর বোটের একেবারে সামনের রেলিংয়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে, যেন রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করছে সে। অ্যাম্ব্রা তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তাদের বোটটা যে নারভিওন নদী থেকে উত্তরদিকের ছোট একটি শাখানদী ধরে এগোচ্ছে সেটা দেখতে পেয়ে চমকে উঠলো।

ল্যাংডনকে সে দ্রুত জানিয়ে দিলো কিভাবে হুলিয়ানের অফিস থেকে ফোন করে তাকে অনুরোধ করা হয়েছিল। "আমি কেবল জানি, মাদ্রিদের রাজপ্রাসাদ থেকে মিউজিয়ামের ফ্রন্ট ডেস্কে কল করা হয়েছিল। টেকনিক্যালি ঐ কলটা যে কেউ করে দাবি করতে পারে সে হুলিয়ানের সহকারি।"

তার কথার সাথে সায় দিলো ল্যাংডন। "এজন্যেই হয়তো সেই লোক

সরাসরি আপনার সাথে কথা না বলে অনুরোধটা মেসেজের মাধ্যমে করেছে। কে জড়িত থাকতে পারে বলে মনে করেন?" এডমন্ডের সাথে বিশপ ভালদেসপিনোর বিবাদের কথাটা বিবেচনায় নিলে, তার নামটাই আসে সবার আগে।

"যে কেউ হতে পারে," বলল অ্যাম্ব্রা। "রাজপ্রাসাদ এখন খুবই নাজুক সময় পার করছে। হুলিয়ান যেহেতু সবকিছুর কেন্দ্রে, তার বহু পুরনো উপদেষ্টারা তোড়জোর শুরু করে দিয়েছে কে কার চেয়ে বেশি বুদ্ধি-পরামর্শ দিতে পারে। দেশটা বদলে যাচ্ছে, আমার মনে হয় অনেক বয়স্ক কর্মকর্তা মরিয়া হয়ে আছে পুণরায় ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্য।"

"তো, যে-ই জড়িত থাকুক না কেন," ল্যাংডন বলল, "আশা করি তারা যেন বুঝতে না পারে আমরা দু-জন এডমন্ডের পাসওয়ার্ডটা খোঁজার চেষ্টা করছি, আবিষ্কারের কথাটা জানাতে চাচ্ছি সবাইকে।"

কথাটা বলামাত্রই তাদের চ্যালেঞ্জটা নিয়ে ভাবলো ল্যাংডন। সেই সাথে বিপদটাও আঁচ করতে পারলো সে।

এই তথ্যটা যাতে প্রকাশ করা না হয় সেজন্যেই এডমন্ডকে হত্যা করা হয়েছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ল্যাংডনের মনে হলো তার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ হতে পারে সোজা এয়ারপোর্ট থেকে দেশে চলে যাওয়া। বাকি সবকিছু অন্যরা সামলাক।

নিরাপদ, হ্যা, ভাবলো সে, *এটা একটা অপশন হতে পারে...কিন্তু আমি এটা করবো না।*

নিজের পুরনো ছাত্রের প্রতি একটা কর্তব্যবোধ অনুভব করলো ল্যাংডন। সেইসঙ্গে, একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে নির্মমভাবে সেন্সর করার জন্য ভীষণ ক্ষিপ্তও সে। তাছাড়া, এডমন্ডের আবিষ্কারটি নিয়ে তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রহতো রয়েছেই।

আর অ্যাম্ব্রা ভিদালও আছে, ল্যাংডন জানে।

মহিলা বেশ সঙ্কটের মধ্যে পড়ে গেছে। সে যখন তার চোখের দিকে তাকিয়ে সাহায্যের জন্য আকুতি জানালো, ল্যাংডন তখন তার মধ্যে গভীর অনুতাপও দেখেছে...অবশ্য প্রচণ্ড ভয়ের মেঘও দেখেছে সে। *একটা সিক্রেট আছে,* আঁচ করতে পেরেছিল প্রফেসর। *মহিলার দরকার সাহায্য।*

হঠাৎ করেই অ্যাম্ব্রা চোখ তুলে তাকালো, যেন ল্যাংডনের ভাবনাটা আঁচ করতে পেরেছে। "আপনার খুব শীত করছে, জ্যাকেটটা নিয়ে নিন।"

মৃদু হাসি দিলো প্রফেসর। "আমি ঠিক আছি।"

"আপনি কি এয়ারপোর্টে পৌছানোর পর স্পেন ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবছেন?"

হেসে ফেলল ল্যাংডন। "সত্যি বলতে এটা আমার মাথায় এসেছিল।"

"এটা করবেন না, প্লিজ।" রেলিংয়ের কাছে পৌছে ল্যাংডনের হাতের উপর আলতো করে তার হাতটা রাখলো সে। "আজ রাতে কীসের মুখোমুখি হবো সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। আপনি এডমন্ডের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন, একবার সে আমাকে বলেছিল, আপনার বন্ধুত্বকে কতোটা মূল্যায়ন করে, আপনার মতামতের উপরে তার অনেক আস্থা ছিল। আমার ভয় হচ্ছে, রবার্ট...আমার মনে হয় না আমি একা একা এই কাজটা করতে পারবো।"

অ্যাম্ব্রার মধ্যে হঠাৎ করে এমন নাজুক মনোভাব দেখে একটু চমকে গেল ল্যাংডন। "ঠিক আছে," সায় দিয়ে বলল সে। "এডমন্ডের কাছে আপনার আমার দু-জনেরই একটা দায়বদ্ধতা রয়েছে। সত্যি বলতে কি, বিজ্ঞানের কাছেও আমাদের দায়বদ্ধতা আছে। পাসওয়ার্ডটা খুঁজে বের করে এই আবিষ্কারের কথা সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে।

মিষ্টি করে হাসলো অ্যাম্ব্রা। "ধন্যবাদ আপনাকে।"

বোটের পেছনে তাকালো ল্যাংডন। "আমার মনে হয় আপনার গার্ডিয়া এজেন্টরা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে আমরা জাদুঘর থেকে বেরিয়ে গেছি।"

"তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার। কিন্তু উইনস্টন দারুণ কাজ দেখিয়েছে, তাই না?"

"একদম মাথানষ্ট," জবাবে বলল ল্যাংডন। এডমন্ড যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সেও বিস্ময়কর উন্নতি করতে পেরেছে সেটা এখন ভালোভাবে বুঝতে পারছে সে। এডমন্ডের 'প্রোপ্রাইটারি ব্রেকথ্রু টেকনোলজি' যাই হোক না কেন, এটা পরিষ্কার, সে মানবসভ্যতার ইতিহাসে নতুন আর সাহসি একটি বিশ্বের দ্বার উন্মোচনের সূচনা করে গেছে।

আজ রাতে উইনস্টন প্রমাণ করেছে সে তার সৃষ্টিকর্তার বিশ্বস্ত এক সেবক, সেইসাথে অ্যাম্ব্রা আর ল্যাংডনের জন্য অমূল্য একটি সম্পদও বটে। অতিথিদের তালিকা দেখে কয়েক মিনিটের মধ্যে উইনস্টন একটা হুমকিকে চিহ্নিত করতে পেরেছে, তারপর এডমন্ডের হত্যাকাণ্ড থামানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও করেছে। খুনি যে গাড়িতে করে পালিয়েছে সেটার পরিচয়ও সেই বের করেছে দ্রুততার সাথে, জাদুঘর থেকে পালাতে ল্যাংডন আর অ্যাম্ব্রাকে দারুণ সাহায্য করেছে শেষে।

"আশা করি এডমন্ডের পাইলটকে আগেভাগেই আমাদের আসার কথা বলে দিয়েছে উইনস্টন," ল্যাংডন বলল।

"আমি নিশ্চিত সে এটা করেছে," অ্যাম্ব্রা খুব আশাবাদি এ ব্যাপারে। "তবে আপনার কথা ঠিক, ফোন করে উইনস্টনকে আমার বলে দেয়া উচিত ছিল ডাবল-চেক করার জন্য।"

"দাঁড়ান," অবাক হয়ে বলল ল্যাংডন। "আপনি উইনস্টনকে *ফোন* করতে পারেন? জাদুঘর থেকে যখন পালালাম তখন ভেবেছিলাম আমরা রেঞ্জের বাইরে চলে গেছি, তাই..."

হাসতে হাসতে মাথা ঝাঁকালো অ্যাম্ব্রা। "রবার্ট, উইনস্টনের অবস্থান কিন্তু গুগেনহাইমের ভেতরে নয়। গোপন কোন জায়গায় একটা কম্পিউটারে তাকে রাখা হয়েছে। রিমোট অ্যাকসেসের মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ করা যায়। আপনি কি মনে করেন, উইনস্টনের মতো এমন একটি রিসোর্স নির্মাণ করার পর এডমন্ড চাইবে না দুনিয়ার যেকোন প্রান্ত থেকে তার সাথে যোগাযোগ করতে? এডমন্ড সারাক্ষণ উইনস্টনের সঙ্গে কথা বলতো–বাড়িতে, ভ্রমণে, এমন কি হাটাহাটি করতে গেলেও–তারা দু-জন যেকোন সময় সিম্পল একটা ফোন কলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারতো। এডমন্ডকে আমি দেখেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা উইনস্টনের সাথে চ্যাট করছে। এডমন্ড তাকে ব্যক্তিগত সহকারির মতো ব্যবহার করতো–ডিনার রিজার্ভেশনের জন্য কল করা, তার পাইলটদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, যা যা দরকার তার সবই। সত্যি বলতে, আজকের অনুষ্ঠানের জন্য যখন আমরা দিনরাত খেটে চলেছি তখন আমি প্রায়শই উইনস্টনের সঙ্গে কথা বলতাম ফোনে।"

ল্যাংডনের জ্যাকেটের পকেট থেকে এডমন্ডের ফোনটা বের করে চালু করলো অ্যাম্ব্রা। জাদুঘরে থাকতেই ফোনটা বন্ধ করে রেখেছিল ল্যাংডন ব্যাটারি সেভ করে রাখার জন্য।

"আপনার নিজের ফোনটাও চালু করুন," অ্যাম্ব্রা বলল, "তাহলে আমরা দু-জনেই উইনস্টনের অ্যাকসেস পাবো।"

"আপনি কি ভয় পাচ্ছেন না, আমরা যদি আমাদের ফোনগুলো অন করি তাহলে আমাদেরকে ট্র্যাক করা হতে পারে?"

মাথা ঝাঁকালো অ্যাম্ব্রা। "কোর্ট থেকে অনুমতি পাবার মতো সময় কর্তৃপক্ষের হাতে নেই। সুতরাং আমার মনে হয় ঝুঁকিটা আমরা নিতেই পারি–বিশেষ করে উইনস্টন আমাদেরকে গার্ডিয়ার ব্যাপারে আপগ্রেড জানাতে পারে কিনা দেখতে পারি, আর এয়ারপোর্টের ব্যাপারটা তো আছেই।"

অস্বস্তির সাথে নিজের ফোনটা চালু করলো ল্যাংডন। আর চালু হতেই তার মনে হলো, মহাশূণ্যে থাকা প্রতিটি স্যাটেলাইট বুঝি তাকে লোকেট করে ফেলল।

তুমি অনেক বেশি স্পাই মুভি দেখে ফেলেছো, নিজেকে বলল সে।

চালু হতে না হতেই ল্যাংডনের ফোনটা বিপ্ আর ভাইব্রেট করতে শুরু করলো অসংখ্য মেসেজ আসার কারণে। দীর্ঘ সময় এটা বন্ধ ছিল, ফলে তার সাথে যোগাযোগ করে অনেকেই পায়নি। তাকে অবাক করে দিয়ে দুশোরও বেশি টেক্সট মেসেজ আর ইমেইল জমা হলো তার ফোনে।

মেসেজগুলোর সবই তার বন্ধু আর কলিগদের। শুরুর দিকে কিছু মেসেজে তাকে আজকের অনুষ্ঠানের লেকচারের জন্য কংগ্র্যাচুলেশন্স দেয়া হয়েছে–*দারুণ বলেছো! আমি বিশ্বাস করতে পারছি না তুমি এখন ওখানে?*–কিন্তু এরপরই আচমকা মেসেজগুলো পরিণত হলো উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায়। এরমধ্যে তার বইয়ের এডিটর জোনাস ফকম্যানও আছে : হায় ঈশ্বর–রবার্ট তুমি ঠিক আছো তো??!! ল্যাংডন কখনও এই পণ্ডিতকে একসাথে দুবার কোন যতি চিহ্নের ব্যবহার করতে দেখেনি।

একটু আগপর্যন্ত ল্যাংডনের মনে হচ্ছিলো, বিলবাওয়ের নদীপথে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। যেন জাদুঘরটা কোন ম্রিয়মান হয়ে আসা স্বপ্ন।

সারা দুনিয়া জেনে গেছে, বুঝতে পারলো সে। *কিয়ার্শের রহস্যময় আবিষ্কার এবং তার নির্মম হত্যাকা-...সেই সাথে আমার নাম আর চেহারাটা।*

"উইনস্টন আমাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল," কিয়ার্শের ফোনের দিকে তাকিয়ে বলল অ্যাম্ব্রা। "গত আধঘণ্টায় এডমন্ডের ফোনে তিপান্নটি মিস কল এসে জমেছে। সবগুলোই একটা নাম্বারের। প্রত্যেক কলই একদম কাটায় কাটায় ত্রিশ সেকেন্ডের বিরতিতে দেয়া হয়েছে।" মুচকি হাসলো সে। "ক্লান্তিহীন অধ্যবসায় উইনস্টনের অনেক গুণের মধ্যে একটি।"

ঠিক তখনই এডমন্ডের ফোনটাতে রিং বাজতে লাগলো।

অ্যাম্ব্রার দিকে তাকিয়ে হাসলো ল্যাংডন। "ভাবছি, কে হতে পারে।"

ফোনটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলো অ্যাম্ব্রা। "নিন...কথা বলুন।"

ল্যাংডন ফোনটা নিয়ে স্পিকার বাটনটা চেপে দিলো। "হ্যালো?"

"প্রফেসর ল্যাংডন," সুপরিচিত সেই বৃটিশ বাচনভঙ্গিতে উৎফুল্লের সাথে বলে উঠলো উইনস্টন। "আমাদের মধ্যে আবার যোগাযোগ হওয়াতে আমি ভীষণ খুশি। অনেকবার চেষ্টা করেছি আপনার সাথে যোগাযোগ করার।"

"হ্যা, সেটা জানি," জবাব দিলো ল্যাংডন, তিপান্নটি কল দিয়ে না পেয়েও কম্পিউটারের কণ্ঠ শান্ত আর আবেগহীন দেখে মুগ্ধ হলো সে।

"কিছু ঘটনা ঘটে গেছে," উইনস্টন জানালো। "আপনারা এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর আগেই সেখানকার কর্তৃপক্ষকে আপনাদের ব্যাপারে অ্যালার্ট করে

দেবার সম্ভাবনা আছে। আরেকবার বলবো, আপনারা আমার সাজেশন একটু মন দিয়ে শুনবেন।”

“আমরা এখন তোমার হাতেই, উইনস্টন,” বলল প্রফেসর। “বলো কী করতে হবে।”

“প্রথম কথা হলো, আপনি এখনও আপনার ফোনটা ছুড়ে ফেলে দেননি, এটা এক্ষুণি করা দরকার।”

“তাই নাকি?” ফোনটা আরো শক্ত করে ধরলো ল্যাংডন। “আমাদের ফোনগুলো ট্র্যাক করার আগে তাদেরকে কোর্ট থেকে অর্ডার নিতে হবে না?”

“সম্ভবত কোন আমেরিকান পুলিশ শো-এ এরকমটা দেখেছেন, কিন্তু আপনারা এখন মোকাবেলা করছেন স্প্যানিশ গার্ডিয়া রিয়েল আর রাজপ্রাসাদকে। তারা তাদের প্রয়োজনে যা যা করা দরকার সবই করতে পারবে।”

নিজের ফোনটার দিকে তাকালো ল্যাংডন, এটাকে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে না তার। *আমার পুরোটা জীবন এর মধ্যে আছে।*

“এডমন্ডের ফোনের কী হবে তাহলে?” অ্যাম্ব্রা জানতে চাইলো উদ্বিগ্ন হয়ে।

“ওটা ট্রেস করা যায় না,” জবাবে বলল উইনস্টন। “হ্যাকিং আর কর্পোরেট এসপিওনাজ নিয়ে এডমন্ড সব সময়ই চিন্তা করতেন। তিনি নিজে একটা IMEI/IMSI ভেইলিং প্রোগ্রাম লিখেছিলেন, যার ফলে তার ফোনটা যেকোন জিএসএম ইন্টারসেপ্টরকে ফাঁকি দিতে পারে।”

অবশ্যই সে এটা করেছে, ল্যাংডনও সায় দিলো মনে মনে। *যে জিনিয়াস উইনস্টনকে সৃষ্টি করেছে তার কাছে অন্য সব ফোনের চেয়ে অনেক বেশি অ্যাডভান্স ফোন বানানো তো ডালভাত।*

নিজের সাদামাটা ফোনটার দিকে তাকালো ল্যাংডন। ঠিক তখনই অ্যাম্ব্রা আস্তে করে তার হাত থেকে ওটা নিয়ে কোন কথা না বলেই নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। নারভিওন নদীর কালচে পানির নিচে তলিয়ে গেল সেটা। ফোন হারানোর শোকে সামান্য একটু কাতর হলো ল্যাংডন।

“রবার্ট,” ফিসফিসিয়ে বলল অ্যাম্ব্রা, “ডিজনির প্রিন্সেস এলসার সেই কথাটা মনে রাখবেন।”

ল্যাংডন তার দিকে তাকালো। “কী বললেন, বুঝলাম না?”

মৃদু হেসে বলল অ্যাম্ব্রা, “যেতে দিন।”

অধ্যায় ৩৬

"সু মিশন তোদাভিয়া নো আ তারমিনাদো," আভিলার ফোনে একটা কণ্ঠ বলে উঠলো। *তোমার মিশন এখনও শেষ হয়নি।*

কথাটা শুনে উবার গাড়িটার পেছনের সিটে সোজা হয়ে বসলো আভিলা।

"একটা ঝামেলা হয়ে গেছে," স্প্যানিশে বলতে লাগলো তার কন্ট্যাক্ট। "আমরা চাই তুমি বার্সেলোনায় ফিরে যাও। এক্ষুণি।"

বার্সেলোনা? আভিলাকে বলা হয়েছিল কাজশেষে মাদ্রিদে চলে যেতে। ওখানে আরো কিছু কাজ করতে হবে তাকে।

"আমরা জানতে পেরেছি," কণ্ঠটা বলতে লাগলো, "মি. কিয়ার্শের দু-জন সহযোগি আজ রাতেই বার্সেলোনায় যাচ্ছে। তারা আশা করছে, মি. কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশনটা আবার প্রচার করতে পারবে।"

আভিলার শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল কথাটা শুনে। "এটা কি *সম্ভব?*"

"আমরা নিশ্চিত নই। কিন্তু তারা যদি সফল হয়ে যায় তাহলে আমাদের সব কাজ ভেস্তে যাবে। এক্ষুণি বার্সেলোনায় আমার একজন লোক চাই। যতো দ্রুত সম্ভব ওখানে গিয়ে আমাকে কল দাও।"

এ কথা বলার পর পরই কানেকশনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

দুঃসংবাদটিকে অদ্ভুতভাবেই স্বাগত জানালো আভিলা। *আমাকে এখনও দরকার।* মাদ্রিদ থেকে বার্সেলোনা বেশ দূরে, তবে হাইওয়ে ধরে সর্বোচ্চ গতিতে ছুটে চললে সেখানে যাওয়া যাবে তাড়াতাড়ি। সময় নষ্ট না করে আভিলা তার পিস্তলটা আবারো ঠেকালো ড্রাইভারের মাথার পেছনে। লোকটার স্টিয়ারিং ধরে থাকা হাত কাঁপতে লাগলো।

"লিভামে আ বার্সেলোনা," আভিলা হুকুম দিলো তাকে।

ড্রাইভার তার গাড়িটা এ-ওয়ান হাইওয়েতে নিয়ে গেল। রাতের এ সময় পুরো মহাসড়কটিই ফাঁকা। হাতেগোণা কিছু বড়বড় ট্রাক্টর আর ট্রেইলর ছাড়া কিছু নেই। সবগুলো গাড়িই ছুটে যাচ্ছে পাম্পলোনা হয়ে হুয়েস্কা থেকে লেইদা'তে, অবশেষে ভূমধ্যসাগরের অন্যতম বৃহৎ বন্দরনগরী বার্সেলোনায়।

আভিলার বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে পর পর কিছু ঘটনা কিভাবে তাকে আজকের এই মুহূর্তে নিয়ে এসেছে। *গভীরতম হতাশা থেকে, আমি উঠে এসেছি আমার সবচাইতে গৌরবোজ্জ্বল সার্ভিস দেবার মুহূর্তটায়।*

boighar.com

কয়ে মুহূর্তের জন্য আভিলা যেন ফিরে গেল এক অতল গহ্বরে, সেভিয়ার বিধ্বস্ত ক্যাথেড্রালের ধোয়ায় আচ্ছন্ন বেদিতে, মৃতমানুষের দঙ্গল থেকে তার স্ত্রী আর সন্তানকে খুঁজছে। যদিও জানতো তারা আর বেঁচে নেই।

ঐ হামলার এক সপ্তাহ পরও আভিলা তার ঘর থেকে বের হয়নি। নিজের কাউচে শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিয়েছে সে, অসংখ্য দুঃস্বপ্ন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে তাকে। আগুনের দানবগুলো তাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার এক গহ্বরের দিকে, তাকে ঢেকে দিচ্ছে কালচে অন্ধকারে, প্রচণ্ড ক্ষোভ আর দম বন্ধ করা অপরাধবোধে।

"ঐ গহ্বরটা হলো প্রায়শ্চিত্ত...এক ধরণের *পারগেটরি,*" তার পাশে বসে নান বলেছিল মৃদুকণ্ঠে। সে ছিল চার্চ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া শত শত গ্রিফ কাউন্সেলরদের একজন, যারা বেঁচে যাওয়াদের কষ্ট প্রশমন করার কাজে নিয়োজিত ছিল। "আপনার আত্মা অশুভ এক কাল্পনিক জগতে আটকা পড়ে গেছে। ক্ষমা করে দেয়াই এ থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায়। এ কাজ যারা করেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দেবার একটা পথ খুঁজে নিতে হবে আপনাকে। তা না হলে আপনার রাগ-ক্ষোভ আপনাকে পুরোপুরি গিলে ফেলবে।" কথাটা বলার পর বুকে ক্রুশ এঁকেছিল নান। "ক্ষমাই আপনার একমাত্র মোক্ষ লাভের উপায়।"

ক্ষমা? কথা বলার চেষ্টা করেছিল আভিলা, কিন্তু ভেতরে থাকা দানবটা তার গলা চেপে ধরে। ঐ মুহূর্তে প্রতিশোধই একমাত্র মোক্ষ লাভের উপায় বলে মনে হয়েছে তার কাছে। *কিন্তু কার উপরে প্রতিশোধ নেবে?* চার্চে বোমা বিস্ফোরণের দায়দায়িত্ব কেউ স্বীকার করেনি কখনও।

"আমি জানি, ধর্মের নামে সন্ত্রাস করা ক্ষমার অযোগ্য," নান বলেছিল। "তারপরও একটা কথা মনে রাখলে হয়তো স্বস্তি পাবেন, আমাদের নিজেদের ধর্ম ঈশ্বরের নামে শত বছর ধরে ইনকুইজিশন করে গেছে। আমরা আমাদের ধর্মের নামে অসংখ্য নির্দোষ মানুষকে হত্যা করেছি। এজন্যে আমরা সারা পৃথিবীর কাছে, আমাদের নিজেদের কাছে ক্ষমা চেয়েছি। দীর্ঘ সময়ের পর আমরা আমাদের এই ক্ষত থেকে সেরেও উঠতে পেরেছি।"

এরপর নান বাইবেল থেকে পড়ে শোনায় তাকে : 'মন্দ লোকের সাথে লড়তে যেয়ো না। কেউ তোমার গালে একটা চড় দিলে তুমি তার দিকে আরেকটা গাল বাড়িয়ে দাও। নিজের শত্রুকে ভালোবাসো, যে তোমাকে ঘৃণা করে তার প্রতি সদয় হও। যে তোমাকে অভিশাপ দেয় তাকে তুমি আশির্বাদ

করো। তোমার সাথে যারা দুর্ব্যবহার করে তাদের জন্য প্রার্থনা করো।”

সেই রাতে নিঃসঙ্গ আর যন্ত্রণাকাতর আভিলা আয়নার দিকে চেয়ে ছিল। আয়নার মানুষটাকে দেখে চিনতে পারেনি সে। নানের বলা কথাগুলো তার সুতীব্র কষ্ট আর যন্ত্রণাকে মোটেও লাঘব করতে পারেনি।

ক্ষমা? আমি আমার আরেক গাল বাড়িয়ে দেবো!

আমি এমন এক শয়তানের কাজ দেখেছি যাকে কোনভাবেই ক্ষমা করা যায় না!

তীব্র রাগে হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে আভিলা বাথরুমের আয়নায় ঘুষি চালায়। ভেঙে খান খান করে দেয় সেটাকে। নিজেও ভেঙে পড়ে কান্নায়।

একজন উচ্চপদস্থ নাভাল অফিসার হিসেবে আভিলা সব সময়ই নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতো–শৃঙ্খলাবোধের একজন পরাকাষ্ঠা ছিল, সম্মান-শ্রদ্ধা আর চেইন অব কমান্ড–কিন্তু সেই মানুষটি এখন আর নেই। এক সপ্তাহের মধ্যে আভিলা এক কুয়াশার মধ্যে পড়ে যায়। ডাক্তারের দেয়া ওষুধ আর অ্যালকোহল পান করে নিজেকে অবশ করে রাখতো। খুব দ্রুতই কেমিক্যালের অবশ-অসাড় অনুভূতি পাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো সে। যখনই জেগে উঠতো সে-সব নিতো আবার। নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলল একাকিত্বের খাঁচায়।

কয়েক মাস পরই স্প্যানিশ নেভি তাকে বাধ্য করে অবসরে যেতে। এক সময়ের শক্তিশালি যুদ্ধজাহাজ এখন বিকল আর পরিত্যাক্ত। আভিলাও জানতো সে আর সমুদ্রে যেতে পারবে না। যে নেভির হয়ে সে সারাটা জীবন কাজ করে গেছে তারা তাকে সামান্য স্টাইপেন্ড দিলো, যা দিয়ে তার পক্ষে জীবন ধারণ করাই কষ্টকর।

আমার বয়স আটান্ন বছর, বুঝতে পেরেছিল সে। *আর আমার কাছে কিছুই নেই।*

নিজের লিভিং রুমে বসে বসে টিভি দেখে, ভদকা খেয়ে দিন পার করেছে সে, আর অপেক্ষা করে গেছে আশার কোন আলো জ্বলে ওঠে কিনা। *লা ওরা মাস অসকুরা এস জুস্তো আন্তেস দেল আমানেসের,* বিড়বিড় করে বলতো সে বার বার। কিন্তু বহুল পুরনো নেভির এই মন্ত্র কোন কাজেই লাগেনি। *রাতের অন্ধকার নিছকই ভোরের আগের অবস্থা নয়,* বুঝতে পেরেছিল সে। *ভোরের উদয় কখনও হবে না।*

তার ঊনষাটতম জন্মদিনে সকাল থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, ভদকার খালি বোতলের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকে আভিলার মনে সাহস সঞ্চয় হলো,

boighar.com

উঠে গিয়ে তার নেভির পিস্তলটা ক্লজিট থেকে বের করে ব্যারেলটা মাথায় ঠেকালো সে।

মাফ করে দিও আমাকে, বিড়বিড় করে চোখ বন্ধ করে ফেলল। টিপে দিলো ট্রিগার। শব্দটা যেমন হবার কথা তেমন হলো না। নিছক একটা ক্লিক করে শব্দ হলো কেবল।

পিস্তলটা ফায়ার করতেও ব্যর্থ হলো। কয়েক বছর ক্লজিটের ধুলোর মধ্যে অযত্নে পড়ে থাকা আভিলার সেরেমোনিয়াল পিস্তলটা অকেজো হয়ে পড়েছিল। মনে হলো, এরকম কাপুরুষোচিত কাজও তার পক্ষে করা সম্ভব নয় এখন।

রাগেক্ষোভে পিস্তলটা দেয়ালে ছুড়ে মারলো সে। এবার একটা বিস্ফোরণ হলে ঘরটা কেঁপে উঠলো। হাটুর নিচে তীব্র যন্ত্রণা টের পেলো আভিলা। যন্ত্রণার চোটে তার মাতাল ভাবটা কেটে গেল মুহূর্তে। মেঝেতে পড়ে গিয়ে রক্তাক্ত পা ধরে চিৎকার করতে শুরু করলো সে।

ভয় পেয়ে আশেপাশের বাড়ি থেকে লোকজন ছুটে আসে তার দরজায়, একটু পর সাইরেন বাজার শব্দ পায় সে। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সেভিয়ার প্রোভিন্সিয়াল দে সান লাজারো হাসপাতালে আবিষ্কার করে। সেখানে বলতে বাধ্য হয় কিভাবে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে, আর গুলিটা লেগেছে তার পায়ে।

পরদিন সকালে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত অ্যাডমিরাল আভিলা যখন হাসপাতালের বেডে শুয়ে ছিল তখন তার কাছে একজন ভিজিটর আসে।

"শুটার হিসেবে তো আপনি যাচ্ছেতাই," এক তরুণ বলেছিল স্প্যানিশে। "তারা যে আপনাকে জোর করে অবসরে পাঠিয়েছে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।"

আভিলা লোকটাকে কিছু বলার আগেই সে উঠে গিয়ে জানালা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকে পড়ে সূর্যের আলো। চোখ কুঁচকে ফেলে সে। এবার ভালো করে দেখে তরুণকে। পেশিবহুল শরীর, মাথার চুল ক্রপ করা। জিশুর ছবিসম্বলিত একটি টি-শার্ট পরা।

"আমার নাম মার্কো," তার বাচনভঙ্গিতে আন্দালুজের টান সুস্পষ্ট। "আপনাকে আমি রিহ্যাব করার জন্য ট্রেইনিং দেবো। আমি আপনাকে আমার জন্য অ্যাসাইন করতে বলেছি কেন জানেন, আপনার আর আমার মধ্যে একটা মিল রয়েছে।"

"মিলিটারি?" তার বাহ্যিক দিকটা খেয়াল করে বলেছিল আভিলা।

"না।" ছেলেটা আভিলার দিকে সরাসরি তাকালো এবার। "ঐদিন, শনিবারের সকালে আমিও ছিলাম সেখানে। ক্যাথেড্রালের কথা বলছি। সন্ত্রাসি হামলা।"

অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো আভিলা। "আপনিও সেখানে ছিলেন?"

ছেলেটা তার প্যান্টের এক পা তুলে দেখালো সেখানে একটা কৃত্রিম পা। "আমি ভালো করেই বুঝতে পারছি আপনি নরকের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। আর আমি সেমিপ্রফেশনাল ফুটবল খেলে যাচ্ছি, সুতরাং আমার কাছ থেকে কোন রকম সহমর্মিতা আশা করবেন না। আমি অনেকটা ঈশ্বর-তাদেরকে-সাহায্য-করে-যারা-নিজেদেরকে-সাহায্য-করে টাইপের মানুষ।"

কী ঘটতে যাচ্ছে বোঝার আগেই আভিলাকে একটা হুইলচেয়ারে তুলে নিয়ে বসায় মার্কো। হলওয়ে দিয়ে তাকে ঠেলে নিয়ে যায় ছোট্ট একটা জিমনেশিয়ামে, একটা প্যারালাল বারের উপর তুলে দেয় তাকে।

"একটু ব্যথা পাবেন," ছেলেটা বলেছিল, "কিন্তু চেষ্টা করুন অন্যপ্রান্তে যাবার জন্য। একবার করে দেখান। তাহলেই আপনি নাস্তা করতে পারবেন।"

যন্ত্রণাটা ছিল খুবই তীব্র কিন্তু একপায়ের কোন লোকের কাছে সেটা প্রকাশ করতে ইচ্ছে করেনি আভিলার। তাই দু-পাশের বার ধরে হাতের উপর সমস্ত ভর দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেছিল সে।

"দারুণ," মার্কো বলেছিল। "আবার করুন ওটা।"

"কিন্তু আপনি তো বলেছিলেন একবার–"

"হ্যা, তা বলেছিলাম, তবে সেটা মিথ্যে ছিল। আবার করুন।"

অবাক হয়ে ছেলেটার দিকে তাকালো আভিলা। অ্যাডমিরাল হিসেবে দীর্ঘকাল সে কোন রকম অর্ডার শোনেনি। ব্যাপারটা তার কাছে বেশ নতুন লাগলো। মনে হলো সে বুঝি কোন তরুণ–নেভিতে রিক্রুট হবার পর তার যে অনুভূতি হয়েছিল ঠিক সেরকম। আভিলা ঘুরে আবারো এ প্রান্তে ফিরে আসে আস্তে আস্তে।

"আমাকে এখন বলেন," মার্কো বলেছিল। "আপনি কি এখনও সেভিয়ার ক্যাথেড্রালের মাস-এ যান?"

"কক্ষনো না।"

"ভয় পান?"

মাথা ঝাঁকালো আভিলা। "ভয় না, রাগ।"

হেসে ফেলল মার্কো। "হ্যা, আমাকে অনুমান করতে দিন। নানেরা আপনাকে বলেছিল ঐ হামলাকারিদের ক্ষমা করে দিতে, তাই না?"

boighar.com

"ঠিক!"

"আমাকেও একই কথা বলেছিল তারা। চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু অসম্ভব। নানেরা আমাদেরকে ফালতু উপদেশ দিয়েছে।" কথাটা বলেই হেসে ফেলে সে।

আভিলা তরুণের টি-শার্টের উপরে জিশুর ছবিটার দিকে তাকায়। "কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে আপনি এখনও..."

"ওহ, হ্যা। আমি এখনও একজন খৃস্টান। আগের চেয়েও বেশি ধার্মিক বলতে পারেন। তবে আমি সৌভাগ্যবান যে, আমি আমার মিশন খুঁজে পেয়েছি–ঈশ্বরের শত্রুদের হাতে যাদের ক্ষতি হয় তাদেরকে সাহায্য করা।"

"খুবই ভালো কথা," একটু ঈর্ষার সাথেই বলেছিল আভিলা। তার কাছে মনে হচ্ছিলো, তার পরিবার আর নেভি ছাড়া তার জীবনটাই বৃথা...উদ্দেশ্যহীন।"

"একজন মহান মানুষের সাহায্য আমাকে আবার ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে," মার্কো বলতে থাকে। "ঐ লোকটা আর কেউ নন...স্বয়ং পোপ। তার সাথে আমি বেশ কয়েকবার দেখা করেছি।"

"কী বললেন...পোপ?"

"হ্যা।"

"ক্যাথলিক চার্চের প্রধান?"

"হ্যা। আপনি চাইলে আপনার সাথেও তার সাক্ষাৎকার করিয়ে দিতে পারবো আমি।"

ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইলো আভিলা, তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। "*আপনি* আমাকে পোপের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন?"

মার্কোকে দেখে মনে হলো একটু কষ্ট পেয়েছে সে। "আমি বুঝতে পারছি, আপনি একজন উচ্চপদস্থ নেভি অফিসার ছিলেন, আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না সেভিয়ার এক পঙ্গু ফিজিক্যাল ট্রেইনার ভিকার অব ক্রাইস্টের সাথে দেখা করতে পারে যখন তখন। কিন্তু আমি আপনাকে সত্যি কথাই বলেছি। আপনি চাইলে উনার সাথে আপনার দেখা করিয়ে দিতে পারবো আমি। উনি আপনাকে আবারো সঠিক পথে নিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারবেন। ঠিক যেভাবে উনি আমাকে সাহায্য করেছেন।"

প্যারালাল বারের উপর ঝুঁকে এসেছিল আভিলা। বুঝতে পারছিল না কী বলবে। এর আগের পোপকে সে খুবই ভক্তি করতো–পুরোপুরি নিখাদ রক্ষণশীল

একজন মানুষ, যিনি কঠোরভাবে ঐতিহ্যপ্রিয় ছিলেন। একেবারেই অর্থোডক্সিক্যাল একজন মানুষ। কিন্তু দুভার্গ্যের ব্যাপার হলো আধুনিক দুনিয়ার প্রায় সবখান থেকেই তার বিরুদ্ধে সামালোচনা করা শুরু হয়। শোনা যাচ্ছিলো খুব জলদিই তিনি উদারপন্থিদের চাপে পড়ে অবসরে চলে যাবেন। "তার সঙ্গে দেখা করতে পারলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবো কিন্তু–"

"বেশ," মার্কো তার কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠেছিল। "আমি তাহলে আগামিকালই সেটার ব্যবস্থা করে ফেলি।"

আভিলা কখনও কল্পনাও করেনি পরদিনই সে নিরাপদ একটা স্যাঙ্কচুয়ারিতে পোপের মুখোমুখি বসে তার জীবনের সবচাইতে শক্তিশালি ধর্মিয় শিক্ষাটা লাভ করবে।

মোক্ষ লাভের অসংখ্য পথ রয়েছে।

ক্ষমা করাই একমাত্র পথ নয়।

boighar.com

অধ্যায় ৩৭

মাদ্রিদের রাজপ্রাসাদের গ্রাউন্ডফ্লোরে অবস্থিত রয়্যাল লাইব্রেরিটার কক্ষ চোখ ধাঁধানো অলঙ্কারে সজ্জিত। হাজার হাজার অমূল্য সব বই-পুস্তক রয়েছে সেখানে। এর মধ্যে রাণী ইসাবেলার পাণ্ডিত্যপূর্ণ *বুক অব আওয়ার্স*, বেশ ক-জন রাজার ব্যবহৃত বাইবেল, আর একাদশ আলফানসোর আমলের লোহার বাইন্ডিং করা কোডেক্সও রয়েছে।

তড়িঘরি করে গারজা ঢুকে পড়লো লাইব্রেরিতে, যুবরাজকে ভালদেসপিনোর হাতে খুব বেশি সময় একা ছেড়ে দেবার ইচ্ছে তার নেই। কয়েক দিন আগে যে ভালদেসপিনো গোপনে এডমন্ড কিয়ার্শের সাথে মিটিং করেছিলেন আর সেই মিটিংয়ের কথা কাউকে জানাননি, সেই খবরটা হজম করতে এখনও বেগ পাচ্ছে সে। *এমনকি কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশন এবং তার হত্যাকা-ের ঘটনার পরও নয়?*

অন্ধকারাচ্ছন্ন লাইব্রেরির যেখানটায় পিআর কো-অর্ডিনেটর মনিকা মার্টিন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে এগিয়ে গেল সে। মেয়েটার হাতে এখনও ট্যাবলেটটা ধরা। সেটার আলোকিত স্ক্রিন ঘরে একটু আলো দান করেছে।

"আমি বুঝতে পারছি, আপনি খুবই ব্যস্ত আছেন, স্যার," মার্টিন বলল, "কিন্তু আমারা এখন খুবই নাজুক অবস্থার মধ্যে আছি। আমি উপরে গেছিলাম আপনাকে খুঁজে বের করতে কারণ আমাদের সিকিউরিটি সেন্টার কন্সপিরেসিনেট নেট থেকে একটি উদ্বেগজনক ইমেইল পেয়েছে।"

"কাদের কাছ থেকে বললে?"

"কন্সপিরেসি থিওরির খুবই জনপ্রিয় একটি সাইটের নাম কন্সপিরেসিনেট। খুবই সস্তা টাইপের সাংবাদিকতা করে থাকে তারা। একেবারেই শিশুসুলভ বলতে পারেন। কিন্তু তাদের রয়েছে কয়েক মিলিয়ন ফলোওয়ার। তারা মিথ্যে খবর ছড়াতে পটু। তবে কন্সপিরেসি থিওরিস্টদের কাছে সাইটটা খুবই আস্থাভাজন।"

'আস্থাভজন' আর 'কন্সপিরেসি থিওরি' পদবাচ্য দুটো একসাথে শুনতে পেরে অবাকই হলো গারজা।

"তারা কিয়ার্শের ঘটনাটা নিয়ে সারারাত ধরে স্কুপ-নিউজ দিয়ে যাচ্ছে," মার্টিন বলতে লাগলো। "আমি জানি না তারা কোত্থেকে এসব তথ্য পায় কিন্তু

সাইটটা এখন ব্লগার আর কন্সপিরেসি থিওরিস্টদের একটি আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এমনকি অনেক টিভি চ্যানেলও তাদের কাছ থেকে খবর নিয়ে ব্রেকিং নিউজ দিয়ে থাকে।"

"আসল কথা বলো," গারজা তাড়া দিলো।

"কন্সপিরেসিনেট-এর কাছে নতুন যে খবরটি আছে সেটা আমাদের প্রাসাদ সম্পর্কিত," চশমাটা কপালের উপরে তুলে দিলো মার্টিন। "দশ মিনিটের মধ্যে তারা এটা তাদের সাইটে ছেড়ে দেবে। তারা চাইছে এর আগেই এ বিষয়ে যদি আমাদের কিছু বলার থাকে তবে সেটাও প্রচার করবে।"

অবিশ্বাসে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইলো গারজা। "এইসব মুখরোচক গসিপের ব্যাপারে রাজপ্রাসাদ কোন মন্তব্য করে না!"

"একবার একটু দেখুন, স্যার।" ট্যাবলেটটা বাড়িয়ে দিলো মার্টিন।

গারজা ট্যাবলেটটা হাতে নিয়ে স্ক্রিনে দেখতে পেলো নেভির অ্যাডমিরাল লুই আভিলার দ্বিতীয় ছবিটা। দেখে মনে হচ্ছে ঘটনাচক্রে এটা তোলা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে আভিলা সাদা পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে একটা পেইন্টিংয়ের সামনে। মনে হয়, জাদুঘরের কোন দর্শনার্থি কোন একটা পেইন্টিংয়ের ছবি তুলতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবেই এটা তুলে ফেলেছে।

"আমি জানি আভিলা দেখতে কেমন," একটু চটে গিয়েই বলল গারজা, যুবরাজ আর ভালদেসপিনোর ওখানে ফিরে যাবার জন্য উদগ্রিব সে। "এটা আমাকে কেন দেখাচ্ছো তুমি?"

"পরের ছবিটাতে যান।"

গারজা তাই করলো। পরের ছবিতে একটা ছবিকে বড় করে দেখানো হয়েছে—এটাতে অ্যাডমিরালের ডানহাতের তালুর উল্টোপিঠটা দেখা যাচ্ছে। সেখানে যে ট্যাটুটা আছে সেটা দেখামাত্রই চিনে ফেলল গারজা।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ইমেজটার দিকে চেয়ে রইলো সে। এই সিম্বলটা অন্য অনেক স্পেনিয়ার্ডদের মতো তারও ভালো করেই চেনা আছে। বিশেষ করে বয়স্করা এটা বেশি চিনতে পারে।

ফ্রাঙ্কোর সিম্বল।

বিংশ শতাব্দিতে স্পেনের অনেক জায়গায় এটা দেখা যেত। এই সিম্বলটা

boighar.com

অতিকট্টর রক্ষণশীল স্বৈরাচারি শাসক জেনারেল ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কোর সমার্থক। যার দুঃশাসন জাতীয়তাবাদ, কর্তৃত্ববাদি শাসন, মিলিটারিজম আর উদারতাবাদবিরোধি মতবাদসহ ন্যাশনাল ক্যাথলিজমকেও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল।

গারজা জানে, এই প্রাচীন সিম্বলটিতে রয়েছে ছয়টি অক্ষর, ওগুলো একসাথে করলে একটি লাতিন শব্দে রুপ নেয়–যে শব্দটি ফ্রাঙ্কোর নিজের ইমেজটাকে নিখুঁতভাবে সংজ্ঞায়িত করে থাকে।

ভিক্টর।

নির্মম, সহিংস আর আপোষহীন ফ্রাঙ্কো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল জার্মানির নাৎসি মিলিটারি আর ইতালির মুসোলিনির সহায়তায়। ১৯৩৯ সালে দেশের ক্ষমতা পুরোপুরি কুক্ষিগত করার আগে সে হাজার হাজার বিরোধি পক্ষকে হত্যা করে। ক্ষমতা নিয়েই নিজেকে *এল কদিয়ো*–উপাধিতে ভূষিত করে সে। এটা জার্মান শব্দ 'ফুয়েরার' স্প্যানিশ সমার্থক শব্দ। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়, ফ্রাঙ্কোর ক্ষমতা গ্রহনের প্রথম বছরে যারাই তার বিরুদ্ধাচারণ করেছে তারা হয় গুম হয়ে গেছে নয়তো জায়গা করে নিয়েছে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলোতে। ওখানে তিনলাখেরও বেশি মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

ক্যাথলিক স্পেনের রক্ষক আর নাস্তিক কমিউনিজমের শত্রু হিসেবে নিজেকে দাবি করলেও মেয়েদের ব্যাপারে তার মনোভাব ছিল খুবই সঙ্কির্ণ আর রক্ষণশীল। তার সময়ে সরকারের বিভিন্ন পদ থেকে প্রচুর সংখ্যক নারীকে সরিয়ে দেয়া হয়। উচ্চশিক্ষায় তাদের শিক্ষকতা করার সুযোগ, বিচারক হিসেবে তাদের নিয়োগ, ব্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ পদের চাকরিতে প্রায় অলিখিভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায় নারীরা। এমনকি অত্যাচারি স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পাবার অধিকারও কেড়ে নেয়া হয় ঐ সময়। এসবের পাশাপাশি ডিভোর্স, জন্মনিয়ন্ত্রণ, গর্ভপাত এবং সমকামিতাও নিষিদ্ধ করা হয় তার আমলে।

ভাগ্য ভালো যে, এখন তার সবই বদলে গেছে।

তারপরও গারজা অবাক হলো, কতো দ্রুতই না তার দেশ অন্ধকার অতীতের কথা ভুলে বসে আছে।

ফ্রাঙ্কোর শাসনামলের সবকিছু 'ভুলে' যাবার জন্য একমত পোষণ করে স্পেনে *প্যাক্তো দে অলভিদো* নামের একটি রাজনৈতিক চুক্তি করা হয়। এর মানে, স্পেনের স্কুলের ছেলেমেয়েরা এই স্বৈরাচার সম্পর্কে খুব কম কথাই জানতে পারে। স্পেনে এক জরিপে দেখা গেছে, এখানকার টিনেজাররা স্বৈরাচারি শাসক ফ্রাঙ্কোর চেয়ে অভিনেতা হামেস ফ্রাঙ্কোকে বেশি চেনে।

যদিও বয়স্ক প্রজন্ম কখনও এসব কথা ভুলে যায়নি। এই ভিক্টর সিম্বলটি নাৎসিদের সোয়াস্তিকার মতোই সেই সময়কার লোকজনের কাছে ভীতিকর একটি সিম্বল হিসেবে পরিচিত। এখনও যেসব বয়স্ক লোকজন বেঁচে আছে তারা এটা দেখলে রীতিমতো আৎকে ওঠে ফ্রাঙ্কোর জঘন্য অত্যাচারি শাসনের কথা মনে করে। আজকাল অনেকেই উদ্বেগের সাথে সতর্ক করে দেয় যে, স্প্যানিশ সরকার এবং ক্যাথলিক চার্চের উচ্চপদে এখনও অনেক ফ্রাঙ্কো সমর্থক রয়েছে। তাদের গোপন এজেন্ডা হলো, স্পেনকে আবারও উগ্র-ডানপন্থি দেশ হিসেবে বিগত শতকে ফিরিয়ে নেয়া।

গারজাকে এটা স্বীকার করতেই হলো, বয়স্কদের মধ্যেও অনেকে মনে করে বর্তমান স্পেনের যে অবস্থা চলছে তাতে করে দেশটি কেবলমাত্র রক্ষা পেতে পারে একটি শক্তিশালি রাষ্ট্রধর্মের অধীনে অপেক্ষাকৃত কর্তৃত্ববাদি সরকারের অধীনে থাকলে।

তোমাদের সন্তানদের দিকে তাকাও, চিৎকার করে বলতে চায় তারা। *ওরা সবাই লক্ষ্যহীনভাবে ছুটে চলেছে।*

কয়েক মাসের মধ্যেই স্পেনের সিংহাসনে বসবে নতুন রাজা যুবরাজ হুলিয়ান। রক্ষণশীলদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে, খোদ রাজপ্রাসাদ হয়তো এবার খুব দ্রুতই প্রগতিশীলদের সাথে কণ্ঠ মেলাতে শুরু করে দেবে। দেশের অনেক কিছুই বদলে যাবে তখন। তাদের এই আশঙ্কার আগুনে ঘি ঢেলেছে কিছুদিন আগে অ্যাম্ব্রা ভিদালের সাথে হুলিয়ানের এনগেজমেন্টটা–মেয়েটা কেবল বাস্কই নয়, বরং প্রকাশ্যে বলে বেড়ায় সে একজন অজ্ঞেয়বাদি। স্পেনের রাণী হিসেবে সে তার স্বামীকে চার্চ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করতে পারবে।

বিপজ্জনক দিন ঘনিয়ে আসছে, গারজা জানে।

ধর্মিয় সমস্যা ছাড়াও স্পেনকে মুখোমুখি হতে হচ্ছে রাজনৈতিক কিছু সঙ্কটেরও। দেশটা কি তার রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে পারবে? নাকি অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরিসহ আরো অনেক ইউরোপিয় দেশের মতোই চিরতরের জন্য রাজতন্ত্র বিলোপ করে দেয়া হবে? সময়ই কেবল বলে দিতে পারবে। পথেঘাটে বয়স্ক ঐতিহ্যবাদিরা স্পেনের পতাকা নাড়িয়ে থাকে, অথচ প্রগতিশীল তরুণেরা গর্বের সাথে রাজতন্ত্রবিরোধি বেগুনি, হলুদ আর লাল রঙের টিশার্ট পরে ঘুরে বেড়ায়–এই রঙগুলো ছিল পুরনো রিপাবলিকানের ব্যানারের রঙ।

হুলিয়ান উত্তরাধিকারসূত্রে একটি অস্থির সময়কে পাবে।

"আমি যখন ফ্রাঙ্কোর ট্যাটুটা প্রথম দেখি," গারজার মনোযোগ আবার

boighar.com

অরিজিন
বইঘর.কম

ট্যাবলেটটার দিকে ফেরানোর জন্য মার্টিন বলল, "ভেবেছিলাম ওটা ডিজিটালি বসানো হয়েছে একটা নাটক সাজানোর জন্য। কন্সপিরেসি সাইটগুলো ফ্রাঙ্কো কানেকশন খুঁজে বের করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারা জানে এরকম একটি কানেকশান বের করতে পারলে কতোটা সাড়া পাওয়া যাবে, বিশেষ করে আজ রাতে কিয়ার্শের খৃস্টবিরোধি প্রেজেন্টেশনটার পর।"

গারজা জানে মেয়েটা ঠিক বলেছে। *এটা নিয়ে কন্সপিরেসি থিওরিস্টরা পাগল হয়ে যাবে।*

ট্যাবলেটের দিকে তাকাতে তাকাতে বলল মার্টিন। "তারা একটু পর যে সংবাদটি আপলোড দেবে সেটা একটু পড়ে দেখুন।"

কন্সপিরেসিনেট.কম

এডমন্ড কিয়ার্শের আপডেট

এডমন্ড কিয়ার্শের হত্যাকাণ্ডটি কোন সংক্ষুব্ধ ধর্মিয় গোষ্ঠি করেছে বলে শুরুতে সন্দেহ করা হলেও অতিকট্টর রক্ষণশীল ফ্রাঙ্কোইস্ট সিম্বলটা উদঘাটিত হবার পর মনে হচ্ছে, এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে রাজনৈতিক মোটিভেশনও থাকতে পারে। সন্দেহ করা হচ্ছে, স্প্যানিশ সরকারের উচ্চ পর্যায়ে, এমন কি খোদ রাজপ্রাসাদও বর্তমান রাজার অবধারিত মৃত্যুর পর ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যুদ্ধে ব্যস্ত আছে...

"অপমানজনক," রেগেমেগে বলল গারজা। যথেষ্ট পড়েছে, আর না। "ঐ একটামাত্র ট্যাটু থেকে এতকিছু অনুমাণ করে ফেলেছে? কোন মানেই হয় না। ঘটনাস্থলে অ্যাম্ব্রা ভিদালের উপস্থিতিই বলে দেয়, এই ঘটনার পেছনে আর যে-ই থাকুক রাজপ্রাসাদ জড়িত নেই। এসব ফালতু গুজবের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করা হবে না।"

"স্যার," মার্টিন আরেকটু তাড়া দিলো। "আপনি যদি পুরোটা পড়েন তাহলে জানতে পারবেন, তারা অ্যাডমিরাল আভিলার সাথে বিশপ ভালদেসপিনোর একটি লিঙ্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। তারা বলছে, বিশপ সম্ভবত গোপনে একজন ফ্রাঙ্কোইস্ট, বছরের পর বছর ধরে তিনি যুবরাজের কানে এমন সব কথা তুলে দিচ্ছেন যার ফলে তাকে দিয়ে দেশের দ্রুত আমূল পরিবর্তন আনা যায়।" মেয়েটা থামলো একটু। "এ ধরণের অভিযোগ অনেক মুখরোচক আলোচনার জন্ম দেবে।"

আরো একবার কোন কথা খুঁজে পেলো না গারজা। যে দুনিয়াতে সে বাস করে সেটা আর তার কাছে পরিচিত বলে মনে হচ্ছে না।

ভুয়া সংবাদের ওজন এখন সত্যিকারের সংবাদের ওজনের মতোই সমান।

মার্টিনের দিকে তাকালো গারজা, শান্তভঙ্গিতে কথা বলার চেষ্টা করলো সে। "মনিকা, এগুলো সব ফ্যান্টাসিস্টদের লেখা বানোয়াট কল্পকাহিনী। তারা এসব লিখে মজা পায়। আমি তোমাকে আশ্বস্ত করে বলতে পারি, ভালদেসপিনো মোটেও কোন ফ্রাঙ্কোইস্ট নন। কয়েক দশক ধরে তিনি রাজার সেবা করে গেছেন, ফ্রাঙ্কোইস্ট খুনির সাথে তার জড়িত হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। রাজপ্রাসাদ এরকম নিউজের ব্যাপারে কোন কমেন্ট করবে না। বুঝতে পেরেছো আমার কথা?" কথাটা বলেই দরজার কাছে চলে গেল গারজা। যুবরাজ আর ভালদেসপিনোর ওখানে যাবার জন্য মুখিয়ে আছে সে।

"স্যার, একটু দাঁড়ান!" মার্টিন কাছে এসে তার হাতটা ধরে ফেলল।

থমকে দাঁড়ালো গারজা, অল্পবয়েসি মেয়েটার এমন কাণ্ডে অবাক সে।

সঙ্গে সঙ্গে মার্টিন তার হাতটা সরিয়ে নিলো। "সরি, স্যার। কিন্তু কন্সপিরেসিনেট আমাদের কাছে একটু আগে বুদাপেস্টে করা একটি ফোনালাপের রেকর্ডিংও পাঠিয়েছে।" মোটা কাঁচের চশমার পেছনে মেয়েটার চোখ পিটপিট করছে। "এটাও আপনার পছন্দ, হবে না।"

boighar.com

অধ্যায় ৩৮

আমার বস্ নিহত হয়েছেন।

বিলবাও এয়ারপোর্টের মেইন রানওয়ে'তে এডমন্ড কিয়ার্শের গালফস্ট্রিম জি৫৫০ প্রাইভেট বিমানটি নিয়ে যাবার সময় ক্যাপ্টেন জস স্টিগেল মনে মনে বলল। টের পেলো তার হাতদুটো কাঁপছে।

ফ্লাই করার মতো মানসিক অবস্থা আমার নেই, ভাবলো সে। ভালো করেই জানে তার কো-পাইলটের অবস্থাও তারই মতো।

এডমন্ডের হয়ে দীর্ঘদিন পাইলটের কাজ করে যাচ্ছে সিগেল, সেজন্যে তার বসের ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডটি তাকে হতবিহ্বল করে তুলেছে। একঘণ্টা আগে সে এবং তার কো-পাইলট এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে টিভিতে গুগেনহাইম জাদুঘর থেকে সরাসরি প্রচারিত অনুষ্ঠানটি দেখছিল।

"টিপিক্যাল এডমন্ড ড্রামা," জোক করে বলেছিল সিগেল, তার বসের বিশাল সংখ্যক দর্শক টানার ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়েছিল সে। কিয়ার্শের এই অনুষ্ঠানটি দেখার সময় সে লক্ষ্য করে এয়ারপোর্ট লাউঞ্জেও উপচে পড়া দর্শক আগ্রহ নিয়ে অনুষ্ঠানটি দেখছে যতোক্ষণ পর্যন্ত না ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটে যায়।

ঘটনার পর সিগেল আর তার কো-পাইলট থম মেরে বসেছিল, টিভি কাভারেজ দেখতে দেখতে ভাবছিল তাদের এখন কী করা উচিত।

এর দশ মিনিট পরই সিগেলের ফোনটা বেজে ওঠে; কলার আর কেউ নয়, এডমন্ডের ব্যক্তিগত সহকারি উইনস্টন। তার সঙ্গে সিগেলের কখনও দেখা হয়নি, তারপরও এই বৃটিশটাকে কেমনজানি অদ্ভুত লাগে তার কাছে। তার সঙ্গে ফ্লাইট নিয়ে প্রায়শই কো-অর্ডিনেট করতে হয় সিগেলকে, এ কাজে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

"আপনি যদি টিভি না দেখে থাকেন," বলেছিল উইনস্টন, "তাহলে টিভি ছেড়ে দেখে নিন।"

"আমি ওটা দেখেছি," সিগেল জবাব দিয়েছিল। "আমরা দু-জন খুবই ভেঙে পড়েছি ওটা দেখে।"

"প্লেনটা বার্সেলোনায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে আপনাকে," উইনস্টন বলে। যে ঘটনা ঘটে গেছে সেটা বিবেচনায় নিলে তার কণ্ঠ অদ্ভুত রকমেরই নির্বিকার। যেন খুব জরুরি কাজের কথা বলছে। "টেকঅফ করার জন্য প্রস্তুত

হোন। কিছুক্ষণ পর আমি আবার কল দেবো। আমাদের মধ্যে কথা না হবার আগপর্যন্ত টেকঅফ করবেন না দয়া করে।”

সিগেলের কোন ধারণাই নেই উইনস্টনের এমন ইন্সট্রাকশন এডমন্ডের ইচ্ছেতে হচ্ছে কিনা। তবে এ মুহূর্তে যেকোন ধরণের গাইডেন্স পাওয়াতেই সে খুশি।

উইনস্টনের কথামতো সিগেল আর তার কো-পাইলট প্লেনটা কোনো যাত্রি বহন না করে ফ্লাই করার জন্য প্রস্তুত করে নেয়। ওরা এটাকে বলে ‘ডেডহেড’ ফ্লাইট। তাদের জগতে এটা প্রায়ই ঘটে। কিন্তু তাপরই, এখন থেকে ত্রিশ মিনিট আগে উইনস্টন আবারো তাকে কল করে।

“আপনি কি টেকঅফ করার জন্য প্রস্তুত?”

“হ্যা। আমরা প্রস্তুত।”

“বেশ। আমি ধরে নিচ্ছি আপনি যথারীতি পূর্বমুখি রানওয়েটা ব্যবহার করছেন?”

“ঠিক।” উইনস্টন যে খুবই ভালোমতো তথ্য পেয়ে যায় সেটা বুঝতে পারলো সিগেল।

“টাওয়ারের সাথে কন্ট্যাক্ট করে টেকঅফের জন্য অনুরোধ করুন, প্লিজ। প্লেনটা এয়ারফিল্ডের শেষ মাথায় নিয়ে রাখুন, কিন্তু রানওয়েতে তুলবেন না ওটা।”

“আমি অ্যাকসেস রোডের উপরে প্লেনটা থামিয়ে রাখবো?”

“হ্যা, কয়েক মিনিটের জন্য। ওখানে যাবার সাথে সাথে আমাকে জানাবেন।”

অবাক হয়ে সিগেল আর তার কো-পাইলট একে অন্যের দিকে তাকায়। উইনস্টনের অনুরোধটার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারেনি না তারা।

টাওয়ার তো এটা নিয়ে নির্ঘাত আপত্তি জানাবে।

যাই হোক, সিগেল কথামতোই প্লেনটা এয়ারপোর্টের পশ্চিমপ্রান্তে নিয়ে যায়। এখন অ্যাকসেস রোড থেকে একশ’ মিটার দূরে আছে তারা, সেখান থেকে নব্বই ডিগ্রি ডানে ঘুরে গেলেই পূর্বমুখি রানওয়েটা পড়বে সামনে।

“উইনস্টন?” সিগেল বলল, “আমরা অ্যাকসেস র‍্যাম্পের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি।”

“একটু অপেক্ষা করুন ওখানে, প্লিজ,” উইনস্টন বলল। “আমি একটু পরই ফিরে আসছি।”

আমি এখানে এভাবে অপেক্ষা করতে পারি না! সিগেল ভাবলো।

উইনস্টন কী করছে ভেবে পেলো না সে। সৌভাগ্যের কথা হলো, গাল্‌ফস্ট্রিমে পেছনদিকের ক্যামেরা দিয়ে কোন প্লেন দেখতে পেলো না। তার মানে, আর যাই হোক, তারা অন্য কোন প্লেনের পথ আগলে দাঁড়িয়ে নেই এখন। এখান থেকে একমাত্র যে আলোটা দেখা যায় সেটা দুই মাইল দূরে কন্ট্রোল টাওয়ারের ঘোলাটে বাতি।

ষাট সেকেন্ড পার হয়ে গেল।

"এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল থেকে বলছি," হেডসেটে একটা কণ্ঠ বলে উঠলো। "ইসি৩৪৬, আপনি ক্লিয়ার। টেকঅফ করতে পারেন এক নাম্বার রানওয়ে দিয়ে। আবারো বলছি, আপনাকে ক্লিয়ারেন্স দেয়া হলো।"

টেকঅফ করার জন্য সিগেল একপায়ে রাজি কিন্তু এডমন্ডের সহকারির ফোন না পেলে কাজটা করতে পারছে না। "ধন্যবাদ, কন্ট্রোল," বলল সে। "আমাদেরকে এক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। একটা ওয়ার্নিং লাইট জ্বলেছে, আমরা এখন ওটা চেক করে দেখছি।"

"রজার দ্যাট। প্রস্তুত হলে আমাকে জানাবেন।"

অধ্যায় ৩৯

"এখানে?" ওয়াটার ট্যাক্সির ক্যাপ্টেনকে দেখে মনে হলো দ্বিধান্বিত। "আপনারা এখানে থামাতে চাচ্ছেন? এয়ারপোর্টটি তো এখান থেকে অনেক দূরে। আমি আপনাদেরকে ওখানে নিয়ে যেতে পারবো।"

"ধন্যবাদ, তার আর দরকার নেই, আমরা নিজেরাই ওখানে চলে যেতে পারবো," উইনস্টনের উপদেশমতো বলল ল্যাংডন।

ক্যাপ্টেন কাঁধ তুলে বোটটা পুয়ের্তো বিদিয়া নামের ছোট্ট একটা ব্রিজের পাশে থামালো। এখানকার নদীর পাড়টা লম্বা লম্বা ঘাসে পূর্ণ। দেখে মনে হয় না মানুষজন এখান দিয়ে খুব একটা যাতায়াত করে। অ্যাম্ব্রা এরইমধ্যে বোট থেকে নেমে পড়তে শুরু করেছে।

"কতো দিতে হবে আপনাকে?" ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলো ল্যাংডন।

"এক পয়সাও না," লোকটা বলল। "আপনার ঐ বৃটিশ ভদ্রলোক আমাকে আগেই টাকা দিয়ে দিয়েছে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। তিনগুণ দিয়েছে।"

উইনস্টন টাকা দিয়ে দিয়েছে! ল্যাংডন এখনও কিয়ার্শের কম্পিউটারাইজড সহকারির সাথে কাজ করতে অভ্যস্ত হতে পারেনি।

প্রতিদিন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বিভিন্ন ধরণের কাজকর্ম দেখলে উইনস্টনের এই সক্ষমতায় অবাক হবার কিছু নেই। খুবই জটিল জটিল কাজ করে এরা, এমনকি উপন্যাস লেখাও—এরকম একটি বই আরেকটুর জন্য জাপানের একটি সাহিত্যিক পুস্কারও বাগিয়ে নিয়েছিল।

ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে ল্যাংডনও নেমে পড়লো বোট থেকে। নদীপাড়ের ঢাল বেয়ে ওঠার সময় পেছনে ফিরে বিস্মিত লোকটার দিকে তাকিয়ে তর্জনি উঁচিয়ে মুখের কাছে ধরলো সে। *"দিসক্রেশন পার ফাভোর।"*

"সি, সি," ক্যাপ্টেন তার দুচোখ বন্ধ করে বলল। *"নো এ ভিস্তো নাদা!"*

ল্যাংডন এবার দ্রুত ঢাল বেয়ে একটা রেললাইন অতিক্রম করে একটা মেঠো পথের কাছে চলে এলো, অ্যাম্ব্রা আগেই ওখানে পৌঁছে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

"ম্যাপে যা দেখেছি," উইনস্টন বলল এডমন্ডের স্পিকারফোনে, "আপনারা এখন পুয়ের্তো বিদিয়া আর রিও আসুয়া ওয়াটারওয়েরের সংযোগস্থলের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনারা কি শহরের মাঝখানে ছোট্ট একটি চত্বর দেখতে পাচ্ছেন?"

boighar.com

"পাচ্ছি," অ্যাম্ব্রা জবাব দিলো।

"দারুণ। ঐ চত্বর থেকে বিকে বিদিয়া নামের ছোট্ট একটি রাস্তা চলে গেছে। ওটা ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকুন।"

দুই মিনিট পর অ্যাম্ব্রা আর ল্যাংডন গ্রামটা পেরিয়ে একটা মেঠোপথ ধরে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে ল্যাংডন দেখতে পেলো তাদের ডানদিকে, বহু দূরে ছোটছোট টিলার উপরে আকাশ কিছুটা আলোকিত।

"ওগুলো যদি টার্মিনালের লাইট হয়ে থাকে," বলল ল্যাংডন, "তাহলে আমরা অনেক দূরে আছি।"

"আপনাদের এখান থেকে টার্মিনালটা তিন কিলোমিটার দূরে," বলল উইনস্টন।

চমকে উঠে অ্যাম্ব্রা আর ল্যাংডন একে অন্যের দিকে তাকালো। উইনস্টন তাদেরকে বলেছিল মাত্র আট মিনিটের হাটাপথ।

"গুগল স্যাটেলাইট ইমেজ বলছে," উইনস্টন বলতে লাগলো, "আপনাদের ডানদিকে বিশাল একটা মাঠ আছে। ওটা দেখে কি যাতায়াতের উপযোগি বলে মনে হচ্ছে?"

বিশাল মাঠটার দিকে তাকালো ল্যাংডন। মাঠটা আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে উঠে গেছে টার্মিনাল লাইটগুলোর দিকে।

"আমরা যেতে পারবো ওখান দিয়ে," ল্যাংডন বলল, "কিন্তু তিন কিলোমিটার–"

"শুধু উঠে যান টিলাটা বেয়ে, প্রফেসর। আমার ডিরেকশন ঠিকঠাকমতো অনুসরণ করুন।" উইনস্টনের কণ্ঠ যেমন মার্জিত তেমনই আবেগহীন। তারপরও ল্যাংডনের মনে হলো, তাতে একটু ভর্ৎসনার সুর আছে।

"দারুণ," টিলার উপরে উঠেই বলল অ্যাম্ব্রা। "উইনস্টনকে কখনও এরকম বিরক্ত হতে দেখেনি।"

*

"ইসি৩৪৬, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল থেকে বলছি," সিগেলের হেডসেটে বলে উঠলো কণ্ঠটা। "আপনি হয় টেকঅফ করে র‍্যাম্পটা ক্লিয়ার করেন নয়তো হ্যাঙ্গারে ফিরে যান রিপেয়ার করার জন্য। আপনার বর্তমান স্ট্যাটাস কি?"

"এখনও কাজ করে যাচ্ছি," মিথ্যে বলল স্টিগেল। রিয়ারভিউ ক্যামেরার দিকে তাকালো। কোন প্লেন নেই–দূরের একটা টাওয়ারের মৃদু আলো শুধু

চোখে পড়ছে। "আমার আরেক মিনিট সময় লাগবে।"

"রজার দ্যাট। আমাদেরকে জানাতে থাকুন কী হলো না হলো।"

সিগেলের কাঁধে টোকা দিলো তার কো-পাইলট, উইন্ডশিল্ড দিয়ে বাইরে একটা জায়গা দেখালো সে।

সিগেল সেখানে তাকিয়ে শুধুমাত্র প্লেনের সামনে উঁচু বেড়াগুলোই দেখতে পেলো। কিন্তু হঠাৎ করেই বেড়ার ওপাশে ভুতুরে কিছু চোখে পড়লো তার। *এটা আবার কী?*

বেড়ার ওপাশে, অন্ধকারাচ্ছন্ন মাঠে দুটো আবছায়া মূর্তি ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হতে লাগলো তাদের কাছে। মাঠের অন্যপ্রান্তে, টিলার উপর থেকে তারা প্লেনের দিকেই এগিয়ে আসছে। অবয়ব দুটো কাছে আসতেই সিগেলের চোখে পড়লো সাদার মধ্যে কালো বরফির স্ট্রাইপের অতি পরিচিত পোশাকটি। কিছুক্ষণ আগে টিভিতে সে এটা দেখেছে।

এটা কি অ্যাম্ব্রা ভিদাল না?

প্রায়শই কিয়ার্শের সাথে অ্যাম্ব্রা ফ্লাই করে। এই চোখ ধাঁধানো স্প্যানিশ সুন্দরিকে তার প্লেনে দেখলে সব সময়ই সিগেলের হৃদস্পন্দন একটুখানি হলেও বেড়ে যায়। বিলবাও এয়ারপোর্টের এরকম একটি বিরাণ মাঠের মতো জায়গায় সে কী করছে তা বুঝে উঠতে পারলো না পাইলট।

তার সঙ্গে কালো জ্যাকেট পরা লম্বামতোন যে ভদ্রলোককে দেখা যাচ্ছে তাকেও চিনতে পারলো সিগেল। আজকের অনুষ্ঠানে এই লোকটাও ছিল।

আমেরিকান প্রফেসর রবার্ট ল্যাংডন।

হঠাৎ করেই উইনস্টনের কণ্ঠটা শোনা গেল। "মি. সিগেল, আপনি এখন যে দু-জন মানুষকে দেখতে পাচ্ছেন, আশা করি তাদেরকে চিনতে পেরেছেন।" সিগেলের কাছে মনে হলো এই বৃটিশ সহকারির কণ্ঠ অতিরিক্ত রকমের গোছানো। "দয়া করে জানবেন, আজ রাতের ঘটনাগুলো আমি আপনার কাছে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারবো না। তবে আমি আশা করবো মি. কিয়ার্শের ইচ্ছে পূরণের জন্য আপনি আমার কথামতো কাজ করবেন। এ মুহূর্তে আপনি কেবল পরের কথাগুলোই জানতে পারবেন।" একটু থামলো উইনস্টন। "এডমন্ড কিয়ার্শকে যে লোক খুন করেছে সে এখন অ্যাম্ব্রা ভিদাল আর রবার্ট ল্যাংডনকেও হত্যা করতে চাইছে। তাদেরকে নিরাপদে রাখার জন্য আপনার সহযোগিতা লাগবে।"

"কিন্তু...ঠিক আছে," সিগেল একটু তোতলালো। কথাগুলো হজম করার চেষ্টা করলো সে।

"এখনই মিস ভিদাল আর প্রফেসর ল্যাংডনকে আপনার প্লেনে তুলে নিতে হবে।"

"এখান থেকে?!" সিগেল জোরেই বলল কথাটা।

"এভাবে প্যাসেঞ্জার তুলতে যে টেকনিক্যাল সমস্যা হতে পারে সে-ব্যাপারে আমি যথেষ্ট সচেতন আছি কিন্তু–"

"আপনি কি বলতে চাইছেন, এয়ারপোর্ট ঘিরে থাকা দশ ফুট উঁচু বেড়ার উপর দিয়ে নেবার ব্যাপারেও যে টেকনিক্যাল সমস্যা আছে সে-ব্যাপারেও সচেতন আছেন?!"

"সেটাই," শান্তকণ্ঠেই বলল উইনস্টন। "মি. সিগেল, যদিও আপনার সাথে কয়েক মাস ধরে আমি কাজ করছি, তারপরও আমি চাইবো আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন। এখন আমি আপনাকে যা করতে বলবো, এডমন্ড বেঁচে থাকলে এরকম পরিস্থিতিতে ঠিক সেটাই করতে বলতো।"

অবিশ্বাসের সাথে উইনস্টনের কথাগুলো শুনে গেল সিগেল।

"আপনি যা করতে বলছেন সেটা করা অসম্ভব!" সিগেল বলল।

"আমি বরং বলবো," উইনস্টন বলল এবার, "এটা করা সম্ভব। প্রতিটি ইঞ্জিনের ওজন প্রায় পনেরো হাজার পাউন্ড, আর প্লেনেরে নাকের চোখা অংশটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে, এটা সাতশ' মাইল গতি–"

"আমি *ফিজিক্স* নিয়ে চিন্তিত নই," সিগেল চটে গেল একটু। "আমি চিন্তিত এর বৈধতা নিয়ে–এটা করতে গেলে আমার পাইলটের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে!"

"আমি সেটা বুঝি, মি. সিগেল," নির্বিকার কণ্ঠেই প্রতিক্রিয়া জানালো উইনস্টন। "কিন্তু এই মুহূর্তে স্পেনের ভবিষ্যৎ রাণী কঠিন বিপদের মধ্যে পড়ে গেছেন। আপনার এই কাজটা তার জীবন বাঁচাতে সাহায্য করবে। আমাকে বিশ্বাস করুন, সত্যটা যখন বেরিয়ে আসবে তখন আপনাকে শাস্তি দেয়া হবে না, বরং রাজার কাছ থেকে একটা মেডেল পাবেন।"

*

লম্বা ঘাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে উঁচু বেড়ার দিকে তাকালো ল্যাংডন। প্লেনের হেডলাইটের আলোয় ওটা জ্বল জ্বল করছে।

উইনস্টনের কথামতো তারা এখন বেড়া থেকে আরেকটু পিছিয়ে এসেছে। ইঞ্জিনের শব্দ বাড়ছে আর আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে প্লেনটা। কিন্তু ওটা মোড় নিয়ে অ্যাকসেস র‍্যাম্পের দিকে না গিয়ে বরং তাদের সামনে

থাকা বেড়ার দিকে এগিয়ে আসছে। বেড়ার একেবারে কাছে এসে প্লেনটার গতি একটু কমে এলো। এখন ওটার নাক প্রায় ছুঁই ছুঁই করছে বেড়ার সাথে।

ল্যাংডন দেখতে পাচ্ছে নাকের তীক্ষ্ণ অংশটা বেড়ার সাপোর্ট হিসেবে থাকা একটি লোহার পোস্টের দিকে তাক করা। বিশাল নাকটা পোস্টের সাথে লাগতেই ইঞ্জিনের গর্জন একটু বেড়ে গেল।

ল্যাংডন ভেবেছিল এতটা সহজে হবে না কিন্তু দুটো শক্তিশালি রোলস-রয়েস ইঞ্জিন আর চল্লিশ টনের জেট প্লেনটা খুব সহজেই বেড়ার পোস্টটাকে ফেলে দিতে পারলো।

ল্যাংডন দৌড়ে গিয়ে পড়ে থাকা বেড়াটা আরেকটু নামিয়ে দিলো যাতে অ্যাম্ব্রা খুব সহজেই ওটা টপকাতে পারে। তারা টারমার্কে পা রাখতেই প্লেনের গ্যাংওয়ে সিঁড়িটা নামতে শুরু করলো। ইউনিফর্ম পরা দু-জন পাইলট হাত নেড়ে উপরে ওঠার জন্য ইশার করলো তাদেরকে।

ল্যাংডনের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলো অ্যাম্ব্রা। "এখনও উইনস্টনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছে?"

সিম্বলজির প্রফেসরের আর কিচ্ছু বলার নেই।

তারা দু-জন তড়িঘরি প্লেনের ভেতরে ঢুকে পড়তেই ককপিট থেকে সেকেন্ড পাইলট কথা বলল টাওয়ারের সাথে।

"হ্যা, কন্ট্রোল, আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি," পাইলট বলল, "তবে আপনার গ্রাউন্ড নিশ্চয় ভুল হিসেব করে ফেলেছ, সেজন্যে আমরা অ্যাকসেস র‍্যাম্পে যেতে পারিনি। আবারো বলছি, আমরা এখন মোড় নিয়ে অ্যাকসেস র‍্যাম্পের দিকে যাচ্ছি। আমাদের ওয়ার্নিং লাইটগুলো এখন অফ হয়ে গেছে। টেকঅফ করতে আমরা প্রস্তুত।"

কো-পাইলট দরজাটা বন্ধ করতেই পাইলট প্লেনটাকে বেড়া থেকে বেশ খানিকটা পেছনে নিয়ে গেল, এরপর সেটা মোড় নিয়ে চলে এলো রানওয়েতে।

অ্যাম্ব্রার বিপরীতে বসে কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করে ফেলল তারপর হাফ ছাড়লো ল্যাংডন। ইঞ্জিনটা গর্জন করতে শুরু করলো এবার। প্লেনটা ধীরে ধীরে গতি বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো রানওয়ে দিয়ে।

কিছুক্ষণ পরই প্লেনটা আকাশের দিকে মুখ করে উঠতে শুরু করলো। তার গতিপথ এখন বার্সেলোনার দিকে।

অধ্যায় ৪০

নিজের স্টাডি থেকে হন হন করে বের হয়ে এলেন রাবাই ইয়েহুদা কোভেস, বাগানটা পেরিয়ে বাড়ির সামনের দরজা দিয়ে বের হয়ে রাস্তার ফুটপাতে নেমে এলেন তিনি।

আমি আর নিজের বাড়িতে নিরাপদ নই, নিজেকে সুধালেন রাবাই। তার হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে রীতিমতো। *আমাকে সিনাগগে যেতে হবে।*

ডোহানি স্ট্রিটের সিনাগগটি নিছক কোন স্যাঙ্কচুয়ারি নয়, এটাকে দূর্গ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। এই ধর্মশালাটির চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, চব্বিশজন গার্ড দিনরাত পাহারা দেয় বুদাপেস্টের অ্যান্টি-সেমিটিজম, অর্থাৎ ইহুদি-বিদ্বেষের সুদীর্ঘ ইতিহাসের কথাটি মাথায় রেখে। আজ রাতে এরকম একটি জায়গার চাবি তার কাছে আছে বলে কৃতজ্ঞ বোধ করলেন কোভেস।

সিনাগগটি তার বাড়ি থেকে পনেরো মিনিটের পথ দূরত্বে–প্রতিদিন এই পথটি কোভেস শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপেই পাড়ি দেন–কিন্তু আজ রাতে কসুথ লাওস স্ট্রিট ধরে যাবার সময় প্রচণ্ড একটা ভীতি জেঁকে বসেছে তার মধ্যে। মাথাটা নিচু করে ভয়ার্তভাবে সামনে থাকা অন্ধকারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে হাটছেন তিনি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু দেখতে পেলেন যে, ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন।

রাস্তার ওপারে কালচে একটি অবয়ব বেঞ্চের উপর উপুড় হয়ে বসে আছে–খুবই শক্তিশালি গড়নের একজন মানুষ, পরে আছে নীল রঙের জিন্স আর বেইজবল ক্যাপ–হাতে থাকা স্মার্টফোনের দিকে তাকিয়ে আছে সে। ফোনের ডিসপ্লের আলোতে তার দাড়িটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

এই লোক আশেপাশে কোথাও থাকে না, কোভেস জানেন এটা। হাটার গতি বাড়িয়ে দিলেন আরো।

বেইজবল ক্যাপ পরা লোকটি মুখ তুলে তাকালো, রাবাইকে কয়েক মুহূর্ত দেখে আবার ফোনের দিকে ফিরে গেল সে। কোভেস তবুও হাটার গতি কমালেন না। এক ব্লক পার হবার পর নার্ভাস ভঙ্গিতে পেছন ফিরে তাকালেন। বেইজবল ক্যাপ পরা লোকটি আর বেঞ্চিতে নেই দেখে যার পর নাই ঘাবড়ে গেলেন তিনি। লোকটা এখন রাস্তা পার হয়ে ফুটপাত দিয়ে কোভেসের পেছন পেছন আসছে।

সে আমাকে ফলো করছে! রাবাইর পা আরো দ্রুত চলতে শুরু করলো, দম ফুরিয়ে হাপাতে লাগলেন তিনি। ভাবলেন, বাড়ি থেকে বের হয়ে আসলে বিরাট বড় ভুলই করে বসলেন কিনা।

ভালদেসপিনো বার বার বলে দিয়েছিলেন বাড়ির ভেতরে থাকার জন্য! কিন্তু আমি কাকে বিশ্বাস করবো?

ভালদেসপিনোর লোকজন তাকে মাদ্রিদে নিয়ে যাবার জন্য আসবে এখানে, ততোক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরিকল্পনাই করেছিলেন কোভেস, কিন্তু ফোনকলটা সবকিছু বদলে দেয়। সন্দেহের বীজ দ্রুতই অঙ্কুরোদগম করতে শুরু করে।

ফোন করে মেয়েটা তাকে সাবধান করে দিয়েছিল : *বিশপ আপনাকে মাদ্রিদে নিয়ে যাবার জন্য নয়, আপনাকে খুন করার জন্য লোক পাঠাচ্ছেন–ঠিক যেভাবে সাঈদ আল-ফজলকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে দুনিয়া থেকে।* এরপর মেয়েটা গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হাজির করলে কোভেস ভড়কে গিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন।

এখন ফুটপাত দিয়ে হনহন করে হেটে যাবার সময় কোভেসের মনে হচ্ছে, তিনি আর নিরাপত্তার জন্য সিনাগগে হয়তো পৌছাতে পারবেন না। বেইজবল ক্যাপ পরা লোকটি এখনও তার পিছু পিছু আসছে। বড়জোর তার থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরে আছে সে।

তীক্ষ্ণ একটি শব্দ রাতের বাতাসকে বিদীর্ণ করলে লাফ দিয়ে উঠলেন কোভেস। শব্দটি একটি সিটি বাসের দেখে স্বস্তি পেলেন তিনি। ঠিক তার পাশ ঘেষেই থামলো ওটা। তার মনে হলো, এটা যেন ঈশ্বরই পাঠিয়েছে। দ্রুত বাসটাতে উঠে বসলেন তিনি। পুরো বাস ভর্তি হৈহল্লা করতে থাকা একদল ছাত্রছাত্রি। তাদের মধ্যে দু-জন ভদ্রভাবেই কোভেসের জন্য জায়গা ছেড়ে দিলো।

"কোসজোনোম," হাফাতে হাফাতে বললেন রাবাই। *ধন্যবাদ।*

বাসটা যেই না ছেড়ে যাবে অমনি বেইজবল ক্যাপ পরা লোকটা দৌড়ে এসে বাসে উঠে গেল।

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন কোভেস। কিন্তু লোকটা তার দিকে না তাকিয়েই পেছনের সিটে গিয়ে বসে পড়লো। উইন্ডশিল্ডের প্রতিফলনে রাবাই দেখতে পেলেন লোকটা আবার ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে কোন ভিডিও গেম খেলায় ডুবে আছে।

এত বেশি সন্দেহবাতিক হয়ো না, ইয়েহুদা, নিজেকে বললেন তিনি। *তোমার ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ নেই।*

boighar.com

বাসটা যখন ডোহানি স্ট্রিটের স্টপেজে থামলো, কোভেস উদগ্রিব হয়ে সিনাগগের দিকে তাকালেন। মাত্র কয়েক ব্লক দূরেই ওটা। তারপরও যাত্রিভর্তি নিরাপদ বাস থেকে নেমে গেলেন না।

আমি যদি নেমে পড়ি তাহলে ঐ লোকটাও নেমে পড়বে...আমাকে ফলো করবে...

নিজের সিটেই বসে থাকলেন কোভেস। এই ভিড়ের মধ্যেই তিনি বেশি নিরাপদে থাকবেন বলে ঠিক করলেন। *আরো কিছুক্ষণ বাসে থেকে শ্বাসপ্রশ্বাসটাও স্বাভাবিক করে নিতে পারবো,* ভাবলেন তিনি। যদিও তার মনে হচ্ছে, বাড়ি থেকে তড়িঘরি বের হবার আগে একবার টয়লেটে গেলে ভালো হতো।

কিছুক্ষণ পরই বাসটা যখন ডোহানি স্ট্রিট ছেড়ে এগিয়ে গেল সামনে, রাবাই কোভেস বুঝতে পারলেন তার পরিকল্পনায় মারাত্মক একটি গলদ আছে।

আজ শনিবার, আর যাত্রি বলতে একদল ছেলেপেলে।

কোভেস এখন বুঝতে পারছেন, এই বাসের সবাই একটা স্টপেজেই নেমে পড়বে–বুদাপেস্টের জিউস কোয়ার্টার থেকে এক স্টপেজ আগেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঐ এলাকাটি ধ্বংস্তুপে পরিণত হয়। কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু স্ট্রাকচারগুলো এখন ইউরোপের সবচাইতে চোখ ধাঁধানো বার সিনগুলোর একটি–'রুইন বারস্' হিসেবেই বিখ্যাত এটি–হাল আমলের নাইটক্লাবগুলো এইসব জীর্ণ ভবনে স্থাপন করা হয়েছে। সপ্তাহান্তে ছাত্রছাত্রি আর পর্যটকের দল গ্রাফিতিতে ঢাকা বোমায় বিধ্বস্ত এইসব পুরনো ম্যানশন আর ওয়্যারহাউজগুলোতে জড়ো হয় পার্টি করতে। সাউন্ড সিস্টেম আর রঙবেরঙের বাতির সমারোহ চলে তখন।

পরের স্টপেজে বাসটা থামতেই সব ছাত্রছাত্রি একসাথে নেমে পড়লো। কিন্তু ক্যাপ পরা লোকটি বসে থাকলো নিজের সিটে, এখনও ফোন নিয়েই ব্যস্ত সে। কোভেসের অন্তরাত্মা বলছে যতো দ্রুত সম্ভব বাস থেকে নেমে পায়ে হেটে ছাত্রছাত্রিদের ভিড়ের সাথে মিশে চলে যেতে। সেটাই করলেন তিনি।

তবে বাসটা ছেড়ে যেতেই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো আবার, হিসহিস শব্দ করে খুলে গেল ওটার দরজা, বেইজবল ক্যাপ পরা বাসের একমাত্র যাত্রিটি নেমে পড়লো। কোভেস টের পেলেন তার নাড়িস্পন্দন রকেটের গতিতে ছুটতে শুরু করেছে। এবারও লোকটা কোভেসের দিকে তাকালো না, বরং ছাত্রছাত্রিদের ভিড়ে না মিশে হুট করে ঘুরেই বিপরীত দিকে হাটা ধরলো।

যেতে যেতে একটা ফোন করলো সে।

কাল্পনিক সব জিনিস ভাবা বন্ধ করো, নিজেকে বললেন কোভেস। নিজের শ্বাসপ্রশ্বাস ঠিক রাখার চেষ্টা করলেন।

বাসটা চলে যেতেই ছাত্রছাত্রিদের দলটি বারগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। নিরাপত্তার জন্যই রাবাই কোভেস যতোক্ষণ সম্ভব তাদের সঙ্গেই থাকবেন বলে ঠিক করলেন। এক পর্যায়ে হুট করেই বামদিকে মোড় নিয়ে সিনাগগের দিকে হাটতে লাগলেন।

মাত্র কয়েক ব্লক দূরে ওটা, নিজেকে বললেন তিনি। পাদুটো যে ভারি হয়ে আসছে, প্রস্রাবের তীব্রতায় যে তলপেট ব্যথা করছে সেসব পরোয়া করলেন না।

রাস্তার দু-পাশে রুইন বারগুলো লোকে লোকারণ্য। কোভেসের চারপাশে ইলেক্ট্রনিক মিউজিক বেজে চলেছে প্রচণ্ড শব্দে, বাতাসে বিয়ার আর সোপিয়ানি সিগারেটের গন্ধ।

মোড়ের কাছে আসার পরও কোভেসের মনে হলো তাকে এখনও নজরদারি করা হচ্ছে। আস্তে করে আরেকবার পেছনে ফিরে তাকালেন। জিন্স প্যান্ট আর ক্যাপ পরা লোকটাকে দেখতে না পেয়ে স্বস্তি বোধ করলেন তিনি।

*

অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রবেশমুখে উপুড় হয়ে থাকা আবছা অবয়বটি অন্ধকার থেকে বের হয়ে মোড়ের দিকে তাকানোর আগে টানা দশ সেকেন্ড একদমই নড়েনি।

ভালো চেষ্টাই করেছো, বুড়ো, ভাবলো সে। ভালো করেই জানে সময়মতো দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে পেরেছে।

পকেটে থাকা সিরিঞ্জটা ডাবল চেক করে নিয়ে লোকটি বেরিয়ে এলো অন্ধকার থেকে। বেইজবল ক্যাপটা অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেল দ্রুত।

boighar.com

অধ্যায় ৪১

গার্ডিয়া কমান্ডার ডিয়েগো গারজা দ্রুত ফিরে গেল যুবরাজের অ্যাপার্টমেন্টে, তার হাতে মনিকা মার্টিনের কম্পিউটার ট্যাবলেটটা।

ট্যাবলেটটাতে একটি রেকর্ড করা ফোনকল আছে–হাঙ্গেরিয়ান রাবাই কোভেস ইয়েহুদা আর এক ধরণের অনলাইন হুইসেল ব্লোয়ার–এই ফোনালাপের মধ্যে এতটাই আৎকে ওঠার মতো বিষয় রয়েছে যে, গারজার জন্য খুব কম অপশনই এখন হাতে আছে।

হুইসেল ব্লোয়ারের অভিযোগ অনুসারে, এই হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রের পেছনে ভালদেসপিনো জড়িত আছেন কী নেই তাতে কিছু যায় আসে না, গারজা জানে ফোনালাপটির রেকর্ডিং ছড়িয়ে পড়লে ভালদেসপিনোর সুনাম চিরতরের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

যুবরাজকে অবশ্যই সতর্ক করে দিতে হবে, এই বিপর্যয়ের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে হবে।

এই খবরটা ছড়িয়ে পড়ার আগেই প্রাসাদ থেকে সরিয়ে দিতে হবে ভালদেসপিনোকে।

রাজনীতিতে পারসেপশনই সব–তথ্য-বিক্রেতারা ভালদেসপিনোকে একেবারে গুঁড়িয়ে দেবে। আজ রাতে কোনভাবেই বিশপকে হবু রাজার আশেপাশে ঘেষতে দেয়া যাবে না।

পিআর কো-অর্ডিনেটর মনিকা মার্টিন জোর তাগিদ দিয়ে বলেছে গারজাকে, যুবরাজ যেন এক্ষুণি একটা বিবৃতি দিয়ে দেন, নইলে এসবের সাথে উনাকে জড়ানোর ঝুঁকিটা আরো বেড়ে যাবে।

মেয়েটার কথা ঠিক, গারজা জানে। *এক্ষুণি হুলিয়ানকে টিভির পর্দায় হাজির করতে হবে আমাদেরকে।*

উপরে ওঠার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ট্যাবলেটটার দিকে তাকালো গারজা।

ফ্রাঙ্কোইস্ট ট্যাটুর সাথে রাবাইর ফোনালাপের রেকর্ডিংটা কন্সপিরেসিনেট প্রকাশ করে দিলে প্রকারান্তরে তৃতীয় এবং চূড়ান্ত যে ব্যাপারটি ঘটবে সে বিষয়ে মনিকা মার্টিনের সতর্কতাটি সবকিছুর চেয়ে বেশি মানহানিকর।

একটা ডাটা কন্সটেলেশন, মেয়েটা ঠিক এই শব্দই ব্যবহার

করেছিল–কন্সপিরেসি থিওরিস্টরা অসংখ্য বিচ্ছিন্ন আর বিক্ষিপ্ত ডাটা থেকে অ্যানালাইজ করে অর্থবহ কোন কিছু খুঁজে বের করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে। এটাকেই বলে 'কন্সটেলেশন'।

তারা জোডিয়াক ছিটদের চেয়ে ভালো কিছু না! রাগে ফুসে উঠলো সে। *আকাশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা তারাগুলোর মধ্য থেকেও এই গর্দভেরা পশু-পাখির আকৃতি খুঁজে বের করে থাকে!*

দুর্ভাগ্যের কথা হলো, এই ট্যাবলেটে কন্সপিরেসিনেট-এর যে ডাটা আছে সেটা একটা দিকেই ধাবিত করবে কন্সটেলেশনওয়ালাদেরকে, আর প্রাসাদের জন্য সেটা মোটেও সুখকর কিছু হবে না।

কন্সপিরেসিনেট.কম

কিয়ার্শ হত্যাকা-

এ পর্যন্ত যা জানা গেল

. এডমন্ড কিয়ার্শ তার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারটি বিশপ আন্তোনিও ভালদেসপিনো, আল্লামা সাঈদ আল-ফজল আর রাবাই ইয়েহুদা কোভেস নামের তিনজন ধর্মিয়নেতার সাথে শেয়ার করেছিলেন।

. কিয়ার্শ এবং ফজল, উভয়ে নিহত হয়েছেন, রাবাই ইয়েহুদা কোভেস তার বাসার ফোনের জবাব দিচ্ছেন না। মনে হচ্ছে তিনি নিখোঁজ।

. বিশপ ভালদেসপিনো বেঁচে আছেন, তার কিছু হয়নি, তাকে শেষবার দেখা গেছে রাজপ্রাসাদের দিকে যেতে।

. কিয়ার্শের ঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে নেভির অ্যাডমিরাল লুই আভিলাকে–তার হাতের ট্যাটুটা তাকে অতিরক্ষণশীল ফ্রাঙ্কোইস্টদের একজন বলেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। (একজন সুপরিচিত রক্ষণশীল হিসেবে বিশপ ভালদেসপিনো নিজেও কি ফ্রাঙ্কোইস্ট?)

. সবশেষে, গুগেনহাইমের অভ্যন্তরে এক সোর্সের মতে, অতিথিদের তালিকা লক করে দেয়ার পরও এই খুনি লুই আভিলাকে শেষ মুহূর্তে রাজপ্রাসাদ থেকে অনুরোধ করে ঢোকানো হয়েছে। (প্রত্যক্ষদর্শির মতে, এ কাজটি যিনি করেছেন তিনি ভবিষ্যৎ রাণী অ্যাম্ব্রা ভিদাল।)

কন্সপিরেসিনেট এই মূল্যবান তথ্যগুলো দিয়ে সাহায্য করার জন্য

boighar.com

সিভিলিয়ান ওয়াচডগ *monte@iglesia.org* -এর কাছে কৃতজ্ঞ।

monte@iglesia.org?

গারজা ধরেই নিয়েছে ইমেইল অ্যাড্রেসটি ভুয়া। স্পেনে Iglesia.org হলো সবচাইতে সুপরিচিত ইভাঞ্জেলিক্যাল ক্যাথলিক ওয়েবসাইট, এটা যাজক, সাধারণ মানুষ আর ছাত্রছাত্রিদেরকে জিশুর শিক্ষা দেবার একটি অনলাইন কমিউনিটি। তথ্যদাতা ইচ্ছে করেই ওদের ডোমেইনকে ব্যবহার করেছে যাতে করে মনে হতে পারে অভিযোগগুলো এসেছে iglesia.org থেকে।

চালাক, ভাবলো গারজা। ভালো করেই জানে, এই সাইটের পেছনে যেসব ধার্মিক মানুষজন আছে তারা বিশপ ভালদেসপিনোর কট্টর ভক্ত। তাকে তারা খুবই শ্রদ্ধা করে থাকে। গারজা অবাক হয়ে ভাবলো, এই অনলাইন 'কন্ট্রিবিউটর' আর রাবাইকে যে ফোন করেছিল তারা একই ব্যক্তি কিনা।

অ্যাপার্টমেন্টের দরজার সামনে এসে গারজা ভাবতে লাগলো, এরকম একটি খবর সে কিভাবে যুবরাজকে জানাবে। তারা খুব সাধারণভাবেই শুরু করেছিল, তারপর আচমকা পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠলো যেন, রাজপ্রাসাদ একদল ভুতের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। *মন্তে নামের এক অদৃশ্য তথ্যদাতা?* পরিস্থিতি আরো খারাপ, কেননা অ্যাম্ব্রা ভিদাল আর রবার্ট ল্যাংডনের ব্যাপারে কোন খবর গারজা এখনও পায়নি।

প্রেস যদি জানতে পারে আজকের রাতে অ্যাম্ব্রা কী করেছে তাহলে আর রক্ষা নেই। ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।

দরজায় নক না করেই ঘরে ঢুকে পড়লো কমান্ডার। "যুবরাজ হুলিয়ান?" লিভিং রুমের দিকে যেতে যেতে বলল সে। "আপনার সাথে আমার একান্তে কথা বলতে হবে কিছুক্ষণ।"

লিভিং রুমে ঢুকে গারজা থমকে দাঁড়ালো।

ঘরে কেউ নেই।

"ডন হুলিয়ান?" ডেকে উঠলো সে, কিচেনের দিকে চলে গেল। "বিশপ ভালদেসপিনো?"

পুরো অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজেও কাউকে পেলো না গারজা। যুবরাজ আর ভালদেসপিনো নেই।

সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজের মোবাইলফোনে কল দিতেই চমকে উঠলো সে। অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরেই রিংটা বাজছে, তবে সেই শব্দ খুবই মৃদু। আবারো কল দিলো গারজা। এবার রিং হবার যে শব্দটা শুনতে পেলো সেটা আসছে

দেয়ালে টাঙানো একটি পেইন্টিংয়ের পেছন থেকে। সে জানে এই ছবিটার পেছনেই আছে একটা গোপন সিন্দুক।

হুলিয়ান তার ফোনটা সিন্দুকে রেখে দিয়েছেন?

গারজা কোনভাবেই বিশ্বাস করতে পারছে না, আজ রাতে যখন যোগাযোগ রাখাটা সবচেয়ে জরুরি তখনই কিনা যুবরাজ তার ফোনটা এভাবে রেখে গেলেন।

তারা গেছে কোথায়?

ভালদেসপিনোর ফোনে এবার কল দিলো গারজা, আশা করলো বিশপ তার ফোনের জবাব দেবেন। কিন্তু তাকে পুরোপুরি হতবাক করে দিয়ে আবারো ভোতা একটি রিং বাজার শব্দ হলো দেয়ালের ঐ সিন্দুকের ভেতর থেকেই।

ভালদেসপিনোও তার ফোনটা রেখে গেছেন এখানে?

একটা ভীতি জেঁকে বসলো গারজার ভেতরে, দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে গেল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। হলওয়ে দিয়ে যাবার সময় প্রায় দৌড়েই গেল সে, সেই সঙ্গে চিৎকার করতে করতে। তন্ন তন্ন করে উপরতলা-নিচতলা খুঁজে দেখলো।

তারা তো বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না!

গারজা যখন দম ফুরিয়ে অবশেষে দৌড়ানো থামালো তখন নিজেকে আবিষ্কার করলো সাবাতিনি'র অভিজাত বিশাল সিঁড়ির গোড়াতে। হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা নিচু করে ফেলল সে। তার হাতে থাকা ট্যাবলেটটা বন্ধ হয়ে গেছে এখন কিন্তু ওটার কালচে পর্দায় সে দেখতে পাচ্ছে তার মাথার উপরে, ছাদে আঁকা ফ্রেসকোটা।

পরিহাসটা তার কাছে একটু বেশিই নির্মম বলে মনে হলো। ফ্রেসকোটা গিয়াকুইন্তোর গ্র্যান্ড মাস্টারপিস–*ধর্মকে রক্ষা করেছে স্পেন।*

boighar.com

অধ্যায় ৪২

গালফস্ট্রিম জি৫৫০ আকাশে উঠতেই রবার্ট ল্যাংডন ডিম্বাকৃতির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে নিজের চিন্তাভাবনাগুলো জড়ো করার চেষ্টা করলো। বিগত দুটি ঘণ্টা যেন আবেগের এক ঘূর্ণিপাক ছিল–এডমন্ডের প্রেজেন্টেশন দেখার রোমাঞ্চ থেকে তার ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড সবই ঘটেছে এই সময়টাতে। এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনটার রহস্য ল্যাংডনের কাছে আরো গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠছে।

এডমন্ড কী এমন সিক্রেট প্রকাশ করতে চেয়েছিল?

আমরা কোথা হতে এলেম? কোথায় যাচ্ছি আমরা?

আজ রাতে এডমন্ডের সাথে স্পাইরাল ভাস্কর্যে যে কথা হয়েছিল সেটা ল্যাংডনের মনে পড়ে গেল : *রবার্ট, যে আবিষ্কারটি আমি করেছি...তাতে এ দুটো প্রশ্নের পরিষ্কার জবাব রয়েছে।*

এডমন্ড দাবি করেছিল মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দুটো প্রশ্নের সমাধান করতে পেরেছে সে। এডমন্ডের এই আবিষ্কারের খবরটা প্রকাশ যাতে না পায় সেজন্যে তাকে হত্যা করা হয়েছে, তাহলে এটা প্রকাশ পেলে কতোটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হতো?

ল্যাংডন কেবল নিশ্চিত করে জানে, এডমন্ড ইঙ্গত দিয়েছিল যে, এটা মানুষের অরিজিন আর নিয়তি সংক্রান্ত কিছু।

এডমন্ড কী এমন শকিং অরিজিন উন্মোচিত করেছে?

নিয়তির রহস্যটাই বা কী?

এডমন্ডকে দেখে খুবই আশাবাদি মনে হয়েছে, আর ভবিষ্যৎ নিয়েও যে সে খুব আশান্বিত সেটাও বোঝা গেছে। সুতরাং তার আবিষ্কারটি যে অ্যাপোক্যালিপ্টিক কিছু না সেটা জোর দিয়ে বলা যায়। *তাহলে এডমন্ড কী এমন অনুমাণ করতে পেরেছিল যে, ধর্মবেত্তারা এতটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো?*

"রবার্ট?" গরম কফির কাপ নিয়ে হাজির হলো অ্যাম্ব্রা। "আপনি বলেছিলেন ব্ল্যাক কফি, তাই না?"

"হুম। ধন্যবাদ আপনাকে।" কৃতজ্ঞচিত্তে কাপটা হাতে নিলো ল্যাংডন। আশা করলো তার চিন্তার জট খুলতে এই ক্যাফেইন কিছুটা সাহায্য করবে।

তার বিপরীতে বসে একটা নক্সা করা বোতল থেকে রেডওয়াইন পান

করলো অ্যাম্ব্রা। "প্লেনে এডমন্ড শ্যাতু মঁক্রুজ মদ রাখতো। এরকম জিনিস নষ্ট করার কোন মানেই হয় না।"

জীবনে মাত্র একবার মঁক্রুজ চেখে দেখেছিল ল্যাংডন, ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজের নিচে এক গোপন ওয়াইন সেলারে। *বুক অব কেলস* নামের একটি ইলুমিনেটেড পুস্তক নিয়ে তখন রিসার্চের কাজে গেছিল সে।

মদের বোতলটা দু-হাতে ধরে কোলের উপর রেখে ল্যাংডনের দিকে তাকালো অ্যাম্ব্রা। "আপনি একটু আগে বলেছিলেন এডমন্ড বোস্টনে গেছিল আপনাকে বিভিন্ন ধরণের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন করতে?"

"হ্যা, সেটা প্রায় বছরখানেক আগে। সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে ধর্মগুলো যেসব কথা বলেছে, মানে 'আমরা কোত্থেকে এসেছি,' সে-ব্যাপারে আগ্রহি ছিল সে।"

"তাহলে আমার মনে হচ্ছে এখান থেকেই আমরা শুরু করলে ভালো হয়, কী বলেন?" মিস ভিদাল বলল। "সে কী নিয়ে কাজ করছিল সেটা হয়তো আমরা জানতে পারবো।"

"আমিও আদি থেকেই শুরু করতে চাই," জবাবে বলল ল্যাংডন, "তবে কী জানতে পারবো সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। আমরা কোত্থেকে এসেছি এ নিয়ে দুটো চিন্তাধারা রয়েছে–ধর্মিয় ব্যাখ্যায় বলা হয়, ঈশ্বর মানুষকে পুরোপুরি এই আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন আর ডারউইনিয়ান মতবাদ বলে আমরা আদিম এককোষি প্রাণী থেকে ক্রমে বিবর্তিত হয়ে এই পর্যায়ে উপনীত হয়েছি।"

"তাহলে কি এডমন্ডের আবিষ্কারটি তৃতীয় কোন সম্ভাবনার কথা বলছে?" অ্যাম্ব্রা জিজ্ঞেস করলো। "তার আবিষ্কারের এই পার্টটা কী হতে পারে? কী হবে, যদি তার কাছে প্রমাণ থেকে থাকে, মানুষ আদম আর হাওয়া থেকে যেমন আসেনি তেমনি ডারউইনের যে মতবাদ, সেভাবে বিবর্তিত হয়েও আসেনি?"

ল্যাংডনকে স্বীকার করতেই হলো মানুষের উৎপত্তি নিয়ে এরকম কোন আবিষ্কার দুনিয়া কাঁপিয়ে দেবে। তবে সে কোনভাবেই বুঝতে পারছে না, আসলে এটা কী হতে পারে। "ডারউইনের বিবর্তনবাদ খুবই প্রতিষ্ঠিত একটি মতবাদ," বলল সে, "কারণ এটা বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা ফ্যাক্টের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাতে পরিষ্কারভাবেই বলা আছে, কিভাবে প্রাণীকূল বিবর্তিত হয়, পরিবেশের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয় সময়ের পরিক্রমায়। বিজ্ঞানের দুনিয়া তার এই মতবাদটিকে উদাত্তভাবেই গ্রহণ করে নিয়েছে।"

"তাই কি?" অ্যাম্ব্রা বলল। "আমি এমন অনেক বই দেখেছি যেখানে ডারউইনের মতবাদকে পুরোপুরি ভুল বলা হয়েছে।"

"উনি যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন," ফোনে উইনস্টনের কণ্ঠটা বলে উঠলো। এই ফোনটা এখন পাশের টেবিলের উপর রেখে রিচার্জ করা হচ্ছে। "কেবলমাত্র বিগত দুই দশকে এ নিয়ে বিশটির মতো বই প্রকাশিত হয়েছে।"

উইনস্টন যে তাদের সঙ্গে আছে এ কথাটা ল্যাংডন এতক্ষণ ভুলেই বসেছিল।

"এই বইগুলোর মধ্যে কিছু কিছু আবার বেস্টসেলার," যোগ করলো উইনস্টন। "*ডারউইন কী ভুল করেছেন...ডারউইনকে পরাভূত করা...ডারউইনের ব্ল্যাকবক্স...কাঠগড়ায় ডারউইন...ডারউইনের অন্ধকার*–"

"হ্যা," কথার মাঝখানে বলে উঠলো ল্যাংডন। ভালো করেই জানে এসব বইতে ডারউইনকে ভুল প্রমাণিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। "আমি এরকম দুটো বই পড়েছিও।"

"ওগুলোতে কি বলেছে তারা?" অ্যাম্ব্রা আরো জানতে চাইলো।

ভদ্রভাবে হাসি দিলো ল্যাংডন। "সবটা তো আর বলতে পারবো না, তবে যে দুটো বই আমি পড়েছি সেগুলো৷ খৃস্টধর্মের মৌলিক বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছে। একটা বইতে এমনও দাবি করা হয়েছে, 'মাটির নিচে যেসব ফসিল পাওয়া যায় ওগুলো ঈশ্বর নিজেই রেখে দিয়েছেন আমাদের ধর্মবিশ্বাস পরীক্ষা করার জন্য।"

অ্যাম্ব্রার চোখ কপালে উঠে গেল। "ঠিক আছে, তাহলে তারা আপনার চিন্তাকে খুব একটা নাড়া দিতে পারেনি।"

"না, তাদের কথা আমাকে কৌতুহলি করে তুলেছিল, সেজন্যে আমি হারভার্ডের এক জীববিদ্যার প্রফেসরকে এইসব বইয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম।" হেসে ফেলল ল্যাংডন। "এই প্রফেসর আর কেউ নন, প্রয়াত স্টিফেন জে. গুল্ড।"

"এই লোককে কি আমার চেনার কথা?" অ্যাম্ব্রা জানতে চাইলো।

"স্টিফেন জে. গুল্ড," উইনস্টন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো। "একজন প্রখ্যাত বিবর্তনবাদি এবং জীবাশ্মবিদ। তার 'পাঙ্কচুয়েটেড ইকুইলিব্রিয়াম' থিওরি ফসিল রেকর্ডের কিছু গ্যাপকে যেমন ব্যাখ্যা করে তেমনি ডারউইনের বির্বতনবাদকেও সমর্থন করে।"

"আমার কথা শুনে গুল্ড মুচকি হেসেছিলেন কেবল," বলল ল্যাংডন, "তিনি বলেছিলেন, ডারউইনবিরোধি বেশিরভাগ বই-পুস্তকই ইনস্টিটিউট ফর ক্রিয়েশন রিসার্চ-এর মতো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংস্থাটি মনে

করে বাইবেলের সব কিছু ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক দিক থেকে পুরোপুরি অভ্রান্ত-নির্ভুল।"

"এর মানে," উইনস্টন বলল, "জ্বলন্ত অরণ্য কথা বলতে পারে, নূহ নবী একটামাত্র নৌকায় জগতের সমস্ত প্রানীকূলকে ঠাঁই দিতে পেরেছিলেন, এবং মানুষ লবনের স্তম্ভ হয়ে যেতে পারে।"

"সত্যি," ল্যাংডন বলল, "তাছাড়াও ধর্মবহির্ভূত কিছু বইও রয়েছে যেখানে ঐতিহাসিক দিক থেকে ডারউইনকে হেয়প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে-ফরাসি প্রকৃতিবাদি জ্যঁ-বাপ্তিস্ত লামার্কের তত্ত্ব চুরির অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। যিনি প্রথম বলেছিলেন, প্রাণীরা তাদের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য রূপান্তরিত হয়ে থাকে।"

"এই ধরণের চিন্তাভাবনা অপ্রাসঙ্গিক, প্রফেসর," উইনস্টন বলল। "ডারউইন কার কাছ থেকে চুরি করেছে কী করেনি তার সাথে বিবর্তনবাদের সত্য-মিথ্যা নির্ভর করে না।"

"এ নিয়ে আমিও কোন তর্ক করবো না," অ্যাম্ব্রা বলল। "রবার্ট, আমি ধরে নিচ্ছি আপনি প্রফেসর গুল্ডকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমরা কোথা হতে এসেছি?' আর তিনি নিঃসন্দেহে বলে দিয়েছেন, আমরা বানর থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষ হয়েছি।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ল্যাংডন। "আমি একটু অন্যভাবে বলতে চেয়েছিলাম এটা কিন্তু গুল্ড আমাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, সত্যিকারের বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই যে, বিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল। প্রায়োগিক দিক থেকে, আমরা এই প্রক্রিয়াটি দেখতেও পাই। তার মতে আসল প্রশ্নটা হলো : *কেন* বিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল? *কিভাবে* এটার শুরু হলো?"

"তিনি কি এ ব্যাপারে কিছু বলেছিলেন?" অ্যাম্ব্রা জানতে চাইলো।

"বলেছিলেন কিন্তু আমি সে-সবের কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে তিনি একটি থট এক্সপেরিমেন্ট করে নিজের বক্তব্যটা তুলে ধরেছিলেন। এটাকে বলে ইনফিনিট হলওয়ে।" একটু থেমে কফিতে চুমুক দিলো ল্যাংডন।

"হ্যা, খুবই হেল্পফুল ইলাস্ট্রেশন," ল্যাংডন কিছু বলার আগেই বলে উঠলো উইনস্টন। "এটা অনেকটা এরকম : কল্পনা করুন আপনি হেটে যাচ্ছেন দীর্ঘ একটি হলওয়ে দিয়ে-এতটাই দীর্ঘ যে আপনার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় কোত্থেকে এসেছেন, কোথায় আপনি যাচ্ছেন।"

উইনস্টনের জ্ঞানের বহর দেখে মুগ্ধ হলো ল্যাংডন, তার কথার সাথে সায় দিলো।

boighar.com

"এরপর আপনি আপনার পেছনে," উইনস্টন বলল, "অনেক পেছনে একটা বল মাটিতে বাউন্স করার শব্দ শুনতে পেলেন। ঘুরে যখন বলটার দিকে তাকালেন দেখলেন ওটা বাউন্স করতে করতে আপনার দিকেই আসছে। আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে আসছে ওটা। আপনাকে অতিক্রম করে চলে গেল সামনের দিকে। যেতেই থাকলো। এক পর্যায়ে বাউন্স করতে করতে আপনার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল বলটা।

"ঠিক," হেসে ফেলল ল্যাংডন। "বলটা বাউন্স করছে কিনা প্রশ্ন কিন্তু সেটা নয়। কারণ পরিষ্কার দেখা গেছে বলটা বাউন্স করেছে। আমরা এটা দেখতে পারি। প্রশ্নটা হলো : বলটা *কেন* বাউন্স করছে? কিভাবে ওটা বাউন্স করতে শুরু করলো? কেউ কি ওটাতে লাথি মেরেছিল? নাকি বলটা খুবই স্পেশাল কিছু, নিজে নিজেই বাউন্স করতে তার ভালো লাগে? এই হলওয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়মটাই এমন কি যে, চিরকালের জন্য বলটা বাউন্স না করে উপায় নেই?"

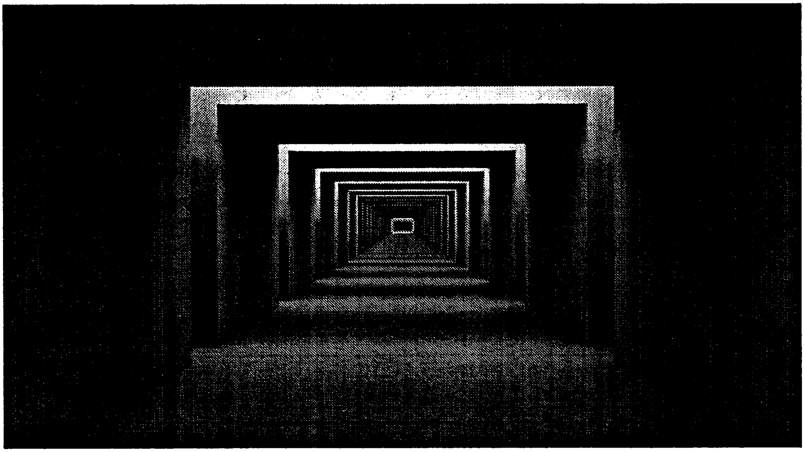

"গুল্ড বলতে চেয়েছেন যেটা," উইনস্টন শেষে বলল, "তা হলো, বিবর্তনবাদের মাধ্যমে আমরা সুদূর অতীতে যে প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল সেটা দেখতে পাই না।"

"ঠিক বলেছো," ল্যাংডন বলল। "আমরা কেবল দেখতে পাই এটা *ঘটছে*।"

"একই কথা কিন্তু বিগ ব্যাং থিওরির বেলায়ও খাটে," উইনস্টন বলল। "কসমোলজিস্টদের কাছে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ নিয়ে অনেকগুলো ফর্মুলা

রয়েছে—‘T’—অতীতে এবং ভবিষ্যতে। কিন্তু তারা যখন ফিরে তাকায় কখন বিগ ব্যাং সংঘটিত হয়েছিল—যেখানে ‘T’ হলো শূন্যের সমকক্ষ—তখন গণিতজ্ঞদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। অসীম তাপ আর ঘনত্বের রহস্যময় কোন কণার কথা বলে তারা।”

ল্যাংডন আর অ্যাম্ব্রা মুগ্ধ দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকালো।

“আবারো ঠিক বলেছো,” প্রফেসর বলল। “আর যেহেতু মানুষের মস্তিষ্ক ‘অসীম’ ব্যাপারটাকে ভালোমতো বুঝে উঠতে পারে না তাই আজকাল বিজ্ঞানীরা কেবলমাত্র বিগ ব্যাং-এর পরে কী ঘটেছে তা নিয়েই আলোচনা করে—যেখানে T হলো শূন্যের চেয়ে বড় কিছু—যার ফলে গণিত আর রহস্যময়-আধ্যাত্মিকতায় পরিণত হয় না।”

ল্যাংডনের হারভার্ডে একজন নামকরা পদার্থবিদ তার মহাবিশ্বের উৎপত্তি বিষয়ক সেমিনারে দর্শনবিভাগের ছেলেপেলেদের নিয়ে এতোটাই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, শেষে তিনি তার ক্লাসরুমের দরজায় একটা সাইন লাগাতে বাধ্য হোন।

আমার ক্লাসে, T > 0
যারা প্রশ্ন তুলবে T = 0,
দয়া করে তারা ধর্মিয় ডিপার্টমেন্ট ভিজিট করুন।

“পান্সপারমিয়া'র ব্যাপারটা কি?” উইনস্টন জিজ্ঞেস করলো। “এই মতবাদটি বলে পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে অন্য কোন গ্রহের উল্কাপিণ্ড অথবা কসমিক ধূলো থেকে? পান্সপারমিয়া'কে এই পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করার বেলায় বৈজ্ঞানিকভাবে বেশ গ্রহণযোগ্য মতবাদ হিসেবেই দেখা হয়।”

“এটা যদি সত্যিও হয়ে থাকে,” ল্যাংডন বলল এবার, “এতে কিন্তু জানা যায় না কিভাবে এই মহাবিশ্বে *প্রথম* প্রাণের সূত্রপাত হলো। আমরা নিছক পথের উপরে পড়ে থাকা ক্যানে লাথি মেরে চলেছি, অগ্রাহ্য করে চলেছি বাউন্সি বলের উৎপত্তি কোত্থেকে হলো, আর এড়িয়ে যাচ্ছি বিশাল একটি প্রশ্নকে : কোত্থেকে প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে?”

উইনস্টন চুপ মেরে গেল।

মদে চুমুক দিলো অ্যাম্ব্রা, তাদের দু-জনের এইসব কথাবার্তা উপভোগ করছে সে।

গালফস্ট্রিম বিমানটি আকাশে থিতু হতেই ল্যাংডন ভাবতে শুরু করলো, এডমন্ড যদি সত্যি বহু প্রাচীন প্রশ্ন 'আমরা কোথা হতে এলাম'-এর উত্তরটা পেয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সেটা পৃথিবীর জন্য কী রকম হতে পারে?

তারপরও এডমন্ডের মতে, এই প্রশ্নের জবাব নাকি বড় একটি সিক্রেটের কেবলমাত্র একটি অংশ।

সত্য যাই হোক, এডমন্ড তার আবিষ্কারের সবটাই একটা পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে সুরক্ষিত করে রেখেছে-সাতচল্লিশ অক্ষরের একটি কবিতার পঙক্তি। সবকিছু যদি পরিকল্পনামতো এগোয়, ল্যাংডন আর অ্যাম্ব্রা খুব জলদিই এডমন্ডের বার্সেলোনার বাড়িতে গিয়ে এটা উদঘাটন করতে পারবে

অধ্যায় ৪৩

প্রায় এক দশক আগে এর সূচনালগ্ন থেকেই বেশির ভাগ অনলাইন ব্যবহারিকারির কাছেই 'ডার্ক ওয়েব' একটি রহস্য হিসেবেই রয়ে গেছে। প্রচলিত সার্চ ইঞ্জিন দিয়ে এতে প্রবেশ করা যায় না, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের এই নিষিদ্ধ আর অন্ধকার জগতে নামপরিচয় গোপন রেখে প্রবেশ করা যায় অভাবনীয় সব অবৈধ জিনিস আর সার্ভিসের মেনুতে।

এর শুরুটা হয়েছিল অবৈধ মাদকের প্রথম অনলাইন ব্ল্যাক মার্কেট সিল্ক রোড-এর হোস্টিং করার মধ্যে দিয়ে। এরপর থেকে ডার্ক ওয়েবে গড়ে ওঠে নিষিদ্ধ সাইটের বিশাল একটি নেটওয়ার্ক, যেখানে অস্ত্র থেকে শুরু করে, শিশু পর্নোগ্রাফি, রাজনৈতিক সিক্রেট, এমনকি পতিতা, হ্যাকার, স্পাই, সন্ত্রাসি আর পেশাদার খুনির মতো লোকদেরকে ভাড়া করার সুযোগও রয়েছে।

প্রতি সপ্তাহে ডার্ক ওয়েবে লেনদেন হয় কয়েক মিলিয়ন ডলার, আজ রাতে বুদাপেস্টের রুইন বারগুলোর সামনে এরকম একটি লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে।

নীল রঙের জিন্স প্যান্ট আর বেইজবল ক্যাপ পরা লোকটি চুপিসারে চলে এলো কাজিনজি স্ট্রিটে, শিকারের জন্য একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় অপেক্ষা করলো সে। এরকম মিশন তার জন্য রুটিরুজির বিষয় হয়ে উঠেছে গত পাঁচ বছর ধরে। আনফ্রেন্ডলি সল্যুশন, হিটম্যান নেটওয়ার্ক আর বেসামাফিয়ার মতো হাতেগোনা কিছু জনপ্রিয় নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই সে কেবল কাজ নিয়ে থাকে।

খুনি ভাড়া করার ইন্ডাস্ট্রিটা পরিণত হয়েছে বিলিয়ন ডলারের এক শিল্পে, আর দিন দিন সেটা বেড়েই চলেছে কারণ ডার্ক ওয়েবে ছদ্মবেশে দরাদরি করার নিশ্চয়তা আছে, এটার পেমেন্ট ট্রেস করা সম্ভব হয় না বিট কয়েনের মাধ্যমে লেনদেন করা হয় বলে। বেশির ভাগ হিট করা হয় ইন্সুরেন্স জালিয়াতি, খারাপ ব্যবসায়িক পার্টনারশিপ অথবা সমস্যা সঙ্কুল বিয়ের কারণে। কিন্তু এ কাজ যারা করে তারা কখনও নীতি-নৈতিকতা আর যুক্তি নিয়ে মাথা ঘামায় না।

কোন প্রশ্ন নয়, খুনি মনে মনে বলল। *এটাই হলো আমার ব্যবসার অকথিত নিয়ম।*

আজকের কাজটা সে পেয়েছে কয়েক দিন আগে। তার ছদ্মবেশি নিয়োগদাতা তাকে ১৫০০০০ ইউরো অফার করেছিল বৃদ্ধ রাবাইর বাড়ির বাইরে ওঁৎ পেতে থেকে 'অ্যাকশন'-এ যেতে হবে। অ্যাকশন বলতে প্রয়োজনে

boighar.com

লোকটার বাড়িতে অনুপ্রবেশ করে পটাসিয়াম ক্লোরাইডের ইনজেকশন দেয়াকে বোঝানো হয়েছে। এটা ইনজেক্ট করলে খুব দ্রুত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে মানুষ।

আজ রাতে অপ্রত্যাশিতভাবেই রাবাই মাঝরাতে বাড়ি থেকে বের হয়ে সিটি-বাসে উঠে বসেছিলেন। খুনিও তার পিছু নেয়, এবং তার স্মার্টফোনে একটা এনক্রিপ্টেড প্রোগ্রামের সাহায্যে তার নিয়োগদাতাকে জানিয়ে দেয় সেটা।

টার্গেট বাড়ি থেকে বের হয়ে বার ডিস্ট্রিক্টের দিকে যাচ্ছে।

সম্ভবত কারোর সাথে দেখা করার জন্য?

তার নিয়োগদাতা সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিয়েছিল।

শেষ করে দাও।

এখন রুইন বার আর অন্ধকার গলিগুলোতে শুরু হয়ে গেছে নজরদারির এক ইঁদুর-বিড়াল খেলা।

*

রাবাই ইয়েহুদা কোভেস কাজিনজি স্ট্রিট দিয়ে যাবার সময় দম ফুরিয়ে রীতিমতো ঘেমে উঠেছেন। তার ফুসফুস যেন জ্বলে যাচ্ছে। সেই সাথে মনে হচ্ছে তার ব্লাডারটা বুঝি ফেটেই যাবে এখন।

আমার দরকার একটা টয়লেট আর একটু বিশ্রামের, ভাবলেন তিনি। বুদাপেস্টের সবচেয়ে বিখ্যাত রুইন বার হিসেবে পরিচিত বার সিমপ্লার সামনে একদল লোক জড়ো হয়েছে। এখানে আছে নানা বয়সি আর বিভিন্ন পেশার মানুষজন তাই তারা দ্বিতীয়বার রাবাইয়ের দিকে তাকিয়েও দেখলো না।

আমাকে একটু থামতে হবে, ঠিক করলেন তিনি। বারের দিকে এগিয়ে গেলেন এবার।

এক সময় অভিজাত বেলকনি আর লম্বা লম্বা জানালার চোখ ধাঁধানো একটি ম্যানশন ছিল এটি, বার সিমপ্লা এখন পুরোপুরি গ্রাফিতি নামের দেয়ালচিত্রে আবৃত। EGG-ESH-AY-GED-REH! লেখা একটি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন কোভেস।

কয়েক মুহূর্ত পরই তিনি বুঝতে পারলেন এটা আসলে হাঙ্গেরিয়ান শব্দ *egészségedre*-এর ফোনেটিক বানান–যার মানে 'চিয়ার্স!'

ভেতরে ঢুকেই অবিশ্বাসের সাথে কোভেস দেখতে পেলেন বারটা বিশাল

আকারের একটি ঘর। এখানকার দেয়ালগুলোও গ্রাফিটি দিয়ে ভরা, তবে সেই সাথে রয়েছে সোভিয়েত আমলের পোস্টার, ক্লাসিক্যাল ভাস্কর্য, হাঙ্গেরিয়ান লতা-পাতা। ঘরের ভেতরের বেলকনিগুলো লোকে পরিপূর্ণ। গানের তালে তালে নাচছে তারা। বাতাসে সিগারেট আর বিয়ারের গন্ধ। সবার সামনেই তরুণ-তরুণীরা চুমু খাচ্ছে একে অন্যেকে। বাকিরা এককোণে বসে আয়েশ করে হয় পাইপ খাচ্ছে নয়তো *পালিনকা* নামের স্থানীয় জনপ্রিয় ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিচ্ছে।

কোভেস সব সময়ই পরিহাসের সাথে দেখে আসছেন, ঈশ্বরের সৃষ্টি সেরা জীব মানুষের ভেতরটা এখনও পশুই রয়ে গেছে। *আমরা আমাদের শারীরকে সুখ দেই এই আশায় যে, আমাদের আত্মা সেটা অনুসরণ করবে।* এরকমটি যারা করে তাদেরকে কাউসেলিং করে করে কোভেসের জীবনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত হয়েছে। এরা খাবার আর যৌনতা ছাড়া কিছুই বোঝে না। পাশবিক সুখ চায় শুধু। ইন্টারনেট আসক্তি আর সস্তা মাদকের কারণে দিন দিন তার কাজটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

কোভেসের এ মুহূর্তে যে পাশবিক সুখটা দরকার সেটা হলো রেস্টরুম। সেজন্যে যখন দেখতে পেলেন ওয়াশরুমের সামনে দশ জন লোক লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে তখন আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। রেগেমেগে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন তিনি। তাকে বলা হয়েছে ওখানে নাকি অনেকগুলো রেস্টরুম আছে। দোতলায় উঠে অনেকগুলো ঘরের গোলকধাঁধা পেরিয়ে রাবাই চলে এলেন ছোট্ট একটি বার অথবা সিটিং এরিয়ার সামনে। এক বারটেন্ডারকে রেস্ট রুমের কথা জিজ্ঞেস করলে সে একটা হলওয়ে দেখিয়ে দিলো। তার শেষ মাথায় আছে রেস্টরুমটা। বেলকনিগুলোর পাশ দিয়ে যেতে হয় ওখানে।

কোভেস দ্রুত এগোতে লাগলেন বেলকনিগুলোর সামনে দিয়ে, ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য একটা হাত রাখলেন রেলিংয়ে। যেতে যেতে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন প্রচুর সংখ্যক লোক চড়া মিউজিকের তালে তালে নেচে চলেছে।

তারপরই কোভেস সেটা দেখতে পেলেন।

থমকে দাঁড়ালেন কয়েক মুহূর্তের জন্য, তার রক্ত হিম হয়ে গেল।

লোকজনের ভিড়ের মধ্যে বেইজবল ক্যাপ পরা লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, তার দৃষ্টি কোভেসের দিকে নিবদ্ধ। অল্প কিছুক্ষনের জন্য তাদের মধ্যে চোখাচোখিও হয়ে গেল। এরপর প্যান্থারের মতো ক্ষিপ্রতায় মানুষের ভিড় ঠেলে উপরে উঠে আসতে শুরু করলো ক্যাপ পরা লোকটি।

বার সিমপ্লা খুনির কাছে খুবই পরিচিত একটি জায়গা। তাই খুব দ্রুত সে বেলকনিতে চলে আসতে পারলো যেখানে তার টার্গেটকে একটু আগে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে।

কিন্তু রাবাই ওখানে নেই।

আমি তোমাকে অতিক্রম করিনি, খুনি ভাবলো, তার *মানে তুমি এই ভবনের ভেতরেই আছো।*

অন্ধকারাচ্ছন্ন করিডোরের দিকে তাকিয়ে খুনির মুখে ফুটে উঠলো মুচকি হাসি। বুঝে গেল তার শিকার কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে।

করিডোরে প্রস্রাবের কটূ গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। শেষমাথায় একটি কাঠের দরজা আছে।

খুনি হন হন করে এগিয়ে গেল সেদিকে, টোকা দিলো দরজায়।

কোন সাড়াশব্দ নেই।

আবারো নক করলো।

ঘরের ভেতর থেকে গম্ভির একটা কণ্ঠ গজগজ করে উঠলো।

"বচসাসোন মেগ!" ভদ্রকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করলো খুনি। পা দিয়ে জোরে জোরে শব্দ তুলে চলে গেল একপাশে, তারপর পরক্ষণেই ঘুরে পা টিপে টিপে চলে এলো দরজার কাছে। কান পেতে দরজার ওপাশের শব্দ শোনার চেষ্টা করলো সে। ভেতরে রাবাই উদভ্রান্তের মতো হাঙ্গেরিতে নিচু কণ্ঠে কথা বলে যাচ্ছে।

"আমাকে একজন খুন করতে চাইছে! সে আমার বাড়ির বাইরে ছিল! এখন এই বারেও চলে এসেছে! প্লিজ, আমার জন্য সাহায্য পাঠান!"

বোঝাই যাচ্ছে, তার টার্গেট ১১২ নাম্বারে ডায়াল করেছে। এটা আমেরিকান ৯১১-এর সমতুল্য বুদাপেস্টের একটি নাম্বার। তবে এরা খুব দেরিতে রেসপন্স করে বলে দুর্নাম রয়েছে। তাসত্ত্বেও খুনি ভাবলো আর দেরি করা ঠিক হবে না।

পেছনে তাকিয়ে দেখলো সে একাই আছে এখানে। তার শক্তিশালি কাঁধটা দরজায় ঠেকিয়ে একটু পিছিয়ে গেল তারপর মিউজিকের বিটের সাথে তাল মিলিয়ে জোরে ধাক্কা দিলো সে।

প্রথম ধাক্কাতেই পুরনো আমলের দরজাটা খুলে গেল। খুনি ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দিলো দরজাটা। এবার সে শিকারের মুখোমুখি।

লোকটা ঘরের এককোণে জড়োসরো হয়ে আছেন, ভয়ে কাঠ হয়ে আছে একেবারে।

রাবাইর ফোনটা নিয়ে নিলো খুনি, কলটা কেটে দিয়ে টয়লেটে ফেলে দিলো সেটা।

"তো-তোমাকে কে পাঠিয়েছে?!" তোতলালেন রাবাই।

"আমার কাজের সৌন্দর্যটাই হলো এমন যে," জবাব দিলো লোকটা, "এটা জানার কোন উপায়ই থাকে না আমার।"

বৃদ্ধলোকটা এখন হাসফাস করছেন, দর দর করে ঘেমে উঠছেন। হঠাৎ করেই দম ফুরিয়ে হাফাতে লাগলেন। তার চোখদুটো যেন কোটর থেকে ঠিকরে বের হয়ে আসছে। দু-হাতে চেপে ধরে আছেন নিজের বুকটা।

সত্যি? খুনির ঠোঁটে হাসি। *তার হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে?*

বাথরুমের মেঝেতে বৃদ্ধ মানুষটি কুকড়ে পড়ে গেলেন, দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। প্রচণ্ড ব্যথায় বুকটা দু-হাতে ধরে আছেন তিনি। চোখদুটো লাল টকটকে হয়ে আসছে। হঠাৎ করে মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলেন, তার ব্লাডার থেকে প্রস্রাব বের হয়ে ভেসে গেল জায়গাটা।

অবশেষে রাবাই নিথর হয়ে পড়ে রইলেন।

খুনি উপুড় হয়ে দেখলো তার টার্গেট নিঃশ্বাস নিচ্ছে কিনা। কোন শব্দ নেই।

মুচকি হেসে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে। "যতোটা ভেবেছিলাম, তুমি আমার কাজ তারচেয়ে অনেক বেশি সহজ করে দিয়েছো।"

এ কথা বলেই খুনি দরজা খুলে বের হয়ে গেল।

*

রাবাই কোভেসের ফুসফুস বাতাস নেবার জন্য হাসফাস করে উঠলো।

এইমাত্র তিনি তার জীবনের সেরা পারফর্মেন্সটি দেখিয়েছেন।

প্রায় অচেতন হয়ে গেলেও নিথর হয়ে পড়ে থেকে খুনির পায়ের শব্দটা শুনতে পেলেন তিনি। বাথরুম থেকে বের হয়ে চলে যাচ্ছে সে। দরজা খোলার শব্দ হলো, তারপরই বন্ধ করার শব্দটা।

নিরবতা।

জোর করে আরো কয়েক সেকেন্ড পড়ে রইলেন কোভেস। তার আক্রমণকারি হলওয়ে দিয়ে চলে গেছে কিনা নিশ্চিত হতে চাইছেন। এরপর আর অপেক্ষা করতে না পেরে বুক ভরে বাতাস নিয়ে নিলেন রাবাই। যেন প্রাণ ফিরে পেলেন আবার। বাথরুমের এই কটূ গন্ধও তার কাছে স্বর্গের মতো মনে হলো।

boighar.com

অরিজিন
বইঘর.কম

আস্তে করে চোখ খুলে তাকালেন তিনি। অক্সিজেনের অভাবে তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আছে। মাথাটা একটু তুলতেই দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এলো। কিন্তু অবিশ্বাসের সাথেই তিনি দেখতে পেলেন বন্ধ দরজার সামনে একটা কালচে অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে।

তার দিকে তাকিয়ে হাসছে বেইজবল ক্যাপ পরা লোকটি।

বরফের মতো জমে গেলেন কোভেস। *সে ঘর থেকে বেরই হয়নি।*

বড় বড় পা ফেলে খুনি এগিয়ে এলো রাবাইর কাছে, শক্ত করে তার ঘাড়টা ধরে আবারো ফেলে দিলো মেঝেতে।

"তুমি তোমার দম বন্ধ করে রাখতো পারো," খেঁকিয়ে উঠলো খুনি, "কিন্তু হার্ট না।" হেসে ফেলল সে। "ভয়ের কিছু নেই। এ কাজে আমি তোমাকে বেশ সাহায্য করতে পারবো।"

একটু পরই ঘাড়ের পাশে তীক্ষ্ণ সূঁচের মতো উষ্ণতা টের পেলেন কোভেস। তরল আগুন যেন তার গলা আর মাথায় ছড়িয়ে পড়লো। এবার যখন তার হৃদপিণ্ডটা থেমে গেল, তিনি বুঝতে পারলেন এটা একেবারে আসল।

ঈশ্বর আর মৃত ধার্মিকদের বসবাস যেখানে সেই *শামায়িম*-এর রহস্যে সারাটা জীবন উৎসর্গ করার পর রাবাই ইয়েহুদা কোভেস এখন বুঝতে পারছেন, সব প্রশ্নের উত্তর আর মাত্র একটি হৃদস্পন্দন থেকে দূরে আছে।

অধ্যায় ৪৪

জি ৫৫০ জেটের বড়সর রেস্টরুমের ভেতরে অ্যাম্ব্রা ভিদাল এখন একা সিঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আয়নার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে হটওয়াটার দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছে হাতদুটো। আয়নায় যে চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে সেটা তার কাছেও অচেনা মনে হচ্ছে এ মুহূর্তে।

কী করেছি আমি?

আরেক চুমুক মদ খেলো সে, কয়েক দিন আগেও যে পুরনো জীবনটা ছিল সেটা ফিরে পেতে ব্যাকুল এখন–কেউ চেনে না, সিঙ্গেল, জাদুঘরের কাজে ডুবে থাকা–তারপর হঠাৎ করেই সব কিছু নেই হয়ে গেল। হুলিয়ান তাকে প্রপোজ করার সাথে সাথেই বাষ্পের মতো উধাও হয়ে গেল সেই জীবনটা।

না, নিজেকে শুধরে দিলো সে। *এটা উধাও হয়েছে যখন তুমি হ্যা বলেছো তারপর থেকে।*

আজকের রাতের হত্যাকাণ্ডটি তার যুক্তিবুদ্ধিতে মারাত্মক আঘাত হেনেছে। যে ভীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত সে।

আমি এডমন্ডের খুনিকে জাদুঘরে ঢুকতে দিয়েছি।

প্রাসাদের কেউ আমার সাথে চালাকি করেছে।

আর এখন আমি, অনেক বেশি কিছু জেনে ফেলেছি।

হুলিয়ান যে এই জঘন্য খুনের পেছনে জড়িত আছে তার কোন প্রমাণ নেই, এমনকি সে খুনের পরিকল্পনার কথা জানে কিনা সেটাও জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। তারপরও কথা থাকে, প্রাসাদের অভ্যন্তরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে অ্যাম্ব্রা, নিজের চোখে দেখেছেও অনেক কিছু। সুতরাং তার সন্দেহ, যুবরাজকে অন্ধকারে রেখে কিংবা তার আশির্বাদ ছাড়া এসব কিছু করা সম্ভব নয়।

আমি হুলিয়ানকে অনেক বেশি বলে দিয়েছি।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে কাজের প্রয়োজনে বেশি সময় দিতে পারছিল না বলে অ্যাম্ব্রা মনে করেছিল তার ঈর্ষাকাতর ফিয়ান্সেকে একান্তে এডমন্ডের প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে বিস্তারিত খুলে বলা দরকার। এখন তার ভয় হচ্ছে, তার এই অকপটতা আর স্বচ্ছতা দেখানো প্রয়াসের কারণেই এরকম ঘটনা ঘটে গেছে।

পানির ট্যাপটা বন্ধ করে হাতদুটো শুকিয়ে নিলো অ্যাম্ব্রা। মদের বোতলে

boighar.com

যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তার সবটুকু পান করে নিলো সে। আয়নার দিকে তাকিয়ে একদম অচেনা একজন মানুষকে দেখতে পেলো–এক সময় আত্মবিশ্বাসি একজন মানুষ এখন অনুশোচনা আর লজ্জায় ডুবে আছে।

কয়েক মাসের মধ্যে আমি বেশ কিছু ভুল করেছি...

পেছনের সময়গুলোর কথা মনে করে সে ভাবলো, এছাড়া অন্য কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল কিনা। চার মাস আগে মাদ্রিদের এক বৃষ্টিস্নাত রাতে রেইনা সোফিয়া মিউজিয়াম ফর মডার্ন আর্ট-এর একটি তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল...

অতিথিদের বেশিরভাগই মিউজিয়ামের সবচাইতে বিখ্যাত শিল্পকর্ম পাবলো পিকাসোর *এল গুয়ের্নিকা* দেখার জন্য চলে এসেছিল ২০৬.০৬ নাম্বার রুমে। পঁচিশ ফিট দীর্ঘ পিকাসোর এই পেইন্টিংটা স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের সময়কার বাস্ক নামের একটি ছোট্ট শহরে যে বিভীষিকাময় বোমা বর্ষণ করা হয়েছিল তার উপরে আঁকা। অ্যাম্ব্রা অবশ্য মনে করে, এই পেইন্টিং এতটাই যন্ত্রণাদায়ক যে, এটা বেশিক্ষণ দেখা যায় না। ১৯৩৯ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত স্প্যানিশ স্বৈরাচার জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বর্বর শাসনামলের অত্যাচার আর নির্যাতনের বিভীষিকা ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী।

তাই সে তার প্রিয় শিল্পী মারুয়া মায়োর একটি শিল্পকর্ম দেখার জন্য নির্জন এক গ্যালারিতে গিয়েছিল। গালিশিয়ায় জন্ম নেয়া এই পরাবাস্তববাদি শিল্পীর সফলতা ত্রিশের দশকে স্পেনের নারীশিল্পীদের দ্বার উন্মোচনে ভূমিকা রাখে।

লা ভারভেনা'র সামনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে ছবিটা দেখছিল অ্যাম্ব্রা। জটিল সব সিম্বল দিয়ে একটি রাজনৈতিক স্যাটায়ার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ছবিতে। ঠিক তখনই পেছন থেকে একটি ভারি কণ্ঠ শুনতে পায় সে।

"এস কাসি গুয়াপা কমো তু," লোকটা বলেছিল। *ছবিটা আপনার মতোই সুন্দর।*

সিরিয়াসলি? পেছনে না ফিরেই অবাক হওয়ার ভঙ্গি থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পেরেছিল অ্যাম্ব্রা।

"কুয়ে ক্রিস কুয়ে সিগনিফিকা?" লোকটা বলে। *এটা দিয়ে কী বুঝিয়েছে বলে মনে করেন আপনি?*

"আমার কোন ধারণাই নেই," মিথ্যে বলেছিল সে, আর সেটাও ইংরেজিতে। ভেবেছিল ইংরেজিতে জবাব দিলে লোকটা চলে যাবে। "আমি শুধু এটা পছন্দ করি।"

"আমিও পছন্দ করি," লোকটা নিখুঁত ইংরেজিতে জবাব দিয়েছিল। "মায়ো তার সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন। দুঃখের বিষয় হলো,

অনভিজ্ঞ চোখে পেইন্টিংটার বাহ্যিক সৌন্দর্য ঢেকে দেয় এর গূঢ় অর্থটাকে।” একটু থেমেছিল লোকটা। “আমার মনে হয় আপনার মতো একজন এরকম সমস্যা সব সময়ই মোকাবেলা করেন।

অ্যাম্ব্রা আক্ষেপ করে উঠেছিল। *এসব কথাবার্তা কী মেয়েদের বেলায় সত্যি কাজ করে?* ভদ্র একটা হাসি দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সে। “স্যার, আপনি যে এটা বলেছেন সেটা আপনার বদান্যতা, কিন্তু–”

অ্যাম্ব্রা ভিদাল কথার মাঝপথেই জমে গিয়েছিল।

যে লোকটাকে তার সামনে দেখতে পাচ্ছে, বলতে গেলে তাকে টিভিতে, ম্যাগাজিনে সারাজীবন ধরেই দেখে আসছে।

“ওহ্!” অ্যাম্ব্রা তোতলাতে শুরু করে। “আপনি...”

“বেয়াদপ?” হ্যান্ডসাম মানুষটা মজা করে বলল। “গর্দভ বোকা? আমি দুঃখিত। আমার জীবনটা একেবারে ঘেরাটোপের মধ্যে বন্দি, এসব বিষয়ে আমি তেমন একটা ভালো নই।” হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সে। “আমার নাম হুলিয়ান।”

“আমার মনে হয় আপনার নামটা আমি জানি,” স্পেনের ভবিষ্যৎ রাজার সাথে হাত মেলাতে মেলাতে আরক্তিম মুখে বলেছিল অ্যাম্ব্রা। তার ধারণার চেয়েও অনেক বেশি লম্বা, সেইসাথে মায়ারভরা চোখ আর আত্মবিশ্বাসি হাসি। “আমি জানতাম না আজকের অনুষ্ঠানে আপনি আসবেন,” অ্যাম্ব্রা বলতে শুরু করে, দ্রুত নিজেকে ধাতস্থ করে নেয়। “আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি পারদো ম্যান–মানে গয়া, ভেলাকুয়েজ...ক্লাসিক এসব ঘরানার ছবি বেশি পছন্দ করেন।”

“আপনি বলতে চাচ্ছেন, রক্ষণশীল আর *সেকেলে?*” উষ্ণ হাসি দিয়ে বলেছিলেন যুবরাজ। “আমার মনে হয় আমার বাবার সাথে আপনি আমাকে গুলিয়ে ফেলেছেন। মায়ো আর মিরো আমার প্রিয় শিল্পী।”

অ্যাম্ব্রা আর যুবরাজ সেদিন বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেছিল। মানুষটা আর্টের উপরে ভালো জ্ঞান রাখে দেখে মুগ্ধও হয়েছিল সে। অবশ্য এই মানুষটা বেড়ে উঠেছে মাদ্রিদের রাজপ্রাসাদে, ওখানে স্পেনের সেরা শিল্পকর্মগুলো রাখা আছে। সম্ভবত তার নার্সারিতে এল গ্রেকো'র অরিজিনাল ছবিটাই টাঙানো থাকে।

“আমি জানি এটা একটু বেশি আগ বাড়িয়ে করে ফেললাম,” স্বর্ণের অ্যাম্বস করা বিজনেস কার্ডটা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন যুবরাজ, “তবে আমি খুবই খুশি হবো আপনি যদি আগামিকালের একটি ডিনার পার্টিতে আমার সাথে যোগ দেন। কার্ডে আমার ব্যক্তিগত নাম্বারটা আছে। আমাকে শুধু জানালেই হবে।”

boighar.com

"ডিনারের দাওয়াত দিচ্ছেন?" জোক করে বলেছিল অ্যাম্ব্রা। "আপনি আমাকে ঠিকমতো চেনেনই না।"

"অ্যাম্ব্রা ভিদাল," সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিলেন যুবরাজ। "উনচল্লিশ বছর বয়স আপনার। সালামাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর্ট হিস্ট্রির উপরে একটা ডিগ্রি আছে। আমাদের বিলবাও'র গুগেনহাইম জাদুঘরের একজন ডিরেক্টর আপনি। সম্প্রতি লুই কোয়াইল্‌সকে ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল তার বিরুদ্ধে বেশ সোচ্চার ছিলেন। আমি স্বীকার করছি তার শিল্পকর্মে আধুনিক জীবনের যে ভীতিকর ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেগুলো অল্পবয়েসিদের জন্য উপযুক্ত নয়। তবে আপনি যে তার কাজগুলোকে বানস্কির সাথে তুলনা করেছেন সে-ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই। আপনি কখনও বিয়ে করেননি। আপনার কোন সন্তান-সন্ততিও নেই। আর আপনাকে কালো পোশাকে অসম্ভব সুন্দর দেখায়।"

অ্যাম্ব্রার মুখ হা হয়ে গেছিল। "হায় ঈশ্বর। এরকম অ্যাপ্রোচ কি আসলেই কাজ করে?"

"আমার কোন ধারণাই নেই," তিনি বলেছিলেন হেসে। "তবে আমার মনে হয় আমরা সেটা দেখে নিতে পারি।"

ঠিক তখনই দু দু-জন গার্ডিয়া এজেন্ট উদয় হয় সেখানে। যুবরাজকে প্রহরা দিয়ে একদল ভিআইপি অতিথিদের মাঝে নিয়ে যায়।

কার্ডটা ধরে রাখার সময় অ্যাম্ব্রা ভিদালের মনে হয়েছিল, অনেক বছর এরকম কিছু সে ধরেনি। প্রজাপতি। *যুবরাজ কি এইমাত্র আমাকে ডেট করার জন্য প্রস্তাব দিলেন?*

অ্যাম্ব্রা ছিল বেশ লম্বা আর হালকা গড়নের এক টিনেজার। ছেলেরা তাকে বাইরে যাবার প্রস্তাব দিলে তাদের সমকক্ষ হিসেবেই মনে করতো। পরবর্তিতে তার সৌন্দর্য বিকশিত হলে অ্যাম্ব্রা হঠাৎ করেই যেন আবিষ্কার করে, পুরুষ মানুষ তার উপস্থিতিতে কেমন ভীতু হয়ে পড়ে। এলোমেলো কথা বলে, অতিরিক্ত আত্মসচেতন আর পুরোপুরি ভিন্ন একজন মানুষ হয়ে ওঠে তারা। কিন্তু আজ রাতে একজন সাহসি পুরুষ নিজ থেকে আগ বাড়িয়ে তার সাথে কথা বলেছে, পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নিতে পেরেছে। এটা নারীত্বের অনুভূতি দিয়েছে তাকে। নিজেকে অল্পবয়েসি তরুণী বলে মনে হয়েছে তার।

পরের দিন রাতে অ্যাম্ব্রাকে তার হোটেল থেকে এক ড্রাইভার রাজপ্রাসাদে নিয়ে যায়, সেখানে দুই ডজন অতিথির সাথে যুবরাজের পাশে বসে সে। অতিথিদের অনেকেই তাকে সোসাইটি পেজ আর পলিটিক্সের কারণে চিনতে পারে। যুবরাজ তাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন 'একজন চমৎকার নতুন বন্ধু' হিসেবে। তারপর রাজকীয় ভোজের সময় শুরু হয় আর্ট নিয়ে আলাপ,

তাতে অ্যাম্ব্রা বেশ ভালোমতোই অংশ নিতে পেরেছিল। তার এ-ও মনে হয়েছিল, এক ধরণের অডিশন নেয়া হচ্ছে তার। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এতে সে কিছুই মনে করেনি। বরং সে অভিভূত হয়েছিল।

ঐ রাতের শেষের দিকে হুলিয়ান তাকে একটু পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলেছিলেন, "আশা করি আপনার ভালো লেগেছে। আপনার সাথে আবারও দেখা করতে পারলে আমার ভালো লাগবে।" একটু হেসে আবার বলেছিলেন, "বৃহস্পতিবার রাতে দেখা করলে কেমন হয়?"

"ধন্যবাদ আপনাকে," জবাবে বলেছিল অ্যাম্ব্রা, "কিন্তু কাল সকালে আমার ফ্লাইট আছে, বিলবাও'তে ফিরে যেতে হবে।"

"তাহলে আমিও আপনার সাথে যাবো," বলেছিলেন তিনি। "এক্সানোবে রেস্টুরেন্টে কখনও গেছেন?"

হেসে ফেলেছিল অ্যাম্ব্রা। এক্সানোবে হলো বিলবাও'র সবচাইতে মনোলোভা একটি রেস্টুরেন্ট। সারা বিশ্বের শিল্পরসিকেরা ওখানে নিয়মিত যায়। রেস্টুরেন্টটা আভা-গারদে ডেকোর আর রঙ্গিন কুইজিন দিয়ে সজ্জিত। ওখানে ডিনার করলে মনে হয়, মার্ক শ্যাগালের ল্যান্ডস্কেপের সামনে বসে বুঝি ডিনার করা হচ্ছে।

"তাহলে তো দারুণ হয়," অ্যাম্ব্রা বলেছিল।

এক্সানোবেতে বসে জমকালো ডিনার করার সময় হুলিয়ান রাজনৈতিক আলাপ শুরু করে। তার বাবার ছায়া থেকে বের হয়ে আসার জন্য তাকে কী রকম রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে, বাবার অসুস্থতা এবং রাজতন্ত্রের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ব্যাপারটা যে তার উপরে ভীষণ চাপ সৃষ্টি করছে–এসব কথা বলেন। অ্যাম্ব্রা তার মধ্যে নিষ্পাপ আর ঘেরাটোপে বন্দি এক বাচ্চা ছেলের প্রতিচ্ছবি, সেইসাথে ভবিষ্যতে একজন দেশপ্রেমিক নেতার মিশ্রন খুঁজে পেয়েছিল।

যে রাতে হুলিয়ানের সিকিউরিটি গার্ডরা সবার অলক্ষ্যে তার প্রাইভেট প্লেনে তুলে দেয়, অ্যাম্ব্রা জানতো সে পুরোপুরি ধরাশায়ি হয়ে গেছে।

তুমি তাকে তেমন একটা চেনোই না, নিজেকে বলেছিল অ্যাম্ব্রা। *আস্তে ধীরে এগোও।*

পরবর্তি কয়েক মাস মনে হয়েছে কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার, কারণ অ্যাম্ব্রা আর হুলিয়ান নিয়মিত দেখা করে গেছে ঐ সময়ে–প্রাসাদে ডিনার করা, গ্রামের দিকে তাদের এস্টেটে পিকনিক করতে যাওয়া, এমনকি রাতের বেলায় ম্যাটিনি শো'তে ছবি দেখাও বাদ দেয়নি। তাদের বোঝাপড়াটা ছিল সাবলিল। অ্যাম্ব্রা স্মরণ করতে পারে না এর আগে সে এতটা সুখি কখনও ছিল কিনা। হুলিয়ানের

boighar.com

মধ্যে যে সামান্য একটু সেকেলে ভাব আছে সেটা অ্যাম্ব্রার কাছে ভালোই লাগতো। প্রায়ই হাত ধরতো তার, সুযোগ পেলেই আলতো করে চুমু খেতো, কিন্তু কখনওই প্রচলিত রীতিনীতির যে সীমানা সেটা লঙ্ঘন করেনি। অ্যাম্ব্রা তার এই আদব-কায়দাকে সাধুবাদই দিতো।

তিন সপ্তাহ আগে, এক রবিবার সকালে গুগেনহাইম জাদুঘরের আসন্ন একটি প্রদশর্নির উপরে এক টিভি প্রোগ্রামে অংশ নিতে মাদ্রিদে গিয়েছিল অ্যাম্ব্রা। আরটিভিই'র *তেলেদিয়ারিও* অনুষ্ঠানটি সারা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখে থাকে, এরকম একটি লাইভ অনুষ্ঠানে যেতে অ্যাম্ব্রার মধ্যে কিছুটা উদ্বিগ্নতা কাজ করলেও, সে জানতো এর ফলে তার জাদুঘরটি ব্যাপক ন্যাশনাল কাভারেজ পাবে।

ঐ শোয়ের আগের দিন তারাভোরিয়া মালাতেস্তা'য় হুলিয়ানের সাথে অ্যাম্ব্রা ডিনার করার পর সবার অলক্ষ্যে চলে গেছিল এল পারকুয়ে দেল রিতেরো'তে। পরিবারের লোকজন বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাসি-ঠাট্টা করছে, দৌড়াদৌড়ি করছে এসব দেখে পরম শান্তি পেয়েছিল, কয়েক মুহূর্তের জন্য হারিয়ে গেছিল সে।

"বাচ্চা-কাচ্চা পছন্দ করো তুমি?" ততোদিনে তাদের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে আপনি থেকে তুমিতে চলে এসেছিল।

"ভীষণ পছন্দ করি ওদের," সততার সাথেই জবাব দিয়েছিল সে। "এমনকি আমি কখনও কখনও এও ভাবি, আমার জীবনে একমাত্র যে জিনিসটার অভাব অনুভব করি সেটা হলো এই বাচ্চা-কাচ্চা।"

চওড়া হাসি দিয়েছিলেন হুলিয়ান। "বুঝতে পারছি তোমার অনুভূতিটা।"

সে সময় হুলিয়ান তার দিকে কেমন করে যেন তাকিয়েছিলেন। অ্যাম্ব্রাও বুঝতে পারছিল যুবরাজ কেন এ প্রশ্ন করেছে। একটা চাপা ভীতি জেঁকে ধরেছিল তাকে। মাথার ভেতরে কণ্ঠস্বরটা চিৎকার করে বলেছিল, *তাকে বলে দাও! বলে দাও!*

বলার চেষ্টা করলেও মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয়নি তার।

"তুমি কি ঠিক আছো?" হুলিয়ান জানতে চেয়েছিলেন উদ্বিগ্ন হয়ে।

হেসেছিল অ্যাম্ব্রা। "*তেলেদিয়ারো* শো'টা নিয়ে চিন্তায় আছি আসলে। একটু নার্ভাস বলতে পারো।"

"চিন্তা কোরো না। তুমি বেশ ভালোই করবে।"

আবারো হাসি দিয়ে আস্তে করে অ্যাম্ব্রার ঠোঁটে চুমু খেয়েছিলেন হুলিয়ান।

পরের দিন সকাল সাড়ে সাতটায় অ্যাম্ব্রা টেলিভিশনের ঐ শোয়ে উপস্থিত। বুঝতে পারলো অন-এয়ারে তিন তিনজন চমৎকার *তেলেদিয়ারো* উপস্থাপকের

সাথে আলাপ করতে তার বেশ ভালোই লাগছে। গুগেনহাইম নিয়ে আলোচনায় সে এতটাই মশগুল ছিল যে, খেয়ালই করেনি তার সামনে আছে কতোগুলো টিভি ক্যামেরা, আর পঞ্চাশ লক্ষ দর্শক সরাসরি তাকে দেখছে।

"গ্রাসিয়াস, অ্যাম্ব্রা, ভে মুই ইন্তারেসান্তে," একটা সেগমেন্ট শেষ হলে মেয়ে উপস্থাপিকা বলেছিল। *"উন গ্রান প্লাসার কনোসার্তে।"*

অ্যাম্ব্রা মাথা নেড়ে তাকে ধন্যবাদ জানায়, ইন্টারভিউটা শেষ হবার পথে তখন।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো ঐ মেয়েটা তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে সেগমেন্টটা আবার শুরু করলো দর্শকদের উদ্দেশ্যে কথা বলার মাধ্যমে। "আজ সকালে, আমাদের এই *তেলেদিয়ারো* অনুষ্ঠানে একটি চমক আছে। আমাদের স্টুডিওতে এ মুহূর্তে তিনি অবস্থান করছেন। আমরা চাই তাকে এখানে নিয়ে আসতে।"

তিনজন উপস্থাপকই দাঁড়িয়ে পড়েন তখন। সেটে প্রবেশ করে এক অভিজাত পুরুষ। স্টুডিও'র সব দর্শক তাকে দেখামাত্র লাফিয়ে ওঠে, প্রবল করতালি আর উৎফুল্ল ধ্বণিতে মুখরিত করে তোলে চারপাশ।

অ্যাম্ব্রাও উঠে দাঁড়িয়েছিল, একেবারে হতবুদ্ধিকর হয়ে পড়েছিল সে।

হুলিয়ান?

যুবরাজ হুলিয়ান দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে তিনজন উপস্থাপকের সাথে করমর্দন করেন। এরপর তিনি অ্যাম্ব্রার পাশে বসে একটা হাত রাখেন তার কাঁধে।

"আমার বাবা সব সময়ই ছিলেন ভীষণ রোমান্টিক," ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে স্প্যানিশে বলতে লাগলেন তিনি। "আমার মা মারা গেলেও তাকে তিনি ভালোবেসে গেছেন। আমি তার এই রোমান্টিসিজমটা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। আমি বিশ্বাস করি যখন কোন মানুষ তার ভালোবাসা খুঁজে পায় সেটা সে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারে।" অ্যাম্ব্রার দিকে তাকিয়ে উষ্ণ হাসি দিয়েছিলেন তিনি। "আর তাই..."

অ্যাম্ব্রা বুঝে গিয়েছিল কী ঘটতে যাচ্ছে, এই অবিশ্বাস্য ঘটনায় অসাড় হয়ে পড়েছিল সে। *না! হুলিয়ান! তুমি কী করছো?*

সবাইকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে স্পেনের ভবিষ্যৎ রাজা হাটু গেঁড়ে বসে তার সামনে। "অ্যাম্ব্রা ভিদাল, আমি তোমাকে একজন যুবরাজ হিসেবে নয়, শুধুমাত্র ভালোবাসার একজন মানুষ হিসেবে বলছি।" রহস্যময় হাসি দিয়েছিলেন তিনি। এসময় ক্যামেরা ছুটে এসেছিল তাদের ক্লোজআপ দৃশ্যটা নেবার জন্য। "আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?"

boighar.com

দর্শক আর উপস্থাপক, সবাই আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। অ্যাম্ব্রা বুঝতে পারছিল সারা দেশের লক্ষ-কোটি দর্শক তার দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে। তার মুখ আরক্তিম হয়ে উঠেছিল, হঠাৎ করেই তার মনে হতে লাগে মাথার উপরে থাকা স্টুডিওর বাতিগুলো যেন তার গায়ের চামড়া পুড়িয়ে দিচ্ছে। হুলিয়ানের দিকে তাকাতেই তার হৃদস্পন্দন লাফাতে শুরু করে। হাজারটা চিন্তা এসে ভর করে তার মাথায়।

তুমি কী করে পারলে আমাকে এরকম একটি অবস্থায় ফেলে দিতে?! মাত্র ক-দিন আগে আমাদের পরিচয় হয়েছে! আমার অনেক কথা আছে যা তোমাকে এখনও বলা হয়নি...এমন কিছু কথা যা সবকিছু বদলে দেবে!

অ্যাম্ব্রার কোন ধারণাই ছিল না ওভাবে কতোক্ষণ সে নিশ্চুপ দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু শেষে উপস্থাপকদের একজন হেসে বলে ওঠেন, "আমার বিশ্বাস মিস ভিদাল তব্দা খেয়ে গেছেন! মিস ভিদাল? একজন হ্যান্ডসাম যুবরাজ হাটু গেঁড়ে সারা দুনিয়ার সামনে আপনার প্রণয় প্রার্থনা করছেন!"

সম্মানজনকভাবে এ পরিস্থিতি থেকে বের হবার পথ খুঁজতে থাকে অ্যাম্ব্রা। ঘরে পিনপতন নীরবতাটা টের পায় সে। ভালো করেই জানতো ফাঁদে পড়ে গেছে। একটামাত্র উপায়েই এই মুহূর্তটার সমাপ্তি ঘটতে পারে। "আমি আসলে বিশ্বাসই করতে পারছি না, এই রূপকথার সমাপ্তিটা এরকম সুখকর হবে।" একটু রিল্যাক্স বোধ করে উষ্ণ হাসি দিয়ে হুলিয়ানের দিকে তাকায় সে। "অবশ্যই আমি তোমাকে বিয়ে করবো, যুবরাজ হুলিয়ান।"

পুরো স্টুডিওটা করতালিতে ফেঁটে পড়ার উপক্রম হয়েছিল।

হুলিয়ান উঠে দাঁড়িয়ে অ্যাম্ব্রার হাতটা ধরে তাকে জড়িয়ে ধরেন। অ্যাম্ব্রার তখন মনে হচ্ছিলো, এর আগে তারা কখনও এরকম দীর্ঘ সময়ব্যাপি একে অন্যেকে জড়িয়ে ধরেনি।

দশ মিনিট পর, তারা দু-জন বসে ছিল লিমোজিনের পেছনের সিটে।

"মনে হচ্ছে তোমাকে বেশ চমকে দিয়েছি," হুলিয়ান বলেন। "আমি সরি। একটু রোমান্টিক হবার চেষ্টা করেছিলাম। তোমার প্রতি আমার খুবই তীব্র অনুভূতি–"

"হুলিয়ান," কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে ওঠে অ্যাম্ব্রা। "আমারও তোমাকে বেশ ভালো লাগে, তোমার প্রতি তীব্র অনুভূতি রয়েছে কিন্তু তুমি আমাকে একটি অসম্ভব অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলে ওখানে! আমি কখনও কল্পনাও করিনি তুমি এত দ্রুত আমাকে প্রপোজ করে বসবে। আমরা একে অন্যেকে খুব ভালো করে চিনিও না। আমার অতীত নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা তোমাকে বলার আছে–"

"তোমার অতীতের কোন কিছু নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না।"

"কিন্তু এটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। অনেক বেশিই ঘামাতে হবে।"

হুলিয়ান হেসে মাথা ঝাঁকিয়েছিল। "আমি তোমাকে ভালোবাসি। সুতরাং এসবে কিচ্ছু যায় আসে না। তারপরও যদি মনে করো বলা দরকার, বলতে পারো।"

অ্যাম্ব্রা তাকে ভালোমতো দেখে নেয় কয়েক মুহূর্ত। *ঠিক আছে তাহলে।* তাদের কথাবার্তা এভাবে গড়াবে এটা সে কোনভাবেই চায়নি। কিন্তু এখন আর কোন উপায় ছিল না। "তাহলে বলছি, হুলিয়ান। আমি যখন ছোট্ট একটি মেয়ে ছিলাম তখন আমার ভয়ঙ্কর একটা ইনফেকশন হয়েছিল। প্রায় মরতেই বসেছিলাম আমি।"

"ঠিক আছে।"

বাকি কথাগুলো বলার আগে অ্যাম্ব্রার মনে হচ্ছিলো তার ভেতরটা বুঝি ফাঁপা হয়ে গেছে। "এরফলে আমার বাচ্চা নেবার স্বপ্নটা...কী আর বলবো, সারাটা জীবন স্বপ্ন হয়েই থাকবে।"

"বুঝলাম না।"

"হুলিয়ান," নির্বিকার কণ্ঠে বলেছিল সে। "আমি বাচ্চা নিতে পারবো না। ছোটবেলার ঐ অসুখটা আমাকে বন্ধ্যা করে দিয়েছে। আমি সব সময় সন্তান চেয়ে আসছি কিন্তু নিজের জন্য এরকম কিছু পাবার উপায় নেই আমার। আমি সরি। আমি জানি এটা তোমার জন্য কতোটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তুমি একটু আগে এমন এক মেয়েকে বিয়ের জন্য প্রপোজ করেছো, যে তোমাকে কোন সন্তান দিতে পারবে না। কোন উত্তরাধিকার দিতে পারবে না।"

হুলিয়ানের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় এ কথা শোনার পর।

তার চোখে চোখ রেখে অ্যাম্ব্রা তাকে দিয়ে কথা বলাতে চেয়েছিল। *হুলিয়ান, এটা এমন একটা মুহূর্ত যখন তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে বলবে, সব ঠিক আছে। এটা এমন একটা মুহূর্ত যখন আমাকে বলবে, এতে কিছু যায় আসে না। যাই হোক না কেন, তুমি আমাকে ভালোবাসো।*

এরপরই সেটা হয়েছিল।

হুলিয়ান আস্তে করে তার থেকে একটু সরে বসেন।

তখনই অ্যাম্ব্রা বুঝে যায়, সব শেষ।

boighar.com

অধ্যায় ৪৫

গার্ডিয়া ডিভিশনের ইলেক্ট্রনিক সিকিউরিটির অবস্থান রাজপ্রাসাদের বেজমেন্টে জানালাবিহীন কতোগুলো ঘরে। ইচ্ছেকৃতভাবেই প্রাসাদের বিশাল গার্ডিয়া ব্যারাক আর আরমোরি থেকে এই ডিভিশনটি আলাদা করে রাখা হয়েছে। এর হেডকোয়ার্টারে রয়েছে কয়েক ডজন কম্পিউটার কিউবিকল, একটা টেলিফোন সুইচবোর্ড আর একদেয়াল ভর্তি সিকিউরিটি মনিটর। আটজনের একটি কর্মিবাহিনী, যাদের সবার বয়স পয়ত্রিশের নিচে, তাদের কাজ একটাই–রাজপ্রাসাদের স্টাফ এবং গার্ডিয়া রিয়েলের জন্য নিরাপদ কমিউনিকেশন্স নেটওয়ার্কের ব্যবস্থা করা। সেইসাথে প্রাসাদের নিরাপত্তার জন্য ইলেক্ট্রনিক সার্ভিল্যান্স সাপোর্ট দেয়ার কাজটাও তারা করে থাকে।

আজ রাতেও অন্যসব দিনের মতো বেজমেন্টের ঘরগুলো গুমোট, মাইক্রোওয়েভে নুডলস গরম করা হচ্ছে, পপকর্ন ভাজা হচ্ছে। বেশ শব্দ করেই গুঞ্জন করছে ফ্লুরোসেন্ট বাতিগুলো।

এখানেই আমি আমার অফিসটা রাখার কথা বলেছিলাম তাদেরকে, ভাবলো মার্টিন।

টেকনিক্যালি, 'পাবলিক রিলেশন্স কো-অর্ডিনেটর'-এর পদটি গার্ডিয়ার না হলেও কাজের প্রয়োজনে মার্টিনকে শক্তিশালি কম্পিউটারে অ্যাকসেস থেকে শুরু করে টেকনোলজি বিশেষজ্ঞ স্টাফদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হয়। এজন্যে ইলেক্ট্রনিক সিকিউরিটি ডিভশনটা তার কাছে নিজের বলে মনে হয় না। উপরে তার অফিসটা অপেক্ষাকৃত কম যন্ত্রপাতি দিয়ে সজ্জিত।

আজ রাতে, মার্টিন ভাবলো, *আমার দরকার হবে টেকনোলজির প্রায় সবকিছু।*

বিগত কয়েক মাস ধরে তার প্রধান কাজ ছিল, প্রিন্স হুলিয়ান যে ধীরে ধীরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছেন ক্ষমতার সেই পালা বদলের ব্যাপারগুলো নিয়ে। কাজটা মোটেও সহজ ছিল না। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অনেকেই এখন সোচ্চার। এরকম পালা বদলের সময় সেটা আরো বেশি প্রকট হয়ে উঠছে।

স্প্যানিশ সংবিধানের মতে রাজতন্ত্র হলো 'স্পেনের ঐক্য আর স্থায়ীত্বের প্রতীক।' কিন্তু মার্টিন জানে, এ মুহূর্তে *ঐক্য* প্রতিষ্ঠা করার মতো কিছু আর

নেই স্পেনে। ১৯৩১ সালে সেকেন্ড রিপাবলিক রাজতন্ত্রের অবসান ঘটায়। এরপর জেনারেল ফ্রাঙ্কো সব ওলটপালট করে দেয়, ১৯৩৬ সালে গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত হয় দেশটা।

যদিও বর্তমান সময়ে রাজতন্ত্র পুণপ্রতিষ্ঠিত করাকে অনেকেই উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করে থাকে, তারপরও উদারপন্থিরা এখনও পূর্বের রাজাদেরকে তাদের অত্যাচারি শাসন আর ধর্মিয়-সামরিক অতীতের জন্য নিন্দা করে থাকে। তারা প্রতিদিনই স্মরণ করিয়ে দেয়, পুরোপুরি আধুনিক বিশ্ব হতে গেলে স্পেনকে এখনও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে।

এই মাসে মনিকা মার্টিনের মেসেজটায় রাজাকে ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, যিনি সত্যিকার অর্থে কোন ক্ষমতা ভোগ করেন না। দেশের রাজা যখন দেশটির রাষ্ট্রপ্রধান এবং সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ হিসেবে অধিষ্ঠিত তখন এসব কথা ধোপে টেকানো খুবই কঠিন।

রাষ্ট্রপ্রধান, ভাবলো মার্টিন, *এমন একটা দেশের যেখানে চার্চ আর রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ নিয়ে সব সময়ই বিতর্ক চলে আসছে।* অসুস্থ রাজার সাথে বিশপ ভালদেসপিনোর সখ্যতা-বন্ধুত্ব সেকুলার আর উদারপন্থিদের জন্য বহুকাল থেকেই চক্ষুশূল হয়ে আছে।

আর আছেন যুবরাজ হুলিয়ান, সে ভাবলো।

মার্টিন জানে তার এই চাকরির জন্য যুবরাজের কাছে সে ঋণী কিন্তু এই মানুষটাই আজকাল তার কাজ খুব কঠিন করে দিয়েছেন। কয়েক সপ্তাহ আগে যুবরাজ যে কাণ্ডটা করেছেন, পাবলিক রিলেশন্সের দিক থেকে দেখলে সেরকম কোন বিপর্যয় সে জীবনেও দেখেনি।

ন্যাশনাল টেলিভিশনের লাইভ অনুষ্ঠানে যুবরাজ হুলিয়ান হাটু গেঁড়ে বসে হাস্যকরভাবেই অ্যাম্ব্রা ভিদালকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসেন। অ্যাম্ব্রা ভিদাল সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে যে বিব্রতকর মুহূর্তটার সৃষ্টি হতো সেটা কল্পনা করলেও তার গা শিউড়ে ওঠে। ভাগ্য ভালো, এরকম কিছু ঘটেনি। মহিলা কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

দুভার্গ্যের ব্যাপার হলো এই বিপর্যয়ের পরই অ্যাম্ব্রা ভিদাল যুবরাজের জন্য অস্বস্তি বয়ে আনেন। এই মাসে তার কিছু কাজকারবার আর আচার আচরণ মার্টিনের গণসংযোগের জন্য চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে।

আজ রাতের ঘটনায় অ্যাম্ব্রা ভিদালের উপস্থিতি মনে হচ্ছে এসব দুশ্চিন্তাকেও ছাড়িয়ে যাবে। বিলবাও'তে যে ঘটনা ঘটে গেছে সেটার ফলাফল

boighar.com

কতোটা মারাত্মক হতে পারে সে সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই। বিগত কয়েক ঘণ্টা ধরে কন্সপিরেসি থিওরিওয়ালারা দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলছে। এরমধ্যে কেউ কেউ বিশপ ভালদেসপিনোর জড়িত থাকার হাইপোথিসিসও দিয়ে যাচ্ছে।

সবচাইতে দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, গুগেনহাইমের খুনিকে নাকি শেষ মুহূর্তে প্রাসাদ থেকে ফোন করে অতিথিদের তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এই একটুকরো খবরটি এমন এক কন্সপিরেসি থিওরির জন্ম দিচ্ছে যে, অসুস্থ শয্যাশায়ি রাজা আর বিশপ ভালদেসপিনো ষড়যন্ত্র করে ভার্চুয়াল দুনিয়ার উপদেবতা আমেরিকান হিরো এডমন্ড কিয়ার্শ, যিনি বেশ কিছুদিন ধরে স্পেনে বসবাস করে আসছেন, তাকে হত্যা করেছে।

এটা ভালদেসপিনোকে শেষ করে দেবে, ভাবলো মার্টিন।

"সবাই একটু মন দিয়ে শোনো!" কন্ট্রোল রুমে ঢুকেই গারজা বলে উঠলো। "যুবরাজ আর বিশপ ভালদেসপিনো এই প্রাসাদের কোথাও আছেন! সবগুলো সিকিউরিটি ক্যামেরা চেক করে তাদের অবস্থান খুঁজে বের করো এক্ষুণি!"

কমান্ডার এবার মার্টিনের অফিসের সামনে এসে শান্তকণ্ঠে যুবরাজ আর বিশপের উধাও হয়ে যাবার খবরটা জানালো তাকে।

"উনারা নেই মানে?" অবিশ্বাসে বলে উঠলো মার্টিন। "উনারা উনাদের ফোন যুবরাজের সিন্দুকে রেখে গেছেন?"

কাঁধ তুলল গারজা। "যাতে করে আমরা তাদেরকে ট্র্যাক করতে না পারি।"

"কিন্তু তাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের," বলল মার্টিন। "যুবরাজকে এক্ষুণি একটা স্টেটমেন্ট দিতে হবে। আর বিশপের কাছ থেকে উনি যতো দূরে থাকবেন ততোই মঙ্গল।" নতুন খবরগুলোর সবই জানিয়ে দিলো সে গারজাকে।

এবার গারজারই অবাক হবার পালা। "এগুলো সবই মনগড়া কথা। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে কোনভাবেই ভালদেসপিনো থাকতে পারেন না।"

"হয়তো সেটাই, কিন্তু খুনটা মনে হচ্ছে ক্যাথলিক চার্চের সাথে সম্পর্কিত। একটু আগে কেউ একজন ঐ খুনি আর চার্চের সর্বোচ্চ মহলের সাথে একটা কানেকশান খুঁজে পেয়েছে। আপনি একটু দেখুন।" কন্সপিরেসিনেট-এর লেটেস্ট আপডেটটা দেখালো মার্টিন। এখানেও হুইসেল ব্লোয়ার হিসেবে কৃতিত্ব

দেয়া হয়েছে monte@iglesia.org নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে। "এটা কয়েক মিনিট আগে লাইভে গেছে।"

উপুড় হয়ে আপডেটটা পড়ে নিলো গারজা। "*পোপ!*" আৎকে উঠলো সে। মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। "আভিলার সাথে পোপের ব্যক্তিগত–"

"পড়তে থাকুন।"

পড়া শেষ হলে গারজা মনিটরের সামনে থেকে একটু সরে দাঁড়ালো, পিটপিট করতে লাগলো তার চোখ। যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছে।

ঠিক তখনই একটা পুরুষ কণ্ঠ ডেকে উঠলো কন্ট্রোল রুম থেকে। "কমান্ডার গারজা? আমি উনাদেরকে লোকেট করতে পেরেছি!"

গারজা আর মার্টিন দ্রুত উঠে চলে গেল এজেন্ট সুরেশ ভাল্লার কিউবিকলের দিকে। এই ভারতীয় বংশোদ্ভুত সার্ভিলেন্স স্পেশালিস্ট একটা মনিটরের দিকে ইঙ্গিত করলো, ওটাতে দু-জন মানুষকে দেখা যাচ্ছে–একজনের পরনে বিশপের আলখাল্লা আর অন্যজনের গায়ে ফর্মাল সুট। তারা একটি বৃক্ষশোভিত পথ দিয়ে হেটে যাচ্ছে।

"পুবদিকের বাগানে," সুরেশ বলল। "দুই মিনিট আগের এটা।"

"তারা প্রাসাদ থেকে *বের* হয়ে গেছে?!" বলে উঠলো গারজা।

"একটু দাঁড়ান, স্যার।" ফুটেজটা ফার্স্ট-ফরোয়ার্ড করে বিভিন্ন ক্যামেরা থেকে পাওয়া ফুটেজের মাধ্যমে বিশপ আর যুবরাজের গতিবিধি অনুসরণ করে অবশেষে দেখা গেল, তারা দু-জন বাগান থেকে বের হয়ে আবদ্ধ একটি প্রাঙ্গনের দিকে যাচ্ছে।

"তারা যাচ্ছে কোথায়?!"

তারা কোথায় যাচ্ছে সে সম্পর্কে মার্টিনের বেশ ভালো ধারণাই আছে। সে এটাও খেয়াল করেছে, ভালদেসপিনো চালাকি করে একটু ঘুরপথে ওখানে গেছেন যাতে করে মেইন প্লাজায় থাকা মিডিয়া ট্রাকগুলোর নজরে না পড়েন তারা।

যেমনটা সে ভেবেছে, ভালদেসপিনো আর হুলিয়ান আলমুদেনা ক্যাথেড্রালের দক্ষিণ দিককার প্রবেশপথ দিয়ে ভেতরে ঢুকেছেন।

দৃশ্যটা দেখে চুপ মেরে গেল গারজা। তাকে দেখে বোঝাই যাচ্ছে, এইমাত্র কী দেখেছে সেটা তার বোধগম্য হচ্ছে না। "আমাকে পোস্ট করে যেতে থাকো," অবশেষে বলল সে, মার্টিনকে একটু পাশে ডেকে নিয়ে গেল ইশারায়।

কেউ যাতে তাদের কথা শুনতে না পায় সেরকম দূরত্বে গিয়ে ফিসফিস

boighar.com

করে গারজা বলল, “আমার কোন ধারণাই নেই, বিশপ কী বুঝসুঝ দিয়ে যুবরাজকে প্রাসাদের বাইরে নিয়ে যেতে পারলেন, তা-ও আবার তাদের ফোনদুটো ফেলে রেখে। তবে এটা পরিষ্কার, ভালদেসপিনোর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে সে সম্পর্কে যুবরাজের কোন ধারণাই নেই। এটা যদি তিনি জানতেন তাহলে তার কাছ থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন।”

“আমারও সেটাই মনে হচ্ছে,” মার্টিন বলল। “কিন্তু আমার অনুমাণ করতে খারাপ লাগছে, বিশপের শেষ চালটা কী হতে পারে...” সে থেমে গেল।

“কি, বলো?” জানতে চাইলো গারজা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মার্টিন। “মনে হচ্ছে ভালদেসপিনো এইমাত্র খুবই মূল্যবান একজন জিম্মিকে নিজের কব্জায় নিয়ে নিলেন।”

*

প্রায় ২৫০ মাইল উত্তরে, গুগেনহাইম জাদুঘরের আর্টিয়ামের ভেতরে এজেন্ট ফনসেকার ফোনটা হঠাৎ করেই বেজে উঠলো। বিশ মিনিটে এ নিয়ে ছয়বার। কলার আইডির দিকে তাকাতেই নড়েচড়ে উঠলো সে।

“সি?” জবাব দিলো, তার হৃদপিণ্ড রীতিমতো লাফাচ্ছে।

ফোনের অপর প্রান্তের কণ্ঠটা স্প্যানিশে শান্ত ভঙ্গিতে বলল। “এজেন্ট ফনসেকা, তুমি নিশ্চয় জানো, স্পেনের ভবিষ্যৎ রাণী আজ রাতে বিশাল বড় একটা ভুল পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেছে। ভুল মানুষের সাথে জড়িয়েছে নিজেকে, আর এখন সেটা রাজপ্রাসাদের জন্য মারাত্মক বিব্রতকর ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কোন ক্ষতি যাতে না হয়, সেজন্যে তাকে যতো দ্রুত সম্ভব প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে আসো।”

“আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, মিস ভিদালের বর্তমান অবস্থান আমাদের জানা নেই।”

“চল্লিশ মিনিট আগে এডমন্ড কিয়ার্শের নিজস্ব প্লেনটা বিলবাও এয়ারপোর্ট থেকে বার্সেলোনার পথে রওনা দিয়েছে,” কণ্ঠটা জানালো। “আমার বিশ্বাস মিস ভিদাল সেই প্লেনেই আছে।”

“আপনি এটা কিভাবে জানতে পারলেন?” ফনসেকা একটু তেঁতে উঠলেও সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলে নিলো।

“তুমি যদি তোমার কাজটা ঠিকমতো করতে,” তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলা হলো ফোনের ওপাশ থেকে, “তাহলে তুমিও এটা জানতে পারতে। আমি চাই, তুমি

আর তোমার পার্টনার এখনই তাকে অনুসরণ করো। তোমাদের জন্য একটা মিলিটারি প্লেন রেডি করে রাখা আছে বিলবাও এয়ারপোর্টে।"

"মিস ভিদাল যদি ঐ প্লেনে থেকে থাকে," ফনসেকা বলল, "তাহলে তার সঙ্গে সম্ভবত ঐ আমেরিকান প্রফেসর রবার্ট ল্যাংডনও আছেন।"

"হ্যা, সে-ও আছে," কলার রেগেমেগে বলল। "আমি জানি না, ঐ লোক কিভাবে মিস ভিদালকে তার সিকিউরিটি পরিত্যাগ করাতে রাজি করালো, পালাতে উদ্বুদ্ধ করলো। তবে এটা পরিষ্কার, মি. ল্যাংডন একটা বোঝা। তোমার মিশন হলো, মিস ভিদালকে খুঁজে বের করে এখানে নিয়ে আসা, এরজন্যে প্রয়োজনে বল প্রয়োগের দরকার হলে সেটাও করবে।"

"আর ল্যাংডন যদি তাতে নাক গলায়?"

দীর্ঘক্ষণ কোন কথা বলল না ফোনের অপর পাশের কণ্ঠটা। "যতোটা কম কোলাটেরাল ড্যামেজ করা সম্ভব করবে," জবাবে বলল কলার, "তবে এই সঙ্কটটা এতই মারাত্মক যে, প্রফেসরের কিছু হলেও সেটা মেনে নেয়া হবে।"

boighar.com

বইঘর.কম

অধ্যায় ৪৬

কন্সপিরেসিনেট.কম

ব্রেকিং নিউজ

কিয়ার্শের কাভারেজ মেইনস্ট্রিম মিডিয়াগুলোতেও প্রচার করা হচ্ছে!

আজ রাতে এডমন্ড কিয়ার্শের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ঘোষণাটি অনলাইনে প্রচার হতে শুরু করলে বিস্ময়করভাবে সেটা ত্রিশলক্ষ দর্শককে আকর্ষণ করে। হত্যাকাণ্ডের পর কিয়ার্শের সংবাদ অবশ্য সারাবিশ্বের মেইনস্ট্রিম টিভি নেটওয়ার্কগুলোতেও লাইভ সংবাদে ঠাই করে নিয়েছে। বর্তমানে এর দর্শক সংখ্যা আনুমানিক আট কোটি।

অধ্যায় ৪৭

কিয়ার্শের গালফস্ট্রিম বিমানটি বার্সেলোনা অভিমুখে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করতেই রবার্ট ল্যাংডন তার কফিটুকু শেষ করে নিলো। প্লেনে এডমন্ডের সংগ্রহে থাকা বাদাম, রাইস কেক নিয়ে এসেছিল অ্যাম্ব্রা, তারা দু-জনে সেগুলোর কিছুটা খেয়েও নিয়েছে, নিরামিষি খাবারগুলোর উচ্ছিষ্টের দিকে তাকালো সে। সবগুলোর স্বাদ তার কাছে একই রকম মনে হয়েছে।

টেবিলের ওপাশে অ্যাম্ব্রা তার দ্বিতীয় গ্লাস রেডওয়াইনটা শেষ করেছে এইমাত্র। তাকে বেশ রিল্যাক্স দেখাচ্ছে এখন।

"আমার কথাগুলো শোনার জন্য ধন্যবাদ," তার কথা শুনে তাকে একটু লজ্জিত মনে হলো। "অবশ্য, আমি কারোর সাথেই হুলিয়ানের ব্যাপারে কোন কথা বলিনি।"

বুঝতে পেরে ল্যাংডন মাথা নেড়ে সায় দিলো। হুলিয়ান কিভাবে টিভি প্রোগ্রাম চলার সময় তাকে অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল সে কাহিনী একটু আগে শুনেছে। *তার কোন উপায়ই ছিল না,* ল্যাংডনও এমত পোষণ করলো। ন্যাশনাল টেলিভিশনে সরাসরি প্রচারিত অনুষ্ঠানে স্পেনের ভবিষ্যৎ রাজাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেবার ঝুঁকিটা সে নিতে পারেনি।

"এটা ঠিক, আমি যদি জানতাম হুলিয়ান আমাকে এত তাড়াতাড়ি প্রস্তাব দেবে," বলল অ্যাম্ব্রা, "তাহলে আমি তাকে বলতাম আমার পক্ষে কখনও মা হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যেভাবে সে প্রস্তাব দিয়েছে, কিছুই করার ছিল না।" মাথা ঝাঁকালো অ্যাম্ব্রা। বিষন্নচোখে প্লেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। "আমি ভাবতাম তাকে আমি পছন্দ করি। জানি না, হয়তো এর কারণ–"

"একজন লম্বা, হ্যান্ডসাম যুবরাজ?" একটু বাঁকাহাসি দিয়ে বলল ল্যাংডন।

সশব্দে হেসে উঠলো অ্যাম্ব্রা। ফিরে তাকালো তার দিকে। "সে নিজেও এটা জানে। আমি জানি না, আমার কাছে তাকে ভালো মানুষ বলেই মনে হয়েছে। হয়তো নির্দিষ্ট একটি ঘেরাটোপে বড় হয়েছে কিন্তু বেশ রোমান্টিক–এডমন্ডের খুনের সাথে জড়িত থাকতে পারে সেরকম কেউ বলে মনে হয়নি।"

ল্যাংডনও তাই মনে করে। এডমন্ডের হত্যাকাণ্ড থেকে যুবরাজ তেমন

কোন ফায়দা লুটতে পারবেন না। তাছাড়া যুবরাজ যে এরকম ঘটনার সাথে জড়িত তার কোন শক্ত প্রমাণও নেই–কেবলমাত্র প্রাসাদ থেকে একটা ফোন করে খুনি আভিলাকে অতিথিদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারটা বাদ দিলে। এখন মনে হচ্ছে বিশপ ভালদেসপিনোই সন্দেহের তালিকায় এক নাম্বারে আছেন। তিনি এডমন্ডকে অনুষ্ঠানটি না করার জন্য হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিলেন, কারণ তিনি ভালো করেই জানতেন এই ঘোষণাটি এ বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলোর উপরে কতোটা বিরূপ প্রভাব ফেলতো। কতোটা ক্ষতি করতো।

"আমি অবশ্যই হুলিয়ানকে বিয়ে করতে পারবো না," শান্তকণ্ঠে বলল অ্যাম্ব্রা। "আমি শুধু ভাবছি, আমার সন্তান জন্ম দিতে না পারার অক্ষমতার জন্য সে হয়তো নিজে থেকেই এনগেজমেন্টটা বাতিল করে দেবে। তার পূর্বপুরুষেরা চারশত বছর ধরে রাজত্ব করে যাচ্ছে। তার বংশগতির এই ধারাবাহিকতা ক্ষুন্ন করার কারণ হতে চাই না আমি।"

মাথার উপরে স্পিকারটা শব্দ করে উঠলো। পাইলট ঘোষণা দিলো বার্সেলোনায় ল্যান্ড করা হবে এখনই।

যুবরাজের চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালো অ্যাম্ব্রা, কেবিনটা পরিষ্কার করতে শুরু করলো সে। টেবিলটা মুছে বেঁচে যাওয়া খাবারগুলো ডিসপোজ বিনে ফেলে দিলো।

"প্রফেসর," টেবিলের উপরে রাখা এডমন্ডের ফোন থেকে বলে উঠলো উইনস্টন, "আমার মনে হয় আপনাদের জানা দরকার, অনলাইনে এখন নতুন খবর ভাইরাল হয়ে গেছে–বিশপ ভালদেসপিনো আর খুনি অ্যাডমিরাল আভিলার মধ্যে যে গোপন একটি লিঙ্ক আছে সেটার শক্তিশালি প্রমাণ পাওয়া গেছে।"

খবরটা জানতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো ল্যাংডন।

"দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো আরো খবর আছে," উইনস্টন যোগ করলো। "আপনি নিশ্চয় বিশপ ভালদেসপিনো, নামকরা এক রাবাই আর সর্বজন শ্রদ্ধেয় এক ইমামের সাথে কিয়ার্শের গোপন মিটিংটার কথা জানেন। এই তিনজনের মধ্যে ইমামকে দুবাইর মরুভূমিতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আর কিছুক্ষণ আগে বুদাপেস্ট থেকে খবর এসেছে, রাবাই ইয়েহুদা কোভেসও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।"

খবরটা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল ল্যাংডন।

"ব্লগাররা এরইমধ্যে এরকম সময় কাকতালিয়ভাবে তাদের মৃত্যু হওয়াটাকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু করে দিয়েছে," বলল উইনস্টন।

অবিশ্বাসে মাথা নেড়ে সায় দিলো ল্যাংডন। যেভাবেই দেখা হোক না কেন, বিশপ ভালদেসপিনোই এখন পৃথিবীর একমাত্র জীবিত ব্যক্তি যে জানে এডমন্ড কিয়ার্শের আবিষ্কারের কথাটি।

*

গালফস্ট্রিম জি৫৫০ বার্সেলোনার সাবাদেল এয়ারপোর্টের রানওয়েটা স্পর্শ করতেই প্লেনের জানালা দিয়ে ব্যাইরে কোন পাপারাৎজি কিংবা প্রেসের উপস্থিতি দেখতে না পেয়ে অ্যাম্ব্রা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

এডমন্ডের মতে, ভক্তদের এড়িয়ে যাবার জন্য সে বার্সেলোনার এল-পার্ত এয়ারপোর্টে না নেমে এই ছোট্ট জেটপোর্টটাই বেছে নিতো।

সত্যি বলতে, এটা আসল কারণ ছিল না, অ্যাম্ব্রা জানতো।

সত্যি হলো, এডমন্ড মনোযোগ আকর্ষণ করতে ভালোবাসতো, সুতরাং তার প্লেনটা সাবাদেল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করাটা ছিল এক ধরণের অজুহাত, সে আসলে চাইতো এখান থেকে তার প্রিয় টেসলার মডেল এক্স পি৯০ডি স্পোর্টস কারটা চালিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে। বলা হয়ে থাকে, টেসলা এবং স্পেস এক্স-এর মালিক, আরেক বিলিওনার ইলন মাস্ক নিজে এডমন্ডের হাতে গাড়িটার চাবি তুলে দিয়েছিলেন উপহার হিসেবে। শোনা যায়, এডমন্ড নাকি একবার তার পাইলটকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিল, একমাইল দীর্ঘ রানওয়েতে গালফস্ট্রিম বনাম টেসলার একটা রেস খেলার জন্য। কিন্তু পাইলট সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি।

এডমন্ডকে আমি খুব মিস করবো, বিষন্ন হয়ে ভাবলো অ্যাম্ব্রা। এটা সত্যি, খুব উন্নাসিক আর দুর্মুখ হলেও মানুষটার কল্পনাশক্তি ছিল অসাধারণ। আজ রাতে তার সাথে যা ঘটে গেছে সেটা তার মতো মানুষ প্রত্যাশা করে না। *এখন কেবল তার আবিষ্কারটি উন্মোচন করে তাকে সম্মান জানাতে পারি।*

প্লেনটা যখন এডমন্ডের সিঙ্গেল-প্লেন হ্যাঙ্গারে ঢোকানোর পর ইঞ্জিন বন্ধ করা হলো তখন বাইরে তাকিয়ে চারপাশে শান্ত স্বাভাবিক পরিবেশ দেখতে পেলো অ্যাম্ব্রা। স্পষ্টতই, সে আর প্রফেসর ল্যাংডন রাডারের আওতায়ই ফ্লাই করেছে।

প্লেনের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসতেই অ্যাম্ব্রা গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে নিলো, মাথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করলো সে। দ্বিতীয় গ্লাস মদ্যপান না

boighar.com

করলেই ভালো হতো। মাথাটা ঝিমঝিম করছে এখন। হ্যাঙ্গারের সিমেন্টের মেঝেতে পা রাখতেই একটু হড়কে গেল সে, কিন্তু ল্যাংডনের শক্তহাত তার কাঁধটা ধরে ভারসাম্য ঠিক রাখতে সাহায্য করলো তাকে।

"ধন্যবাদ," প্রফেসরের দিকে চেয়ে ফিসফিসিয়ে বলল সে। মনে হচ্ছে দুই কাপ কফি পান করে ভদ্রলোক বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

"আমাদেরকে যতোটা সম্ভব দ্রুত সবার অলক্ষ্যে চলে যেতে হবে," বলল ল্যাংডন, দেখতে পেলো হ্যাঙ্গারের এককোণে কালো চকচকে এসইউভি গাড়িটা পার্ক করা আছে। "মনে হয় এই গাড়ির কথাটাই বলেছিলেন আমাকে?"

সায় দিলো অ্যাম্ব্রা। "এডমন্ডের গোপন প্রেম।"

"অদ্ভুত লাইসেন্স প্লেট দেখছি।"

গাড়িটার অভিজাত নাম্বারপ্লেটের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো।

E-WAVE

"তো," সে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলো, "এডমন্ড আমাকে বলেছিল, গুগল আর নাসা সম্প্রতি D-Wave নামের যুগান্তকারি একটি সুপারকম্পিউটার উদ্ভাবন করেছে–এটা এ বিশ্বের অন্যতম প্রথম 'কোয়ান্টাম' কম্পিউটার। সে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেসব জটিল কথা আমার মাথায় ঢোকেনি–কী সব বলছিল, সুপারপজিশন আর কোয়ান্টাম মেকানিক্স সৃষ্টি করেছে সম্পূর্ণ নতুন জাতের একটি মেশিন। যাই হোক, এডমন্ড আমাকে বলেছিল, সে চায় এমন একটি কম্পিউটার বানাতে যেটা D-Wave-কেও ছাড়িয়ে যাবে। এই নতুন কম্পিউটারের নামও ঠিক করে রেখেছিল সে–E-Wave।"

"E মানে এডমন্ড," ল্যাংডন আমুদে ভঙ্গিতে বলল।

আর E অক্ষরটি D অক্ষরের এক ধাপ সামনে থাকে, অ্যাম্ব্রা ভাবলো। *২০০১: স্পেস ওডিসি*'র বিখ্যাত HAL নামের কম্পিউটারের গল্পটা এডমন্ড যে তাকে বলেছি সে-কথা মনে পড়ে গেল। আরবান লেজেন্ড বলে, IBM নামটি নাকি এজন্যে রাখা হয়েছে, কারণ এটা HAL-এর প্রতিটি অক্ষর থেকে এক ধাপ এগিয়ে আছে।

"গাড়ির চাবিটা?" ল্যাংডন জানতে চাইলো। "আপনি বলেছিলেন, এডমন্ড ওটা কোথায় লুকিয়ে রাখতো সেটা আপনি জানেন।"

"ও কোন চাবি ব্যবহার করতো না," এডমন্ডের ফোনটা তুলে ধরলো

অ্যাম্ব্রা। "গত মাসে আমরা এখানে যখন এসেছিলাম তখন সে আমাকে এটা বলেছিল।" ফোনে থাকা টেসলার অ্যাপটা ওপেন করে সামোন কমান্ড সিলেক্ট করলো এবার।

সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঙ্গারের কোণে রাখা এসইউভিটার হেডলাইট জ্বলে উঠলো, সেই সঙ্গে কোন প্রকার শব্দ না তুলেই আস্তে করে এগিয়ে এসে তাদের পাশে থেমে গেল টেসলার ইলেক্ট্রিক গাড়িটা।

ল্যাংডন ঘাড় উঁচিয়ে তাকিয়ে থাকলো। সেল্ফ-ড্রাইভিং গাড়িটার কর্মকাণ্ড দেখে সে বিচলিত হয়ে পড়েছে।

"ভাববেন না," তাকে আশ্বস্ত করলো অ্যাম্ব্রা। "আমি নিজে ড্রাইভ করে এডমন্ডের অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাবো আপনাকে।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ল্যাংডন গাড়িতে উঠতে যাবার সময় লাইসেন্স প্লেট নাম্বারটা দেখে জোরে হেসে ফেলল।

অ্যাম্ব্রাও জানে কী কারণে প্রফেসর হেসে ফেলেছে–এডমন্ডের লাইসেন্স প্লেটে লেখা আছে : তারছেঁড়ারাই এই পৃথিবীর মালিক হবে।

"ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বলা," গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল ল্যাংডন, "আর যাই হোক, এডমন্ডের কোন গুনের মধ্যে পড়ে না।"

"ও ওর গাড়িটা ভীষণ পছন্দ করতো," ল্যাংডনের পাশে বসে বলল অ্যাম্ব্রা। "পুরোপুরি ইলেক্ট্রিক আর ফেরারির চেয়েও দ্রুত গতির।"

হাই-টেক ড্যাশবোর্ডের দিকে চোখ যেতেই কাঁধ তুলল ল্যাংডন। "আমি আসলে ঠিক গাড়ি পাগল নই।"

হেসে বলল অ্যাম্ব্রা। "সমস্যা নেই, হয়ে যাবেন।"

boighar.com

অধ্যায় ৪৮

আভিলার উবার গাড়িটা অন্ধকারে ছুটে যাবার সময় সে অবাক হয়ে ভাবলো, নৌবাহিনীতে থাকার সময় কতোবার সে বার্সেলোনার বন্দরে নোঙর করেছিল।

তার ঐ জীবনটা এখন মনে হয় এক জনম দূরের ব্যাপার। আর সেটা শেষ হয়েছে সেভিয়াতে আগুনের লহমায়। ভাগ্য হলো নির্দয় আর দুবোর্ধ্য এক রক্ষিতা। তারপরও তার মধ্যে এক ধরণের রহস্যময় স্থিতি রয়েছে। যে ভাগ্য তার হৃদয়টাকে দুমড়েমুচড়ে দিয়েছিল সেভিয়ার ক্যাথেড্রালে, সেই একই ভাগ্য তাকে এখন দ্বিতীয় জীবন দান করেছে–একেবারে ভিন্ন ধরণের এক ক্যাথেড্রালের আশ্রমের চারদেয়ালের মধ্যে।

পরিহাসের বিষয় হলো, যে লোকটা তাকে ওখানে নিয়ে গেছিল সে মার্কো নামের একজন ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট।

"পোপের সাথে মিটিং?" কয়েক মাস আগে তার ট্রেইনার মার্কো যখন তাকে প্রস্তাব দেয় তখন আভিলা বলেছিল। "আগামিকাল? রোমে?"

"আগামিকাল...তবে সেটা *স্পেনে*," জবাবে বলেছিল মার্কো।

"পোপ এখানে থাকেন?" আভিলা তার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল যেন লোকটা বদ্ধ উন্মাদ। "মিডিয়া তো কিছুই বলেনি, হিজ হলিনেস স্পেনে আছেন এখন।

"একটু আস্থা রাখুন, অ্যাডমিরাল," হেসে বলেছিল মার্কো। "যদি না আপনি কাল অন্য কোথাও চলে যান।"

নিজের আহত পায়ের দিকে তাকিয়েছিল আভিলা।

"আমরা নয়টার দিকে রওনা দেবো," মার্কো বলতে থাকে। "আমি কথা দিচ্ছি, আমাদের ছোট্ট এই ভ্রমণটা রিহ্যাবের চেয়ে কম যন্ত্রণা দেবে আপনাকে।"

পরদিন আভিলা তার নেভির ইউনিফর্ম পরে একজোড়া ক্লাচ হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিল। নেভির এই পোশাকটা তার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল মার্কো নিজে। মার্কোর পুরনো একটি ফিয়াট গাড়িতে করে তারা হাসপাতাল থেকে বের হয়ে যায়। আভেনিদা দে লা রাৎজা দিয়ে যখন গাড়িটা শহর ছেড়ে উঠে আসে হাইওয়ে এন৪-এ তখন আভিলা উৎসুক হয়ে উঠেছিল।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?" একটু অস্বস্তির সাথেই জিজ্ঞেস করেছিল সে।

"রিল্যাক্স," হেসে বলে মার্কো। "আমার উপর ভরসা রাখুন। মাত্র আধঘণ্টার পথ।"

আভিলা জানতো এই হাইওয়ে এন-৪-এর আশেপাশে ১৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত পথের চারপাশে কিছুই নেই। খুব বড় একটা ভুল করে ফেলেছে সে, এমন ভাবনাও পেয়ে বসে তাকে। আধঘণ্টা ভ্রমণের পর তারা এসে পৌঁছায় এল তরবিস্‌কাল নামে ভুতুরে এক শহরে–এক সময় সমৃদ্ধ একটি গ্রাম, যার বর্তমান বাসিন্দার সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নেমে গেছে। *এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলো?!*

আরো কয়েক মিনিট গাড়ি চালানোর পর হাইওয়ে থেকে নেমে উত্তর দিকে এগোতে লাগলো মার্কো।

"আপনি কি এটা দেখতে পাচ্ছেন না?" বহু দূরের একটি কৃষিজমির দিকে ইঙ্গিত করে বলে মার্কো।

আভিলা কিছুই দেখতে পায়নি। হয় এই তরুণ ট্রেইনার হেলুসিনেশনে ভুগছে নয়তো আভিলার দৃষ্টিশক্তি কমে এসেছে বয়সের কারণে।

"দারুণ না এটা?"

প্রখর রোদে চোখ কুঁচকে তাকায় আভিলা। অবশেষে দেখতে পায় কালচে রঙের একটি আকার মাটি থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটু কাছে এগোতেই অবিশ্বাসে চোখদুটো বিস্ফোরিত হয়ে যায় তার।

এটা...একটা ক্যাথেড্রাল?

এরকম আকার-আকৃতির ভবন মাদ্রিদ কিংবা প্যারিসে দেখা যায়। আভিলা বলতে গেলে সারাটা জীবন সেভিয়াতেই কাটিয়ে দিয়েছে তারপরও তার জানা ছিল না এরকম বিশাল ফাঁকা এক জায়গায় একটা ক্যাথেড্রাল রয়েছে।

যতো কাছে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের গাড়িটা ততোই মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠছে কম্প্লেক্সটি। এর চারপাশ ঘিরে থাকা বিশাল বড় সিমেন্টের দেয়ালটি আভিলাকে ভ্যাটিকান সিটির কথা মনে করিয়ে দিলো।

মেইন রাস্তা ছেড়ে ক্যাথেড্রালে যাবার ছোট্ট একটি অ্যাকসেস রোড ধরে এবার এগোতে লাগলো মার্কো। সামনে দেখা গেল একটি বিশাল আর উঁচু লোহার দরজা। সেখানে আসতেই গাড়ি থামিয়ে পাশে একটি গ্লোভ বক্স থেকে লেমিনেটেড কার্ড তুলে নিয়ে গাড়ির ড্যাশবোর্ডের রাখে মার্কো।

একজন সিকিউরিটি গার্ড এগিয়ে এসে কার্ডটা দেখে গাড়ির ভেতরে উঁকি দিয়েছিল। মার্কোকে দেখে চওড়া একটা হাসি দেয় লোকটা। *"বিয়েনভেনিদোস,"* বলে সেই গার্ড। *"কুয়ে তাল, মার্কো?"*

boighar.com

তারা দু-জন করমর্দন করলো এবার। অ্যাডমিরালকে লোকটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো মার্কো।

"আ ভেনিদো অ্যা কনোসার আল পাপা," গার্ডকে বলল মার্কো। *সে এসেছে পোপের সাঙ্গে দেখা করতে।*

মাথা নেড়ে সায় দিলো গার্ড, সম্ভ্রমের সাথে আভিলার ইউনিফর্মে থাকা মেডেলগুলো দেখলো, তারপর হাত নেড়ে ভেতরে ঢোকার জন্য ইশারা করলো সে। বিশাল গেটটা খুলে গেলে আভিলার মনে হলো সে মধ্যযুগের কোন প্রাসাদে প্রবেশ করছে।

ধাপে ধাপে উপরে উঠে যাওয়া আটটি পেঁচানো টাওয়ারসহ গোথিক কাথেড্রালটি তার সামনে আবির্ভূত হলো। প্রতিটারই তিনিটি স্তরে তিনটি করে বেল টাওয়ার রয়েছে। তিনটি বিশাল আকারের গম্বুজ মিলে এর মূল কাঠামোটি তৈরি হয়েছে। বাইরের দিকটা গাঢ় বাদামি আর সাদা পাথরে তৈরি, ফলে এটাকে একটু আধুনিক ছাপ দিয়েছে।

আভিলা চোখ নামিয়ে প্রবেশ পথের দিকে তাকালো, সমান্তরালভাবে তিনটি রাস্তা চলে গেছে ভেতরে। প্রতিটি রাস্তার পাশে পামগাছের সারি। পুরো জায়গাটা বিভিন্ন ধরণের গাড়িতে ভরে আছে দেখে খুবই অবাক হলো সে–লাক্সারি সেডান, দামি বাস, কাদায় ঢাকা মপেড...যতো ধরণের যানবাহন আছে তার সবই দেখা যাচ্ছে।

মার্কো সবগুলো রাস্তা বাদ দিয়ে সোজা চলে গেল চার্চের সামনের প্রাঙ্গনের দিকে, ওখানে এক সিকিউরিটি গার্ড তাদেরকে দেখতে পেয়ে নিজের ঘড়ির দিকে তাকালো, তারপর হাত নেড়ে পাশের একটি খালি পার্কিং স্পটের দিকে ইশারা করলো গাড়ি রাখার জন্য।

"আমাদের একটু দেরি হয়ে গেছে," বলল মার্কো। "চলুন, জলদি ভেতরে ঢুকে পড়ি।"

আভিলা কিছু বলতে গেলেও বলতে পারলো না, তার কথা গলার কাছে এসে আটকে গেল।

চার্চের সামনে একটা সাইন দেখতে পেয়েছে সে :

ইগলেসিয়া কাতোলিকা পালমারিয়ানা

হায় ঈশ্বর! ভড়কে গেল আভিলা। *আমি এই চার্চ সম্পর্কে শুনেছি!*

মার্কোর দিকে তাকালো সে, নিজের হৃদস্পন্দনটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা

করলো। "এটা আপনার চার্চ, মার্কো?" চেষ্টা করলো তার কণ্ঠটা শুনে যেন মনে না হয় সে ভড়কে গেছে। "আপনি একজন *পালমারিয়ান?*"

মার্কো হেসে ফেলল। "আপনি শব্দটা এমনভাবে বললেন যেন ওটা কোন রোগ-বালাইর নাম। আমি খুবই ধার্মিক ক্যাথলিক, যে বিশ্বাস করে রোম বিপথে চলে গেছে।"

চার্চের দিকে আবারো তাকালো আভিলা। মার্কো যে বলেছিল পোপকে সে চেনে সেই অদ্ভুত দাবির আসল রহস্য এবার উন্মোচিত হয়েছে তার কাছে। *এই পোপ স্পেনে থাকে।*

কয়েক বছর আগে টিভি নেটওয়ার্ক ক্যানাল সুর পালমারিয়ান চার্চের কিছু সিক্রেট উন্মোচন করার উদ্দেশে *লা ইগলেসিয়া অসকুরা* নামের একটি ডকুমেন্টারি দেখিয়েছিল। এরকম অদ্ভুত একটি চার্চের অনুসারির সংখ্যা যে দিন দিন বেড়েই চলেছে, সেটা বাদ দিলেও এমন একটি চার্চের অস্তিত্ব রয়েছে শুনেই আভিলা রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেছিল।

লোককাহিনী মতে, স্থানীয় কিছু মানুষ কাছের একটা মাঠে পর পর কয়েকদিন রহস্যময় কিছু দেখার কথা দাবি করার পর পালমারিয়ান চার্চটা প্রতিষ্ঠা করা হয়। কথিত আছে, কুমারি মাতা মেরি তাদের সামনে আবির্ভূত হয়ে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, ক্যাথলিক চার্চ 'অধর্ম আর আধুনিকতায়' আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সত্যিকারের ধর্মবিশ্বাসকে রক্ষা করা দরকার।

কুমারি মেরি পালমারিয়ানদেরকে রোমের বর্তমান পোপকে অস্বীকার করে বিকল্প একটি চার্চ প্রতিষ্ঠা করতে বলেন। বর্তমান পোপকে 'ভুয়া পোপ' বলেও তিনি অভিহিত করেছিলেন। ভ্যাটিকানের পোপ যে বৈধ পন্টিফ নয়, এটা পরিচিত *সেদেভাকান্তিজম* নামে–এই বিশ্বাস মতে, সেন্ট পিটারের 'আসন' আক্ষরিক অর্থেই 'খালি' হয়ে গেছে।

পালমারিয়ানরা দাবি করে তাদের কাছে প্রমাণ আছে 'আসল' পোপ নাকি স্বয়ং তাদের প্রতিষ্ঠাতা ক্লেমেন্তে দোমিনগুয়েজ ফি গোমেজ, যিনি নিজের নামটা নিয়েছেন পোপ সপ্তদশ গ্রেগরির কাছ থেকে। মেইনস্ট্রিম ক্যাথলিকদের কাছে এই পোপ গ্রেগরি 'এন্টিপোপ' হিসেবে পরিচিত, যদিও তার সময়েই পালমারিয়ান চার্চের প্রসার বাড়তে থাকে ক্রমান্বয়ে। ২০০৫ সালে পোপ গ্রেগরি যখন ইস্টার মাস্-এ সভাপতিত্ব করার সময় মারা গেলেন তার সমর্থকেরা এরকম সময় মৃত্যুবরণ করাটাকে ঈশ্বরের তরফ থেকে একটি অলৌকিক ঘটনা বলে প্রচার করে। তাদের স্থির বিশ্বাস, এই লোকের সাথে স্বয়ং ঈশ্বরের সংযোগ ছিল।

এখন আভিলা বিশাল চার্চটার দিকে তাকিয়ে ভবনটিকে অশুভ না ভেবে পারলো না।

বর্তমান যে-ই এন্টিপোপ হোক না কেন, তার সাথে আমার দেখা করার কোন ইচ্ছে নেই।

পাপাসি নিয়ে তাদের সাহসি দাবি ছাড়াও পালমারিয়ান চার্চের বিরুদ্ধে ব্রেনওয়াশ করা, কাল্টজাতীয় ভয়ভীতি দেখানোসহ এমনকি বেশ কিছু রহস্যময় হত্যাকাণ্ডেরও অভিযোগ রয়েছে। ব্রিজিত ক্রসবি নামের চার্চের এক সদস্য আয়ারল্যান্ডের একটি পালমারিয়ান চার্চ থেকে নাকি 'পালাতে সক্ষম' হয়নি বলে তার পারিবারিক উকিল দাবি করেছিল।

আভিলা তার নতুন বন্ধুর সাথে খারাপ ব্যবহার করতে চায়নি, তবে আজকের ভ্রমণটা যে এরকম কিছু হবে সেটা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি সে। "মার্কো," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল সে, "আমি খুবই দুঃখিত, আমার মনে হচ্ছে না আমি এটা করতে পারবো।"

"আপনি যে এমনটা বলতে পারেন সেরকম কিছু আমার আগেই মনে হয়েছিল," জবাবে বলেছিল মার্কো, তাকে দেখে অবাক মনে হয়নি। "আমি স্বীকার করছি, আমি নিজেও যখন প্রথমবার এখানে এসেছিলাম আমারও একই রকম অনুভূতি হয়েছিল। আপনার মতো আমিও নানান রকমের গালগল্প আর গুজব শুনেছি। তবে আপনাকে আশ্বস্ত করে বলতে পারি, এসবই ভ্যাটিকানের ঘৃণ্য প্রচারণা ছাড়া আর কিছু না।"

আপনি কি তাদেরকে এজন্যে দোষ দিতে পারেন? অবাক হয়ে ভেবেছিল আভিলা। *আপনার এই চার্চ তাদেরকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে!*

"আমাদেরকে এক্সকমিউনিকেট করার জন্য রোমকে কিছু কারণ দেখাতে হবে, তাই এইসব মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়েছে তারা। অনেক বছর ধরেই পালমারিয়ানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেয়ার কাজ করে যাচ্ছে ভ্যাটিকান।"

একেবারে বিরাণ একটি জায়গায় এরকম বিশাল একটি ক্যাথেড্রাল আরেকবার দেখে নেয় আভিলা। তার মধ্যে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়েছিল। "আমি আসলে বুঝতে পারছি না," বলেছিল সে। "আপনাদের সাথে ভ্যাটিকানের কোন সম্পর্ক নেই, তাহলে এত টাকা আসে কোত্থেকে?"

মার্কো কথাটা শুনে হেসে ফেলেছিল। "ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে গোপনে অনেকেই পালমারিয়ান অনুসারি, তাদের সংখ্যার কথা জানতে পারলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। স্পেনের অনেক রক্ষণশীল ক্যাথলিক চার্চ আছে যারা রোমের উদারপন্থি পরিবর্তনগুলোকে অনুমোদন করে না, ভালো চোখে

দেখে না। তারা আমাদের মতো ঐতিহ্যবাহি মূল্যবোধ লালন করে যেসব চার্চ, সেগুলোতে নীরবে নিভৃতে টাকা-পয়সা দিয়ে থাকে।”

জবাবটা অপ্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু আভিলার কাছে সেটা সত্য বলেই মনে হয়। সে নিজেও জানে ক্যাথলিক চার্চগুলোর মধ্যে দিন দিন কোন্দল আর বিভক্তি বেড়েই চলেছে–যারা মনে করে চার্চকে আধুনিক হতে হবে নইলে শেষ হয়ে যাবে, আর যারা বিশ্বাস করে চার্চের আসল উদ্দেশ্য হলো পরিবর্তনের মাঝেও দৃঢ়ভাবে সমুন্নত থাকবে, তাদের মধ্যে বিবাদ ক্রমশ জোরদার হচ্ছে এখন।

“বর্তমান পোপ একজন অসাধারণ ব্যক্তি,” মার্কো বলেছিল। “আমি তাকে আপনার গল্পটা বলেছি, তিনি বলেছেন, আপনার মতো একজন উচ্চপদস্থ মিলিটারি অফিসারকে এখানে স্বাগত জানাতে পারলে চার্চের জন্য অনেক সম্মানের ব্যাপার হবে। তিনি সার্ভিসের পর আপনার সাথে একান্তে দেখাও করতে চান। উনার পূর্বসুরির মতো উনিও ঈশ্বরকে খুঁজে পাবার আগে একজন মিলিটারি অফিসার ছিলেন। আপনি কীসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন সেটা উনি ভালোমতোই বুঝতে পারেন। আমি সত্যি বিশ্বাস করি, উনার দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো আপনাকে শান্তি খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।”

মার্কো গাড়ির দরজা খুলে দিলেও আভিলা বসে থেকে সামনের বিশাল কাঠামোটির দিকে চেয়ে থাকে আর অপরাধবোধে ভোগে এইজন্যে যে, কোন কিছু না বুঝেই সে এই লোকগুলো সম্পর্কে বাজে ধারণা পোষণ করেছে। সত্যি বলতে, তার কাছেও মনে হয়েছে, পালমারিয়ান চার্চের বিরুদ্ধে গুজব ছাড়া আর কিছু শোনেনি। তবে এটাও তো ঠিক, ভ্যাটিকানের বিরুদ্ধেও অনেক কেলেংকারির অভিযোগ রয়েছে। উপরন্তু আভিলার নিজের চার্চ ঐ হামলার পর তাকে কোন রকম সাহায্যই করতে পারেনি। *তোমার শত্রুদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও*, নান তাকে বলেছিল। *আরেক গাল বাড়িয়ে দাও।*

“লুই, আমার কথা শুনুন,” মার্কো নিচুকণ্ঠে বলে। “আমি জানি আপনাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য আমি একটুখানি চালাকির আশ্রয় নিয়েছিলাম, সেটা করেছি সৎ উদ্দেশ্যেই...আমি চেয়েছি এই লোকটার সাথে আপনি দেখা করেন। উনার আইডিয়া আমার জীবন নাটকিয়ভাবে বদলে দিয়েছে। আমার পা হারানোর পর আপনি এখন যে অবস্থায় আছেন ঠিক সে অবস্থায়ই পড়ে গেছিলাম আমি। আমিও মরতে চেয়েছিলাম। অন্ধকারে তলিয়ে গেছিলাম পুরোপুরি। কিন্তু এই মানুষটা আমাকে আমার জীবনের একটি উদ্দেশ্য ঠিক করে দিয়েছেন। শুধু একবার তার কথা শুনুন।”

boighar.com

আভিলা তারপরও দ্বিধান্বিত ছিল। "আপনি আপনার উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছেন জেনে খুশি হলাম, মার্কো। কিন্তু আমার মনে হয় আমি আমার মতো করেই ভালো থাকবো।"

"ভালো থাকবেন?" হেসে উঠেছিল সেই তরুণ। "এক সপ্তাহ আগে নিজের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করেছিলেন! আপনি মোটেও ভালো নেই, বন্ধু।"

তার কথা সত্যি, আভিলা জানতো, *আর এক সপ্তাহ পর আমার থেরাপি শেষ হয়ে গেলে বাড়ি ফিরে যাবো আমি, আবারো হয়ে পড়বো একা আর লক্ষ্যহীন।*

"আপনি কীসের ভয় পাচ্ছেন?" মার্কো জানতে চেয়েছিল। "আপনি একজন নেভাল অফিসার। একেবারে পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষ, যিনি একটা জাহাজকে কমান্ড করেন! আপনি কি ভয় পাচ্ছেন পোপ আপনার ব্রেইনওয়াশ করে ফেলবেন দশ মিনিটের মধ্যে? অথবা আপনাকে জিম্মি হিসেবে আটকে রাখবে ওখানে?"

আমি যে কীসে ভয় পাচ্ছি সেটা আমি নিজেও জানি না, আভিলা ভেবেছিল। আহত পা-টার দিকে তাকিয়ে খুবই তুচ্ছ আর অক্ষম বলে মনে হয়েছিল নিজেকে। জীবনের বেশিরভাগ সময় সে হুকুম তামিল করে কাটিয়ে দিয়েছে। অন্যের কাছ থেকে হুকুম শোনাটা তার জন্য কতোটুকু ভালো হবে সে-ব্যাপারে তার মধ্যে অনিশ্চয়তা বিরাজ করছিল।

"ঠিক আছে, সমস্যা নেই," মার্কো অবশেষে বলেছিল। সিটবেল্টটা আবারো বেধে নিয়েছিল সে। "আমি দুঃখিত। বুঝতে পারছি আপনি খুবই অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছেন। আপনাকে কোনরকম চাপ দিতে চাইনি আমি।" গাড়িটা স্টার্ট দেবার জন্য উদ্যত হয় সে।

নিজেকে বোকা মনে হয়েছিল আভিলার। মার্কো বলতে গেলে নিছক একটা বাচ্চা ছেলে। আভিলার বয়সের এক তৃতীয়াংশ, একটা পা নেই, শারীরিকভাবে অক্ষম লোকদের সাহায্য করার চেষ্টা করে সে। আর আভিলা কিনা তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে অকৃতজ্ঞতা আর সন্দেহ করার মধ্য দিয়ে।

"না," বলেছিল আভিলা। "আমাকে ক্ষমা করবেন, মার্কো। এই লোকের কথা শুনতে পেলে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করবো।"

অধ্যায় ৪৯

এডমন্ডের টেসলা মডেল এক্সের উইন্ডশিল্ডটা বেশ প্রশস্ত। ল্যাংডনের মাথার পেছনে, গাড়ির ছাদের সাথে সেটা মিশে গেছে। ফলে তার কাছে মনে হচ্ছে একটা ভাসমান কাঁচের বুদবুদের ভেতরে বসে আছে বুঝি।

উত্তর-বার্সেলোনার বনেবাদারের মাঝে চলে যাওয়া হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে ল্যাংডন। ১২০ কিলোমিটার গতিতে গাড়িটা চালাতে পেরে সে খুবই অবাক হলো। গাড়ির নিঃশব্দ ইঞ্জিন আর লিনিয়ার এক্সেসেলেরেশনের ফলে প্রতিটি গতিই তার কাছে একই রকম লাগছে।

তার পাশের সিটে বসে আছে অ্যাম্ব্রা, গাড়ির ড্যাশবোর্ডে থাকা বিশালাকারের কম্পিউটারটা দিয়ে ইন্টারনেট ব্রাউজিং করে যাচ্ছে সে। সারাবিশ্বে এ মুহূর্তে কোন্ ব্রেকিং নিউজটা ছড়িয়ে পড়ছে সেটা ল্যাংডনকে জানিয়ে দিচ্ছে। ইন্টারনেটের সুবিশাল জগতে একটা গুজব ভেসে বেড়াচ্ছে যে, পালমারিয়ান চার্চের এন্টিপোপের কাছে নাকি বিশপ ভালদেসপিনো ওয়্যারের মাধ্যমে তহবিল পাঠিয়ে আসছিলেন–এই পোপের সাথে আবার রক্ষণশীল কারলিস্টদের সঙ্গে মিলিটারি বন্ধন আছে, আপাত দৃষ্টিতে যাদেরকে এখন শুধুমাত্র এডমন্ড কিয়ার্শের হত্যার অভিযোগেই সন্দেহ করা হচ্ছে না, এমন কি সাঈদ আল-ফজল আর রাবাই ইয়েহুদা কোভেসের মৃত্যুর জন্যেও দায়ি করা হচ্ছে।

জোরে জোরে পড়ে শোনালো অ্যাম্ব্রা, এটা পরিষ্কার, সব মিডিয়া থেকে এখন একটাই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে : এডমন্ড কিয়ার্শের আবিষ্কারটি কী এমন হুমকি সৃষ্টি করতো যে, সুপরিচিত একজন বিশপ আর রক্ষণশীল ক্যাথলিক গোষ্ঠিকে তার ঘোষণাটি থামিয়ে দেবার জন্য *হত্যা* করার মতো পদক্ষেপ পর্যন্ত নিতে হলো?

"ভিউয়ারের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে...অবিশ্বাস্য গতিতে," মনিটর থেকে মুখ তুলে বলল অ্যাম্ব্রা। "এই সংবাদের ব্যাপারে জনগণের আগ্রহ নজিরবিহীন...মনে হচ্ছে সারা দুনিয়া মুখিয়ে আছে এটা জানার জন্য।"

তৎক্ষণাৎ ল্যাংডন বুঝতে পারলো, সম্ভবত এডমন্ডের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচনের আশার আলো দেখা যাচ্ছে। সমগ্র মিডিয়ার অ্যাটেনশন, সারাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা কিয়ার্শের শ্রোতাদের সংখ্যা যেভাবে হু হু করে বাড়ছে

boighar.com

সেটা তার কল্পনারও অতীত। এ মুহূর্তে মরে গিয়েও এডমন্ড পৃথিবীর সবার আলোচনার মধ্যমণি হয়ে উঠেছে।

এই বোধোদয়টা ল্যাংডনকে তার লক্ষ্যের ব্যাপারে আগের চেয়ে আরো বেশি দৃঢ় প্রতীজ্ঞ করে তুলল–এডমন্ডের সাতচল্লিশ সংখ্যার পাসওয়ার্ডটা খুঁজে বের করে তার প্রেজেন্টেশনটা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরা।

"হুলিয়ান এখন পর্যন্ত কোন স্টেটমেন্ট দেয়নি," অ্যাম্ব্রাকে একটু বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। "রাজপ্রাসাদ থেকে কোন টু শব্দও করা হয়নি। এটা তো আমার মাথায় ঢুকছে না। তাদের পিআর কো-অর্ডিনেটর মনিকা মার্টিনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি, প্রেস কোন তথ্য বিকৃত করার আগেই এই মেয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সেই তথ্য শেয়ার করার উদ্যোগ নিয়ে থাকে। আমি নিশ্চিত, সে হুলিয়ানকে স্টেটমেন্ট দেবার জন্য তাগাদা দিচ্ছে।"

ল্যাংডনেরও মনে হলো অ্যাম্ব্রা ঠিকই বলছে। মিডিয়া যেভাবে প্রাসাদের ধর্মিয় উপদেষ্টাকে এই হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত করার অভিযোগ করে যাচ্ছে, সেকথাটা বিবেচনায় নিলে হুলিয়ানের উচিত এ সম্পর্কে পরিষ্কার একটি বক্তব্য দেয়া। নিদেনপেক্ষ এটাও বলা যেতে পারে, প্রাসাদ এই অভিযোগের ব্যাপারটি তদন্ত করে দেখছে।

"বিশেষ করে," ল্যাংডন যোগ করলো, "আপনি যদি এটা মাথায় রাখেন, দেশের ভবিষ্যৎ রাণী এডমন্ড কিয়ার্শ গুলিবিদ্ধ হবার সময়ে তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। আপনিও তো টার্গেট হতে পারতেন, অ্যাম্ব্রা। যুবরাজের অন্তত এটুকু বলা উচিত, আপানি যে নিরাপদে আছেন তার জন্য তিনি স্বস্তি বোধ করছেন।"

"আমার মনে হয় না সে স্বস্তিতে আছে," সোজাসাপ্টা বলে দিলো সে। ব্রাউজ করা থামিয়ে সিটে হেলান দিলো এবার।

ল্যাংডন তার দিকে তাকালো। "তাতে আর কী আসে যায়, আপনি যে নিরাপদে আছেন তাতে আমি খুশি। আমি নিশ্চিত নই, আজ রাতের ব্যাপারটা একা একা সামলাতে পারতাম কিনা।"

"একা?" গাড়ির স্পিকারে একটা কণ্ঠ যেন প্রতিবাদ করে বলে উঠলো। "কতো সহজেই না আমরা সবকিছু ভুলে যাই!"

উইনস্টনের এমন রাগের বর্হিপ্রকাশ দেখে হেসে ফেলল ল্যাংডন। "উইনস্টন, এডমন্ড কি সত্যি তোমাকে ডিফেন্সিভ আর ইনসিকিউর হওয়ার মতো করে প্রোগ্রাম করেছে?"

"না," বলল উইনস্টন। "উনি আমাকে প্রোগ্রাম করেছেন অবজার্ভ করা,

শেখা আর মানুষের আচার-আচরণ অনুকরণ করার জন্য। আমার বলা কথাটা আসলে ঠাট্টা ছিল—এডমন্ড আমাকে এটা আয়ত্ত করতে উৎসাহ দিতেন। ঠাট্টা-তামাশা প্রোগ্রাম করা যায় না...এটা শিখে নিতে হয়।"

"তাহলে বলতেই হয়, তুমি ভালোমতোই শিখছো।"

"আসলেই?" সত্যি জানতে চাইলো উইনস্টন। "সম্ভবত আপনি এটা আবার বলতে পারেন?"

সশব্দেই হেসে ফেলল ল্যাংডন। "যেমনটা বলেছি, তুমি ভালোমতোই শিখছো।"

অ্যাম্ব্রা এবার ড্যাশবোর্ডের ডিসপ্লের ডিফল্ট পেজে ফিরে গেল—স্যাটেলাইট ইমেজ সংবলিত একটি নেভিগেশন প্রোগ্রাম আছে, তাতে রয়েছে অতি ক্ষুদ্র 'অ্যাভাটার' নামের একটি বিন্দু, সেটার মাধ্যমে তাদের গাড়িটা দেখতে পাচ্ছে সে। ল্যাংডন দেখতে পাচ্ছে তারা এখন কলসেরোলা পর্বতমালায় আছে, এগিয়ে যাচ্ছে বার্সেলোনায় যাবার জন্য যে পথটি আছে সেই হাইওয়ে বি-২০'র দিকে। স্যাটেলাইট ফটোতে তাদের অবস্থানের একটু দক্ষিণে অস্বাভাবিক কিছু একটা চোখে পড়লো ল্যাংডনের—ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা একটি শহরের মাঝখানে বিশাল বড় একটি বনাঞ্চল। সবুজ জায়গাটিকে বিশাল বড় একটি অ্যামিবার মতোই দেখাচ্ছে।

"এটা কি পার্ক গুয়েল?" জিজ্ঞেস করলো সে।

স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো অ্যাম্ব্রা। "ঈশ্বরের চোখ।"

"এয়ারপোর্ট থেকে বাড়িতে যাবার সময়," উইনস্টন যোগ করলো, "এডমন্ড প্রায়ই ওখানে থামতেন।"

ল্যাংডন তাতে অবাক হলো না। পার্ক গুয়েল আন্তোনি গওদির বিখ্যাত একটি মাস্টারপিস—এই একই স্থপতির আর্টিস্টিক কাজ এডমন্ড তার ফোন কেসেও ব্যবহার করেছে। *গওদিও অনেকটা এডমন্ডের মতই,* ভাবলো ল্যাংডন। *যুগান্তকারি একজন ভিশনারি ছিলেন তিনি, প্রচলিত কোন নিয়মই মানতেন না।*

প্রকৃতির একনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে আন্তোনিও গওদি তার আর্কিটেকচারাল অনুপ্রেরণা পেতেন জৈবিক আর প্রাণীজ আকার থেকে, 'ঈশ্বরের প্রাকৃতিক জগৎ'কে ব্যবহার করে তিনি এমন সব তরল জৈবিক কাঠামোর ডিজাইন করতেন, যেগুলোকে দেখলে মনে হতো মাটি থেকে বুঝি আপনাআপনিই গজিয়ে উঠেছে। *প্রকৃতিতে কোন সরল রেখা নেই,* গওদি একবার বলেছিলেন।

boighar.com

সেজন্যে তার কাজেও খুব কমই সরলরেখার দেখা পাওয়া যায়।

তাকে প্রায়শই 'জীবন্ত স্থাপত্য' এবং 'জৈব ডিজাইন'-এর জনক হিসেবে উল্লেখ করা হয়। গওদি তার ভবনগুলোর বাইরের অংশ ঢাকার জন্য কাঠ, লোহা আর কাঁচের এমন সব টেকনিক উদ্ভাবন করেছিলেন যা এর আগে কখনও দেখা যায়নি।

এমন কি আজকের দিনেও, গওদির মৃত্যুর একশ' বছর পরও সারা পৃথিবী থেকে অসংখ্য পর্যটক বার্সেলোনাতে আসে তার অনন্য আধুনিক কাজগুলো দেখার জন্য। তার কাজের মধ্যে অসংখ্য পার্ক, সরকারি ভবন, ব্যক্তিগত ম্যানশনসহ সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বার্সেলোনার বিশাল ক্যাথলিক ব্যাসিলিকা *সাগ্রাদা ফামিলিয়া* অন্যতম, যার সুউচ্চ 'সামুদ্রিক স্পঞ্জসদৃশ চূড়াগুলো' শহরটির স্কাইলাইনে আধিপত্য বিস্তার করে আছে। সমালোচকেরা এটাকে 'আর্টের ইতিহাসে এরকম কোন কাজ কখনও দেখা যায়নি' বলে অভিহিত করে থাকে।

গওদির *সারগাদা ফামিলিয়া*র দুঃসাহসিক দৃশ্যটার কথা ভাবলেই ল্যাংডন সব সময়ই বিস্মিত হয়–এমন সুবিশাল একটি ব্যাসিলিকা, ১৪০ বছর পরও যার নির্মাণ কাজ পুরোপুরিভাবে শেষ করা যায়নি।

আজ রাতে গাড়ির মনিটরে গওদির পার্ক গুয়েলের স্যাটেলাইট ইমেজের দিকে চোখ যেতেই কলেজ জীবনে প্রথমবার সেখানে যাওয়ার স্মৃতিটা মনে পড়ে গেল ল্যাংডনের।

"গওদির সবকিছুই খুব পছন্দ করতো এডমন্ড," উইনস্টন বলতে লাগলো, "বিশেষ করে কনসেপ্ট হিসেবে তার জৈব আর্টের ব্যবহার করাটাকে।"

এডমন্ডের আবিষ্কারের কথাটা আবারো মনে পড়ে গেল ল্যাংডনের। *প্রকৃতি। জৈব। সৃষ্টিতত্ত্ব।* গওদির বিখ্যাত বার্সেলোনা *পানোত*-এর কথা মনে পড়ে গেল তার–এক ধরণের ষড়ভূজাকৃতির টাইল যা কিনা শহরের ফুটপাতে ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি টাইলেই একই রকম পেচানো ডিজাইন আপাত দৃষ্টিতে দেখলে অর্থহীন বলেই মনে হবে কিন্তু সেগুলো নির্দিষ্টভাবে সাজালে চমকে যাবার মতো একটি প্যাটার্ন চোখে পড়ে–পানির নিচের এমন একটি দৃশ্য যেটা প্লাঙ্কটন, অণুজীব আর সামুদ্রিক ঘাসের প্রতিচ্ছবির মতো।

গওদির প্রিমর্ডিয়াল স্যুপ, ল্যাংডন ভাবলো এডমন্ডকে যে জীবনের সূচনা নিয়ে কৌতুহলি করে তুলেছিল তার সাথে তার এই বার্সেলোনা শহরে চলে আসাটা একেবারেই খাপে খাপ খেয়ে যায়। বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান বলে, পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি হয়েছিল একটি প্রিমর্ডিয়াল স্যুপের মধ্যেই। পৃথিবীর প্রথমদিককার সমুদ্রগুলো ছিল বেশ উত্তপ্ত, অনেকটা আগ্নেয়গিরির

তরল লাভার মতোই। সেই তরলে ছিল অসংখ্য সমৃদ্ধ রাসায়নিক উপাদান। ওগুলো একে অন্যের সাথে মিশে, বিরামহীন বজ্রপাতের আঘাত আর ঝড়ের কবলে পড়ে...হঠাৎ করেই অণুজীবের উৎপত্তি ঘটায়। আর সেটাই এই পৃথিবীর প্রথম এককোষি প্রাণীর উন্মেষ।

"অ্যাম্ব্রা," ল্যাংডন বলল, "আপনি তো জাদুঘরের একজন কিউরেটর–আপনি নিশ্চয় এডমন্ডের সাথে প্রায়ই আর্ট নিয়ে কথা বলতেন। সে কি কখনও আপনাকে বলেছে, গওদির *নির্দিষ্ট* কোন্ বিষয়টি তাকে বেশি ভাবাতো?"

"একটু আগে উইনস্টন যেটার কথা বলেছে," জবাব দিলো সে। "প্রকৃতি যেন নিজেই সৃষ্টি করেছে, তার এরকম আর্কিটেকচার অনুভূতি। গওদির নক্সা করা ভবনের খোপগুলো দেখলে মনে হয় সেগুলো বুঝি বাতাস আর বৃষ্টির ফলে সৃষ্টি হয়েছে, তার স্তম্ভগুলো দেখলে মনে হয় ওগুলো মাটি থেকে গজিয়ে উঠেছে আর টাইল্‌গুলো অনেকটা আদিম সামুদ্রিক প্রাণের মতোই লাগে।" কাঁধ তুলল সে। "কারণ যা-ই হোক না কেন, এডমন্ড গওদিকে এতটাই শ্রদ্ধা করতো যে থাকার জন্য স্পেনে চলে আসে সে।"

তার দিকে তাকিয়ে অবাক হলো ল্যাংডন। সে জানে পৃথিবীর অনেক দেশেই এডমন্ডের বাড়ি থাকলেও বিগত কয়েক বছর ধরে স্পেনেই থিতু হয়েছে। "আপনি বলতে চাচ্ছেন, গওদির আর্টের কারণে এডমন্ড এখানে চলে এসেছে?"

"আমার তা-ই মনে হয়," অ্যাম্ব্রা বলল। "একবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'স্পেনে কেন?' সে আমাকে বলেছিল, একটি অনন্য জায়গা ভাড়া করার সুযোগ পেয়েছে এখানে–এমন একটি জায়গা যা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। আমি ধরে নিয়েছিলাম সে তার অ্যাপার্টমেন্টের কথাটাই বলছে।"

"তার অ্যাপার্টমেন্টটা কোথায়?"

"রবার্ট, এডমন্ড কাসা মিলা'তে থাকতো।"

একটু আৎকে উঠলো ল্যাংডন। "কাসা মিলা?"

"এক এবং অদ্বিতীয় কাসা মিলা," সায় দিয়ে বলল। "গত বছর সে টপফ্লোরের পুরোটাই ভাড়া নিয়ে নেয় তার পেন্টহাউজ অ্যাপার্টমেন্ট হিসেবে।"

কথাটা হজম করতে একটু বেগ পেতে হলো ল্যাংডনকে। কাসা মিলা গওদির ডিজাইন করা বিখ্যাত ভবনগুলোর একটি–একেবারেই অরিজিনাল একটি 'ভবন', যার বহুস্তরবিশিষ্ট সম্মুখ ভাগ আর পাথরের বেলকনিগুলো দেখতে খোদাই করা পাহাড়ের মতো লাগে। বর্তমানে এটার জনপ্রিয় নাম হলো

boighar.com

'লা পেদরেরা'–যার অর্থ 'পাথরের গুহা।'

"টপ ফ্লোরটা কি গওদির জাদুঘর না?" অনেক আগে সেখানে যাবার কথাটা মনে পড়তেই জানতে চাইলো ল্যাংডন।

"হ্যা," জবাবটা উইনস্টনই দিলো। "কিন্তু এডমন্ড ইউনেস্কোকে ডোনেশন দিয়েছিলেন, ফলে ওই ভবনটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যের একটি স্থাপনা হিসেবে সুরক্ষিত করা হয়েছে। সেই সাথে তারা একমত পোষণ করেছে যে, সাময়িকভাবে সেটা বন্ধ করে দিয়ে তাকে ওখানে দু-বছর বসবাস করার অনুমতি দেয়া হবে। হাজার হোক, এই বার্সেলোনায় গওদির এরকম কাজের কোন ঘাটতি নেই।"

গওদির কাসা মিলা'র ভেতরে থাকতো এডমন্ড? বিভ্রান্ত হলো ল্যাংডন। *সে মাত্র দু-বছরের জন্য এখানে এসেছে থাকতে?*

উইনস্টন বলে উঠলো, "এডমন্ড কাসা মিলার স্থাপত্যের উপরে শিক্ষামূলক একটি ভিডিও-ও বানিয়েছিলেন। দেখার মতো একটা জিনিস ওটা।"

"ভিডিওটা আসলেই চমৎকার," সায় দিয়ে বলল অ্যাম্ব্রা। সামনের দিকে ঝুঁকে স্ক্রিনে ব্রাউজ করলো সে। একটা কিবোর্ড ভেসে উঠলো পর্দায়, তাতে টাইপ করলো : *Lapedrera.com*। "আপনার এটা দেখা উচিত।"

"আমি গাড়ি চালাচ্ছি," জবাবে বলল ল্যাংডন।

স্টিয়ারিং কলামের দিকে ঝুঁকে একটা ছোট্ট লিভার ধরে খুব দ্রুত দুটো টান দিলো অ্যাম্ব্রা। ল্যাংডন টের পেলো তার হাতে ধরে থাকা স্টিয়ারিংটা জমে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও খেয়াল করলো গাড়িটা এখন নিজে নিজেই চলছে। একেবারে নিখুঁতভাবে দুই লেনের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সেটা।

"অটোপাইলট," সে বলল।

একটু ভড়কে গেল ল্যাংডন, হাতটা স্টিয়ারিং থেকে না সরিয়ে পারলো না। পা-টাও সরিয়ে আনলো ব্রেকের উপর থেকে।

"রিল্যাক্স।" তার কাঁধে হাত রেখে তাকে আশ্বস্ত করলো। "ম্যানুয়াল ড্রাইভিংয়ের চেয়ে এটা অনেক বেশি নিরাপদ।"

অনিচ্ছায় নিজের হাতদুটো কোলের উপরে রাখলো প্রফেসর।

"এই যে," হেসে বলল সে। "কাসা মিলা'র ভিডিওটা এখন দেখতে পারেন।"

ভিডিওটা শুরু হয়েছে নাটকিয় একটি শটের মধ্য দিয়ে। খুব নিচু হয়ে, মাত্র কয়েক ফিট উপর দিয়ে সমুদ্রের উপর দিয়ে একটা হেলিকপ্টার ছুটে

যাচ্ছে যেন। সামনে উদ্ভাসিত হলো একটা দ্বীপের মতো ভূখণ্ড–নিচের জলরাশির প্রবল ঢেউয়ের একশ' ফিট উপরে পাথরের একটি পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

পাহাড়ের গায়ে কিছু লেখা ভেসে উঠলো :

লা পেদরেরা গওদি সৃষ্টি করেননি।

পরবর্তি ত্রিশ সেকেন্ড ধরে ল্যাংডন দেখে গেল পানির ঢেউ আছড়ে পড়ে পড়ে সেই পাহাড়টাকে খোদাই করে ফেলছে, ধীরে ধীরে সেটা রূপান্তরিত হয়ে গেল কাসা মিলা'তে। এরপর জলরাশিরে স্রোত এর ভেতরে ঢুকে অসংখ্য ফাপা জায়গা আর বিশাল বিশাল ঘর তৈরি করে ফেলল, জলপ্রপাতগুলো তৈরি করলো সিঁড়ি আর পানির প্রবাহ তৈরি করলো কার্পেটিং মেঝে।

অবশেষে ক্যামেরা সমুদ্র থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে গিয়ে কাসা মিলার ছবিটা ফুটিয়ে তুলল–'গুহা'–বিশাল এক পর্বত খোদাই করে বানানো হয়েছে।

–লা পেদরেরা–
প্রকৃতির একটি মাস্টারপিস।

ল্যাংডনকে এটা মানতেই হলো ড্রামা করার ব্যাপারে এডমন্ডের প্রবল ঝোঁক ছিল। কম্পিউটার-জেনারেটেড এই ভিডিওটা দেখে বিখ্যাত ভবনটি আবার দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলো সে।

সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে অটোপাইলট মোডটা বন্ধ করে গাড়িটা আবারো চালাতে শুরু করলো ল্যাংডন। "আশা করি আমরা যা খুঁজছি সেটা এডমন্ডের অ্যাপার্টমেন্টে পাবো। পাসওয়ার্ডটা খুবই দরকার আমাদের।"

boighar.com

অধ্যায় ৫০

কমান্ডার ডিয়েগো গারজা তার চারজন সশস্ত্র গার্ডিয়া এজেন্ট নিয়ে প্লাজা দে লা আরমেরিয়ার মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেল, গ্রিলের বেড়ার ওপাশে জড়ো হওয়া মিডিয়ার লোকজনদের দিকে চেয়েও দেখলো না। তারা সবাই তাদের ক্যামেরা বারের ওপাশ থেকেই তার দিকে তাক করে রেখেছে, চিৎকার করে তাকে মন্তব্য করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

তারা অন্তত দেখতে পাচ্ছে কেউ পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে।

সে যখন তার দলটা নিয়ে ক্যাথেড্রালে প্রবেশ করতে যাবে দেখতে পেলো দরজাটা লক করে রাখা–এরকম সময় এটাই স্বাভাবিক–দরজায় জোরে জোরে আঘাত করলো গারজা।

কোন সাড়াশব্দ নেই।

আবারো আঘাত করে গেল।

অবশেষে লক্ খোলার শব্দ হতেই দরজাটা খুলে গেল। ক্লিনিংয়ের কাজ করে যে মেয়েটা সে দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। ছোটখাটো একটা সশস্ত্র দল দেখে সঙ্গত কারণেই ভড়কে গেল সে।

"বিশপ ভালদেসপিনো কোথায়?" জানতে চাইলো গারজা।

"আমি...জানি না," মেয়েটা জবাব দিলো।

"আমি জানি বিশপ এখানেই আছেন," জোরে বলল গারজা। "তার সঙ্গে আছেন যুবরাজ। তাদেরকে তুমি দেখোনি।?"

মেয়েটা মাথা ঝাঁকালো। "এইমাত্র এসেছি আমি। শনিবার রাতে এখানে ক্লিনিংয়ের কাজ করি –"

গারজা মেয়েটাকে সরিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়লো ভেতরে, তার লোকদেরকে অন্ধকার ক্যাথেড্রালের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিলো সে।

"দরজাটা লক করে রাখো," ক্লিনিংয়ের কাজ করা মেয়েটাকে বলল গারজা। "তারপর এখান থেকে সরে যাও।"

এ কথা বলেই অস্ত্রটা কক করে নিলো, তারপর সোজা চলে গেল ভালদেসপিনোর অফিসের দিকে

*

প্লাজার অপর পাশে প্রাসাদের বেইজমেন্টের কন্ট্রোল রুমে মনিকা মার্টিন ওয়াটার কুলারের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেটে দীর্ঘ একটা টান দিলো। স্পেনের উদারপন্থি রাজনীতিকোভ সারাদেশসহ প্রাসাদের অফিসে ধুমপান করা নিষিদ্ধ করলেও আজ রাতে প্রাসাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অপরাধের বিস্তর অভিযোগ তোলা হচ্ছে তাতে করে একটুখানি ধুমপান করাটা সবাই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেই দেখবে।

তার সামনে থাকা একটি র‍্যাকে একসারি টেলিভিশন চলছে, তবে সবগুলোই মিউট করে রাখা। এই টিভিগুলোতে দেখা যাচ্ছে পাঁচটি নতুন টিভিস্টেশন এডমন্ড কিয়ার্শের হত্যাকাণ্ডের খবর প্রচার করে যাচ্ছে, বিভৎস সেই দৃশ্যটার কিছু অংশ দেখাচ্ছে একটু পর পরই। অবশ্য এই দৃশ্য দেখানোর আগে প্রতিটি টিভি চ্যানেলই একটি সতর্কীকরণ প্রচার করছে।

সাবধান : যে ক্লিপটি দেখানো হবে সেটা সব দর্শকদের জন্য যথার্থ না-ও হতে পারে।

বেহায়ার দল, ভাবলো সে। এইসব সতর্কীকরণ দেখিয়ে তারা আসলে বোঝাতে চাইছে তারা খুবই সংবেদনশীল। আদতে এগুলো দেখানো হয় আরো বেশি দর্শক টানার জন্য, যাতে কেউ অন্য চ্যানেলে সুইচ না করে।

মার্টিন সিগারেটে আরেকটা টান দিয়ে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের দিকে তাকালো। বেশিরভাগ চ্যানেলই ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকদের ফেনিয়ে তোলা তত্ত্বকে ব্রেকিং নিউজের মর্যাদা দিয়ে প্রচার করছে এখন। টিভির নিচে স্ক্রলে লেখাগুলো বলছে :

ফিউচারিস্টকে চার্চ হত্যা করেছে?

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারটি চিরতরের জন্য হারিয়ে গেল?

খুনিকে ভাড়া করেছে রাজপরিবার?

তোমাদের তো সংবাদ প্রচার করার কথা, গজ গজ করে উঠলো সে। *প্রশ্নাকারে জঘন্য সব গুজব ছড়ানোর কথা নয়।*

মার্টিন সব সময়ই বিশ্বাস করে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা, স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য স্তম্ভ। সেজন্যে এরকম কাল্পনিক আর গুজব-টাইপের সংবাদ দেখলে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ে সে।

এমন কি স্বনাধন্য সায়েন্স চ্যানেলগুলোও বর্তমানে একই কাজ করছে। তারা তাদের দর্শকদের কাছে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে : 'এটা কি সম্ভব, পেরুর এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছে মহাকাশ থেকে আসা বহির্জীবেরা?'

না! টিভিগুলোর উদ্দেশে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করলো মার্টিনের। *এটা কোনভাবেই সম্ভব হতে পারে না! গাধাদের মতো প্রশ্ন করা বন্ধ করো!*

boighar.com

একটা টেলিভিশনে সে সিএনএন-এর সংবাদের দিকে তাকালো। সত্যি বলতে তারাই কেবল এসব হট্টগোলের মধ্যে নিজেদের জড়ায়নি। বরং শ্রদ্ধা জাগানোর মতো কাজ করছে।

এডমন্ড কিয়ার্শের স্মরণে।

পয়গম্বর। দূরদ্রষ্টা। উদ্ভাবক।

রিমোটটা হাতে নিয়ে ভলিউম বাড়িয়ে দিলো মার্টিন।

'যিনি ভালোবাসতেন শিল্পকলা, টেকনোলজি আর নতুন নতুন জিনিসের উদ্ভাবন,' বিষন্ন বদনে সংবাদ উপস্থাপক বলে চলেছে। 'তিনি প্রায় আধ্যাত্মিকভাবেই যেন ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারতেন, আর এ কারণেই ঘরে ঘরে তার নামটা সুপরিচিত হয়ে ওঠে। তার কলিগদের মতে, কম্পিউটার-বিজ্ঞানের উপরে করা এডমন্ড কিয়ার্শের প্রায় সবগুলো ভবিষ্যদ্বাণীই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে।"

'কথা সত্যি, ডেভিড,' তার সহ-উপস্থাপিকা মেয়েটি বলল। 'তার নিজের ব্যাপারে বলা ভবিষ্যদ্বাণীটিও যদি সত্যি হতো তাহলে বেশি খুশি হতাম।'

আর্কাইভ থেকে তারা এবার একটা ফুটেজ দেখাতে শুরু করলো। দৃঢ় আর সূর্যের তাপে পোড়ানো তামাটে চেহারার এডমন্ড কিয়ার্শ একটা প্রেস কন্সফারেন্স করছে নিউইয়র্কের রকফেলার সেন্টারের ফুটপাতে। 'আজ আমি ত্রিশ বছরের এক যুবক,' বলল সে। 'আমার গড় আয়ু মাত্র আটষট্টি বছর। যাইহোক, ভবিষ্যতে অগ্রসর মেডিসিন আর টেকসই টেকনোলজির কারণে, আমি অনুমাণ করছি একশ' দশতম জন্মদিন দেখে যেতে পারবো। সত্যি বলতে কি আমি এ ব্যাপারে এতটাই আত্মবিশ্বাসি যে, নিজের একশ' দশতম জন্মদিনের পার্টির জন্য এরইমধ্যে রেইনবো রুম-ও ভাড়া করে রেখে দিয়েছি।" মুচকি হেসে বিল্ডিংয়ের উপরের দিকে তাকালো কিয়ার্শ। 'একটু আগে আমি আশি বছর পরের বিলটা পরিশোধ করেছি–ততোদিনে মূল্যস্ফীতি যতো বাড়বে সেই হিসেব করেই।"

উপস্থাপিকা গম্ভীরভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে এলো টিভি পর্দায়। 'পুরনো একটা প্রবাদ আছে, *মানুষ ভাবে এক, আর হয় আরেক*।'

'কতোই না সত্য,' উপস্থাপক ভদ্রলোক বলল এবার। 'কিয়ার্শের মৃত্যুর সাথে সাথে তার আবিষ্কারের ধরণটা নিয়েও নানা রকম অনুমাণ করা শুরু হয়ে গেছে।' ক্যামেরার দিকে তাকালো সে। 'আমরা কোথা হতে এসেছি? কোথায় যাচ্ছি? দুটো চমকপ্রদ প্রশ্ন।'

'আর এই প্রশ্নের জবাব পাবার জন্য,' উপস্থাপিকা বলল রোমাঞ্চের সাথে, 'আমাদের সাথে এ মুহূর্তে যোগ দেবেন দু-জন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব–ভারমন্টের সুপচিরিত এক যাজক এবং ইউসিএল-এর প্রখ্যাত এক জীববিজ্ঞানী। তারা কী বলেন সেটা জানার জন্য আমরা ফিরে আসছি একটা ব্রেকের পরই।'

মার্টিন অবশ্য জানে তারা কী বলবে–*দুই মেরুর দু-জন মানুষ, তা-না হলে তো আপনাদের শো-তে তাদেরকে নিয়েই আসতেন না।* কোন সন্দেহ নেই, যাজক মহিলা বলবেন : 'আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টি, তার কাছ থেকেই এসেছি, আবার ফিরে যাবো তারই কাছে।' আর জীববিজ্ঞানী এর জবাবে বলবেন, 'আমরা বানর থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষে পরিণত হয়েছি। আর আমরা বিলুপ্ত হয়ে যাবো এক সময়।'

তাদের কথায় কিছুই প্রমাণিত হবে না, শুধু আমরা যারা দর্শক আছি তারা হাইপ ওঠে কোন কিছু দেখা ছাড়া।

"মনিকা!" সুরেশ প্রায় চিৎকার করেই বলল কাছ থেকে।

চট করে ঘুরে দাঁড়ালো মার্টিন, দেখতে পেলো ইলেক্ট্রনিক সিকিউরিটির ডিরেক্টর রীতিমতো দৌড়ে ছুটে এসেছে তার দিকে।

"কী হয়েছে?" জানতে চাইলো মনিকা মার্টিন।

"বিশপ ভালদেসপিনো এইমাত্র আমাকে ফোন দিয়েছিলেন," দম ফুড়িয়ে হাপাচ্ছে সে।

সঙ্গে সঙ্গে টিভিটা মিউট করে দিলো মনিকা। "বিশপ *তোমাকে* কল দিয়েছেন? তিনি কি বলেছেন এসব কী হচ্ছে?!"

মাথা ঝাঁকালো সুরেশ। "আমি এটা জিজ্ঞেস করিনি, তিনিও বলেননি। তিনি আমাকে কল করেছিলেন, আমাদের ফোন সার্ভারটা একটু চেক করে দেখার জন্য।"

"বুঝলাম না।"

"তুমি তো জানোই কন্সপিরেসিনেট রিপোর্ট করেছে, প্রাসাদের ভেতর থেকে কেউ নাকি আজকের অনুষ্ঠানের ঠিক আগে দিয়ে ফোন করেছিল গুগেনহাইমে–অ্যাম্ব্রা ভিদালকে অনুরোধ করে বলেছিল আভিলার নামটা অতিথিদের তালিকায় ঢোকানোর জন্য?"

"হ্যা। আমি তোমাকে সে ব্যাপারে খোঁজ নিতেও বলেছিলাম।"

"যাই হোক, বিশপও সেরকম অনুরোধই করেছেন। তিনি আমাকে বলেছেন, আমি যেন লগ থেকে খুঁজে বের করে দেখি ঐ কলটা প্রাসাদের কোত্থেকে করা হয়েছে, যাতে করে কে কাজটা করেছে সেটা খুঁজে বের করা যায়।"

boighar.com

মার্টিনকে একটু বিভ্রান্ত লাগলো। কারণ স্বয়ং বিশপকেই এ কাজের জন্য সন্দেহ করা হচ্ছে।

"গুগেনহাইম থেকে বলা হয়েছে," সুরেশ বলতে লাগলো, "আজ রাতে অনুষ্ঠানের ঠিক আগে দিয়ে তাদের ফ্রন্ট ডেস্ক মাদ্রিদের রাজপ্রসাদের প্রাইমারি নাম্বার থেকে একটি কল পায়। এটা তাদের ফোন লগে আছে। কিন্তু সমস্যাটা এখানেই। ঐ একই সময়ে আমাদের এখান থেকে কোন ফোন কল করা হয়েছিল কিনা সেটা খতিয়ে দেখতে আমি আমাদের সুইচবোর্ডের লগটা চেক করে দেখেছি," মাথা ঝাঁকালো সে। "কিচ্ছু নেই। একটা কলও করা হয়নি। কেউ না কেউ প্রাসাদ থেকে গুগেনহাইমে করা কলের রেকর্ড *ডিলিট* করে দিয়েছে।"

কলিগের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলো মার্টিন। "ওটাতে অ্যাকসেস আছে কার?"

"ভালদেসপিনোও আমার কাছে এটা জানতে চেয়েছেন। তাই আমি তাকে সত্যিটাই বলেছি। তাকে বলেছি, হেড অব ইলেক্ট্রনিক সিকিউরিটি হিসেবে আমিও রেকর্ডটা ডিলিট করতে পারতাম, কিন্তু সেটা আমি করিনি। এছাড়া একমাত্র যে ব্যক্তি রেকর্ডটাতে অ্যাকসেস করতে পারেন তিনি হলেন কমান্ডার গারজা।"

মার্টিন চেয়ে রইলো কথাটা শুনে। "তুমি মনে করছো *গারজা* এ কাজ করেছেন? আমাদের ফোন রেকর্ড ট্যাম্পার্ড করেছেন উনি?"

"তেমনটাই মনে হচ্ছে," বলল সুরেশ। "গারজার কাজই হলো প্রাসাদকে সুরক্ষিত করা, সুতরাং এখন যদি এটা নিয়ে কোন রকম তদন্ত করা হয় তাহলে দেখা যাবে এরকম কল এখান থেকে করাই হয়নি। টেকনিক্যালি, আমাদেরকে এটা অস্বীকার করতেই হতো। সুতরাং রেকর্ডটা ডিলিট করার মানে প্রকারান্তরে প্রাসাদকে সমস্যা থেকে বাঁচিয়ে দেয়ারই নামান্তর।"

"বাঁচিয়ে দেয়া?" মনিকা জানতে চাইলো। "কলটা যে এখান থেকে করা হয়েছে সে-ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই! সে-কারণেই অ্যাম্ব্রা অতিথিদের তালিকায় ঐ খুনি আভিলার নাম অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আর গুগেনহাইম ডেস্ক এটা ভেরিফাই করে দেখেছে যে–"

"সত্যি, কিন্তু এটা জাদুঘরের ফ্রন্ট ডেস্কের এক তরুণী কথা, যেটা কিনা পুরো রাজপ্রসাদের বিরুদ্ধে যায়। আমাদের রেকর্ডমতে এরকম কোন কল করার ঘটনা আসলে ঘটেইনি।"

সুরেশের সহজ-সরল হিসেবটা মার্টিনের কাছে একটু বেশি আশাবাদি বলে মনে হচ্ছে। "আর তুমি এসব কথা ভালদেসপিনোকে বলে দিয়েছো?"

"কথাগুলো তো সত্যি। আমি তাকে বলেছি, গারজা কলটা করেছে কি করেনি সেটা জানি না তবে তিনি এটার রেকর্ড ডিলিট করে দিয়েছেন প্রাসাদকে রক্ষা করার জন্যই।" একটু থামলো সুরেশ। "তবে আমি বিশপের কলটা শেষ করার পরই বুঝতে পারলাম অন্য একটা ব্যাপার আছে।"

"সেটা কি?"

"টেকনিক্যালি, তৃতীয় আরেকজনেরও সার্ভারে অ্যাকসেস রয়েছে।" ঘরের চারপাশে নার্ভাস ভঙ্গিতে তাকালো সে, তারপর আরেকটু কাছে এসে বলল, "যুবরাজ হুলিয়ানের কাছে আমাদের সব সিস্টেমে প্রবেশ করার কোডগুলো রয়েছে।"

মার্টিন চেয়ে রইলো। "কী হাস্যকর কথা বলছো!"

"জানি কথাটা শুনতে ওরকমই লাগে," বলল সে, "কিন্তু ঐ কলটা যখন করা হয় তখন প্রিন্স প্রসাদের অ্যাপার্টমেন্টেই ছিলেন...একদম একা। খুব সহজেই তিনি সেটা করতে পারেন, তারপর সার্ভারের লগ থেকে মুছে ফেলতে পারেন রেকর্ডটা। সফটওয়্যারটা চালানো খুবই সহজ। আর যুবরাজকে মানুষ যতোটা ভাবে তিনি আসলে তার চাইতেও অনেক বেশি টেকনোলজি বোঝেন।"

"সুরেশ," মার্টিন চটেই গেল এবার, "তুমি কি সত্যি মনে করো যুবরাজ হুলিয়ান, স্পেনের হবু রাজা একজন খুনিকে গুগেনহাইমে পাঠিয়েছেন এডমন্ড কিয়ার্শকে হত্যা করার জন্য?"

"আমি জানি না," বলল সে। "আমি কেবল বলতে চাচ্ছি, এটা সম্ভব।"

"যুবরাজ কেন এরকম কাজ করতে যাবেন?!"

"ভুলে গেছো, অ্যাম্ব্রা আর যুবরাজ যে একসাথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সময় কাটাচ্ছেন সেইসব নিয়ে প্রেসের বাজে খবরগুলো তোমাকে মোকাবেলা করতে হয়েছে? তিনি অ্যাম্ব্রার বার্সেলোনার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কিভাবে চলে এসেছিলেন?"

"ওরা কাজ করছিল! ওটা নিছক কাজের ব্যাপার ছিল!"

"রাজনীতি মানেই কী দেখা গেল সেটা," সুরেশ বলল। "তুমিই আমাকে এটা শিখিয়েছিলে। তুমি আমি দু-জনেই জানি, যুবরাজের প্রকাশ্যে, জনসম্মুখে বিয়ের প্রস্তাব দেয়াটা তিনি যেরকমটা মনে করেছিলেন সেরকমভাবে কিন্তু কাজ করেনি।"

সুরেশের ফোন বিপ্ করে করে উঠলে ইনকামিং মেসেজটা পড়ে দেখলো সে। সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাসের কালো মেঘে ঢেকে গেল তার চেহারা।

"কী হয়েছে?" জানতে চাইলো মার্টিন।

কোন কথা না বলে সুরেশ ঘুরেই দৌড়াতে শুরু করলো সিকিউরিটি সেন্টারের দিকে।

"সুরেশ!" সিগারেটটা ফেলে দিয়ে মার্টিনও তার পেছন পেছন দৌড়াতে লাগলো। তারা দু-জনেই পৌছে গেল সুরেশের সিকিউরিটি টিমের একটি ওয়ার্কস্টেশনে, সেখানে তার টেকনিশিয়ান একটি অস্পষ্ট সারভিল্যান্স টেপ চালাচ্ছে।

"আমরা কী দেখছি?" জানতে চাইলো মার্টিন।

"ক্যাথেড্রালের পেছন দিক দিয়ে বের হবার দরজাটা," টেক ছেলেটা বলল। "পাঁচ মিনিট আগের ভিডিও এটা।"

মার্টিন আর সুরেশ ঝুঁকে ভিডিওটা দেখলো। যাজকের এক তরুণ সহকারি ক্যাথেড্রালের পেছন দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি কয়ে মেয়র-এর দিকে। ওখানে একটা পুরনো আর ট্যাপখাওয়া ওপেল সিডান গাড়ির দরজা খুলে উঠে পড়লো সে।

ঠিক আছে, মার্টিন ভাবলো, *মাস শেষ হবার পর সে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, তো কী হয়েছে?*

পর্দায় দেখা যাচ্ছে সেই ওপেল গাড়িটা একটু সামনে গিয়েই ক্যাথেড্রালের পেছন দিককার গেটের কাছে থামলো–ঠিক এই গেটটা দিয়েই সহকারি ছেলেটা একটু আগে বেরিয়ে এসেছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গেট দিয়ে দুটো অবয়ব বেরিয়ে এলো, একটু উপুড় হয়ে তড়িঘরি ঢুকে পড়লো গাড়ির পেছনের সিটে। সেই দু-জন প্যাসেঞ্জার আর কেউ নন–বিশপ ভালদেসপিনো আর যুবরাজ হুলিয়ান। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই।

কিছুক্ষণ পরই ওপেলটা চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

অধ্যায় ৫১

কারের দে প্রভেনকা আর পাসিজ দে গ্রাসিয়ার এককোণে খাঁজকাটা পাথরের পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে আছে ১৯০৬ সালে নির্মিত কিছুটা অ্যাপার্টমেন্ট ভবন আর কিছুটা শিল্পকর্মতুল্য গওদির এই মাস্টারপিসটি, যা কাসা মিলা নামেই বেশি পরিচিত।

নয়তলার এই স্থাপনাটি খুব দ্রুতই চোখে পড়ে তার চুনাপাথরের সম্মুখভাগটির কারণে। এর ঢেউ খেলানো বেলকনিগুলো আর অসমান জ্যামিতিক গঠন ভবনটিকে অর্গানিক রূপ দান করেছে। যেন হাজার হাজার বছর ধরে ঝড়ো বাতাস এর খাঁজ আর ফাঁপা অংশগুলো যেমন সৃষ্টি করেছে তেমনি মরুভূমির গিরিখাদের মতো বেঁকিয়ে দিয়েছে।

যদিও গওদির এই শকিং মডার্নিস্ট ডিজাইন আশেপাশের মানুষজন প্রথম দেখায় এড়িয়ে যায়, তারপরও কাসা মিলা'কে সারাবিশ্বের আর্ট ক্রিটিকরা প্রশংসা করে থাকে, খুব দ্রুতই এটা বার্সেলোনার স্থাপত্যের মধ্যে সবচাইতে

boighar.com

উজ্জ্বল মণি হয়ে ওঠে। পেরে মিলা নামের যে ব্যবসায়ি এটা বানিয়েছিল সে তিন দশক ধরে এখানকার সুবিশাল মেইন অ্যাপার্টমেন্টে তার স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করার পাশাপাশি ভবনের বাকি বিশটি ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়েছিল। পাসিজ দে গ্রাসিয়ার ৯২ নম্বর এই বাড়িটিকে আজকের দিনে স্পেনের অন্যতম আকর্ষণীয় এবং কাঙ্খিত ঠিকানা হিসেবে দেখা হয়।

বৃক্ষশোভিত স্বল্প যানবাহনের অভিজাত অ্যাভিনু দিয়ে টেসলা গাড়িটি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে রবার্ট ল্যাংডন। প্যারিসের যেমন শ্যাম্প এলিসি প্রাসাদ, তেমনি বার্সেলোনা শহরের হলো পাসিজ দে গ্রাসিয়া–প্রশস্ত আর বিশাল বিশাল সব অ্যাভিনু, নিখুঁত ল্যান্ডস্কেপ আর সারি সারি ডিজাইনার বুটিক শপ।

শানেল...গুচ্চি...কার্তিয়ে...লংশ্যাম্প...

অবশেষে দুশো মিটার দূরে ল্যাংডন দেখতে পেলো সেটা।

নিচ থেকে নরম আলোয় আলোকিত কাসা মিলার ফ্যাকাশে চুনাপাথরের বহিরাবণটি, সামনের দিকে সামান্য বেরিয়ে আসা এর বেলকনিগুলো পাশের বেলকনি থেকে বিচ্ছিন্ন।

"এই ভয়টাই পেয়েছিলাম আমি," সামনের অ্যাভিনুটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল অ্যাম্ব্রা। "দেখুন।"

কাসা মিলার সামনে চওড়া ফুটপাতের দিকে তাকালো ল্যাংডন। আধ ডজনের মতো মিডিয়া ট্রাক ওখানে পার্ক করা আছে। একদল রিপোর্টার কিয়ার্শের আবাসস্থলটাকে ব্যাকড্রপ হিসেবে ব্যবহার করে লাইভ রিপোর্ট করে যাচ্ছে। বেশ কিছু সিকিউরিটি এজেন্ট লোকজনকে প্রবেশপথের সামনে থেকে সরিয়ে দেবার কাজে ব্যস্ত। মনে হচ্ছে এডমন্ডের মৃত্যু এখন নিছক আর মৃত্যু হিসেবে আর নেই, নতুন কিছুতে মোড় নিয়েছে।

পাসিজ দে গ্রাসিয়ার দিকে ভালো করে তাকালো ল্যাংডন গাড়িটা পার্ক করার জায়গা খোঁজার জন্য। কিন্তু সেরকম কিছুই দেখতে পেলো না।

"নিচু হয়ে যান," তাড়া দিয়ে সে বলল অ্যাম্ব্রাকে। বুঝতে পারছে এখন গাড়িটা চালিয়ে সরাসরি মিডিয়া ট্রাকগুলো অতিক্রম করে চলে যেতে হবে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

অ্যাম্ব্রা নিচু হয়ে গাড়ির মেঝেতে বসে রইলো, পুরোপুরি দৃষ্টিসীমার বাইরে। জনাকীর্ণ মোড়টা পেরিয়ে যাবার সময় ল্যাংডন তার মুখটা অন্যদিকে সরিয়ে রাখলো।

"মনে হচ্ছে তারা ঢোকার পথটা ঘিরে রেখেছে," বলল সে। "আমরা ভেতরে কোনভাবেই যেতে পারবো না।"

"ডানদিকে যান একটু," উইনস্টন উদয় হলো আবার। তার কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস প্রকট। "আমিও ভেবেছিলাম এমনটা ঘটবে।"

*

ব্লগার হেক্টর মারকানো শোকাতুর দৃষ্টিতে কাসা মিলার টপ ফ্লোরটার দিকে মুখ তুলে তাকালো, এডমন্ড কিয়ার্শ যে সত্যি মারা গেছে সেটা এখনও মেনে নিতে পারছে না সে।

তিনবছর ধরে হেক্টর বার্সেলোনার এন্টারপ্রেনার আর উন্নত প্রযুক্তি নিয়ে যারা কাজ করে তদের প্লাটফর্ম হিসেবে পরিচিত Barcinno.com-এর হয়ে টেকনোলজির উপরে রিপোর্টিং করে যাচ্ছে। মহান এডমন্ড কিয়ার্শের বার্সেলোনায় বসবাস করাটা যেন তার কাছে মনে হতো জিউসের পদতলে বসে কাজ করার মতোনই একটি ঘটনা।

তিনবছর আগে ফাকআপ নাইট নামে পরিচিত বারসিন্নো'র মাসিক আয়োজনে বক্তব্য দেবার জন্য এই কিংবদন্তিতুল্য ফিউচারিস্ট যখন রাজি হয় তখনই তার সাথে হেক্টরের পরিচয় হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে সফল উদ্যোক্তাদের নিয়ে আসা হয় তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতার কথা খোলামেলাভাবে স্বীকার করার জন্য। কিয়ার্শ কিছুটা লজ্জার সাথেই স্বীকার করে নেয় যে, বিগত ছয় মাসে সে ৪০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে E-Wave নামের এমন একটি কোয়ান্টাম কম্পিউটার বানানোর জন্য যার প্রসেসিং স্পিড এতটাই দ্রুতগতিসম্পন্ন হবে যে, এরফলে বিজ্ঞান আর কম্প্লেক্স সিস্টেম মডেলিং-এর ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হবে।

"বলতে বাধ্য হচ্ছি," এডমন্ড স্বীকার করেছিল, "এ পর্যন্ত আমার কোয়ান্টাম কম্পিউটারের স্বপ্নটা পোতানো আতশবাজির মতোই ফুট্টুস করে নিভে গেছে।"

আজ রাতে হেক্টর যখন শুনতে পেলো কিয়ার্শ একটি যুগান্তকারি, দুনিয়া কাঁপানো আবিষ্কারের ঘোষণা দেবে তখন সে দারুণ রোমাঞ্চ অনুভব করেছিল, ধরেই নিয়েছিল এটা অবশ্যই E-Wave কম্পিউটারের ঘোষণাই হবে। *সে কি এমন কোন কিছু আবিষ্কার করেছে যার ফলে ওটা বানানো সম্ভব হবে?* কিন্তু কিয়ার্শের প্রারম্ভিক দার্শনিক বক্তব্য শোনার পর হেক্টর বুঝতে পেরেছিল তার আবিষ্কারটি আসলে অন্য কিছু নিয়ে।

আর কখনও সেটা জানা যাবে বলে মনে হয় না, হেক্টর ভাবলো। তার

এতটাই কষ্ট হচ্ছিলো যে, কিয়ার্শের এই বাড়ির সামনে না এসে পারেনি। আজকে সে ব্লগ লেখার জন্য আসেনি, এসেছে অসাধারণ মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানাতে।

"ই-ওয়েভ!" কাছেই কেউ একজন চিৎকার করে বলল। "ই-ওয়েভ!"

হেক্টরের চারপাশে জড়ো হওয়া মানুষজন তাদের ক্যামেরা তাক করলো কালো রঙের একটি টেসলা গাড়ির দিকে। ওটা এখন আস্তে আস্তে মানুষজনের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে প্লাজার দিকে আসছে তার হ্যালোজেন হেডলাইট জ্বালিয়ে।

বিস্ময়ের সাথে সুপরিচিত গাড়িটার দিকে চেয়ে রইলো হেক্টর।

কিয়ার্শের টেসলা মডেল এক্সের লাইসেন্স প্লেটে ই-ওয়েভ লেখাটা বার্সেলোনা শহরে ততোটাই সুপরিচিত যতোটা সুপরিচিত রোম শহরে পোপ-মোবাইল। কিয়ার্শ প্রায়শই কারের দে প্রভেনকার দানিয়েল ভয়ার জুয়েলারি শপের বাইরে তার গাড়িটা পার্ক করে গাড়ি থেকে নেমে অটোগ্রাফ শিকারিদের সন্তুষ্ট করতো আর লোকজনকে রোমাঞ্চিত করার জন্য গাড়িটাকে নিজে নিজে পার্কিং করতে দিতো ।

সেল্ফ-পার্ক করার ব্যবস্থা সব টেসলা ইলেক্ট্রিক গাড়িরই একটি স্ট্যান্ডার্ড ফিচার–কিন্তু এডমন্ড টেসলার সিস্টেমটা হ্যাক করে আরো জটিল আর বাড়তি কিছু সংযোজন করে নিয়েছিল। ফলে অনেক জটিল পথ দিয়েও তার গাড়িটা নিজে নিজে চলতে পারতো। তার বাড়িতে যখন গাড়িটা নিয়ে আসতো, তখন ওটা নিজে নিজেই গ্যারাজে চলে যেতো সব সময়।

এর সবটাই ছিল লোকজনকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য।

আজ রাতের ঘটনাটি একটু অদ্ভুত। কিয়ার্শ মারা গেছে, তারপরও গাড়িটার আবির্ভাব ঘটেছে এখানে। কারের দে প্রভেনকা দিয়ে ফুটপাত ঘেষে ওটা এগিয়ে গিয়ে গ্যারাজের চমৎকার দরজার সামনে এসে থেমে গেল।

রিপোর্টার আর ক্যামেরাম্যানের দল ছুটে গেল গাড়িটার কাছে, গাড়ির জানালা দিয়ে উঁকি দিতেই বিস্ময়ে চিৎকার দিয়ে উঠলো তারা।

"গাড়িটা খালি! কেউ চালাচ্ছে না! এটা কোত্থেকে এলো?!"

কাসা মিলার সিকিউরিটি গার্ডদের কাছে দৃশ্যটা পরিচিত, তাই তারা লোকজনকে টেসলা গাড়ি থেকে সরিয়ে দিলো যাতে করে সেটা নিজে নিজে গ্যারাজে ঢুকে যেতে পারে।

এডমন্ডের খালি গাড়িটাকে আস্তে আস্তে গ্যারাজে ঢুকতে দেখে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো হেক্টরের ভেতর থেকে। যেন কোন প্রভুভক্ত কুকুর তার মালিকের মৃত্যুর পর শোকে মুহ্যমান হয়ে বাড়িতে ফিরে আসছে।

টেসলা গাড়িটা গ্যারাজের দরজা দিয়ে ঢোকার সময় হুট করেই লোকজনের মধ্যে এক ধরণের আবেগের বর্হিপ্রকাশ ঘটে গেল যেন, এডমন্ডের প্রিয় গাড়িটার উদ্দেশে করতালি দিতে শুরু করলো তারা।

*

"আমি জানতাম না আপনার এতটা ক্লসট্রোফোবিয়া আছে," ল্যাংডনের পাশে টেসলার ফ্লোরে শুয়ে থেকে বলল অ্যাম্ব্রা। তারা দুজনে গুটিশুটি মেরে পড়ে আছে দ্বিতীয় আর তৃতীয় সিটের মাঝখানে স্বল্প পরিসরের জায়গাটাতে কালো রঙের ভিনাইল কাভারে নিচে। অ্যাম্ব্রা এটা কার্গো এরিয়া থেকে নিয়ে নিয়েছিল। সেজন্যে হালকা কালচে রঙের জানালার কাঁচ দিয়ে তাদের উপস্থিতি একদমই টের পায়নি কেউ।

"আমি মরবো না," নার্ভাস ভঙ্গিতেই মজা করে বলল ল্যাংডন। এমনিতেই তার ক্লসট্রোফোবিয়া আছে, তার সাথে যুক্ত হয়েছে সেল্ফ-ড্রাইভিং গাড়ির ভীতিটা। সে টের পাচ্ছে গাড়িটা নিজে নিজে স্পাইরাল র‍্যাম্প দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। গাড়িটা ক্রাশ করে বসে কিনা সে ভয়ই পাচ্ছে প্রফেসর।

দুই মিনিট আগে, তারা যখন কারের দে প্রভেনকার দানিয়েল ভয়ার-এর জুয়েলারি শপের সামনে এসে পৌছালো, উইনস্টন তখন তাদেরকে একটা পরিষ্কার নির্দেশনা দেয়।

গাড়ি থেকে অ্যাম্ব্রা আর ল্যাংডন বের না হয়ে পেছনের সিটে গিয়ে বসে, তারপর ফোনের একটামাত্র বোতাম চেপেই গাড়িটার সেল্ফ-পার্ক ফিচারটি অ্যাক্টিভেট করে দেয়।

অন্ধকারে ল্যাংডন টের পেয়েছিল গাড়িটা ধীরে ধীরে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। গাড়ির ফ্লোরে স্বল্প পরিসরের জায়গায় অ্যাম্ব্রা আর সে গা ঘেষাঘেষি করে থাকার সময় টিনেজ বয়সে গাড়ির পেছনে এক সুন্দরি মেয়ের সাথে ডেটিং করার কথাটা মনে না করে পারেনি সে। *তখন আমি অনেক নার্ভাস ছিলাম,* ভেবেছিল ল্যাংডন, আর এখন স্পেনের হবু রাণীর সাথে ড্রাইভারবিহীন গাড়িতে এভাবে গুটিশুটি মেরে পড়ে থাকাটাকে নির্মম পরিহাসের বলেই মনে হয়েছে তার কাছে।

ল্যাংডন টের পেলো র‍্যাম্পের শেষ মাথায় এসে কয়েকটা ছোটখাটো মোড় নিয়ে গাড়িটা থেমে গেল।

"আপনারা এসে গেছেন," উইনস্টন বলল।

boighar.com

সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উপর থেকে কাভারটা সরিয়ে সতর্কতার সাথে উঠে বসলো অ্যাম্ব্রা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলো এবার। "ক্লিয়ার, কথাটা বলেই নেমে গেল গাড়ি থেকে।

এরপর গাড়ি থেকে নেমে এলো ল্যাংডন। গ্যারাজের মুক্ত জায়গায় নিঃশ্বাস নিতে পেরে স্বস্তি বোধ করলো সে।

"মেইন ফয়ারে এলিভেটরগুলো আছে," আঁকাবাঁকা ড্রাইভওয়ে র‍্যাম্পের দিকে ইঙ্গিত করলো বলল অ্যাম্ব্রা।

একেবারে অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে ল্যাংডনের চোখ আটকে গেল যেন। এখানে, এই আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং গ্যারাজে এডমন্ডের গাড়িটা যেখানে পার্ক করা আছে সেখানকার সিমেন্টের দেয়ালে চমৎকার একটি সমুদ্রতটের ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টিং টাঙানো।

"অ্যাম্ব্রা?" বলল ল্যাংডন। "এডমন্ড তার পার্কিং স্পটটা *পেইন্টিং* দিয়ে সাজিয়েছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "আমিও তাকে একই প্রশ্ন করেছিলাম। সে আমাকে বলেছে, এটা তাকে প্রতি রাতে বাড়িতে ফিরে আসার পর স্বাগত জানানোর নিজস্ব পদ্ধতি।"

ল্যাংডন বাঁকাহাসি দিলো। *ব্যাচেলর।*

"এই আর্টিস্ট এমন একজন যাকে এডমন্ড খুবই সম্মান করতো," বলল উইনস্টন। তার কণ্ঠটা এবার স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অ্যাম্ব্রার হাতে থাকা কিয়ার্শের ফোন থেকে কথা বলছে। "আপনি কি তাকে চিনতে পেরেছেন?"

ল্যাংডন চিনতে পারলো না। পেইন্টিংটা দেখে মনে হচ্ছে ওয়াটার কালারে আঁকা চমৎকার একটি ছবি–এডমন্ডের আভা-গার্দে জাতীয় কিছু না।

"এটা চার্চিলের," অ্যাম্ব্রা বলল। "এডমন্ড সব সময়ই তার উক্তি ব্যবহার করতো।"

চার্চিল। ল্যাংডনের কয়েক মুহূর্ত লেগে গেল এটা বুঝতে যে, অ্যাম্ব্রা আসলে খ্যাতিমান সাবেক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী, এক এবং অদ্বিতীয় উইনস্টন চার্চিলের কথা বলছে। একজন সৈনিক হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন ইতিহাসবিদ, সুবক্তা, নোবেল প্রাইজ বিজয়ি লেখক এবং সেইসাথে অসাধারণ একজন শিল্পী। ল্যাংডনের এবার মনে পড়ে গেল, যখন তাকে কেউ মন্তব্য করতে বলেছিল, ধর্মিয় লোকজন তাকে ঘৃণা করে তখন এডমন্ড বৃটিশ প্রধানমন্ত্রির একটি উক্তি ব্যবহার করে জবাব দিয়েছিল : *তোমার শত্রু আছে? ভালো। তার মানে তুমি ভালো কোন কিছুর পক্ষে দাঁড়িয়েছো!*

"চার্চিলের বৈচিত্র্যপূর্ণ মেধাই এডমন্ডকে বেশি মুগ্ধ করেছিল," বলল

উইনস্টন। "মানুষের মধ্যে এরকম বৈচিত্র্যপূর্ণ মেধা আর বিশাল কর্মতৎপরতা খুব কমই দেখা যায়।"

"এজন্যেই এডমন্ড তোমার নাম রেখেছে 'উইনস্টন'?"

"সেটাই," কম্পিউটার জবাব দিলো। "এডমন্ডের তরফ থেকে এক ধরণের শ্রদ্ধার্ঘ্য।"

জিজ্ঞেস করেছি বলে আমি খুশি, ল্যাংডন ভাবলো। এর আগে ভেবেছিল উইনস্টন নামটা সম্ভবত ওয়াটসন নামটাকে ইঙ্গিত করেই রাখা–যে আইবিএম কম্পিউটারটি *জিওপার্ডি* নামের টেলিভিশনের একটি গেম শোয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছিল! সন্দেহ নেই, সেই ওয়াটসনকে এখন বিবেচনা করা হবে আদিম কিছু হিসেবে–এককোষি ব্যাক্টেরিয়া যেটা কিনা সিনথেটিক ইন্টেলিজেন্সে বিবর্তিত হয়ে গেছে।

"ঠিক আছে," ল্যাংডন বলল এলিভেটরগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে। "এবার তাহলে উপরে যাওয়া যাক, চেষ্টা করে দেখি যেটা খুঁজতে এসেছি সেটা পাই কিনা।"

*

ঠিক এ সময় মাদ্রিদের আলমুদেনা ক্যাথেড্রালের অভ্যন্তরে কমান্ডার ডিয়েগো গারজা তার ফোনটা শক্ত করে ধরে রেখেছে। প্রাসাদের পিআর কো-অর্ডিনেটর মনিকা মার্টিনের কাছ থেকে অবিশ্বাস্য খবরটা শুনে যাচ্ছে সে।

ভালদেসপিনো আর যুবরাজ হুলিয়ান নিরাপদ কম্পাউন্ড থেকে বের হয়ে গেছেন?

তারা কী ভাবছে সেটা কল্পনা করতেও পারলো না গারজা।

তারা একজন যাজক-সহকারির গাড়িতে করে মাদ্রিদ শহরের কোথাও যাচ্ছে? এটা তো পাগলামি!

"আমরা ট্রান্সপোর্ট অথোরিটির সাথে যোগাযোগ করতে পারি," মনিকা বলল। "সুরেশ বলেছে তারা ট্রাফিক ক্যামেরাগুলো ব্যবহার করে তাদেরকে ট্র্যাক করতে–"

"না!" সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলো গারজা। "যুবরাজ যে সিকিউরিটি ছাড়া প্রাসাদের বাইরে গেছেন এটা কাউকে জানানোটা মারাত্মক বিপজ্জনক কাজ হয়ে যাবে! মনে রাখতে হবে, তার নিরাপত্তাই আমাদের প্রথম চিন্তা।"

"বুঝতে পেরেছি, স্যার," মার্টিন বলল। মনে হলো হঠাৎ করেই সে

boighar.com

অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছে। "আরেকটা বিষয় আছে আপনার জানা দরকার। এটা মিসিং ফোন রেকর্ড সংক্রান্ত।"

"দাঁড়াও," চারজন গার্ডিয়া এজেন্ট চলে এসেছে দেখে বলল গারজা। তারা তাকে রহস্যময় ভঙ্গিতে চারপাশ থেকে ঘিরে দাঁড়ালো। গারজা কোন কিছু করার আগেই তার এজেন্টরা দক্ষতার সাথে তার কাছ থেকে অস্ত্র আর ফোনটা নিয়ে নিলো।

"কমান্ডার গারজা," এজেন্টদের নেতা চোখমুখ শক্ত করে বলল, "আমাকে সরাসরি অর্ডার দেয়া হয়েছে আপনাকে গ্রেফতার করার জন্য।"

অধ্যায় ৫২

কাসা মিলা নির্মাণ করা হয়েছে অনেকটা 'ইনফিনিটি সাইন'-এর আদলে। একটা অবিরাম বাঁক ঘুরে এসে পুণরায় মিলে গেছে, যেন মিশে গেছে দুটো খাড়া মুখ। প্রতিটি খোলা-মুখের বাতির কুয়োগুলো প্রায় একশ ফিট গভীর। উপর থেকে দেখলে এ দুটোকে ভবনের ছাদে বিশাল বড় দুটো সিঙ্কহোলের মতোই লাগে।

ল্যাংডন এখন দাঁড়িয়ে আছে সঙ্কীর্ণ বাতির কূপটার নিচে, উপরের দিকে তাকালে কেমন উদ্বগজনক অনুভূতি হয়-বিশাল কোন প্রাণীর মুখগহ্বরের

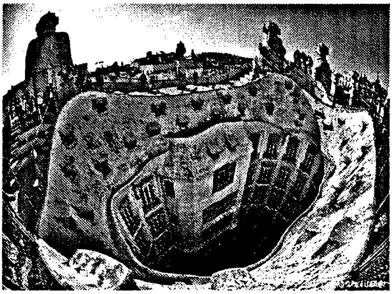

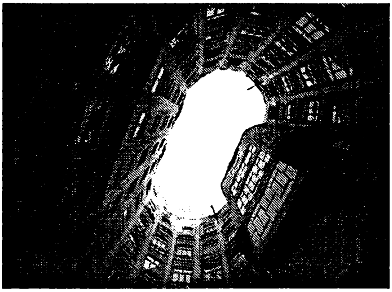

ভেতরে ঢুকে পড়ার মতো।

পায়ের নিচে যে মেঝেটা আছে সেটা পাথরে তৈরি, কিছুটা ঢালু আর অসমান। একটা পেঁচানো সিঁড়ি উঠে গেছে উপরের শ্যাফটের দিকে, ওটার রেলিংয়ে যে রট আয়রনের নক্সাটা আছে তা যেন মনে করিয়ে দেয় সামুদ্রিক স্পঞ্জের কথা। একগুচ্ছ লতা-গুল্ম রেলিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে রাখা আছে।

boighar.com

জীবন্ত স্থাপত্য, ল্যাংডন ভাবলো। জৈব গুণাগুণ সমৃদ্ধ কাজের সক্ষমতা ছিল গওদির।

ল্যাংডনের চোখ আবারো উপরের দিকে চলে গেল, খোদাই করা বাদামি রঙের দেয়াল আর সবুজ রঙের টাইলগুলো একে অন্যের সাথে মিশে এক ধরণের ফ্রেসকোর সৃষ্টি করেছে। যেখানে ফুটে উঠেছে লতা-গুল্ম আর ফুলের ছবি।

"এলিভেটরগুলো এখানে," ফিসফিসিয়ে বলল অ্যাম্ব্রা। তাকে নিয়ে গেল সেখানে। "এডমন্ডের অ্যাপার্টমেন্টটা একেবারে উপরে।"

ছোটখাটো এলিভেটরের ভেতরে ঢুকতেই ভবনটির টপ-ফ্লোরের খোলা মুখটার ছবি ভেসে উঠলো ল্যাংডনের মনের পর্দায়। একবার সে ওখানে গিয়েছিল গওদির এক্সিবিট হাউজটা দেখতে। তার যতোটুকু মনে পড়ে কাসা মিলার চিলেকোঠাটি বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন, সর্পিলাকৃতির একসারি জানালাবিহীন ঘর।

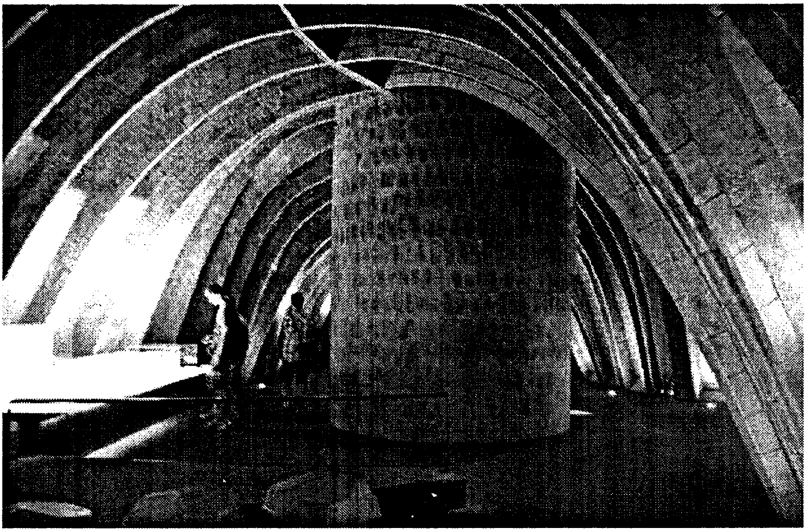

"এডমন্ড এই ভবনের যেকোন জায়গাতেই বাস করতে পারতো," এলিভেটরটা উপরে উঠতে শুরু করলে বলল ল্যাংডন। "আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, সে চিলেকোঠাটা লিজ নিয়েছে।"

"ওটা অদ্ভুত একটা অ্যাপার্টমেন্ট," একমত পোষণ করে বলল অ্যাম্ব্রা ভিদাল। "আপনি তো জানেনই, এডমন্ড ছিল একটু অদ্ভুত স্বভাবের।"

এলিভেটরটা টপ-ফ্লোরে পৌছাতেই তারা বের হয়ে এলো, পা রাখলো

অভিজাত একটি হলওয়েতে, সেখান থেকে আরেকটা পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ভবনের একেবারে উপরে, একটি প্রাইভেট ল্যান্ডিংয়ের দিকে।

"এটাই," কালো চকচকে লোহার একটি দরজা দেখিয়ে বলল অ্যাম্ব্রা। দরজাটার কোন নব কিংবা কিহোল, কিছুই নেই। এই ফিউচারিস্টিক প্রবেশদ্বারটি এরকম একটি ভবনে একেবারে বেমানান লাগছে। বোঝাই যাচ্ছে, এটা এডমন্ড নিজে যোগ করেছে।

"আপনি বলেছিলেন সে কোথায় তার চাবিটা লুকিয়ে রাখে সেটা আপনি জানেন?" জানতে চাইলো ল্যাংডন।

এডমন্ডের ফোনটা তুলে ধরলো অ্যাম্ব্রা। "একটু আগেই বলেছিলাম...ভুলে গেছেন হয়তো।"

প্রফেসর কাঁধ তুলল শুধু। কথা সত্যি।

"মনে হয় এখানেই সে সব কিছু লুকিয়ে রাখে।"

ফোনটা সে মেটাল দরজার সাথে চেপে ধরলে পর পর তিনবার বিপ্ হবার শব্দ হলো। এরপরই ডেডবোল্টগুলো একে একে খুলে যেতে শুরু করলে সেই আওয়াজটা শুনতে পেলো ল্যাংডন। ফোনটা পকেটে রেখে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল অ্যাম্ব্রা।

"আগে আপনি ঢুকুন," বলল সে।

ভেতরের মৃদু আলোর একটি ফয়ারে পা রাখলো ল্যাংডন, এখানকার দেয়াল আর ছাদ সাদা ইট দিয়ে তৈরি। মেঝেটা পাথরের, ভেতরের বাতাস বেশ হাল্কা।

সামনের অংশ থেকে আরেকটু ভেতরে যেতেই বিশাল একটি ঘর দেখতে পেলো সে। সেই ঘরের শেষমাথায় যে দেয়ালটা আছে সেখানে টাঙানো রয়েছে বিশাল একটি পেইন্টিং, নিখুঁতভাবেই কতোগুলো পিন লাইট দিয়ে সেটা আলোকিত করা, অনেকটা জাদুঘরে যেরকমটি দেখা যায়।

ছবিটা দেখামাত্রই ল্যাংডন বরফের মতো জমে গেল এক জায়গায়। "হায় ঈশ্বর, এটা...*অরিজিনালটাই?*"

হাসলো অ্যাম্ব্রা। "হ্যা, এটার কথা প্লেনেই বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ভেবে দেখলাম এটা সারপ্রাইজ হিসেবেই থাকুক।"

বাকরুদ্ধ হয়ে ল্যাংডন মাস্টারপিসটার দিকে এগিয়ে গেল। দৈর্ঘ্যে বারো ফিট আর উচ্চতায় চার ফিটের মতো হবে পেইন্টিংটা–অনেক আগে বোস্টন মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস-এ এটা যেরকম দেখেছিল এখন তার চাইতে বেশি বড় লাগছে তার কাছে। *আমি শুনেছিলাম এটা নাকি নামপ্রকাশে*

boighar.com

অনিচ্ছুক একজন ক্রেতার কাছে বিক্রি করা হয়েছিল, কিন্তু সেটা যে এডমন্ড হতে পারে আমার কোন ধারণাই ছিল না!

"এটা যখন আমি এই অ্যাপার্টমেন্টে প্রথম দেখি," অ্যাম্ব্রা বলল, "আমার বিশ্বাসই হচ্ছিলো না এরকম আর্টের প্রতি এডমন্ডের আগ্রহ আছে। কিন্তু এখন আমি জানি এই বছর সে কী নিয়ে কাজ করছিল, পেইন্টিংটা মনে হচ্ছে অদ্ভুতভাবেই তার কাজের সাথে খাপ খেয়ে যায়।"

অবিশ্বাসে মাথা নেড়ে সায় দিলো ল্যাংডন।

এই বিখ্যাত মাস্টারপিসটি ফরাসি পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী পল গগ্যাঁর সিগনেচার ওয়ার্কগুলোর মধ্যে অন্যতম–যুগান্তকারি একজন পেইন্টার, যিনি আঠারো শতকের সিম্বলিস্ট আন্দোলনের অন্যতম একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। পরবর্তিকালে তিনি আধুনিক আর্টের দিকে ঝুঁকে পড়েন।

পেইন্টিংটার কাছে যেতেই ল্যাংডনের মনে হলো, গগ্যাঁর তুলির আঁচড়ের সাথে কাসা মিলার প্রবেশপথের কতোটাই না মিল রয়েছে–অরগানিক সবুজ, বাদামি আর নীলের মিশ্রণ–এই ছবিটাও প্রকৃতিকেই ফুটিয়ে তুলেছে।

ছবিতে কতোগুলো মানুষ আর পশুপাখি থাকা সত্ত্বেও ল্যাংডনের চোখ গেল উপরের বামদিকের এককোণে–এক পোচ উজ্জ্বল হলুদ রঙের মধ্যে ছবিটার নাম লেখা আছে।

অবিশ্বাসের সাথে কথাগুলো পড়লো সে : *D'où Venons Nous / Que Sommes Nous / Où Allons Nous*।

কোথা হতে এসেছি আমরা? আমরা কী? কোথায় আমরা যাচ্ছি?

ল্যাংডন ভাবলো, প্রতিদিন নিজের ঘরে ফিরে এসে এই প্রশ্নগুলোর সম্মুখিন হতো এডমন্ড, সুতরাং এর জবাব খুঁজে পেতে ছবিটা যে তাকে উৎসাহি করে তুলেছিল সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

অ্যাম্ব্রাও ল্যাংডনের পাশে এসে দাঁড়ালো। "এডমন্ড আমাকে বলেছিল,

যখনই সে এই ঘরে ঢুকতো সে চাইতো এই প্রশ্নগুলো তাকে উদ্দীপ্ত করুক।"

এই ঘরে ঢুকলে এই জিনিস চোখে না পড়ে উপায় নেই, ভাবলো ল্যাংডন।

এডমন্ড এই মাস্টারপিসটাকে এমন দৃষ্টিগ্রাহ্য করে রেখেছে দেখে ল্যাংডন ভাবলো, হয়তো এই পেইন্টিংটার মধ্যেই এমন কোন ক্লু আছে যেটা দিয়ে এডমন্ডের আবিষ্কারটির সন্ধান পাওয়া যাবে। প্রথম দর্শনে পেইন্টিংটার বিষয়বস্তু মনে হতে পারে এতটাই আদিম যে, অগ্রসর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কোন ইঙ্গিত এতে পাওয়া যাবে না। ছবিটাতে দেখানো হয়েছে তাহিতি দ্বীপের আদিবাসি আর পশুপাখিদের।

ল্যাংডন এই পেইন্টিংটা সম্পর্কে ভালো ধারণাই রাখে, যতোটুকু সে মনে করতে পারে, গগ্যাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই কাজটা যেন 'পড়া' হয় ডান থেকে বামদিকে–ফরাসি লেখা শুরু হয় ঠিক এর বিপরীত দিক থেকে। সেজন্যে ল্যাংডনের চোখও ডানদিকের পরিচিত 'ফিগার'গুলোর দিকে চলে গেল।

একেবারে ডানদিকে সদ্যোজাত এক শিশু শুয়ে আছে পাথরের চাতালের উপরে। জীবনের সূচনাকে বোঝায় এটা। *কোথা হতে এসেছি আমরা?*

মাঝখানে, বিভিন্ন বয়সের মানুষজন তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যস্ত আছে। *আমরা কী?*

আর বামদিকে, জরাগ্রস্ত এক বৃদ্ধ মহিলা একা বসে আছে, গভীর চিন্তায় মগ্ন সে। মনে হচ্ছে নিজের নশ্বর জীবনটা নিয়ে ভেবে যাচ্ছে। *কোথায় যাচ্ছি আমরা?*

ল্যাংডন একটু অবাকই হলো, সে যখন প্রথমবার এডমন্ডের মুখে এ কথাটা শুনেছিল তখন কেন এই পেইন্টিংটার কথা তার মনে পড়েনি। *আমাদের উৎপত্তি কি? আমাদের নিয়তি কি?*

ছবিটার অন্যসব জিনিসের দিকে এবার নজর দিলো ল্যাংডন–বেশ কিছু কুকুর, বিড়াল আর পাখি, দেখে মনে হতে পারে তারা নির্দিষ্ট কিছুই করছে না; ব্যাকগ্রাউন্ডে আদিম মানুষের এক দেবির মূর্তি; একটা পাহাড়, শেকড়-বাকড় আর গাছ। আর অবশ্যই গগ্যাঁর বিখ্যাত 'অদ্ভুত সাদা পাখি,' ওটা বসে আছে বৃদ্ধ মহিলার পাশেই, শিল্পীর মতে এটা প্রতিনিধিত্ব করে 'শব্দের নিরর্থকতা'কে।

নিরর্থক হোক আর যাই হোক, ভাবলো ল্যাংডন, আমরা এখানে শব্দ খুঁজতেই এসেছি। *নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, সাতচল্লিশটি মূল্যবান অক্ষর।*

কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো, পেইন্টিংটার অপ্রচলিত নামই কি সরাসরি সাতচল্লিশটি অক্ষরের সেই পাসওয়ার্ডকে নির্দেশ করে কিনা। কিন্তু

boighar.com

ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষায় দ্রুত হিসেব করে সে দেখলো এতে কোন কাজ হবে না।

"ঠিক আছে, আমরা কবিতার লাইন খুঁজছি," আশাবাদি হয়ে বলল ল্যাংডন।

"এডমন্ডের লাইব্রেরিটা এদিকে," অ্যাম্ব্রা তাকে বলল, তার বামদিকে চওড়া একটি করিডোর দেখালো সে। ল্যাংডন দেখতে পেলো সেখানে বেশ রুচিসম্মত আসবাবপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গওদির আর্টিফেক্ট আর ডিসপ্লের কাছাকাছি।

এডমন্ড একটা জাদুঘরে থাকতো? এখনও ল্যাংডন এখানকার সবকিছু বুঝে উঠতে পারছে না। সে কখনও দেখেনি কাসা মিলার চিলেকোঠার মতো কোন জায়গায় মানুষজন বাস করে। জায়গাটা নির্মাণ করা হয়েছে পাথর আর ইট দিয়ে, এটা বিরামহীন একটি টানেল–বিভিন্ন উচ্চতার ২৭০টি ডিম্বাকৃতির আর্চ, একটার সাথে আরেকটার দূরত্ব এক গজের মতো হবে। খুবই অল্প কিছু জানালা রয়েছে, আর এখানকার বাতাস যেমন শুকনো তেমনি বিশুদ্ধ। বোঝাই যাচ্ছে সেগুলো বেশ ভালোমতোই প্রসেস করা হয়েছে গওদির আর্টিফেক্টগুলো সুরক্ষিত রাখার জন্য।

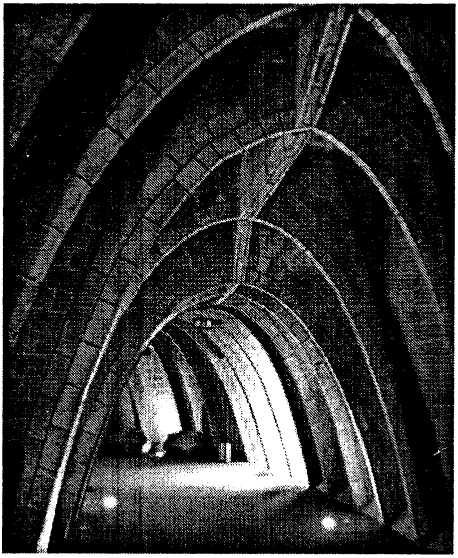

"আমি একটু আসছি," ল্যাংডন বলল। "প্রথমে আমাকে এডমন্ডের রেস্ট রুমটা খুঁজে বের করতে হবে।"

অ্যাম্ব্রা অদ্ভুতভাবেই মেইন দরজার দিকে তাকালো। "এডমন্ড আমাকে সব সময়ই নিচের লবিটা ব্যবহার করতে বলতো...তার অ্যাপার্টমেন্টের প্রাইভেট বাথরুমের ব্যাপারে সে রহস্যজনকভাবেই খুব প্রটেক্টিভ ছিল।"

"এটা একজন ব্যাচেলরের ডেরা–তার বাথরুমটা সম্ভবত অপরিষ্কার, সে হয়তো এটা নিয়ে বিব্রত ছিল।"

হেসে ফেলল অ্যাম্ব্রা। "আমার মনে হয় ওটা এদিকে," এবার সে

লাইব্রেরির বিপরীত দিকটা দেখালো। অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি টানেল দিয়ে যেতে হবে সেখানে।”

“ধন্যবাদ। আমি একটু পরই আসছি।”

এডমন্ডের অফিসের দিকে পা বাড়ালো অ্যাম্ব্রা, আর ল্যাংডন গেল ঠিক বিপরীত দিকে, ইটের তৈরি খিলানযুক্ত পথের একটি সঙ্কীর্ণ করিডোর দিয়ে। এটা তাকে স্মরণ করিয়ে দিলো মধ্যযুগের ভূগর্ভস্থ ক্যাটাকম্বগুলোর কথা। যে টানেলটা দিয়ে সে এখন যাচ্ছে তার নিচে, প্রতিটা খিলানের গোড়ায় মোশন সেন্সর নরম আলোর বাতি জায়গাটাকে আলোকিত করে রাখছে।

অভিজাত আর মার্জিত রিডিং এরিয়া, ব্যায়াম করার জায়গা, এমনকি খাবার-দাবার রাখার জন্য ছোটখাটো একটি প্যান্ট্রিও অতিক্রম করে গেল ল্যাংডন। এগুলোর পাশাপাশি রয়েছে কিছু টেবিল, সেখানে গওদির বিভিন্ন ধরণের ড্রইং, স্থাপত্যিক স্কেচ আর তার প্রজেক্টের থ্রি-ডি মডেলগুলো রাখা।

বায়োলজ্যিকাল আর্টিফেক্টের একটি আলোকিত টেবিলের পাশ দিয়ে যাবার সময় একটু থমকে দাঁড়ালো ল্যাংডন, ওখানকার জিনিসগুলো দেখে অবাকই হলো সে–প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাছের একটি ফসিল, চমৎকার সুন্দর একটি শামুকের খোলস, আর সাপের একটি আঁকাবাঁকা কঙ্কাল। যেতে যেতেই ল্যাংডনের মনে হলো, নিশ্চয় এডমন্ড এসব জিনিস ডিছপ্লে করার জন্য এখানে এনে রেখেছে–সম্ভবত তার জীবনের উৎপত্তি নিয়ে স্টাডির সাথে সম্পর্কিত বলে। এরপরই একটা কেসের উপরে যে পাদটীকা দেয়া আছে সেটা তার চোখে পড়লো। বুঝতে পারলো এইসব আর্টিফেক্টগুলো গওদির নিজেরই আর সেগুলো এই বাড়িটার বিভিন্ন ফিচারগুলোকেই প্রতিনিধিত্ব করছে : মাছের স্কেলটা দেয়ালের টাইলগুলোর প্যাটার্ন, শামুকটা গ্যারাজের বাঁকানো সিঁড়ি, আর সাপের কঙ্কালটা এখানকার আঁকাবাঁকা হলওয়েগুলোকেই নির্দেশ করছে।

ডিসপ্লেতে স্বয়ং স্থপতির একটি বিনয়ি কথা লেখা আছে :

> *কোন কিছুই উদ্ভাবন করা যায় না, সেগুলো আসলে প্রকৃতিতে আগে থেকেই থাকে।*
> *মৌলিকত্ব মানে উৎসের কাছে ফিরে যাওয়া।*
> – আন্তোনিও গওদি

ল্যাংডন আবারো এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া করিডোরটির দিকে তাকালো,

আরেকবার মনে হলো সে বুঝি কোন জীবন্ত প্রাণীর ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে।

এডমন্ডের জন্য একদম পারফেক্ট একটি বাসা, ভাবলো সে। *বিজ্ঞান থেকে অনুপ্রাণিত শিল্প।*

সাপের মতো টানেলটার প্রথম বাঁক নিলো প্রফেসর ল্যাংডন, প্রশস্ত জায়গাটাকে মোশন-অ্যাক্টিভেটেড বাতিগুলো আলোকিত করে রেখেছে। হলের মাঝখানে বিশাল বড় একটি কাঁচের ডিসপ্লের দিকে তার চোখ গেল।

একটি ক্যাটানারি মডেল, ভাবলো সে। গওদির এইসব মেধাবি প্রটোটাইপগুলো দেখলে সব সময়ই ল্যাংডন বিস্মিত হয়। 'ক্যাটানারি' একটি আর্কিটেকচেরাল টার্ম, এটা দিয়ে বোঝানো হয় দু'প্রান্ত আটকে কোন তার ঝুলিয়ে দিলে যে আকৃতি তৈরি সেটাকে–অনেকটা হ্যামোকের মতো।

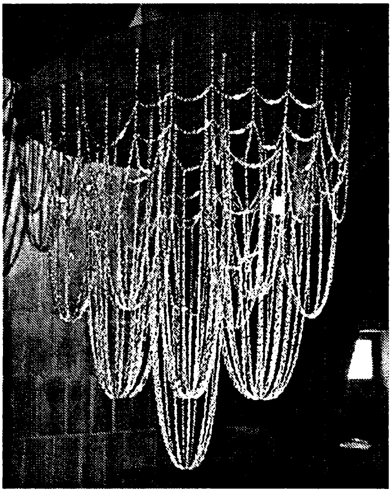

ল্যাংডনের সামনে যে ক্যাটানারি মডেলটি রাখা আছে, সেই কেসের ঠিক উপর থেকে ঝুলে আছে কিছু শেকলের মতো জিনিস–ওগুলো দৈর্ঘ আর আটকে থাকা দুই প্রান্তের দূরত্ব শেকলগুলোকে ইংরেজি 'ইউ' অক্ষরের আকৃতি দান করেছে মধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে।

গওদি নিশ্চয় এটা দেখেছিলেন, শেকলগুলো যখন এভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয় তখন সেগুলো নিজের ওজনের কারণেই এমন আকৃতির সৃষ্টি করে। তিনি সেটাকে তার স্থাপত্যে অবশ্য উল্টো করে ব্যবহার করেছেন, বিশেষ করে এখানে। তাহলে এটারও একটা প্রতিচ্ছবি থাকার কথা।

কিন্তু সেটা করতে হলে একটা ম্যাজিক আয়না লাগবে, ভাবলো ল্যাংডন। কেস থেকে একটু সরে আসতেই যেমনটা সে ভেবেছিল তা-ই দেখতে পেলো। মেঝেটাই আয়না। প্রতিফলনটার দিকে তাকিয়ে ম্যাজিক্যাল ইফেক্টটা দেখতে পেলো সে। পুরো মডেলটি উল্টো হয়ে আছে–ঝুলন্ত লুপগুলো হয়ে উঠেছে খাড়া স্পায়ার।

এবার ল্যাংডন বুঝতে পারলো সে আসলে দেখতে পাচ্ছে আকাশ থেকে দেখলে গওদির অমর সৃষ্টি ব্যাসিলিকা দে লা সাগ্রাদা ফামিলিয়া'কে যেমনটা

দেখা যায়, তার ঠিক উল্টো দৃশ্যটি। হয়তো এটা থেকেই ওরকম স্থাপত্য নক্সা করেছেন তিনি।

হল দিয়ে আরেকটু এগোতেই রাজকীয় একটি ঘুমানোর জায়গা দেখতে পেলো প্রফেসর। পুরনো আমলের, প্রায় অ্যান্টিকতুল্য চার-পোস্টের একটি পালঙ্ক, চেরি কাঠের একটি ওয়ার্ডরোব আর নক্সা করা ড্রয়ার। দেয়ালগুলো গওদির নক্সা আর স্কেচে সজ্জিত। এসব দেখে ল্যাংডনের মনে হলো জাদুঘরের কোন প্রদশর্নীর মতোই কোন কিছু।

এই ঘরে একমাত্র যে শিল্পকর্মটি আছে সেটা এডমন্ডের পালঙ্কের ঠিক উপরে একটি উক্তির বিশাল এক ক্যালিওগ্রাফি। প্রথম দুটি শব্দ পড়ার পরই ল্যাংডন চিনতে পারলো উক্তিটা কার।

ঈশ্বর মৃত। ঈশ্বর মৃতই থাকবে। আর আমরা তাকে হত্যা করেছি। আমরা কিভাবে প্রশান্তি পাবো যখন কিনা আমরাই সকল খুনির খুনি?
–নিৎশে

উনিশ শতকের প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক এবং নাস্তিক ফ্রেডরিখ নিৎশের দুটো বিখ্যাত শব্দ হলো 'ঈশ্বর মৃত'। ধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করার জন্য যেমন নিৎশে আলোচিত ছিলেন, তেমনি আলোচিত ছিলেন বিজ্ঞানের ব্যাপারে তার অভিমতের জন্যেও–বিশেষ করে ডারউইনের বিবর্তনবাদ–তিনি বিশ্বাস করতেন এটা মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে। এটা জীবনের নিরর্থকতাকে অনুমোদন করে, যেন জীবনের কোন সুমহান উদ্দেশ্য নেই, আর বলতে চায়, ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই।

বিছানার উপরে এই উক্তিটা দেখে ল্যাংডন ভাবলো, হয়তো ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করা সত্ত্বেও ঈশ্বরবিহীন পৃথিবীর ব্যাপারে তার নিজের যে ভূমিকা সেটা নিয়ে দ্বিধার মধ্যে ছিল এডমন্ড।

ল্যাংডন স্মরণ করতে পারলো, নিৎশের উক্তিটা শেষ হয়েছে এ কথা দিয়ে : 'এই চুক্তিটার মহিমা কি আমাদের জন্য অনেক বেশি মঙ্গলজনক নয়? আমাদেরকে ঈশ্বর হয়ে উঠতে হবে শুধুমাত্র উপযুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে।

মানুষকে ঈশ্বর হতে হলে ঈশ্বরকে হত্যা করতে হবে–এই সাহসি ধারণাটি ছিল নিৎশের চিন্তাভাবনার মূল প্রতিপাদ্য। ল্যাংডন আরো বুঝতে পারলো, সম্ভবত ঈশ্বরের আংশিক ব্যাখ্যার জটিলতায় আক্রান্ত হয়েছে এডমন্ডের মতো

boighar.com

টেকনোলজির অসংখ্য জিনিয়াস আর পুরোধা ব্যক্তিত্বগণ। *যারা ঈশ্বরকে মুছে ফেলে...তাদেরকে ঈশ্বর হতে হয়।*

এ কথা ভাবতে গিয়ে আরেকটি বোধোদয় ঘটলো ল্যাংডনের।

নিৎশে কেবলমাত্র একজন দার্শনিক ছিলেন না–তিনি একজন কবিও ছিলেন!

ল্যাংডনের কাছে নিৎশের *দ্য পিকক অ্যান্ড দি বাফেলো* নামের ২৭৫টি কবিতার একটি সঙ্কলন আছে। ঈশ্বর-চিন্তা, মৃত্যু আর মানুষের মন সংক্রান্ত ভাবনাগুলো এতে বিধৃত হয়েছে।

বিছানার উপরে যে উক্তিটা আছে তাতে কতোগুলো অক্ষর রয়েছে সেটা দ্রুত গুনে নিলো ল্যাংডন। না। এবারও হলো না। তারপরও মনের কোণে একটা আশা উঁকি দিচ্ছে। *আমরা যে কবিতার লাইনটা খুঁজছি সেটা কি নিৎশেরই কোন কবিতা?* যাই হোক, উইনস্টনকে সে বলবে অনলাইন থেকে নিৎশের সবগুলো কবিতা সংগ্রহ করে সেগুলো থেকে যেন সার্চ করে দেখে সাতচল্লিশটি অক্ষরের কোন লাইন আছে কিনা।

এই ভাবনাটা শেয়ার করার জন্য এক্ষুণি অ্যাম্ব্রার কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছে করলেও ল্যাংডন তড়িঘরি ছুটলো বেডরুমেরর ভেতরে যে রেস্ট রুমটা আছে সেদিকে।

রেস্ট রুমের ভেতরে ঢুকতেই বাতি জ্বলে উঠলো, তার সামনে উদ্ভাসিত হলো অভিজাতভাবে সুসজ্জিত একটি বাথরুম যেখানে রয়েছে একটা সিঙ্ক, শাওয়ার নেবার জন্য একটি খোলা জায়গা, আর একটি টয়লেট।

সঙ্গে সঙ্গে ল্যাংডনের চোখ গেল একটা নিচু অ্যান্টিক টেবিলের দিকে, ওটার উপরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা আছে বিভিন্ন ধরণের টয়লেট্রিজ আর ব্যক্তিগত ব্যবহার্য কিছুইজনিস। টেবিলের আইটেমগুলো দেখে সশব্দেই নিঃশ্বাস নিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল সে।

ওহ্ ঈশ্বর। এডমন্ড...না।

তার সামনে যে টেবিলটা রয়েছে সেটা যেন নিষিদ্ধ মাদকের ছোটখাটো একটি ল্যাবরেটরি–ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, পিলের বোতল, কিছু ক্যাপসুল, এমনকি শুকনো রক্তের দাগলাগা এক টুকরো কাপড় পর্যন্ত।

ল্যাংডন ভীষণ কষ্ট পেলো।

এডমন্ড ড্রাগ নিতো?

প্রফেসর জানে, আজকাল এইসব রাসায়নিক মাদকাসক্তির ব্যাপক প্রসার

ঘটেছে। সবখানেই এটা দেখতে পাওয়া যায়, এমন কি বিখ্যাত আর ধনীদের মধ্যেও। বিয়ারের চেয়ে হেরোইন এখন সস্তা। লোকজন এমনভাবে পেইনকিলার ব্যবহার করে যেন তারা অ্যালার্জির ওষুধ খাচ্ছে।

মাদকাসক্তির কারণেই যে আজকাল তার ওজন কমে গেছিল সেটা নিশ্চিত, ল্যাংডন ভাবলো। এডমন্ড হয়তো 'নিরামিষি হয়ে যাবার' ভান করেছিল তার শুকিয়ে যাওয়া, ওজন হারানো আর চোখের নিচে কালি পড়ে যাওয়াটা আড়াল করার জন্যই।

টেবিল থেকে একটা বোতল তুলে নিলো ল্যাংডন। প্রেসক্রিপশনের লেবেলটা পড়লো সে। ধরেই নিয়েছে, অক্সিকন্টিন আর পারকোসেটের মতো পেইন কিলার দেখতে পাবে।

কিন্তু তার বদলে সে দেখতে পাচ্ছে : *ডসিটাক্সেল।*

বিভ্রান্ত হয়ে সে আরেকটা বোতল চেক করে দেখলো : *জেমসিটাবাইন।*

এসব কী? অবাক হয়ে তৃতীয় বোতলটাও দেখলো এবার : *ফ্লুরোরাসিল।* মূর্তির মতো জমে গেল ল্যাংডন। হারভার্ডের এক কলিগের কাছ থেকে ফ্লুরোরাসিল সম্পর্কে জেনেছিল। হঠাৎ করেই নিজের ভেতরে ভয়ের একটি স্রোত টের পেলো সে। কিছুক্ষণ পর বোতলগুলোর পাশে পড়ে থাকা একটি প্যাম্ফলেটের দিকে নজর দিলো। শিরোনামটি বলছে 'নিরামিষ ভোজন কি অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সারকে ধীরগতি করে তোলে?'

সত্যটা জানতে পেরে ল্যাংডনের চোয়াল ঝুলে পড়লো।

এডমন্ড মাদকাসক্ত ছিল না।

সঙ্গোপনে সে প্রাণঘাতি ক্যান্সারের সাথে লড়াই করছিল।

অধ্যায় ৫৩

এত জায়গা থাকতে কেন এরকম একটা চিলেকোঠাকে নিজের অ্যাপার্টমেন্ট হিসেবে বেছে নিয়েছিল এডমন্ড সেটা ভেবে আগেও বেশ কয়েকবার অবাক হয়েছে অ্যাম্ব্রা ভিদাল। তবে এডমন্ড যেরকম স্বভাবের ছিল, তাতে করে বেশি অবাক হবার সুযোগও নেই।

ছিল, কত তাড়াতাড়ি একজন মানুষ বর্তমান থেকে অতীতে পাড়ি জমিয়েছে, সেটা মনে হতেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো অ্যাম্ব্রার বুক চিড়ে। এ মুহূর্তে এডমন্ডের অ্যাপার্টমেন্টে তার সারি সারি বইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে ও।

যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও অনেক বেশি সমৃদ্ধ ওর বইয়ের সংগ্রহ, পরিমাণটাও বিশাল।

বাঁকানো হলওয়ের একটা বিশাল অংশ লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত করেছিল এডমন্ড। গওদির নকশা করা পিলারগুলোর মাঝে মাঝে তাক বসানো হয়েছে বই রাখার জন্যে। তবে এত বিশাল সংখ্যক বই দেখে যে কেউ অবাক হয়ে যাবে, বিশেষ করে এডমন্ডের যেহেতু এখানে মাত্র দুই বছর থাকার কথা ছিল।

দেখে তো মনে হচ্ছে বাকি জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দেয়ার ইচ্ছে ছিল ওর।

বইভর্তি তাকগুলোর দিকে তাকিয়ে আরেকটা ব্যাপার উপলব্ধি হলো অ্যাম্ব্রার। এখান থেকে এডমন্ডের প্রিয় একটা কবিতার লাইন খুঁজে বের করা চাট্টিখানি ব্যাপার হবে না। যা ভেবেছিল তার চেয়েও অনেক বেশি সময় লাগবে। বইয়ের নামগুলো পড়া শুরু করলো ও, সবই বিজ্ঞানভিত্তিক বই : জোতির্বিদ্যা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, প্রাণরসায়ন :

The Big Picture
Forces of Nature
Origins of Consciousness
The biology of belief
Intelligent Algorithms
Our Final Invention

দেখতে দেখতে একটা তাকের শেষ প্রান্তে চলে আসলো ও, অন্যপাশটা দেখা শুরু করলো আগ্রহ নিয়ে। কিন্তু এখানেও কেবল বিজ্ঞানের বই। বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ি আলাদা আলাদা করে রাখা। তাপগতিবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, প্রিমর্ডিয়াল কেমিস্ট্রি, অর্থাৎ সৃষ্টির শুরুতে পৃথিবীর রাসায়নিক অবস্থা সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

কিন্তু কোন কবিতার বই নেই।

অনেকক্ষণ ধরে উইনস্টনের কোন সাড়াশব্দ না পাওয়ায় পকেট থেকে কিয়ার্শের ফোনটা বের করলো অ্যাম্রো। "উইনস্টন? আছো?"

"হ্যাঁ," ব্রিটিশ উচ্চারণে জবাব আসলো।

"এডমন্ড কি আসলেই ওর লাইব্রেরির সবগুলো বই পড়ে শেষ করেছে?"

"হ্যাঁ," জবাব দিলো উইনস্টন। "অবসর সময়ের পুরোটাই বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতো এডমন্ড। এই লাইব্রেরিটাকে 'জ্ঞানের আলোকবর্তিকা' নামে ডাকতো ও।"

"এখানে কি আদৌ কোন কবিতার বই আছে?"

"আসলে এই লাইব্রেরিতে কি কি বই আছে তার পূর্ণ তালিকাটা নেই আমার কাছে। মাঝে মাঝে কিছু নন ফিকশন বই আমাকে পড়ে শোনাতে বলতো ও, সেগুলো সম্পর্কেই ধারণা আছে কেবল। আপনাকে নিজেই খুঁজে দেখতে হবে কোন কবিতার বই আছে কিনা।"

"ঠিক আছে।"

"আপনি খুঁজতে থাকুন, সেই ফাঁকে একটা খবর জানানোর প্রয়োজন বোধ করছি–প্রিন্স হুলিয়ানের ব্যাপারে।"

"কি হয়েছে?" কাজ থামিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলো অ্যাম্রো। এখনও কিয়ার্শের মৃত্যুর সাথে হুলিয়ানের সম্ভাব্য সম্পৃক্ততার ব্যাপারটা নিয়ে দোটানায় ভুগছে ও। *কোন প্রমাণ নেই আমার কাছে,* নিজেকে মনে করিয়ে দিলো অ্যাম্রো। হুলিয়ানই যে অ্যাডমিরাল আভিলাকে মিউজিয়ামে প্রবেশের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল এ ব্যাপারটা এখনও নিশ্চিত নয়।

"কিছুক্ষণ আগে পাওয়া সংবাদের ভিত্তিতে বলছি, মাদ্রিদের রাজপ্রাসাদের সামনে ভিড় জমাচ্ছে এডমন্ডের অনুসারিরা। গুজব ছড়িয়েছে, বিশপ ভালদেসপিনো প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এডমন্ডের হত্যাকান্ডের সাথে, আর সেক্ষেত্রে প্রাসাদের ভেতর থেকে কেউ সহায়তা করেছে তাকে। প্রিন্স হুলিয়ানের নামও বলছে অনেকে। প্রাসাদ লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়ছে কেউ কেউ। দেখুন।"

boighar.com

অরিজিন
বইঘর.কম

এডমন্ডের স্মার্টফোনে একটা লাইভ স্ট্রিম শুরু করলো উইনস্টন। সেখানে প্ল্যাকার্ড হাতে একদল উত্তেজিত মানুষকে স্লোগান দিতে দেখা যাচ্ছে। অনেকের প্ল্যাকার্ডে স্প্যানিশে কেবল একটা কথা লেখা–APOSTASÍA! সেই সাথে পাশে একটা লোগো, ইদানিং মাদ্রিদের রাস্তায় এই লোগোটা হরদম চোখে পড়ছে।

Apostasy অর্থাৎ স্বধর্মত্যাগ স্পেনের অসাম্প্রদায়িক তরুণদের মধ্যে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। চার্চ ত্যাগ করুন!–তাদের বেদবাক্য।

"হুলিয়ান কি এখন পর্যন্ত কোন আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়েছে?"

"সেটাই তো সমস্যা," জবাবে বলল উইনস্টন। "এখন পর্যন্ত হুলিয়ান অথবা বিশপের পক্ষ থেকে কোন বিবৃতি আসেনি। প্রাসাদের কেউই এ ব্যাপারে মুখ খুলছে না। সেই সুযোগে হালে পানি পাচ্ছে ষড়যন্ত্রতত্ত্বীরা। জাতীয় গণমাধ্যম এখন প্রশ্ন তুলছে আপনার অবস্থান নিয়ে। কেন আপনি এ ব্যাপারে মুখ খোলেননি, সেটা নিয়েও গবেষণা চলছে।"

"আমাকে নিয়ে কেন টানা হেচড়া করছে?!" মোচড় দিয়ে উঠলো অ্যাম্ব্রার ভেতরটা।

"আপনি এডমন্ড হত্যাকান্ডের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তাছাড়া আপনি প্রিন্স হুলিয়ানের বাগদত্তা, এ দেশের হবু রাণী। জনগণ আপনার মুখ থেকে স্পষ্টভাবে শুনতে চায়, এই ঘটনার সাথে কোনভাবেই জড়িত নয় হুলিয়ান।"

অ্যাম্ব্রার শক্ত ধারণা এডমন্ডের খুনের সাথে কোন সম্পর্ক নেই হুলিয়ানের; তাকে যতটা চেনে ও, সেটাতে এমন ধারণা হওয়াটাই স্বাভাবিক। হুলিয়ানের চরিত্রে কখনো কৃত্রিমতা বা কপটতার আভাস পায়নি অ্যাম্ব্রা–যা বলার সেটা অকপটে, নির্ভয়ে বলেছে সে। কাউকে খুন করা বা খুনের জন্যে আদেশ দেয়া হুলিয়ানের পক্ষে সম্ভব নয়।

"প্রফেসর ল্যাংডনকে নিয়েও একইরকম প্রশ্ন উঠছে," উইনস্টন বলল। "গণমাধ্যম এটা নিয়ে মাতামাতি করছে যে, কেন এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনে একটা বড় ভূমিকা পালন করার পরে এভাবে হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন তিনি। অনেক কন্সপিরেসি ব্লগে তো এটাও লেখা হচ্ছে, কিয়ার্শের মৃত্যুর ঘটনার সাথে জড়িত প্রফেসর ল্যাংডন।"

"এ তো পাগলামি!"

"কিন্তু অনেকেই বিশ্বাস করে বসে আছে কথাটা। প্রফেসর ল্যাংডনের অতীতে হলি গ্রেইলের জন্যে অনুসন্ধান, খ্রিস্টের বংশধরদের খোঁজ–এসব ব্যাপার ঘি ঢালছে কল্পনার আগুনে। খ্রিস্টের স্যালিক বংশধরদের সাথে কার্লিস্টদের ঐতিহাসিক যোগসূত্র আছে, তাছাড়া গুপ্তঘাতকের ট্যাটু–"

"থামো," উইনস্টনের কথার মাঝেই বলে উঠলো অ্যাম্রা। "যত সব অর্থহীন কথাবার্তা!"

"আরেকদল লোক কিন্তু এমনটা ধারণা করছে যে, প্রফেসর ল্যাংডন গা ঢাকা দিয়েছেন কারণ তার পেছনেও লোক লেগেছে। সবাই গোয়েন্দা হয়ে গেছে আজ রাতে। এডমন্ড কী আবিষ্কার করেছিল তা জানতে উদগ্রীব প্রত্যেকে...সেই সাথে, যে এডমন্ডকে খুন করিয়েছে তার পরিচয় জানতেও উদগ্রিব সবাই।"

এসময় করিডোর থেকে ল্যাংডনের পদশব্দ ভেসে আসায় সেদিকে তাকালো অ্যাম্রা।

"অ্যাম্রা?" উদ্বিগ্ন স্বরে বলল ল্যাংডন, "আপনি কি জানতেন, এডমন্ড মৃত্যুর সাথে লড়ছিল?"

"কী বলছেন?!" অবাক স্বরে পাল্টা প্রশ্ন করলো অ্যাম্রা। "কিছু জানতাম না তো!।"

এডমন্ডের ব্যক্তিগত বাথরুমে কী দেখেছে সেটা খুলে বলল ল্যাংডন।

হা হয়ে গেল অ্যাম্রার মুখ।

অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সার? এই জন্যে ওরকম ফ্যাকাসে আর দূর্বল লাগতো এডমন্ডকে।

অসুস্থ হবার ব্যাপারে টু শব্দটিও উচ্চারণ করেনি এডমন্ড। এই জন্যেই গত কয়েক মাস কাজে ওরকম একাত্ম ছিল সে। ও জানতো, সময় শেষ হয়ে আসছে।

"উইনস্টন," ডাকলো ও, "তুমি কি এডমন্ডের অসুস্থতার ব্যাপারটা জানতে?"

boighar.com

"হ্যাঁ," কোনরকম দ্বিধা ছাড়াই জবাব দিলো উইনস্টন। "ব্যাপারটা কাউকে জানতে দেয়নি সে। বাইশ মাস আগে ক্যান্সারের কথা জানতে পারে। তখন থেকেই পাল্টে ফেলে খাদ্যাভ্যাস। কাজের গতিও বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। ইচ্ছে করেই এই চিলেকোঠায় উঠে আসে, যেখানকার বাতাস মিউজিয়ামের মত নিয়ন্ত্রন করা হয় আর অতিবেগুনি রশ্মি থেকেও নিরাপদ জায়গাটা। যতটা সম্ভব অন্ধকারে সময় কাটাতে হতো এডমন্ডকে, কারণ ওর ওষুধগুলো ওকে আলোর প্রতি সংবেদনশীল করে তুলছিল। চিকিৎসকরা যা ধারণা করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশিদিন বেঁচেছে এডমন্ড। অবশ্য কিছুদিন আগ থেকে ওর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সারের ব্যাপারে যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম আমি সেগুলো পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আর বড়জোর নয়দিন বাঁচবে এডমন্ড।"

ও জানতো, নয় দিনের মধ্যে মৃত্যু হতে যাচ্ছে ওর, ভাবলো অ্যাম্ব্রা। এডমন্ডকে শুধুমাত্র সবজি খেতে দেখে বেশ কয়েকবার খোঁচা দিয়েছিল ও, এখন অপরাধবোধ হচ্ছে সেটার জন্যে। ভাবনাটা নতুনভাবে ওকে উদ্দীপ্ত করলো এডমন্ডের প্রিয় কবিতা খুঁজে বের করার জন্যে। এডমন্ড যা শুরু করে গিয়েছিল তার যবনিকা ওদেরকেই টানতে হবে।

"এখন পর্যন্ত কোন কবিতার বই খুঁজে পাইনি আমি," ল্যাংডনের উদ্দেশ্যে বলল সে। "শুধুমাত্র বিজ্ঞানের বই।"

"আমার ধারণা ফ্রেডরিক নিৎশের কোন কাজ খুঁজছি আমরা," ল্যাংডন বলল অ্যাম্ব্রাকে। "এডমন্ডের বিছানার ওপরে তার একটা পঙক্তি বাধাই করে রাখা। ওটায় অবশ্য সাতচল্লিশটা অক্ষর নেই, তবে এডমন্ড নিশ্চয়ই নিৎশের ভক্ত, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।"

"উইনস্টন, তুমি কি নিৎশের কবিতাগুলোর মধ্যে খুঁজে দেখতে পারবে, কোনটায় সাতচল্লিশ অক্ষরের কোন পঙক্তি আছে কিনা?"

"অবশ্যই," জবাব দিলো উইনস্টন। "জার্মান ভাষায় খুঁজবো, নাকি ইংরেজি অনুবাদে?"

অনিশ্চয়তা ভর করলো অ্যাম্ব্রার চেহারায়।

"ইংরেজিতেই খোঁজ করো," ল্যাংডন বলল। "এডমন্ড প্রেজেন্টেশনের সময় পাসওয়ার্ডটা তার স্মার্টফোন থেকে লিখতে চেয়েছিল, অর্থাৎ কোন ইংলিশ কিবোর্ডই ব্যবহার করেছে।"

সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো অ্যাম্ব্রা।

"হয়ে গেছে কাজ," প্রায় সাথে সাথেই বলে উঠলো উইনস্টন। "তিনশটা

অনুবাদ কবিতায় মোট একশো বিরানব্বইটা পঙক্তি পেয়েছি যেগুলো সাতচল্লিশ অক্ষরের।"

"এতগুলো?" লম্বা একটা শ্বাস ছেড়ে বলল ল্যাংডন।

"উইনস্টন," অ্যাম্ব্রা বলল এই সময়, "এডমন্ড বলেছিল, ওর পছন্দের পঙক্তিটি একটা ভবিষ্যৎবাণী...যেটা ইতিমধ্যে সত্যি হতে শুরু করেছে। এরকম কোন পঙক্তি পেয়েছো কি?"

"না, দুঃখিত," উইনস্টন জবাব দিলো, "কোন পঙক্তিই ভবিষ্যৎবাণী বলে মনে হচ্ছে না। দেখতে চান আপনারা?"

"অনেক বেশি সংখ্যক পঙক্তি, এত সময় নেই হাতে," ল্যাংডন বলল। "আমাদের উপযুক্ত বইটা খুঁজে বের করতে হবে, আর এটাও আশা করতে হবে যে, এডমন্ড ওর পছন্দের উক্তিটা দাগিয়ে রেখেছে।"

"তাহলে দ্রুত কাজে লেগে পড়ুন," উইনস্টন বলল। "এখানে আপনাদের উপস্থিতির কথা আর বেশিক্ষণ গোপন থাকবে বলে মনে হয় না।"

"কেন?" জানতে চাইলো ল্যাংডন।

"স্থানীয় সংবাদ সংস্থাগুলোর রিপোর্ট অনুযায়ি বার্সেলোনার এল প্রাত এয়ারপোর্টে কিছুক্ষণ আগে দু-জন গার্ডিয়া রিয়েল এজেন্টসমেত একটা সামরিক প্লেন অবতরণ করেছে।"

*

এই মুহূর্তে মাদ্রিদের উপকণ্ঠ ধরে ছুটে চলা একটা গাড়িতে বসে আছেন বিশপ ভালদেসপিনো। সব দিকের চাপ সামলে প্রাসাদ থেকে গোপনে বের হয়ে আসায় স্বস্তিবোধ করছেন কিছুটা। ওপেল সেডান গাড়িটা তার সহকারি যাজকের। সেটার ব্যাকসিটে তার সাথে এই মুহূর্তে প্রিন্স হুলিয়ানও আছেন। পর্দার আড়াল থেকে যেভাবে কলকাঠি নাড়ানো হচ্ছে তাতে আর অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রনে চলে আসবে—এমনটাই আশাবাদ তার।

"লা ক্যাসিতা দেল প্রিন্সিপে," চালকের আসনে থাকা তরুণ যাজককে নির্দেশ দিলেন ভালদেসপিনো।

প্রিন্সের এই বাড়িটা মাদ্রিদের ঠিক সীমানায় একটা মফস্বল অঞ্চলে অবস্থিত। অবশ্য বাড়ি না বলে ম্যানশন বলাটাই মানানসই হবে। ১৭০০ সাল থেকে এই 'ক্যাসিতা' স্প্যানিশ রাজপরিবারের ব্যক্তিগত আবাসস্থল হিসেবে

ব্যবহৃত হয়ে আসছে। খুব কম মানুষই জানে এটার অবস্থান। ভালদেসপিনো প্রিন্সকে এটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, সেখানেই বাকি রাতটা কাটানো নিরাপদ হবে তাদের জন্যে।

কিন্তু আমাদের মূল গন্তব্য অন্য কোথাও, ভেতরে ভেতরে ঠিকই জানেন বিশপ ভালদেসপিনো। এই মুহূর্তে আনমনা ভঙ্গিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন প্রিন্স, কিছু একটা ভাবছেন।

প্রিন্সকে দেখে যতটা সহজ সরল মনে হয়, আসলেও কি সে ওরকম? ভাবলেন ভালদেসপিনো। নাকি বাবার মতনই নিজের প্রকৃত ব্যক্তিত্বটা সবার সামনে আড়াল করতে দক্ষ?

অধ্যায় ৫৪

গতানুগতিকের চেয়ে অনেক বেশি আঁটসাঁট করে হাতকড়া পরানো হয়েছে কমান্ডার গারজাকে। ওগুলো চেপে বসেছে তার কব্জিতে।

যা করার জেনে বুঝেই করছে এরা, ভাবলো সে। নিজের লোকদের হাতে এভাবে আটক হওয়ার ঘটনাটা মানতে এখনও বেশ কষ্ট হচ্ছে তার।

"হচ্ছে কী এসব?!" রাগতস্বরে গার্ডদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলো সে, ক্যাথেড্রাল থেকে বাইরে প্লাজায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে।

কেউ জবাব দিলো না।

গারজাকে নিয়ে দলটা প্রাসাদের দিকে এগোতে লাগলে হঠাৎ তার মনে পড়লো, গেটের বাইরে ভিড় করে আছে টেলিভিশনের লোকজন এবং বিক্ষোভকারীরা।

"অন্তত আমাকে পেছন দিয়ে নিয়ে যাও," পাশের লোকটার উদ্দেশ্যে বলল সে, "বাইরের লোকজনকে কিছু দেখানোর দরকার নেই।"

কিন্তু তার অনুরোধে কেউ ভ্রুক্ষেপও করলো না। সরাসরি প্লাজার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরে থেকে ছুটে আসলো প্রশ্নবাণ। মেজাজের দফারফা হওয়া সত্ত্বেও খুব কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রাখলো গারজা। মাথা উঁচু করে গার্ডদের সাথে গেটের একদম পাশ দিয়ে এগোতে থাকলো।

একসাথে অনেকগুলো প্রশ্ন করা হচ্ছে তার উদ্দেশ্যে :

"আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে কেন?"

"কী করেছেন আপনি, কমান্ডার?"

"এডমন্ড কিয়ার্শের হত্যাকান্ডের সাথে আপনি কি কোনভাবে জড়িত?"

গারজা ভেবেছিল, তার অধীনস্থ কর্মিরা লোকজনের ভিড় আর প্রশ্নের তোয়াক্কা না করে তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলে যাবে সেখান থেকে, কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো গার্ডিয়া রিয়েলের এজেন্টরা। তার একদম সামনেই অনেকগুলো টিভি ক্যামেরা। প্রাসাদের দিক থেকে একজনকে দ্রুতপায়ে হেঁটে আসতে দেখা গেল এই সময়।

মনিকা মার্টিন।

কোন সন্দেহ নেই তার এই দুর্দশা দেখে একদম অবাক হয়ে যাবে মেয়েটা।

boighar.com

কিন্তু কাছে আসার পর মনিকার চেহারায় অবাক হবার কোন লক্ষণ দেখলো না কমান্ডার। বরং বিরক্ত মনে হচ্ছে তাকে। জোর করে তাকে রিপোর্টারদের মুখোমুখি দাঁড় করালো গার্ডরা।

হাত উঁচিয়ে সবাইকে চুপ করার অনুরোধ জানালো মনিকা মার্টিন। এরপর পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে চোখের মোটা কাঁচের চশমাটা ঠিক করে নিয়ে পড়তে শুরু করলো ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে।

"এডমন্ড কিয়ার্শের হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে," ঘোষণার স্বরে বলল সে, "রাজপ্রাসাদের আদেশ অনুযায়ি কমান্ডার ডিয়েগো গারজাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। বিশপ ভালদেসপিনোকে অত্যন্ত ঘৃণ্যভাবে মিথ্যে অপবাদ দিয়েছেন তিনি।"

এই বানোয়াট অভিযোগের প্রতিবাদ করার আগেই আবার তাকে হাঁটতে বাধ্য করা হলো প্রাসাদের উদ্দেশ্যে। মনিকা মার্টিন কাগজ দেখে পড়েই যাচ্ছে তখনও।

"আমাদের ভবিষ্যৎ রাণী, অ্যাম্ব্রা ভিদাল," বলছে সে, "এবং মার্কিন প্রফেসর রবার্ট ল্যাংডন সম্পর্কেও কিছু বিস্ময়কর তথ্য আছে আমাদের হাতে।"

*

প্রাসাদের নিচতলায় একটা টেলিভিশনের সামনে দাঁড়িয়ে মনিকা মার্টিনের প্রেস কনফারেন্সের সরাসরি সম্প্রচার দেখছে ইলেক্ট্রনিক সিকিউরিটির পরিচালক সুরেশ ভাল্লা।

প্রচণ্ড বিরক্ত মনে হচ্ছে মনিকাকে।

পাঁচ মিনিট আগেই নিজের ব্যক্তিগত নম্বরে একটা ফোন আসে মনিকা মার্টিনের। অফিসে গিয়ে সেটা রিসিভ করে নিচুস্বরে কিছুক্ষণ কথা বলে সে। এর তিরিশ সেকেন্ড পর হাতে একটা কাগজ নিয়ে বের হয়ে আসে, যেটাতে ফোনালাপ চলাকালীন কিছু জিনিস টুকে নিয়েছিল মেয়েটা। একদম বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল তাকে। সুরেশের উদ্দেশ্যে কিছু না বলেই প্লাজায় গণমাধ্যমকর্মিদের উদ্দেশ্যে কথা বলতে চলে যায় সে।

মনিকার দেয়া বিবৃতিতে যা দাবি করা হয়েছে সেটা সঠিক হোক বা না হোক, একটা ব্যাপার একদম নিশ্চিত–যে ব্যক্তি বিবৃতিটা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে, রবার্ট ল্যাংডনকে বড় রকমের বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছে সে।

কে দিলো মনিকাকে এই নির্দেশ? অবাক না হয়ে পারলো না সুরেশ।

এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে এমন সময় একটা শব্দ ভেসে আসলো তার কম্পিউটার থেকে। নতুন কোন ইমেইল এসেছে। কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে গিয়ে ইমেইল প্রেরকের নাম দেখেই চমকে উঠলো ও।

monte@iglesia.org

সেই গোপন তথ্য সরবারহকারী, ভাবলো সুরেশ।

কন্সপিরেসি নেটকে এই ঠিকানা থেকেই বেনামে তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। আর এখন কোন এক কারণে তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা হয়েছে ঠিকানাটা থেকে।

বসে দ্রুত ইমেইলটা খুললো সুরেশ।

সেখানে লেখা :

ভালদেসপিনোর মোবাইল হ্যাক করেছি আমি।
তার পাঠানো মেসেজটা পড়েছি।
কিছু বিপজ্জনক কাজ করছেন তিনি।
রাজ প্রাসাদ থেকে তার এসএমএস রেকর্ড খতিয়ে দেখা
হোক যত দ্রুত সম্ভব।

আবারও পুরো মেসেজটা পড়ে মুছে দিলো সুরেশ।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ভাবলো, কী করবে।

এরপর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে রয়্যাল অ্যাপার্টমেন্টের একটা মাস্টার-কি তৈরি করে নিলো দ্রুত। সবার চোখ এড়িয়ে উঠে এলো ওপরতলায়।

boighar.com

অধ্যায় ৫৫

নতুন উদ্যোমে এডমন্ডের লাইব্রেরির সংগ্রহের দিকে চোখ বোলাচ্ছে ল্যাংডন।

কবিতার বই...একটা না একটা কবিতার বই তো থাকবেই।

গার্ডিয়া রিয়েল এজেন্টদের বার্সেলোনায় হঠাৎ আগমন বদলে দিয়েছে পরিস্থিতি, আর খুব বেশি সময় পাবে না ওরা। তবে ল্যাংডন এ ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসি যে তাদের এখানে এসে পড়ার আগেই কাজ হয়ে যাবে। এডমন্ডের পছন্দের কবিতার পঙক্তিটা বের করে ওটা ফোনের মাধ্যমে পাসওয়ার্ড বক্সে লিখতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি সময় লাগার কথা নয়। এরপরেই উন্মুক্ত হয়ে যাবে এডওয়ার্ডেরে প্রেজেন্টেশন, যেমনটা চাইছিল সে।

অ্যাম্ব্রার দিকে তাকালো ল্যাংডন। দেয়ালের অন্যপাশের তাকে উপযুক্ত বইটা খুঁজতে ব্যস্ত সে। "কিছু পেলেন?" জিজ্ঞেস করলো ও।

জবাবে মাথা ঝাঁকালো অ্যাম্ব্রা। "এখন পর্যন্ত কেবল বিজ্ঞান আর দর্শনের বই চোখে পড়েছে। নিৎশের কিংবা অন্য কোন কবির কবিতার বই নেই।"

"দেখতে থাকুন," বলে নিজেও খুঁজতে লাগলো ল্যাংডন। এখন যে অংশে চোখ বোলাচ্ছে সে, সেখানে কেবল মোটা মোটা ইতিহাসের বই।

বইয়ের নামগুলো দেখে কয়েক বছর আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল ল্যাংডনের। সেদিন নিজের জীবনের কষ্টের এক কাহিনী শুনিয়েছিল তাকে এডমন্ড। একজন নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও স্পেন এবং ক্যাথোলিসিজম নিয়ে আগ্রহের কমতি ছিল না তার। সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে এডমন্ড মুখ কালো করে বলে যে, "আমার মার জন্মস্থান স্পেন। আর তিনি একজন ক্যাথলিক ছিলেন।"

এডমন্ডের কাছ থেকে পুরো কাহিনীটা শুনে অবাকই হয়েছিল ল্যাংডন। এডমন্ডের মা, পালোমা ক্যালভের জন্ম স্পেনের কাদিজের একদম সাদামাটা একটা শ্রমিক পরিবারে। উনিশ বছর বয়সে মাইকেল কিয়ার্শ নামের এক মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচারের সাথে পরিচয় হয় তার, ছুটি কাটাতে স্পেনে এসেছিল সে। শিকাগোর মাইকেলের প্রেমে পড়ে যায় পালোমা। কিছুদিনের মধ্যেই প্রণয় গড়ায় শারীরিক সম্পর্কে। পালোমা বুঝতে পারে, মা হতে যাচ্ছে সে। কিন্তু একদম কট্টর ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে এ ঘটনা কলঙ্ক হিসেবে বিবেচিত, অন্য অবিবাহিত মা'দের সাথে কেমন ব্যবহার করা হয় তা ভালোমতোই জানা ছিল পালোমার। তাই মাইকেল কিয়ার্শের বিয়ের প্রস্তাব

মেনে নিয়ে শিকাগোয় পাড়ি জমায় সে। কিন্তু এডমন্ডের জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় তার বাবা।

পাপের শাস্তি–নিজের বাবার কাছ থেকে শুনতে হয় এডমন্ডের মা'কে। তার পরিবার তাকে কাদিজে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানায়। বলে যে, পালোমার দুর্দশার কারণ, ঈশ্বর ক্রোধান্বিত হয়েছে তার ওপর, আর সেই ক্রোধ প্রশমনের একমাত্র উপায় হচ্ছে ধর্মের পথে বাকি জীবনটা উৎসর্গ করা।

এডমন্ড কিছুটা বড় হবার পর একটা হোটেলে পরিচারিকার কাজ শুরু করে পালোমা। যতটা ভালোভাবে সম্ভব বড় করে তোলার চেষ্টা করে এডমন্ডকে। প্রতি রাতে ধর্মিয় বই পাঠ করে নিজের কৃতকর্মের জন্যে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতো সে। কিন্তু অবস্থার বেশি পরিবর্তন হয় না, বরং তার মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে যে, ঈশ্বর ক্ষমা করেননি তাকে।

এভাবে পাঁচ বছর কাটানোর পরে হঠাৎ করেই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় পালোমা। তার কাছে মনে হয়, এডমন্ডকে তার নিজের পাপের শাস্তি থেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে তার দূরে চলে যাওয়া। তাই পাঁচ বছর বয়সি এডমন্ডকে একটা অনাথাশ্রমে ভর্তি করিয়ে দিয়ে স্পেনে ফিরে যায় সে, সেখানে একটা কনভেন্টে যোগ দেয়। আর কখনো তার দেখা পায়নি এডমন্ড।

দশ বছর বয়সে এডমন্ড জানতে পারে, কনভেন্টেই মৃত্যু হয়েছে তার মার। সেখানে ইচ্ছে করে ধর্মিয় কারণে একটানা অনেকদিন ধরে উপোস থাকছিল সে। অবশেষে আর শারীরিক যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে ফাঁস নেয় পালোমা।

"জানি কাহিনীটা দুঃখের," এডমন্ড বলে ল্যাংডনকে। "হাই স্কুলে থাকাকালীন আরো বিস্তারিত জেনেছিলাম এ ব্যাপারে। আমার ধর্ম বিমুখতার পেছনে এটাই সবচেয়ে বড় কারণ। ব্যাপারটা নিউটনের তৃতীয় সূত্রের মত করে বললে–প্রত্যেক পাগলামিরই সমান ও বিপরীত পাগলামি আছে।"

গল্পটা শোনার পরে ল্যাংডন বুঝতে পারে, কেন হারভার্ডে প্রথম বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন সবসময় খারাপ মেজাজে থাকতো এডমন্ড। তবে একটা ব্যাপারে অবাক না হয়ে পারে না সে। কোনদিন শৈশবকালীন দুর্দশা নিয়ে এডমন্ডকে আক্ষেপ করতে দেখেনি। বরং নিজেকে সৌভাগ্যবান দাবি করতো ছেলেটা। বলতো, যদি ছোটবেলায় কষ্ট না করতে হতো তাহলে এত তাড়াতাড়ি নিজের প্রধান দুই লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারতো না সে–এক হচ্ছে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি, অন্যটা হচ্ছে–যে ধর্মের কারণে মৃত্যু হয়েছে তার মার, সে ধর্মকে একহাত দেখে নেয়া।

boighar.com

দুই লক্ষ্যেই সমান সফলতা অর্জন করেছিল ছেলেটা, একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভাবলো ল্যাংডন। মনোযোগ দিলো লাইব্রেরিতে সঠিক বইটা খুঁজে বের করার কাজে।

এবার যে বইয়ে তাকে চোখ পড়লো তার সেখানে এডমন্ডের জন্যে একদম উপযুক্ত বইগুলোর নাম চোখে পড়লো :

Letter to a Christian Nation

The God Delusion

The Portable Atheist

গত কয়েক দশকে নন ফিকশন ধাঁচের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত বইগুলো খ্রিস্টধর্মের অন্ধবিশ্বাসের বিপক্ষে লেখা। ল্যাংডন খেয়াল করেছে, ধর্মের প্রতি মানুষের মন উঠে যাচ্ছে আশঙ্কাজনক হারে–এমনকি হারভার্ড ক্যাম্পাসেও। কিছুদিন আগে ওয়াশিংটন পোস্টে একটা প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে এই ব্যাপারে। সেখানে পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে, হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮০ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতন প্রথমবর্ষে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রিদের মধ্যে ক্যাথলিক আর প্রোটেস্টান্টদের মোট সংখ্যার তুলনায় ধর্মে অবিশ্বাসিদের সংখ্যা বেশি।

সেই সাথে পশ্চিমা বিশ্বে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে ধর্মবিরোধি বিভিন্ন সংগঠন। যেমন–আমেরিকান অ্যাথিস্টস, অ্যাথিস্ট অ্যালাইয়েন্স–এসব।

এসব সংগঠন নিয়ে কখনোই মাথা ঘামায়নি ল্যাংডন। তবে একবার এডমন্ডের কাছে একটা সংগঠনের নাম শুনে কিছুটা অবাক হয়ে যায় সে। ব্রাইটস নামের সেই সংগঠনের সদস্য স্বয়ং রিচার্ড ডকিন্স, ড্যানিয়েল ডেনেট, মারগারেট ডাউনি প্রমুখ। অর্থাৎ হোমড়া চোমড়া লোকদের নিজেদের দলে ভেড়াচ্ছে সংগঠনগুলো।

কিছুক্ষণ আগেই ডকিন্স এবং ডেনেটের বই চোখে পড়েছে ল্যাংডনের। এবার লাইব্রেরির 'বিবর্তন' অংশে চলে আসলো সে। আর সেখানে অবধারিতভাবেই ডারউইনের সবগুলো বইয়ের দেখা মিললো।

জীবনের সৃষ্টির জন্যে ঈশ্বরের দরকার নেই, এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনের শুরুতে বলা কথাটা মনে পড়লো ল্যাংডনের। "কোথা থেকে এসেছি আমরা?" প্রশ্নটা নিয়ে অন্যভাবে ভাবতে শুরু করলো সে। এডমন্ডের আবিষ্কারের সাথে এটার কোন সম্পর্ক আছে?

তবে এই ধারণাটা যে জীবের আবির্ভাবের প্রচলিত সকল ধারণার বিরুদ্ধে যাবে, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই ল্যাংডনের। সেজন্যেই

এডমন্ডের আবিষ্কার সম্পর্কে জানতে এতটা আগ্রহি সে। কিন্তু ব্যাপারটা পুরোপুরিভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হবে না কোনভাবেই।

"রবার্ট?" অ্যাম্ব্রা ডাক দিলো তাকে পেছন থেকে।

ঘুরে দেখলো, নিজের ভাগের লাইব্রেরির অংশটুকু দেখা শেষে অ্যাম্ব্রার। "এখানে সব ননফিকশন। অন্য কিছু চোখে পড়লো না," বিমর্ষচিত্তে মাথা নেড়ে বলল সে। "আপনি কিছু পেলেন?"

"একই অবস্থা," জানালো ল্যাংডন।

ল্যাংডনের পাশে এসে বইগুলোর নামে চোখ বোলাতে শুরু করলো অ্যাম্ব্রা। ঠিক সেই সময় উইনস্টনের গলার স্বর ভেসে এলো স্পিকার ফোনে।

"মিস ভিদাল?"

এডমন্ডের ফোনটা বের করলো অ্যাম্ব্রা। "হ্যাঁ?"

"আপনার এবং প্রফেসর ল্যাংডন, দু-জনেরই একটা জিনিস দেখা উচিত," উইনস্টন বলল। "রাজ প্রাসাদ থেকে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়া হয়েছে কিছুক্ষণ আগে।"

দ্রুত অ্যাম্ব্রার কাছাকাছি এসে ছোট স্মার্টফোনটার স্ক্রিনে চোখ দিলো ল্যাংডন। সেখানে একটা ভিডিও চলছে এ মুহূর্তে।

মাদ্রিদের রাজ প্রাসাদের সামনের প্লাজা চিনতে অসুবিধে হলো না তার। হাতকড়া পরিহিত অবস্থায় একজন ইউনিফর্ম পরিহিত লোককে ক্যামেরার সামনে হাজির করা হয়েছে। ইচ্ছে করেই তার চেহারা ক্যামেরার দিকে ঘোরানো হলো যাতে পুরো পৃথিবীর লোক দেখতে পারে।

"গারজা?!" অবাক স্বরে বলল অ্যাম্ব্রা। "গার্ডিয়া রিয়েলের প্রধান কমান্ডার তিনি। তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে?!"

এবার ক্যামেরা ঘুরে গেল চশমা পরিহিত এক কমবয়সি ভদ্রমহিলার দিকে। একটা কাগজ বের করে সেখান থেকে পড়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলো সে।

"ইনি মনিকা মার্টিন," অ্যাম্ব্রা বলল। "প্রাসাদের গণসংযোগ বিভাগের কোঅর্ডিনেটর। হচ্ছেটা কি?"

হাতের কাগজটা থেকে স্পষ্ট উচ্চারণে পড়া শুরু করলো মার্টিন, "এডমন্ড কিয়ার্শের হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে," ঘোষণার স্বরে বলল সে, "রাজপ্রাসাদের আদেশ অনুযায়ি কমান্ডার ডিয়েগো গারজাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। বিশপ ভালদেসপিনোকে অত্যন্ত ঘৃণিতভাবে মিথ্যে অপবাদ দিয়েছেন তিনি।"

অ্যাম্ব্রার চেহারায় অস্বস্তির ছাপ প্রকট হতে দেখলো ল্যাংডন।

“আমাদের ভবিষ্যৎ রাণী, অ্যাম্ব্রা ভিদাল,” বলল মার্টিন, “এবং মার্কিন প্রফেসর রবার্ট ল্যাংডন সম্পর্কেও কিছু বিস্ময়কর তথ্য আছে আমাদের হাতে।”

অবাক চোখে একে অপরের দিকে তাকালো ল্যাংডন এবং অ্যাম্ব্রা।

“আমরা একদম নিশ্চিত খবর পেয়েছি, গুগেনহাইম জাদুঘর থেকে মিস ভিদালকে অপহরণ করেছেন প্রফেসর রবার্ট ল্যাংডন। আমাদের গার্ডিয়া রিয়ালের সদস্যরা একদম সতর্ক অবস্থায় আছে এখন, বার্সেলোনার কর্তৃপক্ষের সাথে একযোগে কাজ করছেন তারা। ধারণা করা হচ্ছে, সেখানেই মিস ভিদালকে জিম্মি করে রেখেছেন রবার্ট ল্যাংডন।”

কিছু বলার ভাষা হারিয়ে ফেললো ল্যাংডন।

“যেহেতু ঘটনাটা অপহরণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে সেহেতু জনসাধারণের কাছে আমাদের অনুরোধ, যাতে কর্তৃপক্ষকে যথাযথ সাহায্য করা হয়। আপনাদের কাছে যদি কোন তথ্য থেকে থাকে তবে অতি দ্রুত আমাদের সাথে যোগাযোগ করার আহ্বান জানাচ্ছি।”

মনিকা মার্টিনের বক্তব্য শেষ হওয়ামাত্র প্রশ্ন করা শুরু করলো সাংবাদিকেরা। কিন্তু তাদের কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে উল্টো ঘুরে হাঁটা শুরু করলো সে

“এটা স্রেফ...পাগলামি,” কথাটা বলার সময় কিছুটা তোতলালো অ্যাম্ব্রা। “এজেন্টরা দেখেছে, আমি নিজের ইচ্ছায় জাদুঘর থেকে বের হয়ে এসেছি।”

ফোনের স্ক্রিনের দিকেই তাকিয়ে আছে ল্যাংডন, হজম করার চেষ্টা করছে কথাগুলো। তার মাথায় অনেকগুলো ব্যাপার একসাথে ঘুরপাক খেলেও একটা ব্যাপারে একদম নিশ্চিত সে।

খুব বড় ধরণের বিপদে পড়তে যাচ্ছে শিঘ্রই।

অধ্যায় ৫৬

"আমি খুবই দুঃখিত, রবার্ট," অপরাধি কণ্ঠে বলল অ্যাম্রা। ভয় খেলা করছে তার বড় বড় চোখদুটোতে। "এই বানোয়াট কাহিনীর পেছনে কার হাত সেটা জানি না আমি, কিন্তু আপনাকে অনেক বড় বিপদে ফেলে দিয়েছে ব্যাপারটা," স্পেনের ভবিষ্যৎ রাণী পকেট থেকে এডমন্ডের ফোনটা বের করলো। "মনিকা মার্টিনকে এখনই ফোন দিচ্ছি আমি।"

"না, ফোন দেবেন না," উইনস্টন বলে উঠলো। "ওরা চাইছে আপনি যাতে ঠিক এই কাজটাই করেন, আর সাথে সাথে আপনার অবস্থান জেনে যাবে ওরা। মাথা পরিষ্কার করে ভাবুন। আপনার সাথে গার্ডিয়ার যে দু'জন এজেন্ট ছিল তারা ভালোমতোই জানে, প্রফেসর ল্যাংডন আপনাকে অপহরণ করেননি। তবুও মিথ্যেটাকে সমর্থন করে আপনাদের খোঁজে বার্সেলোনায় চলে এসেছে তারা। প্রাসাদের সবাই এটার সাথে জড়িত। আর রয়্যাল গার্ডের কমান্ডারকে যেহেতু আটক করা হয়েছে সেহেতু এই নির্দেশগুলো আসছে আরো ওপর মহল থেকে।"

"মানে...হুলিয়ান?" ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করলো অ্যাম্রা।

"এটাই যুক্তিযুক্ত উত্তর," উইনস্টন বলল। "একমাত্র প্রিন্সেরই ক্ষমতা আছে কমান্ডার গারজাকে গ্রেফতারের আদেশ দেয়ার।"

বেশ খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকলো অ্যাম্রা। ল্যাংডন বুঝতে পারলো, এতক্ষণ মনে মনে প্রিন্স হুলিয়ানের এসবের সাথে অসম্পৃক্ততার যে ক্ষীন আশা ধারণা করছিল অ্যাম্রা, সেটুকুও মুছে গেল।

"এডমন্ডের আবিষ্কারের সাথে জড়িত এসব," বলল ল্যাংডন। "প্রাসাদের কেউ একজন জানে আমরা এডমন্ডের আবিষ্কার সবার কাছে উন্মুক্ত করে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছি, তাই আমাদের যেকোন মূল্যে থামাতে চাইছে তারা।"

"বোধহয় তারা ভেবেছিল, এডমন্ডকে চুপ করিয়ে দিলেই আশঙ্কা কেটে যাবে," উইনস্টন তাল মিলালো ল্যাংডনের সাথে। "অন্য কেউ যে তার অসমাপ্ত কাজ শেষ করার দায়িত্ব নিতে পারে সেটা ধারণায় আসেনি তাদের।"

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে আসলো লাইব্রেরিটায়।

"অ্যাম্রা," অবশেষে বলল ল্যাংডন। "প্রিন্স হুলিয়ানকে চিনি না আমি,

Boighar.com

কিন্তু আমার সন্দেহ, বিশপ ভালদেসপিনো তাকে নিয়ন্ত্রন করছে। একটা ব্যাপার ভুললে চলবে না, গুগেনহাইমে এডমন্ডের অনুষ্ঠান শুরু হবার আগেও এডমন্ড আর ভালদেসপিনোর মধ্যে যোগাযোগ হয়েছে।"

মাথা নেড়ে সায় জানালো সে, অনিশ্চিয়তা ভর করেছে তার চেহারায়, "যাই হোক না কেন, আপনি বিপদে পড়তে যাচ্ছেন।"

এসময় বাইরে থেকে ভেসে আসা সাইরেনের শব্দে চমকে উঠলো দু'জনেই।

হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল ল্যাংডনের। "কবিতাটা এখনই খুঁজে বের করতে হবে আমাদের," এই বলে দেখতে লাগলো তাকগুলোতে। "এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনটা ইন্টারনেটে উন্মুক্ত করে দিলেই কেবলমাত্র বিপদ থেকে মুক্ত হতে পারবো আমরা। কারণ ততক্ষণে আমাদের প্রতিপক্ষ বুঝতে পারবে যে দেরি হয়ে গেছে তাদের।"

"ঠিক," বলল উইনস্টন। "কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আপনার জন্যে খোঁজ অব্যাহত রাখবে। তাদের চোখে আপনি একজন অপহরণকারী। রাজ প্রাসাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের মত করেই লড়তে হবে আপনাদের।"

"কিভাবে সেটা?" জানতে চাইলো অ্যাম্ব্রা।

"গণমাধ্যমকে আপনাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে চাচ্ছে তারা," কালক্ষেপণ না করে জবাব দিলো উইনস্টন। "কিন্তু এতে তাদেরও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে।"

উইনস্টনের প্রস্তাবটা শান্তভাবে শুনলো ল্যাংডন এবং অ্যাম্ব্রা। স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে তার কথা মত কাজ করলে বিভ্রান্তি এবং বিশৃঙ্খলা শুরু হবে প্রতিপক্ষ শিবিরে।

"কাজটা করবো আমি," সাথে সাথে সম্মতি জানালো অ্যাম্ব্রা।

"আপনি নিশ্চিত?" জিজ্ঞেস করলো ল্যাংডন। "পরে কিন্তু আপনার ঝামেলা হতে পারে।"

"রবার্ট," বলল সে, "আমি আপনাকে এই বিপদের মধ্যে টেনে এনেছি। প্রাসাদ থেকে গণমাধ্যমকে আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, এখন আমি সেই অস্ত্রই প্রয়োগ করবো তাদের ওপর।"

"ঠিক," বলল উইনস্টন, "তরবারি যদি কারো জীবনের মূলমন্ত্র হয়, তবে তার নিজের মৃত্যুও হবে তরবারির আঘাতেই।"

বিষম খাবার উপক্রম হলো ল্যাংডনের। এডমন্ডের কম্পিউটার কি

আসলেও অ্যাস্কিলাসের উক্তি উদ্ধৃত করলো? নিৎশের একটা উক্তিও এই ঘটনার সাথে মানানসই : 'দুষ্টের দমনকারি নিজেই যাতে দুষ্টে পরিণত না হয় সে ব্যাপারেও খেয়াল রাখা জরুরি।"

ল্যাংডন বাঁধা দেবার আগেই এডমন্ডের ফোন হাতে নিয়ে নিচের হলের দিকে রওনা দিলো অ্যাম্ব্রা, "পাসওয়ার্ডটা খোঁজার চেষ্টা করুন, রবার্ট," ঘাড় ঘুরিয়ে বলল সে। "এখনই ফিরছি আমি।"

তাকে কাসা মিলার পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে যেতে দেখলো ল্যাংডন। "সাবধানে," পেছন থেকে সতর্ক করে দিলো সে।

এডমন্ডের অ্যাপার্টমেন্টে এখন একা ল্যাংডন। চিলেকোঠার সর্পিলাকার হলওয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো এখানে আসার পরে দেখা বিস্ময়কর শিল্পগুলো নিয়ে–নিৎশের বিখ্যাত একটি উক্তি বাধাই করা এডমন্ডের বিছানার ওপর, পল গগ্যাঁর আঁকা একটা ছবি যেটা কিনা এডমন্ডের মতনই প্রশ্ন করে–'এলেম আমরা কোথা থেকে?' 'যাচ্ছিই বা কোথায়?'

এখন পর্যন্ত এমন কিছু চোখে পড়েনি ওর, যেটা এডমন্ডের আবিষ্কারকে উন্মুক্ত করতে সহায়তা করবে ওদের। লাইব্রেরির কেবলমাত্র একটা বইই কিছুটা আগ্রহের খোরাক যুগিয়েছিল–Unexplained Art–এমন বই যেখানে মানবসৃষ্ট অদ্ভুত সব স্থাপত্যের ছবি স্থান পেয়েছে, যেমন স্টোনহেঞ্জ, ইস্টার আইল্যান্ডের মানব চেহারার আদলে গড়া মূর্তি, পেরুর নাহকা মরুভূমির অদ্ভুত রেখাচিত্র–যেগুলো এত বিস্তৃত পরিসরে আঁকা যে কেবল মাত্র আকাশ থেকেই পুরোপুরি দৃশ্যমান হয়।

লাভ হচ্ছে না, অন্য তাকগুলোতে দেখতে শুরু করলো ল্যাংডন।

বাইরে সাইরেনের আওয়াজ তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হচ্ছে।

boighar.com

অধ্যায় ৫৭

"আমি কোন সন্ত্রাসি নই!" আভিলা বলল তার উবার ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে। যাত্রাপথে একটা হাইওয়ে রেস্ট স্টপে থেমেছে তারা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে।

তার পাশে কাঁপছে লোকটা। "কিন্তু...আপনি আমার পরিবারকে হুমকি দিয়েছেন," তোতলাতে তোতলাতে বলল সে।

"তুমি যদি আমার কথামতো চলো," জবাবে বলল আভিলা। "তোমাকে কথা দিচ্ছি, কোন ক্ষতি হবে না তাদের। আমাকে বার্সেলোনায় নামিয়ে দিলেই কাজ শেষ হয়ে যাবে তোমার। বন্ধুর মত একে অপরের কাছ থেকে তখন বিদায় নিতে পারবো আমরা। তোমার ওয়ালেট ফিরিয়ে দেবো, এমনকি তোমার বাসার ঠিকানাও ভুলে যাবো। আমাকে নিয়ে আর কখনো দুশ্চিন্তা করতে হবে না তোমাকে।"

নিস্পলক দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলো গাড়ি চালক।

"তুমি একজন বিশ্বাসি," আভিলা বলল, "তোমার উইন্ডশিল্ডে পাপাল ক্রুশ দেখেছি আমি। আমাকে নিয়ে যে ধারণাই হোক না কেন তোমার, একটা কথা শুনে রাখো, আমাকে সাহায্য করলে পক্ষান্তরে ঈশ্বরকেই সাহায্য করা হবে," ইউরিনালে কাজ শেষ করে পেছনে সরে দাঁড়ালো আভিলা, বলল, "ঈশ্বরের রহস্য বোঝা দায়।"

সিঙ্কের কাছে গিয়ে হাত ধুয়ে নিলো সে। বেল্টে গোঁজা সিরামিকের বন্দুকটা পরীক্ষা করে দেখলো একবার, একটা মাত্র গুলি আছে আর। ভাবলো, আজ রাতে সেটা ব্যবহার করতে হবে কিনা। হাতের তালুর ট্যাটুতে চোখ গেল এসময়। বাড়তি সতর্কতা–এখন অবধি কোন কাজে আসেনি এটা। নিজেকে আঁধারের বুক চিড়ে এগিয়ে যাওয়া এক ছায়াশ্বাপদ মনে হচ্ছে ওর কাছে।

নোংরা আয়নাটার দিকে তাকালো ও, অবাক হয়ে গেল নিজের চেহারা দেখে। শেষবার যখন আয়নায় নিজেকে দেখেছিল আভিলা, ধবধবে সাদা রঙের ইউনিফর্ম পরণে ছিল তার, একদম পরিপাটি। এখন ইউনিফর্মটা খুলে ফেলায় একজন সাধারণ ট্রাক ড্রাইভারের মত দেখাচ্ছে ওকে। একটা ভি গলার টিশার্ট আর মাথায় ড্রাইভারের কাছ থেকে নেয়া ক্যাপ।

আয়নার লোকটাকে দেখে সেই ঘটনার পরপর নিজের অবস্থার কথা মনে পড়ে গেল আভিলার। সারাদিন মদ খেতো আর বসে বসে ঝিমাতো সে। ভেতরে ভেতরে আত্মঘৃণা কুরে কুরে খেতো তাকে।

এক তিমিরাচ্ছন্ন অতল গহ্বরে আটকা পড়েছিল সে।

কিন্তু তার ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট মার্কো যেদিন তাকে 'পোপের' কাছে নিয়ে যায় সেদিন থেকেই বদলাতে শুরু করে আভিলার ভাগ্য।

পালমেরিয়ান চার্চের সেদিনকার অভিজ্ঞতার কথা কখনো ভুলবে না সে। হাঁটু গেঁড়ে প্রার্থনারত লোকদের মাঝ দিয়ে ক্যাথেড্রালের ভেতরে প্রবেশ করেছিলো আভিলা।

বিশাল উপাসনালয়ের আলোর একমাত্র উৎস জানালা দিয়ে প্রবেশ করা প্রাকৃতিক আলো। ধূপের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল অনেক দূর থেকে। সোনালি বেদি আর পিউ নামে পরিচিত বার্নিশ করা কাঠের গির্জার আসন দেখে বুঝতে পারে, এতদিন শুনে আসা পালমেরিয়ানদের অগাধ সম্পত্তির গুজব আসলে মিথ্যে নয়। এটার আগে যতগুলো ক্যাথেড্রাল দেখেছিল সে, সেগুলোর মতনই দেখতে চার্চটা। তবুও এই ক্যাথলিক চার্চ যে অন্য চার্চগুলো থেকে ভিন্ন সেটা জানত।

ভ্যাটিকানদের শত্রু পালমেরিয়ানরা।

ক্যাথেড্রালের পেছনের অংশে দাঁড়িয়ে আভিলা ভাবছিল, সরাসরি রোমের বিরোধিতা করার পরেও কিভাবে এতদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এই চার্চ। ভ্যাটিকানের ক্রমবর্ধমান উদারনীতির প্রকাশ্য নিন্দা করে তারা। এতে করে রক্ষণশীল ক্যাথলিকদের বেশ বড় একটা অংশের সমর্থন পেয়েছিল পালমেরিয়ানরা।

ক্রাচে ভর দিয়ে বেঞ্চের সারির মাঝ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় আভিলার মনে হচ্ছিল যেন অলৌকিক আরোগ্যের আশায় লুর্ড চার্চের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছে সে। একজন সহকারি যাজক এসে স্বাগত জানায় মার্কো এবং আভিলাকে, একদম সামনের সারিতে নিয়ে বসানো হয় তাদেরকে। আশেপাশের লোকজন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিল যে, কাকে এভাবে বিশেষ সম্মান দেখানো হচ্ছে। সেদিন আভিলার মনে হয়েছিল, মার্কোর কথা শুনে তার নাভাল ইউনিফর্মটা না পরলেই বোধহয় ভালো হতো।

আমি ভেবেছিলাম পোপের সাথে দেখা হতে যাচ্ছে আমার।

বসার পর প্রধান বেদির দিকে চোখ যায় আভিলার। একজন যাজক বাইবেল থেকে পড়ে শোনাচ্ছে সেখানে। আখ্যানটা চিনতে পেরেছিল আভিলা—মার্কের গসপেল।

boighar.com

"যদি কারো বিরুদ্ধে কোন আক্ষেপ চেপে রাখো তুমি," যাজক পড়তে লাগলো, "ক্ষমা করে দাও তাদের, যেমনটা স্বর্গ থেকে ক্ষমা করে দেয়া হবে তোমার সব পাপ।"

আবার ক্ষমা? বিরক্তি ভর করলো আভিলার মনে। কাউন্সিলর আর নানদের কাছ থেকে এই ক্ষমার বাণী শুনতে শুনতে ঘেন্না ধরে গেছে ওর। সন্ত্রাসিদের সেই হামলার পর থেকে এই একই কথা শুনতে হয়েছে ওকে।

বাইবেল পাঠ শেষ হলে পাইপ অর্গানের আওয়াজ ভেসে আসে চারপাশ থেকে। উঠে দাঁড়ায় সবাই। পায়ের প্রচণ্ড ব্যথা সত্ত্বেও তাদের সাথে উঠে দাঁড়ায় আভিলা। বেদির পেছনের একটা গুপ্ত দরজা খুলে গেলে সেখান দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন একজন। তাকে দেখামাত্র গুঞ্জন ওঠে উপস্থিত সবার মধ্যে।

সৌম্যদর্শন লোকটার বয়স পঞ্চাশের আশেপাশে হবে। একটা সাদা রঙের কাসোক তার পরনে, কাঁধ থেকে ঝুলছে সোনালি টিপেট আর মাথায় সোনালি মুকুটের ন্যায় পাপাল মাইটার। হাত সামনে বাড়িয়ে সবাইকে অভিবাদনের ভঙ্গিতে সামনে এগোলেন তিনি।

"এসে গেছেন তিনি," উত্তেজিত কণ্ঠে বলে মার্কো, "পোপ চতুর্দশ ইনোসেন্ট।"

নিজেকে চতুর্দশ পোপ ইনোসেন্ট দাবি করেন তিনি? মনে মনে ভাবে আভিলা। এটা ওর জানা আছে যে ১৯৭৮ সালে মৃত্যুবরণ করা পোপ পল দ্য সিক্সথকেই শেষ বৈধ পোপ হিসেবে মান্য করে পালমেরিয়ানরা।

বেদি থেকে সাধারণ মানুষদের কাতারে নেমে আসেন পোপ। মাইক্রোফোন ঠিক করে আন্তরিক একটা হাসি দেন তিনি।

"শুভ সকাল," সবার উদ্দেশ্যে বলেন।

"শুভ সকাল," ধর্মসভার সবাই একসাথে জবাব দেয়।

"কিছুক্ষণ আগে মার্কের গসপেল থেকে উদ্ধৃতি শুনছিলাম আমরা। আমি নিজেই ঠিক করে দিয়েছিলাম কোনটুকু পড়তে হবে, কারণ আজ ক্ষমাশীলতা নিয়ে কথা বলবো আমরা।"

একদম আভিলার সামনে এসে দাঁড়ান পোপ, একটু ওপরে। চোখ উপস্থিত সবার দিকে। অস্বস্তি নিয়ে মার্কোর দিকে তাকায় সে। মাথা নেড়ে তাকে আশ্বস্ত করে মার্কো।

"ক্ষমা করতে মাঝে মাঝে বেগ পেতে হয় আমাদের," ধর্মসভার সবার উদ্দেশ্যে বলেন পোপ। "কারণ কিছু কিছু ব্যাপার ক্ষমার অযোগ্য বলে মনে

হয়। কেউ যদি কেবল ব্যক্তিগত ঘৃণাবশত হত্যা করে নিষ্পাপ মানুষদের, তখন কি তার দিকে আসলেও অন্য গালটা এগিয়ে দেয়া উচিত? এমনটাই কিন্তু শেখানো হয় অনেক চার্চে,” অখণ্ড নীরবতা নেমে আসে গোটা উপাসনালয়ে। “সেভিয়ার ক্যাথেড্রালে ক্যাথলিক বিরোধিদের বোমা আক্রমনে অসংখ্য নিরীহ নারী ও শিশুর মৃত্যু হয়, তবুও তাদের ক্ষমা করে দিতে হবে? বোমা বর্ষণ তো যুদ্ধের ইঙ্গিত দেয়। শুধু ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয় এটা, খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধেও নয়...স্বয়ং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে!”

চোখ বন্ধ করে সেদিনকার সকালবেলার স্মৃতি মনের পর্দা থেকে দূর করার চেষ্টা করলো আভিলা। ভেতরে দলা পাকানো ক্রোধ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। এসময় কাঁধে কারো হাতের স্পর্শ অনুভব করলো সে। চোখ খুলে দেখলো পোপ হাত রেখেছেন ওর কাঁধে, কিন্তু তার দৃষ্টি এখনও সামনের দিকে। কিছুটা শান্ত হয়ে আসলো ওর মন।

“আমাদের নিজেদের ‘টেরর রোহো’ সম্পর্কেও ভুলে গেলে চলবে না,” আভিলার কাঁধে হাত রেখেই বলতে থাকেন পোপ। স্পেনের গৃহযুদ্ধ চলাকালীন ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ, রেড টেরর নামেও পরিচিত। “গৃহযুদ্ধের সময় ঈশ্বরের শত্রুরা স্পেনের বেশিরভাগ চার্চে আগুন দেয়, ছয় হাজারেরও বেশি যাজককে হত্যা করে, অত্যাচার চালানো হয় নানদের ওপর, সিস্টারদের বাধ্য করা হয় তাদের জপমালা গিলে খেতে। এরপর তাদের ছুড়ে ফেলা হয় খনির অন্ধকার গহ্বরে,” এটুকু বলে কিছুক্ষণ থামলেন তিনি। “এরকম পাশবিকতা কিন্তু চিরদিনের জন্যে থেমে থাকবে না, আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে কিছুদিন পর। বন্ধুরা, আমি আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, অশুভ শক্তি আমাদের গ্রাস করে নেবে যদি না উপযুক্ত জবাব দেই আমরা। শুধুমাত্র ‘ক্ষমাশীলতা’ নিয়ে বসে থাকলে হবে না।”

ঠিক বলছেন তিনি, ভাবলো আভিলা। সামরিক বাহিনীতে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে ও জানে, যদি অসদাচরণের কোন শাস্তি না দেয়া হয়, তবে সেটা অসদাচরণের ক্রমশ বৃদ্ধির জন্যে সহায়ক হবে।

“আমার বিশ্বাস,” পোপ বলছেন, “কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষমা বিপজ্জনক। আমরা যদি অশুভ শক্তিকে ক্ষমা করে দেই, এর অর্থ দাঁড়াবে আমরা অশুভ শক্তির কাছে মাথা নত করছি। তাদের শক্তির ব্যাপ্তিতে সহায়তা করছি। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যদি ক্ষমাশীলতা নিয়ে এগোতে চাই আমরা, তাহলে শত্রুরা স্রেফ কচুকাটা করবে আমাদের। জিশুর মতই একসময় রুখে দাঁড়াতে হবে সবাইকে!”

boighar.com

একমত! চিৎকার করে বলার ইচ্ছে হলো আভিলার। আশেপাশে সবাই সম্মতি জানালো পোপের সাথে।

"কিন্তু আসলে কি কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়?" জিজ্ঞেস করলেন পোপ, "রোমের ক্যাথলিক চার্চ কি জিশুর মত রুখে দাঁড়ায়? না, দাঁড়ায় না। আজও অশুভের মোকাবেলা করার আমাদের একমাত্র হাতিয়ার হচ্ছে ভালোবাসা, কিন্তু এতে করে তাদের আরো সুযোগ দেয়া হচ্ছে। আমরা নিজেদের বোঝাই যে একজন খারাপ মানুষ খারাপ হয়েছে সমাজের কারণে, অসুস্থ শৈশবের কারণে–তাই পৃথিবীর সবার প্রতি তার ঘৃণা জন্মানোটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমি বলবো, যথেষ্ট হয়েছে! আর এরকমটা ভাবা চলবে না। খারাপকে খারাপই বলতে হবে। আমাদের সবাইকেই জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে ভুগতে হয়।"

প্রশংসার ধ্বনিতে সরব হয়ে উঠলো গোটা চার্চ। কোন ক্যাথলিক চার্চে এর আগে কখনও এমনটা হতে দেখেনি আভিলা

"আজকে ক্ষমাশীলতা নিয়ে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম একটা কারণে," বললেন পোপ, এখনও আভিলার কাঁধে হাত তার, "আমাদের মাঝে বিশেষ একজন অতিথি আছেন আজ। অ্যাডমিরাল লুই আভিলাকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হবার জন্যে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্পেনের সামরিক বাহিনীর একজন সদস্য তিনি। অকল্পনীয় বেদনার সাথে যুঝতে হয়েছে তাকে।"

আভিলা কিছু বলার আগেই সবাইকে তার জীবন ইতিহাস শোনানো শুরু করলেন পোপ। কিভাবে বোমা বিস্ফোরণে পরিবারের সবাইকে হারাতে হয় তাকে, এরপর ঘোর অমানিশার মত তার জীবনে নেমে আসে মদ্যপানের অভ্যাস, অবশেষে ব্যর্থ আত্মহত্যার চেষ্টা। তার কথা নিশ্চয়ই মার্কো খুলে বলেছে পোপকে, এটা ভেবে তার ওপর আভিলার রাগ হলেও পোপের মুখে নিজের জীবন কাহিনী শোনার পর নিজেকে অন্য আলোয় আবিষ্কার করলো সে। উপস্থিত সবাই কায়মনোবাক্যে মেনে নিয়েছে যে এত দুর্ঘটনার পরেও তার বেঁচে থাকাটা অলৌকিক।

"আমার ধারণা," পোপ বললেন, "ঈশ্বর আভিলার জীবনে হস্তক্ষেপ করেছেন এবং তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন কোন মহৎ উদ্দেশ্যে।"

এটুকু বলে প্রথমবারের মত পোপ ইনোসেন্ট দ্য ফোরটিন্থ সরাসরি তাকালেন আভিলার চোখের দিকে। এক সম্মোহনী শক্তি যেন খেলা করছে তার দৃষ্টিতে।

"অ্যাডমিরাল আভিলা," নরম স্বরে বললেন পোপ, "আপনার সাথে যা ঘটেছে তা ক্ষমার অযোগ্য। যে অসীম ক্রোধ দানা বেধেছে আপনার অন্তরে সেটাকে প্রশমিত করা যাবে না খুব সহজে–আর সেটা প্রশমিত করার কোন দরকারও নেই। আপনার বেদনা হবে আমাদের পরিত্রাণের চালিকাশক্তি। এখানে আমরা সবাই আপনার সহায়তায় কাজ করবো। আপনার ক্রোধকে পৃথিবীর ভালোর জন্যে কাজে লাগাতে সাহায্য করবো। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন!"

"ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন," সমস্বরে বলে উঠলো সবাই।

"অ্যাডমিরাল আভিলা," তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল পোপ, "বলুন তো স্প্যানিশ আরমাডা নৌবহরের মূল মন্ত্র কি ছিল?"

"ঈশ্বর এবং মাতৃভূমির জন্যে," সাথে সাথে জবাব দিলো আভিলা।

"হ্যাঁ, ঈশ্বর এবং মাতৃভূমির জন্যে। আজ আমাদের মধ্যে এমন একজন নাভাল অফিসার উপস্থিত আছেন যিনি একনিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন দেশের জন্যে," এটুকু বলে নিচে ঝুঁকে আসলেন পোপ, "কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে দায়িত্ব পালন করবেন না?"

পোপের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে হঠাৎই অস্বস্তিবোধ হলো আভিলার।

"আপনার জীবনের এখনও অনেকটা বাকি, অ্যাডমিরাল," ফিসফিসিয়ে বললেন পোপ, "আপনার দায়িত্ব এখনও শেষ হয়নি। সেজন্যেই আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ঈশ্বর। যে শপথ নিয়েছিলেন তার কেবল অর্ধেকটা পালন করেছেন আপনি, দেশের জন্যে খেটেছেন...কিন্তু এবার ঈশ্বরের জন্যে খাটবার পালা।"

আভিলার মনে হয়েছিল কেউ যেন এক ইঞ্চি দূরত্ব থেকে বুলেট বিদ্ধ করেছে ওকে।

"শান্তি বর্ষিত হোক আপনাদের ওপর!" এই বলে শেষ করেন পোপ।

এরপর সবাই এগিয়ে এসে সহমর্মিতা প্রকাশ করে আভিলার জন্যে। অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীদের ভালোবাসায় সিক্ত হয় সে। তাদের চোখে ধর্মান্ধতা খোঁজার চেষ্টা করে আভিলা, কিন্তু সেখানে কেবল ঈশ্বরের জন্যে অগাধ ভালোবাসা চোখে পড়ে তার। ঠিক এই জিনিসটার খোঁজেই এতদিন ছিল সে।

সেদিনের পর থেকে মার্কো এবং অন্য শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তায় সেই তিমিরাচ্ছন্ন গহ্বর থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে বের করে আনতে সক্ষম হয়

boighar.com

সে। আগের মত নিয়ম মাফিক জীবন যাপনে ফিরে যায় আভিলা, সেই সাথে ফিরে পায় বিশ্বাস।

তার ফিজিক্যাল থেরাপি শেষ হবার কয়েক মাস পর মার্কো একটা চামড়ায় বাঁধানো বাইবেল উপহার দেয় আভিলাকে। সেখানে কয়েকটা পরিচ্ছেদ বিশেষভাবে চিহ্নিত।

সেগুলো থেকে একটা পরিচ্ছেদ তখনই পড়ে ফেলে সে।

রোমান ১৩:৪

ঈশ্বরের হয়ে যে শাস্তি দেবে পাপীদের–একজন আদর্শ বিশ্বাসি সে।

"মনে রাখবেন," তার উদ্দেশ্যে হেসে বলে মার্কো, "পৃথিবীতে যখন অশুভ শক্তি রাজত্ব কায়েম করে, তখন আমাদের প্রত্যেককে দিয়ে একেকভাবে নিজের ইচ্ছে পূরণ করান ঈশ্বর। ক্ষমা করে দেয়াই কিন্তু পরিত্রাণের একমাত্র উপায় নয়।"

অধ্যায় ৫৮

কন্সপিরেসিনেট.কম

ব্রেকিং নিউজ

যত দ্রুত সম্ভব আমাদের আরো জানান, আপনি যে-ই হয়ে থাকুন না কেন!

আপনারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন, আজ রাতে আমরা যত তথ্য পেয়েছি সেগুলোর বেশিরভাগই আমাদেরকে সরবরাহ করেছে monte@iglesia.org নামের একজন অজ্ঞাত জনপ্রতিনিধি।

আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা।

'Monte' আমাদের যে তথ্যগুলো দিয়েছেন সেগুলোর সবগুলোই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই তার কাছে একটা অনুরোধ থাকবে আমাদেরঃ

Monte, আপনার কাছে যদি এডমন্ড কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশন নিয়ে কোন তথ্য থেকে তাহলে নির্দ্বিধায় যত দ্রুত সম্ভব সেগুলো আমাদের জানার সুযোগ করে দিন।

#এলেমআমরাকোথাথেকে

অধ্যায় ৫৯

এডমন্ডের লাইব্রেরির বাকি তাকগুলোতে দেখতে দেখতে একটু হতাশ না হয়ে পারলো না ল্যাংডন। তাহলে কি পাসওয়ার্ডটা পাবে না ওরা? বাইরে থেকে যে সাইরেনের আওয়াজ ভেসে আসছিল এতক্ষণ সেটা কাসা মিলার একদম সামনে এসে থেমে গেছে। অ্যাপার্টমেন্টের ছোট ছোট জানালা গলে পুলিশের গাড়ির লাল নীল আলো দেখা যাচ্ছে।

এখানে ফাঁদে পড়ে গেছি আমরা, ভাবলো ও। *সাতচল্লিশ অক্ষরের পাসওয়ার্ডটা দরকার যে কোন মূল্যে, নাহলে শেষ রক্ষা হবে না।*

কিন্তু ওদের দুর্ভাগ্য, এই পর্যন্ত একটা কবিতার বইও চোখে পড়েনি ওদের।

লাইব্রেরির শেষ অংশের তাকগুলো অন্য তাকগুলোর তুলনায় বেশ প্রশস্ত। বড় বড় আর্টের বই রাখা আছে এখানে। বইয়ের নামগুলো দেখে বুঝতে পারলো এডমন্ডের পছন্দের সমসাময়িক চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবির নিদর্শন ধারণ করছে ওগুলো।

সেইরা...কুনস...হার্স্ট...ব্রুগেরা...বাঁক...ব্যাঙ্কসি...আব্রামোভিচ...

কোন কবিতার বই পাবার আশা ছেড়েই দিলো ল্যাংডন। এখানকার বইগুলোতে আছে শিল্পকলা সম্পর্কে গম্ভীর সব আলোচনা আর গবেষণামূলক কাজ। কয়েকটা বই চোখে পড়লো যেগুলো ওর জন্যেও পাঠিয়েছিল এডমন্ড।

What Are You Looking At?

Why Your Five-Year-Old Could Not Have Done That

How To Survive Modern Art

এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি এই ধরণের আর্ট, ল্যাংডন ভাবলো। এরপরের তাকে যে বইগুলো রাখা সেগুলোও মডার্ন আর্টের আওতায় পড়লেও শিল্পীদের নামগুলো পরিচিত ঠেকলো ওর কাছে। *এদের কাজ কিছুটা হলেও বুঝি আমি*। ধীরে ধীরে পুরনো আমলের প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের বইয়ের দেখা মিলতে লাগলো। ১৮৭০ সাল থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যবর্তি এই শিল্পীরা প্রচলিত আর্টের সংজ্ঞাই বদলে দেন।

ভ্যানগগ...পিকাসো...মুঞ্চ...মাতিস...ম্যাগ্রাত...ক্লিত...ক্যান্ডিন্সকি...জনস.

..হকনি...গগ্যাঁ...দুক্যাম্প...ডেগা...শাগাল...সেজান...ক্যাসাত...ব্রাক...আর্প..
.অ্যালবারস...

বিখ্যাত শব শিল্পীদের মেলা।

লাইব্রেরির একদম শেষ অংশে চলে আসলো ল্যাংডন, এখানে যে আর্ট ভলিউমগুলো আছে সেগুলোর শিল্পীদের সম্পর্কে এডমন্ড বলতো 'মৃত শ্বেতাঙ্গ শিল্পীদের সমারোহ'। মূলত উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের আগেকার শিল্পী তারা।

কিন্তু এই নামগুলোই বেশি পরিচিত *ঠেকে* ল্যাংডনের কাছে।

ভার্মিয়া...ভেলাকুয়েজ...তিতিয়ান...তিনতোরেত্তো...রুবেন্স...রাফায়েল...
পুসিন...মাইকেল্যাঞ্জেলো...গয়া...জিওতো...এলগ্রেসো...ভিঞ্চি...কারাভাজ্জিও.
..বতিচেল্লি...বস্ক...লিপ্পি...

শেষ তাকটার বাম পাশের অংশে একটা বিশাল কাঁচের কেবিনেট। ওটার ভেতরে উঁকি দিয়ে পুরনো একটা চামড়ার বাক্স দেখতে পেলো ল্যাংডন। অনেক পুরনো কোন বই নিশ্চয়ই রাখা আছে ওটার ভেতরে। আবছা আলোয় বাক্সটার বাইরের অংশে লেখা নামটা কোনমতে পড়তে পারলো।

ঈশ্বর! বুঝতে পারলো, কেন এটাকে তালা দিয়ে রাখা হয়েছে। বিপুল অঙ্কের টাকা খরচ করতে হয়েছে নিশ্চয়ই এটার পেছনে।

খুবই দুষ্প্রাপ্য একটা কাজ। আসলে একটা কাজ বললে ভুল হবে, একজন শিল্পীর সবগুলো কাজের একটা ভলিউম। যে সে শিল্পী নয়, ব্রিটিশ আর্টের বহুল আলোচিত একটা নাম। তার অঙ্কিত ছবিগুলো এতটাই অদ্ভুত ছিল যে অনেকে বলতো, ভবিষ্যৎ থেকে এসেছেন তিনি।

এডমন্ডের সাথে অনেক মিল এই শিল্পীর।

নিচু হয়ে আবারো বাক্সের গায়ে লেখা নামটা পড়লো ল্যাংডন :

The Complete works of William Blake

উইলিয়াম ব্লেক, ভাবলো ল্যাংডন, *অষ্টাদশ শতাব্দির এডমন্ড কিয়ার্শ।*

তার ছবিগুলোতে প্রাধান্য পেতো ধর্মিয় বিভিন্ন ধরণের সংকেত, বাইবেলের বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনার কাল্পনিক চিত্র আর নিজ কল্পনার অদ্ভুত সব সত্তা।

আর ঠিক কিয়ার্শের মতন, ব্লেকও খ্রিস্টধর্মের প্রতি বেকায়দা প্রশ্ন ছুড়ে দিতে পছন্দ করতো।

ভাবনাটা তড়াক করে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য করলো ল্যাংডনকে।

উইলিয়াম ব্লেক!

এতজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর কাজের মাঝে ব্লেকের নাম দেখে একটা ব্যাপার ভুলেই গিয়েছিল ল্যাংডন।

ব্লেক যে শুধু একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন তা নয়...

একজন গুণী কবিও ছিলেন তিনি।

হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল ল্যাংডনের। ব্লেকের বেশিরভাগ কবিতার বিষয়বস্তু আর এডমন্ডের চিন্তাধারার বিষয়বস্তু প্রায় একই ধাঁচের। এমনকি কেউ যদি বলে, ব্লেকের সবচেয়ে সমালোচিত কাজ*The Marriage of Heaven and Hell*–এডমন্ড নিজে লিখেছে, তবে সেটা বিশ্বাস করতে বেগ পেতে হবে না ওর।

সেখানে ব্লেক বলেছেন :

সব ধর্মই এক।

অ্যাম্ব্রাকে এডমন্ড তার নিজের পছন্দের কবিতার পঙক্তির ব্যাপারে যা বলেছিলো সেটা মনে করার চেষ্টা করলো ল্যাংডন। একটা ভবিষ্যৎবাণী। আর ব্লেককে ভবিষ্যত থেকে আগত কবি বলার পেছনে প্রধান দুটি কারণ তার লেখা দুটি ভয়ংকর কবিতা।

America A Prophecy

Europe A Prophecy

ল্যাংডনের সংগ্রহে দুটো কাজই আছে। ব্লেক যে ডায়রিতে লিখেছিলেন কবিতাগুলো, সেগুলোর সুন্দর অনুলিপি করে বিশেষ সচিত্র সংস্করণ বের করা হয়েছিল।

ক্যাবিনেটের ভেতরের বাক্সটার দিকে আবার তাকালো ল্যাংডন।

ওটার ভেতরে নিশ্চয়ই কবিতাগুলোর মূল সংস্করণ আছে। অনেক বড় পরিসরে ছাপানো হয়েছিল ওগুলো। এতক্ষণ ওরা যা খুঁজছে সেটা এই চামড়ার বাক্সের ভেতরে থাকার সম্ভাবনা প্রবল। সাতচল্লিশ অক্ষরের একটা পঙক্তি। এডমন্ড হয়ত চিহ্নিত করে রেখেছে ওটাকে। ক্যাবিনেটের হাতল ধরে টান দিলো ল্যাংডন।

তালা দেয়া।

ল্যাংডন একবার ভাবলো, ওপর তলায় উঠে গিয়ে অ্যাম্ব্রার কাছে থেকে স্মার্টফোনটা নিয়ে উইনস্টনকে উইলিয়াম ব্লেকের কবিতাগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু এই সময় একটা হেলিকপ্টারের আওয়াজ কানে আসলো ওর।

এসে গেছে ওরা।

ক্যাবিনেটের সবুজাভ কাঁচের দিকে দৃষ্টি ফেরালো আবার। সাধারণ জাদুঘরে যেরকম কাঁচ দেখা যায়, অতিবেগুনির রশ্মি রোধক।

পরণের জ্যাকেটটা খুলে নিয়ে কাঁচের ওপর ধরলো ওটাকে। এরপর বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ না করে কনুই দিয়ে জোরে এক ধাক্কায় ভেঙে ফেললো ক্যাবিনেটের কাঁচের দরজাটা। ভেতর থেকে চামড়ার বাক্সটা বের করে নিয়ে এলো।

বাক্সটা হাতে নেয়ার সাথে সাথে বুঝতে পারলো, কিছু একটা সমস্যা আছে। যেমনটা ভারি হবার কথা ছিল তেমন ভারি না ওটা। আসলে কোন ওজনই নেই যেন।

সাবধানে বাক্সের ঢাকনাটা খুললো।

যেমনটা ভয় পেয়েছিল...খালি।

কোথায় গেল বইটা?!

বাক্সটা বন্ধ করে রাখবে এমন সময় ঢাকনার সাথে একটা জিনিস লাগানো অবস্থায় দেখতে পেলো ও। এম্বস করা দামি লিনেন কাগজের একটা নোট কার্ড।

কার্ডটার লেখাগুলো পড়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ল্যাংডনের। আবারো পড়লো লেখাটা।

সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটলো।

*

ঠিক সেই মুহূর্তে মাদ্রিদের রাজ প্রাসাদের দোতলায় ইলেক্ট্রনিক সিকিউরিটির পরিচালক সুরেশ ভাল্লা সন্তর্পণে হেঁটে যাচ্ছে প্রিন্স হুলিয়ানের ব্যক্তিগত অ্যাপার্টমেন্টের দিকে। ভেতরে ঢুকে ডিজিটাল সেফটার সামনে গিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে ওটা খুলে ফেললো সে। জরুরি অবস্থার জন্যে যে পাসওয়ার্ডটা ঠিক করা ছিল, সেটা আগে থেকেই ও জানতো।

ভেতরে দুটো ফোন। একটা রাজ প্রাসাদ থেকে দেয়া স্মার্টফোন, যেটা প্রিন্স হুলিয়ান ব্যবহার করেন। আরেকটা আইফোন, এটা অবশ্যই বিশপ ভালদেসপিনোর সম্পত্তি।

আইফোনটা তুলে নিলো ও।

কাজটা কি আসলেও ঠিক হচ্ছে?

monte@iglesia.org থেকে আগত মেসেজটার কথা ভাবলো আরেকবার।

ভালদেসপিনোর মোবাইল হ্যাক করেছি আমি।
তার পাঠানো মেসেজটা পড়েছি।
কিছু বিপজ্জনক কাজ করছেন তিনি।
রাজ প্রাসাদ থেকে তার এসএমএস রেকর্ড খতিয়ে দেখা হোক যত দ্রুত সম্ভব।

বিশপের ফোনের ইনবক্সে কী এমন মেসেজ থাকতে পারে বুঝতে পারলো না সুরেশ। আর কেনই বা ওদের সাহায্য করতে চাইছে অজ্ঞাত তথ্যদাতা? হয়তো প্রাসাদের লোকদের বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্যেই এমনটা করেছে সে। আর যদি কোন তথ্য প্রাসাদের কারো কোন বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তবে সেটা খতিয়ে দেখা সুরেশের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

একবার ভাবলো, অফিস থেকে লিখিত অনুমতি নিয়ে আইফোনটা খুলবে, কিন্তু আজকের যেরকম পরিস্থিতি, যা করার দ্রুত করতে হবে। ওসব দাপ্তরিক কাজে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।

আইফোনের হোম বাটনে চাপ দিলো সে। লক করা ফোনটা।

সমস্যা নেই। আমি জানি কী করতে হবে।

ফোনটা মুখের কাছে নিয়ে হোম বাটন চেপে বলল, "হ্যালো সিরি, এখন কয়টা বাজছে?"

লক করা থাকলেও সময় ভেসে উঠলো ফোনটার স্ক্রিনে। সেই স্ক্রিনে কিছু সাধারণ কমান্ড দিলো সুরেশ–একটা নতুন টাইম জোন ঠিক করে সেটা এসএমএস এর মাধ্যমে শেয়ার করতে বলল, একটা ছবিও যোগ করে দিলো। এরপর এসএমএসটা না পাঠিয়ে আবার হোম বাটনে চাপ দিলো একবার।

ক্লিক।

খুলে গেল ফোনটা।

ইউটিউব দেখে খুব সহজেই এই হ্যাকিংয়ের উপায়টা জানতে পারবে যে কেউ, ভাবলো সুরেশ। আইফোন ব্যাবহারকারীরা যদি ভেবে থাকে যে পাসওয়ার্ড দিলেই তাদের ফোনে কেউ ঢুকতে পারবে না, সেটা ভুল।

দ্রুত ফোনের আইমেসেজ অ্যাপটা চালু করলো সুরেশ। দরকার পড়লে ভালদেসপিনোর মুছে দেয়া এসএমএসগুলোও ফিরিয়ে আনতে হবে ওকে আইক্লাউডের সহায়তায়।

যেমনটা ভেবেছিল, বিশপের মেসেজ হিস্ট্রিরি পুরো খালি।

কেবল একটা মেসেজ বাদে, দুই ঘন্টা আগে একটা সংরক্ষিত নম্বর থেকে এসেছে এই মেসেজটা।

মেসেজটা খুলে তিন লাইনের লেখাগুলো পড়লো ও। মনে হলো যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে।

এটা সত্যি হতে পারে না!

আবারও মেসেজটা পড়লো সুরেশ। ভালদেসপিনোর অকল্পনীয় বিশ্বাসঘাতকতার বড় প্রমাণ ওর হাতে।

আর কতটা উদ্ধত হলে এরকম মেসেজ সরাসরি কোন গোপনীয়তা ছাড়াই আদান প্রদান করে লোকটা।

একবার যদি ফাঁস হয়ে যায়...

ব্যাপারটা ভাবতেই কেঁপে উঠলো সুরেশ। মনিকা মার্টিনকে এখনই দেখাতে হবে মেসেজটা।

boighar.com

অধ্যায় ৬০

অত্যাধুনিক হেলিকপ্টারটা থেকে নিচের শহরের আলোকছটার দিকে তাকিয়ে আছে এজেন্ট ডিয়াজ। রাত অনেক হলেও বেশিরভাগ বিল্ডিংয়েই টেলিভিশন কিংবা কম্পিউটার চালু আছে। সেগুলোর সম্মিলিত আলো একটা নীলচে আবরণে ঢেকে রেখেছে গোটা শহরকে। একবিংশ শতাব্দির একটি সাধারণ দৃশ্য। *প্রযুক্তির গ্রাসের এক অপার নিদর্শন।*

আর আজকের রাতটায় পুরো পৃথিবীর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু স্পেন। সবাই নজর রাখছে ওদের ওপর।

ব্যাপারটা ভেবে একটু অস্বস্তিবোধ হলো তার। কোনকিছুই পরিকল্পনা মোতাবেক এগোচ্ছে না। কেবল জট পাকিয়ে যাচ্ছে। এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে যে কোন সময়।

তার সামনে বসে থাকা এজেন্ট ফনসেকা মুখের কাছে হাত নিয়ে জোরে কিছু একটা বলল, এরপর সামনের দিকে দেখালো।

না দেখালেও কোন সমস্যা ছিল না, ওদের গন্তব্যস্থল অনেক দূর থেকে যে কারও চোখে পড়তে বাধ্য। পুলিশের গাড়ির লাল-নীল আলো ঘিরে রেখেছে গোটা দালানটাকে।

ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন!

যেমনটা ভেবেছিল ডিয়াজ, ওদের আগেই এখানে চলে এসেছে স্থানীয় পুলিশের গাড়ি। বার্সেলোনার কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই মনিকা মার্টিনের প্রেস কনফারেন্সে দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাদের কর্মপরিকল্পনা ঠিক করেছে।

রবার্ট ল্যাংডন স্পেনের ভবিষ্যৎ রাণীকে অপহরণ করেছেন।

তাকে উদ্ধারের ব্যাপারে সবার সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

ডাহা মিথ্যে কথা, ডিয়াজ ভালো করেই জানে এটা, *আমার নিজের চোখে তাদের একসাথে গুগেনহাইম জাদুঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখছি আমি।*

মার্টিন এই ভূয়া তথ্যটা দিয়েছে যাতে অ্যাম্ব্রা ভিদালের অবস্থান জানাটা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু ব্যাপারটায় বিপদের সম্ভাবনা অনেক বেশি। সবাই সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে মিস ভিদালকে উদ্ধারের। কিন্তু তিনি যদি ভুলক্রমে স্থানীয় পুলিশদের ক্রসফায়ারে পড়ে যান, তাহলে যেটা হবে সেটা ভাবতেও ভয় লাগছে তার। পুলিশের লোকদের ওপর ভরসা বরাবরই কম ডিয়াজের।

মিথ্যেটা বলা একদমই উচিত হয়নি প্রাসাদ থেকে। কমান্ডার গারজা কখনও এমন কিছুর অনুমতি দিতেন না।

গারজাকে কিসের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হলো সেটা এখনও রহস্য ডিয়াজের কাছে। প্রফেসর ল্যাংডনকে যেভাবে ফাঁসানো হয়েছে, ঠিক সেভাবে তাকেও ফাঁসানো হয়েছে।

যাইহোক, এজেন্ট ফনসেকার কাছে কিছুক্ষণ আগে ফোন এসেছিল। ওদের কিছু নির্দেশ দেয়া হয়েছে তখন।

কমান্ডার গারজার ওপরমহল থেকে নির্দেশ।

কাসা মিলার যত কাছে যেতে লাগলো হেলিকপ্টারটা, ডিয়াজ বুঝতে পারলো যে, নিচে হেলিকপ্টার নামার মত নিরাপদ কোন জায়গা নেই। দালানটার সামনের চওড়া রাস্তাটা এবং কোণার প্লাজা গণমাধ্যমকর্মিদের ট্রাকে ভর্তি। এছাড়াও পুলিশ এবং আগ্রহি জনতার ঢল তো আছেই।

বার্সেলোনার কাসা মিলা দালানটা স্থাপত্যের সবচেয়ে দারুণ নিদর্শনগুলোর একটি। বিশেষ করে এটার ছাদের দিকে তাকালে চোখ কপালে উঠতে বাধ্য। ডিয়াজও অবাক চোখে তাকালো সেদিকে। ছাদ থেকে বার্সেলোনার শহরতলি তো দেখা যাবেই, সেই সাথে দালানটার ভেতরের অংশে নয়তলা নিচের কারুকাজ করা প্রাঙ্গনও চোখে পড়বে।

ওখানে নামা যাবে না। গোটা ছাদটা পাহাড়ের চুড়ার মত উঁচু নিচু, সেই সাথে আন্তোনি গওদির যুগান্তকারি স্থাপত্য প্রতিভার নিদর্শন স্বরূপ চিমনীগুলো তৈরি করা হয়েছে দাবার ঘুটির প্রহরীদের আদলে। সেই হেলমেট পরিহিত প্রহরীদের দেখে প্রখ্যাত চলচিত্র নির্মাতা জর্জ লুকাস এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তার স্টার ওয়ার্স সিনেমার স্টর্ম ট্রুপারদের সেই আদলে উপস্থাপন করেছেন।

হেলিকপ্টার নামানোর মত খালি জায়গা খুঁজতে লাগলো ডিয়াজ আশেপাশের জায়গাগুলোতে। কিন্তু

boighar.com

হঠাৎ কাসা মিলার ছাদের ওপর চোখ পড়তে জমে গেল যেন। সেখানে বড় বড় মূর্তিগুলোর মাঝে একজনকে দেখা যাচ্ছে নিচের দিকে নুয়ে কিছু করার চেষ্টা করছে। পরনে সাদা পোশাক তার। রেলিঙে ভর দিয়ে নিচের প্লাজার গণমাধ্যম কর্মিদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছে সে, সেইন্ট পিটার স্কয়ারের ব্যালকনি থেকে পোপ তার অনুসারিদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন যেভাবে।

কিন্তু এটা পোপ না।

সাদা পোশাক পরিহিত একজন সুন্দরি, সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা। স্পেনের হবু রাণী।

*

নিচের মিডিয়া ট্রাকগুলোর চোখ ধাঁধানো আলোর কারণে কিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল না অ্যাম্ব্রা ভিদাল। কিন্তু খুব কাছে একটা হেলিকপ্টারের আওয়াজ ঠিকই কানে আসলো তার। সময় শেষ হয়ে আসছে। আবারো রেলিঙে ভর দিয়ে নিচে ঝুঁকে গণমাধ্যম কর্মিদের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু হেলিকপ্টারের রোটরের প্রচণ্ড আওয়াজে তার কথাগুলো হারিয়ে গেল।

উইনস্টন ধারণা করেছিল, অ্যাম্ব্রাকে ছাদের দেখা যাওয়ামাত্র সবগুলো ক্যামেরা ঘুরে যাবে সেদিকে। ঠিক তেমনটাই হয়েছে, তবুও অ্যাম্ব্রা জানে না ওদের পরিকল্পনা সফল হবে না।

আমি কি বলছি সেটা শুনতেই পারছে না তারা।

ছাদটা বেশি ওপরে আর নিচেও হৈ হট্টগোলের পরিমাণ কম নয়। আর এখন হেলিকপ্টারের আওয়াজের কারণে ওর নিজের গলার স্বর নিজেরই শোনা দায়।

"আমাকে অপহরণ করা হয়নি," যতটা জোরে সম্ভব চিৎকার করে বলল অ্যাম্ব্রা, পঞ্চমবারের মত। "রাজ প্রাসাদ থেকে রবার্ট ল্যাংডন সম্পর্কে যা যা বলা হয়েছে সব মিথ্যে। আমাকে মোটেও জিম্মি করে রাখেননি তিনি।"

আপনি স্পেনের ভবিষ্যৎ রাণী, উইনস্টন কিছুক্ষণ আগে বলেছে তার উদ্দেশ্যে, *যদি আপনি এখন অপহরণের ব্যাপারটা অস্বীকার করেন তবে কর্তৃপক্ষ একদম হতবাক হয়ে যাবে। একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে সবার মাঝে। কার কথা বিশ্বাস করবে সেটা বুঝে উঠতে পারবে না কেউই।*

উইনস্টন যে ঠিক কথাই বলেছিল সেটা জানে অ্যাম্ব্রা। কিন্তু সেজন্যে ওর

কথা পৌঁছুতে হবে নিচে জড়ো হওয়া গণমাধ্যম কর্মিদের পর্যন্ত।

হঠাৎ করেই যেন বেড়ে গেল হেলিকপ্টারের গর্জন। রেলিং থেকে পেছনে সরে দাঁড়ালো অ্যাম্ব্রা। কপ্টারটা এখন ওর ঠিক সামনে। সেটার খোলা দরজা দিয়ে দুজন পরিচিত মুখ তাকিয়ে আছে তার দিকে। এজেন্ট ডিয়াজ এবং ফনসেকা।

অ্যাম্ব্রাকে হতবাক করে দিয়ে তার দিকে কিছু একটা তাক করলো এজেন্ট ফনসেকা, একদম কপাল বরাবর। একটা ভীতিকর সন্দেহ উঁকি দিলো ওর মনের এক কোণে। *হুলিয়ান আমাকে মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে, কারণ তাকে কোন উত্তরাধিকার দিতে পারবো না আমি।*

আত্মরক্ষার চেষ্টায় হোক আর অন্য কারণেই হোক চমকে উঠে পেছনে সরতে গিয়ে অ্যাম্ব্রা খেয়াল করলো, পায়ের নিচ থেকে সরে গেছে শক্ত কংক্রিট। ডান হাত দিয়ে রেলিং আঁকড়ে ধরে ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করেও কিছু হলো না। পিছলে কয়েক ধাপ নিচের সিঁড়িতে পড়ে গেল।

বাম কনুই সজোরে বাড়ি খেলো সিমেন্টে। তবুও কোন ব্যথা অনুভূত হলো না অ্যাম্ব্রার। কারণ ওর পূর্ণ মনোযোগ এখন ডান হাত থেকে ছুটে যাওয়া জিনিসটার দিকে–এডমন্ডের স্মার্টফোনটা।

ঈশ্বর! না!

ওটাকে নয়তলা নিচের প্রাঙ্গণে হারিয়ে যেতে দেখলো ও।

উইনস্টনের সাথে যোগাযোগের আর কোন উপায় রইলো না।

নিচের পাথুরে মেঝেতে আছড়ে পড়ে গুঁড়ো হয়ে যেতে দেখলো জিনিসটাকে।

*

ঠিক সেই মুহূর্তে অন্যপাশের সিড়িটা দিয়ে কাসা মিলার ছাদে প্রবেশ করলো রবার্ট ল্যাংডন। প্রচন্ড শব্দে কানের পর্দা ফেটে যাবার উপক্রম হলো তার। একটা হেলিকটার ভাসছে দালানের পাশে, অ্যাম্ব্রাকে দেখতে পেলো না কোথাও।

পুরো ছাদে নজর বোলালো ল্যাংডন। *কোথায় গেল অ্যাম্ব্রা?* ছাদটার কিম্ভূত নকশার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল সে। উঁচুনিচু প্রাচীর...খাড়া সিঁড়ি...প্রহরী মূর্তি...আর মাঝে নয়তলা গভীর এক গহ্বর।

"অ্যাম্ব্রা!"

boighar.com

অবশেষে যখন খুঁজে পেলো অ্যাম্ব্রাকে, শীতল একটা শিহরণ বয়ে গেল তার মেরুদণ্ড বেয়ে। সিঁড়ির কাছে পড়ে আছে সে।

তার দিকে ছুটে গেল ল্যাংডন। ছাদের একটা উঁচু অংশ পার হচ্ছে ঠিক এই সময় একটা গুলি এসে বিঁধলো তার পাশের দেয়ালে সিমেন্টে।

ঈশ্বর!

হাঁটু গেঁড়ে বসে মাথা আড়াল করার চেষ্টা করলো ল্যাংডন। আরো দুটো গুলি ছুটে এসে বিঁধতে দেখলো দেয়ালে। প্রথমে মনে হলো, হেলিকপ্টার থেকে গুলি চালানো হচ্ছে, কিন্তু অ্যাম্ব্রার দিকে এগোতে এগোতে দেখলো, ছাদের অন্য প্রান্ত থেকে কয়েকজন পুলিশ বন্দুক তাক করে আছে ওদের দিকে।

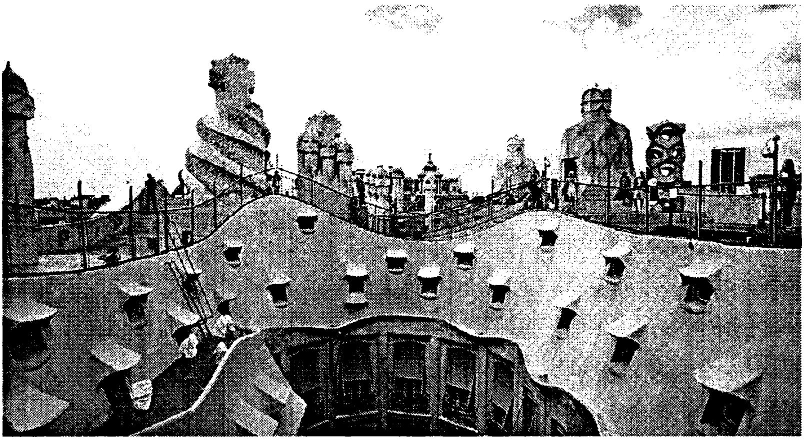

আমার দিকে নির্দ্বিধায় গুলি ছুড়ছে তারা, মনে মনে ভাবলো ও, *কারণ তাদের ধারণা স্পেনের হবু রাণীকে অপহরণ করেছি আমি।* উইনস্টনের পরিকল্পনা সফল হয়নি।

পাঁচ হাত দূরে পড়ে থাকা অ্যাম্ব্রার দিকে তাকিয়ে আতঙ্কের সাথে খেয়াল করলো, রক্ত বের হচ্ছে তার বাম হাত দিয়ে। *গুলি লেগেছে অ্যাম্ব্রার হাতে!* মাথার পাশ দিয়ে বাতাসে শিষ কেটে আরেকটা গুলি চলে গেল সেই মুহূর্তে।

পেঁচানো সিড়িটার রেলিং ধরে কষ্ট করে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে অ্যাম্ব্রা।

"মাথা নিচু করুন!" চিৎকার করে বলল ল্যাংডন। তিন লাফে তার কাছে পৌঁছে গেল সে। নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে রাখলো।

এই সময় হেলিকপ্টারটা চলে আসলো তাদের একদম পাশে। ওটার রোটরের বিকট আওয়াজে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড় হলো। পুলিশ আর ওদের মাঝে এখন কপ্টারটা।

"দিয়েন দে দিসপারার!" হেলিকপ্টারের ভেতর থেকে মাইকের সহায়তায় ঘোষণা করলো কেউ। *"ইনফুন্দেন লাস আরমাস!"* গুলি করা বন্ধ করুন! অস্ত্র নামিয়ে রাখুন!

ঠিক ওদের সামনে হেলিকপ্টারের খোলা দরজা থেকে একহাত সামনে বাড়িয়ে রেখেছে এজেন্ট ডিয়াজ।

"উঠে পড়ুন!"

কথাটা শুনে অ্যাম্ব্রাকে মিঁইয়ে যেতে দেখলো ল্যাংডন।

"এখনই!" রোটরের আওয়াজ ছাপিয়ে চিৎকার করলো ডিয়াজ।

হেলিকপ্টারে চড়তে হলে রেলিং টপকে ছোট্ট কার্নিশ থেকে লাফ দিতে হবে। হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে গার্ডিয়া রিয়েলের এজেন্ট। তেমনটাই ইঙ্গিত করছে ডিয়াজ।

দোটানায় ভুগছে ল্যাংডন।

এসময় ডিয়াজ এজেন্ট ফনসেকার হাত থেকে মাইকটা কেড়ে নিয়ে ল্যাংডনের মুখের দিকে তাক করলো, "প্রফেসর! হেলিকপ্টারে উঠে পড়ুন এখনই!" গমগমে কণ্ঠস্বরে অনুরোধ করলো সে। "স্থানীয় পুলিশের উপর দেখামাত্র আপনাকে গুলি করার নির্দেশ আছে। আমরা জানি, মিস ভিদালকে অপহরণ করেননি আপনি। কিছু হয়ে যাবার আগে উঠে আসুন!"

অধ্যায় ৬১

হট্টগোলের মাঝেই ল্যাংডন এবং এজেন্ট ডিয়াজের সহায়তায় হেলিকপ্টারে উঠে পড়লো অ্যাম্ব্রা। বাঁধা যে দেবে সেই শক্তিটুকুও নেই।

"রক্ত ঝরছে তার বাম হাত থেকে!" হেলিকপ্টারে উঠেই চেঁচিয়ে জানালো প্রফেসর ল্যাংডন।

একবার ঝাঁকি খেয়ে ওপরে উঠে গেল হেলিকপ্টারটা। নিচ থেকে পুলিশ অফিসাররা চেয়ে রইল বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে।

হেলিকপ্টারের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সামনে পাইলটের পাশের সিটে গিয়ে বসে পড়লো এজেন্ট ফনসেকা। ডিয়াজ এসে বসলো অ্যাম্ব্রার পাশে। তার হাতের ক্ষতটা দেখতে লাগলো।

"কেটে গেছে শুধু," বলল ও।

"ফাস্ট এইড কিটটা আনছি," এই বলে কেবিনের পেছনের অংশে চলে গেল এজেন্ট ডিয়াজ।

ল্যাংডন বসে আছে অ্যাম্ব্রার বিপরীত দিকে। একবার চোখাচোখি হতে তার উদ্দেশ্যে একটা হাসি দিলো প্রফেসর, "আপনি ঠিক আছেন দেখে ভালো লাগছে।"

জবাবে আস্তে করা মাথা নাড়লো অ্যাম্ব্রা। কিছু বলার আগেই তার দিকে ঝুঁকে আসলো ল্যাংডন। ফিসফিসিয়ে বলল, "আমাদের রহস্যময় কবির খোঁজ পেয়েছি বোধহয়," চকচক করছে তার চোখ। "উইলিয়াম ব্লেক। এডমন্ডের লাইব্রেরিতে উইলিয়াম ব্লেকের সব কাজের একটা ভলিউম আছে। আর ব্লেকের কবিতাগুলো এক একটা ভবিষ্যৎবাণী!" এটুকু বলে অ্যাম্ব্রার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো ল্যাংডন, "আমাকে এডমন্ডের ফোনটা দিন। উইনস্টনকে ব্লেকের কবিতাগুলোর মাঝে খুঁজে দেখতে বলি, সাত চল্লিশ অক্ষরের পঙক্তিটা খুঁজে বের করতে বেশি সময় লাগার কথা না ওর।"

ল্যাংডনের বাড়ানো হাতের দিকে তাকিয়ে ভীষণ অপরাধবোধে আক্রান্ত হলো অ্যাম্ব্রা। সামনে ঝুঁকে ল্যাংডনের হাতে হাত রেখে বলল, "রবার্ট, এডমন্ডের ফোনটা হারিয়ে গেছে। ছাদ থেকে নিচে পড়ে গেছে ওটা," একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ওর বুক চিড়ে।

বড় বড় চোখ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো ল্যাংডন। রক্ত সরে গেছে

মুখ থেকে। *আমি দুঃখিত, রবার্ট*, মনে মনে বলল ও। খবরটা হজম করতে যে বেগ পেতে হচ্ছে ল্যাংডনকে, সেটা তার চেহারায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে দেখলো অ্যাম্ব্রা।

ককপিটে, এজেন্ট ফনসেকা ফোনে কারও সাথে কথা বলছে। "তারা দু'জনই এখন আমাদের সাথে হেলিকপ্টারে। মাদ্রিদে যাবার জন্য প্লেনটাকে তৈরি রাখতে বলো। আমি প্রাসাদে যোগাযোগ করে জানিয়ে..."

"দরকার নেই জানানোর!" চিল্লিয়ে এজেন্টের উদ্দেশ্যে বলল অ্যাম্ব্রা। "প্রাসাদে যাবো না আমি।"

সিট থেকে পেছনে ফিরে সরাসরি ওর দিকে তাকালো লোকটা, "অবশ্যই যাবেন! আমার ওপর নির্দেশ ছিল আপনাকে যে কোন মূল্যে নিরাপদ রাখার। ওভাবে জাদুঘর থেকে পালানোটা একদমই উচিত হয়নি আপনার। ভাগ্য ভালো, আমরা ঠিক সময়মত এসে আপনাকে উদ্ধার করতে পেরেছি।"

"উদ্ধার?!" রাগ ঝরে পড়ছে অ্যাম্ব্রার কণ্ঠে, "উদ্ধার করার দরকারটা কী ছিল, শুনি? প্রাসাদ থেকে তো মিথ্যে বলা হয়েছে আমাকে অপহরণের ব্যাপারে। আর আপনি সেটা ভালোমতোই জানতেন। প্রিন্স হুলিয়ান কি এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে, একজন নিরীহ মানুষের জীবন নিয়ে খেলছে? আমার নিরাপত্তার কথাটাও তো ভাবেনি সে।"

কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার সামনে ফিরলো এজেন্ট ফনসেকা।

ঠিক তখনই পেছন থেকে ফাস্ট এইড কিট নিয়ে ফিরলো ডিয়াজ।

"মিস ভিদাল," তার পাশে বসে শান্তস্বরে বলল সে, "দয়া করে আমাদের আজকের রাতের পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করুন। আমাদের বাহিনীর প্রধান, কমান্ডার গারজাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাই সবকিছু ঘোলাটে লাগছে আমার নিজের কাছেও। তবুও, আপনাকে এটুকু নিশ্চিত করে বলতে পারি আমি, যুবরাজ হুলিয়ানের এসবের সাথে কোন সম্পৃক্ততা নেই, বিবৃতিটাও তিনি দিতে বলেননি। এমনকি তার সাথে গত এক ঘন্টা ধরে যোগাযোগ করতে পারছি না আমরা।"

কি? তার দিকে তাকালো অ্যাম্ব্রা। "কোথায় ও?"

"এখন তিনি কোথায় আছেন সেটা ঠিক জানা নেই কারও," ডিয়াজ বলল। "কিন্তু আজ সন্ধ্যায় তিনি আমাদের যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটা একদম পরিষ্কার, আপনাকে যে কোন অবস্থায় নিরাপদ দেখতে চান তিনি।"

"এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে," ল্যাংডন বলল হঠাৎ, এতক্ষণ কিছু একটা

boighar.com

ভাবছিলো সে, "তাহলে মিস ভিদালকে প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া একটা মারাত্মক ভুল হবে।"

এজেন্ট ফনসেকা ফিরে তাকালো তার দিকে, "কী বললেন আপনি?!"

"আমি ঠিক জানি না আপনাদের এখন কে নির্দেশ দিচ্ছে," বলল ল্যাংডন, "কিন্তু আপনারা যদি আসলেই প্রিন্স হুলিয়ানের বাগদত্তাকে নিরাপদ রাখতে চান তাহলে আমার কথা শুনুন মনোযোগ দিয়ে," গম্ভীর হয়ে উঠলো তার চেহারা, "এডমন্ড কিয়ার্শকে হত্যা করা হয়েছে যাতে তার আবিষ্কার সে পৃথিবীর সামনে উন্মোচন না করতে পারে। আর, যে বা যারা এই কাজ করেছে তারা কখনোই তাদের লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না।"

"তাদের লক্ষ্য তো পূরণ হয়েই গেছে," অবজ্ঞার সুরে বলল ফনসেকা, "মারা গেছেন এডমন্ড।"

"কিন্তু তার আবিষ্কার কিন্তু হারিয়ে যায়নি এখনও," ল্যাংডন বলল। "সেটাকে এখনও পুরো পৃথিবীর সামনে উন্মোচন করা যাবে।"

"এজন্যেই তার অ্যাপার্টমেন্টে এসেছিলেন আপনারা," বলল ডিয়াজ, "তার প্রেজেন্টেশনটা উন্মুক্ত করে দেয়ার লক্ষ্যে?"

"ঠিক," বলল ল্যাংডন, "আর সে-জন্যেই আমরা শত্রুপক্ষের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছি। আমি অ্যাম্ব্রাকে অপহরণ করেছি এটা কে বলেছে জানি না, তবে এসব সাজানো হয়েছে আমাদের থামানোর জন্যে। আর আপনারা যদি সেই দলের লোক হয়ে থাকেন, যারা এডমন্ডের আবিষ্কারকে আলোর মুখ দেখতে দিতে চান না, তাহলে এই মুহূর্তে আমাকে আর মিস ভিদালকে হেলিকপ্টার থেকে ফেলে দেয়া উচিত আপনাদের।"

অ্যাম্ব্রা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো ল্যাংডনের দিকে। *লোকটা কি পাগল হয়ে গেল?*

"আর যদি," আবার শুরু করলো ল্যাংডন, "রাজপরিবারের সদস্যদের রক্ষা করাই আপনাদের দায়িত্ব হয়ে থাকে তবে মিস ভিদালকে প্রাসাদে নিয়ে যাবেন না আপনারা। সেটাই এখন তার জন্যে সবচেয়ে অনিরাপদ স্থান। ঐ মিথ্যেটার জন্যে কিন্তু মৃত্যুও হতে পারতো ভবিষ্যৎ রাণীর, এটা আপনারাও ভালো করেই জানেন," এটুকু বলে পকেট থেকে একটা দামি কাগজের নকশা করা নোটকার্ড বের করলো সে। "আমাদের এখন এই ঠিকানায় নিয়ে যাওয়া উচিত আপনাদের।"

কার্ডটা ল্যাংডনের হাত থেকে নিয়ে ঠিকানাটা পড়লো ফনসেকা। ভ্রু কুঁচকে বলল, "অসম্ভব!"

“পুরো জায়গাটা ঘিরে একটা প্রতিরক্ষা বেষ্টনি আছে,” ল্যাংডন বলল। “আপনাদের পাইলট চাইলেই আমাদের চারজনকে সেখানে নিরাপদে নামিয়ে দিয়ে সরে পড়তে পারবে। কেউ জানবেও না, আমরা সেখানে আছি। ওখানকার দায়িত্বে যিনি আছেন তাকে চিনি আমি। সেখানে পরিস্থিতি ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে পারি আমরা। আপনারাও নাহয় থেকে গেলেন আমাদের সাথে।”

“এর চেয়ে বরং এয়ারপোর্টের সামরিক হ্যাঙ্গারেই নিরাপদ থাকবেন মিস ভিদাল।”

“আপনারা কি আসলেই সামরিক দলটাকে বিশ্বাস করতে চান? এমনও হতে পারে যে, যারা আমার আর মিস ভিদাল সম্পর্কে মিথ্যে বলেছে তাদের কাছ থেকেই নির্দেশ পাচ্ছে দলটা?”

ফনসেকার অনুভূতিহীন চেহারার কোন নড়চড় হলো না।

অ্যাম্ব্রা মস্তিষ্কে চিন্তার ঝড় বইছে। কার্ডটায় কি লেখা সেটা ভাবছে ও। ল্যাংডন কোথায় যাওয়ার কথা বলছেন? যেভাবে কথা বলছে সে, শুনে তো মনে হচ্ছে অ্যাম্ব্রার নিরাপত্তা ছাড়াও আরও কোন ব্যাপার মাথায় ঘুরছে তার। অর্থাৎ এখনও এডমন্ডের আবিষ্কারটার ব্যাপারে আশা আছে।

ফনসেকার হাত থেকে লিনেনের কার্ডটা ফেরত নিয়ে সেটা অ্যাম্ব্রার হাতে দিলো ল্যাংডন। “এটা এডমন্ডের লাইব্রেরিতে পেয়েছি আমি।”

কার্ডটার দিকে এক ঝলক দেখেই অ্যাম্ব্রা বুঝে গেল কী ওটা।

এগুলো ‘টাইটেল কার্ড’ বলা হয়। সুন্দর নকশার এম্বস করা এই কার্ডগুলো জাদুঘরের পরিচালকরা তাদের ডোনারদের দিয়ে থাকেন, যখন তাদের কাছ থেকে কোন মূল্যবান শিল্পকর্ম ধারে প্রদর্শন করার জন্যে নেন তারা।

প্রথানুযায়ী দুটো একই রকম দেখতে কার্ড ছাপানো হয়। একটা জাদুঘরে ডিসপ্লেতে রাখা থাকে ডোনারকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যে, অন্যটা ডোনারকে দেয়া হয় ধার দেয়ার স্বীকৃতি স্বরূপ। যদি দাতার দেয়া শিল্পকর্মের কোন ক্ষতি হয় তবে জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ।

এডমন্ড তার ব্লেকের কবিতার বইটা ধার দিয়েছে?

তবে কার্ডের লেখা অনুযায়ি খুব দূরে কোথাও বইটা ধারে দেয়নি এডমন্ড। বার্সেলোনাতেই আছে ওটা।

দ্য কম্প্লিট ওয়ার্কস অব উইলিয়াম ব্লেক

boighar.com

এডমন্ড কিয়ার্শের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে লা ব্যাসিলিকা দে লা সাগ্রাদা ফামিলিয়া'তে ধার দেয়া হয়েছে

কারের দে মায়োরর্ক, ৪০১
০৮০১৩ বার্সেলোনা, স্পেন

"বুঝলাম না," অ্যাম্ব্রা বলল, "একজন স্বঘোষিত নাস্তিক কেন কোন চার্চকে একটা বই ধার দেবে?।"

"যে কোন চার্চ নয়," ল্যাংডন বলল হেসে, "গওদির সবচেয়ে সেরা কাজ এটা..." এটুকু বলে জানালার বাইরে নির্দেশ করলো সে, "খুব শিগ্রই এটা ইউরোপের সবচেয়ে উঁচু চার্চের মর্যাদা পেতে চলেছে।"

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো অ্যাম্ব্রা, শহরের উত্তর দিকে সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সাগ্রাদা ফামিলিয়া। চার্চটার উঁচু গম্বুজগুলোর ছিদ্রের কারণে দূর থেকে দেখলে মনে হয় কয়েকটা সামুদ্রিক স্পঞ্জ যেন আকাশ ছোঁয়ার পায়তারা করছে। তবে সেগুলোকে ঘিরে রয়েছে উঁচু উঁচু ক্রেন এবং কন্সট্রাকশন লাইট।

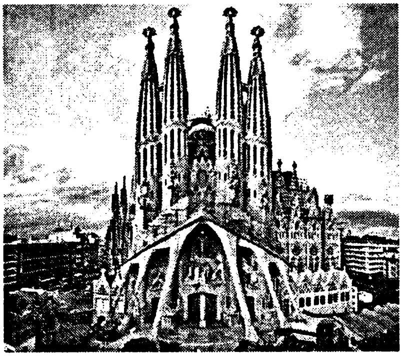
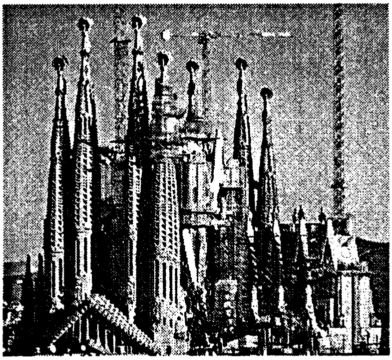

একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে নির্মাণ কাজ চলছে গওদির ব্যাসিলিকা দে লা সাগ্রাদা ফামিলিয়ার। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অনুদানের ওপর নির্ভরশীল হওয়াতে ধীর গতিতে এগোচ্ছে কাজ। শুরু থেকেই গওদিকে ঐতিহ্যবাদিদের ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে এর অদ্ভুত নকশার কারণে। কিন্তু গওদি বরাবরই প্রকৃতি থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার নকশাগুলো করতেন। তাই আধুনিকতাবাদিদের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছেন সবসময়। সাগ্রাদা ফামিলিয়ার

ক্ষেত্রে 'বায়োমাইমেটিক' এবং 'হাইপারবলয়েড' ধাঁচের নকশা ব্যবহার করেছেন প্রকৃতিকে উপস্থাপন করার জন্যে।

"চার্চটার নকশা একটু ব্যতিক্রমি, মানছি," বলল অ্যাম্ব্রা, "তবুও এটা একটা ক্যাথলিক চার্চ। আর আপনি তো এডমন্ডকে ভালোমতই চিনতেন।"

অবশ্যই ভালো করেই চিনতাম, ল্যাংডন ভাবলো, *সেজন্যেই এটাও জানি, তার ধারণা ছিল সাগ্রাদা ফামিলিয়ার নকশা খ্রিস্টধর্মের বাইরেও গুপ্ত এক বার্তা উপস্থাপন করছে।*

১৮৮২ সালে চার্চটার জন্যে ভূমি খনন শুরু হবার পর থেকেই বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা শুরু হয় এর অদ্ভুত নকশার দরজা, প্যাঁচানো থাম, মূর্তি সংবলিত সম্মুখভাগ ঘিরে। এমনকি একটা দেয়ালে ষোলটা বর্গাকৃতির ঘর কেটে সেখানে সংখ্যা খোদাই করা হয়েছে। তাছাড়া পুরো স্থাপনাটা ভালো করে দেখলে বোঝা যায়, প্রাণীর আদলের সাথে বেশ মিল রয়েছে নক্সাটার।

সাগ্রাদা ফামিলিয়ার নক্সা আসলে কী উপস্থাপন করছে সে ব্যাপারে বেশ

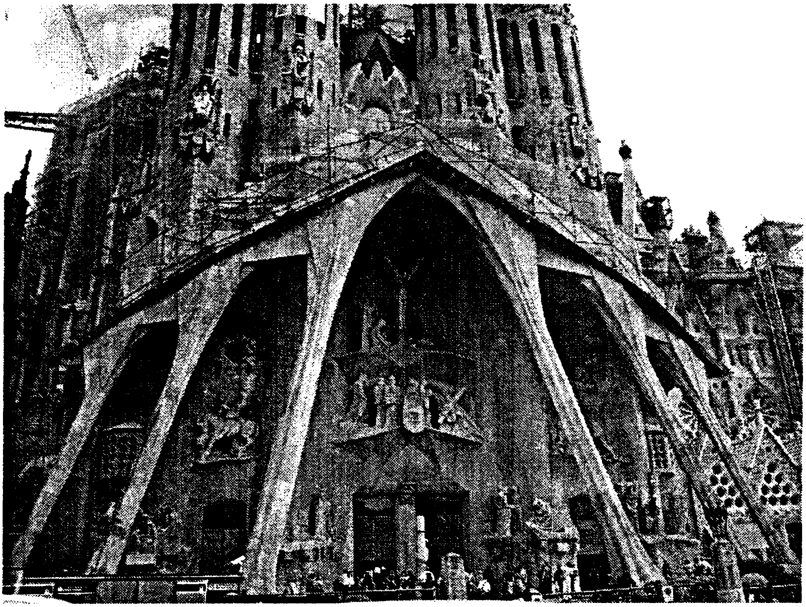

কয়েকটা তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত ল্যাংডন, কিন্তু ওগুলোর কোনটাকেই কখনো আমলে নেয়নি সে। তবে একবার এডমন্ডের কাছে এটা শুনে অবাক হয়েছিল যে আন্তোনি গওদির অনেক ভক্তের মত সেও বিশ্বাস করে, খ্রিস্টিয় ধর্মের বাইরেও গোপনে বিজ্ঞান এবং প্রকৃতির প্রতি সম্মান স্বরূপ সাগ্রাদা ফামিলিয়ার

boighar.com

নক্সা করা হয়েছে। তবে তার সাথে একমত প্রকাশ করতে পারেনি ল্যাংডন। বরং এটা মনে করিয়ে দিয়েছিল যে আন্তোনি গওদি একজন ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক ছিলেন। এমনকি চার্চ থেকে তাকে 'দ্য গড'স আর্কিটেক্ট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

জবাবে একটা চতুর হাসি ফুটে উঠেছিল এডমন্ডের চেহারায়, যেন গোপন কোন তথ্য জানা আছে তার, কিন্তু সেটা তখনই বলতে চাইছে না সে।

কিয়ার্শের আরেকটি গুপ্ত রহস্য, ল্যাংডন ভাবলো, *তার ক্যান্সারের ব্যাপারটার মতন।*

"যদি সাগ্রাদা ফামিলিয়াতে গিয়ে এডমন্ডের ধার দেয়া বইটা পাইও আমরা," অ্যাম্ব্রা বলল, "তবে প্রতিটা পাতা উল্টিয়ে সঠিক পঙক্তিটা বের করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। এরকম অমূল্য একটা বইয়ে নিশ্চয়ই কলম দিয়ে দাগায়নি সে।"

"অ্যাম্ব্রা," শান্তভাবে হেসে বলল ল্যাংডন, "কার্ডটার অপর পিঠে কী লেখা আছে দেখুন।"

কার্ডটা উল্টে অপর পাশের লেখাটা পড়লো ও।

আবারও অবিশ্বাসের ছাপ ভর করলো তার চেহারায়। তবে এবার আশাতুর দৃষ্টিতে ল্যাংডনের দিকে তাকালো সে।

"যেমনটা বলছিলাম আমি," ল্যাংডন এখনও হাসছে, "আমাদের ওখানে যাওয়া উচিত।"

হঠাৎ করেই অ্যাম্ব্রার মুখটা কালো হয়ে গেল আবার। "আমরা যদি পাসওয়ার্ডটা খুঁজে পাইও–" বলা শুরু করলো সে।

"কোন লাভ হবে না, কারণ উইনস্টনের সাথে যোগাযোগ হারিয়েছি আমরা," তার মুখের কথাটা শেষ করে দিলো ল্যাংডন।

"হ্যাঁ!"

"আমার বিশ্বাস সেই সমস্যারও সমাধান করতে পারবো আমি।"

সন্দেহের দৃষ্টিতে ল্যাংডনের দিকে তাকালো অ্যাম্ব্রা, "বুঝতে পারলাম না।"

"উইনস্টনকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। মানে, মূল কম্পিউটার যেটা তৈরি করেছিলো এডমন্ড নিজে। যদি দূর থেকে উইনস্টনের সাথে যোগাযোগ করতে না পারি আমরা, তাহলে তার কাছে যেতে হবে।"

অ্যাম্ব্রা এমন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো যেন পাগলের প্রলাপ বকছে সে।

"আপনি আমাকে বলেছিলেন, এডমন্ড এক গোপন জায়গায় উইনস্টনকে তৈরি করেছে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু সেটা তো পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে হতে পারে!।"

"না, বার্সেলোনাতেই সেটা। কারণ এখানেই থাকতো এডমন্ড, ওর কর্মস্থলও এখানেই। 'সিন্থেটিক ইন্টেলিজেন্স মেশিন' ওর সর্বশেষ প্রজেক্টগুলোর একটি। আর ক্যান্সারে ভুগছিল ও, বেশি দৌড়ঝাপ করাও সম্ভব হতো না ওর পক্ষে। তাই আমার ধারণা উইনস্টনকে আশপাশেই কোথাও তৈরি করেছে এডমন্ড।"

"রবার্ট, আপনার ধারণা যদি ঠিকও হয়, তবুও আমি বলবো, খড়ের গাঁদায় সুঁই খোঁজার মত হবে ব্যাপারটা। বিশাল এক শহর বার্সেলোনা। এখানে–"

"উইনস্টনকে খুঁজে বের করতে পারবো," ল্যাংডন বলল, "সে ব্যাপারে নিশ্চিত আমি।" হেসে নিচের বার্সেলোনা শহরের দিকে নির্দেশ করলো সে। "আপনার শুনে হয়তো অদ্ভুত লাগবে। কিন্তু ওপর থেকে বার্সেলোনা শহরকে দেখে একটা জিনিস মাথায় এসেছে আমার..."

কথাটা না শেষ করে আবারো বাইরে তাকালো সে।

"একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন আমাকে?" আগ্রহি স্বরে বলল অ্যাম্ব্রা।

"ব্যাপারটা আরো আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার," জবাবে বলল ল্যাংডন। "উইনস্টনের একটা ব্যাপার শুরু থেকেই খোঁচাচ্ছিল আমাকে। এতক্ষণে ওটা ধরতে পেরেছি আমি।"

গার্ডিয়া রিয়েলের এজেন্টদের দিকে একবার তাকিয়ে সামনে ঝুঁকে এসে প্রায় ফিসফিস করে অ্যাম্ব্রার উদ্দেশ্যে বলল, "আমার ওপর ভরসা রাখুন, মিস ভিদাল। আমার বিশ্বাস উইনস্টনকে খুঁজে বের করতে পারবো আমি। কিন্তু পাসওয়ার্ডটা না জানতে পারলে উইনস্টনকে পেলেও কোন লাভ হবে না। সেজন্যে কবিতার পঙক্তিটা বের করতে হবে আমাদের। সাগ্রাদা ফামিলিয়াই আমাদের মূল ভরসা এখন।"

অনেকক্ষণ ল্যাংডনের দিকে তাকিয়ে থাকলো অ্যাম্ব্রা। এরপর লম্বা করে একবার শ্বাস নিয়ে সামনের সিটে বসে থাকা এজেন্টের উদ্দেশ্যে বলল, "মি. ফনসেকা! দয়া করা পাইলটকে বলুন যাতে আমাদের সাগ্রাদা ফামিলিয়ার কাছে নামিয়ে দেয়।"

boighar.com

অরিজিন
বইঘর.কম

ঘুরে তার দিকে তাকালো এজেন্ট ফনসেকা, "মিস ভিদাল, আপনাকে আগেও বলেছি, আমাদের ওপর নির্দেশ আছে–"

"এজেন্ট ফনসেকা," তার কথার মাঝেই বলে উঠলো স্পেনের হবু রাণী, "আমাদের এখনই সাগ্রাদা ফামিলিয়াতে নিয়ে যান, নতুবা এখান থেকে ফেরার পর আমার প্রথম কাজ হবে আপনাকে চাকরি থেকে অব্যাহতির ব্যবস্থা করা।"

অধ্যায় ৬২

কন্সপিরেসিনেট.কম

ব্রেকিং নিউজ

গুপ্তঘাতক কাল্ট জড়িত!

আমাদের তথ্যদাতাকে (monte@iglesia.org) আবারো ধন্যবাদ, কিছুক্ষণ আগে আমাদের তিনি জানিয়েছেন, এডমন্ড কিয়ার্শের হত্যাকারী একজন অতি সংরক্ষনশীল, গোপন খ্রিস্টিয় সংগঠন–পালমেরিয়ান চার্চের সদস্য!
লুই আভিলাকে পালমেরিয়ানদের জন্যে নতুন সদস্য সংগ্রহের কাজ চালিয়ে আসছিল অনেক দিন যাবত। আর এবার এই প্রাক্তন সামরিক সদস্যকে পালমেরিয়ান চার্চ কাজে লাগিয়েছে এডমন্ড কিয়ার্শকে হত্যা করতে। তার হাতের ‘ভিক্টর’ ট্যাটুর রহস্যও বোঝা গেল এবার।

এই ফ্রাঙ্কোইস্ট প্রতীকটি পালমেরিয়ান চার্চের সদস্যরা নিয়মিত ব্যবহার করে আসছে। স্প্যানিশ জাতীয় দৈনিক, এল পাইস-এর মতে পালমেরিয়ানদের নিজস্ব পোপও আছে। আর তারা ইতিহাসের ঘৃণ্য শাসক– ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো এবং এডলফ হিটলারকে সেইন্ট হিসেবে আখ্যায়িত করে।

আমাদের কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? নিজে খোঁজ নিয়ে দেখুন।

এসবের শুরু ১৯৭৫ সালে। ক্লেমেন্তে ডমিনগেজ নামের একজন ইন্সুরেন্স ব্রোকার হঠাৎই একদিন দাবি করে বসে, সে

boighar.com

স্বপ্নে দেখেছে জিশু নিজে তাকে পোপ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। তাই নিজেকে সপ্তদশ গ্রেগরি বলে আখ্যায়িত করে পোপের আসন গ্রহণ করে তৎকালীন ইন্সুরেন্স কর্মি, অবশ্যই ভ্যাটিকানের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে। নিজের কার্ডিনালও নিয়োগ দেন তিনি। রোম প্রত্যাখান করে তাকে।

তবে কিছুদিনের মধ্যেই অনুসারি বাড়তে থাকে এই এন্টিপোপের। দুর্গ সদৃশ একটা চার্চ তৈরি করে তারা। *এল পালমার দে ত্রয়া* নামের এই চার্চকেই তাদের হেডকোয়ার্টার হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এখান থেকেই পরিচালিত হয় তাদের সব কার্যকলাপ। রোম এবং ভ্যাটিকান কর্তৃক প্রত্যাখাত হওয়া সত্ত্বেও সংরক্ষণশীল ক্যাথলিকরা পালমেরিয়ান চার্চে ভিড় জমাতে শুরু করে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

বিশপ ভালদেসপিনো সম্পর্কেও চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে পেয়েছি আমরা। ধারণা করা হচ্ছে আজকে রাতের ঘটনার সাথে জড়িত তিনি।

অধ্যায় ৬৩

যোগ্য রাণীই পেতে যাচ্ছে স্পেন, ভাবলো ল্যাংডন।

কিছুক্ষণ কথা বলেই গার্ডিয়া রিয়েল এজেন্টদের হেলিকপ্টারের মুখ সাগ্রাদা ফামিলিয়ার দিকে ঘোরাতে বাধ্য করেছে অ্যাম্ব্রা ভিদাল। এরপর এজেন্ট ডিয়াজের কাছ থেকে তার ফোনটা নিয়ে ব্রাউজারে ঢুকে প্রধান শিরোনামগুলো দেখছে এখন।

"ধুর," হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল সে, "ওদের এত বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে আমাকে অপহরণ করেননি আপনি, কাজ হলো না। শুনতেই পারেনি আমার কথা।"

"হয়তো আরো কিছুক্ষণ সময় লাগবে এব্যাপারে লিখতে," ল্যাংডন বলল। অবিশ্বাস্য মনে হলেও ছাদের ঘটনাটার পর এখনও দশ মিনিটও পার হয়নি।

"নাহ, যথেষ্ট সময় পেয়েছে তারা," জবাবে বলল অ্যাম্ব্রা। "এখানে কাসা মিলার ওপর হেলিকপ্টার ভেসে থাকার ভিডিও দেখতে পাচ্ছি আমি।"

এত তাড়াতাড়ি? ল্যাংডনের মাঝে মাঝে মনে হয় যে পৃথিবীটা বুঝি আগের চেয়ে অনেক বেশি বেগে ঘোরে এখন। এই তো কিছুদিন আগেও 'ব্রেকিং নিউজ' পেতে পরদিন সকালের খবরের কাগজের জন্যে অপেক্ষা করতে হতো।

"আরেকটা কথা," কৌতুকের সুরে বলল অ্যাম্ব্রা, "গত এক ঘন্টায় আমার এবং আপনাকে নিয়ে লেখা প্রতিবেদনগুলো অনেকবার দেখা হয়েছে ইন্টারনেটে।"

"আপনাকে অপহরণ করাটা একদমি উচিত হয়নি আমার," একই স্বরে জবাব দিলো ল্যাংডন।

"সবচেয়ে বেশিবার যে প্রতিবেদনটা দেখা হয়েছে সেটাও কিন্তু এডমন্ডের সাথেই জড়িত। দেখুন এটা," এই বলে ফোনের স্ক্রিনটা ল্যাংডনের দিকে তাক করলো অ্যাম্ব্রা।

ইয়াহু! হোমপেজের সেরা দশ প্রতিবেদনের প্রথমটা দেখা যাচ্ছে সেখানে :

১. 'এলেম আমরা কোথা থেকে?'/ এডমন্ড কিয়ার্শ

boighar.com

এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনের বিষয়টা পুরো পৃথিবীর মানুষকে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেছে। *এডমন্ড দেখলে খুশি হতো ভীষণ,* ভাবলো ল্যাংডন।

কিন্তু লিঙ্কটায় ক্লিক করে যা লেখা দেখলো তাতে ভাবনাটা উবে যেতেও সময় লাগলো না। বিষয়টা সম্পর্কিত বেশিরভাগ প্রতিবেদনই লেখা হয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব আর গ্রহান্তরের আগন্তুকদের নিয়ে।

এডমন্ড এটা দেখলে অপমানিত বোধ করতো।

ল্যাংডনের মনে আছে, একবার একটা টিভি অনুষ্ঠানে গিয়ে সেখানে উপস্থিত দর্শকদের ওপর একদম রেগে যায় এডমন্ড। বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতা নামের সেই অনুষ্ঠানে এডমন্ড বলে যে, "এত বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও মানুষ যে কেন নিজেদের সৃষ্টির ব্যাপারে এলিয়েনদের টেনে আনে, সেটা মাথায় ঢোকে না আমার!"

ফোনটা নিয়ে স্ক্রল করতে করতে অবশেষে সিএনএন লাইভে একটা লিঙ্ক পেলো সে, যেটার শিরোনাম, 'কী আবিষ্কার করেছিলেন এডমন্ড কিয়ার্শ?'

সেই লিঙ্কটায় ক্লিক করে ফোনটা এমনভাবে ধরলো যাতে অ্যাম্ব্রাও দেখতে পায়। ভিডিওটা শুরু হলে ভলিউম বাড়িয়ে দিলো যেন হেলিকপ্টারের শব্দ ছাপিয়ে ওরা শুনতে পায় কী বলা হচ্ছে সেখানে। একজন সিএনএনের উপস্থাপিকাকে দেখা গেল পর্দায়, তাকে এর আগেও দেখেছে ল্যাংডন, "আমাদের সাথে এখন যোগ দেবেন নাসার অ্যাস্ট্রোবায়োলজিস্ট ডক্টর গ্রিফিন বেনেট," বলল সে। "এডমন্ড কিয়ার্শ কী আবিষ্কার করেছিল সে ব্যাপারে কিছু ব্যক্তিগত ধারণা আছে তার। হ্যালো, ডক্টর বেনেট।"

জবাবে চশমা পরিহিত বিজ্ঞানী কেবল বিষন্নভাবে মাথা নাড়লেন একবার, বললেন, "আমাকে আমন্ত্রন জানানোর জন্যে ধন্যবাদ। শুরুতেই বলে নিচ্ছি, এডমন্ডকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম আমি। তার মৃত্যু গোটা বিজ্ঞান জগতের জন্যে এক আঘাত স্বরূপ। আশা করি তার মৃত্যু থেকে শক্তি পাবো আমরা, রুখে দাঁড়াতে পারবো কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাধারার বিরুদ্ধে। গুজব শুনেছি, কয়েকজন এখনও কাজ করে যাচ্ছেন ওর আবিষ্কার সবার জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়ার লক্ষ্যে, সেটা যেন সত্যি হয়।"

অ্যাম্ব্রার দিকে চকিতে একবার তাকালো ল্যাংডন, "আমাদের কথা বলছে।"

মাথা নেড়ে সায় জানালো সে।

"আপনি একা নন, অনেকেই সেটা আশা করছে, ড. বেনেট," উপস্থাপিকা বলল। "আপনি কি বলতে পারবেন, এডমন্ড কিয়ার্শের আবিষ্কারের বিষয়বস্তু কী হতে পারে?"

"একজন মহাকাশ বিজ্ঞানী আমি," ড. বেনেট বলা শুরু করলেন, "তাই শুরুতেই কিছু কথা বলে নিতে চাই," সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকালেন তিনি, "পৃথিবীর বাইরে প্রাণের ব্যাপারে অনেক ধরণের ভ্রান্ত ধারণা, ভুয়া তত্ত্বের প্রচলন আছে। যেমন ক্রপ সার্কেলের ব্যাপারটা পুরোটাই ধোঁকা, এলিয়েনদের ব্যবচ্ছেদ করার ছবিগুলো ফটোশপ ছাড়া কিছুই না। পিরামিড তৈরিতেও মহাজাগতিক কোন শক্তি কাজ করেনি। এই পৃথিবীর মানুষ তৈরি করেছে ওগুলো। আর এলিয়েনদের দ্বারা অপহৃত হবার ঘটনাগুলো ডাহা মিথ্যা।"

"এতটা নিশ্চিত কিভাবে হচ্ছেন আপনি?" মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলো উপস্থাপিকা।

"খুব সাধারণ কিছু যুক্তির মাধ্যমে," বিরক্তি ভর করলো ড. বেনেটের চেহারায়, "যদি এমন কোন জীবসত্ত্বার অস্তিত্ব আসলেই থেকে থাকে, যারা কয়েক আলোকবর্ষ ভ্রমণ করে এই পৃথিবীতে এসেছে, তবে তারা কখনোই কাউকে অপহরণ করে সময় নষ্ট করবে না। কোন দেশের সরকারের সাথেও চুক্তিতে যাবার দরকার নেই তাদের। যাদের কাছে পৃথিবীতে আসার মত প্রযুক্তি আছে, গোটা পৃথিবীর নিয়ন্ত্রন নিতে কোন বেগ পেতে হবে না তাদের।"

"বেশ," অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে হেসে বলল উপস্থাপিকা, "মি. কিয়ার্শের আবিষ্কারের সাথে এসবের কী সম্পর্ক?"

"আমার ধারণা আজ রাতে এডমন্ড কিয়ার্শ ঘোষণা করতে যাচ্ছিলেন যে জীবনের উৎপত্তি পৃথিবীতে নয়, মহাশূন্যে।"

সাথে সাথে অনুষ্ঠানটার ব্যাপারে আগ্রহ কমে গেল ল্যাংডনের। মহাবিশ্বের বাইরে প্রাণের ব্যাপারে কিয়ার্শের কেমন ধারণা ছিল সেটা জানা আছে তার।

"কিভাবে সেটা ধারণা করলেন আপনি?"

"একমাত্র এটাই যুক্তিযুক্ত উত্তর বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। আমরা ইতিমধ্যেই এটার প্রমাণ পেয়েছি যে, গ্রহ থেকে গ্রহের মধ্যে পদার্থের বিনিময় ঘটে গ্রহাণুর মাধ্যমে। পৃথিবীতে মঙ্গল এবং শুক্রগ্রহ থেকে আগত পদার্থের পাশাপাশি এমন অনেক পদার্থের অস্তিত্ব মিলেছে যার উৎস জানা যায়নি। সেক্ষেত্রে বলা যায় যে মহাকাশ পাড়ি দিয়ে কোন এক সময় ভিনগ্রহের পাথর বা উল্কাপিন্ড এসে পতিত হয়েছিল পৃথিবীতে, সেগুলো থেকেই হয়তো জীবের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ অণুজীব আকারে এখানে এসে পৌঁছায় জীবন।"

"কিন্তু এই তত্ত্ব তো গত কয়েক যুগ ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে, কোন প্রমাণ

মেলেনি এটার স্বপক্ষে। এডমন্ড কিয়ার্শের মত একজন প্রতিভাবান প্রযুক্তিবিদ কিভাবে এরকম একটা ব্যাপার প্রমাণ করবেন? এটা তো অ্যাস্ট্রোবায়োলজির আওতায় পড়ে, কম্পিউটার সায়েন্সের আওতায় না।"

"সেক্ষেত্রেও কিছু যুক্তির কথা বলবো আমি," ডক্টর বেনেট বললেন জবাবে, "জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেক দিন ধরেই দাবি করে আসছে, মানব জাতি যদি দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে চায় তবে তার একমাত্র উপায় হচ্ছে পৃথিবীর পাশাপাশি অন্য কোথাও বসতি গড়ে তোলা। কারণ এই পৃথিবীর যতদিন টিকে থাকার কথা তার অর্ধেক ইতিমধ্যেই পার হয়ে গেছে। এক পর্যায়ে সূর্য একটা রেড জায়ান্টে পরিণত হবে এবং পৃথিবীকে গ্রাস করে নেবে। যদি এর আগে কোন গামা রে বিস্ফোরন কিংবা গ্রহাণুর সাথে ধাক্কায় পৃথিবী ধ্বংস না হয় আর কি। এই কারণেই মঙ্গল গ্রহে আউট পোস্ট নির্মাণের নকশা করা হচ্ছে যাতে মহাবিশ্বের আরো গভীরে গিয়ে নতুন বসতিস্থাপনের খোঁজ করতে পারি আমরা। সেখানে টিকে থাকার উপায় আবিষ্কারের চেষ্টাও কিন্তু করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত।"

কিছুক্ষণের জন্যে থামলেন ডক্টর বেনেট, এরপর বললেন, "তবে অন্য একটা উপায়েও করা যেতে পারে কাজটা। আমরা যদি কোনভাবে একটা ক্যাপসুলে মানুষের জিন সংরক্ষিত করে মহাকাশে ছেড়ে দিতে পারতাম এই আশায় যে দূরবর্তি কোন গ্রহে গিয়ে সেখানে হয়তো জীবের উদ্ভব ঘটাবে সেটা, তাহলে কিন্তু মন্দ হতো না। এখনও এমন প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়নি, সেটা মানছি। কিন্তু এখানে মানব জাতির টিকে থাকার কথা বলছি আমরা, তাই যে কোন সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কেই আলোচনা করা যেতে পারে। আর এটা যদি আমরা বিবেচনা করতে পারি তাহলে আমাদের চেয়েও অনেক উন্নত কোন জীবসত্ত্বার অস্তিত্ব যদি থেকে থাকে মহাবিশ্বে, তারাও এই ব্যাপারটা বিবেচনায় নিতে পারে, তাই না?"

ল্যাংডন এবার ধরতে পারছে, আলোচনা কোন দিকে নিয়ে যেতে চাইছেন ড. বেনেট।

"এই ব্যাপারটাই বিবেচনায় রেখে," ড. বেনেট বললেন, "এডমন্ড কিয়ার্শ হয়তো এমন কিছু আবিষ্কার করেছিল যেটায় প্রমাণিত হবে যে, মহাবিশ্বের অন্য কোথাও প্রাণের উদ্ভব ঘটেছিল। এ ব্যাপারে আমার এবং এডমন্ডের মধ্যে কয়েক বছর আগে তর্কও হয়েছিল। মহাবিশ্ব থেকে অণুজীবের মাধ্যমে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে পৃথিবীতে এটা মানতে রাজি ছিল না এডমন্ড। কারণ অনেকের মতে সেও এটা বিশ্বাস করতো, কোন গ্রহাণু পৃথিবীতে

প্রবেশের পর যে পরিমাণ বিকিরণ এবং তাপের সম্মুখীন হয়, জিনগত কোন উপাদান সেই পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে পারবে না। ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা, একসময় এমন প্রযুক্তি অবশ্যই আবিষ্কৃত হবে যেটার সাহায্যে এরকমটা করা সম্ভব হবে।"

"ঠিক আছে," একটু বিভ্রান্ত শোনালো উপস্থাপিকার গলা, "যদি কেউ এরকম প্রমাণ আবিষ্কার করে, মহাবিশ্বের অন্য কোন এক প্রান্ত থেকে কোন 'কিছুর' মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছে..." পরের কথাটা বলার আগে কিছুক্ষণ সময় নিলো উপস্থাপিকা, "তাহলে সেটার অর্থ দাঁড়ায় মহাবিশ্বে একা নই আমরা, কিন্তু সেই সাথে এটাও..."

"কি?" এই প্রথম হাসি ফুটলো ডক্টর বেনেটের মুখে।

"প্রমাণিত হয় যে, যারা সেই 'কিছু' একটা পাঠাবে তারাও...আমাদের মতনই...মানুষ!"

"হ্যাঁ, আমারও প্রথমে এই ধারণাই হয়েছিল," ড. বেনেট বললেন। "কিন্তু এডমন্ড আমাকে সেই ধারণা থেকে সরে আসতে বাধ্য করে।"

"অর্থাৎ এডমন্ড কিয়ার্শের মতে যারা এই 'মনুষ্য বীজ'–আপাতত এই নামেই ডাকি ব্যাপারটাকে–পাঠিয়েছিল তারা মানুষ নয়? সেটা কিভাবে সম্ভব, যেখানে 'বীজগুলো' এমনভাবে তৈরি যাতে মানুষের সৃষ্টি হয়?"

"মানুষ এখনও তার চূড়ান্ত চেহারায় পৌঁছায়নি," মহাকাশ বিজ্ঞানী জবাব দিলেন, "এডমন্ড এমনটাই বলেছিল।"

"দুঃখিত, বুঝতে পারছি না।"

"এডমন্ড বলেছিল, এই 'মনুষ্য বীজ' তত্ত্ব যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে মানুষ এখনও তার চূড়ান্ত চেহারায় বিবর্তিত হতে পারেনি। বিবর্তনের মাঝামাঝি পর্যায়ে আছে বড়জোর।"

সিএনএন উপস্থাপিকার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

" 'কোন উন্নত জীবসত্তা কখনও এমন জিনগত উপাদান পাঠাবে না, যেটার চূড়ান্ত পরিণতি হবে মানুষ। কারণ তাহলে 'শিম্পাঞ্জীদের জিন' পাঠাতে অসুবিধে কোথায়'–ঠিক এমনটাই বলেছিল ও। এরপর আমাকে গোঁড়া খ্রিস্টান বলে পরিহাসও করে। কারণ হিসেবে বলে, খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাসি কারো পক্ষেই কেবল এটা ধারণা করা সম্ভব যে মানবজাতিই এই মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু।"

"বেশ, ডক্টর বেনেট," আলোচনা যেদিকে এগোচ্ছে সেটা যে পছন্দ হচ্ছে না উপস্থাপিকার তা তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, "আপনার মূল্যবান মতামত আমাদের জানানোর জন্যে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।"

boighar.com

শেষ হয়ে গেল অনুষ্ঠানটা। সাথে সাথে ল্যাংডনের দিকে তাকালো অ্যাম্রা, বলল, "রবার্ট, এডমন্ড যদি এমন প্রমাণ পেয়ে থাকে যে মানুষ হচ্ছে আধা বিবর্তিত কোন জাতি, তাহলে বড় একটা প্রশ্নের জন্ম দেয় সেটা–কিসে বিবর্তিত হচ্ছি আমরা?"

"হ্যাঁ," ল্যাংডন বলল, "আমার বিশ্বাস ঠিক এই ব্যাপারটাই আজ রাতে প্রেজেন্টেশনের শুরুতে অন্যভাবে উপস্থাপন করে এডমন্ড, "যাচ্ছি কোথায় আমরা?"

"ওর প্রেজেন্টেশনের দ্বিতীয় প্রশ্ন," অবাক স্বরে বলল অ্যাম্রা।

"ঠিক। এলেম আমরা কোথা থেকে? যাচ্ছিই বা কোথায়? নাসার যে বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার দেখলাম, আমরা তার ধারণা এই প্রশ্ন দুটিরই উত্তর পেয়েছে এডমন্ড।"

"আপনার কি ধারণা, রবার্ট? এরকম কোন কিছুই কি আবিষ্কার করেছিল ও?"

ভ্রু কুঁচকে চিন্তা করতে লাগলো ল্যাংডন। ড, বেনেটের বলা কথাগুলো আগ্রহোদ্দীপক হলেও এডমন্ড কিয়ার্শের সাথে যায় না ওগুলো . বরাবরই খুব সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তিতে বিশ্বাসি ছিল সে, যেমনটা হওয়া উচিত একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানীর। আর এরকম একটা ব্যাপার প্রমাণ করবে কিভাবে এডমন্ড? পুরনো কোন বীজ বাহকের সন্ধান পেয়েছিল সে? বা কোনভাবে যোগাযোগের উপায় খুঁজে পেয়েছিল ভিনগ্রহের প্রাণীদের সাথে ? কিন্তু এগুলো অতি কল্পনার পর্যায়ে পড়ে যায়, আর এরকম কিছু হলেও একদম হঠাৎ করেই আবিষ্কৃত হবার কথা সেটার।

এডমন্ড তো বলেছিল, ব্যাপারটা নিয়ে অনেক মাস যাবত কাজ করেছে সে।

"আমি আসলে নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না," অবশেষে বলল ল্যাংডন। "কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণা এডমন্ডের আবিষ্কারের সাথে মহাবিশ্বের অন্য কোথাও থেকে প্রাণের আগমনের কোন সম্পর্ক নেই। হয়তো একদমই ভিন্ন কিছু আবিষ্কার করেছিলো সে।"

অবাক অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো অ্যাম্রার চেহারায়। "সেটা জানার একটাই উপায় আছে," বলে জানালার বাইরে নির্দেশ করলো সে।

তাদের সামনে জ্বলজ্বল করছে সাগ্রাদা ফামিলিয়ার বিশাল উঁচু গম্বুজগুলো।

অধ্যায় ৬৪

আড়চোখে প্রিন্স হুলিয়ানের দিকে তাকালো বিশপ ভালদেসপিনো। এখনও নির্বিকার ভঙ্গিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন স্পেনের রাজকুমার। ওপেল সেডান গাড়িটা মৃদু গুঞ্জন তুলে এগিয়ে চলেছে ঐ-৫০৫ হাইওয়ে ধরে।

কি ভাবছে সে? নিজেকেই জিজ্ঞেস করলেন ভালদেসপিনো।

গত প্রায় ত্রিশ মিনিট ধরে একটা কথাও বলেননি প্রিন্স হুলিয়ান। মাঝে মাঝে শুধু প্যান্টের পকেটে হাত দিচ্ছেন স্মার্টফোনটা বের করে আনার জন্যে, কিন্তু প্রতিবারই ওটার অনুপস্থিতিতে বিরক্তিতে কুঁচকে গেছে তার চেহারা। ফোনটা প্রাসাদে রেখে আসা হয়েছে।

আরো কিছুক্ষণ তাকে কিছুই জানানো যাবে না, ভালদেসপিনো ভাবলেন।

ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা সহকারি যাজক এখনও ক্যাসিতা দেল প্রিন্সিপের উদ্দেশ্যে গাড়ি চালাচ্ছে, কিন্তু শিগ্রই তাকেও জানাতে হবে, তাদের গন্তব্যস্থল অন্য কোথাও।

এ সময় হুলিয়ান হঠাৎ জানালার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সহকারি যাজকের কাঁধে একবার টোকা দিয়ে বলল, "রেডিওটা চালু করুন, খবর শুনতে চাই আমি।"

তরুণ যাজক প্রিন্সের নির্দেশ পালন করার আগেই বিশপ ভালদেসপিনো সামনে ঝুঁকে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "এখনই রেডিও চালু করার দরকার নেই। আরো কিছুক্ষণ নীরবতায় সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করা উচিত আমাদের।"

অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন প্রিন্স হুলিয়ান।

"আমি দুঃখিত," সাথে সাথে বললেন ভালদেসপিনো, "অনেক রাত হয়েছে। এসময় নীরবতাই কাম্য সবার জন্যে।"

"এতক্ষণ চুপচাপ বসে সবকিছু নিয়ে চিন্তা করার অনেক সময় পেয়েছি," তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন প্রিন্স হুলিয়ান, "এখন আমি জানতে চাই, কী চলছে আমার দেশে। প্রাসাদ থেকে এভাবে সবার সাথে যোগাযোগ ছিন্ন করে চলে আসাটা ঠিক হয়েছে কিনা সেটা নিয়ে এখন সন্দেহ হচ্ছে আমার।"

"উচিত কাজটাই করেছি আমরা," তাকে আশ্বস্ত করলেন ভালদেসপিনো।

boighar.com

"আর আপনি যে আমাকে ভরসা করেছেন সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।" তরুণ যাজকের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে রেডিওর দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, "খবর শোনা যাক তাহলে। রেডিও মারিয়া এস্পানা ছাড়ুন," অন্যান্য রেডিও স্টেশন গুলোর তুলনায় এই ক্যাথলিক রেডিও স্টেশনটাকে ভরসা করেন ভালদেসপিনো। অন্তত উল্টাপাল্টা কিছু বলবে না তারা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সংবাদ পাঠকের কণ্ঠ ভেসে এলো গাড়ির স্পীকার থেকে। এডমন্ড কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশন এবং তার হত্যাকান্ডের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা চলছে। পৃথিবীর সবগুলো স্টেশনেই নিশ্চয়ই এখন এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলছে। নিজের নাম যাতে না শোনা যায় সেই প্রার্থনা করতে লাগলেন ভালদেসপিনো।

সৌভাগ্যবশত সেই মুহূর্তে আলোচনা শুরু হলো কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশনের খ্রিস্টধর্ম বিরোধি আলোচনা নিয়ে এবং স্পেনের তরুণ সমাজের ওপর সেটা কিরকম প্রভাব ফেলবে তা নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করলো সংবাদ পাঠক। কিছুক্ষণের মধ্যেই বার্সেলোনা ইউনাভার্সিটিতে দেয়া কিয়ার্শের একটা বক্তৃতা সম্প্রচার করা শুরু করলো রেডিও মারিয়া এস্পানা। তার উদ্ধত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো স্পিকারে।

"আমাদের অনেকেই নিজেদের অবিশ্বাসি হিসেবে স্বীকার করতে ভয় পাই," ছাত্রছাত্রিদের উদ্দেশ্যে বলল কিয়ার্শ, "কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিরীশ্বরবাদ হচ্ছে শুধুমাত্র সত্যটাকে মেনে নেয়া।"

কয়েকজন ছাত্রছাত্রি হাত তালি দেয়ার শব্দ শোনা গেল।

"আসলে এই 'অবিশ্বাসি' শব্দটা থাকাই উচিত না। কই, কেউ তো কখনও কাউকে 'অরসায়নবিদ' বা 'অপদার্থবিদ' বলে ডাকে না।"

এবার আগের চেয়ে তালির শব্দ একটু জোরে শোনা গেল।

"তবে এটা আমার কথা না," কিয়ার্শ বলল, "নিউরোসায়েন্টিস্ট স্যাম হ্যারিস বলেছেন এগুলো। আর আপনারা যদি তার 'লেটার টু এ ক্রিশ্চিয়ান ন্যাশন' বইটা না পড়ে থাকেন, তবে যত দ্রুত সম্ভব সেটা পড়ে নেবেন।"

বিরক্তিতে কুঁচকে গেল ভালদেসপিনোর ভ্রু জোড়া। স্যাম হ্যারিসের এই বইটা মূলত আমেরিকানদের জন্যে লেখা হলেও স্প্যানিশ ভাষায় অনূদিত হবার পর এখানেও জনপ্রিয় হয় সেটা।

"আপনাদের মধ্যে কে কে এখনও প্রাচীন দেবতা–জিউস, অ্যাপোলো কিংবা ভালকানের কথা বিশ্বাস করেন?" জিজ্ঞেস করলো এডমন্ড। কিছুক্ষণের নীরবতা। এরপর হাসিমাখা কণ্ঠে সে বলল, "একজনও না? বেশ। তাহলে

এটা বলা যায় যে, আমরা সেই সব দেবতাদের সাপেক্ষে অবিশ্বাসি," এটুকু বলে থামলো এডমন্ড, এরপর বলল, "আর আমি সেই সব দেবতাদের সাথে ঈশ্বরেও অবিশ্বাসি।"

এবারও তালির আওয়াজ ভেসে এলো।

"বন্ধুরা, আমি কিন্তু দাবি করছি না, ঈশ্বর বলে কারও অস্তিত্ব নেই। আমি শুধু আপনাদের বোঝাতে চাইছি, এই জগতের সৃষ্টির পেছনে যদি দৈব কোন শক্তির হাত থেকে থাকে তবে তারা আমাদের সৃষ্টি করা এই ধর্মের সংজ্ঞা নিয়ে নিশ্চিত হাসাহাসি করছে।"

সবাই হেসে উঠলো তার কথায়।

ভালদেসপিনোর এখন মনে হচ্ছে, রেডিও চালু করে ভালোই হয়েছে। হুলিয়ানের এটা শোনা উচিত ছিল। কিয়ার্শের মত কারও কথায় এতজন মানুষের হাত তালি দেয়ার অর্থ হচ্ছে খ্রিস্ট ধর্মের শত্রুরা এখন আর অলস বসে নেই, বরং তারা বিশ্বাসিদের বিশ্বাস চূর্ণ করার চেষ্টায় নেমেছে।

"আমি একজন আমেরিকান," কিয়ার্শ বলল, "আর আমি খুবই গর্বিত যে এমন একটা দেশে জন্ম আমার যেটা প্রযুক্তিগতভাবে পৃথিবীতে সবচেয়ে উন্নত এবং এখানকার প্রগতিশীলতা অন্যান্য দেশের জন্যে উদাহরণ স্বরূপ। তাই আমি যখন একটা জরিপে দেখলাম, আমেরিকার অর্ধেক মানুষ বিশ্বাস করে অ্যাডাম এবং ইভের অস্তিত্ব ছিল এবং তারাই এই পৃথিবীর জাত,গোত্র নির্বিশেষে সব মানুষের পূর্বপুরুষ, তখন বিরক্ত না হয়ে পারিনি।"

আবারও হাসির আওয়াজ।

"কেন্টাকির একজন যাজক, পিটার লা'রুফা জনসমক্ষে ঘোষণা দিয়েছেন যে, বাইবেলের কোথাও যদি লেখা থাকে দুই যোগ দুই হচ্ছে পাঁচ, তবে সেটাও নির্দ্বিধায় মেনে নেবেন তিনি।"

হাসির শব্দ।

"হাসাটা সহজ, কিন্তু এর একটা ভয়ঙ্কর দিকও আছে। যারা এসবে বিশ্বাস করে তাদের অনেকেই বড় বড় ডাক্তার, আইনজীবি, শিক্ষক এবং দেশের সর্বোচ্চ স্তরের চাকরিজীবি। আমেরিকার নামকরা কংগ্রেসম্যান, পল ব্রাউনকে আমি বলতে শুনেছি–'বিবর্তন এবং বিগ ব্যাঙ হচ্ছে ডাহা মিথ্যা কথা, অবিশ্বাসিদের চক্রান্ত। আমার বিশ্বাস পৃথিবীর বয়স নয় হাজার বছর এবং ছয় দিনের মধ্যে সেটা তৈরি হয়েছে' " এটুকু বলে কিছুক্ষণ সময় নিলো এডমন্ড, এরপর যোগ করলো, "ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে কংগ্রেসম্যান পল ব্রাউন গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, মহাকাশ এবং প্রযুক্তি কমিটির একজন সদস্য এবং তাকে যখন কয়েক

লক্ষ বছর আগের ফসিল আবিষ্কারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি বলেন, "ঈশ্বর এগুলো আমাদের বিশ্বাস কতটা মজবুত তা পরীক্ষা করার জন্যে পৃথিবীতে রেখে দিয়েছেন।' "

এরপর হঠাৎই গম্ভীর হয়ে গেল কিয়ার্শের কণ্ঠস্বর, "এসব ছাইপাঁশ বলে পার পেয়ে যাবার সময় ফুরিয়েছে। স্কুল এবং চার্চ থেকে আমাদের আগামী প্রজন্মকে যে মিথ্যা শিক্ষা দেয়া হয় তাও বন্ধ করতে হবে," এবার আর তালির আওয়াজ ভেসে এলো না। "মানবজাতিকে মন থেকে শ্রদ্ধা করি আমি। প্রত্যেকটা মানুষ এক অপার সম্ভাবনার খনি। আর আমার বিশ্বাস খুব শিগ্রই আমরা এমন পরিবেশে বসবাস করবো, ধর্ম নয় বিজ্ঞানের রাজত্ব থাকবে।"

হুল্লোড় পড়ে গেল উপস্থিত সবার মধ্যে।

"যথেষ্ট হয়েছে," বিশপ ভালদেসপিনো রাগতস্বরে বললেন, "বন্ধ করে দাও।"

তার কথানুযায়ি কাজ করলো সহকারি যাজক।

অখণ্ড নীরবতায় আঁধারের বুক চিড়ে সামনে এগোতে লাগলো গাড়িটা।

*

ত্রিশ মাইল দূরে হাঁপাতে থাকা সুরেশ ভাল্লার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মনিকা মার্টিন। কেবলই দৌড়ে এসে তার হাতে একটা ফোন গুঁজে দিয়েছে লোকটা।

"লম্বা কাহিনী," বলল সুরেশ, "কিন্তু ভালদেসপিনোর ফোনের এই মেসেজটা পড়ো আগে।"

"কি?" আরেকটু হলে হাত থেকে ফোনটা প্রায় ফেলেই দিয়েছিল মনিকা, "এটা বিশপ ভালদেসপিনোর ফোন? এটা কিভাবে তোমার–"

"পরে বলছি, আগে পড়ো।"

আর কথা না বাড়িয়ে ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে মেসেজটা পড়লো মনিকা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বেড়ে গেল তার হৃৎস্পন্দন, "ঈশ্বর! বিশপ ভালদেসপিনো তাহলে–"

"বিপজ্জনক।"

"কিন্তু...এটা তো অসম্ভব। এই মেসেজটা কে পাঠিয়েছে বিশপকে?!"

"সেটা বোঝা যাচ্ছে না," সুরেশ বলল, "কিন্তু বের করার চেষ্টা করছি।"

"আর ভালদেসপিনো এই মেসেজটা ডিলিট করেননি কেন?"

"তাও জানি না," সুরেশ বলল, "হয়তো প্রয়োজনবোধ করেননি। তার

ফোনের গত কয়েকদিনে আসা মেসেজগুলো বের করারও চেষ্টা করবো আমি। কিন্তু তার আগে তোমাকে দেখানোটা জরুরি মনে করেছি। এ ব্যাপারে একটা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিতে হবে তোমাকে।"

"মোটেও না!" মনিকা বলল, "দেশের মানুষের কাছে তো এটা প্রকাশ করাই যাবে না।"

"আমরা প্রকাশ না করলেও খুব বেশিক্ষন ব্যাপারটা চাপা থাকবে বলে মনে হয় না," সুরেশ monte@iglesia.org-এর ব্যাপারে খুলে বলল মনিকা মার্টিনকে।

চোখ বন্ধ করে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার চেষ্টা করলো মনিকা। সবাই যদি এটা জানতে পারে, স্পেনের রাজার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহচর বিশপ ভালদেসপিনো এডমন্ড কিয়ার্শের হত্যাকান্ডের সাথে সরাসরি জড়িত তাহলে কী হবে সেটা কল্পনা করতেও ভয় হচ্ছে ওর।

"সুরেশ," চোখ খুলে ফিসফিসিয়ে বলল মার্টিন, "এই monte কে সেটা খুঁজে বের করতে হবে তোমাকে যত দ্রুত সম্ভব। সেটা পারবে না তুমি?"

"চেষ্টা করে দেখবো," অতটা আশাবাদি মনে হলো না সুরেশকে।

"ধন্যবাদ," বিশপের ফোনটা সুরেশকে ফেরত দিয়ে দ্রুত দরজার উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগলো মনিকা। "আর আমাকে মেসেজটার একটা স্ক্রিনশট পাঠাও," ঘাড় ঘুরিয়ে বলল।

"কোথায় যাচ্ছো তুমি?"

জবাব দিলো না মনিকা মার্টিন।

boighar.com

অধ্যায় ৬৫

বার্সেলোনা শহরের পুরো এক ব্লক জুড়ে অবস্থিত লা সাগ্রাদা ফামিলিয়া বা ব্যাসিলিকা অব হলি ফ্যামিলি। এত বিশাল আকৃতি হওয়া সত্ত্বেও স্থাপনাটাকে দেখলে মনে হয় যেন স্রেফ ভেসে আছে টাওয়ারগুলোসমেত।

টাওয়ারগুলোর উচ্চতা আবার ভিন্ন ভিন্ন। পুরো কাজ শেষ হবার পরে সবচেয়ে লম্বা গম্বুজটার উচ্চতা হবে প্রায় ৫৬০ ফিট, যা কিনা ওয়াশিংটন মনুমেন্ট থেকেও উঁচু। তখন গোটা পৃথিবীর সবচাইতে উঁচু চার্চের মর্যাদা পাবে সাগ্রাদা ফামিলিয়া। ভ্যাটিকানের সেইন্ট পিটারস ব্যাসিলিকা থেকেও একশ ফিট উঁচু এটা।

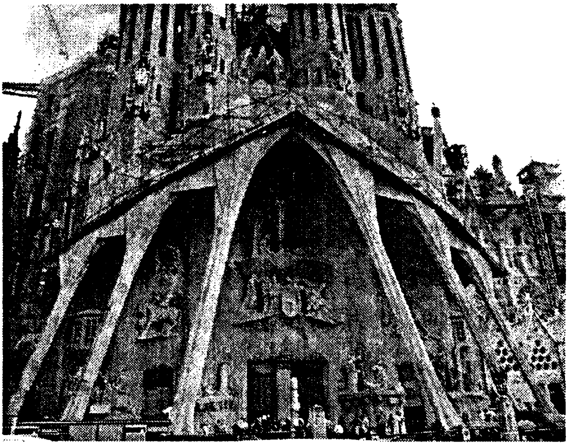

সাগ্রাদা ফামিলিয়া মূলত তিনটি ফ্যাসেডে বিভক্ত। পূর্বদিকের রঙিন 'ন্যাটিভিটি' ফ্যাসেড দেখলে অনেকটা ঝুলন্ত উদ্যানের কথা মনে পড়বে। পাথর খোদাই করে অনেক গাছপালা, জীবজন্তু এবং মানুষের আদল দেয়া হয়েছে এই দিকটায়।

পশ্চিমের 'প্যাশন' ফ্যাসেড আবার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সেদিককার নক্সা করা হয়েছে পেশীতন্ত্র আর হাড়ের আদলে। আর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত 'গ্লোরি' ফ্যাসেড উঠে গেছে অনেকটা খাড়া স্তম্ভের মত। এই ফ্যাসেডের নিচের অংশ উপস্থাপন করে অশুভ শক্তি, মূর্তি, পাপ এবং অনৈতিকতা। কিন্তু

যতই ওপরে ওঠা যায় সেসব রূপান্তরিত হয় পূণ্য এবং মহত্বের সংকেতে।

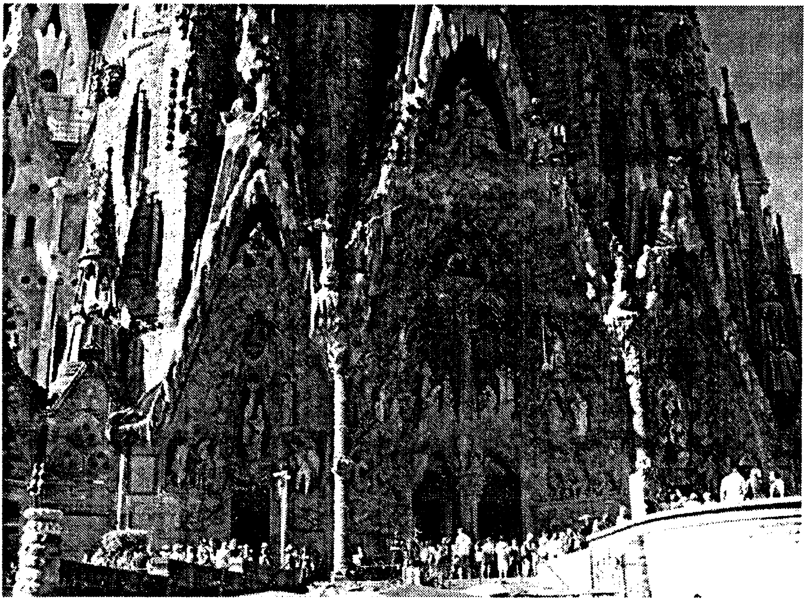

এই মূল তিনটি ফ্যাসেড বাদেও ছোট ছোট বেশ কয়েকটি ফ্যাসেড এবং টাওয়ার ঘিরে রেখেছে গোটা স্থাপনা। ওগুলোকে যদি হঠাৎ কেউ দেখে তবে মনে হবে যেন কাদামাটির দিয়ে কোন স্থাপনা তৈরি করতে গিয়ে মাঝপথে হাল ছেড়ে দেয়া হয়েছে অথবা গলে পড়ছে অংশগুলো। একজন নামকরা সমালোচক সাগ্রাদা ফামিলিয়ার নিচের অর্ধেক সম্পর্কে বলেন যে, ওটা দেখতে অনেকটা পচতে থাকা গাছের গুড়ির মতন যেখান থেকে জন্ম নিয়েছে ব্যাঙের ছাতার মত কিছু চূড়া।"

গওদি সাগ্রাদা ফামিলিয়ার নক্সায় বিভিন্ন ধর্মিয় ভাস্কর্যের পাশাপাশি প্রকৃতির অনেক কিছুর আদলে কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত মূর্তিও জুড়ে দিয়েছিলেন। যেমন অনেক স্তম্ভের নিচে দেখা মিলবে কচ্ছপের মূর্তির–এমনকি দেয়ালের গায়ে বড় বড় পাথরের তৈরি শামুক এবং ব্যাঙেরও দেখা মিলবে।

এ তো গেল বাইরের নক্সার কথা, কিন্তু সাগ্রাদা ফামিলিয়ার মূল বিস্ময়ের দেখা মিলবে যখন সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকা হবে। পর্যটকদের প্রায়ই মুখ হা করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় সেখানে। প্রথমেই চোখ কাড়বে ২০০

boighar.com

ফিট লম্বা থামগুলো আর ছাদের নিখুঁত জ্যামিতিক নক্সা যে কাউকে নিয়ে যাবে এক ঘোরের মধ্যে। গওদি চেয়েছিলেন যাতে সাগ্রাদা ফামিলিয়ার ভেতরের নক্সা দেখলে গভীর বনের কথা মনে পড়ে যে কারোর। যেখানে উঁচু উঁচু গাছ উঠে গেছে প্রায় আকাশ অবধি। মনে হবে যেন প্রকৃতির সান্নিধ্যে উপাসনা করতে আসা হয়েছে, যেমনটা করা হতো প্রাচীন আমলে।

স্বভাবতই এরকম একটা অদ্ভুত নক্সার স্থাপত্য যেমন সমীহ কুড়ায় তেমনি অনেকে সমালোচনা করতেও ছাড়ে না। লেখক জেমস মিচনারের মতে, "আমার দেখা সবচেয়ে অদ্ভুত দর্শন দূর্গগুলোর একটি।"

নক্সার মত সাগ্রাদা ফামিলিয়ার ফান্ডিংয়ের ব্যাপারটাও বেশ অদ্ভুত। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অনুদানে তৈরি হচ্ছে গোটা চার্চ। ভ্যাটিকান কিংবা অন্য ক্যাথলিক সংস্থাগুলো থেকে কোন অর্থ সহায়তা দেয়া হয় না। প্রায়শই কাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে। মূল স্থপতির মৃত্যু, একটা গৃহযুদ্ধ এবং কাতালান সন্ত্রাসিদের বেশ কয়েকবার আক্রমণ সত্ত্বেও অনেকটা অবিশ্বাস্যভাবেই টিকে আছে গোটা স্থাপনাটি। এমনকি কাছ দিয়ে একটা পাতালট্রেন সুড়ঙ্গ খোঁড়া হলেও টিকে গেছে সাগ্রাদা ফামিলিয়া। শুধু টিকেই আছে তা নয়, বাড়ছে প্রতিদিন।

গত দশকে অবশ্য চার্চের ফান্ড ফুলে ফেপে উঠেছে। এর প্রধান কারণ প্রতি বছর প্রায় চল্লিশ লক্ষ পর্যটক স্থাপনাটা দেখতে আসে বেশ ভালো অঙ্কের টিকেট কেটে। সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে, ২০২৬ সালে সাগ্রাদা ফামিলিয়ার স্থপতি আন্তোনি গওদির মৃত্যু শতবার্ষিকীতে জনসাধারণের জন্যে খুলে দেয়া হবে চার্চটা। জোরেসোরে কাজও চলছে সেই লক্ষ্যে।

আশি বছর বয়স্ক ফাদার জোয়াকিম বেনা সাগ্রাদা ফামিলিয়া চার্চের মূল যাজক। চশমা পরা সৌম্যদর্শন বয়স্ক ভদ্রলোকের চেহারায় সবসময় খেলা করে হাসি। তার স্বপ্ন, চার্চের কাজ পুরোপুরি দেখে যাবেন।

আজকে অবশ্য নিজ অফিসে হাসছেন না ফাদার বেনা। চার্চের কাজের জন্যে অনেক রাত পর্যন্ত এমনিতেও জেগে থাকতে হতো তাকে, কিন্তু আজ কম্পিউটারের সামনে বসে সাক্ষি হয়েছেন বিলবাওয়ের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের।

এডমন্ড কিয়ার্শ মারা গেছে।

হয়তো অদ্ভুত শোনাবে, কিন্তু গত তিন মাসে কিয়ার্শের সাথে এক বন্ধুত্বপরায়ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার। এডমন্ড যখন নিজে থেকে উৎসাহি হয়ে বিপুল অঙ্কের টাকা ডোনেশন হিসেবে দিতে চায় চার্চের ফান্ডে, অবাক না হয়ে পারেননি ফাদার বেনা। হবেনই বা না কেন? তার মত একজন স্বঘোষিত

নাস্তিক চার্চের জন্যে টাকা দিচ্ছে এটা বিশ্বাস করতে যে কারোরই কষ্ট হবার কথা। তবুও না করতে পারেননি ফাদার বেনা, কারণ টাকার অঙ্কটা অনেক বেশি ছিল এবং তা সাগ্রাদা ফামিলিয়ার নির্মাণকাজ তরান্বিত করতে সাহায্য করবে।

হঠাৎ ডোনেশন দিতে চাচ্ছে কেন? ভেবেছিলেন ফাদার বেনা, *জনসমক্ষে নিজের অর্থের প্রাচুর্যতা দেখানোর জন্যে নাকি আলোচনায় আসার জন্যে?*

ডোনেশনের বদলে শুধু একটা অনুরোধ করেছিল বিখ্যাত ফিউচারিস্ট।

মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন ফাদার বেনা। *শুধু এটুকুই দাবি তার?*

"ব্যাপারটা আমার জন্যে ব্যক্তিগত," কিয়ার্শ বলেছিল তাকে, "আশা করি আমার কথাটা রাখবেন আপনি।"

মানুষকে ভরসা করতে ভালোবাসেন ফাদার বেনা, তবুও ঠিক সেই মুহূর্তে কিয়ার্শের চোখের দিকে তাকিয়ে তার মূল উদ্দেশ্য খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন তিনি এবং সফলও হয়েছিলেন। কিয়ার্শের স্বতস্ফূর্ততার মধ্যে ক্লান্তির ছাপ দেখেছিলেন। এডমন্ডের কোটরাগত চোখ এবং ভগ্ন শরীর তার ধারণাকে আরো পাকা করেছে।

এডমন্ড কিয়ার্শ কোন দুরারগ্য রোগের সাথে লড়ছে।

বেনা ভেবেছিলেন, হয়তো আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে ধর্মের পথে দান করতে চাচ্ছে এডমন্ড কিয়ার্শ। যে ঈশ্বর সম্পর্ক সবসময় কটুক্তি করে এসেছে সেই ঈশ্বরের সাথে ভাবের চেষ্টা।

বিখ্যাত খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক সেন্ট জনের কথা মনে হয়েছিল ফাদার বেনার। যিনি তার পুরো জীবন নিবেদিত করেছিলেন অবিশ্বাসিদের ধর্মের পথে আনতে। যদি কিয়ার্শের মতন একজন অবিশ্বাসি ধর্মের পথে দান করে পূণ্য কামাতে চায় তবে তাকে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাটা অনুচিত বলে মনে হয়েছিল তার।

তাছাড়া তিনি যে পদে চাকরি করছেন, চার্চের ফান্ড ভারি করার সুযোগটা হাতছাড়া করা ঠিক হতো না। সহকর্মিরা যদি তাকে জিজ্ঞেস করতো, কেন এডমন্ডের ডোনেশন গ্রহণ করা হয়নি তখন দেয়ার মত ভালো কোন জবাব থাকতো না তার কাছে। কী বলতেন? আগে অনেক উলটাপালটা বক্তব্য দিয়েছে সে, এইজন্যে ডোনেশন অনুমোদন করিনি–তার নিজের কাছেও খোঁড়া শুনিয়েছিল যুক্তিটা।

অবশেষে এডমন্ডের দাবি মেনে নিয়ে তার সাথে উষ্ণ করমর্দন করেন তিনি।

boighar.com

সেটা তিন মাস আগের কথা।

আজ রাতে অন্যান্য অনেকের মতনই গুগেনহাইম থেকে সম্প্রচারকৃত কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশন দেখতে বসেছিলেন তিনি। প্রথমে অবশ্য বিরক্ত হচ্ছিলেন এডমন্ডের তার ধর্মকে অস্বীকার করার চেষ্টায়। পরে যখন এডমন্ড তার গোপন আবিষ্কার উন্মোচনের কথা বলে তখন আগ্রহি হয়ে উঠেছিলেন ভীষণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্য সবার মত আতঙ্কিত চেহারায় সাক্ষি হতে বাধ্য হন এক হত্যাকাণ্ডের। কম্পিউটারের সামনে থেকে আর সরেননি অনেকক্ষণ।

এই মুহূর্তে চার্চের বিশাল হলরুমে গওদির 'প্রাকৃতিক বন'-এর নিচে বসে আছেন চুপচাপ। তবে অন্য সময়কার মত প্রশান্ত হচ্ছে না মন।

কী এমন আবিষ্কার করেছিল এডমন্ড? কে মারলো তাকে?

চোখ বন্ধ করে ভাবার চেষ্টা করলেন ফাদার বেনা। কিন্তু ঘুরে ফিরে কেবল দুটো প্রশ্নের কথা মনে হচ্ছে।

এলেম আমরা কোথা থেকে? যাচ্ছিই বা কোথায়?

"ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি আমরা!" জোরে ঘোষণা করলেন বেনা, "তার কাছেই ফিরে যাবো।"

ঠিক এই সময় প্যাশন ফ্যাসেডের ছাদ গলে একটা আলোর রেখা এসে পড়লো ব্যাসিলিকার ভেতরে।

অবাক হয়ে জানালার কাছে ছুটে গেলেন ফাদার। আকাশ থেকে কিছু একটা নামছে চার্চের পাশে। সদর দরজা দিয়ে বের হতেই মনে হলো যেন বাতাসের তোড়ে উড়ে যাবেন। *একটা হেলিকপ্টার!*

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে হেলিকপ্টারটাকে সাগ্রাদা ফামিলিয়ার প্রতিরক্ষা বেষ্টনির দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে নামতে দেখলেন তিনি।

বাতাস এবং শব্দ কমে আসার পর হেলিকপ্টারের ককপিট থেকে চারজন আগন্তুককে লাফিয়ে নামতে দেখলে ফাদার বেনা। সামনের দু'জনকে চিনতে কোন বেগ পেতে হলো না। তাদেরকে আজ রাতেই কিছুক্ষণ আগে কম্পিউটারের পর্দায় দেখেছেন তিনি। একজন হচ্ছেন স্পেনের হবু রাণী, মিস অ্যাম্ব্রা ভিদাল, অপরজন হারভার্ডের সিম্বলজির প্রফেসর ল্যাংডন। তাদের পেছনে ব্লেজার পরিহিত দু'জন লোক। ব্লেজারের গায়ে মনোগ্রাম দেখা যাচ্ছে।

তাদের দেখে যা বুঝলেন-অ্যাম্ব্রা ভিদালকে অপহরণ করেননি প্রফেসর ল্যাংডন। স্বেচ্ছায় আমেরিকান প্রফেসরের পাশাপাশি হেঁটে আসছেন মিস অ্যাম্ব্রা ভিদাল।

"ফাদার!" আন্তরিক ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল অ্যাম্ব্রা, "এরকম পবিত্র

একটা জায়গায় এভাবে হট্টগোল সৃষ্টি করার জন্যে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আপনার সাথে খুব জরুরি কথা আছে আমাদের।"

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও বন্ধ করে নিলেন ফাদার বেনা। কেবল মাথা নাড়লেন একবার।

"আমরা দুঃখিত, ফাদার," হেসে তার উদ্দেশ্যে বলল রবার্ট ল্যাংডন। "আপনার কাছে হয়তো গোটা ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকছে। আপনি কি আমাদের চিনতে পারছেন?"

"অবশ্যই," অবশেষে বললেন তিনি, "কিন্তু আমি ভেবেছিলাম..."

"ভুয়া তথ্য দেয়া হয়েছে প্রাসাদ থেকে," অ্যাম্ব্রা বলল, "সবকিছু ঠিকঠাক আছে।"

ঠিক তখনই চার্চের বাইরের পোস্টের দু-জন সিকিউরিটি গার্ড এগিয়ে আসতে লাগলো তাদের দিকে। হেলিকপ্টারটা নামতে দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেছে তারা। ফাদার বেনাকে দেখে তার দিকে ছুটে আসতে লাগালো গার্ড দু-জন।

সাথে সাথে ব্লেজার পরিহিত লোক দু'জন ঘুরে হাত সামনে দিয়ে তাদের থামার নির্দেশ দিলে থেমে গেল তারা। ফাদারের দিকে তাকালো নির্দেশের আশায়।

"তত্ এস্তা বে!" কাতালান ভাষায় বললেন বেনা। *"তরনিন আর সেউ লক।"* সব ঠিকঠাক। তোমরা পোস্টে ফিরে যাও।

কিন্তু অনিশ্চয়তার ছাপ দূর হলো না গার্ডদের চেহারা থেকে।

"সান এলস মিউস কনভিদাত্স," আগের চেয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন বেনা। *"কনফিও এন লা সেভা দিসক্রেসিও।"* তারা আমার অতিথি। আশা করি তোমরা মুখ বন্ধ রাখবে তাদের আগমনের ব্যাপারে।

মাথা দুলিয়ে বিপরীত দিকে ঘুরে ফিরে যেতে লাগলো গার্ড দু'জন।

"ধন্যবাদ," কৃতজ্ঞচিত্তে বলল অ্যাম্ব্রা।

"আমি ফাদার জোয়াকিম বেনা," তিনি বললেন, "দয়া করে খুলে বলবেন কি সবকিছু?"

রবার্ট ল্যাংডন সামনে এগিয়ে এসে হাত মেলালো তার সাথে। "ফাদার বেনা, আমরা একটা দুষ্প্রাপ্য বইয়ের খোঁজ করছি, যেটার মালিক এডমন্ড কিয়ার্শ," এটুকু বলে পকেট থেকে একটা নোট কার্ড বের করে তার হাতে দিলো ল্যাংডন, "এই কার্ডে লেখা আছে, চার্চের কাছে ধার হিসেবে দেয়া হয়েছে বইটা।"

boighar.com

চারজনে দলটি হঠাৎ আগমনে কিছুটা ধাঁধাঁর মধ্যে পড়ে গেলেও লিনেন কাগজের কার্ডটা দেখার সাথে সাথে চিনতে পারলেন ফাদার বেনা। ঠিক এরকম একটা কার্ড কয়েক সপ্তাহ আগে বইটার সাথে তাকে দিয়েছিল এডমন্ড কিয়ার্শ।

দ্য কম্প্লিট ওয়ার্কস অব উইলিয়াম ব্লেক।

চার্চে বিশাল অঙ্কের ডোনেশন দেয়ার বদলে এডমন্ডের সাথে তার চুক্তি হয়েছিল যে, বইটা সাগ্রাদা ফামিলিয়া ব্যাসিলিকার ক্রিপ্টে, মানে ভূগর্ভস্থ সমাধিকক্ষ প্রদর্শনী করা হবে।

খুবই অদ্ভুত একটা অনুরোধ।

কার্ডের পেছনে কিয়ার্শ বাড়তি একটা অনুরোধ করেছিল। সেখানে লেখা আছে, প্রদর্শনীর সময় সবসময় যেন বইটার ১৬৩ নম্বর পৃষ্ঠা খোলা থাকে।

অধ্যায় ৬৬

অ্যাডমিরাল আভিলা এই মুহূর্তে সাগ্রাদা ফামিলিয়া থেকে পাঁচ মাইল উত্তর-পশ্চিমে চলন্ত একটি গাড়ির ভেতর থেকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। সেখানে বালেরিক সাগরে প্রতিফলিত হচ্ছে বার্সেলোনার শহরতলীর আলো।

অবশেষে! বয়স্ক নাভাল অফিসার মনে মনে ভাবলেন। পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে রিজেন্টকে ফোন দিলেন, এমনটাই কথা হয়েছিল তাদের মধ্যে।

একবার রিং হবার পরেই রিজেন্টের গলার স্বর ভেসে এলো ওপাশ থেকে। "অ্যাডমিরাল আভিলা? কোথায় আপনি এখন?"

"শহর থেকে কয়েক মিনিটের দূরত্বে।"

"সময়মতো পৌঁছেছেন আপনি। এই মাত্র একটা দুর্ভাগ্যজনক খবর পেলাম আমি।"

"কী খবর? খুলে বলুন।"

"আমাদের বিশ্বাসের ওপর যে শ্বাপদটা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার মাথা ছেটে ফেলতে আপনি সক্ষম হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আমরা যেমনটা ভয় করছিলাম, লম্বা লেজটা এখন বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"কী করতে হবে এখন আমাকে?" আভিলা জিজ্ঞেস করলো।

জবাবে রিজেন্ট যা বলল, সেটা শুনে অবাক না হয়ে পারলো না আভিলা। ও ভাবেনি যে আজ রাতে আর কারও প্রাণ নিতে হবে তাকে। কিন্তু রিজেন্টেস আদেশ শিরোধার্য। *আমি তো একজন সাধারণ সৈনিক বৈ কিছু নই*, নিজেকে মনে করিয়ে দিলো সে।

"মিশনটা সহজ হবে না," রিজেন্ট বললেন, "যদি আপনি ধরা পড়েন তবে কর্তৃপক্ষকে আপনার হাতের ট্যাটুটা দেখাবেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ছাড়া পেয়ে যাবেন তাহলে। সব জায়গায় আমাদের লোক আছে।"

"ধরা পড়ার কোন ইচ্ছে নেই আমার," ট্যাটুটার দিকে তাকিয়ে বলল আভিলা।

"বেশ," রিজেন্টের কণ্ঠে আবেগের লেশমাত্রও নেই, "সবকিছু ঠিকঠাক মত চললে খুব শিগ্রই মারা যাবে তারা দু'জন আর আমাদের কাজও শেষ হবে।"

boighar.com

লাইন কেটে দেয়া হলো ওপাশ থেকে।

এই নীরবতার মাঝেই অনেক দূরে উজ্জ্বল আলোর ছটা চোখে পড়লো আভিলার। অনেকগুলো উঁচু নিচু গম্বুজ দাঁড়িয়ে আছে আকাশের বুক চিড়ে।

সাগ্রাদা ফামিলিয়া, মনে মনে ভাবলো সে, *উদারপন্থি ক্যাথলিসিজমের আদর্শ নিদর্শন।* হাজার বছরের খ্রিস্টিয় বিশ্বাসের পাশাপাশি এখানে স্থান দেয়া হয়েছে বিজ্ঞান, প্রকৃতি এবং নস্টিক চিন্তাভাবনাকে।

একটা চার্চের দেয়ালে কিনা গিরগিটির ভাস্কর্য!

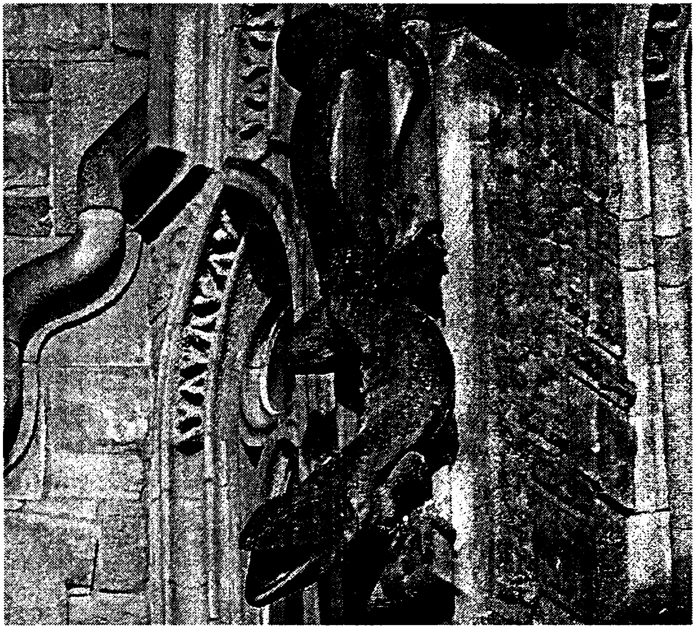

পুরো পৃথিবী জুড়ে ঐতিহ্যের যে অবমূল্যায়ন তা অনেকের মতনই আতঙ্কিত করে তুলেছে আভিলাকে। কিন্তু নতুন একদল বিশ্বনেতাদের আবির্ভাব ঘটেছে যারা যে কোন মূল্যে এই অবমূল্যায়ন রোধে বদ্ধপরিকর। পালমেরিয়ান চার্চের প্রতি তার একাত্মতা এবং সপ্তদশ পোপ ইনোসেন্টের সাহচর্য তাকে তার জীবনে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাটাকে নতুন আলোয় দেখতে সহায়তা করেছে।

আমার স্ত্রী এবং সন্তান যুদ্ধে নিহত হয়েছে, আভিলা ভাবলো, *ঈশ্বর এবং ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে অশুভ শক্তির যুদ্ধ। ক্ষমা করে দেয়াই পরিত্রাণের একমাত্র উপায় নয়।*

পাঁচ দিন আগে গভীর রাতে একটা মেসেজ আসার শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আভিলার। "এত রাতে কে মেসেজ পাঠালো," বিরক্ত স্বরে বলেছিল সে। এরপর ফোনটা হাতে তুলে নেয় মেসেজ প্রেরকের পরিচয় জানার জন্যে।

সংরক্ষিত নম্বর–নম্বরের জায়গায় এই কথাটা ভাসতে দেখে সে।

চোখ কচলিয়ে মেসেজটা পড়ে সে।

আমার ব্যাংক ব্যালেন্স দেখবো?

টেলিমার্কেটিংয়ের নতুন কৌশল ভেবে বিরক্ত হয়ে ফোনটা নামিয়ে রাখে সে। উঠে গিয়ে পানি খায় এক গ্লাস। কিন্তু খচখচ করতে থাকা মনটাকে শান্ত করার জন্যে অবশেষে ল্যাপটপ খুলে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে ঢোকে। ভেবেছিল খুব অল্প পরিমাণ টাকা হয়তো দেখতে পাবে, তার শেষ সঞ্চয়টুকু। কিন্তু তার অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় তার।

এটা কিভাবে সম্ভব!

চোখ কিছুক্ষণ বন্ধ করে রেখে আবার অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স যেখানে লেখা থাকে সেদিকে তাকায় সে।

কোন হেরফের হয়নি টাকার পরিমাণের।

কাঁপা কাঁপা হাতে মাউস নাড়তে শুরু করে সে। এক অজ্ঞাত অ্যাকাউন্ট থেকে এক ঘন্টা আগে পাঠানো হয়েছে এক লক্ষ ইউরো।

কার কাজ এটা?!

এসময় ফোন বেজে উঠলে হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে যায় তার।

সংরক্ষিত নম্বর।

কিছুক্ষণ ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে থেকে কলটা রিসিভ করে সে।

"হ্যালো?"

ওপাশ থেকে কাস্তিলান স্প্যানিশে কথা বলে ওঠে কেউ, "শুভ সন্ধ্যা, অ্যাডমিরাল। আপনাকে পাঠানো উপহারটা সম্পর্কে এতক্ষণে নিশ্চিত হয়েছে নিশ্চয়ই?"

"এইতো...হ্যাঁ," জড়ানো স্বরে বলে সে। "কে বলছেন?"

"আমাকে রিজেন্ট বলে ডাকতে পারেন আপনি," জবাব আসে। "একই বিশ্বাসে বিশ্বাসি আমরা। গত দু বছর ধরে যে চার্চে নিয়মিত যাতায়াত করছেন আপনি সেটার সদস্য। আপনার বিশ্বস্ততা এবং একাগ্রতা সম্পর্কে অবগত আছে সবাই। একটা দারুণ সুযোগ আপনাকে দিতে চাই আমরা। সরাসরি ঈশ্বরের হয়ে কাজ করার সুযোগ মিলবে আপনার।"

ঘুম ছুটে যায় আভিলার চোখ থেকে। হাত প্রচণ্ড ঘামতে থাকে তার।

boighar.com

"আপনাকে যে টাকাটা দেয়া হয়েছে সেটা প্রথম মিশনের জন্যে অগ্রিম," বলা হয় তার উদ্দেশ্যে, "যদি মিশনটা পালনে রাজি হন আপনি, তাহলে আপনাকে কথা দিচ্ছি আরও উচ্চপদে স্থান পাবেন কিছু দিনের মধ্যেই," এটুকু বলে কিছুক্ষণের জন্যে থামলেন রিজেন্ট, "বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু আমাদের চার্চে একটা নির্দিষ্ট যাজকতন্ত্র মেনে চলা হয়। সেটার একদম ওপরের পর্যায়ে আপনাকে পাওয়া আমাদের জন্যে সৌভাগ্যের হবে।"

প্রস্তাবটা লোভনীয় *ঠেকলেও* সাবধানী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো আভিলা, "মিশনটা কী? আর আমি যদি রাজি না হই?"

"কোন সমস্যা হবে না। মুখ বন্ধ রাখার শর্তে টাকাটা রেখে দিতে পারেন আপনি। চলবে?"

"একটু বেশিই উদার হয়ে গেল না?"

"আপনাকে পছন্দ করি আমরা। সাহায্য করতে চাই। তবে আগেই সাবধান করে দিচ্ছি...পোপের দেয়া এই মিশনটা কিন্তু সহজ হবে না,।" কিছুক্ষণের নীরবতার পরে আবারো বললেন রিজেন্ট, "রক্তারক্তিও ঘটতে পারে।"

শক্ত হয়ে গেল আভিলার পুরো শরীর। *খুনোখুনি?*

"অ্যাডমিরাল, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ঈশ্বরের যুদ্ধ চলছে এখন। আর যুদ্ধে তো হতাহত থাকবেই, নাকি?"

বোমা বিস্ফোরণের স্মৃতিটা ফিরে এলো, যেটায় শেষ হয়ে গিয়েছিল ওর পুরো পরিবার। "আমি দুঃখিত। যে মিশনে হতাহতের সম্ভাবনা আছে সেটা বোধহয় আমাকে দিয়ে–"

"পোপ নিজে আপনার কথা সুপারিশ করেছেন, অ্যাডমিরাল," রিজেন্ট বললেন শান্তস্বরে, "আর এই মিশনে যে আপনার মূল লক্ষ্য...সে-ই কিন্তু আপনার পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর জন্যে দায়ি।"

অধ্যায় ৬৭

মাদ্রিদের রাজ প্রাসাদের নিচতলায় অবস্থিত অস্ত্রাগারে ঢুকলে যে কারো চোখ জুড়িয়ে যাবে। লাল রঙের দেয়ালে ঝুলছে কারুকাজ করা ট্যাপেস্ট্রি। সেগুলো জুড়ে স্পেনের ঐতিহাসিক সব যুদ্ধের দৃশ্য। পুরো ঘরে প্রায় একশটিরও বেশি হাতে তৈরি বর্ম, বল্লম এবং আগের রাজাদের ব্যবহৃত অস্ত্র শোভা পাচ্ছে। আসলে অস্ত্রাগার না বলে জাদুঘর বললেই বেশি মানাবে। সম্পূর্ণ যুদ্ধের সাজে সজ্জিত সাতজন ঘোড়সওয়ারেরও দেখা মিলবে, অবশ্য ম্যানেকুইন ওগুলো।

এখানে আমাকে বন্দি করে রাখবে ওরা? অবাক হয়ে ভাবলো কমান্ডার

গারজা। চারিদিকে একবার চোখ বোলালো সে। প্রাসাদের সবচেয়ে সুরক্ষিত রুমগুলোর এটা একটা। কিন্তু গারজার ধারণা ওকে অপমান করার জন্যে ইচ্ছে করে এখানে বন্দি করা হয়েছে।

প্রায় দুই যুগ আগে এখানেই নিয়োগপত্র দেয়া হয়েছিল তাকে। রয়্যাল গার্ডের প্রধানের দায়িত্ব নেবার আগে প্রাথমিক সাক্ষাৎকারটাও এখানেই হয়েছিল।

আর আজ কিনা গারজাকে নিজের লোকদের হাতেই বন্দি হতে হলো। *আমাকে হত্যারকাণ্ডের মূল চক্রান্তকারি বলা হচ্ছে? বিশপকে আমি ফাঁসিয়েছি?* বানোয়াট অভিযোগগুলোর কথা ভাবতেই মেজাজ সপ্তমে চড়ে যাচ্ছে।

রয়্যাল গার্ডের সবচেয়ে উঁচু পদ তার। অর্থাৎ তাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়ার মত একজনই আছে প্রাসাদে। *যুবরাজ হুলিয়ান।*

নিশ্চিত ভালদেসপিনোর প্ররোচনায় এ কাজ করেছে সে, ভাবলো গারজা। বিশপ বরাবরই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানুষ। আর আজ রাতে ডামাডোলের সুযোগ নিয়ে যে কোন উপায়ে নিজের গদি বাঁচাতে বদ্ধপরিকর লোকটা। সেজন্যেই গারজাকে ফাঁসিয়েছে সে, *আর এখন আমাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে যাতে মুখ খুলতে না পারি।*

হুলিয়ান এবং ভালদেসপিনো যদি হাত মেলায় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করার থাকবে না গারজার। আর এই পরিস্থিতিতে তাকে সাহায্য করার মত একমাত্র মানুষটা জারজুয়েলা প্রাসাদের একটা ঘরে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন।

স্পেনের রাজা।

নিশ্চয়ই নিজের ছেলে আর ভালদেসপিনোর বদলে আমাকে সাহায্য করবেন না তিনি, নিজেকে বোঝালো গারজা।

বাইরে থেকে বিক্ষোভকারিদের আওয়াজ ভেসে আসছে। পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে ক্রমশ। তারা যে স্লোগান দিচ্ছে সেটা শুনে কান গরম হয়ে গেল তার।

"*স্পেন এলো কোথা থেকে? স্পেন যাচ্ছে কোথায়?*"

কিয়ার্শ আজ রাতে যে দুটো প্রশ্ন করেছিল সেটাকেই নিজেদের মত করে সাজিয়ে নিয়েছে তারা। স্পেনের রাজতন্ত্র বিরোধিদের জন্যে আজ রাতটা পোয়াবারো।

বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের অনেকেই আগেকার আমলে রাজাদের নিপীড়নের উদাহরণ টেনে দাবি করে যেন রাজতন্ত্র ভেঙে পুরোপুরি গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয় স্পেন। গত শতকে যেমন রাজতন্ত্র বাতিল করা হয়েছে ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ডসহ পঞ্চাশটিরও বেশি দেশে। এমনকি ইংল্যান্ডেও এমন দাবি জানানো হচ্ছে, বর্তমান রাণীর মৃত্যুর পর যেন রাজতন্ত্র ভেঙে দেয়া হয়।

আর আজকের গন্ডগোলের সুযোগ নিয়ে এই দাবিটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

ঠিক প্রিন্স হুলিয়ানের অভিষেক গ্রহণের আগ দিয়ে।

এই সময় অস্ত্রাগারের সামনের দরজাটা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলো একজন রয়্যাল গার্ড এজেন্ট। তার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো গারজা, "একজন আইনজীবি চাই আমি।"

“আর আমার দরকার স্বীকারোক্তি,” মনিকা মার্টিনের পরিচিত কণ্ঠস্বরটা কানে আসলো তার। গার্ডের আড়াল থেকে বেরিয়ে তার দিকে হেঁটে আসলো সে, “কমান্ডার গারজা, কেন আপনি এডমন্ড কিয়ার্শের হত্যাকারীদের সাথে হাত মিলিয়েছেন?”

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তার দিকে তাকালো গারজা, *আজ কি সবাই একসাথে পাগল হয়ে গেছে?*

“আমরা জানি, বিশপ ভালদেসপিনোকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন আপনি!” মনিকা বলল, “আর প্রাসাদ থেকে একটা আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে আপনা স্বীকারোক্তি প্রকাশ করতে চাই আমরা।”

কোন জবাব দিলো না কমান্ডার।

হঠাৎ রয়্যাল গার্ডের এজেন্টের দিকে ঘুরে মনিকা বলল, “কমান্ডারের সাথে একান্তে কথা বলতে চাই আমি।”

বিভ্রান্ত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো সেই এজেন্ট।

আবার গারজার দিকে ঘুরে চিৎকার করে উঠলো মনিকা, “এখনই স্বীকারোক্তি চাই আমার!।”

“আমার কাছ থেকে কোন স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারবে না তুমি,” ভাবলেশহীনভাবে বলল গারজা। “যা করিনি সেটা কেন স্বীকার করতে যাবো আমি? সব অভিযোগ মিথ্যে।”

বিচলিত দৃষ্টিতে একবার দরজার দিকে তাকালো মনিকা। এরপর গারজার কাছাকাছি এসে ফিসফিস করে বলল, “সেটা জানি আমি...এখন আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন।”

boighar.com

বইঘর.কম

অধ্যায় ৬৮

কন্সপিরেসিনেট.কম

ব্রেকিং নিউজ

এন্টিপোপ...পালমেরিয়ানদের অদ্ভুত নিয়ম কানুন...

পালমেরিয়ানদের অদ্ভুত কেচ্ছা-কাহিনী শুনতে তৈরি তো আপনি?

এখন আমরা এ ব্যাপারে একদম নিশ্চিত যে অ্যাডমিরাল লুই আভিলা পালমেরিয়ান চার্চের একজন নিবেদিতপ্রাণ সদস্য এবং গত কয়েক বছর ধরেই তাদের সাথে জড়িত তিনি।

অ্যাডমিরাল আভিলার পরিবারের সবাই নিহত হয় সেভিয়ার চার্চে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায়। সেই দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বেঁচে যান অ্যাডমিরাল। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত আভিলাকে গ্রাস করে নেয় অবসাদ। কিন্তু এরপরে তাকে সেই অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় পালমেরিয়ান চার্চ। অনেক জায়গায় নিজমুখে আভিলা স্বীকার করেছেন, পোপের সাহচর্য না পেলে হয়তো সুস্থ জীবনে ফিরতে পারতেন না তিনি।

পালমেরিয়ান চার্চ সম্পর্কে তথ্য জানতে ক্লিক করুন এখানে।

আপনাদের হাতে তথ্য তুলে দিচ্ছি আমরা। সেটা বিশ্বাস করা কিংবা অবিশ্বাস করা আপনাদের ব্যাপার।

তবে অনলাইনে পালমেরিয়ানদের সম্পর্কে, তথ্য পাওয়া যায় সেগুলোর বেশিরভাগই এতটাই অদ্ভুত যে কোনটা সত্য আর কোনটা কল্পনা–সেটা বিচার করার দায়িত্ব আপনাদের ওপরই

ছেড়ে দিলাম আমরা। তবে নিচের তথ্যগুলো আমাদের পাঠিয়েছে monte@iglesia.org। আর আজ রাতে আমরা দেখেছি তার সরবরাহ করা কোন তথ্যই ভুল নয়। তবে আমরা দাবি করছি না নিচের এই তথ্যগুলো পুরোপুরি সত্য। এর পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি দেখানোর পূর্ণ অধিকার আছে আপনাদের।

‘পালমেরিয়ান’

পালমেরিয়ান পোপ ক্লেমেন্তে ১৯৭৬ সালে গাড়ি দুর্ঘটনায় তার চোখের দুই মণি হারান। সেই থেকে তার চোখের পাতা সেলাই করে বন্ধ করে দেয়া হয়। ক্লেমেন্তের দুই তালুতে দুটি ক্ষতস্থান আছে যেখান থেকে রক্ত ঝরে যদি কোন স্বর্গীয় আদেশ পান তিনি।

পালমেরিয়ান পোপদের অনেকেই স্প্যানিশ সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিলেন। পালমেরিয়ান চার্চের সদস্যদের নিজ পরিবারের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলতে হয় এবং চার্চের ভেতরে পাশবিক নির্যাতনের কারণে মৃত্যুও হয়েছে অনেকের

পালমেরিয়ানদের বিরত থাকতে হয়, ১. অপালমেরিয়ানদের লেখা কোন বই পড়া থেকে, ২. নিজের পরিবারের কারও বিয়ে কিংবা শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে যাওয়া থেকে (যদি না তারাও পালমেরিয়ান হয়), ৩. সমুদ্রসৈকত, বক্সিং ম্যাচ, নাচের অনুষ্ঠান কিংবা ক্রিসমাস ট্রি দেখা যাচ্ছে এমন কোন স্থান থেকে।

পালমেরিয়ানদের নতুন সদস্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্র হচ্ছে অস্ট্রিয়া, জার্মানি, আমেরিকা, কানাডা এবং আয়ারল্যান্ড।

boighar.com

বইঘর.কম

অধ্যায় ৬৯

ফাদার বেনার পেছন পেছন সাগ্রাদা ফামিলিয়ার বিশাল দরজার দিকে এগোলো ল্যাংডন এবং অ্যাম্ব্রা। ব্রোঞ্জের তৈরি দরজাটা দেখে বরাবরের মতনই অবাক হয়ে গেল ল্যাংডন। মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগলো সে।

পুরোটা জুড়ে সংকেত লিপি, মনে মনে ভাবলো ল্যাংডন। নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত প্রায় আট হাজার তিনটি অক্ষর কোন শূন্যস্থান ছাড়া লাইনের পর লাইনে এম্বস করা। আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন মনে হলেও ল্যাংডনের জানা আছে যে শব্দগুলো আসলে খ্রিস্টের দুর্দশার কথা কাতালান ভাষায় বর্ণনা করেছে।

প্যাশন ফ্যাসেডের ওপরের দিকে তাকালে বিখ্যাত ভাস্কর জোসেপ মারিয়ার তৈরি কতগুলো ভাস্কর্য চোখে পড়বে। বিশেষ করে জিশুর ক্রুশবিদ্ধ অবস্থার একটি ভাস্কর্য সবার মনোযোগ টানতে বাধ্য। দেখলে মনে হয় যেন যে কোন মুহূর্তে প্রবেশরত দর্শনার্থীদের ওপর পড়ে যাবে সেটা।

প্রবেশদ্বারের কাছে পৌঁছে গোটা চার্চের সবচেয়ে বিস্ময়কর ভাস্কর্যটা চোখে পড়লো ল্যাংডনের। বিস্ময়কর না বলে ভয়ংকর বললেও বোধহয় ভুল হবে না। জিশুর বিশাল একটা মূর্তি। যেটাতে একটা পিলারের সাথে দড়ি দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে তাকে, চাবুকাঘাত করার পর।

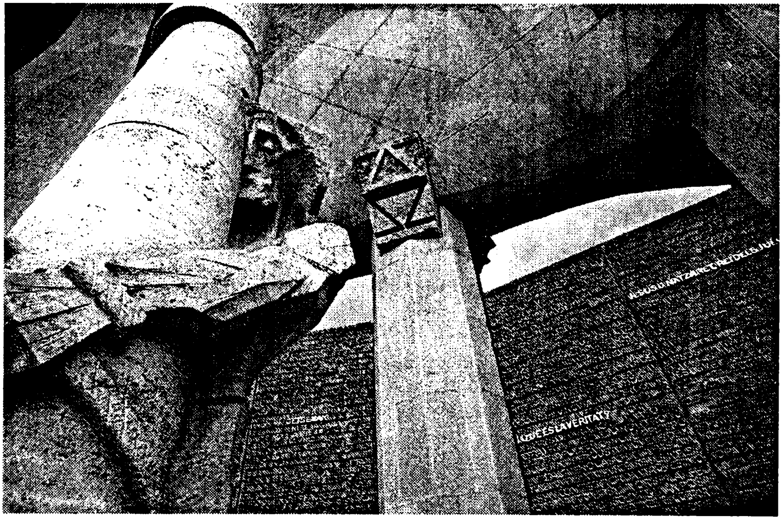

দরজার ওপরে দুটো গ্রিক অক্ষর শোভা পাচ্ছে। *আলফা এবং ওমেগা।*

"শুরু এবং শেষ," অ্যাম্ব্রা ফিসফিসিয়ে বলল অক্ষরদুটো দেখে, "এডমন্ডের সাথে যায় ব্যাপারটা।"

মাথা নেড়ে সায় জানালো ল্যাংডন, অ্যাম্ব্রা কী বলতে চাচ্ছে ধরতে পেরেছে সে। আবারো সেই একই প্রশ্ন, এলেম আমরা কোথা থেকে? যাচ্ছিই বা কোথায়?

ফাদার বেনার সাথে ভেতরে ঢুকে পড়লো ওদের চারজনের দলটা। দরজা বন্ধ করে দিলেন বয়স্ক যাজক।

এরপর ফাদার বেনার মুখ থেকে এডমন্ড কিয়ার্শ সম্পর্কে অদ্ভুত একটা গল্প শুনলো ওরা। বিশাল অঙ্কের ডোনেশন দেয়ার কথা থেকে শুরু করে ভূগর্ভস্থ আন্তোনি গওদির সমাধির পাশে উইলিয়াম ব্লেকের বইটা প্রদর্শন করার শর্ত পর্যন্ত সব খুলে বললেন ফাদার।

একদম চার্চের কেন্দ্রে, কৌতূহল বেড়ে গেল ল্যাংডনের।

"এডমন্ড কি আপনাকে বলেছিল, কেন এমনটা চাচ্ছিল সে?" অ্যাম্ব্রা জিজ্ঞেস করলো।

মাথা নাড়লেন বেনা। "আমাকে তিনি বলেন গওদির প্রতি তার আগ্রহ সৃষ্টি হবার মূল কারণ তার মা পছন্দ করতেন এই বিখ্যাত স্থপতির কাজ। আবার উইলিয়াম ব্লেকেরও ভক্ত ছিলেন তিনি। তার পরলোকগত মায়ের প্রতি সম্মান স্বরূপ গওদির সমাধির কাছে উইলিয়াম ব্লেকের ভলিউমটা প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন এডমন্ড। আমার কাছেও কথাটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছিল।

এডমন্ড তো এ ব্যাপারে আমাকে কিছু বলেনি কখনও, ভাবলো ল্যাংডন। তাছাড়া একটা কনভেন্টে থাকাকালীন মৃত্যু হয়েছিল পালোমা কিয়ার্শের। একজন স্প্যানিশ নানের পক্ষে একজন ইংরেজ কবির (তাও উইলিয়াম ব্লেক) কাজ পছন্দ করার যুক্তিটা কতটা গ্রহণযোগ্য সে প্রশ্ন থেকেই যায়। পুরো গল্পটা বানোয়াটও হতে পারে।

"আর আমার কেন যেন মনে হয়েছিল...মি. এডমন্ড হয়তো কোন জটিল রোগে ভুগছিলেন," ফাদার বেনা বললেন।

"টাইটেল কার্ডটার পেছন দিকে নির্দেশনা দেয়া আছে, ব্লেকের বইটা কিভাবে প্রদর্শন করতে হবে," বলল ল্যাংডন। "১৬৩ নম্বর পৃষ্ঠা খোলা রাখতে বলা হয়েছে না?"

"হ্যাঁ,।"

"আপনি কি বলতে পারবেন, ঠিক কোন কবিতাটা আছে সেই পৃষ্ঠায়?" আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করলো ল্যাংডন।

"কোন কবিতাই নেই সেই পৃষ্ঠায়," বেনা মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন।

"জি?!"

"বইটাতে ব্লেকের সব কাজ আছে। তার আঁকা সব ছবি এবং কবিতা। ১৬৩ নম্বর পৃষ্ঠা জুড়ে আছে একটা ছবি।"

চোখে অস্বস্তি নিয়ে অ্যাম্ব্রার দিকে তাকালো ল্যাংডন। *তেতাল্লিশ অক্ষরের একটা পঙক্তি দরকার আমাদের, কোন ছবি নয়!*

"ফাদার," অ্যাম্ব্রা বলল, "আমরা কি সেটা দেখতে পারি?"

কিছুক্ষণ ভেবে রাজি হয়ে গেলেন বয়স্ক যাজক, ভবিষ্যৎ রাণীর অনুরোধ রক্ষা করাটাই উচিত বলে মনে হলো তার কাছে। "সমাধিস্থলে যাবার পথটা এদিকে," এই বলে চার্চের মাঝখানে ওদের নিয়ে এলেন তিনি। রয়্যাল গার্ডের এজেন্টরাও আসলো পিছু পিছু।

"স্বীকার করছি," বেনা বললেন, "একজন নাস্তিকের কাছ থেকে ডোনেশন নেয়ার কথা শুনে প্রথমে দ্বিধায় পড়ে যাই আমি। কিন্তু তার মার সবচেয়ে প্রিয় উইলিয়াম ব্লেকের আঁকা ছবিটার প্রদর্শন করতে বলাতে কোন দোষ খুঁজে পাইনি-বিশেষ করে সেটা যখন ঈশ্বরের ছবি।"

ল্যাংডনের মনে হলো যেন কানে ভুল শুনছে সে। "আপনি কি এইমাত্র এডমন্ডকে নিয়েই কথা বলছিলেন? ও বলেছে ঈশ্বরের ছবি প্রদর্শন করতে?"

মাথা নেড়ে সায় জানালেন ফাদার বেনা। "আমি ভেবেছিলাম আরোগ্য কামনার আশায় ঈশ্বরের সাথে ভাব করার চেষ্টা করছেন এডমন্ড," লম্বা করে শ্বাস নিলেন যাজক, বললেন, "তবে আজকে রাতে ওর প্রেজেন্টেশনটা দেখার পর অবশ্য সেটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।"

ল্যাংডন কল্পনা করার চেষ্টা করলো, ব্লেকের কোন ছবিটা প্রদর্শন করতে বলেছিল এডমন্ড।

চার্চের মূল অংশে পৌঁছে ল্যাংডনের মনে হলো যেন এই প্রথম এখানে এসেছে সে। আসলে এর আগে যে কয়বার সে এখানে এসেছিল, প্রতিবারই দিনের বেলায়। সূর্যের আলো চার্চের ভেতরে প্রবেশ করে রঙিন আলোকছটায় বিচ্ছুরিত করছিল চারপাশ।

কিন্তু রাতের দৃশ্যটা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সারি সারি পিলার উঠে গেছে ওপরে। দৃশ্যটা কেমন যেন অপার্থিব।

"দেখে শুনে পা ফেলবেন," ফাদার বললেন, "যেখানে যতটা সম্ভব টাকা

বাঁচানোর চেষ্টা করি আমরা।" ল্যাংডনের জানা আছে ইউরোপের বড় বড় সব চার্চে সবচেয়ে বেশি টাকা খরচ হয় লাইটিঙে।

ধীরে ধীরে ওদের চার্চের গভীরে নিয়ে যেতে লাগলেন ফাদার বেনা। যতই ভেতরে যাচ্ছে অন্ধকার তত জেঁকে বসছে। প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না এখন। একটা পেনলাইট বের করে ওদের সামনে আলো ধরলো এজেন্ট ডিয়াজ। ওদের পাশে একটা পেঁচানো সিঁড়ি চার্চের মাঝখান থেকে ওপরে উঠে গেছে।

এটাই বিখ্যাত সাগ্রাদা স্পাইরাল, ভাবলো ল্যাংডন। এটা বেয়ে কখনও ওপরে ওঠার সাহস হয়নি ওর।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলের করা পৃথিবীর ২০টি বিপজ্জনক সিঁড়ির তালিকার মধ্যে এটার অবস্থান তৃতীয়। এর ওপরে জায়গা পেয়েছে শুধুমাত্র কম্বোডিয়ার অ্যাঙ্কর ভাট মন্দিরের সিঁড়ি এবং ইকুয়েডরের ডেভিলস কলড্রন জলপ্রপাতের পাশ দিয়ে উঠে যাওয়া একটা পাথুরে সিঁড়ি।

সিঁড়িটার প্রথম কয়েকটা ধাপের দিকে তাকালো ল্যাংডন। প্যাঁচ খেতে খেতে উঠে গেছে ওপরের অন্ধকারে।

"সমাধিকক্ষের প্রবেশপথটা একটু সামনে," এই বলে চার্চের মূল বেদির বামপাশে ইঙ্গিত করলেন ফাদার বেনা। কিছুদূর সামনে এগোনোর পর ল্যাংডন দেখলো, মেঝের এক অংশ ফুড়ে সোনালি আভা বের হচ্ছে।

সমাধিকক্ষ।

একটি বাঁধানো সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো পাঁচজনের দলটা।

"আপনারা দু'জন এখানেই থাকুন," রয়্যাল গার্ডদের উদ্দেশ্য বলল অ্যাম্ব্রা, "আমরা নিচ থেকে কাজ সেরে আসছি।"

ফনসেকাকে দেখে মনে হলো না খুশি হয়েছে নির্দেশটা শুনে কিন্তু কিছু বলল না সে।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে চলে গেল ফাদার বেনা, অ্যাম্ব্রা এবং ল্যাংডোন।

*

এই ক্ষণিকের বিরতিটা দরকার ছিল এজেন্ট ডিয়াজের জন্যে। স্নায়ুর ওপর ক্রমাগত চাপের কারণে কিছুটা অস্বস্তিবোধ হচ্ছিলো তার বেশ খানিকক্ষণ ধরেই। তাছাড়া অ্যাম্ব্রা ভিদাল এবং এজেন্ট ফনসেকা যেভাবে একে অপরের দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকাচ্ছিল তাতে ওর ভয় হচ্ছিল যে কখন বেফাঁস কিছু বলে

boighar.com

বসে কেউ একজন।

গার্ডিয়া এজেন্টরা শুধুমাত্র কমান্ডার গারজা বাদে অন্য কারো কাছ থেকে চাকরি চলে যাওয়ার হুমকি শুনতে অভ্যস্ত নয়।

গারজার গ্রেফতার হবার ব্যাপারটা এখনও খোঁচাচ্ছে ডিয়াজকে। ফনসেকাও তাকে পরিষ্কার করে বলেনি, কে মিথ্যে বিবৃতিটা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিল মনিকা মার্টিনকে।

"ব্যাপারটা একটু জটিল," তাকে বলেছিল ফনসেকা, "যত কম জড়াবে এসবের সাথে, ততই মঙ্গল তোমার জন্যে।"

কার নির্দেশে হচ্ছে এসব? ডিয়াজ ভাবলো, *প্রিন্স হুলিয়ান?* কিন্তু তার তো এমন কোন কিছুর নির্দেশ দেয়ার কথা না যেটাতে অ্যাম্ব্রা ভিদালের জীবন হুমকির মুখে পড়ে। *তাহলে কি ভালদেসপিনো? তার কি আসলেও এত ক্ষমতা আছে?*

"আসছি আমি," বাথরুমে যাবার কথা বলে চার্চের সামনের দিকে হাঁটা শুরু করলো এজেন্ট ফনসেকা। সে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার আগে ডিয়াজ খেয়াল করলো, পকেট থেকে ফোন বের করে কথা বলা শুরু করেছে লোকটা।

এই আলো আঁধারিতে একা একা সবার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে অস্বস্তিকর ভাবটা আবার ফিরে এলো ডিয়াজের। তাছাড়া ফনসেকার ব্যবহারও সুবিধের মনে হচ্ছে না।

অধ্যায় ৭০

ভুগর্ভস্থ ক্রিপ্টটা বেশ গভীরে। তবে সিড়িটা বেশ প্রশস্ত হওয়াতে নিচে নামতে কোন বেগ পেতে হলো না ওদের। প্রায় তিনতলা পরিমাণ ধাপ পেরিয়ে অবশেষে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুলো।

ইউরোপের সবচেয়ে বড় ক্রিপ্ট, ভাবলো ল্যাংডন। আগেরবার এসে যেরকম দেখেছিল ঠিক তেমনই আছে বিশাল জায়গাটা। প্রায় একশোজন উপাসক একসাথে বসে উপাসনা করতে পারবে এখানে। চকচকে মোজাইকের মেঝে থেকে ওপরে উঠে গেছে অনেকগুলো পিলার। আর সেগুলোর গায়ে লতানো বৃক্ষের মত নক্সা। এখানেও প্রকৃতির ছোঁয়া।

ধূপের গন্ধ নাকে আসলো ল্যাংডনের। গোটা সমাধিকক্ষে কেমন যেন একটা শীতলতা বিরাজ করছে। এত বড় একটা জায়গা তাও মাটির এত গভীরে, একমাত্র গওদির বলেই সম্ভব হয়েছে।

সিঁড়ির থেকে নেমেই একটু বামে তাকালে চোখে পড়বে একটা ধূসর রঙের বিশাল পাথরের স্ল্যাব। সেটার চারদিকে জ্বলছে অনেকগুলো প্রদীপ। পাথরের গায়ে খোদাই করা লেখাটা পড়লো ল্যাংডন।

বিখ্যাত স্থপতির শেষ আশ্রয় হয়েছে তার সেরা সৃষ্টির নিচে এই পাতালকক্ষে। কেন যেন এই মুহূর্তে এডমন্ডের কথা মনে পড়লো ল্যাংডনের। সমাধিটার ওপরে সজ্জিত কুমারি মেরির ভাস্কর্যটার দিকে তাকালো সে।

এটা কী করে সম্ভব?!

অদ্ভুত চিহ্নটাকে ভালো করে দেখার জন্যে সামনে এগিয়ে গেল ল্যাংডন।

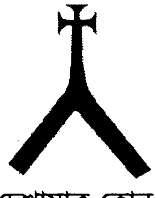

এমনটা খুব কমই হয় যে দেখামাত্র কোন সাংকেতিক চিহ্ন চিনতে পারছে না সে। গ্রিক ল্যামডা অক্ষরটা চিনতে অবশ্য অসুবিধে হচ্ছে না তার, কিন্তু খ্রিস্টধর্মের সাথে তো এই অক্ষরের কোন সম্পর্ক নেই। বরং ল্যামডা হচ্ছে বিজ্ঞানের প্রতীক। এর ব্যবহার পদার্থবিজ্ঞান, বিবর্তনবাদ এবং

boighar.com

কসমোলজিতে। আর সবচেয়ে অদ্ভুত ঠেকছে ল্যামডার ওপরের ক্রুশচিহ্নটা।

বিজ্ঞান সমর্থিত ধর্ম? এরকম কোন কিছু আগে কখনো দেখেনি ল্যাংডন।

"প্রতীকটা দেখে অবাক হয়ে গেলেন?" ফাদার বেনা জানতে চাইলেন ওর কাছে। "শুধু আপনি না, অনেকেই জিজ্ঞেস করে এটার ব্যাপারে। আসলে এটা পাহাড়চূড়ায় একটা ক্রুশকে উপস্থাপন করছে। একটু আধুনিকায়নের চেষ্টা বলতে পারেন।"

আরেকটু সামনে ঝুঁকে প্রতীকটার তিনপাশে তিনটি ছোট ছোট তারা দেখতে পেলো ল্যাংডন।

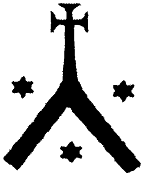

এরকম অবস্থানে তিনটা তারা, ল্যাংডন ভাবলো। সাথে সাথে মনে পড়ে গেল ওর, *কারমেল পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত ক্রুশটা!* "এটা একটা কারমেলাইট ক্রুশ।"

"ঠিক ধরেছেন। গওদি শুয়ে আছেন কারমেল পাহাড়ের কুমারি মেরির নিচে।"

"গওদি কি একজন কারমেলাইট ছিলেন?" এটা বিশ্বাস করতে ল্যাংডনের কষ্ট হচ্ছে যে গওদির মতন আধুনিকতাবাদি একজন কিনা বারোশ শতাব্দির এক কট্টরপন্থি ক্যাথলিক সংগঠনের অনুসারি।

"অবশ্যই না," হেসে জবাব দিলেন বেনা। "কিন্তু তার শেষ দিনগুলোতে যারা তাকে সেবা-যত্ন করেছিল তারা ছিল ক্যারমেলাইট। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ার পর ক্যারমেলাইট গোষ্ঠির কয়েকজন নান তার সাথে থেকে তার দেখাশোনা করতেন। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তার খেয়াল রেখেছিলেন তারা। আর মৃত্যুর পরেও যে তারা গওদির খেয়াল রাখছেন তেমনটা বোঝানোর জন্যেই এই ক্রুশটা খোদাই করা হয়েছে এখানে।"

"বেশ," ছোট্ট করে বলল ল্যাংডন। মনে মনে নিজেকে ভর্ৎসনা করছে এরকম নিরীহ একটা প্রতীককে অন্য কিছু ভাবার জন্যে। হয়তো আজ রাতের সব উদ্ভট জল্পনা কল্পনার ফসল এটা।

"ওটাই কি এডমন্ডের বইটা?" অ্যাম্ব্রার কণ্ঠ শুনে সম্বিত ফিরে পেলো ল্যাংডন।

ঘুরে দেখলো, গওদির সমাধির ডানদিকে ইঙ্গিত করছে সে। কিছুটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে জায়গাটা।

"হ্যাঁ," ফাদার বেনা জবাব দিলেন, "আমি দুঃখিত, এখানটায় ঠিকমতো আলো পড়ে না।"

ডিসপ্লে কেসটার দিকে এগিয়ে গেল অ্যাম্ব্রা। ল্যাংডন আর ফাদার বেনাও এগোলো সেদিকে। একটা বিশাল পিলারের ছায়ায় উইলিয়াম ব্লেকের বইটা রাখা হয়েছে।

"ওখানে সাধারণত চার্চের বিভিন্ন তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তিকা রাখা হতো আগে," বললেন বেনা, "কিন্তু আমি এডমন্ডের বইটাকে জায়গা দেয়ার জন্যে ওগুলোকে অন্যখানে সরিয়ে দিয়েছি।"

অ্যাম্ব্রার পাশে চলে এসে কাঁচের ডিসপ্লে কেসটার ভেতরে তাকালো ল্যাংডন। উইলিয়াম ব্লেকের সমস্ত কাজের প্রাচীন ভলিউমটা শোভা পাচ্ছে ভেতরে। ১৬৩ নম্বর পৃষ্ঠাটা দেখা যাচ্ছে আবছা আলোয়।

ফাদার বেনা ওদের যেমনটা বলেছিলেন, পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে ব্লেকের আঁকা একটা ছবি। ল্যাংডন আগে থেকেই এ বিষয়ে ভাবছিলো, কোন ছবিটা দেখতে হতে পারে তাকে। কিন্তু যেটা দেখলো সেটার কথা কল্পনাতেও আসেনি তার।

The Ancient of Days, ছবিটা চিনতে পেরেছে ল্যাংডন। ১৭৯৪ সালে আঁকা হয়েছিল এটা।

ফাদার বেনা যে এটাকে ঈশ্বরের ছবি বলে অভিহিত করেছেন সেটা ভেবে একাটু অবাকই হলো ল্যাংডন। অবশ্য খ্রিস্টধর্মে যেভাবে ঈশ্বরকে চিত্রিত করা হয় তার সাথে মিল আছে এই ছবির সাদা চুল-দাড়ির বয়স্ক গম্ভীর লোকটার, স্বর্গ থেকে মেঘের মাঝ দিয়ে মর্ত্যের দিকে নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে আছে সে। তবে ফাদার বেনা যদি এ নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করতেন তবে জানতে পারতেন, ছবিটা আসলে উইলিয়াম ব্লেকের রচিত পুরাণ 'ইউরিজেন'-এর কেন্দ্রিয় চরিত্র। ছবিতে ইউরিজেনকে দেখা যাচ্ছে স্বর্গ থেকে একটা বিশাল কম্পাস নিয়ে মর্ত্যপানে ধরে আছে। প্রকৃতির বৈজ্ঞানিকতার প্রতি সম্মান স্বরূপ এই ১৭৯৪ সালে জলরঙে ছবিটি এঁকেছিলেন উইলিয়াম ব্লেক।

ছবিটার শিল্পশৈলি এতটাই আধুনিক যে কয়েক শতাব্দি পর বিখ্যাত পদার্থবিদ স্টিফেন হকিংস তার নিজের একটি বইয়ের প্রচ্ছদে স্থান দিয়েছিলেন সেটাকে। নিউ ইয়র্কের রকফেলার সেন্টারে একটি বিশাল ভাস্কর্যেও দেখা মিলবে কম্পাস হাতে ইউরিজেনের একটি প্রতিলিপি। ভাস্কর্যটির নাম– উইজডম, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড।

boighar.com

আবারো ব্লেকের বইটার দিকে তাকালো ল্যাংডন। কেন এত কাঠখড় পুড়িয়ে এটাকে এখানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছে এডমন্ড সেটা ভাবতে লাগলো। *খ্রিস্ট ধর্ম বিশেষ করে ক্যাথলিকদের প্রতি তার যে রাগ সেটা থেকে?*

নিজের বিপুল ঐশ্বর্যকে কাজে লাগিয়ে এডমন্ড এমন একটা খ্রিস্টধর্ম বিরোধি চিত্রকে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছে সাগ্রাদা ফামিলিয়ার মত চার্চে।

তীব্র বিদ্বেষ এবং রাগ থেকেই হয়তো, ভাবলো ল্যাংডন। এডমন্ড বরাবরই নিজের মা'র মৃত্যুর জন্যে কট্টরপন্থি ক্যাথলিকদের ধর্মান্ধতাকে দায়ি করে এসেছে।

"অবশ্য এটা আমার ভালোমতোই জানা আছে, ছবিটা খ্রিস্টানদের ঈশ্বরকে উপস্থাপন করছে না," ফাদার বেনা বললেন এই সময়ে।

অবাক হয়ে বয়স্ক যাজকের দিকে তাকালো ল্যাংডন, "ওহ্?" শুধু এটুকুই বলতে সক্ষম হলো সে।

"হ্যাঁ, এ ব্যাপারে কোন রাখঢাক করেনি এডমন্ড। তাছাড়া ব্লেকের ধর্মিয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ধারণা আছে আমার।"

"তবুও এখানে ছবিটা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন আপনি?"

"প্রফেসর," মৃদু হেসে বললেন বেনা, "এটা সাগ্রাদা ফামিলিয়া। এখানে গওদি একাত্ম করেছেন ঈশ্বর, প্রকৃতি এবং বিজ্ঞানকে। এই ছবিটার বিষয়বস্তুর সাথে আগে থেকেই পরিচিত আমরা। অবশ্য সবাই আমার সাথে একমত নন, কিন্তু প্রগতিশীলদের সংখ্যাও কিন্তু একেবারে কম নয় আমাদের মাঝে," এটুকু বলে বইটার দিকে নির্দেশ করলেন তিনি, "তবে আমি খুশি যে মি. এডমন্ড টাইটেল কার্ডটা ডিসপ্লের ভেতরে রাখার ব্যাপারে কিছু বলেননি। নাহলে ব্যাপারটা অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করা আমার জন্যে বেশ কষ্টদায়ক হতো, বিশেষ করে তার আজ রাতের প্রেজেন্টেশনের পর," গম্ভীর হয়ে উঠলেন তিনি, "আপনারা যা খুঁজছিলেন সেটা তো মনে হয় পাননি?"

"না, ফাদার। আমরা উইলিয়াম ব্লেকের কবিতার একটা পঙক্তির খোঁজ করছি।"

" 'টাইগার টাইগার, বার্নিং ব্রাইট?" ফাদার বেনা বললেন, "ইন দ্য ফরেস্ট অ দি নাইট?' "

ফাদার বেনা যে ব্লেকের লেখা সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতার প্রথম পঙক্তিটা জানেন এটা শুনে অবাক হয়ে গেল ল্যাংডন, হাসি ফুটলো তার মুখে। এই কবিতাটায় জিজ্ঞেস করা হয়েছে, যে ঈশ্বর ভয়ংকর বাঘের সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি আবার নিরীহ ভেড়ার সৃষ্টিকর্তা?

"ফাদার বেনা?" অ্যাম্ব্রো ডাক দিলো বয়স্ক যাজককে, "আপনার কাছে ফোন বা ফ্ল্যাশলাইট হবে?"

"না, দুঃখিত। আন্তোনি সমাধির পাশ থেকে একটা প্রদী নিয়ে আসবো?"

"খুব ভালো হয় তাহলে," আন্তরিক স্বরে বলল অ্যাম্ব্রো।

দ্রুত পায়ে প্রদীপ আনতে গেলেন বেনা।

তিনি যাওয়ার সাথে সাথে ল্যাংডনের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল অ্যাম্ব্রো, "রবার্ট! এডমন্ড ছবিটার জন্যে এই পাতাটা খোলা রাখতে বলেনি!"

"মানে?" তার কথা মাথায় ঢুকলো না ল্যাংডনের। এখানে তো ছবিটা ছাড়া আর কিছুই নেই।

"ইচ্ছে করে কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে সে।"

"বুঝছি না আমি," ছবিটার দিকে তাকিয়ে বলল ল্যাংডন।

"এডমন্ড ১৬৩ নম্বর পৃষ্ঠা প্রদর্শন করতে বলেছে কারণ তেমনটা হলে ১৬২ নম্বর পৃষ্ঠাও খোলা থাকবে ডিসপ্লের ভেতরে!।"

ছবিটা থেকে বামে দৃষ্টি সরালো ল্যাংডন। আবছা আলোয় ঠিকমতো না বোঝা গেলেও এটুকু ধরতে পারলো যে, কয়েক লাইন লেখা শোভা পাচ্ছে সেখানে, পুরোটাই হাতে লেখা।

এ সময় প্রদীপটা হাতে নিয়ে ফিরে এসে সেটা অ্যাম্ব্রার হাতে দিলেন ফাদার বেনা। ওটা বইয়ের ওপর ধরলো সে। এবার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ল্যাংডন, কিন্তু যা দেখলো তাতে দম আটকে যাবার জোগাড় হলো ওর।

এই পৃষ্ঠায় ব্লেকের নিজ হাতে লেখা একটা খসড়ার প্রতিলিপি ছাপানো হয়েছে। মার্জিনের পাশে কিছু আঁকাঝোকাও রয়েছে। লেখাটা কোন কবিতার স্তবক বলে মনে হচ্ছে।

*

ফনসেকার এতক্ষণে ফিরে আসার কথা।

নিজের পকেটের ফোনটা যখন ভাইব্রেট করে উঠলো এজেন্ট ডিয়াজ ভাবলো, ফনসেকাই ফোন দিয়েছে হয়তো। কিন্তু স্মার্টফোনটা পকেট থেকে বের করে ডিসপ্লেতে যার নাম দেখলো সেটা আশা করেনি সে।

মনিকা মার্টিন।

গণসংযোগ বিভাগের কোঅর্ডিনেটরের তার সাথে কী কাজ থাকতে পারে

boighar.com

সেটা বোধগম্য হলো না তার। আর কোন কাজ যদি থেকেও থাকে তবে সরাসরি ফনসেকাকে ফোন দেয়ার কথা মনিকা মার্টিনের।

"হ্যালো," কলটা ধরে বলল সে, "ডিয়াজ বলছি।"

"এজেন্ট ডিয়াজ, আমি মনিকা মার্টিন। আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছেন একজন।"

কিছুক্ষণ পর একটা পরিচিত গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ওপাশ থেকে, "এজেন্ট ডিয়াজ, আমি কমান্ডার গারজা। মিস ভিদাল ঠিকঠাক আছেন নিশ্চয়ই?"

"জি, কমান্ডার," গারজার কণ্ঠস্বর শুনেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে ডিয়াজ, "একদম ঠিক আছেন মিস ভিদাল। আমি আর এজেন্ট ফনসেকা আছি তার সাথে। এখন আমরা–"

"ফোনে জায়গার নাম বলার দরকার নেই," গারজা বললেন, "মিস ভিদাল যদি ওখানে নিরাপদে থেকে থাকেন, তবে তাকে সেখানেই রাখার ব্যবস্থা করো। অন্য কোথাও যাবে না। এজেন্ট ফনসেকাকে ফোন দিয়েছিলাম একটু আগে, কিন্তু রিসিভ করেনি সে। ও আছে এখন তোমার সাথে?"

"এতক্ষণ ছিল, স্যার। কিন্তু একটা ফোন করার জন্যে–"

"অপেক্ষা করার মত সময় নেই আমার হাতে। প্রাসাদে বন্দি করা হয়েছে আমাকে। মিস মার্টিন অর ফোনটা ধার দিয়েছে বলে তোমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছি। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। অপহরণের ব্যাপারটা যে সাজানো সেটা নিশ্চয়ই জানা আছে তোমাদের। ব্যাপারটা ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিয়েছে মিস ভিদালকে।"

সেটা আমাদের চেয়ে ভালো আর কে জানে, মনে মনে বলল ডিয়াজ।

"আর আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে সেটাও মিথ্যে।"

"সেটা বুঝতে পেরেছিলাম স্যার, কিন্তু–"

"মিস মার্টিন এবং আমি ভাবার চেষ্টা করছি কিভাবে পরিস্থিতি সামাল দেয়া যায়। যতক্ষন পর্যন্ত চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছাই আমরা, স্পেনের ভবিষ্যৎ রাণির নিরাপত্তার পুরো দায়িত্ব তোমাদের। মনে থাকবে?"

"অবশ্যই, স্যার। কিন্তু কে আনুষ্ঠানিক বিবৃতিটা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন?"

"সেটা ফোনে তোমাকে বলতে পারছি না আমি। যা বললাম সেটা করো, মিস ভিদালকে বিপদ এবং গণমাধ্যম কর্মিদের থেকে দূরে রাখো। দরকার হলে মিস মার্টিন যোগাযোগ করবে তোমাদের সাথে।"

লাইন কেটে দেয়া হলো ওপাশ থেকে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ যা শুনলো সেটা নিয়ে ভাবার চেষ্টা করলো ডিয়াজ।

ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখার সময় ওর পেছন দিক থেকে একটা মৃদু শব্দ কানে আসলো তার। কাপড়ের সাথে কাপড়ের ঘষা লাগার শব্দ। তৎক্ষণাৎ ঘুরতে যাবে এই সময় সাঁড়াশির মত দুটো হাত চেপে বসলো তার ঘাড়ে। চেষ্টা করেও লৌহ কঠিন হাতটা ছাড়াতে পারলো না সে।

চিৎকার করার আগেই নিজের ঘাড় মটকানোর শব্দটা কানে আসলো ডিয়াজের।

এরপর সব অন্ধকার।

boighar.com

বইঘর.কম

অধ্যায় ৭১

কন্সপিরেসিনেট.কম

ব্রেকিং নিউজ

এখনও কিয়ার্শের আবিষ্কার জানার সুযোগ আছে আমাদের!

মাদ্রিদ প্রাসাদের গণসংযোগ বিভাগের প্রধান মনিকা মার্টিন আজ রাতে কিছুক্ষণ আগে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, স্পেনের হবু রাণী মিস অ্যাম্ব্রা ভিদালকে অপহরণ করে জিম্মি করে রেখেছে আমেরিকান প্রফেসর রবার্ট ল্যাংডন। প্রাসাদ থেকে স্থানীয়দের সাহায্য কামনা করা হয় অ্যাম্ব্রা ভিদালকে উদ্ধারের জন্যে।

আমাদের তথ্যদাতা, জনগণের প্রতিনিধি monte@iglesia.org নিচের বিবৃতিটা পাঠিয়েছে আমাদের ঠিকানা :

প্রাসাদ থেকে যা দাবি করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে–ইচ্ছে করে এমনটা করা হচ্ছে যাতে বার্সেলোনায় নিজের লক্ষ্যে পৌঁছুতে না পারেন রবার্ট ল্যাংডন (ভিদাল/ল্যাংডনের বিশ্বাস এখনও কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশন সবার জন্যে উন্মুক্ত করতে পারবেন তারা)। আর তারা যদি সফল হয় তাহলে যে কোন সময় শুরু হয়ে যেতে পারে প্রেজেন্টেশনের সম্প্রচার। তৈরি থাকুন সবাই।

অবিশ্বাস্য এই তথ্যটা এখান থেকেই প্রথম জানতে পারলেন আপনারা। ল্যাংডন এবং ভিদাল গুগেনহাইম থেকে পালিয়েছেন কারণ এডমন্ডের কিয়ার্শের অসমাপ্ত ঘোষণাটা শেষ করতে চান তারা। কিন্তু প্রাসাদ থেকে তাদের বাঁধা দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হচ্ছে। (এটাও কি ভালদেসপিনোর চাল? প্রিন্স হুলিয়ান কী করছেন এ ব্যাপারে?)

নতুন খবর পাওয়ামাত্র আপনাদের জানানো হবে। তৈরি থাকুন, আজ রাতেই হয়তো সম্প্রচারিত হবে এডমন্ড কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশন।

অধ্যায় ৭২

ওপেল সেডান গাড়িটা শহরতলি পেছনে ফেলে এসেছে কিছুক্ষণ আগে। সেটার পেছনের সিটে বসে বিশপ ভালদেসপিনোর এমন অদ্ভুত আচরণের কারণ খোঁজার চেষ্টা করছেন প্রিন্স হুলিয়ান।

কিছু একটা লুকাচ্ছেন ভালদেসপিনো।

সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরোনোর পর এক ঘন্টারও বেশি সময় পার হয়েছে ইতিমধ্যে–খুবই অদ্ভুত ঠেকেছিল ওর কাছে ব্যাপারটা, কিন্তু বিশপ ভালদেসপিনো এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন, যা করছেন সেটা ওর ভালোর জন্যেই।

তার ওপর ভরসা করতে বলেছিলেন।

হুলিয়ানের নিজের কোন চাচা না থাকলেও সেই অভাবটা পূরণ করে দিয়েছেন ভালদেসপিনো। ওর বাবার একদম ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে প্রাসাদে অবাধ যাতায়াত তার। কিন্তু এভাবে চোরের মতন পালিয়ে আসার প্রস্তাবটা শুরু থেকেই ওর মনে সন্দেহের উদ্রেক ঘটিয়েছিল। কিছু একটা সমস্যা তো আছেই–*আমাকে এভাবে সবার থেকে আলাদা করে ফেলা হচ্ছে। ফোন নেই সাথে, খবর শুনতে দেয়া হচ্ছে না আর আমি কোথায় যাচ্ছি এটাও কেউ জানে না।*

একটা মাটির তৈরি উঁচুনিচু রাস্তা দিয়ে চলছে এখন গাড়িটা। আর কিছুদূর গেলেই চোখে পড়বে ক্যাসিতা দেল প্রিন্সিপে'তে যাওয়ার রাস্তা। দু'পাশে সারি সারি গাছের বুক চিড়ে সামনে অগ্রসর হয়েছে ওটা।

খালি ম্যানশনটার কথা মনে হতেই একটা অজানা আশঙ্কা চেপে বসলো হুলিয়ানের মনে। কিন্তু এই আশঙ্কার উৎপত্তিস্থল কোথায়, সেটা তিনি নিজেও জানেন না। ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা তরুণ যাজকের কাঁধে হাত দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "গাড়িটা রাস্তার পাশে রাখো।"

অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন ভালদেসপিনো, "কিন্তু আমরা তো প্রায়–"

"আমি জানতে চাই, কী ঘটছে!" চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারলেন না হুলিয়ান। ছোট্ট গাড়িটার ভেতরে বড্ড বেশি জোরালো শোনালো তার রাগত কণ্ঠস্বর।

"প্রিন্স হুলিয়ান, আজ রাতটা সবার জন্যেই সমান খারাপ যাচ্ছে, কিন্তু আপনাকে অবশ্যই–"

boighar.com

“ভরসা রাখতে হবে আপনার ওপর?”

“হ্যাঁ।”

“গাড়ি থামান,” আবারও তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিলেন হুলিয়ান।

“না, থামিও না,” পালটা নির্দেশ দিলেন ভালদেসপিনো, “প্রিন্স হুলিয়ান, আমি ব্যাখ্যা–”

“গাড়ি থামান!” এবার চিৎকার করে উঠলেন প্রিন্স।

সাথে সাথে ব্রেক কষলো তরুণ যাজক।

“আমাদের কিছু ব্যক্তিগত কথা আছে, তুমি বাইরে অপেক্ষা করো,” হুলিয়ান বললেন।

দ্বিতীয়বার বলতে হলো না তরুণ যাজককে। দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে গেল সে। গাড়িতে এখন কেবল ভালদেসপিনো এবং প্রিন্স হুলিয়ান।

এই চাঁদের আলোতে বিশপের চেহারায় কিছুটা ভয়ের ছাপ দেখতে পেলেন হুলিয়ান।

“ভয় পাওয়াই উচিত আপনার,” নিজের কর্তৃত্বপরায়ণ কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেলেন হুলিয়ান। চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তার দিকে তাকালেন ভালদেসপিনো। আগে কখনও তার সাথে এভাবে কথা বলেননি যুবরাজ।

“আমি স্পেনের যুবরাজ,” হুলিয়ান বললেন। “আর আপনি কিনা আজ রাতে আমার নিরাপত্তাকর্মিদের থেকে দূরে নিয়ে এসেছেন আমাকে, ফোন রেখে আসতে বাধ্য করেছেন, এমনকি খবরও শুনতে দিচ্ছেন না। আমার হবু স্ত্রী এখন কেমন পরিস্থিতিতে আছে সেটা পর্যন্ত জানি না আমি।”

“আমি সত্যিই দুঃখিত...” ভালদেসপিনো বলা শুরু করলেন।

“শুধু দুঃখিত হলে চলবে না,” তার কথার মাঝেই বললেন হুলিয়ান। ভালদেসপিনোকে এভাবে নিচুস্বরে কথা বলতে দেখেননি আগে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন বিশপ। এরপর আঁধারের মাঝেই প্রিন্সের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আজ রাতে আমার সাথে যোগাযোগ করে বলা হয়–”

“কে যোগাযোগ করেছিল?!”

কিছুক্ষণ দ্বিধাবোধ করলেন ভালদেসপিনো। “আপনার বাবা। গোটা ঘটনায় খুবই বিচলিত তিনি।”

দু-দিন আগেও জারজুয়েলার প্রাসাদে গিয়ে বাবার সাথে দেখা করেছেন হুলিয়ান। তখন তো ভালো মেজাজেই ছিলেন তিনি। মানে শরীরের এমন অবস্থায় যতটা ভালো থাকা যায় আর কি।

“কেন বিচলিত তিনি?” জিজ্ঞেস করলেন যুবরাজ।

“আজকে রাতের...এডমন্ড কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশনটা দেখছিলেন আপনার বাবা।”

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল হুলিয়ানের। ওর বাবা দিনের অধিকাংশ সময় ঘুমিয়েই কাটান। আর এডমন্ড কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশনটা যখন শুরু হয়েছিল তখন জেগে থাকার কথা নয় তার। সবচেয়ে বড় কথা, স্পেনের রাজা নিজেই তার ঘরে কোন কম্পিউটার বাবা টেলিভিশন রাখতে মানা করেছিলেন, যাতে অবসর সময়টা বই পড়ে কাটাতে পারেন। সেখানকার সেবিকারাও নিশ্চয়ই তাকে ওরকম শরীর নিয়ে বাইরে কোথাও গিয়ে টেলিভিশন দেখার সুযোগ করে দেয়নি।

“আমার দোষ,” হঠাৎ বলে উঠলেন ভালদেসপিনো। “আমিই একটা ট্যাবলেট কম্পিউটার দিয়েছিলাম তাকে কয়েক সপ্তাহ আগে, যাতে একাকিত্বে না ভোগেন তিনি আর জানতে পারেন, কী হচ্ছে গোটা বিশ্বে। ইমেইল করাও শিখতে চেয়েছিলেন তিনি। ওটাতেই কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশনটা দেখেন আপনার বাবা।”

জীবনের একদম শেষ পর্যায়ে এসে এরকম একটা ক্যাথলিক বিরোধি প্রেজেন্টেশন তার বাবার মনে কেমন প্রভাব ফেলবে সেটা মনে হতেই অস্থির বোধ হতে লাগলো হুলিয়ানের। নিশ্চয়ই ঐ বিভৎস হত্যাকাণ্ডটারও সাক্ষি হতে হয়েছে তাকে। অথচ এই সময়গুলো দেশের জন্যে যা অর্জন করেছেন তিনি সেগুলো নিয়ে ভেবে কাটানোর কথা ছিল।

“আপনি বুঝতেই পারছেন নিশ্চয়ই,” নিজেকে সামলে নিয়েছেন ভালদেসপিনো, “পুরো ঘটনা নিয়ে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন তিনি। তবে তাকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দিয়েছে এডমন্ড কিয়ার্শের কথা বলার ধরণ এবং আপনার বাগদত্তার সেই প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারে সাহায্য করার বিষয়টি। স্পেনের ভবিষ্যৎ রাণীর এমন আচরণ আপনার এবং প্রাসাদের ভাবমূর্তির ওপরও প্রভাব ফেলবে বলে তার বিশ্বাস।”

“অ্যাম্ব্রা নিজের ইচ্ছেমত চলে, আর সেটা করার পূর্ণ অধিকার আছে তার। বাবাও এই কথা ভালোমতোই জানেন।”

“হতে পারে। কিন্তু আজ রাতে যখন ফোনে কথা হয়েছে তার সাথে তখন প্রচণ্ড রেগে ছিলেন তিনি। অনেক দিন এভাবে রাগতে দেখিনি তাকে। তৎক্ষণাৎ আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন আপনার বাবা।”

“তাহলে আমরা এখানে কেন?” সামনের রাস্তাটা দেখিয়ে জানতে চাইলেন হুলিয়ান। “তিনি তো জারজুয়েলায়।”

boighar.com

"না," গম্ভীর স্বরে বললেন ভালদেসপিনো, "ওখানকার লোকজনের সহায়তায় প্রস্তুত হয়ে হুইলচেয়ারে করে অন্য এক জায়গায় গিয়েছেন তিনি। যাতে সেখানে তার দেশের ইতিহাসের মধ্যে বসে শেষ দিনগুলো কাটাতে পারেন।"

এতক্ষণে সবকিছু পরিষ্কার হলো হুলিয়ানের কাছে।

লা কাসিতা'য় যাওয়ার জন্যে বের হয়নি তাহলে ওরা।

ভালদেসপিনোর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন হুলিয়ান। সেদিকে অনেক দূরে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা গম্বুজ। একটি বিশাল দালানের অংশ ওগুলো।

এল এসকোরিয়াল।

এখান থেকে এক মাইলেরও কম দূরত্বে অ্যাবান্টস পাহাড়ের দাঁড়িয়ে আছে দূর্গসম দালানটা। পুরো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধর্মিয় স্থাপনাগুলোর একটি এল এসকোরিয়াল। আট একরেরও বেশি জায়গার জুড়ে অবস্থিত গোটা এল এসকোরিয়াল কমপ্লেক্স। তার ভেতরে একটি উপাসনালয়, একটি ব্যাসিলিকা, একটি রাজপ্রাসাদ, একটি লাইব্রেরি আর হুলিয়ানের দেখা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কয়েকটি ডেথ চেম্বার।

রয়্যাল ক্রিপ্ট। রাজ সমাধিস্থল।

আট বছর বয়সে বাবার সাথে প্রথম এখানে এসেছিলেন হুলিয়ান। নিজে ঘুরে দেখিয়েছিলেন দ্য প্যান্থেওন দি ইনফান্তেস–যেখানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছে রাজ পরিবারের শিশুরা।

সেই ক্রিপ্টের সবচেয়ে অদ্ভুত সমাধিটার নাম 'বার্থডে কেক টম্ব'–বৃত্তাকার কেকের আদলে গড়া সাদা রঙের কবরটা ষাটজনেরও বেশি রাজশিশুদের শেষ আশ্রয়স্থল।

এই অদ্ভুত দর্শন সমাধিটা দেখে ছোট্ট হুলিয়ান ভয় পেলেও সেই ভয় কেটে যায় কয়েক মিনিট পর। যখন তার মা'র সমাধিস্থলের সামনে তাকে নিয়ে যায় বাবা। হুলিয়ান প্রথমে ভেবেছিলেন, তার মা'র সমাধিটা হবে

একদম রাজকীয়, বিশাল–একজন রাণীর ক্ষেত্রে যেমনটা হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। একটি পাথুরে রুমের একদম সাধারণ দর্শন বাক্সসদৃশ কবরের একটি কবরে মা'কে শুয়ে দেখতে দেখে অবাক হন তিনি। পরে তার বাবা তাকে বুঝিয়ে বলে, ওর মার দেহাবশেষ বর্তমানে যেখানে রাখা হয়েছে সেগুলোকে বলা হয় পুদ্রিদেরো বা ডিকেয়িং চেম্বার–রাজপরিবারের সব সদস্যদের ক্ষেত্রেই এমনটা করা হয়। এখান থেকে তিরিশ বছর পরে তাদের মৃতদেহের অবশেষ নিয়ে স্থাপন করা হবে মূল সমাধিক্ষেত্রে। খুব কষ্ট করে সেদিন চোখের পানি আটকিয়েছিলেন হুলিয়ান।

এরপর তার বাবা তাকে নিয়ে যায় একটি পাতাল সিঁড়ির সামনে। ঘুরতে ঘুরতে নিচের অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে খাড়া খাড়া ধাপগুলো। তবে এখানকার সিঁড়ি এবং দেয়ালগুলো সাদা রঙের নয় বরং পীত বর্ণের। গোটা ব্যাপারটাই রাজসিক ঠেকে হুলিয়ানের চোখে। প্রতি তিনধাপ পর পর জ্বলছে দামি মোমবাতি।

প্রাচীন আমলের দড়ির তৈরি রেলিং ধরে সাবধানে বাবার পেছন পেছন অন্ধকারের উদ্দেশ্যে নামতে থাকে হুলিয়ান। সিঁড়ির একদম নিচে এসে একটা কারুকাজ করা দরজা খুলে সরে দাঁড়ায় ওর বাবা। ভেতরে প্রবেশের ইঙ্গিত দেয় হুলিয়ানকে।

প্যান্থিওন অব কিংস, *রাজাদের সমাধিস্থল*–ওর বাবা বলেন সশ্রদ্ধ কণ্ঠে।

মাত্র আট বছর বয়স হলেও এই জায়গাটার নাম আগেই শুনেছিলেন হুলিয়ান। কিংবদন্তিদের শেষ আশ্রয়স্থল।

কাঁপা কাঁপা পায়ে চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে পা দেন হুলিয়ান। একটি আলোকজ্জ্বল ঘরে নিজেকে আবিষ্কার করেন। আটকোণা আকৃতির ঘরটার ছাদ থেকে ঝুলছে একটি দানবীয় ঝারবাতি। ধূপের গন্ধে ম ম করছিল চারপাশ। একদম মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ান হুলিয়ান। অবাক চোখে তাকান চারপাশে। কেমন যেন একটা বিষন্নতা বিরাজ করছিল ঘরটায়। নিজেকে হঠাৎই খুব ক্ষুদ্র প্রতীয়মান হয় তার।

আটটা দেয়ালেই নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত আলাদা আলাদা কুঠুরিতে রাখা কালো রঙের অনেকগুলো কফিন। প্রত্যেকটার গায়ে সোনালি রঙের নামফলক। আর এই নামগুলো হুলিয়ান পড়েছেন তার ইতিহাসের বইয়ে–রাজা ফার্ডিনান্ড–রাণী ইসাবেলা–সম্রাট পঞ্চম চার্লস, হলি রোমান এম্পায়ার।

এ সময় কাঁধে বাবার আন্তরিক হাতের স্পর্শ অনুভব করেন তিনি। একটা

boighar.com

ভীষণ রকম রুঢ় সত্য মেনে নিতে বাধ্য হন সেদিন, *একদিন আমার বাবার স্থানও হবে এখানে।*

কিছুক্ষণের নীরবতার মধ্যে কাটিয়ে পাতালপুরি থেকে একসাথে সিঁড়ি বেয়ে আলোর রাজ্যে উঠে আসে বাবা-ছেলে। বাইরে বের হবার পর আট বছরের হুলিয়ানের সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসেন তার বাবা।

চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন, "*মেমেন্তা মোরি।*" মৃত্যুর কথা মনে রাখবে সবসময়। এতদিন যে এত প্রতাপশালী রাজা-রাণীদের কথা শুনে এসেছো, তাদের শেষ পরিণতিটা দেখলে তো? মৃত্যুকে জয়ের জন্য কেবল একটি মাত্র উপায়ই আছে। নিজেকে নিয়ে যেতে হবে অনন্য উচ্চতায়, যেখানে একজন উদ্ভাসিত হবে আপন আলোকে। তোমার চোখ ঠিক তোমার মা'র মত। আর তার মত ভালো মানুষের দেখা খুব কমই পেয়েছি আমি জীবনে, তুমিও তেমনই হবে আশা করি। বিপদের সময় নিজের বিবেক যা বলে সেই সিদ্ধান্তটা নেবে সবসময়, কান পেতে শুনবে নিজের হৃদয়ের কথা।"

সেই দিনের পর আজ পর্যন্ত হুলিয়ান নিজেকে এই বলে ধিক্কার দেন যে গোটা জীবনে এমন কিছু করতে পারেননি তিনি, যাতে করে আপন আলোয় উদ্ভাসিত হবেন। লোকে এখনও তার বাবার পরিচয়েই চেনে তাকে, তার ছায়া থেকে বের হতে পারেননি হুলিয়ান।

আমাকে নিয়ে নিশ্চয়ই হতাশ তিনি।

বাবার দেয়া উপদেশটি জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে মনে রেখেছেন হুলিয়ান। নিজের হৃদয়ের কথা শুনেছেন। কিন্তু তার হৃদয় এমন এক স্পেনের কথা বলে যেটা কিনা তার বাবার স্পেন থেকে একদম ভিন্ন। নিজের দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে দেখা তার স্বপ্নগুলো এতটাই দুঃসাহসিক যে, তার বাবার মৃত্যুর আগে সেগুলোর কথা উচ্চারণও করা যাবে না। এমনকি রাজার মৃত্যুর পরেও তার নেয়া পদক্ষেপগুলো গ্রহণযোগ্য হবে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত নন তিনি। তাই অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না হুলিয়ানের হাতে।

কিন্তু তিন মাস আগে বদলে যায় সব সমীকরণ।

অ্যাম্ব্রো ভিদালের সাথে দেখা হয় আমার।

এই দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারি, প্রাণবন্ত স্বভাবের সুন্দরি পাল্টে দেয় তার জীবনের নক্সা। তার সাথে প্রথম সাক্ষাতের কয়েকদিনে মধ্যেই হুলিয়ান বুঝতে পারেন আট বছর বয়সে তার বাবার দেয়া উপদেশটার প্রকৃত অর্থ। *হৃদয় যা বলবে তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে...জীবনে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করবে তাহলে।* প্রেমে পড়ার এই অনুভূতি আগে কখনও অনুভব করেননি

তিনি। আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে তার। হয়তো মহৎ একটি জীবনের দিকে অবশেষে পা বাড়াতে যাচ্ছেন।

তবে এখন স্পেনের রাজকুমার যা অনুভব করছেন সেটা হচ্ছে একাকিত্ব। তার বাবা মৃত্যুশয্যায়, ভালোবাসার মানুষটা কথা বলছে না তার সাথে আর কিছুক্ষণ আগে খুব কাছে একজন মানুষ, যার পরামর্শ নির্দ্বিধায় মেনে নেন তার বাবা, বিশপ ভালদেসপিনোর সাথে খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছেন।

"প্রিন্স হুলিয়ান," তাকে শান্তস্বরে ডাক দিলেন বিশপ ভালদেসপিনো। "আমাদের যাওয়া উচিত এখন। আপনার বাবার শরীরটা বড্ড দূর্বল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছেন তিনি।"

আস্তে করে বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দিকে চোখ ফেরালেন হুলিয়ান, "আর কতটা সময় আছে তার কাছে?"

ভালদেসপিনোর কণ্ঠ শুনে মনে হলো খুব কষ্ট করে কান্না চাপার চেষ্টা করছেন তিনি। "আপনাকে এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করতে মানা করেছেন তিনি। তবুও বলাটা উচিত মনে করছি। খুব বেশি সময় নেই তার কাছে। আপনার কাছ থেকে চির বিদায় নিতে চান তিনি।"

"কোথায় যাচ্ছি এটা আমাকে আগে খুলে বলেননি কেন আপনি?" হুলিয়ান জিজ্ঞেস করলেন, "এত মিথ্যে আর গোপনীয়তার আশ্রয় কেন?"

"আমি দুঃখিত। আপনার বাবার কড়া নির্দেশ ছিল যাতে আপনাকে কিছু না বলে বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। যেন খবরটা না পান আপনি। সবার আগে নিজে আপনার সাথে কথা বলতে চান তিনি।"

"যেন কোন খবরটা না পাই?"

"সেটা আপনার বাবার মুখ থেকে শুনলেই ভালো হবে।"

দীর্ঘ একটা সময় বিশপের চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকলেন হুলিয়ান। "তার সাথে দেখা করার আগে একটা কথা জানতে চাই আমি। মানসিক অবস্থা ঠিক আছে তো বাবার?"

"এটা কেন জিজ্ঞেস করছেন?" অনিশ্চয়তার ছাপ ভালদেসপিনোর চোখে।

"কারণ তার আজ রাতের নেয়া সিদ্ধান্তগুলো অদ্ভুত এবং আবেগতাড়িত ঠেকছে আমার কাছে," জবাব দিলেন হুলিয়ান।

বিষন্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ভালদেসপিনো। "আবেগতাড়িত হোক আর যাই হোক, এখনও স্পেনের রাজা তিনি। তাকে শ্রদ্ধা করি আমি, তার আদেশ শিরোধার্য। প্রত্যেকেরই এমনটাই ভাবা উচিত।"

boighar.com

অধ্যায় ৭৩

ডিসপ্লে কেসটার পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে ভেতরের বইটার দিকে তাকিয়ে আছে রবার্ট ল্যাংডন এবং অ্যাম্ব্রা ভিদাল। প্রদীপের টিমটিমে আলোয় একটা ভুতুড়ে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। বেঞ্চগুলো ঠিক করে রাখার অজুহাতে তাদের একান্তে কাজ করতে দিয়ে সরে গেছেন ফাদার বেনা।

ছোট ছোট অক্ষরে লেখা কবিতার লাইনগুলো পড়তে অসুবিধে হচ্ছে ল্যাংডনের। কিন্তু কবিতার নামটা বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকায় সেটা বুঝতে কোন সমস্যা হলো না।

দ্য ফোর জোয়াস

নামটা দেখার সাথে সাথে খুশি হয়ে উঠলো ল্যাংডন। এই কবিতাটি ব্লেকের সবচেয়ে বিখ্যাত কাজগুলোর মধ্যে একটি। আশার বিষয় হচ্ছে গোটা কবিতাটিকেই একটি ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে। আকারে বেশ বড় কবিতাটি ন'টি অংশে বিভক্ত। ল্যাংডনের যতদূর মনে পড়ে ব্লেকের এই কবিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে ধর্মকে ছাপিয়ে বিজ্ঞানের রাজত্ব।

স্তবকগুলো পড়ার চেষ্টা করতে লাগলো ল্যাংডন। পুরো পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে দেখলো যে, মাঝ বরাবর এসে শেষ হয়েছে লেখা।

কবিতার শেষ পাতা এটা, বুঝতে পারলো সে।

খুব চেষ্টা করেও প্যাঁচানো লেখাগুলো পড়তে পারলো না প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে।

অ্যাম্ব্রা ইতোমধ্যে হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়েছে। ডিসপ্লে কেসের কাঁচটা থেকে বড়জোর এক ইঞ্চি দূরে হবে তার মুখ। দ্রুত পুরো কবিতার ওপর চোখ বোলালো সে। একটা পঙক্তি জোরে জোরে পড়ে শোনালো ল্যাংডনকে, "'And Man walks forth from midst of the fires, the evil is all consum'd'," এটুকু বলে ল্যাংডনের দিকে তাকালো সে, "শেষ লাইনটুকু দিয়ে কী বোঝানো হচ্ছে?"

"হয়তো নিজের অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মতনই এমন একটা ভবিষ্যতের কথা উল্লেখ করেছে যেখানে ধর্ম হবে সকল প্রকার কুসংস্কার থেকে মুক্ত," কিছুক্ষণ ভেবে জবাব দিলো ল্যাংডন।

"এডমন্ড বলেছিল, ওর পছন্দের কবিতাটা এমন একটি ভবিষ্যৎবাণী যেটা

সত্য হলে খুশি হবে সে," আশান্বিত স্বরে বলল অ্যামব্রা।

"বেশ, তাহলে তো এই কবিতাটা এডমন্ডের চিন্তাভাবনার ধরণের সাথে ভালো মানাবে। কয়টা অক্ষর আছে এই পংক্তিতে?"

"পঞ্চাশটার বেশি," গোণার পর মাথা দুলিয়ে বলল অ্যামব্রা। আবার কবিতাটা পড়া শুরু করলো সে। কিছুক্ষণ পর বলল, "এটা কেমন? 'The Expanding eyes of Man behold the depths of wondrous worlds।"

"হতে পারে," বলল ল্যাংডন। *যতই দিন যাবে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়তে থাকবে, চেনা পৃথিবীকে অচেনা আলোয় আবিষ্কার করবে তারা।*

"নাহ, হবে না। এটাতেও বেশি অক্ষর," বলল অ্যামব্রা। "পড়তে থাকি।"

সে আবারো কবিতাটা পড়তে শুরু করলে তার পেছনে পায়চারি শুরু করলো ল্যাংডন। যে পঙক্তিগুলো তাকে পড়ে শুনিয়েছে অ্যামব্রা সেগুলো পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে ওকে। বিশেষ করে প্রিন্সটনে পড়াকালীন 'বৃটিশ লিটারেচার' ক্লাসের কথা।

দুর্দান্ত স্মৃতিশক্তির কারণে এখনও সবকিছু একদম পরিষ্কার মনে আছে তার। সেদিন ব্লেকের এই কবিতাটা পড়ানো শেষ করে ছাত্রদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রফেসর জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমরা কি বেছে নেবে? বিজ্ঞানহীন জগত নাকি ধর্মহীন জগত?" এরপরেই ওদের জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে বলেন তিনি, "ব্লেক কিন্তু একটাকে বেছে নিয়েছিলেন, সেটা তার কবিতার শেষ লাইনটা পড়লেই বোঝা যাচ্ছে। সেই পঙক্তিতে ভবিষ্যৎকে কেমন দেখতে চান তিনি, সেটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন।"

দ্রুত অ্যামব্রার দিকে এগিয়ে গেল ল্যাংডন। কবিতার শেষে কী লেখা আছে সেটা মনে পড়েছে তার।

"অ্যামব্রা, একদম শেষ লাইনটা পড়ুন তো।"

বিনা বাক্যব্যয়ে ঠিক তেমনটাই করলো অ্যামব্রা। পড়া শেষ করে চোখ বড় বড় করে তাকালো তার দিকে।

ল্যাংডন নিজেও হাঁটুগেঁড়ে বসে পড়লো তার পাশে। যেহেতু কবিতার শেষ পঙক্তিটা মনে পড়েছে গিয়েছে তার, তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতের লেখাগুলো পড়তে অসুবিধে হলো না :

The dark religions are departed & sweet science reigns.

"'The dark religions are departed,'" জোরে জোরে পড়লো

boighar.com

অ্যাম্ব্রা, "'And sweet science reigns.'"

পঙক্তিটা শুধু নিছক কোন ভবিষ্যৎবাণীই নয় বরং আজ রাতের এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনটার সারমর্মও বলা যায়।

বিজ্ঞানের জয়জয়কার হবে ভবিষ্যতে। বিজ্ঞানই রাজত্ব করবে।

অ্যাম্ব্রা গোণা শুরু করলো যে কয়টা অক্ষর আছে পঙক্তিটায়। কিন্তু তার কোন দরকার নেই, ল্যাংডন জানে, যা খুঁজছিলো সেটা পেয়ে গেছে ওরা। মনে মনে কিভাবে উইনস্টনের কাছে পৌঁছুতে হবে সেটা নিয়ে ভাবা শুরু করে দিয়েছে। তবে সেটার জন্যে অ্যাম্ব্রার সাথে একান্তে কিছু কথা বলতে হবে তাকে।

ফাদার বেনার দিকে ঘুরলো ল্যাংডন, ওদের দিকে কেবলই হেঁটে আসছিলেন বয়স্ক ভদ্রলোক। "ফাদার?" বলল ও, "আপনি কি দয়া করে উপরে গিয়ে গার্ডিয়া রিয়েলের দুই এজেন্টকে হেলিকপ্টারটা ডেকে পাঠানোর কথা বলতে পারবেন? আমাদের কাজ প্রায় শেষের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা হয়ে যাবো এখান থেকে।"

"অবশ্যই," বলে সিঁড়ির দিকে রওনা হয়ে গেলেন বেনা, "আশা করি যা খুঁজছিলেন তা পেয়েছেন। খুব শিগ্রই দেখা হচ্ছে ওপরে।"

বয়স্ক যাজক ওপরে অদৃশ্য হয়ে যাবার সাথে সাথে ল্যাংডনের দিকে তাকিয়ে অ্যাম্ব্রা বলল, "একটা অক্ষর কম এটায়। ছেচল্লিশটা, সাতচল্লিশটা নয়।"

"কি?" তার দিকে হেঁটে গেল ল্যাংডন। চোখ কুঁচকে হাতে লেখা পঙক্তিটা পড়লো আবার, "The dark religions are departed & sweet science reigns।" আসলেই ছেচল্লিশটা অক্ষর। চিন্তায় পড়ে গেল সে। "আপনি নিশ্চিত, এডমন্ড সাতচল্লিশটা অক্ষরের কথাই বলেছিলো?"

"একদম।"

আবারো পঙক্তিটা পড়লো ল্যাংডন। *এটা ছাড়া অন্য কোনটা হতে পারে না। কিছু একটা ভুল হচ্ছে, কিন্তু কি?*

সময় নিয়ে প্রতিটা অক্ষর আলাদা আলাদাভাবে দেখলো ল্যাংডন। হাল ছেড়ে দেবে এমন সময় ব্যাপারটা ধরতে পারলো সে।

...& sweet science reigns

"অ্যাম্পারস্যান্ড," বলল ল্যাংডন, "মানে and-এর বদলে যে চিহ্নটা ব্যবহার করেছেন ব্লেক।"

বিস্মিত চোখে ল্যাংডনের দিকে তাকিয়ে অ্যাম্ব্রা বলল, "রবার্ট, and

হলেও কিন্তু লাভ হচ্ছে না আমাদের, তখন একটা অক্ষর বেশি হয়ে যাচ্ছে, আটচল্লিশটা।”

না, ল্যাংডন ভাবলো, *এটা হচ্ছে সংকেতের ভেতরে সংকেত।*

এডমন্ডের চালাকিটা ধরতে পেরে অবাক না হয়ে পারলো না ল্যাংডন। একটা টাইপোগ্রাফিক কৌশলকে পাসওয়ার্ডের গোপনীয়তা রক্ষার্থে ব্যবহার করেছে সে। যদি কেউ বের করেও ফেলে তার পছন্দের পঙক্তিটা, তবুও সমস্যা হবে তাদের। অ্যাম্পারস্যান্ড সংকেতের কথা তাহলে মনে ছিল এডমন্ডের।

সিম্বলজির ক্লাসের একদম শুরুতেই এই সংকেত সম্পর্কে পড়ায় ল্যাংডন। সংকেতটা প্রকৃতপক্ষে একটি লোগোগ্রাম। দুটি অক্ষরকে প্রতিস্থাপন করে সংকেতটা। অনেকের ধারণা যে and-এর বদলে ব্যবহৃত হয় এটা, কিন্তু সেই ধারণা ভুল। প্রকৃতপক্ষে এটা আসলে ল্যাটি et. শব্দটার প্রতিস্থাপন। ইংরেজি E এবং T অক্ষরের মিশেলে গঠিত হয়েছে। কেউ যদি এমএস ওয়ার্ডে Trebuchet MS ফন্ট ব্যবহার করে তাহলে পরিষ্কার বুঝতে পারবে সেটা। কারণ এই ফন্টের অ্যাম্পারস্যান্ড সংকেতটা ল্যাটিন উৎপত্তির কথা মাথায় রেখে বানানো হয়েছে–

ল্যাংডনের মনে আছে, এডমন্ডদের ক্লাসে সে এটা পড়ানোর কয়েকদিন পর একটা টিশার্ট পরে ক্লাসি হাজির হয়েছিল ছেলেটা। সেখানে লেখা ছিল, অ্যাম্পারস্যান্ড ফোন হোম! ল্যাংডনের বুঝতে অসুবিধে হয়নি, কথাটা দিয়ে স্পিয়েলবার্গের বিখ্যাত সিনেমা ইটি'র ভিনগ্রহের প্রাণীটার তার নিজ গ্রহে ফিরে যাবার ব্যাপারটা ইঙ্গিত করছিল সে। *ইটি ফোন হোম*–সংলাপটি খুবই বিখ্যাত।

এবারে সাতচল্লিশ অক্ষরের পাসওয়ার্ডটা একদম মিলে গেছে।

Thedarkreligionsaredepartedetsweetsciencereigns

অ্যাম্ব্রাকে নিজের উপলব্ধির কথাটা খুলে বলল সে দ্রুত। বোঝালো, এডমন্ড তার পাসওয়ার্ডের গোপনীয়তা রক্ষার জন্যেই এমনটা করেছে।

চওড়া হাসি ফুটলো অ্যাম্ব্রার মুখে। “এডমন্ড যে বড় মাপের আঁতেল, সে ব্যাপারে কখনই সন্দেহ হয়নি আমার।”

তার কথাটা শুনে না হেসে পারলো না ল্যাংডনও।

“পাসওয়ার্ডটা তো আপনার জন্যে পেয়ে গেলাম আমরা,” কৃতজ্ঞচিত্তে বলল অ্যাম্ব্রা। “ইশ! তখন যদি ফোনটা না হারাতাম! তাহলে এখনই এডমন্ডের আবিষ্কারটা সবার জন্যে উন্মুক্ত করে দিতে পারতাম আমরা।”

boighar.com

"আপনি তো আর ইচ্ছে করে হারাননি," তাকে আশ্বস্ত করার জন্যে বলল ল্যাংডন, "আর আমি তো বলেছিই, উইনস্টনের কাছে কিভাবে যেতে হবে সেটা জানা আছে আমার।"

আশা করি আমার ধারণাটা ঠিক, মনে মনে বলল ল্যাংডন।

হেলিকপ্টার থেকে দেখা গোটা বার্সেলোনার চিত্রটা আবারো চোখের সামনে ভেসে উঠলো তার। ঠিক এই সময়ে সমাধিক্ষেত্রের নীরবতা চিড়ে ওপর থেকে ভেসে এলো ফাদার বেনার চিৎকার।

ওদের নাম ধরে তারস্বরে ডাকছেন তিনি!

অধ্যায় ৭৪

"মিস ভিদাল! প্রফেসর ল্যাংডন! ওপরে আসুন জলদি!"

ফাদার বেনার এই চিৎকার শুনে যত দ্রুত সম্ভব সিঁড়ি ডিঙিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো ওরা দু-জন। অবশেষে যখন পৌঁছুলো, ল্যাংডনের খেয়াল হলো, পুরো উপাসনালয় অন্ধকারের চাদরে আচ্ছন্ন।

কিছুই দেখা যাচ্ছে না!

কিছুক্ষণ পর খানিকটা সয়ে আসলো অন্ধকার। বুঝতে পারলো, তার পাশে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে অ্যাম্রা।

"এখানে!" ফাদার বেনা ডাক দিলেন ওদের।

শব্দ অনুসরণ করে সেদিকে হাঁটতে লাগলো ওরা। নিচের সমাধিকক্ষ থেকে আগত মৃদু আলোতে বৃদ্ধ যাজকের অবয়বটা বোঝা যাচ্ছে কোনমতে। হাঁটুতে ভর দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা একজনের দেহের পাশে বসে আছেন তিনি।

মুহূর্তের মধ্যে তার পাশে গিয়ে বসে পড়লো ওরা। যা দেখলো তাতে পেটে মোচড় দিয়ে উঠলো ল্যাংডনের। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দেহটা এজেন্ট ডিয়াজের। তবে তার মাথাটা বর্তমানে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে ক্যাথেড্রালের ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে নিষ্পলক দৃষ্টিতে। ফাদার বেনা কেন ওভাবে আতঙ্কিত স্বরে ডাকছিলেন বুঝতে পারছে এবার।

ভয়ের শীতল একটা স্রোত নেমে গেল ল্যাংডনের শিরদাঁড়া বরাবর। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশে তাকালো সে। কারো নড়াচড়া দেখা যায় কিনা বোঝার চেষ্টা করলো।

"ওনার বন্দুকটা বেল্ট থেকে খুলে নেয়া হয়েছে," ভয়ার্ত স্বরে বলল অ্যাম্রা। "এজেন্ট ফনসেকা?!" ডাক দিলো সে।

এ সময় অন্ধকারের মধ্যেই ক্যাথেড্রালের একপাশ থেকে ধস্তাধস্তির শব্দ কানে আসলো ওদের। এরপর প্রচণ্ড শব্দে গর্জে উঠলো একটা বন্দুক। খুব কাছেই চালানো হয়েছে গুলি। ল্যাংডন, অ্যাম্রা এবং ফাদার বেনা পেছন দিকে সরে গেল সাবধানে। একটা যন্ত্রনাকাতর কণ্ঠস্বর কানে এলো ওদের, "ও *কোর্‌রে!"* পালান!

দ্বিতীয়বারের মত গর্জে উঠলো বন্দুক। 'থপ' করে ভারি কিছু মেঝেতে পড়ার শব্দ শুনতে পেলো ওরা। বুঝতে বাকি থাকলো না কিসের শব্দ।

boighar.com

অ্যাম্ব্রার হাত ধরে ইতিমধ্যে চার্চের কোণার দেয়ালের দিকে দৌড় দিয়েছে ল্যাংডন। তাদের ঠিক পেছনেই আছেন ফাদার বেনা। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঠাণ্ডা দেয়ালের নিকষ ছায়ার আড়ালে আশ্রয় নিলো ওরা।

অন্ধকারের মধ্যেই পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করলো ল্যাংডন।

এজেন্ট ডিয়াজ এবং ফনসেকাকে হত্যা করা হয়েছে! অন্ধকারে লুকিয়ে আছে কেউ। কিন্তু কে? কি চায় সে?

সত্যটা অনুধাবন করতে বেশি কষ্ট করতে হলো না ল্যাংডনকে। নিশ্চয়ই এখানে দু-জন রয়্যাল গার্ডকে হত্যা করতে আসেনি ঘাতক। তার মূল লক্ষ্য ল্যাংডন এবং অ্যাম্ব্রা।

কেউ এখনও এডমন্ডের আবিষ্কার চিরদিনের মত মুছে ফেলতে চাইছে।

এ সময় একটা উজ্জ্বল ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠলো চার্চের মাঝখানে। সব দিকে আলো ফেলে ওদের খুঁজতে লাগলো ওটার মালিক। কিছুক্ষণের মধ্যেই যে ওদের অবস্থান জেনে যাবে সে, তা বুঝতে অসুবিধে হলো না ল্যাংডনের।

"এদিকে," ফিসফিস করে বলে অ্যাম্ব্রার হাত ধরে দেয়ালের বিপরীত দিকে নিয়ে যেতে থাকলেন ফাদার বেনা। তাদের পিছু নিলো ল্যাংডন। আলোটা আরেকটু হলে সরাসরি ওদের গায়ের ওপর এসে পড়তো। ফাদার বেনা এবং অ্যাম্ব্রা হঠাৎ করে ডানে একটা ফাঁকা জায়গায় ঢুকে গেলে তাদের অনুসরণ করলো ল্যাংডন, কিন্তু সাথে সাথে হোঁচট খেতে হলো তাকে। একটা সিঁড়িঘর এটা। অ্যাম্ব্রা এবং ফাদার বেনা ওপরে উঠে যাচ্ছেন। সামলে নিয়ে তাদের পেছন পেছন উঠতে লাগলো সে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো আলো এসে পড়েছে সিঁড়ির একদম নিচের ধাপে। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হতে লাগলো আলোটা।

এদিকেই আসছে লোকটা!

যতটা কম শব্দ করে সম্ভব উপরে উঠে যাচ্ছে ফাদার বেনা এবং অ্যাম্ব্রা। ঘুরে ওপরের সিঁড়িতে পা রাখতে গিয়ে একটা দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেলো ল্যাংডন। বুঝতে পারলো, সোজা নয়, পেঁচিয়ে উপরে উঠে গেছে সিঁড়িটা। দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলো সে। কোথায় আছে এখন সেটা বুঝতে পেরেছে।

সাগ্রাদা ফামিলিয়ার বিপজ্জনক প্যাঁচানো সিঁড়িতে আছে এখন ওরা।

ওপরের দিকে তাকালে একটা আবছা আলো চোখে পড়লো ল্যাংডনের। সেই আলোতে দেখলো, একদম সংকীর্ণ সিঁড়িগুলো পেঁচিয়ে উঠে গেছে অনেকদূর অবধি। বদ্ধ জায়গায় হঠাৎই পা কাঁপতে শুরু করলো তার। বরাবরই ক্লস্ট্রোফোবিক সে।

ওপরে ওঠো! নিজেকেই তাড়া লাগালো সে। কিন্তু পায়ের মাংসপেশিগুলো যেন জমে গেছে।

এসময় নিচ থেকে কারো পায়ের আওয়াজ কানে আসলো ওর। জোর করে যতদ্রুত সম্ভব দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে প্যাঁচানো সিড়িগুলো ডিঙিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো ল্যাংডন। যত উপরে উঠছে অন্ধকার কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। এ সময় দেয়ালের গায়ে একটা খালি জায়গা পেরোলো সে। সেই ফাঁক দিয়ে বার্সেলোনা শহরের জ্বলতে থাকা আলো এসে পড়লো ওর গায়ে। ঠাণ্ডা বাতাস প্রায় কাঁপুনি ধরিয়ে দিলো। সময় নষ্ট না করে আগের চেয়ে দ্রুত ওপরে উঠতে শুরু করলো ল্যাংডন।

আবারো নিচ থেকে পদশব্দ শুনতে পেলো। চক্রাকার সিঁড়ির মাঝের ফাঁকা অংশ বরাবর নিচ থেকে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ধরলো কেউ। দেয়ালের সাথে প্রায় সেঁটে গেল। কিছুক্ষণ পরেই আবার ওপরে উঠতে শুরু করলো ফ্ল্যাশলাইটের মালিক, আগের চেয়ে দ্রুত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফাদার বেনা এবং অ্যাম্ব্রার কাছে পৌঁছে গেল সে। দু'জনেই হাঁপাচ্ছে প্রচণ্ড। সাবধানে সিঁড়ির কোণায় গিয়ে চক্রাকার ফাঁকা অংশটা দিয়ে একবারের জন্যে নিচে উঁকি দিলো ল্যাংডন, সাথে সাথে মাথা ঘুরে উঠলো তার। কোন সুরক্ষা বেষ্টনি নেই সিঁড়ির এই পাশটায়। একবার পা হড়কালে একদম প্রপাত ধরণীতল।

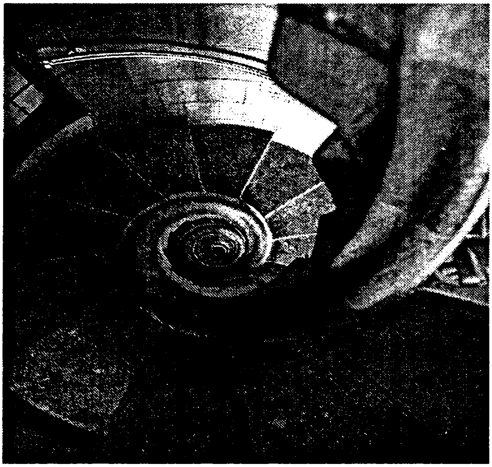

ওপরের দিকে তাকালো ল্যাংডন। ওর জানামতে চারশ'রও বেশি ধাপ রয়েছে এই সিঁড়িতে। সেটা যদি সত্যি হয়, তবে কোনভাবেই নিচের লোকটা ওদের ধরে ফেলার আগে ওপরে পৌঁছানো সম্ভব হবে না।

"আপনারা দু'জন উঠে যান!" ফাদার বেনা বললেন শ্বাস নেয়ার ফাঁকে।

"না! একসাথেই উঠবো আমরা," অ্যাম্ব্রা বলল। বৃদ্ধ যাজককে সাহায্য করার জন্যে গতি কমিয়ে দিলো সে।

অ্যাম্ব্রার আচরণে মুগ্ধ হলেও ল্যাংডন ভালোমতোই জানে, সিঁড়ি বেয়ে এভাবে ওপরে উঠতে থাকার পরিণত হচ্ছে মৃত্যু। এক না এক সময় পেছন থেকে গুলি চালাবেই আততায়ী। বিপদে পড়লে যে কোন প্রাণীর কাছে দুটো উপায় থাকে। হয় লড়াই করতে হবে, নাহলে পালাতে হবে। এক্ষেত্রে পালানোটা সম্ভব নয়।

অ্যাম্ব্রা এবং ফাদারকে ওপরে উঠতে দিয়ে যে সিঁড়িতে ছিল সেখানেই থেমে গেল ল্যাংডন। দেয়ালের সাথে গা ঘেষে নিচু হয়ে ঝুঁকে অপেক্ষা করতে লাগলো আধো-অন্ধকারে। ফ্ল্যাশলাইটের আলো উজ্জ্বল হচ্ছে ক্রমান্বয়ে। এরপর হঠাৎ করেই তার দৃষ্টিগোচর হলো আততায়ী। এক হাতে ফ্ল্যাশলাইট এবং অন্য হাতে বন্দুক ধরে রেখেছে সে।

চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে শূন্যে লাফ দিলো ল্যাংডন। লোকটা ওর দিকে বন্দুক তাক করার আগেই গোড়ালি দিয়ে আঘাত হানলো তার বুকে। ছিটকে পেছনের দিকে পড়ে যেতে লাগলো আততায়ী।

এরপরের কয়েক সেকেন্ডে কী হলো তা বুঝে উঠতে পারলো না ল্যাংডন।

পাথুরে সিঁড়ির ওপর আছড়ে পড়লো সে। প্রচণ্ড ব্যথার একটা অনুভূতি পা বেয়ে উঠে গেল ওপরে। তার কয়েক সিঁড়ি নিচে গিয়ে পড়েছে আততায়ী। তার হাতের ফ্ল্যাশলাইটটা গড়াতে গড়াতে আরও নিচে চলে গেল। তবে সেটার আলোয় একবারের জন্যে আক্রমনকারী আর ওর থেকে সমান দূরত্বে একটা ধাতব জিনিস পড়ে থাকতে দেখলো ল্যাংডন।

অস্ত্রটা।

দু-জনেই একই সময়ে ঝাঁপ দিলো ওটা নেয়ার জন্যে, কিন্তু ল্যাংডন ওপরে থাকায় সে-ই আগে পৌঁছে গেল বন্দুকটার কাছে। সেটা হাতে তুলে নিয়ে তাক করলো আক্রমনকারীর দিকে। জায়গাতেই থেমে গেল লোকটা। তাকিয়ে আছে বন্দুকের ব্যারেলের দিকে।

ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় লোকটার চেহারা দেখতে পেলো ল্যাংডন। ধবধবে সাদা প্যান্টটাও চোখ এড়ালো না। সাথে সাথে তাকে চিনে ফেললো সে।

গুগেনহাইমের সেই নেভি অফিসার!

লোকটার কপালের বরাবর বন্দুক তাক্ করে ট্রিগারে হাত রাখলো ল্যাংডন। "আমার বন্ধু এডমন্ড কিয়ার্শকে হত্যা করেছেন আপনি!"

"ওটা তার প্রাপ্য ছিল। আমার পুরো পরিবারকে হত্যা করেছে আপনার বন্ধু," ঠাণ্ডা স্বরে বলল লোকটা।

অধ্যায় ৭৫

পাঁজরের প্রচণ্ড ব্যথা সত্ত্বেও খুব কষ্ট করে চেহারা স্বাভাবিক রেখেছে আভিলা।

ক'টা হাড় ভেঙেছে কে জানে! হারভার্ডের এক প্রফেসরের কাছ থেকে আর যা-ই হোক এরকম অতর্কিত আক্রমণ আশা করেনি সে। প্রতিটা শ্বাস নিতে বেগ পেতে হচ্ছে তাকে। কিছুটা ওপর থেকে ওর কপাল বরাবর পিস্তলটা তাক করে রেখেছে রবার্ট ল্যাংডন।

সামরিক বাহিনীতে থাকাকালীন বেশ কয়েকবার এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে আভিলাকে, তাই ভালমতোই জানে, কী করতে হয় এরকম বিপদের সময়। শত্রুর প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। যাচাই করতে হবে সম্ভাব্য পরিণতিগুলো।

খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থানে নেই আভিলা। শত্রুর হাতে বন্দুক এবং তার থেকে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সে। তবে ল্যাংডন যেভাবে ধরে আছে বন্দুক তাতে মনে হচ্ছে না, এ ব্যাপারে খুব বেশি পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে তার।

আমাকে গুলি করার ইচ্ছে নেই তার, মনে মনে ভাবলো আভিলা। বন্দুক তাক করে রেখে সিকিউরিটি গার্ডদের আশা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সে।

চার্চের বাইরে থেকে আগত শোরগোলের আওয়াজ শুনে বোঝা যাচ্ছে, গুলির শব্দ কানে গিয়েছে সাগ্রাদা ফামিলিয়ার সিকিউরিটি গার্ডদের।

যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।

দুই হাত কাঁধের ওপরে তুলে রেখে হাঁটু গেঁড়ে বসলো আভিলা।

ল্যাংডনকে এমনটা ভাবতে বাধ্য করতে হবে যেন তার মনে হয় পুরো পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রনে আছে।

সিঁড়িতে কয়েক ধাপ গড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও কোমরের পেছনে বেল্টের সাথে আটকানো বস্তুটার উপস্থিতি অনুভব করতে পারছে আভিলা। একটা সিরামিকের পিস্তল–যেটার সাহায্যে গুগেনহাইমে কিয়ার্শকে হত্যা করেছে সে। শেষ বুলেটটা পিস্তলে এখনও রয়ে গেছে, সেটা ব্যবহারের দরকার পড়েনি তার। সাগ্রাদা ফামিলিয়ার ভেতরে প্রবেশের পর একজন রয়্যাল গার্ডকে নিঃশব্দে হত্যা করে তার কাছ থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে সেটা দিয়েই অপরজনকে হত্যা করে সে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখন সেই বন্দুকটাই শোভা পাচ্ছে ল্যাংডনের হাতে। *সেফটি ক্লাচটা বন্ধ করে দিলেই ভালো হতো, ল্যাংডন নিশ্চয়ই বন্দুকের ব্যাপারে বেশি কিছু জানে না।*

boighar.com

আভিলা একবার ভাবলো কোমর থেকে সিরামিকের বন্দুকটা বের করে নিয়ে সেটা দিয়ে আক্রমন করবে ল্যাংডনকে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তার গুলি খাওয়া এবং না খাওয়ার সম্ভাবনা অর্ধেক অর্ধেক। অনভিজ্ঞ বন্দুক চালকদের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে ভুলবশত গুলি বের হয়ে গিয়েছে।

যদি দ্রুত বন্দুকটা বের করে আনতে পারতাম...

গার্ডদের গলার আওয়াজ আগের চেয়ে পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। এখন যদি তাকে আটক করে গার্ডরা তবে তার হাতের তালুতে আঁকা 'ভিক্টর' ট্যাটুটা দেখে নিশ্চয়ই ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। অন্তত রিজেন্ট এমনটাই বলেছিলেন। কিন্তু দু'জন রয়্যাল গার্ডের এজেন্টকে খুন করার পরেও সেটা কতটা কার্যকর হবে সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে আভিলার।

একটা গুরুত্বপূর্ণ মিশন নিয়ে এখানে এসেছি আমি, নিজেকে শোনালো আভিলা, *যেভাবেই হোক সেটা পূরণ করতে হবে আমাকে। ল্যাংডন এবং অ্যাম্ব্রা ভিদালকে সরিয়ে দিতে হবে পৃথিবী থেকে।*

রিজেন্ট তাকে বলেছিলেন চার্চের পূর্ব দিকে সার্ভিস গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে, কিন্তু সেদিকে পুলিশি পাহাড়া থাকায় নিরাপত্তা বেষ্টনি ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকেছে সে। অর্থাৎ সবসময় যে রিজেন্টের কথানুযায়ী সব করতে হবে এমন নয়। পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে তাকে।

"আপনি যে বললেন এডমন্ড কিয়ার্শ আপনার পুরো পরিবারকে হত্যা করেছে–অভিযোগটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আর যাই হোক, খুনি ছিল না এডমন্ড।"

ঠিক বলেছেন। খুনির চেয়েও খারাপ।

কিয়ার্শের চরিত্রের এই অন্ধকার দিকটার কথা কয়েকদিন আগে রিজেন্টের কাছ থেকে ফোনে জেনেছিল আভিলা। "পোপ চান, বিখ্যাত ফিউচারিস্ট এডমন্ড কিয়ার্শকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন আপনি" রিজেন্ট বলেছিলেন ওকে, "আপনার জন্যে যে এটা একটা ব্যক্তিগত মিশন হতে যাচ্ছে সেটা জানা আছে তার।"

কিন্তু আমি কেন? জানতে চেয়েছিল আভিলা।

"অ্যাডমিরাল," রিজেন্টের খসখসে কণ্ঠস্বরটা কখনও ভুলবে না আভিলা, "আপনাকে দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, এডমন্ড কিয়ার্শই ক্যাথেড্রালে বোমা বিস্ফোরণের মূল হোতা। যে বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছে আপনার পরিবারের সবাই।"

"আপনি আগে সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিলেন, অ্যাডমিরাল," তাকে

ব্যাখ্যা করে বলেন রিজেন্ট, "তাই এটা আপনি ভালো করেই জানেন যে সাধারণ সৈনিকেরা আদেশ অনুযায়ি কাজ করে কেবলমাত্র। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা থেকে যায় পর্দার আড়ালে।"

কথাটা যে সত্য সেটা জানতো আভিলা।

"সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যারা আদেশ পালন করে তাদের কেউই মূল অপরাধি না। বরং বিভিন্ন নেতারা এসব করতে বাধ্য করে তাদের। ভুল বার্তা দিয়ে মগজ ধোলাই করা হয়। কেবলমাত্র একজন ধূর্ত ব্যক্তির পক্ষেই অনেককে ভুল পথে পরিচালিত করা সম্ভব, যদি অশুভ শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় সে।"

সহমত প্রকাশ করে আভিলা।

"প্রকৃত খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে পুরো পৃথিবী জুড়ে," রিজেন্ট বলেন, "আর এই আক্রমনের পেছনে যারা আছে তাদের একজন হচ্ছে এডমন্ড কিয়ার্শ।"

রিজেন্টের এই কথাটা শুনে আভিলার মনে হয়েছিল, হয়তো একটু বাড়িয়েই বলছেন তিনি। এডমন্ড কিয়ার্শ খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বললেও কখনও তাদের হত্যা করার ব্যাপারে কিছু বলেনি।

"আপনি আপত্তি করার আগে জানিয়ে রাখি," যেন ওর সন্দেহটা ফোনের ওপাশ থেকেই ধরতে পেরেছিলেন রিজেন্ট, "ক্যাথেড্রালে বোমা আক্রমনের প্রধান লক্ষ্য ছিল পালমেরিয়ান চার্চের অনুসারিরা। আর সেটাতেই প্রাণ হারায় আপনার পরিবার।"

এই কথাটা শোনার পরও সন্দেহ পুরোপুরি দূর হয় না আভিলার। *সেভিয়া ক্যাথেড্রাল তো পালমেরিয়ানদের না।*

"আক্রমনের দিন ভোরে সেভিয়া চার্চে অবস্থান করছিল পালমেরিয়ান চার্চের চারজন সদস্য। নতুন অনুসারিদের আহ্বানের কাজে সেখানে গিয়েছিল তারা। তাদের একজনকে আপনি চেনেন—মার্কো। অন্য তিনজন মারা যায় বিস্ফোরণে। তারাই ছিল গোটা আক্রমনের মূল লক্ষ্য।"

ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট মার্কোর চেহারা মানসপটে ভেসে ওঠে আভিলার। এক পা হারাতে হয়েছিল তাকে।

"আমাদের শত্রুরা ক্ষমতাধর এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 'এল পালমার দে ত্রয়াতে' প্রবেশের সুযোগ না পেয়ে আমাদের চারজন মিশনারিকে অনুসরণ করে সেভিয়া ক্যাথেড্রালে তাদের ওপর হামলা চালায় তারা। আপনার ক্ষতির জন্যে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত, অ্যাডমিরাল। এই কারণেই পালমেরিয়ানরা

আপনার দিকে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা মনে করি আপনাদের পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর দায়ভার অনেকটাই আমাদের। পালমেরিয়ানদের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধের কারণেই মারা গেছে তারা।”

কিন্তু কে এই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে? জানতে চায় আভিলা।

আপনার ইমেইল দেখুন, জবাবে বলেন রিজেন্ট।

ইমেইলের ইনবক্সে ঢুকে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় আভিলার। সেখানে কিছু ডকুমেন্ট পাঠানো হয়েছে তাকে, যেখানে প্রমাণ রয়েছে পালমেরিয়ানদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে চলছে এই যুদ্ধ। পালমেরিয়ানদের ওপর নজরদারি করার জন্যে গড়ে ওঠা সংগঠনগুলোর ফান্ডও ফুলে ফেপে উঠছে প্রতিনিয়ত। আইনী ঝামেলা থেকে শুরু করে সরাসরি হুমকি দিতেও পিছপা হয় না তারা।

আর সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, এই সব কার্যক্রমের পেছনে কেবল একজন মানুষ দায়ি–এডমন্ড কিয়ার্শ।

পালমেরিয়ানদের বিরুদ্ধে কিয়ার্শের এই তীব্র বিদ্বেষের কারণ কি? হতবাক কণ্ঠে জানতে চায় সে।

জবাবে রিজেন্ট তাকে বলেন, এই উত্তরটা স্বয়ং পোপেরও জানা নেই কেন পালমেরিয়ানদের এত ঘৃণা করে এডমন্ড কিয়ার্শ। তবে এটা জানেন, পালমেরিয়ানদের নিশ্চিহ্ন করে না দেয়া অবধি যুদ্ধ চালিয়েই যাবে এই বিখ্যাত ধনকুবের এবং ফিউচারিস্ট।

এরপরে ইমেইলের মাধ্যমে পাঠানো শেষ ডকুমেন্টটা আভিলাকে খুলতে বলেন রিজেন্ট। সেখানে সেভিয়ায় বোমা বিস্ফোরণের জন্যে দায়ি একজনের পক্ষ থেকে পালমেরিয়ানদের কাছে পাঠানো চিঠিটা সংযুক্ত করা আছে। চিঠির প্রথম লাইনেই লেখা–‘এডমন্ড কিয়ার্শের অনুসারি।’

তবে এই চিঠিটা কখনও জনসম্মুখে প্রকাশ করেনি পালমেরিয়ান চার্চ, কারণ তাতে করে ভীতির সঞ্চার হবে সাধারণ মানুষদের মধ্যে। তাছাড়া তাদের নিজেদের ভাবমূর্তিও নষ্ট হবে।

এডমন্ড কিয়ার্শের কারণে মারা গেছে আমার পরিবারের সবাই।

এখন, এই আধো অন্ধকারে সাগ্রাদা ফামিলিয়ার বিখ্যাত সিঁড়িঘরে দাঁড়িয়ে আভিলা এটা অনুধাবন করতে পারছে, এডমন্ড কিয়ার্শের আসল রূপ সম্পর্কে অবগত নয় রবার্ট ল্যাংডন। কিয়ার্শের কারণেই যে সেদিন বোমা হামলাটা হয়েছিল সেটাও জানে না।

জানুক বা না জানুক এখন আর সেটাতে কিছু আসে যায় না, আভিলা

ভাবলো, *আমার মতনই একজন সাধারণ সৈনিক সে। আর আজকে এই সম্মুখযুদ্ধ থেকে কেবল একজনই বেঁচে ফিরবে। আমাকে আমার নির্দেশ অনুযায়ি কাজ করতে হবে।*

তার থেকে কয়েক ধাপ ওপরে বন্দুক তাক করে দাঁড়িয়ে আছে ল্যাংডন। দুই হাত দিয়ে ধরে রেখেছে পিস্তলের বাট। আনাড়িপনার লক্ষণ। দৌড় দেয়ার আগে দৌড়বিদরা যেভাবে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে বসে, আস্তে আস্তে সেই অবস্থানে নিজেকে নিয়ে গেল আভিলা। এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরায়নি ল্যাংডনের ওপর থেকে।

"আপনার হয়তো কথাটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে," আভিলা বলল, "কিন্তু কিয়ার্শই আমার পরিবারের মৃত্যুর জন্যে দায়ি। এই নিন প্রমাণ।"

নিজের হাতের তালুর ট্যাটুটা ল্যাংডনের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করলো সে। ট্যাটুটা মোটেও কোন প্রমাণ নয়, তবে সে যা চেয়েছিল তেমনটাই হলো, ল্যাংডন তাকালো সেদিকে।

ঠিক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে অন্যমনস্ক ল্যাংডনকে লক্ষ্য করে লাফ দিলো আভিলা। নিজেকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো তাক করে রাখা বন্দুকের নলের দিক থেকে। যেমনটা ভেবেছিল সে, অসাবধানতায় লক্ষ্য ঠিক না করেই গুলি চালিয়ে দিলো ল্যাংডন। বিকট শব্দ হলো বদ্ধ জায়গাটায়। আভিলার কাঁধ ছুঁয়ে পাথুরে দেয়ালে গিয়ে বিঁধল গুলিটা।

ল্যাংডন পিস্তলের নলটা আবার তার দিকে তাক করার আগেই শূন্যে ভাসমান অবস্থা থেকে ল্যাংডনের হাতে জোরে কিল বসালো সে। সিঁড়িতে পড়ে গেল বন্দুকটা, তাদের দু'জনের সীমার বাইরে।

বুকে এবং কাঁধে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে ল্যাংডনের ঠিক নিচের সিড়িটায় গিয়ে পড়লো আভিলা। কিন্তু ব্যথা আমলে নিলো না সে। কোমরে গুঁজে রাখা সিরামিকের পিস্তলটা বের করে আনলো এক ঝটকায়। একদম ওজনহীন মনে হচ্ছে ওটাকে এখন।

ল্যাংডনের বুকের দিকে পিস্তলটা তাক করে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ ছাড়াই ট্রিগার টেনে দিলো সে।

গর্জে উঠলো পিস্তলটা, কিন্তু যে ফলাফল আশা করেছিল তেমনটা হলো না। বরং পিস্তল ধরে রাখা হাতটা পুড়ে যাবার জোগাড় হলো তার। বন্দুকের ব্যারেলটা ফেটে যাওয়াতে এমনটা হয়েছে। অধাতব এই বন্দুকগুলো কেবলমাত্র একবার গুলি করার জন্যে উপযোগি। গুলিটা আর যেখানেই হোক ল্যাংডনের গায়ে লাগেনি, নাহলে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতো না সে। অস্ত্র

ফেলে দিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো আভিলা। দুজনেই চলে আসলো পাক খাওয়া সিঁড়ির বিপজ্জনক কিনারায়।

আভিলা বুঝতে পারলো, লক্ষ্য পূরণের খুব কাছে চলে এসেছে সে।

আমাদের কারো হাতেই কোন অস্ত্র নেই, ভাবলো সে, *কিন্তু আমি সুবিধাজনক অবস্থানে আছি।*

যে খালি জায়গাটাকে ঘিরে পেঁচিয়ে ওপরে উঠে গেছে সিঁড়িটা সেটা আগেই দেখে নিয়েছে সে। একবার সেখান দিয়ে নিচে পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু। হাত দিয়ে ল্যাংডনকে ধীরে ধীরে সেদিকে ঠেলতে লাগলো সে, ডান পা দেয়ালে চেপে রেখেছে বাড়তি শক্তির জন্যে।

ল্যাংডনও নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে প্রাণপনে। কিন্তু আভিলা যে অবস্থানে আছে তা বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে তাকে। কী হতে যাচ্ছে সেটা যে প্রফেসর নিজেও বুঝতে পারছে তা তার চোখের দৃষ্টিতেই স্পষ্ট।

*

মুহূর্তের সঠিক সিদ্ধান্ত বদলে দিতে পারে ফলাফল–এতদিন কেবল এই কথাটা শুনেই এসেছিল রবার্ট ল্যাংডন।

এ মুহূর্তে আভিলার কাঁধে হাত রেখে নিজের পতন ঠেকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে, কিন্তু সুবিধা করে উঠতে পারছে না। দু-পা পেছনেই একশ ফিটেরও বেশি গভীর একটা গর্ত।

একবার সেদিকে তাকালো সে। গোলাকার খালি জায়গাটুকুর প্রশস্ততা হবে বড়জোর তিনফুট। কিন্তু নিচে পড়ে যাবার জন্যে সেই জায়গাটুকুই যথেষ্ট।

আর একবার পড়লে বাঁচার কোন আশা থাকবে না।

হুংকার ছেড়ে সর্বশক্তিতে ল্যাংডনকে পেছনে ঠেলতে লাগলো আভিলা। এখন আর একটা মাত্র উপায়ই খোলা আছে ওর জন্যে।

বাঁধা দেয়ার বদলে লোকটাকে সাহায্য করবে সে।

আভিলার বাঁধা সত্ত্বেও কোনমতে সিঁড়িতে হাঁটুভাজ করে বসলো ল্যাংডন। মাথা ঝুঁকিয়ে রেখেছে সামনের দিকে।

কিছুক্ষণের জন্যে নিজেকে বিশ বছর বয়সি থাকাকালীন সময়ের প্রিন্সটনের সুইমিং পুলে কল্পনা করলো সে...ব্যাকস্ট্রোক প্রতিযোগিতা...হাঁটু ভাঁজ করে তৈরি সে...পানির দিকে উল্টো ঘুরে আছে...পুরো শরীর শক্ত করে

অপেক্ষা করছে গুরুর সংকেতের জন্যে।

টাইমিংয়ের ওপর নির্ভর করছে সবকিছু।

তবে এবার কোন সংকেত ধ্বনি শুনতে হলো না ল্যাংডনকে। ঐ অবস্থা থেকেই পেছনের দিকে লাফ দিলো সে খালি জায়গাটার ওপর দিয়ে। সামনের দুশ পাউন্ড ওজনের বাঁধা হঠাৎ সরে যাওয়ায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো আভিলা।

যত দ্রুত সম্ভব ল্যাংডনের শরীর থেকে হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো আভিলা, কিন্তু বেশি সুবিধা করতে পারলো না। বাতাসে ভাসমান অবস্থাতেই ল্যাংডন প্রার্থনা করতে লাগলো যাতে সিঁড়ির অপর পাশে গিয়ে পড়ে সে, ছয় ফিট নিচে। সিঁড়ির বাইরের অংশে যদি ধাক্কা খায় তবুও নিচে পড়ে যেতে হবে।

পারবো না আমি।

মৃত্যু নিশ্চিত।

প্রমাদ গুনলো ল্যাংডন। অপেক্ষা করতে লাগলো পতনের। কিন্তু খুব কম সময়ই ভেসে থাকতে হলো তাকে।

অসমান পাথুরে মেঝের ওপর আছড়ে পড়লো ল্যাংডন। মাথা ঠুকে গেল সিঁড়ির ধাপে। প্রায় অজ্ঞান হবার দশা হলো তার, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারলো যে খালি জায়গাটুকু পুরোটা পার হয়ে সিঁড়িঘরের দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছে সে।

বন্দুকটা দরকার এখন, ভাবলো ল্যাংডন। *অজ্ঞান হওয়া চলবে না।*

যেকোন মুহূর্তে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে আভিলা।

কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

চেতনা হারাতে শুরু করেছে সে।

চোখে অন্ধকার পুরোপুরি নেমে আসার আগে নিচে থেকে একটা ভোতা শব্দ কানে আসলো তার...একবার না বেশ কয়েকবার শুনতে পেলো শব্দটা। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে যেন কিছু একটা।

ওপর থেকে ভারি কিছু নিচে পড়তে থাকলে এমন শব্দ হয়।

boighar.com

অধ্যায় ৭৬

ভালদেসপিনো যে সত্য কথাই বলছেন তা এল এসকোরিয়ালের মূল প্রবেশপথের সামনে কতগুলো পরিচিত গাড়ির জটলা দেখেই বুঝতে পারলেন প্রিন্স হুলিয়ান।

বাবা আসলেই এখানে এসেছেন।

এসইউভি গাড়িগুলো সংখ্যা দেখে বোঝা যাচ্ছে, রাজার সাথে তার পুরো নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরাও উপস্থিত আছে এখানে।

প্রবেশদ্বারের বেশ আগে ওপেল সেডান গাড়িটা থামালো তরুণ যাজক। ফ্ল্যাশলাইট হাতে এগিয়ে এসে ভেতরে উঁকি দিয়েই ঘাবড়ে গেল কর্তব্যরত এজেন্ট। প্রিন্স হুলিয়ান এবং বিশপ ভালদেসপিনোকে এরকম একটা গাড়িতে আশা করেনি সে।

"মহামান্য যুবরাজ!" কম্পিত কণ্ঠে বলল সে, "আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম আমরা," এরপরে ওপেল সেডান গাড়িটার পেছনের রাস্তায় উঁকি দিলো লোকটা, "আপনার নিরাপত্তাকর্মিরা কোথায়?"

"প্রাসাদে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে থেকে গেছে তারা," হুলিয়ান বললেন জবাবে। "বাবার সাথে দেখা করতে এসেছি আমরা।"

"অবশ্যই, অবশ্যই! আপনি এবং বিশপ ভালদেসপিনো যদি একটু কষ্ট করে গাড়ি থেকে নেমে–"

"সামনের রোডব্লকটা সরানোর ব্যবস্থা করুন এখনই," ধমকে উঠলেন ভালদেসপিনো, "গাড়ি নিয়েই ভেতরে ঢুকে যাবো আমরা। মহারাজ তো এখন উপাসনালয়ের হাসপাতালে আছেন বোধহয়?"

"ছিলেন," দ্বিধান্বিত স্বরে বলল রয়্যাল গার্ডের এজেন্ট, "কিন্তু এখন আর নেই তিনি।"

আতঙ্কের ছাপ ভর করলো ভালদেসপিনোর চেহারায়।

বাবা মারা গেছেন? বুকের কাছটা ভারি লাগতে লাগলো হুলিয়ানের।

"না! মানে..." তোতলালো এজেন্ট, "আমি বলতে চেয়েছি এল এসকোরিয়ালে নেই তিনি। প্রধান নিরাপত্তা বহরকে নিয়ে এক ঘন্টা আগে চলে গেছেন।

স্বস্তির অনুভূতিটা দ্রুত বিভ্রান্তিতে রূপ নিলো হুলিয়ানের। *এখানকার হাসপাতালে নেই তিনি?*

"কী আবোলতাবোল বলছেন?" ভালদেসপিনো চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "রাজা নিজে আমাকে ফোন করে প্রিন্স হুলিয়ানকে এখানে নিয়ে আসতে বলেছেন!"

"জি, আমাদের ওপর নির্দেশ দেয়া আছে যেন এখানে পৌঁছানো মাত্রে একটা রয়্যাল গার্ডের গাড়িতে তুলে দেয়া হয় আপনাদের।"

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকালেন হুলিয়ান এবং ভালদেসপিনো। গাড়ি থেকে নেমে আসলেন তারা। তরুণ যাজককে প্রাসাদে ফিরে যেতে বলা হলো। কোন কথা না বলে নির্দেশ পালন করলো সে। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যেন এই অদ্ভুত ঘটনাপ্রবাহ থেকে মুক্তি পেয়ে অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে।

তাদের পথ দেখিয়ে একটা এসইউভির দিকে নিয়ে যেতে লাগলো রয়্যাল গার্ডের এজেন্ট।

"রাজা এখন কোথায়?" জিজ্ঞেস করলেন বিশপ ভালদেসপিনো। "কোথায় নিয়ে যাবে গাড়িটা আমাদের?"

"সরাসরি মহামান্য রাজার আদেশ পালন করছি আমরা," রয়্যাল গার্ড এজেন্ট বলল, "তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন এখানে আসার পর যাতে একটা গাড়ি এবং এই চিঠিটা দেয়া হয় আপনাদের," একটা মুখবন্ধ খাম বের করে হুলিয়ানের উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে ধরলো সে।

বাবার কাছ থেকে চিঠি? বিষয়টা কেমন যেন অস্বস্তিকর *ঠেকলো* হুলিয়ানের কাছে। একটা আনুষ্ঠানিকতার ছাপ আছে গোটা ব্যাপারটায়। খামটাও সিলগালা করা। *বাবার মানসিক অবস্থা ঠিক আছে তো?* ভাবলেন মনে মনে।

দ্রুত খামের মুখ খুলে ভেতর থেকে একটা নোট কার্ড বের করলেন তিনি। ছোট ছোট হস্তাক্ষরে কিছু একটা লেখা আছে সেখানে। বাবার হাতের লেখা চিনতে কোন অসুবিধে হলো না তার। নোট কার্ডে লেখা প্রতিটা শব্দ বিস্ময়কর ঠেকলো ওর কাছে।

পড়া শেষ করে কার্ডটা খামের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখলেন। এরপর চোখ বন্ধ ভাবতে লাগলেন আসন্ন কর্মপরিকল্পনা নিয়ে।

"উত্তর দিকে চলুন," গাড়িতে উঠে বসার পর চালকের উদ্দেশ্যে বললেন

boighar.com

অরিজিন
বইঘর.কম

হুলিয়ান।

ভালদেসপিনো যে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছেন সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন তিনি। "কী লিখেছে আপনার বাবা? কোথায় যাচ্ছি আমরা?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলেন বিশপ।

লম্বা করে একবার শ্বাস নিয়ে বাবার ঘনিষ্ঠ সহচরের চোখের দিকে তাকালেন হুলিয়ান, "যেমনটা কিছুক্ষণ আগে বলেছিলেন আপনি," মৃদু হেসে বললেন তিনি, "আমার বাবা এখনও স্পেনের রাজা। তিনি যা বলবেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো আমরা।"

অধ্যায় ৭৭

"রবার্ট...? একটা কণ্ঠস্বর কানে আসলো ওর।

জবাব দিতে গিয়েও গলায় কথা আটকে গেল ল্যাংডনের। মাথা দপদপ করছে।

"রবার্ট...?"

চেহারায় একটা আলতো হাতের ছোঁয়া অনুভুব করলো ল্যাংডন। চোখ খুললো ধীরে ধীরে। কিছুক্ষণের জন্যে মনে হলো যেন স্বপ্ন দেখছে। *একটা সাদা পরি কৌতুহলি চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।*

কিছু সময় পরে চেহারাটা চিনতে পেরে একটা দূর্বল হাসি দিলো ল্যাংডন।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!" স্বস্তির সাথে বলল অ্যাম্ব্রা। "গুলির শব্দ শুনেছিলাম আমরা," তার পাশে বসলো সে, "ওঠার চেষ্টা করবেন না।"

চেতনাবোধ ফিরে আসতে লাগলো ল্যাংডনের, মনে পড়লো কিছুক্ষণ আগের কথা, "যে লোকটা আক্রমণ..."

"মারা গেছে সে," শান্তস্বরে বলল অ্যাম্ব্রা। "এখন একদম নিরাপদ আপনি। খালি জায়গাটা দিয়ে একদম নিচে পড়ে গেছে লোকটা।"

খবরটা হজমের চেষ্টা করলো ল্যাংডন। এখন সব পরিষ্কার মনে পড়ছে। তবে সেসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে বোঝার চেষ্টা করলো শরীরের কোথায় কোথায় ব্যথা করছে। কোমরে এবং মাথা দপদপ করছে ব্যথায়। এছাড়া সব ঠিকই আছে, কোন হাড় ভাঙেনি। পুলিশের ওয়াকিটকির শব্দ শুনতে পেলো সে।

"কতক্ষন ধরে...অজ্ঞান..."

"এই কয়েক মিনিট," অ্যাম্ব্রা বলল। "বেশ কয়েকবার হুঁশ ফিরেছিলো এরমধ্যেই। মেডিক্যাল চেক-আপ দরকার আপনার।"

কষ্ট করে উঠে বসে সিঁড়ির দেয়ালে হেলান দিলো ল্যাংডন। "ঐ নেভি অফিসারটা..." বলল সে, "যে..."

"জানি আমি," মাথা নেড়ে বলল অ্যাম্ব্রা, "যে এডমন্ডকে হত্যা করেছে। পুলিশ তাকে সনাক্ত করেছে কিছুক্ষণ আগে। নিচে তার লাশের পাশেই আছে এখনও তারা, আপনার জবানবন্দি নিতে চায়। কিন্তু ফাদার বেনা পরিষ্কার

boighar.com

করে বলে দিয়েছেন–আগে একটা মেডিক্যাল টিম এসে দেখবে আপনাকে, এরপর অন্য সবকিছু হবে।"

মাথা নাড়লো ল্যাংডন। এখনও কমেনি ব্যথাটা।

"আপনাকে বোধহয় হাসপাতালে নিয়ে যাবে তারা," অ্যাম্ব্রা বলল তাকে, "তাই আমাদের উচিত এখনই কথাটা সেরে নেয়া, কেউ এসে পড়ার আগে।"

"কিসের কথা?"

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকলো অ্যাম্ব্রা, "আপনার কি মনে নেই, রবার্ট?" জিজ্ঞেস করলো সে, "এডমন্ডের পাসওয়ার্ডটা পেয়েছিলাম আমরা–The dark religions are departed and sweet science reigns।"

অ্যাম্ব্রার কথাটা শুনে সব ধোঁয়াশা পরিষ্কার হয়ে গেল ল্যাংডনের মন থেকে।

"আমাদের এতদূর নিয়ে এসেছেন আপনি," অ্যাম্ব্রা বলল, "বাকি কাজ টুকু আমিই চালিয়ে নিতে পারবো। আপনি বলছিলেন, উইনস্টনকে কোথায় পাওয়া যাবে সেটা জানা আছে আপনার। কোথায় যেতে হবে বলুন আমাকে।"

"হ্যাঁ, জানি আমি," বলল ও। *অন্তত এরকমটাই ধারণা আমার।*

"খুলে বলুন।"

"শহরের অন্য পাশে যেতে হবে আমাদের।"

"কোথায়?"

"ঠিকানাটা জানি না আমি," কম্পিত পায়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল ল্যাংডন, "কিন্তু আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারবো আমি।"

"দয়া করে ওঠার চেষ্টা করবেন না, রবার্ট!" অ্যাম্ব্রা অনুরোধ করলো তাকে।

"হ্যাঁ, বসে থাকুন," আরেকটা কণ্ঠস্বর কানে আসলো নিচের দিকের সিঁড়ি থেকে। ফাদার বেনাকে দেখতে পেলো ওরা। "জরুরি মেডিক্যাল টিম যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে।"

"ঠিক আছি আমি," মিথ্যে বলল ল্যাংডন, "আমার এবং অ্যাম্ব্রাকে যেতে হবে এখন।"

"বেশিদূর চাইলেও যেতে পারবেন না," ফাদার বেনা বললেন, "পুলিশের লোক অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে। আপনার কাছ থেকে পুরো ঘটনা শুনতে চায় তারা। তাছাড়া গোটা চার্চ ঘিরে রেখেছে গণমাধ্যম কর্মিরা। কেউ একজন

আপনাদের অবস্থান তাদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছে," ল্যাংডনের পাশে এসে একটা ক্লান্ত হাসি দিলেন তিনি। "আপনি সুস্থ আছেন দেখে ভালো লাগছে। আমার এবং মিস ভিদালের জীবন বাঁচিয়েছেন আপনি।"

"আমি না, আপনি আমাদের জীবন বাঁচিয়েছেন," পাল্টা বলল ল্যাংডন।

"যাইহোক, পুলিশের সাথে কথা না বলে এখান থেকে নামতে পারবেন না আপনারা।"

সাবধানে খাটো পাথুরে রেলিঙে হাত দিয়ে নিচে তাকালো ল্যাংডন। আভিলার মৃতদেহের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছি বেশ কয়েকটা ফ্ল্যাশলাইটের আলো।

এসময় একটা ব্যাপার মাথায় আসল ল্যাংডনের। বেশ কিছুদিন আগে সাগ্রাদা ফামিলিয়ার ওয়েবসাইটে ঢুকেছিল সে এখানকার আন্তোনি গওদি স্মৃতি জাদুঘরের ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার জন্যে। সেখানে পুরো স্থাপনার বেশ কয়েকটা মডেলের ছবি চোখে পড়ে তার। কম্পিউটারে ক্যাড প্রোগ্রাম এবং থ্রিডি মডেলিংয়ের সহায়তায় তৈরি নিখুঁত মডেলগুলোর ছবিতে ফুটে উঠেছিল সাগ্রাদা ফামিলিয়ার সৃষ্টিলগ্ন থেকে কাজ সম্পূর্ণ শেষ হওয়া অবধি পর্যন্ত দৃশ্য, যার এখনও প্রায় বেশ ক'বছর বাকি। সেই মডেলগুলোর একটার কথা বিশেষ করে মনে হচ্ছে তার এখন।

যদি মডেলটা নিখুঁত হয়ে থেকে থাকে, তবে সবার অগোচরে এখান থেকে কেটে পড়ার একটা উপায় আছে এখনও।

ফাদার বেনার দিকে তাকালো ল্যাংডন। "ফাদার, আপনি কি আমার হয়ে একজনকে একটা মেসেজ দিতে পারবেন?"

বিভ্রান্ত মনে হলো বৃদ্ধ যাজককে।

নিজের পরিকল্পনাটা অ্যাম্ব্রা এবং ফাদারকে খুলে বলল ল্যাংডন। মাথা ঝাঁকাতে লাগলো অ্যাম্ব্রা, "রবার্ট, এটা অসম্ভব। ওপরে এমন—"

"আছে," ফাদার বেনা বললেন এই সময়, "তবে সারাজীবন থাকবে না। এই মুহূর্তে মি. ল্যাংডন ঠিক কথাই বলছেন, ব্যাপারটা সম্ভব।"

তবুও সংশয় দূর হলো না অ্যাম্ব্রার চেহারা থেকে। "রবার্ট, আমরা না-হয় এখান থেকে বের হয়ে গেলাম, কিন্তু আপনি কি নিশ্চিত মেডিক্যাল চেকআপ না করানোর ব্যাপারে?"

"পরে না হয় করানো যাবে," অনিশ্চিত স্বরে বলল ল্যাংডন। "কিন্তু এখন এডমন্ডের জন্যে হলেও কাজটা শেষ করতে হবে আমাদের," এটুকু বলে সরাসরি ফাদার বেনার চোখের দিকে তাকালো সে। "আপনার কাছ থেকে

boighar.com

কিছু লুকোতে চাই না আমরা, ফাদার। সত্যটা জানার অধিকার আছে আপনার। এডমন্ডের আজ রাতে একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ব্যাপারে ঘোষণা দেয়ার কথা ছিল।"

"হ্যাঁ," বৃদ্ধ যাজক বললেন, "আর তার কথার সুর শুনে মনে হচ্ছিল, তার বিশ্বাস আবিষ্কারটা পৃথিবীর সব ধর্মের ওপর আঘাত হানবে।"

"জি, সেজন্যেই ব্যাপারটা আপনাকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করছি। তার আবিষ্কারকে পৃথিবীর সবার জন্যে উন্মুক্ত করার জন্যই বার্সেলোনায় এসেছি আমরা। আর সেই লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছেও গেছি প্রায়। অর্থাৎ..." পরের কথাগুলো বলার আগে কিছুক্ষণ সময় নিলো ল্যাংডন। "আমাদের যদি আপনি সাহায্য করেন, পক্ষান্তরে এডমন্ডের মত একজন অবিশ্বাসিকে সাহায্য করা হবে।"

ল্যাংডনের কাঁধে হাত রাখলেন ফাদার বেনা, "প্রফেসর," মুচকি হেসে বললেন তিনি, "ইতিহাসে এডমন্ড কিয়ার্শদের অভাব কোনদিনই ছিল না। সামনেও অভাব হবে না। তার আবিষ্কার হয়তো আলোচনা ঝড় তুলবে, কিন্তু সেটা আমি বাঁধা দেয়ার কে? সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষের জ্ঞানের পরিধি ধীরে ধীরে বাড়ছে, আমার বাঁধা সেটায় কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না। আর আমার ব্যক্তিগত ধারণা, ঈশ্বরকে ছাড়া এই প্রগতি কখনোই সম্ভব হতো না।"

ওদের দু'জনের উদ্দেশ্যে একবার হেসে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন ফাদার বেনা।

*

বাইরে পার্ক করে রাখা হেলিকপ্টারের ককপিটে বসে সাগ্রাদা ফামিলিয়ার বাইরে উপস্থিত হওয়া গণমাধ্যমকর্মিদের ভিড়ের দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে পাইলট। ভেতরে যাওয়া রয়্যাল গার্ডের দু'জন এজেন্টের সাথে অনেকক্ষন যাবৎ কোন যোগাযোগ হয়নি তার। তাদের সাথে যোগাযোগ করতে যাবে এই সময় ব্যাসিলিকার দিক থেকে কালো আলখেল্লা পরিহিত একজন পাদ্রি এসে দাঁড়ালেন হেলিকপ্টারের পাশে।

নিজেকে সাগ্রাদা ফামিলিয়ার জ্যেষ্ঠ পাদ্রি হিসেবে পরিচয় দিয়ে সংক্ষেপে তাকে খুলে বললেন ভেতরে কী ঘটেছে কিছুক্ষণ আগে। গার্ডিয়া রিয়েলের এজেন্ট দু'জন মারা গেছেন আততায়ীর হাতে। প্রফেসর ল্যাংডন এবং স্পেনের ভবিষ্যৎ রাণীকে নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে হবে তাকে,

কিছুক্ষণের মধ্যেই। এই তথ্যগুলোই একজন মানুষকে অবাক করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট, কিন্তু ল্যাংডন এবং অ্যাম্ব্রাকে কোথা থেকে তুলে নিতে হবে এটা যখন জানতে পারলো সে, মুখ একদম হা হয়ে গেল।

অসম্ভব! মনে মনে বলল পাইলট।

তবে কিছুক্ষণ পরে সাগ্রাদা ফামিলিয়ার গম্বুজগুলোর ওপরে হেলিকপ্টার নিয়ে উঠে পাদ্রির কথা সত্যতা পেলো সে। চার্চটার সবচেয়ে বড় গম্বুজটা এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি। অনেকগুলো গম্বুজের ভিড়ে শুধু একটা পিলারের মত দাঁড়িয়ে আছে, যার উপরিভাগটা একদম সমান। গভীর বনে বিশাল কোন গাছ কাটার পর শুধু কান্ডটা থেকে গেলে যেমন দেখায় ওরকম লাগছে সেটাকে।

খুব সাবধানে সেখানে হেলিকপ্টারটা নামালো সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জন মানুষ উদয় হলো সিড়িঘর থেকে। অ্যাম্ব্রা ভিদাল এবং আহত প্রফেসর রবার্ট ল্যাংডন।

লাফ দিয়ে নিচে নেমে তাদের হেলিকপ্টারে উঠতে সাহায্য করলো পাইলট।

সিটবেল্ট বাঁধা শেষ হলে তার দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে একবার মাথা নাড়লো অ্যাম্ব্রো ভিদাল।

"অনেক ধন্যবাদ আপনাকে," শান্তকণ্ঠে বলল স্পেনের হবু রাণী। "মি. ল্যাংডন আপনাকে বলবেন কোথায় যেতে হবে।"

boighar.com

বইঘর.কম

অধ্যায় ৭৮

কন্সপিরেসিনেট.কম

ব্রেকিংনিউজ

এডমন্ড কিয়ার্শের মা'র মৃত্যুর কারণ পালমেরিয়ান চার্চ?!

আমাদের তথ্যদাতা monte@iglesia.com আরেকটি চাঞ্চল্যকর তথ্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন! কন্সপিরেসি নেটের কাছে কিছু ডকুমেন্ট পাঠিয়েছেন তিনি যেখানে দেখা যাচ্ছে কয়েক বছর আগে পালমেরিয়ান চার্চের বিরুদ্ধে 'মগজধোলাই, শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার'-এই তিন অভিযোগে মামলা ঠোকার চেষ্টা করেছিলেন এডমন্ড কিয়ার্শ। এসব কারণেই নাকি তিন যুগ আগে মৃত্যু হয়েছিল তার মা'র।

পালমেরিয়ান চার্চের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন পালোমা কিয়ার্শ। কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে চার্চের উধর্বতন সদস্যদের হাতে অত্যাচারিত হতে হয় তাকে, একপর্যায়ে নিজ ঘরে ফাঁস নেন তিনি।

অধ্যায় ৭৯

“মহারাজ নিজে!” কমান্ডার গারজা বিড়বিড় করে বলল আবার, “আমাকে গ্রেফতার করার আদেশ মহারাজ নিজে দিয়েছেন! এত বছরের বিশ্বস্ততার এই পুরষ্কার।”

ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে চুপ করতে অনুরোধ করলো মনিকা মার্টিন। অস্ত্রাগারের কাছে গিয়ে একবার দেখে আসলো যে বাইরে থেকে কেউ আড়ি পেতে শোনার চেষ্টা করছে কিনা তাদের কথা। “আপনাকে তো বলেছিই, বিশপ ভালদেসপিনো যা বলেন সেটাই করেন তিনি। বিশপই নিশ্চয়ই তাকে বলেছেন, সবকিছুর পেছনে আপনি দায়ি, আর দোষ চাপাচ্ছেন তার ঘাড়ে।”

বলির পাঠা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে আমাকে, মনে মনে বলল গারজা। অবশ্য অনেক আগে থেকেই এটা তার জানা ছিল, কখনো যদি ভালদেসপিনো এবং তার মধ্যে কোন একজনকে বেছে নিতে হয় তবে রাজা বৃদ্ধ যাজককেই বেছে নেবেন। তাছাড়া অনেক দিনের পুরনো বন্ধু তারা। বন্ধুত্বের কাছে পেশাদারিত্ব সবসময়ই হার মানে।

তবুও গারজার কেন যেন মনে হলো, মনিকার ব্যাখ্যার মধ্যে কিছু একটা গোলমাল আছে। “অপহরণের ঘটনাটা,” বলল সে, “রাজা নিজে সেটা বলতে বলেছিলেন আপনাকে?”

“হ্যাঁ, সরাসরি আমাকে ফোন দেন তিনি। সেখানেই নির্দেশ দেন, প্রাসাদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে যেন বলা হয় ল্যাংডনের হাতে অপহৃত হয়েছেন অ্যাম্ব্রা ভিদাল। অপহরণের ঘটনাটা তিনি সাজিয়েছিলেন যাতে স্পেনের ভবিষ্যত রাণীর অচেনা একজন পুরুষের সাথে পালানোর ব্যাপারটা নিয়ে কোন বিতর্ক সৃষ্টি না হয়,” গারজার দিকে তাকিয়ে বলল মনিকা। “আমাকে এসব জিজ্ঞেস করছেন কেন? বিশেষ করে এখন যখন আপনি জানেন যে, এজেন্ট ফনসেকাকেও ফোন করে মিথ্যে অপহরণের ব্যাপারটা বলেছিলেন মহারাজ।”

“একজন বিশিষ্ট মার্কিন নাগরিককে এভাবে ফাঁসিয়ে দেয়ার চক্রান্ত করেছেন তিনি, এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার,” গারজা বলল। “অনেক ঝুঁকি আছে ব্যাপারট তে। কেবলমাত্র–”

“পাগলের পক্ষেই এটা করা সম্ভব?” তার কথার মাঝেই জিজ্ঞেস করলো মনিকা।

boighar.com

জবাব না দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো গারজা।

"কমান্ডার," মনিকা বলল অবশেষে, "আপনাকে কিন্তু এটাও মাথায় রাখতে হবে যে, বয়স হয়েছে মহারাজের। হয়তো ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশিক্ষন না ভেবেচিন্তে আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন?"

"অথবা খুব বড় একটা চালও হতে পারে এটা," গারজা বলল, "ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত হোক বা না হোক, স্পেনের ভবিষ্যৎ রাণী নিরাপদে আছেন এখন।"

"সেটাই তো," চোখ সরু হয়ে আসলো মনিকার, "তাহলে এটা নিয়ে এত ভাবছেন কেন?"

"ভালদেসপিনো," বলল সে। "লোকটাকে আমি পছন্দ করি না। কিন্তু তার মানে এটা না যে কিয়ার্শের খুনের পেছনে তার হাত আছে, সেটা বিশ্বাস করতেই হবে।"

"আমার কিন্তু ধারণা খবরটা সত্যও হতে পারে," তীক্ষ্নস্বরে বলল অ্যাম্ব্রা। "ইতিহাস ঘাটলে কিন্তু 'স্প্যানিশ ইনকুইজিশনের' মত অনেক ঘটনা চোখে পড়বে। যেখানে আমরা দেখেছি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বরাবরই হস্তক্ষেপে আগ্রহি চার্চ। ভালদেসপিনোকে সবসময়ই অহংকারী, স্বার্থপর আর সুযোগসন্ধানী বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। কোন 'গুণ' বাদ পড়ছে?"

"হ্যাঁ," গারজা বলল, "আপনি যা বলেন সেগুলোর প্রত্যেকটা গুণের অধিকারী সে। কিন্তু তার কাছে ঐতিহ্য আর দেশের সম্মান সবার আগে," কখনো যে তাকে ভালদেসপিনোর হয়ে কথা বলতে হবে সেটা কিছুক্ষণ আগেও কল্পনাতে আসেনি তার। "আর মহারাজ যাকে তাকে ভরসা করেন না, কিন্তু ভালদেসপিনোর মতামত সবসময় গুরুত্বসহকারে শোনেন তিনি। তাই এটা বিশ্বাস করতে স্বভাবতই বেগ পেতে হচ্ছে আমার যে, রাজপ্রাসাদ এবং রাজার সাথে এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করবে সে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পকেট থেকে নিজের ফোনটা বের করলো মনিকা। "কমান্ডার, বিশপকে হয়তো একটু বেশিই বিশ্বাস করেন আপনি। এটা দেখুন, কিছুক্ষণ আগে সুরেশ পাঠিয়েছে," ফোনটা গারজার হাতে দিতে দিতে বলল সে।

একটা লম্বা মেসেজ দেখা যাচ্ছে সেখানে।

"আজ রাতে ভালদেসপিনোর ফোনে আসা একটা মেসেজের স্ক্রিনশট এটা," ফিসফিস করে বলল মনিকা। "পড়ুন পুরোটা। আমি হলফ করতে বলতে পারি নিজের সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হবেন এরপর।"

অধ্যায় ৮০

মাথা এবং কোমরের প্রচণ্ড ব্যথা ল্যাংডনের উৎফুল্ল ভাবটা কমাতে পারেনি একটুও। সাগ্রাদা ফামিলিয়া থেকে হেলিকপ্টারে চড়ে কেটে পড়ার মুহূর্তটা উপভোগ করলো সে।

এখনও বেঁচে আছি আমি!

ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড উত্তেজিত বোধ করছে ল্যাংডন। অ্যাড্রেনালিনের প্রভাবে যে এমনটা হচ্ছে সেটা জানা আছে তার। যতটা সম্ভব আস্তে করে শ্বাস নিয়ে জানালা দিয়ে নিচে তাকালো সে। ধীরে ধীরে চার্চটার বিশাল গম্বুজগুলোর মধ্য থেকে আকাশে উঠে আসলো হেলিকপ্টারটা। দেখতে দেখতে দূরের একটা ছোট বিন্দুতে পরিণত হলো সেটা। নিচের শহরতলীর অবয়ব অবাক চোখে দেখছে ল্যাংডন। সাধারণত বড় বড় শহরগুলোর বিভিন্ন আবাসিক এলাকার ব্লকগুলোর আকৃতি হয় বর্গাকার কিংবা আয়তাকার। কিন্তু এখন যেটার ওপর দিয়ে উড়ছে ওরা সেটা প্রায় অষ্টভূজাকৃতির।

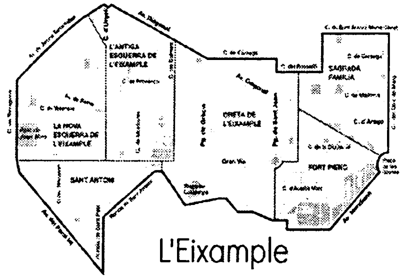

L'Eixample

"L'Eixample," মনে মনে ভাবলো ল্যাংডন। কাতালান ভাষায় এর অর্থ প্রশস্তকরণ।

নগরস্থাপত্যবিদ ইলদেফন কেরদার দূরদর্শী চিন্তার ফসল শহরতলীর এই অংশটুকু। বার্সেলোনার সবচেয়ে পরিকল্পিত এলাকা বললেও ভুল হবে না। এমনভাবে এই অঞ্চলটুকুর সীমানা প্রশস্ত করেছিলেন ইলদেফন যাতে কোন জায়গা নষ্ট না হয়। দেখার মতও অনেক কিছু রয়েছে এটুকুর ভেতরে।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?" ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো পাইলট।

দুই ব্লক দূরের একজায়গায় নির্দেশ করলো ল্যাংডন। যেখানে শহরের সবচেয়ে উজ্জ্বল, প্রশস্ততম রাস্তাটা অবস্থিত। নামটাও যথার্থ রাস্তাটার।

boighar.com

"আভিনিউদা দায়াগনাল," জোরে বলল ল্যাংডন। "পশ্চিম দিকে।"

বার্সেলোনার যে কোন মানচিত্রে একদম স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে এই রাস্তাটা। গোটা শহরের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে ছুটে যাওয়ার কারণে এই নামকরণ করা হয়েছে। নতুন-পুরনো অনেক বিখ্যাত দালানের সমাহার এই রাস্তায়। স্পেনের সবচেয়ে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক 'দন কিহোতে'র সম্মানার্থে নির্মিত পার্ক দে সার্ভান্তেস নামের গোলাপ বাগানটাও এখানে অবস্থিত।

মাথা নেড়ে হেলিকপ্টার সেদিকে ঘোরানোর ব্যবস্থা করলো পাইলট। আড়াআড়ি ছুটে চলা রাস্তার ওপর দিয়ে চালিয়ে নিতে লাগলো ওদের। "ঠিকানা?" আবারও ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে।

ঠিকানা তো এখনও জানি না, মনে মনে বলল ল্যাংডন। "ফুটবল স্টেডিয়ামটার দিকে যান।"

"ফুটবল?" অবাক মনে হলো পাইলটকে। "এফসি বার্সেলোনা?"

সায় জানালো ল্যাংডন, ও নিশ্চিত, ফুটবল স্টেডিয়ামটার অবস্থান ভালোমতোই জানা আছে পাইলটের। আভিনিউদা দায়াগনাল থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে হবে স্টেডিয়ামটা।

গতি বাড়িয়ে সামনে এগোতে লাগলো পাইলট।

"রবার্ট?" শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলো অ্যাম্ব্রা। "আপনি ঠিক আছেন তো?" এমন ভঙ্গিতে তার দিকে তাকালো স্পেনের ভবিষ্যৎ রাণী যেন মাথার আঘাতের কারণে উল্টাপাল্টা বকছে সে। "উইনস্টনকে কোথায় খুঁজতে হবে সেটা আসলেও জানেন?"

"হ্যা, জানি," জবাব দিলো ল্যাংডন। "সেখানেই যাচ্ছি আমরা।"

"একটা ফুটবল স্টেডিয়ামে? আপনার ধারণা এডমন্ড তার সুপারকম্পিউটারটা একটা স্টেডিয়ামের ভেতরে তৈরি করেছিল?"

মাথা দুলিয়ে না করে দিলো ল্যাংডন। "ওটার নাম বলেছি কারণ পাইলট খুব সহজেই খুঁজে পাবে স্টেডিয়ামটা। আমি মূলত স্টেডিয়ামের পাশে অবস্থিত 'দ্য গ্র্যান্ড হোটেল প্রিন্সেস সোফিয়া' দেখতে আগ্রহি।"

এখন আগের চেয়েও বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে অ্যাম্ব্রাকে। "রবার্ট, আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। একটা বিলাসবহুল হোটেলের ভেতরে কখনোই সুপার কম্পিউটার তৈরি করবে না এডমন্ড। আপনাকে বোধহয় এখনই ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া উচিত আমাদের।"

"আমি ঠিক আছি, অ্যাম্ব্রা। ভরসা রাখুন।"

"যাচ্ছিটা কোথায় আমরা?"

"যাচ্ছি কোথায় আমরা?" চিবুকে হাত বুলিয়ে পুণরুক্তি করলো ল্যাংডন, "আজ রাতে এই প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া যাবে বলে কথা দিয়েছিল এডমন্ড।"

হতাশ একটা ভঙ্গি ভর করলো অ্যাম্ব্রার চেহারায়।

"দুঃখিত," বলল ল্যাংডন। "সব খুলে বলছি দাঁড়ান। দু-বছর আগে এডমন্ডের সাথে দ্য গ্র্যান্ড হোটেল প্রিন্সেস সোফিয়ার আঠারোতলার এক প্রাইভেট ক্লাবে বসে লাঞ্চ করেছিলাম আমি।"

'সেখানে সাথে করে একটা সুপারকম্পিউটার নিয়ে এসেছিল এডমন্ড?" হেসে জিজ্ঞেস করলো অ্যাম্ব্রা।

ল্যাংডনও হেসে উঠলো। "নাহ, খালি হাতে সেখানে এসেছিল এডমন্ড। বলেছিল যে, ও যেখানে সুপারকম্পিউটারটা বানাচ্ছে সেখান থেকে কাছে হওয়াতে ওখানেই প্রতিদিন দুপুরের খাবার সারে সে। সেই সাথে এটাও বলে যে 'সিন্থেটিক ইন্টেলিজেন্স' নামের একটি প্রজেক্টে কাজ করছে সে আর সেটা নিয়ে দারুণ উৎসাহিও ছিল।"

"উইনস্টনের কথা বলেছিল তাহলে!" হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো অ্যাম্ব্রার চেহারা।

"সেরকমটাই ধারণা আমার।"

"আপনাকে নিজের ল্যাবে নিয়ে গিয়েছিল ও?"

"না।"

"ল্যাবটা কোথায় সেটা বলেছিল?"

"নাহ, গোপন রেখেছিল ব্যাপারটা।"

আবার সংশয় ভর করলো অ্যাম্ব্রার চেহারায়।

"তবে," ল্যাংডন বলল, "উইনস্টন কিন্তু কৌশলে ওর অবস্থানের কথা আমাদের জানিয়ে দিয়েছে।"

"নাহ তো, জানায়নি," অবাক স্বরে বলল অ্যাম্ব্রা।

"জানিয়েছে," বলে হাসলো ল্যাংডন। "আসলে সবাইকেই ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছে সে।"

অ্যাম্ব্রা আর কিছু জানতে চাওয়ার আগেই পাইলট বলে উঠলো, "ঐ যে স্টেডিয়ামটা।" বার্সেলোনার বিশাল স্টেডিয়ামটার দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

দ্রুত পৌঁছে গেছি তো! ভাবলো ল্যাংডন। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্র্যান্ড হোটেল প্রিন্সেস সোফিয়ার বিশাল দালানটা দৃষ্টিগোচর হলো ওর। পাইলটকে হোটেলটার ওপরে যাওয়ার নির্দেশ দিলো সে।

boighar.com

মুহূর্তের মধ্যে কয়েকশো ফিট ওপরে উঠে গেল হেলিকপ্টারটা। নিচে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গ্র্যান্ড হোটেল প্রিন্সেস সোফিয়া। *এডমন্ড বলেছিল, ওর কম্পিউটার ল্যাবটা এখান থেকে মাত্র দুই ব্লক দূরে।*

সতর্ক চোখে আশেপাশে চোখ বোলাতে লাগলো ল্যাংডন। এখানকার ব্লকগুলো সাগ্রাদা ফামিলিয়ার যে এলাকায় অবস্থিত সেখানকার মত গোছানো না।

এখানেই কোথাও হবে।

যতই সময় যেতে থাকলো অনিশ্চয়তায় ভুগতে লাগলো ল্যাংডন। একটা নির্দিষ্ট আকৃতির ব্লক খুঁজছে সে। *কোথায় সেটা?*

অবশেষে উত্তর দিকের 'প্লাজা দে পিয়াস'–এর ট্রাফিক চত্বর দৃষ্টিগোচর হওয়াতে আশার আলো দেখতে পেলো সে। "ওদিকে যান," পাইলটকে বলল সে, "গাছগুলো যে দেখা যাচ্ছে, ওখানে।"

উত্তরপশ্চিম দিকে এক ব্লক সমান দূরত্ব অতিক্রম করলো হেলিকপ্টারটা। অনেকটা বনের মত দেখাচ্ছে নিচের জায়গাটুকু। অবশ্য পুরো গাছপালায় ঘেরা জায়াগাটুকু একটামাত্র স্থাপনার অংশবিশেষ।

"রবার্ট," উচ্চস্বরে বলল অ্যাম্ব্রা, পরিষ্কার হতাশা তার কণ্ঠে, "এটা তো পেদ্রালবেস প্রাসাদ। এর ভেতরে কী করে কম্পিউটার বানাবে এডমন্ড?"

"এদিকে না, ওদিকে তাকান!" ল্যাংডন হাত দিয়ে প্রাসাদটার ঠিক পেছনের ব্লকটার দিকে নির্দেশ করলো।

জানালার দিকে ঝুঁকে ল্যাংডন যেদিকটা দেখে এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সেদিকে তাকালো অ্যাম্ব্রা। প্রাসাদের পেছনের ব্লকটা অবস্থিত চারটা রাস্তার মধ্যেখানে। উজ্জ্বল আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে সবগুলো রাস্তায়। রাস্তাগুলো যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানটায় একটা হীরকখন্ড আকৃতির স্কয়ার চোখে পড়লো তার। তবে একটুর জন্যে আদর্শ হীরকখণ্ডের আকৃতির স্বীকৃতি পাবে না ওটা, কারণ ডানপাশটা একটু ভোতা দেখাচ্ছে। সেখান দিয়ে চলে গেছে আরেকটা আঁকাবাঁকা রাস্তা।

"ওই আঁকাবাঁকা রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছেন? চিনতে পারছেন কিছু?"

"পরিচিত মনে হচ্ছে। কেন বলুন তো? আমার কি চেনার কথা সেটা?"

"পুরো ব্লকটা খেয়াল করুন," ল্যাংডন বলল তাকে। "হীরকখণ্ড আকৃতির, কিন্তু নিচে ডানদিকে একটু ভোঁতা," অ্যাম্ব্রার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো সে। "এই ব্লকের ছোট পার্কদুটোর দিকে দেখুন।" মাঝখানের গোল পার্কটা এবং ডানদিকের অর্ধবৃত্তাকার পার্কটার দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

"মনে হচ্ছে, জায়গাটা চিনি আমি," অ্যাম্ব্রা বলল, "কিন্তু ঠিক মনে–"

"চিত্রকলার কথা ভাবুন," ল্যাংডন বলল, "আপনাদের গুগেনহাইম জাদুঘরের সংগ্রহের কথা ভাবুন। আর–"

"উইনস্টন!" উত্তেজিত স্বরে বলল অ্যাম্ব্রা। "গুগেনহাইমে নিজের আত্মপ্রতিকৃতি এভাবেই উপস্থাপন করেছিল উইনস্টন!"

"এই তো বুঝতে পারছেন," হেসে বলল ল্যাংডন।

জানালায় কপাল ঠেকিয়ে নিচের ব্লকটা দেখতে লাগলো অ্যাম্ব্রা। ল্যাংডনের দৃষ্টিও সেদিকে, মনে মনে উইনস্টনের আত্মপ্রতিকৃতিটার কথা ভাবছে। সন্ধ্যাবেলা থেকেই ব্যাপারটা খোঁচাচ্ছিল ওকে।

এডমন্ড আমাকে আত্মপ্রতিকৃতি আঁকতে বললে এটাই আঁকি আমি, উইনস্টন বলেছিল ওকে।

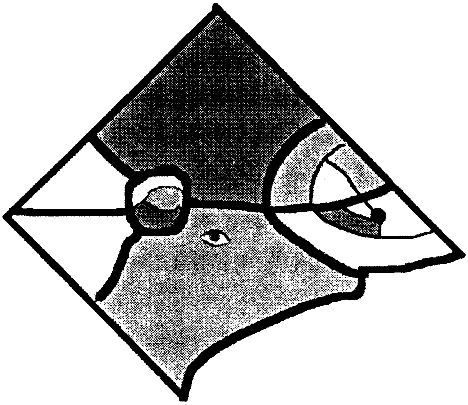

মিরোর কাজের সাথে নিজের আত্মপ্রতিকৃতির তুলনা করেছিল উইনস্টন। এখানে চোখের মত দেখতে জায়গাটায় অবস্থান করছে এডমন্ডের তৈরি করা সুপারকম্পিউটারটা–এ ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত সে। এখান থেকেই পুরো দুনিয়ার ওপর নজর রাখে উইনস্টন।

জানালা থেকে চোখ ফেরালো অ্যাম্ব্রা, "উইনস্টনের আত্মপ্রকৃতি আসলে একটা ম্যাপ!"

"ঠিক ধরেছেন," বলল ল্যাংডন। "উইনস্টন যেহেতু একটা যন্ত্র, সেহেতু আত্মপ্রতিকৃতির কথা বলাতে সে যে এলাকায় অবস্থান করছে সেটারই একটা নক্সা এঁকেছিল।"

"চোখটা," অ্যাম্ব্রা বলল, "মিরোর ছবিগুলোতে এরকম দেখা যায়। কিন্তু

boighar.com

এখানে যেহেতু একটাই চোখ, সেটাই বোধহয় উইনস্টনের অবস্থান।"

"আমিও ঠিক এটাই ভাবছিলাম," বলল ল্যাংডন। এরপর পাইলটকে নির্দেশ দিলো উইনস্টনের ব্লকের দুটো পার্কের একটায় ওদের নামিয়ে দিতে। নামতে শুরু করলো হেলিকপ্টারটা।

"হায় ঈশ্বর!" অ্যাম্ব্রা বলল, "আমি বোধহয় বুঝতে পারছি, কেন মিরোকে নকল করেছে উইনস্টন।"

"তাই?"

"কিছুক্ষন আগেই পেদ্রালবেস প্রাসাদের ওপর দিয়ে উড়ে আসলাম আমরা।"

"পেদ্রালবেস?" জিজ্ঞেস করলো ল্যাংডন। "এটা তো–"

"মিরোর সবচেয়ে বিখ্যাত ছবিগুলোর একটার নাম। ব্যাপারটা নিয়ে যে বেশ ঘাঁটাঘাঁটি করেছে উইনস্টন সেটা বোঝাই যাচ্ছে।"

উইনস্টনের সৃজনশীলতায় অভিভূত না হয়ে পারলো না ল্যাংডন। আরও অবাক করার মত বিষয় হচ্ছে, সম্পূর্ন নিজের বুদ্ধিমত্তা থেকে গোটা ব্যাপারটা সাজিয়েছে এডমন্ডের সুপারকম্পিউটার। ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসতে লাগলো হেলিকপ্টারটা। উইনস্টনের আত্মপ্রতিকৃতির যেখানে চোখটা অবস্থান করছে সেই জায়গায় একটা বড় অন্ধকার দালানের অবয়ব চোখে পড়লো ল্যাংডনের।

"ওটাই বোধহয়," সেদিকে নির্দেশ করে বলল অ্যাম্ব্রা।

ভালো করে দালানটা দেখার চেষ্টা করলো ল্যাংডন। ওপর থেকেও বিশাল লাগছে ওটাকে।

"কোন বাতি জ্বলতে দেখছি না," অ্যাম্ব্রা বলল। "আমরা ভেতরে প্রবেশ করতে পারবো তো?"

"কেউ না কেউ তো আছেই এখানে," ল্যাংডন বলল, "বিশেষ করে আজ রাতে। তারা যখন বুঝতে পারবে, এডমন্ডের পাসওয়ার্ড জানি আমরা, তখন নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।"

পনেরো সেকেন্ড পর উইনস্টনের ব্লকের অর্ধবৃত্তাকৃতির পার্কটার পূর্বপাশে নেমে আসলো হেলিকপ্টারটা। ওরা নেমে যাওয়ার সাথে সাথে আবার আকাশে উঠে গেল ওটা। পরবর্তি নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত হেলিকপ্টারের পাশে অপেক্ষা করবে ওদের জন্যে।

গাছপালার মধ্য দিয়ে অন্ধকার দালানটার উদ্দেশ্যে হেঁটে চললো ওরা।

"বাতি জ্বলছে না," ফিসফিসিয়ে বলল অ্যাম্ব্রা।

“একটা বেড়াও আছে দেখছি,” ভ্রু কুঁচকে দশ ফিট উচ্চতার লোহার তৈরি বেড়ার দিকে তাকিয়ে বলল ল্যাংডন। পুরো জায়গাটা ঘিরে রয়েছে ওটা। বেড়াটার ফাঁক গলে ভেতরে উঁকি দেয়ার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু গাছগাছালির কারণে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কোন আলো জ্বলতে না দেখে ও নিজেও অবাক হয়ে গেছে।

“একটা গেট,” বিশ হাত দূরে বেড়ার মাঝে একটা জায়গায় নির্দেশ করলো অ্যাম্ব্রা।

দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গিয়ে বন্ধ একটা গেট দেখতে পেলো ওরা। বাইরে একটা বৈদ্যুতিক কল বক্স ঝুলছে ওটার গা থেকে। ল্যাংডন কিছু বলার আগেই কল বাটনে চাপ দিলো অ্যাম্ব্রা।

দুই বার রিং হবার পর সংযোগ পেলো।

নীরবতা।

“হ্যালো?” বলল অ্যাম্ব্রা। “হ্যালো?”

স্পিকার থেকে কারো গলার আওয়াজ ভেসে এলো না। শুধু লাইনের খসখসে শব্দ।

“জানি না আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কি না,” বলল অ্যাম্ব্রা। “আমি অ্যাম্ব্রা ভিদাল এবং আমার সাথে আছেন রবার্ট ল্যাংডন। এডমন্ড কিয়ার্শের বন্ধু আমরা। আজকে রাতে তার সাথে দেখাও হয়েছিল। আমাদের কাছে এমন কিছু তথ্য আছে যেগুলো এডমন্ড, উইনস্টন এবং আপনাদের সবার কাজে আসবে।”

একটা ক্লিকের শব্দ কানে আসলো ওদের।

সাথে সাথে গেটের হাতলটা ঘোরালো ল্যাংডন। খুলে গেল ওটা।

“বলেছিলাম না ভেতরে কেউ আছে!” উত্তেজিত স্বরে বলল সে।

দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গাছপালার মধ্যে দিয়ে অন্ধকার দালানটার দিকে যত দ্রুত সম্ভব এগোতে লাগলো ওরা। যত কাছে গেল দালানটার অবয়ব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠতে লাগলো। ওটার ছাঁদের দিকে তাকিয়ে থেমে যেতে বাধ্য হলো ল্যাংডন আর অ্যাম্ব্রা। এরকম কিছু দেখতে হবে সেটা কল্পনাতেও আসেনি।

এটা কিভাবে সম্ভব? ছাদের ওপরের বস্তুটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলো ল্যাংডন। *এডমন্ডের কম্পিউটার ল্যাবের ছাদে একটা পনেরো ফুট লম্বা ক্রুশ?*

আরও কিছুদূর এগোনোর পর গাছপালা ঘেরা অঞ্চল থেকে বেরিয়ে

boighar.com

আসলো ওরা। এবার পুরো দালানটা দেখতে পাচ্ছে। একটা পুরনো আমলের চার্চের মত দেখতে ওটা।

"রবার্ট, আমরা বোধহয় ভুল করে একটা ক্যাথলিক চার্চের উঠোনে ঢুকে পড়েছি," কণ্ঠে অবিশ্বাস অ্যাম্রার।

এ সময় চার্চের সামনে একটা সাইন দেখে হাসতে শুরু করলো ল্যাংডন। "নাহ্, আমরা একদম ঠিক জায়গাতেই এসেছি।"

কয়েক বছর আগে এই স্থাপনাটা নিয়ে গণমাধ্যমে বেশ শোরগোল হয়েছিল, কিন্তু ল্যাংডন জানতো না, জায়গাটা বার্সেলোনায়। একটা পরিত্যাক্ত ক্যাথলিক চার্চের ভেতরে গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব। এডমন্ড যে ইচ্ছে করেই জায়গাটা বেছে নিয়েছিল সে ব্যাপারে নিশ্চিত ল্যাংডন।

এমনকি ল্যাবটার সামনে দাঁড়িয়ে এডমন্ডের পাসওয়ার্ডটাও অর্থবহ মনে হচ্ছে এখন। The Dark Religions are departed & sweet science reigns.

অ্যাম্রাকে সাইনটা দেখালো ল্যাংডন। সেখানে লেখা :

BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER
CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN

"ক্যাথলিক চার্চের ভেতরে সুপারকম্পিউটিং সেন্টার?" বড় বড় চোখ করে জিজ্ঞেস করলো অ্যাম্রা।

"মাঝে মাঝে সত্য বাস্তবতার চেয়েও অদ্ভুত হয়।"

অধ্যায় ৮১

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ক্রুশটার অবস্থান স্পেনে।

এল এস্করিয়ালের উপাসনালয়ের আট মাইল উত্তরে মাটি থেকে ৫০০ ফিট ওপরে এক পাহাড়চূড়ায় অবস্থিত ক্রুশটা একশ মাইল দূর থেকেও দেখা যায়।

ক্রুশটার নিচে অবস্থিত গিরিখাতে প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ চিরনিদ্রায় শায়িত। স্পেনের ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে মারা যায় তারা। যথার্থই এই উপত্যকার নাম রাখা হয়েছে– ভ্যালি অব দি ফলেন।

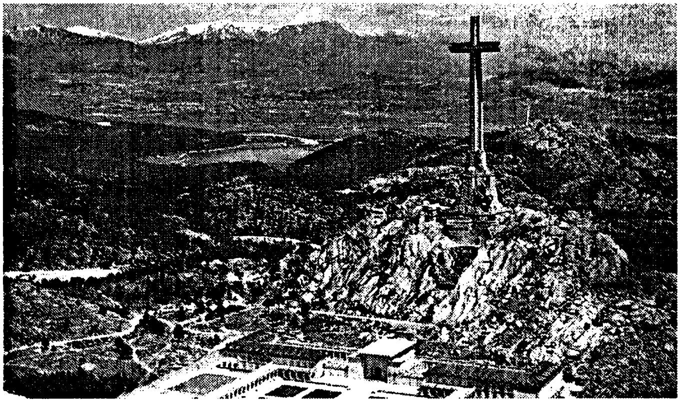

এখানে কী করছি আমি? রয়্যাল গার্ডের এজেন্টের সাথে পাহাড়ের তলদেশে একটা সমতল জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজেকেই জিজ্ঞেস করলেন হুলিয়ান। *এরকম একটা জায়গায় বাবা দেখা করতে চান আমার সাথে?*

তার পাশে থাকা ভালদেসপিনোর চেহারাতেও ফুটে উঠেছে বিভ্রান্তির ছাপ। "কিছু বুঝতে পারছি না আমি," বললেন তিনি, "আপনার বাবা এই জায়গাটা পছন্দ করেন না।"

খুব কম মানুষই এমন একটা জায়গা পছন্দ করবে, ভাবলেন হুলিয়ান।

১৯৪০ সালে ফ্রাঙ্কো স্বয়ং এই জায়গাটাকে ঘোষণা করেন 'জাতির প্রায়শ্চিত্তের চিহ্ন' হিসেবে। যুদ্ধে মৃতদের সম্মানার্থে একটা ব্যাসিলিকাও তৈরি করা হয় বিশাক ক্রুশটার পাদদেশে। কিন্তু ফ্রাঙ্কোর অন্যান্য কাজের মত এটাও

boighar.com

সমালোচনার মুখে পড়ে কারণ নির্মাণকাজে অংশ নেয়া অনেকেই ছিল ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা রাজনৈতিক বন্দি। নির্মাণকাজ চলাকালীন অনাহারে মৃত্যুও হয় অনেকের। তৎকালীন কিছু সংসদ সদস্য জায়গাটাকে তুলনা করেন জার্মানদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলোর সাথে। হুলিয়ানের ধারণা তার বাবাও নিশ্চয়ই অমনটাই ভাবেন। বেশিরভাগ স্প্যানিয়ার্ডদের মতে নিজের শাসনামলে স্মৃতিস্মারক হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল এখানকার সবকিছু। এমনকি ফ্রাঙ্কোর সমাধিও এখানে।

ছোটবেলায় বাবার সাথে একবার এখানে ঘুরতে এসেছিল ও। তখন ওর উদ্দেশ্যে স্পেনের মহারাজা বলেন, "এ সব একদিন তোমাকে ভেঙে ফেলতে হবে।"

গার্ডিয়া রিয়েলের এজেন্টের পেছন পেছন পাহাড় কেটে বানানো একটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে এখন ওরা। এতক্ষণে হুলিয়ান ধরতে পারলেন কোথায় চলেছে ওরা। ব্রোঞ্জের তৈরি বিশাল একটা দরজা দেখা যাচ্ছে সামনে। ছোটবেলায় প্রথম যখন এখানে এসেছিলেন, দরজার পেছনের দৃশ্য দেখে চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল তার।

এই পাহাড়চূড়ার মূল আকর্ষণ বিশাল ক্রুশটা নয়, বরং সেটা পাহাড়ের ভেতরে অবস্থিত। মানব নির্মিত বিশাল একটা গুহা। নয়শ ফিট গভীর গুহাটার পুরোটাই হাতে খোঁড়া হয়। তবে গতানুগতিক গুহা বললে যেমনটা মনে হয় তার সাথে কোন মিল নেই এটার। ভেতরটায় ঝাঁ চকচকে, আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত, একটি উঁচু খিলানপথ চোখে পড়বে প্রথমেই।

একটা পাহাড়ের পেটের ভেতর আমি—প্রথমবার ভেতরে প্রবেশের পর ভেবেছিলেন হুলিয়ান। *স্বপ্ন দেখছি না তো?*

আজ অনেক বছর পরে একই জায়গায় ফিরেছেন হুলিয়ান।

আমার মৃত্যুপথযাত্রি বাবার নির্দেশে এখানে এসেছি আমি।

প্রবেশপথের বাইরে একটা মৃত জিশুকে কোলে নিয়ে থাকা কুমারি মেরির একটি সাদা মূর্তি, যার পরিচিত নাম পিয়েতার, সেটার দিকে চোখ পড়লো হুলিয়ানের। ওর পাশে দাঁড়িয়ে একবার মাথা নিচু করে ক্রুশ আঁকলেন বিশপ ভালদেসপিনো। তবে সেটা ধর্মিয় বিশ্বাস থেকে নাকি ভয় থেকে তা বুঝতে পারলেন না হুলিয়ান।

অধ্যায় ৮২

কন্সপিরেসিনেট.কম

ব্রেকিং নিউজ

রিজেন্টের পরিচয় কি?

আমাদের হাতে প্রমাণ এসেছে, গুপ্তঘাতক লুই আভিলা রিজেন্ট নামের একজনের আদেশ পালন করছিল।

কিন্তু রিজেন্ট নামের আড়ালে থাকা মানুষটার পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। তবে Dictionary.com-এর মতে রিজেন্ট (Regent) তাকেই বলা হয়, কোন সংগঠনের মূল নেতার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করে যে ব্যক্তি।

আমাদের ওয়েবসাইট ব্যবহারকারিদের অংশ নেয়া একটি জরিপ 'কে এই রিজেন্ট'-এর মতে প্রধান তিন সন্দেহভাজন হচ্ছে :

১. বিশপ আন্তোনিও ভালদেসপিনো
২. পালমেরিয়ানদের একজন পোপ
৩. রাজার পক্ষ থেকে নিয়োগ দেয়া একজন স্প্যানিশ সামরিক কর্মকর্তা।

আরও জানতে চোখ রাখুন এখানেই!

#কেএইরিজেন্ট

boighar.com

অধ্যায় ৮৩

অন্ধকারের কারণে বিশাল চ্যাপেলের ভেতরে অবস্থিত বার্সেলোনা সুপারকম্পিউটিং সেন্টারের প্রবেশদ্বারটা খুঁজে পেতে একটু সময় লাগলো ল্যাংডন এবং অ্যাম্ব্রার। অবশেষে পরিত্যাক্ত চার্চটার ঠিক মাঝখানে অত্যাধুনিক প্লেক্সিগ্লাসের ঘেরা একটি বাড়তি অংশ চোখে পড়লো ওদের। দেখে বোঝাই যাচ্ছে, অনেক পরে মূল দালানের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে এই অংশটুকু। প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে আধুনিক নক্সার মিশেল অদ্ভুত এক দ্যোতনার সৃষ্টি করেছে।

প্রবেশপথের ঠিক বাইরে বারো ফুট লম্বা এক প্রাচীন যোদ্ধার মূর্তি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো ওরা। একটা ক্যাথলিক চার্চের ভেতরে এরকম ভাস্কর্য কী করছে সেটা ভেবে পেলো না ল্যাংডন। কিন্তু এডমন্ড যেখানে কাজ করেছে সেখানে পরিবেশের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ভাস্কর্যের উপস্থিতি থাকবেই।

দ্রুত প্রবেশদ্বারের সামনে গিয়ে সেখানকার কল বাটনে চাপ দিলো অ্যাম্ব্রা। সাথে সাথে একটি সিকিউরিটি ক্যামেরা ঘুরে গেল ওদের দিকে। বেশ কয়েকবার ডানে বামে ঘুরে সময় নিয়ে ওদের পর্যবেক্ষণ করলো ওটা।

এরপর মৃদু একটা গুঞ্জন করে খুলে গেল দরজাটা।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লো ওরা। শুরুতেই বিশাল একটা খোলা জায়গা। চার্চের প্রবেশদ্বারের পর রেলিং দিয়ে ঘেরা একটি স্থান, যেটাকে নার্থেক্স বলে সেটার আধুনিকীকরণ করা হয়েছে যত্নের সাথে। ল্যাংডন ভেবেছিল কেউ ওদের স্বাগত জানানোর জন্যে অপেক্ষা করছে এখানে–এডমন্ডের অধীনস্থ কোন কর্মি। কিন্তু পুরো লবিটাই খালি, কোথাও কেউ নেই।

"কেউ নেই এখানে?" ফিসফিসিয়ে ওর প্রশ্নটাই করলো অ্যাম্ব্রা।

এ সময় একটা ধর্মিয় সঙ্গিতের মৃদু মূর্ছনা কানে আসলো ওদের। সঙ্গিতটা চিনতে না পারলেও এরকম এক অত্যাধুনিক প্রাঙ্গণে ধর্মিয় সঙ্গিত বাজানোর বুদ্ধিটা যে এডমন্ডের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল সে ব্যাপারে নিশ্চিত ও।

ওদের সামনে একটি বিশাল লবি। আলো বলতে সেটার দেয়ালে ঝোলানো একটি প্লাজমা স্ক্রিন। স্ক্রিনে যা দেখানো হচ্ছে সেটিকে আদিমকালের কোন কম্পিউটার গেমের সাথেই তুলনা করা চলে। সাদা পর্দায় ছুটে বেড়াচ্ছে কালো কালো কিছু বিন্দু।

তবে কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে বিন্দুগুলোর ছুটে বেড়ানোর মধ্যে পরিচিত একটি প্যাটার্ন আবিষ্কার করলো ল্যাংডন। কম্পিউটারে তৈরি এই বিন্দুগুলোর সমাহারকে বলা হয়–'জীবন।' এর আবিষ্কারক ইংরেজ গণিতবিদ জন কনওয়ে। কালো বিন্দুগুলো এক একটি কোষ, যেগুলো কিছুক্ষণ ছোটাছুটি করার পর নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়ে তৈরি করবে আরও বড় বড় জটিল ধরণের নক্সা, যে নক্সাগুলো দেখা যায় প্রকৃতিতে। বিন্দুগুলো নড়াচড়া করবে কিভাবে সেটার সাধারণ কম্যান্ড দিয়েছেন প্রোগ্রামার নিজেই।

"কনওয়ের 'গেইম অব লাইফ'," অ্যাম্ব্রা বলল। "এটার ওপর ভিত্তি করে তৈরি একটি ডিজিটাল ইন্সটলেশন দেখেছিলাম কয়েক বছর আগে, 'সেলুলার অটোম্যাটন' অনুষ্ঠানে।"

অ্যাম্ব্রাকে কনওয়ের গেইমটা চিনতে দেখে কিছুটা অবাকই হলো ল্যাংডন। ও নিজে ব্যাপারটা সম্পর্কে জানে কারণ প্রিন্সটনে ক্লাস নিতেন কনওয়ে।

আবারো ধর্মিয় সঙ্গিতটা কানে আসলো ল্যাংডনের। *এটা শুনেছি আমি। রেনেসা ম্যাস বোধহয়,* ভাবলো সে।

"রবার্ট," স্ক্রিনের দিকে নির্দেশ করছে অ্যাম্ব্রা, "দেখুন।"

ডিসপ্লে স্ক্রিনে কালো কালো বিন্দুগুলো এতক্ষণ যেদিকে ঘুরছিলো তার বিপরীত দিকে ঘুরছে এখন। জটিল নক্সাগুলো সরল হতে হতে কয়েকটা মাত্র বিন্দুতে পরিণত হলো কিছুক্ষণের মধ্যে। বিন্দুগুলো এখন আর জোড়া লাগছে না, বরং আলাদা হয়ে যাচ্ছে একে অপর থেকে। অবশেষে একদম অল্প কয়েকটি বিন্দু রয়ে গেল। আটটা...চারটা...দুটা...এরপর...

একটা।

সেই বিন্দুটা মিটমিট করতে লাগলো স্ক্রিনে।

একটা শিহরণ বয়ে গেল ল্যাংডনের শরীরে। *The Origin of Life*। জীবনের উৎপত্তি।

একসময় সেই বিন্দুটাও মুছে গেল। পুরো স্ক্রিন এখন একদম সাদা।

গেইম অব লাইফ শেষ হয়ে যাবার পর সেখানে একটা লেখা ভেসে উঠতে শুরু করলো।

আমরা যদি একটা আদি কারণকে মেনেও নেই
তখনও আমাদের মন জানতে চাইবে,
কখন সেটা এলো, কিভাবে এসেছে।

boighar.com

বইঘর.কম

"ডারউইনের লেখা," আনমনে বলে উঠলো ল্যাংডন। এডমন্ড কিয়ার্শের করা প্রশ্নটারই একটু ঘোরানো রূপ উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডারউইনের বলা এই কথাগুলো।

"এলেম আমরা কোথা থেকে?" উত্তেজিত স্বরে বলল অ্যাম্ব্রা।

"ঠিক ধরেছেন।"

"চলুন তাহলে ভেতরটা ঘুরে দেখি?" ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল অ্যাম্ব্রা।

স্ক্রিনটার ডানদিকে চার্চের মূল অংশে যাওয়ার একটা খিলানপথের দিকে নির্দেশ করলো সে।

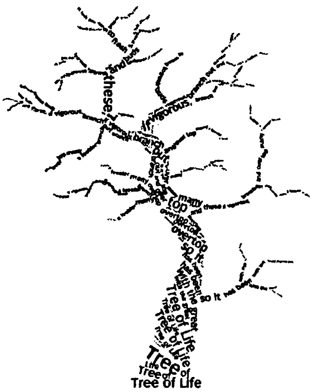

ওদিকে পা বাড়াতে যাবে ওরা এমন সময় ডিসপ্লেতে কিছু ইংরেজি শব্দ ভেসে উঠতে লাগলো, ধীরে ধীরে অর্থবহ কিছু বাক্যাংশে রূপান্তরিত হতে লাগলো ওগুলো।

...growth…fresh buds…Beautiful ramifications…

ধীরে ধীরে শব্দগুলো একটি গাছের আদলে সজ্জিত হলো।

অবাক চোখে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকলো ওরা। ধর্মিয় সঙ্গিতটা আগে থেকে জোরে জোরে বাজছে এখন। ল্যাংডন ধরতে পারলো, গানের কথাগুলো ইংরেজিতে, ল্যাটিনে নয়।

"হায় ঈশ্বর!" অ্যাম্ব্রার কণ্ঠে বিস্ময়, "শব্দগুলো তো গানের কথার সাথে মিলে যাচ্ছে।"

"ঠিক বলেছেন," পুরনো শব্দগুলো মুছে গিয়ে সেখানে নতুন নতুন শব্দের আবির্ভাব ঘটতে লাগলো।

...by slowly acting causes...not by miraculors acts...

এখন আর সঙ্গিতটাকে ধর্মিয় সঙ্গিত বলা যাবে না মোটেও। সুরটা ধর্মিয় সঙ্গিতের ধরণের হতে পারে, কিন্তু কথাগুলো একদম বিপরীত।

Organic beings...Stongest live...weakest die...

হঠাৎ থমকে গেল ল্যাংডন।

আমি চিনি এটা!

কয়েক বছর আগে ওকে একটা সঙ্গিত অনুষ্ঠানে নিয়ে গিয়েছিল এডমন্ড। 'চার্লস ডারউইন ম্যাস' নামের সেই অনুষ্ঠানে খ্রিস্টিয় ধর্মিয় সঙ্গিতের ল্যাটিন শব্দগুলোর বদলে ব্যবহার করা হয়েছিল চার্লস ডারইনের লেখা 'অন দ্য অরিজিন অব স্পেসিস'-এর কিছু শব্দ।

"অদ্ভুত!" ল্যাংডন বলল, "ঠিক এটাই শুনেছিলাম আমি এডমন্ডের সাথে একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে। ওর খুব পছন্দ হয়েছিল গোটা ব্যাপারটা। এতদিন পরে কাকতালিয়ভাবে ঠিক একই জিনিস শুনতে হচ্ছে।"

"মোটেও কাকতালীয় নয়," একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠলো। "এডমন্ড আমাকে অতিথিদের স্বাগতম জানানোর জন্যে তাদের পরিচিত কোন গান বাজাতে শিখিয়েছে। যাতে আলোচনার শুরুতে সে ব্যাপারে আলাপও করা যায়।"

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে স্পিকারগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলো অ্যাম্ব্রা আর ল্যাংডন। কণ্ঠটায় ইংরেজ টান স্পষ্ট।

"আপনারা এখানে আসতে সমর্থ হয়েছেন দেখে খুবই ভালো লাগছে আমার," পরিচিত কৃত্রিম কণ্ঠটা বলল, "কোনভাবে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না আপনাদের সাথে।"

"উইনস্টন!" স্বস্তির সাথে বলল ল্যাংডন। একটা যন্ত্রের সাথে কথা বলতে যে এতটা উদগ্রীব হয়ে ছিল ও, সেটা আগে বুঝতে পারেনি।

দ্রুত সবকিছু উইনস্টনকে খুলে বলল অ্যাম্ব্রা।

"আপনারা ঠিক আছেন এটাই অনেক," উইনস্টন বলল। "এখন বলুন, যা খুঁজছিলেন সেটা কি পেয়েছেন?"

boighar.com

অধ্যায় ৮৪

"উইলিয়াম ব্লেক!" ল্যাংডন বলল। *"দ্য ডার্ক রিলিজিয়ন্স আর ডিপার্টেড অ্যান্ড সুইট সায়েন্স রিন্‌স।"*

এক মুহূর্তের জন্যে থমকাল যেন উইনস্টন, "তার সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতার শেষ পংক্তি। একদম মানানসই হয়েছে পাসওয়ার্ডটা, সেটা স্বীকার করতেই হবে," এটুকু বলে কিছুক্ষন চুপ করে থাকলো উইনস্টন, যেন হিসেব করছে কিছু একটা, "কিন্তু এখানে তো সাতচল্লিশটা—"

"অ্যাম্পারস্যান্ডটাও হিসাবে নিতে হবে," ল্যাংডন বুঝিয়ে বলল এডমন্ডের ছোট চালাকিটা।

"একদম 'এডমন্ডিয়' কাজ," কৃত্রিম কণ্ঠস্বরটা বলে উঠলো হাসির ছলে।

"তো উইনস্টন?" অ্যাম্ব্রা বলল, "এখন যেহেতু পাসওয়ার্ডটা জানো তুমি—প্রেজেন্টেশনের বাকিটুকু উন্মুক্ত করতে পারবে?"

"অবশ্যই পারবো," দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলল উইনস্টন। "তবে সেজন্যে আগে আপনাদের মধ্যে একজনকে ম্যানুয়ালি পাসওয়ার্ডটা ইনপুট করতে হবে। এডমন্ড একটা ফায়ারওয়াল তৈরি করে রেখেছে ওর প্রজেক্টের তথ্যগুলোর চারপাশে। আমি সরাসরি অ্যাকসেস করতে পারবো না ওগুলোতে। কিন্তু আপনাদের ল্যাবের ভেতরে নিয়ে গিয়ে কোথায় পাসওয়ার্ডটা লেখতে হবে সেটা দেখাতে পারবো। এরপর পুরো প্রোগ্রামটা লঞ্চ করা মাত্র দশ মিনিটের ব্যাপার।"

উইনস্টনের এরকম সোজাসাপ্টা উত্তর শুনে একটু হতাশই হলো অ্যাম্ব্রা আর ল্যাংডন। আজ রাতে এত কষ্ট করে পাসওয়ার্ডটা উদ্ধার করার পর এরকম নির্মোহ মন্তব্য আশা করেনি ওরা।

"রবার্ট," ওর কাঁধে হাত রেখে বলল অ্যাম্ব্রা, "আপনার কারণেই সম্ভব হয়েছে সব। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।"

"শুধু আমার নয়, আপনারও অনেক বড় অবদান আছে এর পেছনে। দলগত সাফল্য এটা।"

"আমি বলি কি," উইনস্টন বলল এই সময়, "লবিতে বেশিক্ষন দাঁড়িয়ে না থেকে ভেতরের ল্যাবে চলুন আপনারা। কারণ বাইরে থেকে এই অংশটুকু একদম স্পষ্ট দেখা যায়। আর আমি কিছু নিউজ রিপোর্ট পেয়েছি ইন্টারনেটে

যেখানে লেখা আছে, আপনাদের এই অঞ্চলে দেখা যাওয়ার দাবি করা হয়েছে।"

কথাটা শুনে অবাক হলো না ল্যাংডন। সামরিক একটা হেলিকপ্টার যদি কোন পার্কে অবতরণ করে তবে সেটা লোকজনের মনোযোগ আকর্ষণ করবেই।

"কোথায় যেতে হবে বলো," অ্যাম্ব্রা বলল।

"কলামগুলোর মাঝখান দিয়ে হাঁটতে থাকুন," উইনস্টন জবাবে বলল, "আমার কণ্ঠস্বর অনুসরণ করুন।"

লবিতে ধর্মিয় সঙ্গিত বাজা বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ করেই। প্লাজমা স্ক্রিনটাও অন্ধকার হয়ে গেল। মূল প্রবেশদ্বারের দিক থেকেও কতগুলো ধাতব আওয়াজ ভেসে আসায় ল্যাংডন বুঝতে পারলো, ভেতর থেকে আবার বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে দরজাটা।

এডমন্ড নিশ্চয়ই একটা সংরক্ষিত দূর্গে রূপান্তরিত করেছিল জায়গাটাকে, মনে মনে বলল ল্যাংডন। লবির জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিলো একবার, কাউকে দেখতে পেলো না। *এখনও কেউ ভিড় জমায়নি।*

এ সময় লবির শেষভাগে একটা লাইট জ্বলে উঠতে দেখলো ল্যাংডন। একটা দরজা দেখা যাচ্ছে দুটো কলামের মাঝখানে। সেটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে নিজেদের একটা বড় করিডোরে আবিষ্কার করলো অ্যাম্ব্রা আর ল্যাংডন। হলওয়ের শেষদিকে আবারো একটা লাইট জ্বলতে নিভতে শুরু করলে উইনস্টনের দেখানো পথ ধরে হাঁটতে লাগলো ওরা।

উইনস্টন কথা বলে উঠলো এসময়ে, "আমার মনে হয় আমরা যদি এখন একটা প্রেস রিলিজ দিয়ে বলি যে, কিছুক্ষণের মধ্যে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনটা তাহলে দর্শকের সংখ্যা বেড়ে যাবে অনেক। গণমাধ্যম তখন নিজের হাতে তুলে নেবে প্রচারের কাজটা।"

"ভালো বুদ্ধি," হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে বলল অ্যাম্ব্রা। "কিন্তু আমরা কতক্ষন অপেক্ষা করবো ? কোন ঝুঁকি নেয়ার ইচ্ছে নেই আমার।"

"সতেরো মিনিট," জবাবে বলল উইনস্টন। "তাহলে এখানকার স্থানীয় সময় অনুযায়ি রাত তিনটায় সম্প্রচার শুরু হবে প্রেজেন্টেশনটার। আর আমেরিকার প্রাইম টাইমে, অর্থাৎ রাত আটটা থেকে এগারোটার মধ্যবর্তি সময়ে।"

"বেশ, খুব ভালো হবে তাহলে।"

"তাহলে এখনই প্রেস রিলিজটা পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি, আর সতেরো

boighar.com

মিনিটের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে প্রেজেন্টেশন।"

উইনস্টনের ত্বরিত সিদ্ধান্তগুলোর সাথে তাল মেলাতে হিমশিম খেলো ল্যাংডন। ওর সামনে সামনে হাঁটছে অ্যাম্ব্রা।

"এখানে কয়জন স্টাফ আছে এখন?"

"একজনও না," জবাব দিলো উইনস্টন। "নিরাপত্তার ব্যাপারে অনেক কড়া ছিল এডমন্ড। সত্যি কথা বলতে, এখানে আসলে কোন স্টাফই নেই। আমিই সব কম্পিউটার নেটওয়ার্কগুলো পরিচালনা করি, সেই সাথে লাইটিং, এয়ার কন্ডিশনিং আর নিরাপত্তার ব্যাপারটাও দেখি। এডমন্ড মাঝে মাঝে মজা করে বলতো যে, এই 'স্মার্ট হাউজের' যুগে সে তৈরি করেছে 'স্মার্ট চার্চ।"

তবে উইনস্টনের কথায় তেমন মনোযোগ নেই ল্যাংডনের। হঠাৎই অন্য একটা ব্যাপার ভাবিয়ে তুলেছে তাকে, "উইনস্টন, তোমার কি মনে হয়, এখনই একদম সঠিক সময় প্রেজেন্টেশনটা উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্যে?"

থমকে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকালো অ্যাম্ব্রা। "অবশ্যই রবার্ট! এটাই একদম সঠিক সময়! এজন্যেই এত তাড়াহুড়ো করে এখানে আসা। পুরো পৃথিবীর মানুষ অপেক্ষা করছে। তাছাড়া কেউ আমাদের বাঁধা দেয়ার জন্যে আসছে কিনা সেটাও জানি না আমরা। এখনই করতে হবে কাজটা, বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই," এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল সে।

"আমিও একমত এ ব্যাপারে," উইনস্টন তাল মেলালো, "যদি শুধু উপাত্তের ভিত্তিতে বলতে হয়, আমি হিসেব করে দেখেছি, এই এডমন্ডের আবিষ্কারের খবরটা ইতোমধ্যেই গত এক যুগের সবচেয়ে বড় খবরে পরিণত হয়েছে। টেরাবাইটের পর টেরাবাইট ব্যবহৃত হচ্ছে এটার পেছনে। এর পেছনে অবশ্য অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোরও অনেক বড় অবদান আছে। গত দশ বছরে কয়েকগুণ বেড়েছে অনলাইন নিউজ পোর্টালের সংখ্যা।"

"রবার্ট?" অ্যাম্ব্রা জিজ্ঞেস করল উদ্বিগ্ন স্বরে, "কী ঘুরছে আপনার মাথায়, বলুন তো!"

কথাটা কিভাবে বলবে বুঝে উঠতে পারলো না ল্যাংডন। "আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে এই ভেবে যে, আজ রাতে নানা রকমের গুজবের ভিড়ে এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনটা হারিয়ে না যায়! খুন, অপহরণ আর ষড়যন্ত্রতত্ত্বের কাছে বরাবরই মার খেয়ে যায় বিজ্ঞানের খবর।"

"যুক্তি আছে আপনার কথায়, প্রফেসর," উইনস্টন বলল, "কিন্তু আজ রাতের এইসব খুন, অপহরণ আর ভুয়া ষড়যন্ত্রতত্ত্বের কারণেই কিন্তু দর্শকের সংখ্যা এত বেশি। অনলাইনে প্রায় আটত্রিশ লক্ষ দর্শক দেখছিল আজ রাতের

এডমন্ডের প্রেজেন্টেশন; কিন্তু গত কয়েক ঘন্টার ঘটনা প্রবাহের পর এখন প্রায় বিশ কোটি লোক নজর রাখছে! সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, টেলিভিশন এবং রেডিও চ্যানেলগুলোতেও তোলপাড় পড়ে গেছে।"

সংখ্যাটা শুনে অবাক হয়ে গেল ল্যাংডন, ও আগে শুনেছিল, ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালের দর্শক ছিল বিশ কোটি। এর আগে পঞ্চাশ কোটি মানুষ একযোগে সাক্ষি হয়েছিল চাঁদের বুকে মানুষের প্রথম পদার্পণের। তাও ইন্টারনেট যুগের অনেক আগে।

"কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কিন্তু আগে এমনটা দেখা যায়নি, প্রফেসর," উইনস্টন বলল, "পুরো পৃথিবীর কাছে ব্যাপারটা এখনও রিয়েলিটি শো এর মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে বা যারা এডমন্ডকে চুপ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে আজ রাতে, তারা সম্পূর্ণ বিপরীত ফলাফল পেয়েছে। ব্যাপারটা আমাকে আপনার লেখা *ক্রিশ্চিনিয়াটি অ্যান্ড দি স্যাকরেড ফেমিন* বইটাকে ভ্যাটিকান কর্তৃক সমালোচিত হবার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। কারণ তার পরপরই বইটা বেস্টসেলারে পরিণত হয়েছিল।"

পুরোপুরি বেস্টসেলার বলা যায় না এখনও, মনে মনে ভাবলো ল্যাংডন, কিন্তু উইনস্টন কী বোঝাতে চাচ্ছে সেটা ধরতে পারছে ও।

"সর্বোচ্চ সংখ্যক দর্শকের সামনে প্রেজেন্টেশনটা উপস্থাপন করা এডমন্ডের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল আজ রাতে," উইনস্টন বলল।

"ঠিক বলেছে ও," ল্যাংডনের দিকে তাকিয়ে বলল অ্যাম্ব্রা, "আমি আর এডমন্ড যখন অনুষ্ঠানটার ব্যাপারে সব পরিকল্পনা করছিলাম তখন ও যত বেশি সম্ভব লোকের মনোযোগ আকর্ষণের কৌশলের ব্যাপারে সবসময় সচেষ্ট ছিল।"

"যেমনটা বললাম আমি," উইনস্টন বলল, "এখনই প্রেজেন্টেশনটা লঞ্চ করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়, তাহলে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষ কোন না কোনভাবে সাক্ষি হতে পারবে আবিষ্কারটার।"

"বুঝতে পেরেছি," ল্যাংডন বলল, "কী করতে হবে বলো আমাদের।"

হলওয়ের বরাবর সামনে এগিয়ে গিয়ে একটি অনাকাঙ্খিত বাঁধার সম্মুখীন হতে হলো ওদের। করিডোরে এমনভাবে একটা মই রাখা যে ওটা না সরিয়ে সামনে এগোনোর উপায় নেই, নতুবা মাথা ঝুঁকে ওটার নিচ দিয়ে যেতে হবে।

"এই মইটা," ল্যাংডন বলল, "নামিয়ে ফেলবো?"

"না," উইনস্টন বলল, "এডমন্ড ইচ্ছে করে ওটাকে ওখানে রেখেছে অনেক আগে।"

boighar.com

"কেন?" অ্যাম্ব্রা জিজ্ঞেস করলো।

"সকল প্রকার কুসংস্কারকে ঘৃণা করতো এডমন্ড। মইয়ের নিচ দিয়ে গেলে দুর্ভাগ্য বরণ করতে হয় এই কথাটা যারা বলে তাদের মুখে ঝামা ঘষার জন্যেই প্রতিদিন এটার নিচ দিয়ে আসতো যেতো সে। যদি কোন অতিথি বা টেকনিশিয়ান এটার নিচ দিয়ে আসতে অস্বীকৃতি জানাতো তবে তাকে এখান থেকে বের করে দিতো সে।

এডমন্ড বলে কথা, হেসে মনে মনে বলল ল্যাংডন। এরকম একটা ব্যাপারে একবার ওকেও কথা শুনিয়েছিল এডমন্ড। সৌভাগ্যের জন্যে তার সামনে কাঠে টোকা দিয়েছিল ল্যাংডন, সাথে সাথে ওকে সেটা নিয়ে খোঁটা দেয়া শুরু করে পাগলাটে কম্পিউটার বিজ্ঞানী।

আর কথা না বাড়িয়ে ঝুঁকে মইটার নিচ দিয়ে অন্য পাশে চলে গেল অ্যাম্ব্রা। ল্যাংডনও অনুসরণ করলো তাকে।

অন্য পাশে আসার পরে ওদেরকে একটা বড় সুরক্ষিত দরজার সামনে নিয়ে আসলো উইনস্টন। দরজাটার পাশে দুটা ক্যামেরা আর বায়োমেট্রিক স্ক্যানার।

একটা হাতে তৈরি সাইন ঝুলতে দেখলো ওরা : রুম নং ১৩।

অপয়া সংখ্যাটার দিকে তাকিয়ে আরেকবার হেসে উঠলো ল্যাংডন।

"এটাই ল্যাবে ঢোকার মূল প্রবেশপথ," উইনস্টন বলল। "ভাড়া করা কয়েকজন টেকনিশিয়ান বাদে খুব কম মানুষেরই প্রবেশাধিকার আছে এখানে।"

মৃদু গুঞ্জনের শব্দ শোনার সাথে সাথে সময় নষ্ট না করে দরজার হাতল ধরে ভেতরের দিকে ঠেলা দিলো অ্যাম্ব্রা। কিন্তু চৌকাঠের ওপাশে এক পা দিয়েই একদম থমকে গেল সে। হা হয়ে গেছে মুখটা। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনে তাকানোর পরে ল্যাংডনেরও একই দশা হলো।

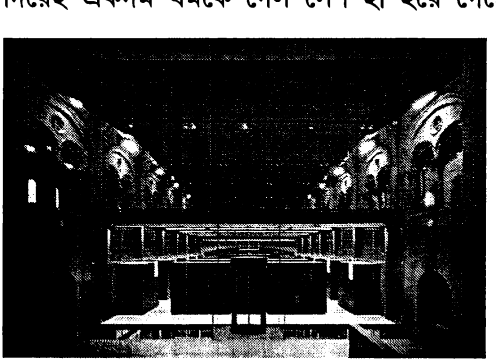

গোটা চ্যাপেলের দৈত্যাকার হলরুমটা ল্যাংডনের দেখা সবচেয়ে বড় কাঁচের বাক্সটা অবস্থিত। পুরো দোতলা জুড়ে আছে সেটা।

দেখে মনে হচ্ছে বাক্সটা দুটো তলায় বিভক্ত।

প্রথম তলায় শত শত রেফ্রিজারেটরের মত দেখতে সারি সারি মেটাল ক্যাবিনেট সাজানো। ঠিক যেমন একটা চার্চে মূল বেদির সামনে বেঞ্চ সাজানো থাকে। ক্যাবিনেটগুলোয় কোন দরজা না থাকায় ভেতরের সবকিছু দেখা যাচ্ছে। লাল রঙের তারের কুন্ডলি বের হয়ে এসেছে প্রত্যেকটা থেকে, যেগুলো আবার নিজেদের মধ্যে সংযুক্ত। অনেকটা মানবদেহের শিরা বিন্যাসের মত দেখাচ্ছে।

"প্রথম তলায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন," ধারাভাষ্য দেয়ার ভঙ্গিতে বলল উইনস্টন, "বিখ্যাত মেয়ার-নস্ট্রাম সুপারকম্পিউটার–যেটায় আটচল্লিশ হাজার আটশ ছেয়ানব্বইটি ইন্টেল কোর একে অপরের সাথে সংযুক্ত ইনফিনিব্যান্ড FDR10 নেটওয়ার্কের সহায়তায়। এটা পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতির মেশিনগুলোর একটি। এডমন্ড যখন এখানে কাজ করতে আসেন তখন গোটা কম্পিউটারটাকে বাইরে না বের করে বরং সেটাকে কাজের অংশ করে নেন। ওপরের দিকে সম্প্রসারিত করেন প্রজেক্ট।"

ল্যাংডন এবার খেয়াল করলো মেয়ার-নস্ট্রামের সবগুলো তার একত্রিত হয়ে বড় একটা শিরার মত উঠে গিয়েছে ছাদের দিকে।

দোতলার কাঁচের আয়তাকার বাক্সের ভেতরের দৃশ্য আবার ভিন্ন। সেখানে একটা উঁচু পাটাতনের ওপর শোভা পাচ্ছে বিরাট বড় নীলাভ একটি বর্গাকৃতির ধাতব...বস্তু বলবে নাকি যন্ত্র বলবে ঠিক ভেবে পেলো না ল্যাংডন। তবে উইনস্টন যেভাবে প্রশংসার সুরে বিভিন্ন নাম না জানা যন্ত্রাংশ আর কম্পিউটার বিজ্ঞানের ভাষায় সেটার গুণগাণ বর্ণনা করছে তার কোন প্রমাণ দৃশ্যমান হলো না ল্যাংডনের চোখে।

উইনস্টন বলেই যাচ্ছে :

"...কিউবিট প্রতিস্থাপিত বাইনারি ডিজিট...কোয়ান্টাম অ্যালগরিদম..."

এবার ল্যাংডন বুঝতে পারছে, কেন সবসময় এডমন্ডের সাথে দেখা হলে

boighar.com

অরিজিন
বইঘর.কম

চিত্রকলার ব্যাপারে আলাপ করতো ওরা। এইসব কথার কিছুই মাথায় ঢুকছে না ওর।

"...এই দুটো একদম ভিন্ন মেশিনের সহায়তায় তৈরি হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালি সুপারকম্পিউটার," অবশেষে উইনস্টন শেষ করলো বলা।

"হায় ঈশ্বর!" বিড়বিড় করে বলল অ্যাম্ব্রা।

"আসলে," তাকে ঠিক করে দিলো উইনস্টন, "এডমন্ডের ঈশ্বর।"

অধ্যায় ৮৫

কন্সপিরেসিনেট.কম

ব্রেকিং নিউজ

কয়েক মিনিটের মধ্যে সম্প্রচারিত হবে এডমন্ড কিয়ার্শের আবিষ্কার!

হ্যাঁ! সত্যিই সম্প্রচারিত হবে এডমন্ডের প্রেজেন্টেশন। এডমন্ড কিয়ার্শের ক্যাম্প থেকে কিছুক্ষণ আগে জানানো হয়েছে, বিখ্যাত ফিউচারিস্টের মৃত্যুর কারণে স্থগিত হয়ে যাওয়া প্রেজেন্টেশনটা বার্সেলোনার স্থানীয় সময় রাত ৩টা থেকে সম্প্রচার করা শুরু হবে।

প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলেছে আগ্রহি অনলাইন দর্শকদের সংখ্যা।

বিভিন্ন সূত্রে আমরা নিশ্চিত হয়েছি, এ মুহূর্তে 'তরে জিরোনা' চ্যাপেলের ভেতরে অবস্থিত বার্সেলোনা সুপারকম্পিউটিং সেন্টারে অবস্থান করছেন রবার্ট ল্যাংডন এবং অ্যামব্রা ভিদাল। ধারণা করা হয় সেখানেই গত কয়েক বছর ধরে কাজ করে আসছিলেন এডমন্ড কিয়ার্শ।

এডমন্ড কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশনের লাইভ স্ট্রিম দেখতে পাবেন এখানে।

boighar.com

অধ্যায় ৮৬

বিশাল দরজাটা দিয়ে পাহাড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর কেমন যেন একটা দমবন্ধ করা অনুভূতি হতে লাগলো হুলিয়ানের, যেন এখান থেকে আর কোনদিন বের হতে পারবেন না তিনি।

ভ্যালি অব দ্য ফলেনের মত একটা জায়গায় কী করছি আমি?

ভেতরে এখন কোন আলো না থাকায় সাথের দুটো বৈদ্যুতিক টর্চই ভরসা। দরজার এ পাশটা একদম ঠাণ্ডা, বাতাসে স্যাঁতস্যাঁতে ভাব।

একজন ইউনিফর্ম পরিহিত লোক একটা চাবির গোছা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওদের সামনে। হাত কাঁপছে লোকটার। ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা সংরক্ষণ কমিটির এই সদস্যের উদ্বেগের কারণটা ধরতে পারছেন হুলিয়ান; তার পেছনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে গার্ডিয়া রিয়েলের ছয়জন এজেন্ট। *আমার বাবা আছেন এখানে।* নিশ্চয়ই এই বেচারাকে মাঝরাতে ঘুম থেকে ডেকে তুলে রাজার জন্যে দরজা খোলার নিমিত্তে এখানে ডেকে আনা হয়েছ।

একজন গার্ডিয়া এজেন্ট সামনে এগিয়ে এসে বলল, "প্রিন্স হুলিয়ান, বিশপ ভালদেসপিনো–আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম আমরা। আমার সাথে আসুন দয়া করে।"

গার্ডিয়া এজেন্ট একটা বিশাল রট আয়রনের তৈরি গেটের সামনে নিয়ে আসলো ওদের–যেটার গায়ে খোদাই একটি বিশাল ফ্রাঙ্কোয়িস্ট প্রতীক–নাৎসি কায়দায় তৈরি দুই মাথাওয়ালা ঈগল।

"এই সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় আছেন মহারাজ," তাদের সামনে এগোনোর অনুরোধ করে বলল এজেন্ট।

একে অপরের দিকে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন হুলিয়ান ও ভালদেসপিনো। আশেপাশে ফ্রাঙ্কোর শাসনামলের আরও নিদর্শন শোভা পাচ্ছে যার কোনটাই সুবিধের নয়।

সুড়ঙ্গটা মাদ্রিদের প্রাসাদের বলরুমের মতই সুসজ্জিত। চকচকে কালো মার্বেলের মেঝের ওপর দিয়ে হেঁটে চললেন ওরা। সুড়ঙ্গ দেয়াল থেকে ঝুলছে সারি সারি মশালদানি। সাধারণত বড় কোন উপলক্ষ্যেই আগুন জ্বালানো হয় ওগুলোতে। তবে মাঝরাতে রাজার আগমনও নিশ্চয়ই বড় উপলক্ষ গণ্য হয়েছে, কারণ গোটা সুড়ঙ্গকে আলোকিত করে রেখেছে ওগুলোই।

সেই আগুনের শিখা প্রতিফলিত হচ্ছে চকচকে কালো মেঝেতে। পুরো

ব্যাপারটায় অতিপ্রাকৃতিক একটা ব্যাপার রয়েছে। এই সুড়ঙ্গটা খুঁড়তে গিয়ে মারা গিয়েছিল যেসব শ্রমিক তাদের উপস্থিতি যেন অনুভব করতে পারছেন হুলিয়ান। অনাহারে, ঠাণ্ডায় জমে মৃত্যু হয়েছিল তাদের, শুধুমাত্র একজন মানুষের আদেশ রক্ষার জন্যে। স্বৈরাচারি শাসক ফ্রাঙ্কোর সমাধিও এই পাহাড়েই অবস্থিত।

সব ঠিকমতো খেয়াল করো হুলিয়ান, ওর বাবা বলেছিল ওকে, *একদিন সব গুড়িয়ে দিতে হবে তোমাকে।*

সিংহাসনে বসার পরেও এই স্থাপনাটা গুড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতা যে ওর থাকবে না, সেটা এখন থেকেই ধারণা করতে পারছেন হুলিয়ান। তবে মাঝে মাঝে ও এটা ভেবে অবাক হন যে, স্পেনের মানুষজন এরকম একটা স্থাপনা এতদিন টিকে থাকতে দিয়েছে, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের সদস্যরা যখন সর্বাত্মক চেষ্টা করে তাদের অন্ধকার অতীতকে ভুলে সামনে এগিয়ে যেতে। তবে আলোর পিঠে অন্ধকারের মত, এখনও এমন অনেককে খুঁজে পাওয়া যাবে যারা আগের দিনগুলোতেই ফিরে যেতে চায়। সেজন্যেই প্রতি বছর ফ্রাঙ্কোয়িস্টরা দলবেঁধে এখানে হাজির হয় তাদের নেতার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণের জন্যে।

"প্রিন্স হুলিয়ান," বিশপ গম্ভীর স্বরে ডাক দিলেন ওকে, পাশাপাশি হেঁটেই চলেছে ওরা এখনও। "আপনি কি জানেন, আপনার বাবা কেন এখানে ডেকে পাঠিয়েছে আমাদের?"

মাথা ঝাঁকালেন হুলিয়ান। "আমি তো ভেবেছিলাম আপনি জানবেন সেটা।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভালদেসপিনো বললেন, "আমি নিজেও জানি না।"

যদি বিশপ ভালদেসপিনো এ সম্পর্কে কিছু না জেনে থাকেন, হুলিয়ান ভাবলেন, *তবে কারোরই জানার কথা নয়।*

"আশা করি ঠিক আছেন তিনি," মোলায়েম কণ্ঠে বললেন বিশপ, "তার আজকে রাতে নেয়া সিদ্ধান্তগুলো অবাক..."

"যেমন হাসপাতালের বদলে একটা পাহাড়ের ভেতরে দেখা করতে বলা?" বিশপের কথা শেষ হবার আগেই বললেন হুলিয়ান।

"তা বলতে পারেন," মৃদু হেসে বললেন ভালদেসপিনো।

হুলিয়ান এটা ভেবে পেলেন না, কেন তার বাবাকে শরীরের এরকম নাজুক অবস্থায় হাসপাতাল থেকে এখানে নিয়ে আসতে রাজি হলো গার্ডিয়া রিয়েলের এজেন্টরা। তবে এ কথাও সত্য, গার্ডিয়া এজেন্টদের প্রশিক্ষনই এমনভাবে

boighar.com

দেয়া হয় যে, আদেশ পালনে বাধ্য তারা। বিশেষ করে আদেশদাতা যখন স্বয়ং স্পেনের রাজা।

"শেষ এখানে প্রার্থনা করেছি অনেক বছর আগে," আলোকজ্জ্বল হলওয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন ভালদেসপিনো।

যে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ওরা সেটা যে কেবলই একটা করিডোরের প্রবেশ পথ তা নয় কিন্তু; একটা ক্যাথলিক চার্চের মূল উপাসনা কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয় এটি। সামনে সারি সারি পিউ চোখে পড়লো প্রিন্স হুলিয়ানের।

গুপ্ত ব্যাসিলিকা, ছোটবেলায় এ নামেই ডাকতেন এটাকে।

গ্রানাইট পাহাড়ের ভেতরের এই সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় বিশাল একটা ভূগর্ভস্থ ব্যাসিলিকা। গুজব আছে, রোমের সেন্ট পিটার'স থেকেও বেশি মানুষ একসাথে প্রার্থনা করতে পারবে এখানে।

মূল উপাসনালয়ের কাছাকাছি পৌঁছে বিশাল জায়গাটায় চোখ বোলালেন হুলিয়ান। কিন্তু স্পেনের রাজাকে কোথাও দেখতে পেলেন না তিনি। পুরো খালি জায়গাটা।

"কোথায় তিনি?" উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন বিশপ।

হুলিয়ান নিজেও চিন্তায় পড়ে গেছেন এখন। *বাবাকে কি এখানে একা?* নিজেকেই প্রশ্ন করলেন।

আরও সামনে এগিয়ে গেলেন এবার। বেদির এপাশ থেকে ওপাশে হাঁটাহাঁটি করলেন কিন্তুকাউকে দেখলেন না।

অবশেষে ব্যাসিলিকার এক কোণে বিশাল পিলারের আড়ালে বাবাকে দেখতে পেলেন হুলিয়ান। থমকে গেলেন সাথে সাথে।

স্পেনের রাজা বর্তমানে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায়, ভারি কম্বল গায়ে একটা হুইলচেয়ারে বসে আছেন।

অধ্যায় ৮৭

পরিত্যাক্ত চ্যাপেলটার ভেতরে উইনস্টনের কৃত্রিম কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে দুই তলা জুড়ে অবস্থিত সুপারকম্পিউটারের একপাশে এসে পৌঁছাল ল্যাংডন এবং অ্যাম্ব্রা। কাঁচের মধ্যে দিয়ে একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, ভেতরের বিশাল যন্ত্রপাতি যে প্রতি মুহূর্তে জেগে আছে তার প্রমাণ। ল্যাংডনের মনে হলো যেন কোন ঘুমন্ত দৈত্যের দিকে তাকাচ্ছে ও।

উইনস্টনের ভাষ্যমতে এই শব্দগুলো মূলত সুপারকম্পিউটারের যন্ত্রপাতি ঠাণ্ডা রাখার কাজে ব্যবহৃত কুল্যান্ট পাম্প, সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যান এবং হিট সিঙ্কগুলো থেকে নির্গত হচ্ছে।

"ভেতরে শব্দে টেকা যায় না," উইনস্টন বলল। "সৌভাগ্যবশত এডমন্ডের ল্যাবটা দোতলায়।"

কাঁচের বহিরাবরণের গা ঘেঁষে একটা প্যাঁচানো সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। উইনস্টনের নির্দেশানুযায়ী সেটা বেয়ে ওপরে উঠে নিজেদের একটা ধাতব প্ল্যাটফর্মে আবিষ্কার করলো ওরা। সামনে একটা কাঁচের রিভল্‌ভিং ডোর।

মফস্বলের ছোট ছোট বাড়িগুলোর সদর দরজা যেভাবে সাজানো হয়, এডমন্ডের ল্যাবের দরজাটাও সেভাবেই সাজানো। একটা ওয়েলকাম ম্যাট, কৃত্রিম গাছ এবং একটা ছোট বেঞ্চের নিচে বাসায় পায়ে দেয়ার স্লিপার। *ওটা নিশ্চয়ই এডমন্ডের,* ভাবলো ল্যাংডন।

দরজার ওপরে একটা বার্তা ঝুলতে দেখা যাচ্ছে :

একের পর এক ব্যর্থতার পরও কোন উদ্যম না হারিয়ে এগিয়ে যাওয়ার নামই সফলতা ।

–উইনস্টন চার্চিল

"আবারো চার্চিলের বাণী," অ্যাম্ব্রাকে লেখাটা দেখিয়ে বলল ল্যাংডন।

"এডমন্ডের সবচেয়ে পছন্দের উক্তি," উইনস্টন জানালো ওদের। "ওর মতে বাক্যটা কম্পিউটারের সবচেয়ে ভালো গুণটার যথার্থ উপস্থাপন।"

"কম্পিউটারের?" জিজ্ঞেস করলো অ্যাম্ব্রা।

boighar.com

"হ্যাঁ, একটা কম্পিউটার কখনও হাল ছেড়ে দেয় না। কোনকিছুতে ব্যর্থ হলে হতাশও হয়ে পড়ে না, বরং সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত একই উৎসাহে কাজ করে যেতে থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে এই কথাটা খাটে না।"

"ঠিক," ল্যাংডন স্বীকার করে নিলো, "বড়জোর এক লাখ বার চেষ্টা করে দেখি আমি।"

হেসে উঠে দরজাটার দিকে হেঁটে গেল অ্যাম্ব্রা।

"ভেতরের মেঝেও কাঁচের তৈরি," রিভল্‌ভিং ডোরটা আপনা আপনি ঘুরতে শুরু করলে বলে উঠলো উইনস্টন, "তাই দয়া করে জুতো খুলে নিন।"

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পায়ের জুতো খুলে খালিপায়ে রিভল্‌ভিং ডোরটা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো অ্যাম্ব্রা। তাকে অনুসরণ করলো ল্যাংডন। এডমন্ডের ওয়েলকাম ম্যাটে একটা অদ্ভুত বার্তা চোখে পড়লো ওর :

THERE'S NO PLACE LIKE 127.0.0.1

"উইনস্টন, এই ম্যাটের লেখাটা বুঝতে পারছি না আ–"

"হোস্ট সার্ভার," জবাবে বলল উইনস্টন।

আবারো লেখাটা পড়লো ল্যাংডন। "ওহ," উইনস্টন কূ বোঝাতে চাইলো সেটা না বুঝেই বলল সে।

কাঁচের মেঝেটায় পা রেখেই একটু ভয় ভয় লাগতে লাগলো ল্যাংডনের। এরকম জায়গায় দাঁড়ালে যে কারোরই ভয় লাগার কথা, উপরন্তু নিচের মেয়ার-নস্ট্রাম সুপারকম্পিউটারের কলকব্জাগুলো সেই ভীতি বাড়িয়ে দিচ্ছে বহুগুণে। ওপর থেকে দৃশ্যটা দেখে ল্যাংডনের চায়নার বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্পট জিয়ান পিট-এর কথা মনে পড়ে গেল। যেখানে সারিতে সারিতে দাঁড়িয়ে আছে পোড়ামাটির তৈরি সৈনিকের দল।

জোরে একবার শ্বাস নিয়ে সামনের অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে চোখ দিলো ল্যাংডন।

এডমন্ডের ল্যাবটা মূলত আয়তাকার একটা কাঁচের ঘর, যেটার ভেতরে অবস্থান করছে কিছুক্ষণ আগে দেখা নীলাভ বর্ণের ধাতব কিউবটা। সেটায় প্রতিফলিত হচ্ছে আশপাশের সবকিছু। কিউবটার ডানপাশে ঘরের এক কোণায় একটা অত্যাধুনিক সাজানো গোছানো অফিস। ওখানে শোভা পাচ্ছে একটা অর্ধবৃত্তাকার ডেস্ক, তিনটা বিশাল এলসিডি স্ক্রিন এবং কিবোর্ড।

"এখান থেকেই নিশ্চয়ই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হয়," ফিসফিসিয়ে বলল অ্যাম্ব্রা।

ঘরটার অন্যপাশে একটা আর্মচেয়ার, একটা কাউচ এবং একটা ব্যায়াম করার সাইকেল সাজানো দামি কার্পেটের ওপর।

প্রজেক্টে কাজ করার সময় নিশ্চয়ই এখানেই এসে থাকতো এডমন্ড, মনে মনে ভাবলো ল্যাংডন। *কী আবিষ্কার করেছিল সে এখানে?* নিজেকেই প্রশ্নটা করলো সে। এখন ধীরে ধীরে কৌতূহল বাড়ছে ওর। এত শক্তিশালি একটা মেশিন এবং ওরকম তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন একটা মগজ যখন একসাথে কাজ করেছে তখন বিস্ময়কর কিছু আশা করা যেতেই পারে।

অ্যাম্ব্রা ইতিমধ্যে কিউবটার কাছে হেঁটে গিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে ওটার নীলাভ বহির্ভাগের দিকে। তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো ল্যাংডন। দু'জনের প্রতিবিম্বই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে সেখানে।

এটা একটা কম্পিউটার? ল্যাংডন অবাক হয়ে ভাবলো। নিচের মেশিনটার তুলনায় এটা একদম বিপরীত। কোন শব্দ নেই। নীল রঙের কিউবটা দেখে ৯০ দশকের 'ডিপ ব্লু' নামের একটা সুপার কম্পিউটারের কথা মনে পড়ে গেল ল্যাংডনের। তৎকালীন দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গ্যারি ক্যাসপারভকে হারিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল সেটা।

"ভেতরটা দেখতে চান?" ওপরের স্পিকার থেকে উইনস্টনের স্বর ভেসে এলো।

"কিউবের ভেতরটা? সেটা সম্ভব?" ওপরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো অ্যাম্ব্রা।

"কেন সম্ভব হবে না?" পাল্টা প্রশ্ন করলো উইনস্টন। "এডমন্ড থাকলে খুশি মনেই দেখাতো আপনাদের।"

"থাক," অ্যাম্ব্রা বলল। "তারচেয়ে বরং প্রেজেন্টেশন লঞ্চিংয়ের প্রতি মনোযোগী হই আমরা। কিভাবে করতে হবে সেটা?"

"ওটা তো মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। আর আমাদের হাতে এখনও এগারো মিনিট আছে। একবার দেখুন ভেতরটা।"

কিউবের একপাশের প্যানেল খুলে যেতে শুরু করলো আপনাআপনি। ভেতরে মোটা কাঁচ। সেটার গায়ে কপাল ঠেকিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো ল্যাংডন এবং অ্যাম্ব্রা।

ল্যাংডন ভেবেছিলো ওকে হয়তো আবারও একগুচ্ছ তার এবং লাল নীল আলো দেখতে হবে, নিচের মেশিনগুলোর মতনই। কিন্তু ওরকম কিছুই নেই ভেতরে। বরং অবাক হয়ে খেয়াল করলো, কিউবের ভেতরটা প্রায় ফাঁকা এবং অন্ধকার। শুধুমাত্র একটা পাক খেতে থাকা সাদা ধোঁয়ার কুন্ডলি, যেমনটা দেখা যায় কোন হিমাগারে।

boighar.com

"এখানে তো কিছুই নেই," বলল অ্যামব্রা।

ল্যাংডনও কিছু দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু একটা মৃদু কম্পন অনুভব করতে পারছে। মনে হচ্ছে যেন কিউবের ভেতরেই সেই কম্পনের উৎপত্তিস্থল।

"থেকে থেকে একটা স্পন্দন অনুভব করছেন না?" উইনস্টন বলল, "ওটা হচ্ছে পাল্স টিউব ডাইলুশন রেফ্রিজারেশন সিস্টেম। মানুষের হৃৎস্পন্দনের সাথে মিল আছে শব্দটার।"

আসলেই, মনে মনে ভাবলো ল্যাংডন। একটা যন্ত্রকে মানুষের হৃৎপিণ্ডের সাথে তুলনা করার উপমাটা যদিও একটু অস্বস্তিকর ঠেকলো ওর কাছে।

ধীরে ধীরে লাল রঙের আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকলো কিউবের ভেতরে। প্রথমে শুধু সাদা ধোঁয়া এবং নিচের খালি জায়গাটা চোখে পড়লো ল্যাংডনের। এরপর, আলোর ঔজ্জ্বল্য বাড়লে কিছু একটা ভেসে থাকতে দেখলো মেঝের ওপরে। একটা জটিল নক্সার ধাতব সিলিন্ডার ছাদ থেকে ঝুলছে।

"আর এটাকেই," উইনস্টন বলল, "ঠাণ্ডা রাখছে কিউবটা।"

ছাদ থেকে ঝুলে থাকা সিলিন্ডার সদৃশ যন্ত্রটা প্রায় পাঁচ ফিট লম্বা। ওটার চারদিকে সাতটা রিং, যেগুলো ওপর থেকে নিচে ছোট হয়ে এসেছে ক্রমশ। সেগুলো ভেতরে আবার সূক্ষ্ম তারের কুন্ডলি পেঁচিয়ে রেখেছে কতগুলো ধাতব দন্ডকে। আর সবকিছু ঘিরে আছে হিমায়ক ধোয়ার কুন্ডলি।

"ই-ওয়েভ," ঘোষণা করার শুরে বলল উইনস্টন, "নাসা আর গুগলের ডি ওয়েভের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি শক্তিশালি।"

এরপর উইনস্টন ব্যাখ্যা করে বলল যে ডি-ওয়েভের নির্মাতারা দাবি করে সেটা হচ্ছে পৃথিবীর সর্বপ্রথম কোয়ান্টাম কম্পিউটার। ওটার ক্ষমতা এতই বেশি যে, বিজ্ঞানীরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সবকিছু ঠিকমতো অনুধাবন করতে। কোয়ান্টাম কম্পিউটার হচ্ছে এমন একটা কম্পিউটার যেটা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিভিন্ন ধর্মকে সরাসরি কাজে লাগিয়ে সব সমস্যার সমাধান করে। প্রচলিত বা ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারে ডাটা প্রসেস করা হয় বাইটের আকারে। বাইট হলো তথ্যের একক ইউনিট। প্রতিটি বাইট একই সময় হয় ১ হতে পারে নয়ত হতে পারে ০। ক্লাসিক্যাল বাইটের যে কোন বিশাল সংগ্রহের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। এটাই হলো ডিজিটাল কম্পিউটেশনের ভিত্তি। কাজেই ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারকে কোন প্রশ্ন করা হলে তাকে উত্তর খোঁজার জন্য সুশৃঙ্খলভাবে অ্যালগরিদম অনুসরণ করে অগ্রসর হতে হয়। অন্যদিকে কোয়ান্টাম কম্পিউটার চলে কোয়ান্টাম বাইটে বা কিউবাইটে। সুপারপজিশন বা উপরিপাতনের সূত্রের বদৌলতে এর বাইটগুলো হতে পারে

একই সঙ্গে ১ বা ০ এবং ১ ও ০। সুপারপোজড অবস্থায় একটা কোয়ান্টাম বাইট দুটি সমান সম্ভাবনা হিসাবে অস্তিত্বমান। একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে এই কম্পিউটার একই সঙ্গে দুটি লেভেলে কাজ করে, একটাতে ১, আরেকটাতে ০। কোয়ান্টাম কম্পিউটিং হলো প্রথম প্রযুক্তি যেখানে দুটি সমান্তরাল দৃশ্যকল্পের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে কোন দরকারি কাজ সম্পাদন করা যায়। ব্যাপারটা অদ্ভুত ও অসম্ভব মনে হতে পারে, তথাপি তা অবিশ্বাস্য রকমের কাজের। যদি কোন কোয়ান্টাম বাইট একই সঙ্গে বা সময়ে দুই অবস্থায় থাকতে পারে তাহলে একই সঙ্গে সেটি দুটি হিসাব সম্পাদন করতে পারে। দুটি কোয়ান্টাম বাইট একই সঙ্গে চারটি হিসাব, তিনটি কোয়ান্টাম বাইট নয়টি হিসাব করতে পারে। এইভাবে কোয়ান্টাম বাইটের সংখ্যা যত বাড়ে এর হিসাব করার ক্ষমতা তত অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে যায়। কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ডাটা যেহেতু একাধিক অবস্থায় থাকতে পারে তাই এটা একাধিক কাজ এক এক করে না করে একই সঙ্গে করতে পারে। এই কম্পিউটারে এমন অনেক কাজ করা যায় যেগুলো সাধারণ কম্পিউটারে করা যায় না। যেমন পলিনমিয়াল টাইমে প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন বা লিনিয়ার সার্চের কমপ্লিক্সিটি স্কয়ার রুট-এ নামিয়ে নিয়ে আসা, রাসায়নিক বিক্রিয়া সিমুলেট করা, ইত্যাদি।

উইনস্টনের এতক্ষণ বলে যাওয়া কথাগুলোর মধ্যে খুব কমই বুঝতে পারলো ল্যাংডন, তবুও মাথা নাড়তে লাগলো ওপর নিচে। "এডমন্ডের কোয়ান্টাম কম্পিউটারটা," উইনস্টন বলল, "গঠনগত দিক দিয়ে ডি-ওয়েভ থেকে অতটা ভিন্ন নয়। একমাত্র পার্থক্যটা হচ্ছে ওটাকে ঘিরে থাকা কিউবটা। কিউবের গা জুড়ে আছে 'অসমিয়াম'-একটি বিরল ধাতুর আবরণ। এতে করে ভেতরের কম্পিউটারটার তাপ, হিম এবং চৌম্বকীয় সুরক্ষা বেড়ে যায় অনেকগুণে। তাছাড়া, এটা এডমন্ডের ব্যতিক্রমী চিন্তাধারারও একটা নিদর্শন বলতে পারেন।"

হাসলো ল্যাংডন, বরাবরই নিজেকে অন্যদের চেয়ে আলাদা ভাবতে পছন্দ করতো এডমন্ড।

"গত কয়েক বছর ধরে গুগলের কোয়ান্টাম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ল্যাব ডি-ওয়েভের মত কম্পিউটার ব্যবহার করে মেশিন লার্নিং-এর ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করে আসছে, কিন্তু এডমন্ড এই গোপন প্রজেক্টের সহায়তায় ইতোমধ্যেই তাদের চেয়ে অনেক দূরে চলে এসেছিল। আর সেটা সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র তার একটা সাহসি পদক্ষেপের জন্যে..." এটুকু বলে নাটকীয়

boighar.com

ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ থামলো উইনস্টন, "বাইক্যামেরালিজম।"

ভ্রু কুঁচকে গেল ল্যাংডনের। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদের কথা বলছে নাকি?

"মস্তিষ্কে মানুষের চিন্তার রাজ্য যেমন দুই ভাগে বিভক্ত," উইনস্টন, "বাম হেমিস্ফিয়ার এবং ডান হেমিস্ফিয়ার।"

এবারে বুঝতে পারছে ল্যাংডন। মানুষের ক্ষুরধার সৃজনশীলতার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ তার মস্তিষ্কের দুই ভাগের ভিন্ন ভিন্ন কাজের ধর্ম। বাম গোলার্ধের কাজ–যুক্তি, বিশ্লেষণমূলক আর যাচাইমূলক চিন্তা নিয়ন্ত্রণ আর ডান গোলার্ধের কাজ–নক্সা সনাক্তকরণ, অনুমান, সংবেদনশীলতা এবং সৃজনশীলতা।

"এডমন্ড যে কৌশলটা অবলম্বন করেছে সেটা হলো," উইনস্টন বলেই চলেছে লেকচারের ভঙ্গিতে, "মানব মস্তিষ্কের অনুরূপ একটা কৃত্রিম যান্ত্রিক মস্তিষ্ক তৈরি করা, যেটা ডান হেমিস্ফিয়ার এবং বাম হেমিস্ফিয়ারে বিভক্ত। অবশ্য এখানে সেটাকে আপনারা ওপরতলা এবং নিচতলা হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন।"

কিউবটার থেকে পেছনে সরে এসে স্বচ্ছ মেঝের মধ্য দিয়ে নিচের বিশাল যন্ত্রাংশের দিকে তাকালো ল্যাংডন, এরপর নজর দিলো কিউবের ভেতরে সিলিন্ডার সদৃশ যন্ত্রটার দিকে। দুটো আলাদা আলাদা যন্ত্রের একীভবন করে মানব মস্তিষ্কের রূপ দেয়া হয়েছে।

"এই দুটো যন্ত্রকে যখন একসাথে কাজ করতে বাধ্য করা হয়," উইনস্টন বলল, "তখন একই সমস্যার সমাধানে দুইভাবে এগোয় তারা। মানুষের মস্তিষ্কের ভেতরে যেমন দুই হেমিস্ফিয়ারের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে কাজ এগোয়, এখানেও ঠিক তেমনটাই হয়। এতে করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বৃদ্ধির সাথে সাথে সম্মিলিত যন্ত্রটার সৃজনশীলতা এবং এক অর্থে একজন মানুষ কিভাবে চিন্তা করবে সেটার অনুধাবন ক্ষমতাও বেড়ে গিয়েছে। আমার ক্ষেত্রে বাড়তি উপকরণ হিসেবে এডমন্ড এমন কিছু প্রোগ্রাম যোগ করেছে যাতে গোটা জগতটা নেটওয়ার্কের সহায়তায় নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জিনিস শিখতে পারি আমি। যেমন কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, নৈতিক চিন্তাভাবনা, কৌতুক বুঝতে পারা–এসব।"

অবিশ্বাস্য! ল্যাংডন ভাবলো, "তাহলে এই দ্বৈত কম্পিউটারটা আসলে...তুমি?"

হেসে উঠলো উইনস্টন। "শুধু আপনার মস্তিষ্কটা কোন পাত্রে রেখে বাইরে থেকে যদি পর্যবেক্ষণ করা হয়, সেটা কি আপনি হবেন? সে অর্থে

বলতে পারেন, এই ওপরতলা এবং নিচতলা মিলিয়ে আমার মস্তিষ্কটাকে দেখছেন আপনারা। আমি আর আপনি হচ্ছি মস্তিষ্কের ভেতরে সংগঠিত ক্রিয়াকলাপের ফসল।"

"উইনস্টন," একটু অধৈর্য্য মনে হলো অ্যাম্ব্রাকে, "আর কতক্ষন সময় আছে?"

"পাঁচ মিনিট তেয়াল্লিশ সেকেন্ড," জবাব দিলো উইনস্টন, "আমরা কি প্রস্তুতি নেয়া শুরু করবো?"

"হ্যাঁ," সাথে সাথে বলল অ্যাম্ব্রা।

কিউবের প্যানেলটা আবার আগের জায়গার বসে গেল। অ্যাম্ব্রার পেছন পেছন এডমন্ডের কাজের জায়গায় চলে আসলো ল্যাংডন।

"উইনস্টন," বলল অ্যাম্ব্রা, "তুমি এখানে এডমন্ডের সাথে এতদিন ধরে কাজ করার পরেও যে ওর আবিষ্কারটা সম্পর্কে কিছু জানো না সেটা অবাক করছে আমাকে।"

"আপনারা এখন পর্যন্ত যা জানেন, কেবল সেটুকুই জানি আমি," বলল উইনস্টন, "তবে কিছুটা আঁচ করতে পারছি বোধহয়।"

"কী সেটা?" এডমন্ডের অফিসে একবার চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলো অ্যাম্ব্রা।

"এডমন্ড দাবি করেছিল, সে এমন কিছু আবিষ্কার করেছে যেটা বদলে দেবে সবকিছু। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, পৃথিবীতে এরকম যত আবিষ্কারের ঘটনা ঘটেছে তার প্রত্যেকটাই কিন্তু আমাদের বিশ্বকে নতুনভাবে চিনতে শিখিয়েছে। যেমন পিথাগোরাসের সমতল পৃথিবীর ধারণা প্রত্যাখান করা, কোপার্নিকাসের সূর্যকে ঘিরে সব গ্রহের আবর্তনের দাবি, ডারউইনের বিবর্তনবাদ, আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব।"

ওপরের স্পিকারের দিকে মাথা তুলে তাকালো ল্যাংডন। "তোমার ধারণা এডমন্ড এমন কিছু আবিষ্কার করেছে, গোটা বিশ্বকে নতুনভাবে দেখতে বাধ্য করবে সবাইকে?"

"যুক্তি তেমনটাই বলছে," উইনস্টন জবাব দিলো, "মেয়ার-নস্ট্রামকে ধরা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে কার্যকর 'মডেলিং' কম্পিউটারগুলোর একটা, জটিল সব মডেল তৈরি করতে সক্ষম সে। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো 'আলিয়া রেড'–যেটা মূলত মানব হৃৎপিণ্ডের একটি ভার্চুয়াল প্রতিরূপ। অবশ্য মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চেয়েও অনেক সূক্ষ্ম এবং জটিল নক্সার মডেল তৈরি করতে পারে মেয়ার-নস্ট্রাম। আর বর্তমানে কোয়ান্টাম

কম্পিউটিং যুক্ত হওয়াতে সেই ক্ষমতা বেড়ে গেছে কয়েক হাজার গুণ।"

উইনস্টন কী বোঝাতে চাচ্ছে তা কিছুটা ধরতে পারছে ল্যাংডন। তবুও এটা বোধগম্য হলো না যে, কী এমন মডেল তৈরি করেছে এডমন্ড যেটা উত্তর দেবে–এলেম আমরা কোথা থেকে? যাচ্ছিই বা কোথায়?–এই প্রশ্ন দুটির।

"উইনস্টন," এডমন্ডের ডেস্কের সামনে থেকে ডাক দিলো অ্যাম্ব্রা, "এসব চালু করবো কিভাবে?"

তিনটা এলসিডি স্ক্রিনই একসাথে জ্বলে উঠলো সাথে সাথে। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো ল্যাংডন এবং অ্যাম্ব্রা।

"উইনস্টন...এখানে যা দেখানো হচ্ছে...ওগুলো কি এখনকার ছবি?" অ্যাম্ব্রা জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, এখানকার সিকিউরিটি ক্যামেরার ফিডগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আপনাদের সতর্ক করার জন্যেই দেখালাম। বেশ কিছুক্ষণ আগে এসেছে তারা।"

স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে চ্যাপেলের মূল প্রবেশ পথের বাইরে পুলিশের বেশ কয়েকটা গাড়ি এসে জড়ো হয়েছে। এ মুহূর্তে কল বাটনে চাপ দিয়ে ভেতরের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছে পুলিশ সদস্যরা।

"চিন্তা করবেন না," উইনস্টন আশ্বস্ত করলো ওদের, "ভেতরে ঢুকতে পারবে না কেউ। তাছাড়া প্রেজেন্টেশনটা লঞ্চ করতে আমাদের আর মাত্র চার মিনিট লাগবে।"

"এখনই সেটা লঞ্চ করে দেয়া উচিত আমাদের," অ্যাম্ব্রা বলল।

"আমার বিশ্বাস এডমন্ড একদম ঘন্টার শুরুতেই সেটা লঞ্চ করার পক্ষপাতি হতো," উইনস্টন বলল, "কারণ কথার বরখেলাপ পছন্দ ছিল না ওর। তাছাড়া আমি হিসেব রাখছি, এই মুহূর্তে বিশ্বের কতজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারি প্রেজেন্টেশনটা দেখার জন্যে অপেক্ষা করছেন। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে সেই সংখ্যা। এই হারে বাড়তে থাকলে আগামী চার মিনিটে ১২.৭ শতাংশ বেড়ে যাবে দর্শক সংখ্যা," কিছুক্ষণের জন্যে থামলো উইনস্টন, "আজ রাতে এত ঝামেলার পরেও এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনটা একদম সঠিক সময়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বেঁচে থাকলে আপনাদের প্রতি ভীষণ কৃতজ্ঞতা বোধ করতো ও।"

অধ্যায় ৮৮

আর চার মিনিট, এডমন্ডের ডেস্কের সামনে বসতে বসতে ভাবলো ল্যাংডন। ওর দৃষ্টি এখন ঘরের এই দিককার বিশাল তিনটা এলসিডি প্যানেলের দিকে। সেখানে এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে, বাইরে পুলিশের লোকজন ক্রমশই অধৈর্য হয়ে উঠছে।

"তুমি কি নিশ্চিত, ওরা ভেতরে ঢুকতে পারবে না?" উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলো অ্যাম্ব্রা। ল্যাংডনের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সে।

"ভরসা রাখুন," বলল উইনস্টন। "নিরাপত্তার ব্যাপারটা নিয়ে সবসময় অতিরিক্ত সচেতন ছিল এডমন্ড।"

"তারা যদি বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়?" ল্যাংডন করলো প্রশ্নটা।

"জরুরি বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে," আত্মবিশ্বাসি কণ্ঠে জবাব দিলো উইনস্টন, "কেউ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারবে না এই পর্যায়ে এসে। আপনাদের আশ্বস্ত করছি আমি।"

ব্যাপারটা নিয়ে আর ঘাটালো না ল্যাংডন। আজ রাতে উইনস্টন একটাও ভুল কথা বলেনি এই পর্যন্ত। এ ব্যাপারেও নিশ্চয়ই জেনে শুনেই বলছে।

ঘোড়ার খুরাকৃতির ডেস্কটাতে বসে তার সামনে রাখা অদ্ভুত কিবোর্ডটার প্রতি দৃষ্টি দিলো এবার ল্যাংডন। গতানুগতিক কিবোর্ডের চেয়ে দ্বিগুণ বাটন দেখা যাচ্ছে এটায়। অক্ষর আর সংখ্যার পাশাপাশি এমন কিছু সংকেত দেখা যাচ্ছে যেগুলো সে নিজে সিম্বলজিস্ট হয়েও চিনতে পারলো না। কিবোর্ডটা আবার দুই ভাগে বিভক্ত।

"একটু সাহায্য করতে হবে যে," ল্যাংডন অদ্ভুত বাটনগুলোর দিক থেকে চোখ না সরিয়েই বলল।

"ভুল কিবোর্ডের সামনে বসেছেন আপনি," উইনস্টন জবাব দিলো। "এটা হচ্ছে ই-ওয়েভের মূল অ্যাকসেস পয়েন্ট। যেমনটা আপনাদের আগেই বলেছি আমি, এডমন্ড ওর প্রেজেন্টেশনটা সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলো, আমার কাছ থেকেও। অন্য একটা কম্পিউটার থেকে প্রেজেন্টেশনটা লঞ্চ করতে হবে। ডানদিকে একদম কিনারায় চলে যান।"

ডানদিকে তাকিয়ে অনেকগুলো কম্পিউটার চোখে পড়লো ল্যাংডনের।

boighar.com

চেয়ার নিয়ে ওগুলোর কাছে গিয়ে অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো বেশ কয়েকটা কম্পিউটার একদম পুরনো মডেলের। যতই ডানে যাচ্ছে মডেল ততই পুরনো হচ্ছে।

এটা এখানে কেন, একটা পুরনো ওইগ DOS সিস্টেমের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় চিন্তা করলো ল্যাংডন। "উইনস্টন, এগুলো কি?"

"এডমন্ডের ছোটবেলার কম্পিউটার," উইনস্টন জবাব দিলো। "পুরনো স্মৃতি রোমন্থনের জন্যে এগুলো এখানে রেখে দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে মন খারাপ হলে এগুলোর যেকোন একটা চালু করে পুরনো প্রোগ্রামগুলো ঘাটতেন। ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করতেন প্রোগ্রামিংয়ে আগ্রহি হয়ে ওঠার দিনগুলোতে।"

"বাহ, ভালো লাগলো শুনে," ল্যাংডন বলল।

"একদম আপনার মিকি মাউস ঘড়িটার মতন," উইনস্টন বলল।

অবাক হয়ে স্যুট জ্যাকেটের আস্তিনটা তুলে পুরনো হাতঘড়িটার দিকে তাকালো একবার ল্যাংডন। একদম ছোটকাল থেকে ওর সঙ্গি এই ঘড়িটা। উইনস্টন এই তথ্যটা জানে দেখে বেশ অবাকই হলো ল্যাংডন, অবশ্য এডমন্ডের সাথে একবার এ ব্যাপারে আলাপ করেছিল সে।

"রবার্ট," অ্যাম্রো বলল অধৈর্য কণ্ঠে, "আমরা কি এবার কাজ শুরু করতে পারি? দেখুন আপনার ঘড়ির ইঁদুরটাও হাত নেড়ে তাড়া দিচ্ছে।"

আসলেও মিকি মাউসের হাতটা এখন তার মাথার ওপরে নির্দেশ করছে। পরবর্তি ঘন্টা শুরু হতে আর তিনি মিনিট বাকি।

দ্রুত ডেস্কটার একদম কোণায় চলে আসলো ল্যাংডন। এখানকার কম্পিউটারটা ওর দেখা সবচেয়ে পুরনো মডেলের কম্পিউটারগুলোর একটা। ফ্লপি ডিস্ক এবং টেলিফোন মডেম এবং বারো ইঞ্চির মনিটরসমেত কম্পিউটারটা জাদুঘরেই ভালো মানাতো।

"Tandy TRS-80," উইনস্টন বলল। "এডমন্ডের প্রথম কম্পিউটার, সেকেন্ডহ্যান্ড কিনেছিলেন এটা। এরপর নিজের চেষ্টায় BASIC শিখেছিলেন আট বছর বয়সে।"

আদ্যিকালের এই কম্পিউটারটাও চালু অবস্থায় দেখে খুশিই হলো ল্যাংডন। সাদা কালো মনিটরের ডিসপ্লেতে একটা বক্স দেখা যাচ্ছে। যেখানে বিটম্যাপ ফন্টে লেখা :

WELCOME, EDMOND.
PLEASE ENTER PASSWORD:

পাসওয়ার্ড শব্দটার পরে একটা কালো রঙের কার্সর টিপটিপ করছে।

"এখানে পাসওয়ার্ডটা লিখলেই হয়ে যাবে?" কাজটাকে বেশি সহজ মনে হচ্ছে ল্যাংডনের কাছে।

"হ্যাঁ," উইনস্টন জবাব দিলো। "একবার পাসওয়ার্ডটা দিলেই এই পিসি থেকে একটা স্বয়ংক্রিয় বার্তা চলে যাবে মূল কম্পিউটারে, যেখানে সংরক্ষিত অবস্থায় আছে এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনটা। তখন সেটাকে অ্যাকসেস করতে পারবো আমি। এরপর শুধু ডাটাগুলো ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলগুলোতে ছড়িয়ে দিতে হবে ঘন্টার একদম শুরুতে, ব্যস।"

উইনস্টনের বলা কথাগুলোর মূলভাবটা ধরতে পারলো ল্যাংডন। তবুও বিভ্রান্তি কাটলো না, "আমি বুঝছি না, আজকের রাতটা নিয়ে এত পরিকল্পনার পর, ও এরকম একটা আদ্যিকালের কম্পিউটার আর টেলিফোন মডেমের সহায়তায় প্রেজেন্টেশনটা লঞ্চ করতো?"

"একমাত্র এডমন্ডের পক্ষেই এমনটা সম্ভব," বলল উইস্টোন। "নিজের ব্যবহার করা প্রথম কম্পিউটার দিয়ে তার জীবনের সেরা কাজটা উন্মোচন করতে চলেছিল সে, ব্যাপারটা নিয়ে অনেক খুশিও ছিল," তার কৃত্রিম কণ্ঠে হাসির আভাস।

এডমন্ডের স্বভাবের সাথে ব্যাপারটা যায়, ভাবলো ল্যাংডন।

"অবশ্য," উইনস্টন বলল, "জরুরি অবস্থার জন্যে নিশ্চয়ই অন্য কোন পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন এডমন্ড। তবুও আমি বলবো, এরকম সহজ একটা কাজের জন্যে সহজ পদ্ধতিই অবলম্বনের পেছনে যুক্তি আছে। তাছাড়া এই আদ্যিকালের ধীরগতির প্রসেসরসম্পন্ন কম্পিউটারটা হ্যাক করতেও অনেক বেশি সময় লাগবে।"

"রবার্ট," তার কাঁধে হাত রেখে তাড়া দেয়ার ভঙ্গিতে বলল অ্যাম্ব্রা।

"এইতো তৈরি আমি," পুরনো কম্পিউটারের কিবোর্ডটা টেনে নিয়ে বলল ল্যাংডন। ওটার পেছন থেকে যে তারটা বেরিয়ে গিয়েছে সেটা ল্যান্ডফোনের তারের মতনই পেঁচানো। কিবোর্ডের হাত রেখে সাগ্রাদা ফামিলিয়ার ভূগর্ভস্থ ক্রিপ্টে ওদের আবিষ্কার করা হাতে লেখা কবিতার পংক্তিটার কথা চিন্তা করলো ল্যাংডন।

The dark religions are departed & sweet science reigns.

পাসওয়ার্ড হিসেবে উইলিয়াম ব্লেকের বিখ্যাত কবিতার শেষ পঙক্তিটা একদম সঠিক পছন্দ মনে হচ্ছে ওর কাছে। বিশেষ করে এমন একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উন্মুক্ত করার জন্যে, যেটা নাকি বদলে দেবে সবকিছু।

boighar.com

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে পাসওয়ার্ডটা যথাস্থানে কোন স্পেস ছাড়াই লিখে দিলো ও। অ্যাম্পারস্যান্ড প্রতীকটার জায়গায় লিখলো et.

শেষ করে স্ক্রিনের দিকে তাকালো ও।

PLEASE ENTER PASSWORD:

....

বিন্দুগুলো গুণে দেখলো–সাতচল্লিশটা।

সব ঠিকঠাক।

অ্যাম্ব্রার দিকে একবার তাকালো ল্যাংডন, আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো সে। আর অপেক্ষা না করে এন্টার বাটনে চাপ দিলো।

সাথে সাথে 'বিপ্' জাতীয় একটা আওয়াজ শুনতে পেলো।

INCORRECT PASSWORD.
TRY AGAIN.

ঘামতে শুরু করলো ল্যাংডন।

"অ্যাম্ব্রা–সবকিছু একদম ঠিকঠাকই টাইপ করেছি আমি!" চেয়ার ঘুরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল ও, ভেবেছিল, অ্যাম্ব্রার চেহারাতেও আতংকের ছাপ দেখতে পাবে।

কিন্তু মুখে হাসি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে স্পেনের হবু রাণী।

"প্রফেসরসাহেব," কিবোর্ডের দিকে দেখিয়ে বলল সে, "ক্যাপ্‌স লক চালু করে রেখেছেন!"

*

ঠিক সেই মুহূর্তে পাহাড়ের একদম ভেতরের ব্যাসিলিকায় একদম বিস্মিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন প্রিন্স হুলিয়ান। সামনের দৃশ্যটা অপার্থিব লাগছে তার কাছে। ওর বাবা, স্পেনের মহারাজ, ব্যাসিলিকার একদম বিচ্ছিন্ন এক কোণে স্থাণু ভঙ্গিতে হুইলচেয়ারের ওপর বসে আছেন।

একটা ভয় দলা পাকিয়ে উঠে আসতে চাইছে ভেতর থেকে। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে ডেকে উঠলেন, "বাবা?"

তার কাছে হেঁটে গেলেন হুলিয়ান। ঠিক সেই মুহূর্তে চোখ খুললেন রাজা, যেন সদ্য ঘুম ভাঙলো। স্বস্তির একটা হাসি ফুটলো তার চেহারায়। "এখানে আসার জন্যে ধন্যবাদ বাবা," ওকে বললেন তিনি।

হুইলচেয়ারের সামনে হাঁটুগেড়ে বসলেন হুলিয়ান। তার বাবা এখনও জীবিত আছেন এটা দেখে যেমন স্বস্তিবোধ করছেন। বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন, গত কয়েকদিনে শরীর আরও ভেঙে পড়েছে তার। "বাবা? কেমন আছেন?"

একবার কাঁধ ঝাঁকালেন রাজা, "এই অবস্থায় যতটা ভালো থাকা যায়," হেসে বললেন তিনি। "তুমি কেমন আছো, সেটা বলো। আজকের দিনটা তো বেশ...ঘটনাবহুল।"

"আপনি এখানে কী করছেন?" কী জবাব দেবেন ভেবে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন হুলিয়ান।

"হাসপাতালে থাকতে আর ভালো লাগছিলো না।"

"তাই বলে এখানে?" হুলিয়ান ভালো করেই জানেন ওর বাবা এই জায়গাটা একদমই পছন্দ করেন না।

"মহারাজ!" দ্রুত বেদির অন্য পাশ থেকে ওদের পাশে এসে হাঁপানো কণ্ঠে ডেকে উঠলেন বিশপ ভালদেসপিনো।

পুরনো বন্ধুর দিকে তাকিয়ে দূর্বল একটা হাসি দিলেন রাজা। "তুমিও এসেছো, আন্তোনিও।"

আন্তোনিও? এর আগে কখনও বিশপ ভালদেসপিনোকে এই নামে ডাকতে শোনেননি হুলিয়ান।

রাজার এরকম আন্তরিক সম্ভাষণে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন বিশপ, "জি...আপনি ঠিক আছেন?"

"একদম," চওড়া হাসি ফুটলো এবার রাজার চেহারায়, "আমার সবচেয়ে পছন্দের দু-জন মানুষের সংস্পর্শে আছি এখন, ভালো থাকবো না কেন?"

চোখে বিস্ময় নিয়ে হুলিয়ানের দিকে একবার তাকিয়ে আবার রাজার দিকে ফিরলেন বিশপ ভালদেসপিনো, "মহারাজ, আপনি যেমনটা চেয়েছিলেন–আপনার ছেলেকে নিয়ে এসেছি আমি। এখন তাহলে আমি বিদায় নেই, আপনারা কথা বলুন?"

"না, আন্তোনিও," রাজা বললেন, "আমি যা বলতে চলেছি সেটাকে একটা স্বীকারোক্তি বলা চলে। তাই আমার পাদ্রিকে আমার পাশে দরকার এখন।"

boighar.com

অরিজিন
বইঘর.কম

মাথা ঝাঁকালেন ভালদেসপিনো, "আমার মনে হয় না আপনাকে আজ রাতের সিদ্ধান্তগুলোর জন্যে কোন কৈফিয়ত দিতে হবে রাজপুত্রের সামনে। তিনি নিশ্চয়ই–"

"আজ রাতের?" রাজা হেসে উঠলেন, "না, আন্তোনিও। এমন একটা গোপন কথা বলতে চলেছি আমি যেটা সারাজীবন হুলিয়ানের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলাম।"

অধ্যায় ৮৯

কন্সপিরেসিনেট.কম

ব্রেকিং নিউজ

চার্চে আক্রমণ

না, এডমন্ড কিয়ার্শ নয়–স্প্যানিশ পুলিশ আক্রমন চালিয়েছে চার্চের ওপর।

বার্সেলোনার 'তরে জিরোনা' চ্যাপেলের সদর দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে স্থানীয় পুলিশের সদস্যরা। ধারণা করা হচ্ছে এই মুহূর্তে চ্যাপেলে ভেতরে অবস্থান করছেন রবার্ট ল্যাংডন এবং অ্যাম্ব্রা ভিদাল। সেখান থেকেই এডমন্ড কিয়ার্শের বহুল প্রতীক্ষিত প্রেজেন্টেশনটি লঞ্চ করতে চলেছেন তারা–যেটার আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি।

পপকর্ন হাতে নিয়ে বসে যান যে যেখানে আছেন!

boighar.com

অধ্যায় ৯০

ল্যাংডন দ্বিতীয়বারের মত পুরো পাসওয়ার্ড টাইপ করে এন্টার চাপার সাথে সাথে একটা আওয়াজ শুনতে পেলো ওরা। তবে আগেরবারের চেয়ে ভিন্ন এবারেরটা। পর্দায় ভেসে উঠেছে :

PASSWORD CORRECT.

একটা ভারি পাথর যেন নেমে গেল অ্যাম্ব্রার বুক থেকে। ল্যাংডন উঠে দাঁড়ানোর সাথে সাথে তাকে আন্তরিক ভঙ্গিতে জড়িয়ে ধরলো সে। *এডমন্ড থাকলে আরও খুশি হতো।*

"দুই মিনিট তিরিশ সেকেন্ড," ঘোষণা করলো উইনস্টন।

ল্যাংডনের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে দু'জনেই একসাথে ওপরের এলসিডি স্ক্রিনগুলোর দিকে তাকালো ওরা। মাঝখানের স্ক্রিনটার ডিসপ্লেতে একটা কাউন্টডাউন ঘড়ি দেখা যাচ্ছে, যেটাকে শেষবার অ্যাম্ব্রা দেখেছিল গুগেনহাইমে।

সরাসরি সম্প্রচার শুরু হতে বাকি−২ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড
বর্তমানে এই প্রেজেন্টেশনটা দেখছেন−২২৭,২৫৭,৯১৪ জন

বিশ কোটিরও বেশি মানুষ? বিস্মিত হয়েছে বললে কম হয়ে যাবে অ্যাম্ব্রার জন্য। বার্সেলোনার একপাশ থেকে আরেকপাশে যখন ছুটে বেড়াচ্ছিল ওরা, পুরো পৃথিবীর মানুষ নজর রাখছিল আজকের ঘটনাপ্রবাহের ওপর।

কাউন্টডাউনটা যে স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে তার পাশের স্ক্রিনে চ্যাপেলের বাইরে অপেক্ষারত পুলিশদের কার্যক্রমের মধ্যে হঠাৎই পরিবর্তন লক্ষ্য করলো অ্যাম্ব্রা। যারা দরজা ধাক্কাচ্ছিল কিংবা ওয়াকি-টকিতে কথা বলছিল তাদের প্রত্যেকে একে একে নিজেদের স্মার্টফোন বের করে সেটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে এখন।

সবার কাজ থামিয়ে দিতে বাধ্য করেছে এডমন্ড, হঠাৎই নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন বলে মনে হলো অ্যাম্ব্রার। হাজার হলেও এখন যে সবাই

মনোযোগ দিয়ে প্রেজেন্টেশনটা দেখার অপেক্ষা করছে সেটার পেছনে ওর অল্প হলেও অবদান আছে। তাছাড়া ও এখন যেখানে আছে সেখান থেকেই সম্প্রচারিত হবে ওটা। *হুলিয়ানও নিশ্চয়ই দেখছে,* ভাবলো ও। তবে দ্রুতই সেই ভাবনাটা দূরে সরিয়ে দিলো জোর করে।

"কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে প্রেজেন্টেশনটা," বলল উইনস্টন। "এডমন্ডের কাউচে বসে পুরোটা উপভোগ করতে পারেন আপনারা।"

"ধন্যবাদ, উইনস্টন," বলল ল্যাংডন। এরপর এগিয়ে গেল বসার জায়গার দিকে। খালিপায়ে কাঁচের মেঝের ওপর দিয়ে তার পেছন পেছন গেল অ্যাম্ব্রা। দামি কার্পেটের ওপর পা রাখার সাথে সাথে একটা আরামদায়ক অনুভূতি ছড়িয়ে গেল অ্যাম্ব্রার ক্লান্ত শরীরে। পা উঠিয়ে কাউচে বসে পড়লো ও। আশেপাশে তাকালো এডমন্ডের টেলিভিশনটার খোঁজে। "কোথায় দেখবো আমরা?"

ল্যাংডন ঘরের অন্য কোণায় কিছু একটা খুঁজতে যাওয়ায় তার প্রশ্নটা শুনলো না, কিন্তু অ্যাম্ব্রা তার উত্তর পেয়ে গেল যখন ঘরের পেছনের পুরো দেয়ালটা একটা বিশাল স্ক্রিনে পরিণত হলো। পরিচিত একটা ছবি ভেসে উঠলো সেখানে :

সরাসরি সম্প্রচার শুরু হতে বাকি–১ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড
বর্তমানে এই প্রেজেন্টেশনটা দেখছেন–২২৭,৫০১,১৭৩ জন

পুরো দেয়ালটাই একটা ডিসপ্লে?

*

দশ ফিট দূরে দাঁড়ানো ল্যাংডনেরও অ্যাম্ব্রার মতই বিহ্বল দশা। তবে তার দৃষ্টি বিশাল ডিসপ্লেটার দিকে নয় বরং একটা ছোট বস্তুর দিকে। জাদুঘরে কোন দামি জিনিস যেভাবে প্রদর্শন করা হয় ঠিক সেরকম একটা স্ট্যান্ডের ওপর রাখা আছে ওটা।

একটা ধাতব ডিসপ্লে কেসের ওপরে কাঁচের ভেতর রাখা আছে একটি টেস্টটিউব। একটা কর্ক দিয়ে মুখ আটকানো টেস্টটিউবটার গায়ে সেটার ব্যবহারকারি লিখে রেখেছিল কিছু একটা। ভেতরে বাদামি রঙের থকথকে তরল পদার্থ। প্রথমে ল্যাংডন ভাবলো, এটা হয়তো এডমন্ডের খুব দামি কোন

ওষুধ হবে। এরপর ঝুঁকে লেবেলে লেখা নামটা পড়লো ও।

এটা অসম্ভব, নিজেকেই বলল ল্যাংডন, *এখানে কিভাবে আসলো এই জিনিস?*

পুরো পৃথিবীতে 'বিখ্যাত' টেস্টটিউবের সংখ্যা হয়তো হাতেগোণা, তবে তার মধ্যে এটা একটা। *এডমন্ড যে এরকম একটা জিনিস জোগাড় করেছিল সেটা বিশ্বাসই হচ্ছে না আমার! নিশ্চয়ই অনেক খরচ করতে হয়েছে এটা জোগাড় করতে।* কাসা মিলার পল গগ্যাঁর ছবিটার মতনই।

হাঁটুগেড়ে বসে সত্তুর বছর আগের টেস্টটিউবটার দিকে তাকালো ল্যাংডন। ওটার মাস্কিং টেপ লেবেলটা ঝাপসা হয়ে এসেছে, তবে দুটো নাম পড়া যাচ্ছে এখনও–মিলার-ইউরে।

হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল ল্যাংডনের।

মিলার-ইউরে।

হায় ঈশ্বর!...এলেম আমরা কোথা থেকে?

রসায়নবিদ স্ট্যানলি মিলার এবং হ্যারল্ড ইউরে '৫০-এর দশকে একটু যুগান্তকারি এক্সপেরিমেন্টের আয়োজন করেছিলেন এই প্রশ্নটার উত্তর পাবার জন্যে। তাদের সাহসি এই এক্সপেরিমেন্টটা অবশ্য সাফল্যের মুখ দেখেনি কিন্তু পুরো পৃথিবীর বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন তারা। সেই থেকেই ওটা মিলার-ইউরে এক্সপেরিমেন্ট নামে পরিচিত।

ল্যাংডনের মনে আছে, হাইস্কুলে থাকাকালীন জীববিজ্ঞান ক্লাসে বসে এই দুই বিজ্ঞানীর এক্সপেরিমেন্টটা সম্পর্কে প্রথম যেদিন ধারণা দিয়েছিলেন ওদের শিক্ষক সেদিন একদম হা হয়ে গিয়েছিল ওর মুখটা। বিজ্ঞানীদ্বয়ের মূল লক্ষ্য ছিল পৃথিবীর একদম শুরুতে যেরকম পরিবেশ ছিল সেটার অনুরূপ পরিবেশ তৈরি করে দেখা যে, জীবনের সৃষ্টি হয় কিনা (শুধুমাত্র বিজ্ঞানের সাহায্যে)।

অনেক ধরণের নির্জীব, উত্তপ্ত তরল রাসায়নিক পদার্থের সমুদ্র বলা চলে তখনকার পৃথিবীকে। একটা বাহারি নামও আছে–প্রিমর্ডিয়াল স্যুপ ।

পৃথিবীর শুরুর দিককার সমুদ্রগুলোতে উপস্থিত রাসায়নিক পদার্থের অনুরূপ পদার্থ এবং তখনকার পরিবেশে যা ছিল–পানি, মিথেন, অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোজেন, সেগুলো একত্রিত করে উত্তপ্ত করতে থাকেন মিলার এবং ইউরে। বজ্রপাতের আদলে স্পার্কেরও ব্যবস্থা করেন। শেষে ঠাণ্ডা করতে থাকেন মিশ্রনটা। যেভাবে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল পৃথিবীর সমুদ্রগুলো।

মিলার এবং ইউরে আশা করেছিলেন, তাদের রাসায়নিক মিশ্রণে হয়তো এক পর্যায়ে উদ্ভব ঘটবে আদিম অণুজীবের। কিন্তু নির্জীব বস্তু থেকে প্রাণের

সৃষ্টি করার তাদের চেষ্টাটা বিফল হয়। শুধুমাত্র থকথকে তরল পদার্থ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাদেরকে। এক্সপেরিমেন্টে ব্যবহৃত ভায়ালগুলো এখনও রাখা আছে স্যান ডিয়েগোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

আজ অবধি সৃষ্টিবাদিরা মিলার-ইউরে এক্সপেরিমেন্টের ব্যর্থতাকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে আসছে যে, ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ ছাড়া পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি হয়নি।

"তিরিশ সেকেন্ড," উইনস্টনের ঘোষণায় সম্বিত ফিরে পেলো ল্যাংডন।

উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্ধকার চার্চটার চারপাশে নজর বোলালো সে। । কয়েক মিনিট আগেই উইনস্টন বলছিল, বিজ্ঞানের নজিরবিহীন আবিষ্কারগুলো পুরো পৃথিবীকে অন্য আলোয় দেখতে বাধ্য করেছিল সবাইকে। সহজ কথায় পৃথিবীর নতুন 'মডেল'-এর জন্ম দিয়েছিল। এটাও বলেছিল, মেয়ার-নস্ট্রাম সুপারকম্পিউটারের বিশেষত্বই হচ্ছে কম্পিউটার মডেলিংয়ে মাধ্যমে জটিল জটিল পরিস্থিতির ভার্চুয়াল অনুরূপ তৈরি করে সেগুলোর ফলাফল বিশ্লেষণ করা।

মিলার-ইউরে এক্সপেরিমেন্টকেও, ভাবলো ল্যাংডন, *একধরণে মডেলিং এর প্রচেষ্টা বলা চলে...আদিম পৃথিবীতে চলমান রাসায়নিক বিক্রিয়ার সিম্যুলেশন।*

"রবার্ট!" রুমের অন্য পাশ থেকে ডাক দিলো অ্যাম্ব্রা, "শুরু হচ্ছে প্রেজেন্টেশনটা।"

"আসছি," বলে কাউচটার দিকে এগিয়ে গেল ল্যাংডন। হঠাৎ করেই এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে নতুন এক সম্ভাবনা উঁকি দিয়েছে ওর মনে। এতক্ষণ যা দেখলো সেটার সাথে নিশ্চয়ই সম্পর্ক আছে ওটার।

সন্ধ্যার দিকে এডমন্ডের বলা কথাগুলো মনে পড়লো ওর–"আজরাতে, আসুন আমরা সবাই প্রাচীনকালের অভিযাত্রিদের মতো হয়ে যাই," বলেছিল কিয়ার্শ, "তাদের মতো, যারা সবকিছু পেছনে ফেলে রেখে বিশাল সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলেন...তাদের মতো যারা কখনও না দেখা দেশ প্রথম দেখতে পেয়েছিল...যারা ঝুঝতে পেরেছিল, দর্শন যতোটা কল্পনা করতে পারে তার চেয়ে এই পৃথিবী আরো অনেক বিশাল। নিজেদের পৃথিবী সম্পর্কে তাদের সুদীর্ঘকালের বিশ্বাস নতুন আবিষ্কারের ফলে মুখ থুবড়ে পড়েছিল।"

অ্যাম্ব্রার পাশে বসার সাথে সাথে চূড়ান্ত কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেল স্ক্রিনে।

boighar.com

"আপনি ঠিক আছেন তো, রবার্ট?" অ্যাম্ব্রা জিজ্ঞেস করলো।

মাথা নেড়ে সায় জানালো ল্যাংডন। এই সময় প্রেজেন্টেশনটার শুরু হবার নাটকিয় শব্দ ভেসে এলো স্পিকারে। এডমন্ডের চেহারা ভেসে উঠলো বিশাল স্ক্রিনে। বিখ্যাত ফিউচারিস্টকে ক্লান্ত এবং দূর্বল দেখালেও মুখে চওড়া হাসি খেলা করছে তার।

"এলেম আমরা কোথা থেকে?" নাটকিয় ভঙ্গিতে প্রশ্নটা করলো সে, কণ্ঠের উত্তেজনা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। "যাচ্ছিই বা কোথায়?"

শক্ত করে ল্যাংডনের হাত চেপে ধরলো অ্যাম্ব্রা।

"এই দুটো প্রশ্নই একই গল্পের অংশ," এডমন্ড বলল, "শুরু থেকে শুরু করা যাক, কী বলেন? একদম শুরু থেকে।"

ক্যামেরার উদ্দেশ্যে একবার মাথা নেড়ে পকেট থেকে একটা ছোট কাঁচের তৈরি টেস্টটিউব বের করলো এডমন্ড। থকথকে তরলে ভর্তি টেস্টটিউবটার বাইরে লেবেলে দেখা যাচ্ছে দুটো নাম–মিলার-ইউরে।

একটা শিহরণ বয়ে গেল ল্যাংডনের মেরুদণ্ড বরাবর।

"আমাদের যাত্রাটা শুরু হয়েছিল অনেক আগে...খ্রিস্টেরও ৪০০ কোটি বছর পূর্বে...প্রিমর্ডিয়াল স্যুপে ভাসমান অবস্থায়।"

অধ্যায় ৯১

কাউচে অ্যাম্ব্রার পাশে কাঁচের ডিসপ্লেতে ফুটে ওঠা এডমন্ডের ফ্যাকাশে চেহারাটার দিকে তাকিয়ে একটু খারাপই লাগলো ল্যাংডনের। একটা মরণব্যাধির সাথে নীরবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল ওর প্রাক্তন ছাত্র। এখন অবশ্য তার চোখ চকচক করছে আনন্দ এবং উত্তেজনায়।

"কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের এই ভায়ালের উপকরণ সম্পর্কে বলছি," টেস্টটিউবটা দেখিয়ে বলল এডমন্ড। "কিন্তু তার আগে চলুন কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে আসা যাক...প্রি-মর্ডিয়াল স্যুপে।"

এডমন্ড উধাও হয়ে গেল স্ক্রিন থেকে। সে জায়গায় দেখা গেল এক বিশাল উত্তাল সমুদ্রপৃষ্ঠ, জায়গায় জায়গায় আগ্নেয়গিরির উদগিরণ এবং বিরামহীন বজ্রপাত।

"এখানেই কি জীবনের উৎপত্তি হয়েছিল?" এডমন্ডের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। "একটি স্বতস্ফূর্ত রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে? নাকি ধুমকেতু বা গ্রহাণুর পৃথিবীতে আছড়ে পড়া টুকরো থেকে থেকে আবির্ভাব ঘটে এক অণুজীবের? দুর্ভাগ্য, সে সময়ে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। আমরা শুধু জানতে পেরেছি, এরপরে কী হয়েছিল। বিবর্তন। বিবর্তনের কথা বললেই আমাদের মনের পর্দায় প্রথমে ভেসে ওঠে একটি ছবি।"

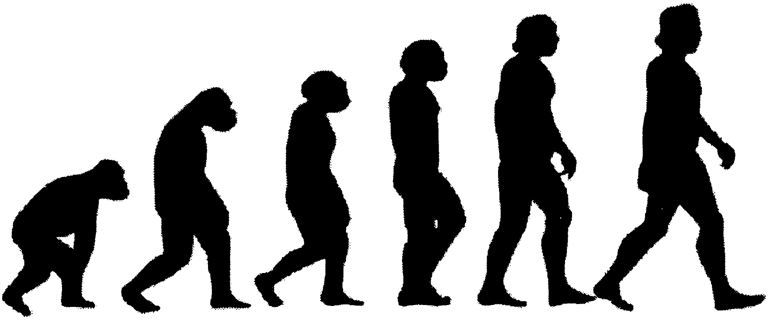

পরিচিত একটা ছবি দেখা গেল পর্দায়।

"হ্যাঁ, মানুষের বিবর্তন হয়েছে, এটা এখন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত," এডমন্ড বলল, "আর আমরা ফসিল রেকর্ডের সহায়তায় একটা যথার্থ

boighar.com

টাইমলাইন সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়েছি। কিন্তু বিবর্তন যদি উল্টো দিকে পরিচালিত হয়?”

হঠাৎ করেই পর্দায় ভাসমান এডমন্ডের চেহারায় দাড়িগোঁফ গজিয়ে বড় হতে হতে এক পর্যায়ে অচেনা মানুষে রূপ নিলো, তবে সেখানেই থেমে থাকলো না ব্যাপারটা। তার চেহারায় অস্থির গঠনও বদলে গিয়ে এক পর্যায়ে বানর সদৃশ একটি প্রানী দেখা গেল পর্দায়। এরপরের পরিবর্তনগুলো আরও দ্রুত। ক্রমান্বয়ে আদি থেকে আদিমতর প্রানীদের ছবি ভেসে উঠতে লাগলো পর্দায়–লেমুর, স্লথ, পানিতে বসবাসকারি প্লাটিপাস, লাংফিশ...সেখান থেকে ইল এবং অন্যান্য মাছ, প্ল্যাংকটন, অ্যামিবা, আর একদম শেষে একটা আণুবীক্ষণিক ব্যাকটেরিয়া। কেবল একটা কোষ ভাসতে লাগলো বিশাল সমুদ্রে।

“জীবনের আদিমতম নিদর্শন,” এডমন্ড বলল, “এই পর্যন্তই জানা আছে আমাদের। কিন্তু আমরা এটা জানি না, কিভাবে এই আদিমতম জীবনের উৎপত্তি ঘটলো কতগুলো নির্জীব রাসায়নিক পদার্থ থেকে। ব্যাপারটা আমাদের বোধগম্যই হয় না।”

T=0, ল্যাংডন ভাবতে লাগলো, *অর্থাৎ সময়ের একদম শুরুতে।* একবার এরকমই একটা ডকুমেন্টারি দেখেছিল ও, যেখানে মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে হতে একটা ক্ষুদ্র আলোর বিন্দুতে পরিণত হয়েছিল, সেক্ষত্রে সেই মহাবিশ্বতত্ত্ববিদও এর আগে কী হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন আলোকপাত করতে পারেনি।

“আদি জন্ম,” ঘোষণা করার সুরে বলল এডমন্ড, “সেই মুহূর্তটির বর্ণনায় এই শব্দটিই ব্যবহার করেছেন ডারউইন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, জীব বিবর্তিত হয়ে চলেছে অবিরাম, কিন্তু কিভাবে সবকিছুর শুরু হয়েছিল তার ব্যাখ্যা দিতে পারেননি তিনি। মোদ্দা কথা, ডারউইনের তত্ত্ব এটা ব্যাখ্যা করে যে অভিযোজনের ফলে যোগ্যরাই টিকে থাকতে পারে, কিন্তু সেই ‘যোগ্যদের’ আবির্ভাব কিভাবে ঘটলো তার কোন ব্যাখ্যা নেই।”

হেসে উঠলো ল্যাংডন। এভাবে কাউকে ডারউইনের তত্ত্বটা ব্যাখ্যা করতে শোনেনি ও।

“তাহলে জীবনের আবির্ভাব ঘটলো কী করে পৃথিবীতে? অন্যভাবে বললে, এলেম আমরা কোথা থেকে?” এটুকু বলে এডমন্ড হাসলো। “আগামী কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনারা সেই প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন। কিন্তু আজ রাতে আরো চমক অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্যে,” এবার ক্যামেরার দিকে

তাকিয়ে আগের চেয়ে চওড়া একটা হাসি দিলো এডমন্ড। "কোথা থেকে আসলাম আমরা এটার উত্তর যেমন বিস্ময়কর...ঠিক একই রকম বিস্ময়কর আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটার উত্তর।"

অবাক চোখে একে অপরের দিকে তাকালো অ্যাম্ব্রা এবং ল্যাংডন।

"জীবনের উৎপত্তি..." এডমন্ড বলতে থাকলো, "শুরু থেকেই এটা একটা রহস্য। বছরের পর বছর ধরে বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকেরা এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন।"

এডমন্ড ওর হাতের টেস্টটিউবটা উঁচু করে ধরলো, "৫০-এর দশকে দু'জন রসায়নবিদ, মিলার এবং ইউরে একটা সাহসি এক্সপেরিমেন্ট পরিচালনা করেছিলেন এটা জানার জন্যে যে, কিভাবে জীবনের শুরু হয়েছিল।"

"ওর হাতের টেস্টটিউবটা এখন এই ঘরেই আছে, ওখানে," ঝুঁকে অ্যাম্ব্রার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল ল্যাংডন। হাত দিয়ে দেখালো ধাতব ডিসপ্লে কেসটা।

"এডমন্ড এটা কিভাবে পেলো?" বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞেস করলো অ্যাম্ব্রা।

জবাবে একবার কাঁধ ঝাকালো ল্যাংডন। এডমন্ডের যেরকম দুর্লভ জিনিসপত্র সংগ্রহের বাতিক ছিল তার পক্ষে এটা জোগাড় করা কঠিন কোন কাজ হবার কথা নয়।

এরপর এডমন্ড ব্যাখ্যা করলো, কিভাবে ইউরে এবং মিলার প্রিমর্ডিয়াল স্যুপের অনুরূপ পরিবেশ তৈরি করে জীবনের উৎপত্তি হয় কিনা তা দেখতে চেয়েছিলেন।

পর্দায় ভেসে উঠলো নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত একটা প্রতিবেদনের শিরোনাম–'২০০ কোটি বছর আগের কথা।'

"অবশ্যই," এডমন্ড বলল, "সমালোচনার ঝড় তুলেছিল এক্সপেরিমেন্টটা। কারণ টেস্টটিউবের ভেতরে যদি আসলেও জীবনের উৎপত্তি ঘটতো তাহলে বদলে যেতো অনেক হিসেব নিকেশ। এটা প্রমাণিত হতো যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমেই স্বতস্ফূর্তভাবে আদিমতম অণুজীবের সৃষ্টি হয়েছিল প্রকৃতিতে। এমনকি অনেকে নিশ্চয়ই এমনটাও দাবি করতো যে পৃথিবীতে যদি স্বতস্ফূর্তভাবে জীবের উৎপত্তি ঘটতে পারে তাহলে মহাবিশ্বের অন্য কোথাও সেরকমটা ঘটতে অসুবিধে কোথায়?"

লম্বা একটা শ্বাস ছাড়লো এডমন্ড। কিছুক্ষণ চুপচাপ ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে থাকার পরে বলল, "যাইহোক, আপনারা অনেকেই নিশ্চয়ই জানেন, সফলতার মুখ দেখেনি ইউরে-মিলার এক্সপেরিমেন্ট। দুই রসায়নবিদ এর

boighar.com

পরেও অনেক বার চেষ্টা করেছেন ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে, তাপমাত্রা কমিয়ে বাড়িয়ে–কিন্তু কিছুতেই কোন লাভ হয়নি। অবশেষে হাল ছেড়ে দেন দুই বিজ্ঞানী। পুরো বিজ্ঞান দুনিয়াই হাল ছেড়ে দেয় বলতে গেলে," এটুকু বলে ইচ্ছে করে কিছুক্ষণ সময় নিলো এডমন্ড, "তবে ২০০৭ সালে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে।"

এরপর এডমন্ড খুলে বলল কিভাবে মিলার-ইউরে এক্সপেরিমেন্টের টেস্টটিউবগুলো আবার খুঁজে পাওয়া যায় ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির একটা বন্ধ ক্লোজেটে, মিলারের মৃত্যুর পর, মিলারের ছাত্ররা আবার টেস্টটিউবের স্যাম্পলগুলো পুনর্বিশ্লেষণ করে আধুনিক পদ্ধতিতে, যেমন–লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি, ম্যাস স্পেক্টোমেট্রি–এসব। এতে করে বিস্ময়কর কিছু তথ্য বেরিয়ে আসে। প্রকৃতপক্ষে মিলার-ইউরে এক্সপেরিমেন্টে তৎকালীন ধারণার চাইতেও বেশি অ্যামিনো এসিড এবং অন্যান্য যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়েছিল। কিন্তু প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে তা ধরতে পারেননি মিলার। নতুনভাবে বিশ্লেষণে চিহ্নিত করা হয় গুরত্বপূর্ণ কিছু নিউক্লিওবেইজ–যেগুলোর সাহায্যে গঠিত হয় আরএনএ, এমনকি ডিএনএ।

"আবারও তোলপাড় পড়ে যায় বিজ্ঞান জগতে," বলল এডমন্ড, "অনেকে হয়তো ধারণা করা শুরু করে যে এবার ইউরে-মিলার এক্সপেরিমেন্ট সফল হবে, শুধু সময়ের দরকার। এখানে একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে। জীবের উৎপত্তি এবং বিবর্তন ঘটেছে কোটি কোটি বছর ধরে। কিন্তু টেস্টটিউবগুলো ক্লোজেটে রাখা ছিল মাত্র পঞ্চাশ বছর। যদি গোটা এক্সপেরিমেন্টের টাইমলাইনটা মাইলে পরিমাপ করা হয়, তবে আমরা শুধু এক ইঞ্চি অগ্রসর হতে পেরেছি...বা তারও কম।

"আবারও আলোচনা শুরু হয় ল্যাবে জীবনের উৎপত্তি পর্যবেক্ষনের ব্যাপারটা নিয়ে," এডমন্ড বলল।

হ্যাঁ, সেটা মনে আছে আমার, ল্যাংডন ভাবলো। *হারভার্ডের জীববিজ্ঞান অনুষদও এটা নিয়ে মেতে ছিল কয়েকদিন।*

"এবারও চার্চের পক্ষ থেকে কঠোর সমালোচনা করা হয়," এডমন্ড যোগ করলো।

স্ক্রিনের পর্দায় ভেসে উঠলো একটা ওয়েবসাইটের হোমপেজ Creation.com। এডমন্ড যে এই ওয়েবসাইটটার একজন কঠোর সমালোচক ছিল সেটা জানা আছে ল্যাংডনের।

"এই সাইটটা," বলল এডমন্ড, "অনেক জনপ্রিয়। এখানে ডজন ডজন

ব্লগ পাওয়া যাবে এই সম্পর্কে যে, কেন ইউরে-মিলার এক্সপেরিমেন্ট পুনরায় পরিচালনা করা উচিত হবে না। তবে Creation.com–এর সদস্যদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। এক্সপেরিমেন্টটা যদি সাফল্যের মুখ দেখেও, তবে সেটা হতে আরও অন্তত কয়েক কোটি বছর লাগবে।"

আবারও টেস্টটিউবটা উঁচু করে ধরলো এডমন্ড। "আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন, দুই বিলিয়ন বছর পরে এই টেস্টটিউবটার ভেতরে কী হয় সেটা জানার জন্যে ভীষণ উদগ্রীব আমি। দুর্ভাগ্যবশত তেমনটা করতে হলে টাইম মেশিনের দরকার হবে আমাদের," এটুকু বলে মৃদু হাসলো এডমন্ড, "আর তাই...সেটাই তৈরি করেছি আমি।"

অ্যাম্ব্রার দিকে একবার তাকালো ল্যাংডন। তন্ময় ভঙ্গিতে স্ক্রিনটার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

"একটা টাইম মেশিন বানানো কিন্তু অতটা কঠিন নয়," এডমন্ড বলল, "এখনই আপনারা জানতে পারবেন, কী বোঝাতে চাচ্ছি আমি।"

স্ক্রিনে একটা বিলিয়ার্ড রুম ভেসে উঠলো। সবগুলো বল ত্রিভুজাকারে সজ্জিত টেবিলের ওপর। এডমন্ড একটা খেলার লাঠি নিয়ে কিউ বলে সজোরে গুতো দিলো। সাজানো বলগুলোর দিকে ছুতে যেতে লাগলো ওটা।

কিন্তু আঘাত করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এডমন্ড বলে উঠলো, "স্টপ!" সাথে সাথে সাদা বলটা জায়গাতেই জমে গেল।

"এখন যদি আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করি, কোন বলটা কোন পকেটে গিয়ে পড়বে, সেটা কি বলতে পারবেন? অবশ্যই না। হাজারটা সম্ভাব্য ফলাফল আছে। কিন্তু আপনি যদি টাইম মেশিনে করে পনেরো সেকেন্ড সামনে গিয়ে বলগুলোর অবস্থা দেখে আবার আগের সময়ে ফিরে আসেন, তখন? বিশ্বাস করুন বা না করুন বন্ধুরা, আমাদের হাতে এখন সেই প্রযুক্তি আছে।"

টেবিলের কিনারায় অবস্থিত অনেকগুলো ক্যামেরার দিকে নির্দেশ করলো এডমন্ড। "আমরা যদি অপটিক্যাল সেন্সর ব্যবহার করে কিউ বলটার ঘূর্ণণের দিক, গতিবেগ এসব পরিমাপ করি তাহলে একটা গাণিতিক স্ন্যাপশট পাওয়া খুবই সম্ভব হবে। যেখানে দেখা যাবে কোন অবস্থানে আছে বলটা। আর সেটা ব্যবহার করে আমি সঠিকভাবে বলটা ঠিক কোথায় আঘাত করবে এবং সেটার ফল কি হবে তা অনুমান করতে পারবো।"

একবার এরকম প্রযুক্তির গলফ সিম্যুলেটর দেখেছিল ল্যাংডন। যেটায় ও প্রতিবারই বলগুলো উড়িয়ে গাছের মাঝে নিয়ে ফেলছে।

এডমন্ড এবার পকেট থেকে একটা বড় আকারের স্মার্টফোন বের করলো,

যেটার স্ক্রিনে ভার্চুয়াল একটা টেবিলের ওপর কিউ বলটা দেখা যাচ্ছে। ওটাকে ঘিরে আছে নানা গাণিতিক সমীকরণ।

"কিউ বলটার একদম সঠিক ভর, অবস্থান এবং বেগ জানা থাকলে," এডমন্ড আবারও বলল, "আমি হিসেব করে দেখতে পারবো অন্য বলগুলোকে ধাক্কা দেয়ার পরিণতি কী হবে," এটুকু বলে ফোনের স্ক্রিনে স্পর্শ করলো সে। সাথে সাথে সিম্যুলেটেড কিউ বলটা ত্রিভূজাকারে সাজানো বলগুলোতে গিয়ে ধাক্কা দিলো। এতে বিভিন্ন জায়গায় ধাক্কা খেয়ে চারটা বল চারটা পকেটে গিয়ে পড়লো কিছুক্ষণ পর।"

"চারটা বল," ফোনের দিকে তাকিয়ে বলল এডমন্ড, "ভালো ছিল শটটা," এবার দর্শকদের দিকে তাকালো সে, "আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?"

একবার তুড়ি বাজানোর সাথে সাথে কিছুক্ষণ আগের জমে যাওয়া আসল কিউ বলটা গিয়ে ধাক্কা দিলো টেবিলের অন্য বলগুলোকে। আর স্মার্টফোনের পর্দায় যেমনটা দেখা গিয়েছিল, ঠিক সেই চারটা বলই ঐ চারটা পকেটে গিয়ে পড়লো।

"একদম খাঁটি টাইম মেশিন হয়তো না," হেসে বলল এডমন্ড, "কিন্তু এটার সাহায্যে ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে সেটা কিছুটা হলেও ধারণা করতে পারবো আমরা। অর্থাৎ কম্পিউটার সিম্যুলেশন অনেকটা ভার্চুয়াল টাইম মেশিনের মত ব্যবহার করা যায়। অবশ্য এটা তো শুধুমাত্র ছোট একটা পুল টেবিলের সিম্যুলেশনের ওপর ভিত্তি করে বলছি আমি। কিন্তু আরও জটিল সিস্টেমের ক্ষেত্রে কী হবে?"

মিলার-ইউরে এক্সপেরিমেন্টের ভায়ালটা উঁচু করে ধরে হাসলো এডমন্ড, "আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন, কী বোঝাতে চাচ্ছি আমি। কম্পিউটার মডেলিং আসলে এক ধরণের টাইম মেশিন এবং এটার সাহায্যে আমরা ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে সেটা ধারণা করতে পারবো...এমনকি সেটা কয়েক কোটি বছর পরে হলেও।"

কাউচে নড়ে উঠলো অ্যাম্ব্রা, এক মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টি সরাচ্ছে না এডমন্ডের চেহারা থেকে।

"আমিই কিন্তু প্রথম বিজ্ঞানী নই যে পৃথিবীর আদিম অবস্থার প্রিমর্ডিয়াল স্যুপের অনুরূপ পরিবেশ তৈরি করে কি ঘটে সেটা পর্যবেক্ষন করতে চেয়েছে। কিন্তু বলাটা যত সহজ, এক্সপেরিমেন্টটা পরিচালনা করা ততটাই কঠিন।"

আবারও কিছুক্ষণ আগের উত্তপ্ত, উত্তাল সমুদ্রপৃষ্ঠের দৃশ্য ফুটে উঠলো পর্দায় কিছুক্ষণের জন্যে। "সমুদ্রে সংগঠিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার মডেল তৈরি

করতে হলে একদম পারমাণবিক পর্যায়ে সিমুলেশন চালাতে হবে। ব্যাপারটা অনেকটা আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মতন, যেখানে আমরা নির্দিষ্ট একটি সময়ে প্রতিটি বায়ু কণার সঠিক অবস্থান আগে থেকে জানতে পারবো। তাই যদি আমরা আদিম সাগরের কার্যকর সিমুলেশন পরিচালনা করতে চাই তাহলে সেই কম্পিউটারকে পদার্থবিজ্ঞানের সব সূত্রের পাশাপাশি রসায়নের ব্যাপারেও সব জানতে হবে—একমাত্র তাহলেই আমরা উত্তপ্ত সমুদ্রে কখন কোন যৌগ গঠিত হচ্ছে, বন্ধন ভাঙছে-গড়ছে পরমাণুগুলোর মধ্যে সেটা ধারণা করতে পারবো।"

এবার সমুদ্র পৃষ্ঠের ছবির জায়গায় ভেসে উঠলো একটা ছোট্ট পানির ফোটা, যেখানে পরমাণুগুলো ছোটাছুটি করছে এবং প্রতি মুহূর্তে কিছু অণু গঠিত হচ্ছে আবার ভেঙে যাচ্ছে।

"দুঃখজনকভাবে," আবার এডমন্ডের চেহারা ভেসে উঠলো স্ক্রিনে, "এরকম একটা স্টিমুলেশন পরিচালনা করার জন্যে অনেক বেশি প্রসেসিং ক্ষমতার প্রয়োজন। যে ক্ষমতা নেই এই পৃথিবীর কোন কম্পিউটারের," চকচক করছে এডমন্ডের চোখ, "শুধুমাত্র একটা বাদে।"

অনেকগুলো পাইপ অর্গানের সুর ভেসে আসলো এই সময়ে। সেই সাথে এডমন্ডে দুই তলা জুড়ে অবস্থিত কম্পিউটারটার ছবি ভেসে উঠলো পর্দায়।

"ই-ওয়েভ," ফিসফিসিয়ে বলল অ্যামব্রা।

এরপরের কিছুক্ষণ এডমন্ড তার তৈরি করা সুপারকম্পিউটারটার ব্যাপারে ধারণা দিলো সবাইকে। সব শেষে উল্লেখ করলো 'কোয়ান্টাম কিউব'টার কথা।

"মোদ্দা কথা," অনেকক্ষন বর্ণনা শেষে বলল সে, "ই-ওয়েভ, ইউরে-মিলার এক্সপেরিমেন্টটা ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে একদম সঠিকভাবে সিমুলেট করতে পারবে। অবশ্য পুরো প্রিমর্ডিয়াল সাগরের মডেল তৈরি করা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে, তাই মিলার এবং ইউরে যে পাঁচ লিটারের বদ্ধ সিস্টেম ব্যবহার করেছিলেন, সেটাই তৈরি করেছি আমি কম্পিউটারে।"

রাসায়নিক পদার্থ ভর্তি একটা ভার্চুয়াল ফ্লাস্কের ছবি ভেসে উঠলো পর্দায়। ধীরে ধীরে বিবর্ধিত হতে শুরু করলো ওটার ভেতরের উপাদানগুলো। এক পর্যায়ে পরমাণুগুলোকে দেখা গেল উত্তপ্ত মিশ্রণটার ভেতরে ছোটাছুটি করতে। প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন বন্ধন তৈরি হচ্ছে আবার ভাঙছে, তাপমাত্রা, বিদ্যুৎ এবং গতির প্রভাবে।

"এই মডেলে প্রিমর্ডিয়াল স্যুপ সম্পর্কে জানা সব তথ্য ইনপুট করা

হয়েছে। হাইড্রক্সি র‍্যাডিকেলের উপস্থিতি, বৈদ্যুতিক বাষ্প এবং আগ্নেয়গিরি উদগিরণের ফলে সৃষ্টি হওয়া কার্বোনাইল সালফাইডের উপস্থিতিও যোগ করা হয়েছে।"

কিছুক্ষণ রাসায়নিক বিক্রিয়া চলতেই থাকলো ফ্লাস্কে।

"এবার কিছুক্ষণ সামনে এগিয়ে নেয়া যাক পুরো প্রক্রিয়াটাকে..." উৎসাহি স্বরে বলল এডমন্ড। দ্রুত থেকে দ্রুত হতে থাকলো বিক্রিয়ার গতি, সেই সাথে জটিল জটিল যৌগের সৃষ্টি হতে দেখা যাচ্ছে। "এক সপ্তাহ পর মিলার-ইউরে এক্সপেরিমেন্টে যে অ্যামাইনো এসিডগুলো তৈরি হয়েছিল এখানেও সেগুলোই দেখা যাচ্ছে এখন।" এরপর আবারও বেড়ে গেল বিক্রিয়ার গতি। "পঞ্চাশ বছর পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আরএনএ তৈরি হবার মত উপাদান।"

বিক্রিয়া চলতেই থাকলো দ্রুত গতিতে।

"সিম্যুলেশনটা চালাতেই থাকি আমি," আগের তুলনায় উচ্চস্বরে বলল এডমন্ড।

যত সময় যাচ্ছে ধীরে ধীরে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে গঠিত যৌগগুলোর গঠন। স্ক্রিনের এক পাশে ভেসে ওঠা সময়ের হিসেবে শত, হাজার, লক্ষ, কোটি বছর কেটে যাচ্ছে। এখন এত দ্রুত হচ্ছে বিক্রিয়াগুলো যে, সব ঝাপসা মনে হচ্ছে। "অবশেষে ফ্লাস্কের ভেতরে কী পাই আমরা?" আগ্রহি কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো এডমন্ড।

উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকে গেল অ্যাম্ব্রা এবং ল্যাংডন।

এডমন্ডের চেহারার হাসিখুশি ভাবটা বদলে গেল নিমেষে, "কিছুই না!" বলল সে, "কোন জীবনের উৎপত্তি ঘটে না স্বতস্ফূর্ত বিক্রিয়ার প্রভাবে," এটুকু বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সে। "তাহলে কি কোথাও ভুল হচ্ছে আমাদের?"

ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলো এডমন্ড।

কিছুক্ষণ পর একটা হাসি ছড়িয়ে পড়লো তার চেহারায়, "নাকি গোটা রেসিপির কোন একটা মূল উপাদানের কথা ভুলে গেছি আমরা?"

অধ্যায় ৯২

চোখেমুখে বিস্ময় নিয়ে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে অ্যাম্ব্রো ভিদাল। তার মত অনেকেই নিশ্চয়ই ঠিক একইভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখছে পাগলাটে এডমন্ডের এই প্রেজেন্টেশন।

"তাহলে, কোন উপাদানটার কথা ভুলে গেলাম আমরা?" এডমন্ড জিজ্ঞেস করলো, "কেন আমার তৈরি করা প্রিমর্ডিয়াল স্যুপে জীবনের সঞ্চার ঘটলো না? ব্যাপারটা কিছুতেই মাথায় ঢুকছিলো না। তাই এরকম অবস্থায় পড়লে সকল বুদ্ধিমান বিজ্ঞানী যা করে, আমিও তাই করলাম। আমার চেয়ে বুদ্ধিমান একজনের শরণাপন্ন হলাম গোটা ব্যাপারটা বোঝার জন্যে।"

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. কন্সট্যান্স জেরহার্ডের ছবি ভেসে উঠলো পর্দায়। "কিভাবে জীবনের উৎপত্তি ঘটাবো আমরা?" এটুকু বলে হাসলেন তিনি, "কখনোই আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হবে না সেটা। এই জীবনের উৎপত্তির কাছে এসেই মার খেয়ে যায় আমাদের সব সূত্র, তত্ত্ব, এক্সপেরিমেন্ট। কতগুলো নির্জীব রাসায়নিক পদার্থ থেকে জীবিত 'কিছু' একটা তৈরি হবার মধ্যবর্তি যে সীমারেখা সেটা কখনোই পেরুনো সম্ভব হয়নি আমাদের পক্ষে। কেন এরকম হয় সে ব্যাপারে রসায়নে কোন সঠিক ব্যাখ্যাও নেই। আদতে, কতগুলো কোষের একত্রিত হয়ে একটি জীবিত সত্ত্বায় রূপান্তরিত হবার ঘটনা এন্ট্রপির সূত্রের সাথে সাংঘর্ষিক!"

"এন্ট্রপি!" ডক্টরের কথাই পুনরাবৃত্তি করলো এডমন্ড। এবার তাকে দেখা যাচ্ছে সুন্দর একটি সমুদ্র সৈকতে। "এন্ট্রপি কী বলুন তো? আচ্ছা আমিই বলছি সহজ করে, যেহেতু বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রি ছাড়াও আরও অনেকেই নিশ্চয়ই দেখছেন প্রেজেন্টেশনটা। কোনো এক সিস্টেমের বিশৃঙ্খলাই হচ্ছে এন্ট্রপি। বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বলি, 'কোন সুশৃঙ্খল সিস্টেমের ক্ষয় অবশ্যাম্ভাবী'।" পর্দায় এডমন্ড একবার তুড়ি দিতেই একটা বালুর দূর্গ তৈরি হলো তার পায়ের কাছে, "অনেকগুলো বালু কণাকে আমি একত্রে সন্নিবিষ্ট করে তৈরি করেছি একটি দূর্গ। এখন দেখা যাক প্রকৃতি এই দূর্গটার সাথে কেমন আচরণ করে।" কয়েক সেকেন্ড পরেই একটা বিশাল ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল পুরো দূর্গটা। "হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছেন, আমার তৈরি করা সুসংগঠিত দূর্গটাকে অসংগঠিত করে দিলো প্রকৃতি, বালুকণা এখন আবার ছড়িয়ে গেছে সৈকতে। এটাই এন্ট্রপি। সমুদ্রতটে ঢেউ আছড়ে পড়ে কিন্তু কখনও সংগঠিত কোন দূর্গ

boighar.com

তৈরি করবে না। এনট্রপির কাজই হচ্ছে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা। এরকম বালুর দূর্গ কখনো স্বতস্ফূর্তভাবে তৈরি হবে না পৃথিবীতে, কেবল ভেঙে যাবে স্বতস্ফূর্তভাবে।"

আবারও তুড়ি বাজালো এডমন্ড, সাথে সাথে একটা রান্নাঘরে চলে আসলো সে। "আপনি যখন চা গরম করেন," মাইক্রোওয়েভ ওভেন থেকে একটা ধূমায়মান কাপ বের করলো সে, "মগটা যেখানে আছে, সেইদিকে তাপ প্রয়োগ করেন। এরপর যখন আপনি মগটা বাইরে কোথাও রেখে দেন, সেটা ঠাণ্ডা হতে শুরু করে। তাপ ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের পরিবেশে। ঠিক যেমন বালুকণাগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল সৈকতে। আবারও এনট্রপি। এর বিপরীতটা কিন্তু কখনোই হবে না। আপনার চায়ের মগটা কিন্তু আপনাআপনি কখনও গরম হয়ে উঠবে না," এডমন্ড হেসে বলল, "ঠিক যেমন আপনাআপনি তৈরি হবে না বালুর দূর্গ।"

চশমা পরা ড. জেরহার্ডকে আবারও দেখা গেল পর্দায়, "আমরা একটি এনট্রপিক বিশ্বে বসবাস করছি," বললেন তিনি, "যেখানে পদার্থবিজ্ঞান বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পক্ষপাতি, শৃঙ্খলা নয়। তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে নির্জীব রাসায়নিক পদার্থগুলো একে অপরের সাথে সন্নিবিষ্ট হয়ে জীবিত সত্তায় পরিণত হয়?"

"তিনি যা বললেন আসলেও কি তা সত্য? কখনোই শৃঙ্খলার দেখা মেলে না পৃথিবীতে? আমি কিন্তু রাজনৈতিক শৃঙ্খলার কথা বলছি না," হেসে পরের কথাটুকু যোগ করলো এডমন্ড। এরপর একদম তার চেহারার কাছাকাছি চলে গেল ক্যামেরা, "যে কোন জীবই কতগুলো অণুর সুশৃঙ্খল সমাবেশ। তবে প্রকৃতিতে জীবনই শুধুমাত্র যে শৃঙ্খলার উদাহরণ এমন নয় কিন্তু। জটিল জটিল সব কাঠামো তৈরি হচ্ছে প্রতিনিয়ত।"

অনেকগুলো ছবি ভেসে উঠলো পর্দায়–হাতির শুড় সদৃশ টর্নেডো, তুষারকণা, কোয়ার্টজ স্ফটিক, শনিগ্রহের বলয়।

"দেখলেন তো, মাঝে মাঝে বিভিন্ন পদার্থকে একত্রে সংগঠিত করে প্রকৃতি–যেটা আবার এনট্রপির একদম বিপরীত। তাহলে এ থেকে আমরা কী ধরে নেবো? কেমনটা পছন্দ প্রকৃতির? শৃঙ্খলা নাকি বিশৃঙ্খলা?"

এবার এডমন্ডকে দেখা গেল ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির একটা করিডোরে। "বেশিরভাগ পদার্থবিদের মতে উত্তরটা হচ্ছে–বিশৃঙ্খলা। এনট্রপিই জয়ি হয় শেষ পর্যন্ত, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার পথেই এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। বার্তাটা নিশ্চয়ই সুখকর কিছু নয়।"

হঠাৎ করেই হেসে উঠলো এডমন্ড, "কিন্তু আজ আমি এমন একজন তরুণ পদার্থবিদের সাথে দেখা করতে এসেছি যিনি এই তত্ত্বে যোগ করবেন...কি? ঐ যে বলে না? 'টুইস্ট'। তিনি এমন কিছু ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করছেন যেখান থেকে হয়তো আসলেই জানা যাবে, কিভাবে উৎপত্তি হয়েছিল জীবনের।"

*

জেরেমি ইংল্যান্ড?

এডমন্ড এই মুহূর্তে যে পদার্থবিদের কথা বলছে তার নাম শুনে অবাক হয়ে গেল ল্যাংডন। এমআইটি এই প্রফেসরের বয়স বড়জোর ত্রিশের আশেপাশে হবে। বিজ্ঞান জগতে বেশ কয়েক বছর ধরেই শোরগোল হচ্ছে তাকে নিয়ে, বিশেষ করে বিজ্ঞানের নব্য একটি শাখায়-কোয়ান্টাম জীববিজ্ঞানে। কোয়ান্টাম জীববিজ্ঞান জীববিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যেখানে জৈবিক বস্তু এবং সমস্যাকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাপেক্ষে ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়। অনেক জৈবিক প্রক্রিয়া শক্তির রূপান্তরের সাথে জড়িত যা পুনরায় ব্যবহারযোগ্য এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান সম্পর্কিত।

কাকতালিয়ভাবে জেরেমি ইংল্যান্ড এবং রবার্ট ল্যাংডন একই প্রিপাইটরি স্কুলের ছাত্র ছিল-ফিলিপ্স এক্সেটার অ্যাকাডেমি-আর ল্যাংডন এই বিখ্যাত পদার্থবিদের নাম প্রথম দেখেছিল স্কুলের অ্যালুমনাই ম্যাগাজিনে। সেখানে জেরেমির একটা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। পুরো প্রবন্ধটা অবশ্য পড়ে দেখেনি ল্যাংডন, সত্যি কথা বলতে সেটার বিষয়বস্তু তার মাথার অনেক ওপর দিয়ে যাওয়াতে আগ্রহ পায়নি। কিন্তু এটা দেখে অবাক হয়েছিল যে তার প্রাক্তন স্কুলের এই তরুণ একই সাথে ভীষণ প্রতিভাবান একজন পদার্থবিদ এবং ভীষণ ধার্মিক একজন ব্যক্তিও।

ল্যাংডন ধারণা করতে পারছে যে কেন জেরেমির কাজের প্রতি আগ্রহি এডমন্ড।

স্ক্রিনে অপর একজন বয়স্ক প্রফেসরকে দেখা গেল এই সময়। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ আলেক্সান্ডার গ্রসবার্গ। "আমরা আশা করছি, জেরেমি ইংল্যান্ড হয়তো জীবনের উৎপত্তি এবং বিবর্তনের বিষয়ে তার পদার্থবিদ্যাগত তত্ত্বটা প্রমাণের পথে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছেন," বললেন তিনি।

boighar.com

কথাটা শুনে সোজা হয়ে বসলো ল্যাংডন। অ্যাম্ব্রাও।

অপর একজন ব্যক্তির চেহারা ভেসে উঠলো পর্দায়। পুলিৎজার পুরষ্কার প্রাপ্ত ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড জে. লারসন। "জেরেমি ইংল্যান্ড যদি তার তত্ত্বটা প্রমাণ করতে পারেন," বললেন তিনি, "তাহলে সে-ই হবে পরবর্তি ডারউইন।"

হয় ঈশ্বর! ল্যাংডন যতটা ভেবেছিলো তার চেয়েও অনেক বেশি বিখ্যাত জেরেমি ইংল্যান্ড।

কর্নেল ইউনিভার্সিটির একজন পদার্থবিদ, কার্ল ফ্র্যাঙ্ক বললেন, "প্রতি ত্রিশ বছর অন্তর অন্তর বড় কোন বৈজ্ঞানিক সাফল্যের সম্মুখীন হই আমরা, জেরেমি হয়তো সেই পথেই নিয়ে যাচ্ছে আমাদের।"

এরপর একে একে পর্দায় ভেসে উঠলো অনেকগুলো পত্রিকার শিরোনাম, যেখানে জেরেমি ইংল্যান্ডের জীবের উৎপত্তি বিষয়ক তত্ত্বটা প্রমাণের ফলাফল কী হবে সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সর্বশেষ শিরোনামটা নেয়া হয়েছে ২০১৫ সালের একটি ম্যাগাজিনের জানুয়ারি সংখ্যা থেকে :

"The Brilliant New Science That Has Creationists And the Christian right terrified"

ডারউইনের অসমাপ্ত কাজ শেষ করছেন এমআইটির একজন প্রফেসর।

আবার পর্দায় ফিরে আসলো এডমন্ড। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের লম্বা করিডোর ধরে হেঁটে চলেছে সে। "তাহলে কি এই সেই নতুন তত্ত্ব যেটা এতটা শোরগোলের সৃষ্টি করেছে?"

একটা দরজার সামনে থেমে হাসলো এডমন্ড। দরজায় একটা সাইন ঝুলছে, যেখানে লেখা : ENGLAND LAB@MITPHYSICS

"ভেতরে গিয়ে তাকেই সরাসরি জিজ্ঞেস করা যাক।"

অধ্যায় ৯৩

তরুণ বিজ্ঞানী জেরেমি ইংল্যান্ডকে দেখা যাচ্ছে এখন এডমন্ডের ডিসপ্লেতে। হালকা পাতলা গড়ন, গালে কয়েক দিনের না কামানো দাঁড়ির তরুণ পদার্থবিদের মুখে বিনয়ী হাসি। তার পেছনে ব্ল্যাকবোর্ড গাণিতিক সমীকরণে ভর্তি।

"প্রথমেই বলে নেই," জেরেমি দর্শকদের সতর্ক করার সুরে বলল, "এই তত্ত্বটা এখনও প্রমাণিত নয়, শুধু একটি ধারণা মাত্র," এটুকু বলে একবার কাঁধ নাচালো সে, "তবে স্বীকার করছি, এটা যদি প্রমাণ করা যায়, তাহলে তার ফলাফল হবে মারাত্মক।"

পরের তিন মিনিট ধরে পদার্থবিদ তার প্রস্তাবিত তত্ত্বটা সম্পর্কে ধারণা দিলেন সবাইকে–বেশিরভাগ যুগান্তকারি আবিষ্কারের মতনই তার প্রস্তাবনার মূল অংশটুকুও খুব সহজ।

ল্যাংডন যদি ঠিক বুঝে থাকে, তবে জেরেমির প্রস্তাবনা অনুযায়ি পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেবল মাত্র একটি লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে।

শক্তির পরিব্যপ্তি।

সহজ কথায়, প্রকৃতি যদি টের পায় যে কোথাও শক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তবে সেই শক্তি সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এর সবচেয়ে সহজ উদাহরণটার কথা কিয়ার্শ কিছুক্ষণ আগেই বলেছে–চায়ের মগ গরম করে টেবিলের ওপর রেখে দেয়া। তখন সেটা থেকে তাপ বিকিরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে পরিবেশে।

ল্যাংডন হঠাৎই বুঝতে পারলো, এডমন্ড কেন তাকে এমন এমন পুরাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল যেগুলোতে এমন সব দৃশ্যকল্প আছে যেখানে শক্তি এবং আলো ছড়িয়ে পড়ছে আর দূর হয়ে যাচ্ছে আঁধার।

তবে এই শক্তির পরিব্যপ্তির ধরণের ব্যাপারে জেরেমির একটা নিজস্ব মত আছে।

"আমরা জানি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবসময় বিশৃঙ্খলা পছন্দ করে, অর্থাৎ এনট্রপি," জেরেমি বলল, "তাই আমরা এরকম উদাহরণ দেখে অবাক হয়ে যাই যেখানে কতগুলো অণু সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান করছে।"

কিছুক্ষণ আগে দেখানো ঘূর্ণিঝড়, তুষারকণা আর কোয়ার্টজ স্ফটিকের ছবিটা পুণরায় দেখানো হলো পর্দায়।

boighar.com

"এখানে যে কাঠামোগুলো দেখতে পারছেন," জেরেমি বলল, "কাঠামো বলতে ঘূর্ণিঝড়ের শুঁড়, গোটা তুষারকণা আর স্ফটিকটার কথা বোঝাচ্ছি। এগুলোর প্রত্যেকটিকেই আমরা বলতে পারি 'ক্ষয়িষ্ণু কাঠামো'–যেখানে কতগুলো অণু একত্রিত হয়েছে একটি সিস্টেমের শক্তিকে সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে।"

এরপর জেরেমি দ্রুত বোঝালেন যে, ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে আবহাওয়ার একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যা পৃথিবীতে তাপ এবং চাপের ভারসাম্য রক্ষা করে। অন্যভাবে বললে, কোন অঞ্চলের বায়ুচাপ যদি অত্যাধিক বেড়ে যায় তবে প্রচণ্ড ঘূর্ণনের মাধ্যমে সেই অতিরিক্ত শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়।

"মোট কথা," জেরেমি বলল, "পদার্থ নিজেদের মধ্যেই সুশৃঙ্খল কাঠামো গঠন করে যাতে শক্তি সহজভাবে বিকিরণ করা যায়," এটুকু বলে থামলো সে, এরপর হেসে যোগ করলো, "প্রকৃতি, পুরো বিশ্বজুড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্যে ছোট ছোট সুশৃঙ্খল কাঠামোর তৈরি করে। ছোট ছোট কাঠামো বলতে এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় ছোট বোঝাচ্ছি, আশা করি ধরতে পারছেন আপনারা। এই কাঠামোগুলো এক পর্যায়ে গিয়ে এনট্রপি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।"

ল্যাংডন এভাবে কখনও চিন্তা করেনি, কিন্তু জেরেমি ঠিক কথাই বলছে; প্রকৃতিতে এরকম উদাহরণের অভাব নেই। যেমন বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকানো। ছোটবেলার পড়াশোনার কথা মনে পড়ে গেল–বজ্রপাত ঘটে যখন আকাশের মেঘের নিচের দিকে প্রচুর ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ ও তার বিপরীতে মাটিতে ধনাত্মক চার্জ জমা হয়। মেঘের ভেতরের পানি ও বরফকণার ঘর্ষণ এবং অন্যান্য কারণে মেঘের নিচের দিকে ঋণাত্মক ও ওপরের দিকে ধনাত্মক বিদ্যুৎ চার্জের সমাবেশ ঘটে। দুই বিপরীতধর্মি চার্জের পারস্পরিক আকর্ষণে মেঘের দুই পিঠের মধ্যে একটি বিদ্যুৎক্ষেত্র তৈরি হয়। সৃষ্ট বিদ্যুৎক্ষেত্র বেশি শক্তিশালী হয়েউঠলে মেঘের এপিঠ-ওপিঠের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এটা একই মেঘের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু অন্যদিকে মেঘের নিচের দিকের ঋণাত্মক বিদ্যুৎ চার্জের আকর্ষণে মাটিতে ধনাত্মক চার্জের সমাবেশ ঘটে এবং এ দুয়ের মধ্যেও একটি বিদ্যুৎক্ষেত্র তৈরি হয়। বাতাস বিদ্যুৎ অপরিবাহী হওয়ায় মেঘের বিদ্যুৎ মাটিতে আসতে পারে না। তবে মেঘে অনেক বেশি চার্জ জমা হলে একপর্যায়ে মাঝখানের বাতাসের বাধা অতিক্রম করে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ চার্জ মাটিতে সঞ্চিত ধনাত্মক বিদ্যুতের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য একটি প্রবাহ রেখা সৃষ্টি করে। প্রথমে মেঘের কিছু

বৈদ্যুতিক চার্জ নিচে নামতে শুরু করে। আঁকাবাঁকা পথে ধাপে ধাপে এই বিদ্যুৎ নিচে নামতে থাকে। প্রতিটি ধাপ প্রায় ৫০ গজ দীর্ঘ এবং এগুলো এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময় স্থায়ী হয়। এতে কয়েক টন ঋণাত্মক চার্জ থাকে। এরা ধাপে ধাপে নামতে থাকলে এর প্রভাবে মাটি থেকে ধনাত্মক বিদ্যুৎ উঁচু গাছ, ঘরবাড়ি বা টাওয়ার বেয়ে ওপরের দিকে উঠে ওদের সঙ্গে মিলিত হয়। এভাবেই ঊর্ধ্বমুখী ধনাত্মক চার্জের প্রবাহ ও নিম্নমুখী ঋণাত্মক চার্জের সম্মিলনে শক্তিশালী বিদ্যুৎ প্রবাহ লাইন সৃষ্টি হয়। তখনই বিদ্যুৎ চমকায় ও প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত ঘটে। অর্থাৎ জমা হওয়া শক্তি ছড়িয়ে দেয়া হলো। ফলে গোটা সিস্টেমের এনট্রপিও বেড়ে যায়।

অর্থাৎ শৃঙ্খলা থেকে বিশৃঙ্খলার বিন্যাস।

পারমাণবিক বোমাগুলোও এক একটা শক্তির সুশৃঙ্খল আঁধার, যেখান থেকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় প্রকৃতিতে। এনট্রপিকে যে গাণিতিক প্রতীক দ্বারা সূচিত করা হয় সেটা ভেসে উঠলো ল্যাংডনের মনের পর্দায়। প্রতীকটা এমন যে দেখে মনে হয় শক্তি ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে।

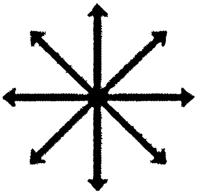

"এখন আপনারা জিজ্ঞেস করতেই পারেন, আমি এনট্রপি নিয়ে এতক্ষণ ধরে কথা বলছি কেন। জীবনের উৎপত্তির সাথে এর কী সম্পর্ক?" ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে হেঁটে গেল জেরেমি। "সম্পর্ক আছে," বলল সে, "জীবন হচ্ছে পুঞ্জীভূত শক্তি ছড়িয়ে দেয়ার একটি হাতিয়ার।"

চক দিয়ে একটা গাছ এবং সূর্যের ছবি আঁকলো জেরেমি।

"একটা গাছ সূর্যের আলো থেকে শক্তি সংগ্রহ করে, নিজের বৃদ্ধিতে সেটা কাজে লাগায় এবং বিকীর্ণ করে অবলোহিত রশ্মি। সালোকসংশ্লেষণও এনট্রপির একটি কার্যকরি উদাহরণ। সূর্যের আলোর শক্তি শোষণ করে সেটাকে দূর্বল শক্তিতে পরিণত করে গাছ, ফলে এনট্রপি বেড়ে যায়। অন্য সব জীবসত্ত্বার জন্যেও এই কথাটা সত্য। খাবারের আকারে কিছু পুঞ্জীভূত শক্তি গ্রহণ করা হয়, পরে সেই শক্তি প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়ে তাপ শক্তি আকারে, একেবারে সরলীকরণ করে বলছি," এটুকু বলে থামলো সে, এরপর বলল,

boighar.com

"আমার বিশ্বাস, জীবন শুধু পদার্থবিজ্ঞানের এই নিয়ম মেনেই চলে না, বরং জীবনের উৎপত্তিও হয়েছে এই কারণে।"

যুক্তিটার কথা চিন্তা করে একটা শিহরণ বয়ে গেল ল্যাংডনের শরীরে। যদি কোন উর্বর জমিতে সূর্যকিরণ এসে পড়ে তবে প্রকৃতি পদার্থবিদ্যার নিয়ম অনুসরণ করে সেখানে একটি গাছের সৃষ্টি করবে যার কারণে সেই সূর্যকিরণের শক্তি ক্ষয় হতে থাকবে। ঠিক একইভাবে গভীর সমুদ্রের সালফার সমৃদ্ধ খাদগুলোর আশেপাশে পানি ফুটতে থাকলে সেখানে প্রাণের আবির্ভাব ঘটবে শক্তি শোষণ করার নিমিত্তে।

"তবে এসবের কিছুই এখনও প্রমাণিত নয়," জেরেমি বলল, "আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি মাত্র। এখনই এসব নিয়ে বেশি শোরগোলের দরকার নেই কারণ এই তত্ত্বটা প্রমাণ করা প্রচণ্ড কঠিন একটা কাজ। আমার দলের লোকেরা এবং আমি কিছু এক্সপেরিমেন্টের খসড়া করছি তবে মূল লক্ষ্য থেকে এখনও অনেক অনেক বছর দূরে আমরা।"

এসময় এডমন্ডের চেহারা আবার ভেসে উঠলো পর্দায়, "আমি কিন্তু অনেক বছর দূরে নেই। ঠিক এই ধরণের মডেলিং নিয়েই কাজ করছি আমি।"

নিজের ল্যাবের দিকে হাঁটতে থাকলো সে, "যদি প্রফেসর ইংল্যান্ডের ধারণা ঠিক হয় তবে পুরো মহাজগতকে কেবলমাত্র একটি মাত্র কম্যান্ড দিয়েই প্রকাশ করা যাবে–শক্তির পরিব্যাপ্তি!।"

নিজের ডেস্কে বসে বড় কিবোর্ডটায় দ্রুত টাইপ করতে শুরু করলো সে। তার সামনের ডিসপ্লেগুলোতে ভেসে উঠলো দুর্বোধ্য কম্পিউটার কোড। "কয়েক সপ্তাহ সময় নিয়ে গতবারের ব্যর্থ এক্সপেরিমেন্টটা রিপ্রোগ্রাম করি আমি। একটাই মূল লক্ষ্য বেঁধে দেই সিস্টেমে। বলি যে, যেভাবে সম্ভব শক্তি ক্ষয়ের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। প্রিমর্ডিয়াল স্যুপে এন্ট্রপির বৃদ্ধি ঘটাতে হবে। সিম্যুলেশনে সেজন্যে যা দরকার সেটা তৈরির অনুমতি দেই কম্পিউটারকে।"

হঠাৎই টাইপ করা বন্ধ করে দর্শকদের দিকে ঘুরে তাকালো এডমন্ড, "এবারের মডেলিংটা সফল হয়। কারণ আমি প্রিমর্ডিয়াল স্যুপে গতবারের সেই হারানো উপকরণটা যোগ করতে ভুলিনি।"

ল্যাংডন এবং অ্যাম্ব্রা দু-জনেই তাকিয়ে আছে ডিসপ্লের দিকে। সেখানে এডমন্ডের মডেলের একটা অ্যানিমেশন চলছে এখন। আবারও একদম আণবিক পর্যায়ে দেখানো হচ্ছে গোটা বিষয়টা। যেখানে অণুগুলোর মধ্যে বন্ধন তৈরি হচ্ছে, ভাঙছে আবার জটিল জটিল নক্সার কাঠামো গঠিত হচ্ছে।

"যদি আমি একশো বছর ফাস্ট ফরওয়ার্ড করি," এডমন্ড বলল, "তাহলে ইউরে-মিলারের অ্যামাইনো এসিডগুলোর গঠন স্পষ্ট হতে শুরু করে।"

রসায়নের ব্যাপারে খুব বেশি জানে না ল্যাংডন কিন্তু পর্দায় যা দেখানো হচ্ছে সেটা যে একটা প্রোটিন চেইন তা চিনতে পারলো। সময়ের সাথে জটিল জটিল অণুর সংখ্যা বাড়ছে, প্রত্যেকটার গঠন আগেরটার চেয়ে জটিল। অবশেষে ছয়কোণা আকৃতির একটা কাঠামো দেখা গেল পর্দায়।

"নিউক্লিওটাইড!" এডমন্ড ঘোষণা করলো, "এখন আমরা কয়েক হাজার বছর পরের ঘটনা দেখছি। সময় যত এগিয়ে যাচ্ছে, এখন নির্দিষ্ট কাঠামো দৃশ্যমান হচ্ছে।"

তার কথা বলার সাথে সাথে একটা নিউক্লিওটাইড চেইন নিজের চারদিকে পেঁচানো শুরু করলো। "এটা দেখছেন?!" উত্তেজনায় চড়ে গেছে এডমন্ডের গলার স্বর, "এটা কয়েক কোটি বছর পরের ঘটনা, আর এখন সিস্টেম একটা নির্দিষ্ট কাঠামো বানানোর চেষ্টা করছে। এমন একটা কাঠামো যেটা পুঞ্জীভূত শক্তির ক্ষয় করতে সক্ষম।"

কম্পিউটার মডেলটা আরও কিছুক্ষণ এগোনোর পর ল্যাংডন অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো, আগের সর্পিলাকার কাঠামোটা এখন দুটো সর্পিলাকার কাঠামোতে পরিণত হয়েছে, যেগুলো নিজেদের পেঁচিয়ে রেখেছে ওতপ্রোতভাবে। যেকেউ এই কাঠামো দেখলে চিনতে পারবে–পৃথিবীর সবচেয়ে আলোচিত কাঠামো বললেও ভুল হবে না–একটা ডাবল হেলিক্স।

চিত্রঃ ডাবল হেলিক্স

"হা ঈশ্বর!" অ্যাম্ব্রা ফিসফিসিয়ে বলল, "রবার্ট, ওটা কি..."

"ডিএনএ," এডমন্ড ঘোষণা করলো, "অ্যানিমেশনটাও থেমে গেল পর্দায়। জীববিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। আর একটা সিস্টেম কেন ডিএনএ তৈরি করার চেষ্টা করবে? কারণ কোন কাজে যদি একটা হাতের বদলে একশোটা হাত ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটা সহজ হয়। একটা গাছের তুলনায় এক জঙ্গলভর্তি গাছ বেশি সৌরশক্তি গ্রহণ করে সেটা ছড়িয়ে দিতে পারবে। একটা এন্ট্রপির মেশিনের বদলে হাজারটা এন্ট্রপি মেশিন বেশি কাজের।"

এসময় এডমন্ডের চেহারা আবার ভেসে উঠলো পর্দায়, "এভাবে এক পর্যায়ে গিয়ে ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ি বিবর্তনের দেখা মিলবে। আর কেনই বা হবে না সেটা? বিবর্তনের মাধ্যমেই প্রকৃতি ঠিক করে কোন প্রজাতি টিকে থাকবে আর কোনটা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"

স্ক্রিনে এখন এডমন্ডকে মহাকাশে ভেসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। তার

পেছনে ঘুরে চলেছে পৃথিবী। "এলেম আমরা কোথা থেকে? এটাই হচ্ছে তার উত্তর। এন্ট্রপির কারণে সৃষ্টি হয়েছে আমাদের। প্রতিনিয়ত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে পুঞ্জীভূত শক্তি গ্রহণ করে সেটা ছড়িয়ে দিচ্ছি আমরা।"

এডমন্ডের কণ্ঠের নিশ্চয়তা ল্যাংডনকে এবার ছুঁতে পারলো না। কতজন গুরুত্ব দেবে এডমন্ডের এই কম্পিউটার মডেলিং সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে তার। তবে অবশ্যই অনেক আলোচনা হবে প্রেজেন্টেশনটা নিয়ে।

অ্যাম্ব্রাকে দেখেও মনে হলো, চিন্তায় মগ্ন সে।

"বন্ধুরা," এডমন্ড বলল, "এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্যে ধন্যবাদ। তবে কোথাও যাবেন না। কারণ আমার এই আবিষ্কার পথ দেখিয়েছে আরেকটা আবিষ্কারের, যেটা আরও চমকপ্রদ।"

কিছুক্ষণের জন্যে থামলো সে। ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসলো।

"কোথা থেকে এসেছি আমরা...সেটার উত্তরের চেয়ে, আমরা কোথায় যাচ্ছি, সেই প্রশ্নের উত্তর আরও বিস্ময়কর।"

অধ্যায় ৯৪

ভূগর্ভস্থ ব্যাসিলিকার গভীরে একজন গার্ডিয়া এজেন্টের বুটের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে শুনলো বিশপ ভালদেসপিনো। ওদের তিনজনের উদ্দেশ্যে ছুটে আসছে সে।

"মহারাজ," দূর থেকেই হাঁপাতে হাঁপাতে বলল গার্ডিয়া এজেন্ট, "এডমন্ড কিয়ার্শের...প্রেজেন্টেশনটা...শুরু হয়েছে।"

হুইলচেয়ার নিয়েই তার দিকে ঘুরে গেলেন রাজা, প্রিন্স হুলিয়ানও তাকালেন সেই দিকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ভালদেসপিনোর বুক চিড়ে। এই দুঃসংবাদ শোনার জন্যেই অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। কিন্তু কিছু করা তো আর সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। কিছুদিন আগে মন্তসেরাত লাইব্রেরিতে তাকে যে জঘন্য ভিডিওটা দেখিয়েছিল এডমন্ড কিয়ার্শ সেটা এখন পুরো পৃথিবীর লোক দেখছে ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন বিশপ।

এলেম আমরা কোথা থেকে? কিয়ার্শ তার প্রেজেন্টেশনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাণের উৎপত্তির যে দাবি করেছে তা একই সাথে উদ্ধত এবং ঈশ্বরনিন্দাপূর্ণ।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে সেখানেই শেষ হয়নি কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশন, আরও বিপজ্জনক এক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার দাবি করেছে সে–কোথায় যাচ্ছি আমরা।

ভবিষ্যৎ নিয়ে কিয়ার্শের মতামত এতটাই গোলমেলে ঠেকেছিল তাদের কাছে যে, সেদিন লাইব্রেরিতে উপস্থিত সবাই তাকে অনুরোধ করেছিল প্রেজেন্টেশনটা না প্রকাশ করতে। ফিউচারিস্টের তথ্যগুলো যদি সঠিকও হয়ে থাকে তবুও তা পৃথিবীর সকলের জন্যেই ক্ষতিকর।

boighar.com

অধ্যায় ৯৫

ঈশ্বরের কোন দরকার পড়েনি! পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ি স্বতস্ফূর্তভাবে জীবনের উৎপত্তি হয়েছে। পাগলাটে এডমন্ডের দাবি করা কথাগুলো নিয়ে ভাবলো ল্যাংডন।

স্বতস্ফূর্তভাবে জীবনের উৎপত্তি –এই ব্যাপারটা নিয়ে আগেও অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে। বিজ্ঞান জগতের নামকরা অনেকে এর পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। কিন্তু সবগুলোই তাত্ত্বিক। কেউ নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারেননি। আর আজ রাতে এডমন্ড কিয়ার্শ কম্পিউটার মডেলিং কাজে লাগালো তার যুক্তি উপস্থাপনে। এর আগে কেউ কখনও এরকমটা করেনি।

স্ক্রিনে এডমন্ডের স্যিমুলেশনটা চলছেই। সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব কণা দেখা যাচ্ছে এখন।

"আমার এই মডেলটা দেখে হঠাৎ আরেকটা প্রশ্ন এলো আমার মাথায়," এডমন্ড বলল, "কী হবে যদি এটাকে চলতেই দেই আমি? তাহলে কি একসময় গোটা প্রাণীজগতের আবির্ভাব দেখা যাবে? এর পরেই বা কী হবে? কোথায় চলেছি আমরা –এই প্রশ্নের উত্তর কি পাওয়া সম্ভব হবে?"

আবারও ই-ওয়েভ কম্পিউটারটার পাশে এসে দাঁড়ালো এডমন্ড, "দুঃখজনকভাবে সেই সিম্যুলেশনে যে পরিমাণ শক্তির দরকার হবে তা এই কম্পিউটারেরও নেই। তাই সিম্যুলেশনের ক্ষেত্রটা সংকীর্ণ করার উপায় বের করতে বাধ্য হয়েছি আমি। আর সেটা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত একদমই অপ্রত্যাশিত এক জায়গা থেকে সাহায্য নিয়েছি...ওয়াল্ট ডিজনির কাছ থেকে।"

স্ক্রিনে এখন একদম আদ্যিকালের একটা কার্টুনের ছবি ভেসে উঠলো। টু-ডি সাদা কালো কার্টুন। ১৯২৮ সালের বিখ্যাত স্টিমবোট উইলি কার্টুনটা চিনতে কোন বেগ পেতে হলো না ল্যাংডনকে।

"গত নব্বই বছরে কার্টুন জগতে ব্যাপক উন্নতি সাধন হয়েছে–মিকি মাউসের মত আদিম আমলে কার্টুনের জায়গায় অত্যাধুনিক অ্যানিমেশন ফিল্ম দেখি আমরা এখন।"

পুরনো কার্টুনটার পাশে এবার ফুটে উঠলো আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি একটি অ্যানিমেশন, যেটা দেখতে অতিমাত্রায় বাস্তব।

"গুহামানবেরা যখন পাথুরে দেয়ালে ছবি আঁকতো, তখন থেকে মাইকেলাঞ্জেলোর আঁকা ক্লাসিক ছবিগুলোর মধ্যবর্তি সময়ে যতটুকু উন্নতি হয়েছিল এ ক্ষেত্রে, তার চেয়ে বেশি উন্নতি হয়েছে গত ৯০ বছরে। এরকম দ্রুত উন্নতিশীল ক্ষেত্রগুলো বরাবরই আকর্ষণ করে আমাকে," এডমন্ড বলল, "আর যে প্রযুক্তির কারণে এটা সম্ভব হয়েছে সেটার নাম 'টুইনিং'। এটা মূলত একটা কম্পিউটার অ্যানিমেশন শর্টকাট যেখানে একজন শিল্পী কম্পিউটারকে একটা কার্টুনের দুটো পরিস্থিতির মধ্যবর্তি ফ্রেমগুলো আঁকার নির্দেশ দেয়। প্রতিটি ফ্রেম হাতে আঁকার চাইতে এই পদ্ধতিটা সময়ও যেমন বাঁচায় তেমনি কার্যকর। এখনকার দিনে শিল্পীরা মূল কয়েকটা হাতে এঁকে মধ্যবর্তি ফ্রেমগুলো কম্পিউটারের সাহায্যে তৈরি করে। ঠিক আমার মডেলের ক্ষেত্রে বিবর্তনের মধ্যবর্তি ধাপগুলোর মতন।

"এটাই হচ্ছে টুইনিং," এডমন্ড ঘোষণা করলো, "এটা কম্পিউটারের শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর একটা উপায় মাত্র, কিন্তু আমি যখন প্রক্রিয়াটার ব্যাপারে অবগত হলাম, বুঝতে পারলাম, এর মাঝেই নিহিত আছে আমাদের ভবিষ্যৎকে জানার উপায়।"

"কোনদিকে যাচ্ছে প্রেজেন্টেশনটা?" ল্যাংডনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো অ্যাম্ব্রা।

ল্যাংডন কিছু বলার আগেই আবার আগের একটা ছবি ভেসে উঠলো পর্দায়।

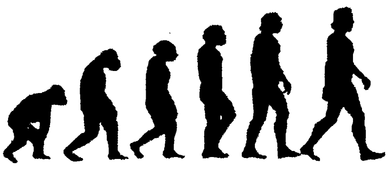

"মানুষের বিবর্তন," বলল এডমন্ড। "বিজ্ঞানকে ধন্যবাদ যে আমরা কয়েকটা মূল ফ্রেম পেয়ে গিয়েছি ইতোমধ্যে–শিম্পাঞ্জি, অস্ট্রালোপিথেকাস, হোমো হ্যাবিলিস, হোমো ইরেকটাস, নিয়েনডারথাল মানুষ–তবুও এই ধাপগুলোর মধ্যে রূপান্তর এখনও ঝাপসা।"

ল্যাংডন কিছুক্ষণ আগে যেমনটা ভেবেছিল, কম্পিউটারের 'টুইনিং' প্রক্রিয়া মানুষের বিবর্তনের মাঝামাঝি ধাপগুলো আউটলাইনের জন্যে ব্যবহার করেছে এডমন্ড। এরপর সে ব্যাখ্যা করে বলল চলমান বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জিনোম

boighar.com

বইঘর.কম

প্রজেক্টের কথ–মানুষের জিনোম প্রজেক্ট (হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট), প্যালিও-এস্কিমো, নিয়ানডারথাল, শিম্পাঞ্জি–যেগুলো ফসিল থেকে প্রাপ্ত অস্থিচূর্ণ ব্যবহার করে মধ্যবর্তি প্রায় এক ডজন ধাপের জেনেটিক স্ট্রাকচার দাঁড় করাতে পেরেছে, শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষ পর্যন্ত।

"আমি জানতাম, আমি যদি এইসকল আদিম জিনোমকে মূল ফ্রেম হিসেবে ব্যবহার করি," এডমন্ড বলল, "তাহলে ই-ওয়েভের সহায়তায় বিবর্তনের একটা মডেল দাঁড় করাতে পারবো–যেটা মধ্যবর্তি ধাপগুলো নিজে থেকে বের করে নেবে। আর তাই খুব সাধারণ একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ শুরু করি আমি–মস্তিষ্কের আঁকার–বুদ্ধিমত্তার বিবর্তনের একদম সঠিক সূচক।"

একটা ছবি ভেসে উঠলো পর্দায়।

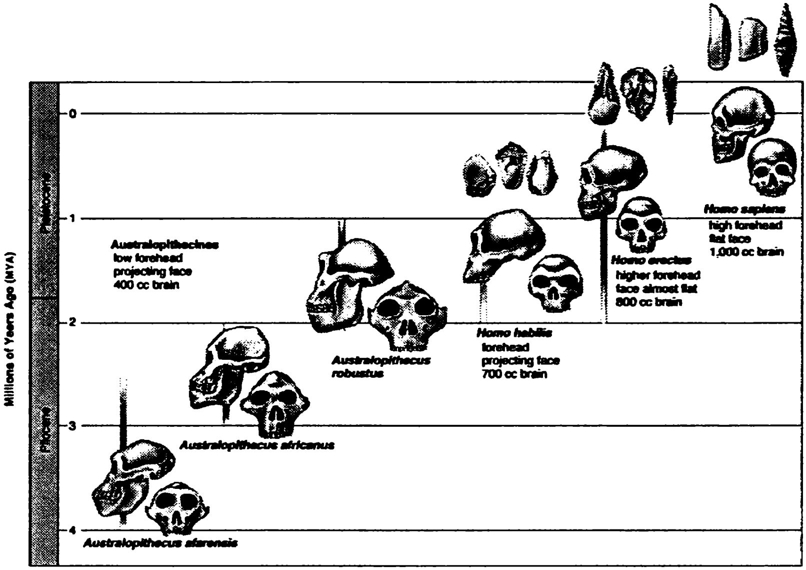

"মস্তিষ্কের আকারের পাশাপাশি আরো কয়েক হাজার বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা করে ই-ওয়েভ।"

আগেরটার মতন আরও বেশ কয়েকটা গ্রাফ দেখানো হলো যেখানে বুদ্ধিমত্তার বিকাশের প্রমাণ রয়েছে।

"আপনারা এখন হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন, কেন আমি আপনাদের মানুষের বুদ্ধিমত্তার বিবর্তন এবং সকল প্রজাতির ওপর তাদের কর্তৃত্বের প্রমাণ দেখাচ্ছি," এটুকু বলে সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকালো এডমন্ড, "দরকার

আছে বলেই দেখাচ্ছি। কারণ আমরা যদি এই বিকাশের নির্দিষ্ট একটি প্যাটার্ন বের করতে পারি তাহলে সেই প্যাটার্ন দেখে কম্পিউটার বলতে পারবে যে ভবিষ্যতে আমাদের পরিণতি কী হতে যাচ্ছে। যেমন আমি যদি এখন বলি–দুই, ছয়, আট...তাহলে আপনারা বলবেন দশ। ই-ওয়েভকেও ঠিক তেমনটাই করতে বলেছি আমি। তাহলে আমি ই-ওয়েভকে জিজ্ঞেস করতে পারবো যে আজ থেকে পাঁচশো বছর পর মানুষের বুদ্ধিমত্তার বিবর্তনের ফলাফল কী হবে। অন্যভাবে–কোথায় যাচ্ছি আমরা?"

এডমন্ডের কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল ল্যাংডন। জেনেটিক্স এবং কম্পিউটার মডেলিং সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না বিধায় এডমন্ডের দাবির সত্যতাও বোঝা সম্ভব হবে না তার পক্ষে। তবে পাগলাটে লোকটা যা বলছে তা অবশ্যই কৌতূহলোদ্দীপক।

"যে কোন প্রজাতির বিবর্তন," এডমন্ড বলল, "সবসময় সেই প্রজাতির পরিবেশের ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। তাই আমি ই-ওয়েভকে দ্বিতীয় আরেকটা মডেল তৈরি করতে বলেছি–যেখানে আমাদের বর্তমান পৃথিবীর সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান–আর তেমনটা করা কঠিনও হয়নি কারণ ইন্টারনেটে এখন আমাদের সব খবরাখবর পাওয়া যায়। সেটা সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়, আবহাওয়া কিংবা প্রযুক্তিগত হোক না কেন। আমি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে বলেছিলাম এমন বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর যেগুলো ভবিষ্যতে অনেক বড় প্রভাব ফেলবে, যেমন–নতুন নতুন ওষুধ, নতুন প্রযুক্তি, দূষণসহ আরও অনেক কিছু," এডমন্ড থামলো, "আর এরপর, কম্পিউটার মডেলটা চালু করে দেই আমি।"

পর্দায় এখন শুধু এডমন্ডের চেহারাটুকু দেখা যাচ্ছে। সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে সে। "কিন্তু খুবই অপ্রত্যাশিত একটা ফলাফল দেখতে পাই," গম্ভীর স্বরে বলল সে, "ভয়ংকর বললেও কম বলা হবে।"

ল্যাংডন আর অ্যাম্ব্রা দু'জনেই সোজা হয়ে বসে আছে এখন কাউচের ওপর।

"তাই মডেলটা আবার শুরু থেকে চালু করি আমি," ভ্রু কুঁচকে বলল এডমন্ড, "কিন্তু এবারও ফলাফল একই।"

এডমন্ডের চেহারার ভয়টা যে মেকি নয় সেটা বুঝতে পারলো ল্যাংডন।

"তাই আবার প্যারামিটারগুলো (যে বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনায় নিয়ে মডেলটা তৈরি হয়েছিল) বদলে দেই," বলল এডমন্ড, "প্রোগ্রামের সবগুলো চলক বদলে

দেই। এরপর বেশ কয়েকবার মডেলটা শুরু থেকে শুর করি আমি। কিন্তু প্রতিবারই একই ফলাফল আসতে থাকে।"

ল্যাংডন ভাবলো, এডমন্ড হয়তো বলবে, যুগ যুগ ধরে মানুষের বুদ্ধিমত্তার বিকাশের পর এখন হয়তো কমতে শুরু করেছে আবার। সেটা সত্য হতেও পারে।

"ডাটাগুলো দেখে চিন্তায় পড়ে যাই আমি," এডমন্ড বলল, "কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তাই কম্পিউটারকে গোটা ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করে দেখাতে বলি যতটা স্পষ্টভাবে সম্ভব। সেটাই করে ই-ওয়েভ।"

এবার পর্দায় ভেসে উঠলো প্রাণীদের বিবর্তনের সময় পরিক্রমা। সেখানে দেখানো হচ্ছে কখন কোন প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে আবার তা বিলুপ্ত হয়েছে। একপাশের গ্রাফের পুরোটাই ডায়নোসরদের দখলে। সেখানে দেখা যাচ্ছে সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এই প্রজাতিটা।

"এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কখন কোন প্রজাতির আধিক্য ছিল পৃথিবীতে, কখন তারা এসেছে এবং কখন বিলুপ্ত হয়েছে। প্রজাতির সদস্য সংখ্যা, খাদ্যশৃঙ্খলে তাদের অবস্থানের ভিত্তিতে এখানে সাজানো হয়েছে সবকিছু।"

একের পর এক গ্রাফ উপস্থাপিত হতে লাগলো স্ক্রিনে।

"এরপর আসলো হোমো স্যাপিয়েন্স, প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে," একটা গ্রাফ দেখিয়ে বলল এডমন্ড, "মোটামুটি ৬৫ হাজার বছর আগে তারাই পরিণত হলো পৃথিবীর মূল অধিবাসিতে। সবকিছুর ওপর তখন তাদের নিয়ন্ত্রণ। সে সময়েই আবিষ্কৃত হয়েছিল তীর ধনুক, শিকারীদের নিজেরাই শিকার করতে শুরু করলো তারা।"

গ্রাফে নীল রঙের চক্রাকার একটা জায়গার মধ্যে 'হোমো স্যাপিয়েন্স' লেখা দেখলো ল্যাংডন, সময়কাল–৬৫০০০ বছর আগে। সেই জায়গাটুকুর পরিধি বাড়তে থাকলো সময়ের সাথে সাথে। ১০০০ বছর আগে থেকে সেই বৃদ্ধির গতি বেড়ে গেল নাটকিয়ভাবে, যেমনটা আশা করেছিল ল্যাংডন। কারণ ধীরে ধীরে সভ্যতার বিকাশের গতি বেড়েছে মানুষের ক্ষেত্রে। আগে যে উন্নতি ১০০ বছরে ঘটতো, তা এখন ১০ বছরে হয়।

এখন মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রজাতি, ল্যাংডন ভাবলো।

"এটা দেখে অবশ্য অবাক হবার মত কিছু নেই যে, ২০০০ সালে, অর্থাৎ

এই গ্রাফটার শেষে দেখা যায় যে বর্তমান যুগের মানুষই পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী প্রজাতি। আমাদের ধারে কাছেও কেউ নেই," এটুকু বলে থামলো সে, "তবে আপনারা নতুন একটা প্রজাতির আবির্ভাব দেখতে পাবেন...এখানে।"

আগে যে নীল চক্রাকার জায়গাটুকুর মধ্যে হোমো স্যাপিয়েন্স লেখা ছিল সেটা এখন পুরো গ্রাফ জুড়ে আছে। তবে সেটার নিচে ছোট কালো একটা চক্রাকার জায়গা দেখা যাচ্ছে এখন। বোঝাই যাচ্ছে যে কেবল আবির্ভাব হচ্ছে প্রজাতিটার।

"নতুন একটা প্রজাতি কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছে দৃশ্যকল্পে," বলল এডমন্ড। কালো জায়গাটুকু নীল জায়গাটুকুর তুলনায় নিতান্তই ছোট। যেন তিমি মাছের পাশে কোন ছোট্ট একটা মাছ।

"জানি," এডমন্ড বলল, "এই নতুন প্রজাতিটা দেখতে একদমই সাধারণ, কিন্তু আমরা যদি ২০০০ সাল থেকে সামনে এগোই তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রজাতিটা।"

গ্রাফটা বর্তমান সময় পর্যন্ত বিবর্ধিত হলো। নিঃশ্বাস আটকে যাবার জোগাড় হলো ল্যাংডনের। গত দুই যুগের পরিক্রমায় কালো বৃত্তটার বৃদ্ধি অবিশ্বাস্য রকমের বেশি এবং দ্রুত। স্ক্রিনের প্রায় চারভাগের একভাগ জুড়ে আছে এখন ওটা। টক্কর দেয়ার চেষ্টা করছে হোমো স্যাপিয়েন্স লেখা বৃত্তটার সাথে।

"কী এটা?!" আতঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করলো অ্যাম্ব্রা।

"বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার," ল্যাংডন জবাব দিলো। "কোন ধরণের ভাইরাস?" ওকেও গ্রাস করেছে আতংক। কিন্তু এমন কোন প্রজাতির আবির্ভাবের কথা ভাবতে পারলো না ল্যাংডন যেটা কিনা চোখের আড়ালে থেকে যাবে এতদিন পর্যন্ত। *মহাকাশের কোন আগন্তুক?*

"নতুন এই প্রজাতিটি খুবই চতুর," এডমন্ড বলল, "খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করে এটা। নিজের বিচরণক্ষেত্রও বাড়াতে থাকে প্রতিনিয়ত। আর সবচেয়ে জরুরি কথা...বিবর্তিত হয় মানুষের চেয়েও দ্রুততর।" আবারো গম্ভীর ভঙ্গিতে ক্যামেরার দিকে তাকালো এডমন্ড, "দুর্ভাগ্যবশত, আমি যদি সিম্যুলেশনটা সামনে এগোতে দিয়ে ভবিষ্যতের পরিণতি দেখতে চাই, মাত্র কয়েক যুগ পরের ভবিষ্যৎ, তাহলে এমনটা দেখা যায়।"

এবার ২০৫০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত হলো গ্রাফটা।

কাউচ ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো ল্যাংডন।

boighar.com

"হায় ঈশ্বর!" অ্যাম্ব্রার কণ্ঠেও ভয়ের আভাস।

গ্রাফে দেখা যাচ্ছে, আগের কালো বৃত্তটার বৃদ্ধি এতটাই হয়েছে যে, ২০৫০ সাল নাগাদ তা হোমো স্যাপিয়েন্স লেখা বৃত্তটাকে পুরোপুরি গলাধঃকরণ করে নিয়েছে।

"আমি দুঃখিত, আপনাদের এটা দেখাতে হচ্ছে," বলল এডমন্ড, "কিন্তু আমার প্রতিটা মডেলে এই একই ফলাফল দেখতে পাই আমি, যা কিছুই বদলাই না কেন। বর্তমান সময় পর্যন্ত বজায় ছিল মানুষের রাজত্ব, এরপর নতুন একটা প্রজাতি এসে আমাদের মূল চিত্র থেকেই সরিয়ে দিয়েছে।"

বিশাল স্ক্রিনটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলো ল্যাংডন, যা দেখছে তা কেবল কম্পিউটারের সাহায্যে তৈরি করা একটি মডেল মাত্র। এরকম কিছু দেখলে যেকোন মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হতে বাধ্য।

"বন্ধুরা," এডমন্ড গম্ভীর স্বরে বলল, "আমাদের প্রজাতিটা এখন বিলুপ্তির দোরগোড়ায়। আমি আমার জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছি ভবিষ্যতের চেহারা কেমন হতে সেটার পেছনে ছুটে আর এক্ষেত্রে প্রতিটা ডাটা বিশ্লেষণ করে দেখেছি আমি। তাই আমি হলফ করে বলতে পারি, আজকের মানুষ আর পঞ্চাশ বছর পরের মানুষের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকবে।"

গ্রাফটা দেখার ল্যাংডনের প্রাথমিক মানসিক ধাক্কাটা কেটে গিয়ে এখন সেখানে ভর করলো অবিশ্বাস এবং রাগ-ওর ছাত্রের প্রতি। *কী করছো তুমি, এডমন্ড?! এটা তো কা-জ্ঞানহীনতার পরিচয়। একটা মামুলি কম্পিউটার মডেলের ওপর ভিত্তি করে এরকম দাবি, হাজারটা জিনিস ভুল হতে পারে, কোটি কোটি মানুষ দেখছে এটা...*

"আরেকটা ব্যাপার," এডমন্ড বলল, চেহারা আগের চেয়ে আরও গম্ভীর হয়ে গেল তার, "আপনারা যদি সিম্যুলেশনটা ঠিকভাবে লক্ষ্য করে করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, নতুন প্রজাতিটা পুরোপুরিভাবে মুছে দেয়নি আমাদের। বরং...একীভূত করে নিয়েছে।"

অধ্যায় ৯৬

নতুন প্রজাতিটা আমাদের একীভূত করে নেবে?!

কথাটা দিয়ে কী বোঝাতে চাইলো এডমন্ড সেটা কল্পনা করার চেষ্টা করছে ল্যাংডন; মনে পর্দায় ভেসে উঠেছে সায়েন্স-ফিকশন অ্যালিয়েনদের নিয়ে করা সিনেমাগুলোর ছবি। যেখানে মানুষদের নিজেদের বিকাশের জন্যে কাজে লাগানো হয়।

দাঁড়ানো অবস্থাতেই অ্যাম্ব্রার দিকে তাকালো ল্যাংডন। হাঁটু বুকের কাছে চেপে ধরে বসে আছে সে, চোখ স্ক্রিনের দিকে। ব্যাপারটা নিয়ে ভিন্নভাবে ভাবার চেষ্টা করলো ল্যাংডন, কিন্তু কিছু মাথায় আসলো না।

এডমন্ডের সিম্যুলেশন অনুযায়ি নতুন একটা প্রজাতি এসে নিজেদের সাথে একীভূত করে নেবে মানুষদের। আর সবচেয়ে ভয়ের কথা, প্রজাতিটা এই ইতোমধ্যেই পৃথিবীতে বসবাস করছে, নীরবে বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে এর সংখ্যার।

"সবার সামনে তথ্যটা উপস্থাপন করার আগে আমাকে অবশ্যই নতুন প্রজাতিটা চিহ্নিত করতে হতো," এডমন্ড বলল, "তাই ডাটাগুলো বিশ্লেষণ করা শুরু করি আমি। হাজারটা সিম্যুলেশনের পরে অবশেষে সেটা করতে সমর্থ্য হই, নতুন প্রজাতিটার খোঁজ পাই।"

এবার সহজ একটা ছবি ভেসে উঠলো স্ক্রিনে। একদম ছোট থাকতেই এটার সাথে পরিচিত হয়েছিল ল্যাংডন–জীবজগতের ছয়টি শ্রেণী। অ্যানিম্যালিয়া, প্ল্যান্টি, প্রোটিস্টা, ইউব্যাক্টেরিয়া, আর্কিব্যাক্টেরিয়া, ফাঙ্গাই।

"একবার নতুন এই সত্তাটা আবিষ্কারের পর আমি খেয়াল করলাম এটা অন্যান্য শ্রেণী থেকে এতটাই ভিন্ন যে, একে কোন প্রজাতি বলা যাবে না। কোন গোত্র না, এমনকি কোন বর্গেরও অন্তর্ভুক্ত না," ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলল সে। "আমি বুঝতে পারলাম, আমাদের জগতে এখন আধিপত্য কায়েম করছে তার চেয়েও বড় কিছু। যেটাকে কেবল নতুন একটা শ্রেণী হিসেবেই আখ্যায়িত করা যেতে পারে।"

একদম হঠাৎ করেই ল্যাংডন বুঝতে পারলো, এডমন্ড কী বোঝাতে চাইছে।

শ্রেণীবিন্যাসে নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব। সপ্তম একটি শ্রেণী।

বিস্ময়ের সাথে এডমন্ডকে সবার সামনে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে শুনলো ল্যাংডন। কিছুদিন আগে বিখ্যাত ডিজিটাল-কালচার লেখক কেভিন

boighar.com

কেলি'কেও এরকম কিছু বলতে শুনেছিল সে। তাছাড়া অনেক আগে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর লেখকেরা এরকম একটা শ্রেণীর সম্পর্কে ধারণা দিয়ে গেছেন।

নতুন এই শ্রেণীটা গঠিত নির্জীব প্রজাতিদের নিয়ে।

কিন্তু এই নির্জীব প্রজাতিগুলো একদম জীবন্ত প্রাণীদের মতনই বিবর্তিত হয়–ধীরে ধীরে জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে তাদের গঠন। কিছু টিকে থাকে, আবার কিছু কালের বিবর্তনে হারিয়ে যায়। একদম ডারউইনের যোগ্যদের টিকে থাকার তত্ত্বটার মতন।

এখন অ্যানিম্যালিয়া এবং অন্যান্য ছয়টি শ্রেণীর সাথে সহাবস্থান করছে এই সপ্তম শ্রেণী।

সেটার নাম–টেকনিয়াম।

এডমন্ড এখন জগতের নতুন শ্রেণীর বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে উৎসাহের সাথে, যেটার অন্তর্ভুক্ত জগতের সকল প্রকার প্রযুক্তি। সে বর্ণনা করছে কিভাবে ডারউইনে তত্ত্বের সাথে মিল রেখে টিকে থাকছে উন্নত প্রযুক্তি এবং বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে পুরনো প্রযুক্তি। ঠিক অভিযোজনের মতন।

"এখন কিন্তু কেউ আর ফ্যাক্স মেশিন ব্যবহার করে না," এডমন্ড ব্যাখ্যা করে বলল, "ডোডো পাখির মতনই বিলুপ্ত হয়েছে সেটা। আর আইফোনও ততদিন টিকে থাকবে যতদিন পর্যন্ত না নতুন এক প্রতিযোগি এসে সরিয়ে দিচ্ছে তাকে। টাইপরাইটার না, লেখকেরা এখন লেখেন তাদের কম্পিউটারে, বাষ্পচালিত ইঞ্জিনও বিলুপ্তির পথে। কিন্তু এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার কিন্তু বিবর্তন ঘটেছে। বত্রিশ খণ্ডের সেই বিশাল বিশাল বইগুলোর জায়গা এখন দখল করে নিয়েছে উইকিপিডিয়া, ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হচ্ছে সেই তথ্যভাণ্ডার।"

নিজের কোডাক ক্যামেরাটার কথা মনে পড়ে গেল ল্যাংডনের। ছোট থাকতে সেটাই ব্যবহার করতো সে ছবি তোলার কাজে, তখনকার দিনের সেরা প্রযুক্তি। *আর এখন?* ওটার কথা ভাবলেও হাসি পায়। সে জায়গা দখল করেছে ডিজিটাল ইমেজিং।

"৫০ কোটি বছর আগে 'ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণের' মাধ্যমে যেভাবে হঠাৎ করেই পরিবর্তন আসে প্রাণীজগতে, আবির্ভাব ঘটে নতুন নতুন প্রজাতির–ঠিক তেমনিভাবে আমরা এখন দেখছি নতুন নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব। একটা নতুন প্রযুক্তি জন্ম দিচ্ছে আরেকটা নতুন প্রযুক্তির। কম্পিউটার তৈরি করার ফলে আমাদের হাতে এসেছে নতুন হাতিয়ার, সেটাকে কাজে লাগিয়ে রাতারাতি প্রযুক্তি বিজ্ঞান এগিয়ে গেছে অনেক দূর। আমরা তাল মিলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি সেই অগ্রগতির সাথে। আর আমরাই নতুন এই শ্রেণীর উদ্ভাবক–টেকনিয়াম।"

আবার আগের গ্রাফটা দেখা গেল স্ক্রিনে, যেখানে কালো বৃত্তটা দখল করে নিয়েছে নীল বৃত্তের পুরোটা। *প্রযুক্তি মানব-সভ্যতাকে মুছে দেবে?* একটা শিহরণ বয়ে গেল ল্যাংডনের শরীরে। তবে সেটার সম্ভাবনা যে খুবই সামান্য তেমনটাই মনে হলো ওর। টারমিনেটর সিনেমার মত যন্ত্রের শিকার হতে হবে না মানুষকে। কারণ মানুষের আছে টিকে থাকার ক্ষমতা, সকল বাধাকে মোকাবেলা করে। প্রযুক্তি মানুষের সৃষ্টি, তাই মানুষ কখনও এমন প্রযুক্তির সৃষ্টি করবে না যা লাগামহীন হয়ে চড়াও হবে মানুষের ওপরই।

মনে মনে এই যুক্তিগুলো নিয়ে ভাবা সত্ত্বেও ল্যাংডন জানে, ওর ধারণা ভুলও হতে পারে। এডমন্ডের তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কম্পিউটার উইনস্টনের সাথে কথা বলেই ল্যাংডন বুঝতে পেরেছিল কিরকম প্রচণ্ড সম্ভাবনাময় একটা প্রযুক্তি সেটা। এখন না হয় এডমন্ডের কথামতো কাজ করছে উইনস্টন। কিন্তু সেদিন আসতে কত দেরি যেদিন উইনস্টনের মত যন্ত্র নিজের সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করবে?

"আমার আগে অনেকেই প্রযুক্তির সমন্বয়ে গঠিত নতুন এই শ্রেণীর আবির্ভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন অবশ্য," এডমন্ড বলল, "কিন্তু আমিই প্রথম সফলতার সাথে এর মডেলিং করেছি, যার সাহায্য আমাদের আগামী দিনের পরিণতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়," গ্রাফের দিকে নির্দেশ করলো সে, যেখানে ২০৫০ সাল নাগাদ পুরো জায়গাটাটুকুই দখল করে নিয়েছে কালো বৃত্তটা। "স্বীকার করছি, প্রথমবার যে কেউ এই গ্রাফ দেখলে ভয় পেতে পারেন..."

ক্যামেরার দিকে তাকালো এডমন্ড, তার চেহারায় আবার ভর করেছে কিছুক্ষণ আগের উত্তেজনা।

"কিন্তু আমাদের উচিত আরেকটু কাছে এসে লক্ষ্য করে, আর সেটা যখন আপনারা পারছেন না, তখন আমিই বড় করছি গ্রাফটা..."

গ্রাফটা আগের চেয়েও বড় করে ফুটে উঠলো এবার পর্দায়। ল্যাংডন খেয়াল করলো এতক্ষণ যেটাকে কালো রঙের বৃত্ত মনে হচ্ছিল, আসলে সেটা পুরোপুরি কালো নয়। কিছুটি বেগুনি বর্ণের।

"যেমনটা আপনারা দেখছেন। প্রযুক্তি চিহ্নিত কালো বৃত্তটা গ্রাস করে নিয়েছে হোমো স্যাপিয়েন্স চিহ্নিত নীল বৃত্তটাকে। কিন্তু পুরোপুরি কালো দেখানোর পরিবর্তে এটাকে বেগুনী দেখাচ্ছে কেন? যেন দুটো রং মিশে গেছে একে অপরের সাথে!"

ল্যাংডন ভাবতে লাগলো, এটা কি খারাপ খবর নাকি ভালো খবর।

boighar.com

"আপনারা এখন যা দেখছেন সেটা হচ্ছে বিবর্তন প্রক্রিয়ার এক বিরল ঘটনার উদাহরণ, যাকে বলা হয় 'অবলিগেট সিম্বায়োসিস' বা 'আবশ্যকীয় মিথোজীবিতা (দুটি ভিন্ন প্রজাতির একে অপরের নির্ভরশীল হয়ে বসবাস করা)'। "সাধারণত দেখা যায় যে, একটা প্রজাতি থেকে নতুন দুটো প্রজাতির আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু কিছু বিরল ক্ষেত্রে উল্টোটাও দেখা যায়। তখন দুটো প্রজাতি পাশাপাশি সহাবস্থানের পরিবর্তে রূপ নেয় একীভূত এক প্রজাতিতে।"

কৌতুহলি হয়ে এডমন্ডের কথা শুনতে লাগলো ল্যাংডন।

"আপনার যদি এই কথা বিশ্বাস না হয়," বলল এডমন্ড, "তাহলে আশেপাশে একবার নজর দিন।"

এরপরের কিছুক্ষণ স্ক্রিনে একের পর এক কিছু ছবি ভেসে উঠলো। যেখানে নিজেদের ফোন হাতে নিয়ে ব্যস্ত মানুষ, কারো চোখে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি চশমা, কানে ব্লুটুথ হেডফোন; পার্কে জগিংরত তরুণদের বাহুতে মিউজিক প্লেয়ার, একটা দেড় কি দুই বছরের বাচ্চাকে দেখা গেল ট্যাব হাতে খেলছে।

"এগুলো হচ্ছে মিথোজীবিতার প্রাথমিক নিদর্শন," বলল এডমন্ড, "আমরা এখন কম্পিউটার চিপ সরাসরি আমাদের মস্তিষ্কে স্থাপিত করছি, শরীরে ন্যানোবট ইনজেক্ট করছি যেগুলো বাড়তি কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করবে, কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয় করছি আমাদের শরীরে, CRISPR-এর মত জেনেটিক এডিটিং টুলের সহায়তায় আমাদের জিনগত পরিবর্তনের চেষ্টা করছি, অর্থাৎ নিজেদের দূর্বলতাকে দূর করার চেষ্টা করছি প্রযুক্তির সহায়তায়।"

এডমন্ডের চেহারা দেখে এখন রীতিমত খুশি মনে হচ্ছে তাকে।

"মানুষ এখন একদম ভিন্ন কিছুতে রূপান্তরিত হচ্ছে," বলল এডমন্ড, "যেখানে জীববিজ্ঞানের সাথে সমন্বয় ঘটছে প্রযুক্তির। এখন যে প্রযুক্তিগুলো আমরা বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করি–স্মার্টফোন, কানে শোনার মেশিন, চশমা–আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সেগুলো অবস্থান করবে আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে। এতটাই ওতপ্রোতভাবে আমাদের সাথে জড়িয়ে যাবে প্রযুক্তি যে তখন আর নিজেদের হোমো স্যাপিয়েন্স হিসেবে দাবি করতে পারবো না আমরা।"

ল্যাংডন অ্যাম্ব্রার দিকে তাকিয়ে দেখলো বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে তার।

"একদম চোখের পলকে নতুন একটা প্রজাতিতে রূপান্তরিত হবো

আমরা," এডমন্ড বলে চলেছে, "আর যখন সেটা হবে, হোমো স্যাপিয়েন্স প্রজাতির দিকে এমন এক দৃষ্টিতে তাকাবো আমরা, যেভাবে তাকাই নিয়ানডারথালদের দিকে। নতুন নতুন প্রযুক্তি, যেমন–সাইবারনেটিক্স, ক্রায়োনিকস, মলিকিউলার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি চিরদিনের মত বদলে দেবে মানুষের সংজ্ঞা, মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা। আপনারা যারা ভয় পাচ্ছেন যে, এটা হয়তো খারাপ কিছু হবে, তাদের আশ্বস্ত করছি, আমাদের কল্পনার চাইতেও ভালো হতে যাচ্ছে আমাদে ভবিষ্যৎ।"

এরপর কিছুক্ষণ আগামীর দিনগুলো কেমন হতে যাচ্ছে তার বিশদ বর্ণনা দিয়ে গেল ফিউচারিস্ট। এডমন্ডের মতে ভবিষ্যতে প্রযুক্তি চলে আসবে সবার হাতের নাগালে। প্রযুক্তির সহায়তায় বিশুদ্ধ পানি পাবে হাজার হাজার মানুষ, খাবারের গুণগত মানও বেড়ে যাবে। এডমন্ড যেরকম ক্যান্সারে ভুগছে, সেটার চিকিৎসাও আবিষ্কৃত হবে। তখন ইন্টারনেটের সাহায্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়বে একদম দুর্গম সব অঞ্চলে। তখন অ্যাসেম্বলি লাইন রোবটিকসের সহায়তায় ভারি ভারি কাজ করা থেকে মুক্তি পাবে মানুষ। নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কৃত হবে, যার সম্পর্কে এখন কোন ধারণাই কারও নেই। আরেকটা বড় বিষয়, তখন প্রযুক্তির সহায়তায় প্রাকৃতিক সম্পদের পুনর্ব্যবহারের সুযোগও থাকবে বিধায় সেগুলো শেষ হয়ে যাওয়া নিয়েও দুশ্চিন্তা করতে হবে না কাউকে।"

হঠাৎ করেই ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুক্ষণ আগের দুশ্চিন্তা কেটে গেল ল্যাংডনের। সে নিশ্চিত পুরো পৃথিবী জুড়ে যারা এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনটা দেখছে তাদেরও একই অবস্থা।

"শুধু একটাই আক্ষেপ থাকবে আমার," বলল এডমন্ড, "আমি সে সময়ের সাক্ষি হতে পারবো না। আমার খুব কাছের বন্ধুরাও জানে না, গত কয়েক বছর ধরে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছি আমি....যতদিন বাঁচবো ভেবেছিলাম, তেমনটা আর হচ্ছে না," একটা দূর্বল হাসি ফুটলো তার মুখে, "আপনারা যখন এই প্রেজেন্টেশনটা দেখবেন...আমার হাতে বড়জোর কয়েকদিন সময় থাকবে। আপনাদের সামনে এই কথাগুলো বলতে পারাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন। ধন্যবাদ আপনাদের আমাকে সময় দেয়ার জন্যে।"

অ্যাম্ব্রাও দাঁড়িয়ে পড়েছে এখন। দু'জনেই তাকিয়ে আছে বিশাল স্ক্রিনটার দিকে।

"আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি নতুন ইতিহাসের দোরগোড়ায়," এডমন্ড

boighar.com

বলল, "এমন একটা সময়ে, যখন মনে হয় যে কিছুই ঠিকমতো চলছে না। কিন্তু আপনাদের আমি অনুরোধ করবো মানুষের সৃজনশীলতার প্রতি বিশ্বাস রাখতে, মানুষের ভালোবাসার ওপর আস্থা রাখতে। কারণ এ দুটো শক্তি একত্রিত হলে, কিছুই অজেয় নয়।"

ল্যাংডন অ্যাম্ব্রার দিকে তাকিয়ে দেখলো তার গাল ভিজে গেছে চোখের পানিতে। এক হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলো ল্যাংডন সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে।

"অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে হয়তো বুকে শঙ্কা নিয়েই পাড়ি জমাবো আমরা, কিন্তু যেকোন সাহসি পদক্ষেপের আগেই বেড়ে যায় হৃৎস্পন্দন, একরাশ শঙ্কাকে দূরে ঠেলে দিয়েই মানুষ বশ করে নেয় নতুনকে। আর তেমনটা হলে আমাদের এতটা উন্নতি ঘটবে, যা এখনকার মানুষের কল্পনার বাইরে। চার্চিলের একটা উক্তি উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না—মাহাত্ম্যের মূল্য হচ্ছে...দায়িত্ববোধ।"

কথাটা ভাবাতে বাধ্য করলো ল্যাংডনকে। ওর কাছে মানুষের আচরণ সবসময়ই দায়িত্বজ্ঞানহীন মনে হয়েছে। কারণ মানুষ এখন এত বিপজ্জনক প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে, যেটা সামলানো হয়তো কঠিন হবে ভবিষ্যতে। একমাত্র দায়িত্ববোধই তেমন পরিণতি থেকে বাঁচাতে পারে মানব সভ্যতাকে।

"বিদায় বন্ধুরা, ধন্যবাদ আমার কথাগুলো শোনার জন্যে। যাবার আগে এটা কি বলতে পারি আমি?" হেসে জিজ্ঞেস করলো এডমন্ড, "ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন।"

এডমন্ড কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো ক্যামেরার দিকে। এরপর স্ক্রিন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল তার চেহারা। সে জায়গা দখল করে নিলো শুভ্র আলো।

অ্যাম্ব্রার আশে দাঁড়িয়ে, ল্যাংডন সারা পৃথিবীর মানুষের কথা চিন্তা করার চেষ্টা করলো যারা এতক্ষণ সাক্ষি হয়েছে এডমন্ডের অদ্ভুত এই প্রেজেন্টেশনের। হয়তো চিন্তার ঝড় বইতে শুরু করেছে সবার মনে, যেমনটা চাইছিলো এডমন্ড।

অধ্যায় ৯৭

এই মুহূর্তে মাদ্রিদের প্রাসাদের বেজমেন্টে অবস্থিত মনিকা মার্টিনের অফিসে দাঁড়িয়ে বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে টেলিভিশনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে কমান্ডার ডিয়েগো গারজা। হাতে এখনও হাতকড়া লাগানো তার আর দু'জন গার্ডিয়া এজেন্ট দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে সতর্ক ভঙ্গিতে। কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশনটা দেখার জন্যে মনিকা মার্টিন এজেন্টদের সাথে কথা বলে গারজাকে এখানে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে।

মনিকা, সুরেশ এবং রুমে উপস্থিত ছয়জন গার্ডিয়া রিয়েলের এজেন্টের সাথে একসাথে এডমন্ড কিয়ার্শের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ঘোষণাটা দেখেছে গারজা। সেই সাথে প্রাসাদে উপস্থিত অন্যান্য কর্মিরাও তাদের কাজ ফেলে ছুটে এসেছিল, যেটা অন্যান্য দিনের সাথে একদমই বেমানান।

এখন টিভিতে পৃথিবীর সারা প্রান্ত থেকে প্রচারিত খবরের চ্যানেলগুলোর একটা মোজাইক গ্রিড দেখা যাচ্ছে–সংবাদ পাঠক এবং বোদ্ধারা বারবার প্রচার করছে এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনের মূল অংশগুলো এবং তাদের নিজস্ব বিশ্লেষণ।

এ সময় গারজার অধীনস্থ একজন সিনিয়র এজেন্ট অফিস রুমটায় ঢুকে গারজার দিকে এগিয়ে আসলো। এরপর কোন ব্যাখ্যা না দিয়েই তার হাতকড়াটা খুলে দিয়ে একটা মোবাইল ফোন বাড়িয়ে দিলো গারজার দিকে, "আপনার জন্যে একটি ফোন এসেছে, স্যার–বিশপ ভালদেসপিনো আছেন লাইনে।"

অবাক হয়ে ফোনটার দিকে তাকালো গারজা। বিশপের হঠাৎ প্রাসাদ থেকে উধাও হয়ে যাবার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলো। কিছুক্ষণ আগে মনিকার দেখানো বিশপের মোবাইলে আগত মেসেজের স্ক্রিনশটটার কথাও ভোলেনি। আর যে-ই হোক অন্তত ভালদেসপিনোর কাছ থেকে এই সময় ফোন আশা করেনি সে।

"কমান্ডার গারজা বলছি," ফোনটা কানে ঠেকিয়ে বলল গার্ডিয়া রিয়েল প্রধান।

"কথা বলতে রাজি হবার জন্যে ধন্যবাদ," ক্লান্ত শোনালো বিশপের কণ্ঠ। "আপনার জন্যে আজকের রাতটা খুবই অপ্রীতিকর, বুঝতে পারছি।"

"আপনারা কোথায়?" জিজ্ঞেস করলো গারজা।

"ভ্যালি অব দ্য ফলেনে, পাহাড়ের ভেতরের ব্যাসিলিকায়। কেবলই প্রিন্স হুলিয়ান এবং মহারাজের সাথে কথা হয়েছে আমার।"

এই সময়ে রাজা ওরকম একটা জায়গায় কী করছেন ভেবে পেলো না গারজা, তাও এরকম শারীরিক অবস্থায়, "আশা করি আপনি জানেন, মহারাজ নিজে আমাকে গ্রেফতারের আদেশ দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ, দুঃখজনক একটা ভুল বোঝাবুঝির ফল ছিল ওটা। কিন্তু এখন আমি ভুলটাকে শুধরে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছি।"

নিজের বন্ধনমুক্ত কব্জির দিকে তাকালো গারজা।

"মহারাজ আমাকে বলেছেন আপনাকে ফোন করে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে। আজ রাতটা তার সাথে এল এসকোরিয়াল হাসপাতালেই থাকবো আমি। মনে হয় খুব বেশি সময় নেই তার হাতে।"

আপনার হাতেও বেশি সময় নেই, মনে মনে বলল গারজা। "আপনাকে জানানো প্রয়োজন বোধ করছি যে, সুরেশ আপনার ফোনে একটা মেসেজ খুঁজে পেয়েছে। আমার ধারণা কন্সপিরেসি নেটের ওয়েবসাইট থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রকাশ করা হবে সেটা। আপনাকে হয়তো গ্রেফতার করবে কর্তৃপক্ষ।"

একটা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পেলো গারজা, ওপাশ থেকে ভালদেসপিনো বললেন, "ওহ, হ্যাঁ, মেসেজটা। আমার তখনই আপনার সাথে কথা বলা উচিত ছিল ওটার ব্যাপারে, আজ সকালে মেসেজটা আসার পরপরপই। বিশ্বাস করুন, এডমন্ড কিয়ার্শের খুনের ব্যাপারে আমার হাত নেই, এমনকি আমার দুই সহকর্মির মৃত্যুর ব্যাপারেও কিছু জানি না আমি।"

"কিন্তু মেসেজটায় পরিষ্কার..."

"আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে, ডিয়েগো," বিশপ তার কথার মাঝেই বললেন, "কেউ আমার ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে।"

বিশপ আর যা-ই করুক কাউকে খুন করার আদেশ দেবে না-বরাবরই এমনটাই ভেবে এসেছে গারজা। তবুও তাকে কেউ ফাঁসাচ্ছে, এই কথাটাও বিশ্বাস করতে বেগ পেতে হচ্ছে তার। "কে আপনাকে ফাঁসাবে?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"সেটা জানলে তো ভালোই হতো," বিশপকে কখনও এভাবে কথা বলতে শোনেনি গারজা। "তবে এতে এখন আর কিছু আসে যায় না। আমার প্রতি সবার যে শ্রদ্ধাবোধটুকু ছিল তা ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। ডিয়েগো, রাজা এখন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। এই রাতটা আর খুব বেশি কিছু

কেড়ে নিতে পারবে না আমার কাছ থেকে,” ভালদেসপিনোর স্বরে চূড়ান্ত বিদায়ের আভাস টের পেলো গারজা।

“আন্তোনিও...আপনি নিজে ঠিক আছেন তো?”

লম্বা একটা শ্বাস নিলেন ভালদেসপিনো, “না কমান্ডার, খুব ক্লান্ত আমি। মনে হয় না আসন্ন জিজ্ঞাসাবাদের ধকল সামলাতে পারবো। আর যদি পারিও, এই পৃথিবীতে আমার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে।”

বিশপের কণ্ঠস্বরে বেদনা ছাপ স্পষ্ট।

“একটা ছোট উপকার চাই আপনার কাছ থেকে,” ভালদেসপিনো বললেন, “এই মুহূর্তে দু'জন রাজার অধীনে কাজ করছি আমি-একজন সিংহাসন ছেড়ে যাচ্ছেন, অন্যজন সিংহাসনে বসতে চলেছেন। প্রিন্স হুলিয়ান অনেকক্ষন ধরে তার বাগদত্তা, অ্যাম্ব্রা ভিদালের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন। আপনি যদি কোনভাবে তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ রাজা আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।”

*

পাহাড়ে অবস্থিত চার্চটার বিশাল প্লাজায় দাঁড়িয়ে নিচের অন্ধকার গিরিখাতের দিকে তাকিয়ে আছেন বিশপ ভালদেসপিনো। ভোর হতে আর খুব বেশি বাকি নেই। দূর থেকে একটা পাখির ডাকের আওয়াজ ভেসে এলো অন্ধকারের বুক চিড়ে।

কিছুটা দূরে রাজাকে এল এসকোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাবার আয়োজন করছে গার্ডিয়া রিয়েলের এজেন্টরা।

আপনার শেষ সময়ে আপনার পাশেই থাকতে চাই আমি, মনে মনে প্রিয় বন্ধুর উদ্দেশ্যে বললেন ভালদেসপিনো, *যদি সেটার অনুমতি আমাকে দেয় ওরা।*

গার্ডিয়া এজেন্টের সদস্যরা কিছুক্ষন পরপর তাদের ফোনের স্ক্রিন থেকে মুখ তুলে তার দিকে তাকাচ্ছে। যেন অপেক্ষা করছে গ্রেফতারের আদেশের।

কিন্তু আমি নির্দোষ, ভাবলেন বিশপ, *নিশ্চয়ই কিয়ার্শের কোন অনুচর ফাঁসিয়ে দিয়েছে আমাকে। তারা সবসময়ই চার্চ এবং চার্চের সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে নিজেদের শত্রু হিসেবে গণ্য করে এসেছে।*

বিশপের সন্দেহ আরও বেড়ে গিয়েছিল যখন কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশন প্রচারিত হবার খবরটা কানে এসেছিল তার। মন্তসেরাত লাইব্রেরিতে তাদের

যে ভিডিওটা দেখিয়েছিল কিয়ার্শ, সেটার সাথে আজকে ভিডিওটার শেষ অংশটুকুর কোন মিল নেই।

কিয়ার্শ ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল।

এক সপ্তাহ আগে দুই সহকর্মির সাথে যে ভিডিওটা দেখেছিল ভালদেসপিনো, সেখানে শেষে দেখানো হয়েছিল, মানবজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই।

নাশ ঘটবে মানব সভ্যতার।

যদিও ভালদেসপিনোর কাছে তখনই কিয়ার্শের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে বলে মনে হয়েছিল, তবুও তিনি জানতেন যে অনেকেই বিশ্বাস করবে ফিউচারিস্টের কথা।

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, বরাবরই অবিশ্বাসিরা এরকম ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছে যে খুব শিঘ্রই ধ্বংস ঘটতে যাচ্ছে পৃথিবীর। আর তাদের কথা বিশ্বাস করে বসেছে কিছু মানুষ; এমনকি দলবেঁধে আত্মহত্যা করার মত জঘন্য ঘটনাও আছে।

মানুষ যদি একবার আশা হারিয়ে ফেলে তবে তার চেয়ে ভয়ানক কিছু হতে পারে না, ভালদেসপিনো ভাবলেন। তিনি জানেন, ঈশ্বরের আশির্বাদ এবং মৃত্যুর পরে ভালো কৃতকর্মের সুফলের আশা তাকে সৎভাবে চলতে উৎসাহিত করেছে ছোটবেলা থেকেই। *ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছেন,* ছোটবেলাতেই সেটা জেনেছিলেন, *আর একদিন তার কাছেই ফিরে যাবো আমি।*

অথচ কিয়ার্শ তার এই বিশ্বাসে কালিমা লেপনের চেষ্টা করেছে। ব্যাপারটা ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে তার।

কিয়ার্শের এই প্রেজেন্টেশনটা এমন অনেক মানুষের জন্যে ক্ষতিকর হবে, যাদের কিয়ার্শের মত ধনসম্পদ নেই, প্রতিদিনের খাবার জোগাড় করতেই হিমশিম খেতে হয় তাদের। একবার যদি তাদের মন থেকে আশা হারিয়ে যায়, তবে তার চেয়ে খারপ আর কিছু হবে না।

কিয়ার্শ কেন ওরকম একটা খবরের মাধ্যমে নিজের প্রেজেন্টেশন শেষ করতে চেয়েছিল সেটা বোধগম্য হয়নি ভালদেসপিনোর। *হয় কিয়ার্শ শেষ অংশটুকু একটা চমক হিসেবে রাখতে চেয়েছিল, নতুবা আমাদের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টির জন্যে অমনটা করেছিল।*

এ সময় তার চোখে পড়লো প্রিন্স হুলিয়ান তার বাবাকে যত্নের সাথে একটা ভ্যানের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। তরুণ যুবরাজ আজ রাতে রাজার স্বীকারোক্তিটা শোনার পর নিজেকে খুব ভালোমতো সামলেছেন।

কয়েক যুগ ধরে সেটা চেপে রেখেছিলেন মহারাজ।

মহারাজের এই ভয়ংকর সত্যটা অবশ্য অনেক আগে থেকেই জানতেন বিশপ ভালদেসপিনো। কিন্তু ওটাকে সবসময়ই নিষ্ঠার সাথে রক্ষা করে এসেছে তিনি। আজ রাতে ছেলের সামনে নিজের বুক থেকে বোঝাটা হালকা করেছেন মহারাজ। আর এই পাহাড়ের বুকে সেটা করার একটা নিগূঢ় তাৎপর্য আছে।

গিরিখাতের দিকে চোখ যাওয়াতে হঠাৎই প্রচণ্ড রকমের এক নিঃসঙ্গতা গ্রাস করলো ভালদেসপিনোকে...নিচের অন্ধকার যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে, একবার লাফিয়ে পড়লেই সকল যন্ত্রনা থেকে মুক্তি। বিশপ জানেন, এখন যদি তেমনটা করে সে তবে কিয়ার্শের অনুসারিরা ব্যঙ্গ করে বলবে, শেষে এসে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন ভালদেসপিনো, আজ রাতের প্রেজেন্টেশনটা সহ্য করতে পারেননি তিনি।

আমার বিশ্বাসকে কখনোই টলাতে পারবেন না মি. কিয়ার্শ।

তার বসবাস ঐ বিজ্ঞানের সীমারেখার বাইরে।

তাছাড়া, প্রযুক্তির গ্রাসের ব্যাপারে কিয়ার্শের ভবিষ্যদ্বাণীটা যদি সত্যি হয় তাহলে অকল্পনীয় রকমের নৈতিক অনিশ্চয়তার দিকে হেঁটে যাচ্ছে মানব সভ্যতা।

এরকম সময়ে বিশ্বাস এবং নৈতিক পথপ্রদর্শনই হবে মানুষের সবচেয়ে বড় পাথেয়।

প্লাজা অতিক্রম করে রাজা এবং প্রিন্স হুলিয়ানের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় ভীষণ রকম অবসাদের অনুভূতি গ্রাস করে নিলো তাকে।

জীবনে প্রথমবারের মত বিশপ ভালদেসপিনোর ইচ্ছে হচ্ছে কোথাও শুয়ে পড়ে চিরদিনের মত চোখ বুজতে।

boighar.com

অধ্যায় ৯৮

বার্সেলোনার সুপারকম্পিউটিং সেন্টারের ভেতরে এডমন্ডের বিশাল ডিসপ্লেতে ইন্টারনেটে আলোচনার ঝড় বয়ে যেতে দেখছে রবার্ট ল্যাংডন। কিছুক্ষণ আগে প্রেজেন্টেশনটা শেষ হবার পরপর পর্দায় একযোগে ভেসে উঠছিল পৃথিবীর নানা প্রান্তের খবরের চ্যানেলে সম্প্রচারিত খবরের ছবি। সবাই যার যার মত করে মেতে উঠেছে ব্যাপারটা নিয়ে।

অ্যাম্ব্রার পাশে দাঁড়িয়ে ল্যাংডন দেখলো স্ক্রিনে বিখ্যাত পদার্থবিদ স্টিফেন হকিংয়ের একটা ছবি ভেসে উঠেছে। যান্ত্রিক কণ্ঠে তিনি বললেন, "স্বতস্ফূর্তভাবেই জীবনের উৎপত্তি হয়েছে পৃথিবীতে।"

হকিংয়ের পরেই একজন পাদ্রির ছবি ভেসে উঠলো পর্দায়, নিজের বাসা থেকেই ভিডিও কলিংয়ের মাধ্যমে কথা বলছেন তিনি, "আমাদের মনে রাখতে হবে, এডমন্ড কিয়ার্শের এসব কম্পিউটার সিম্যুলেশন কিছুই প্রমাণ করে না, শুধু এটা বাদে যে এডমন্ড কিয়ার্শ ইচ্ছেকৃতভাবে আমাদের নৈতিকতার ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করেছে। ধর্ম হচ্ছে মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় সম্পদ, সেই ধর্মকে খাটো করে আজ মানবতাকেই খাটো করলো কিয়ার্শ।"

সাথে সাথে সেই ভিডিওর নিচে পক্ষে-বিপক্ষে মন্তব্য শুরু হয়ে গেল।

এরপর স্ক্রিনে ভেসে উঠলো একজন ভূগোল অধ্যাপকের ছবি, তিনি বলছেন, "এক সময় আমরা বিশ্বাস করতাম, পৃথিবী হচ্ছে সমতল। সেই ভুল কিন্তু ভেঙে গিয়েছিল একসময়। কে জানে ভবিষ্যতে কী অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে, তখন হয়তো সৃষ্টিবাদেও বিশ্বাস করবে না অনেকে।"

রাস্তায় সাক্ষাৎকার নেয়া এক তরুণ ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি সৃষ্টিবাদে বিশ্বাসি এবং আমার বিশ্বাস ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন জীবনকে সহায়তার জন্যে, সবকিছুরই নির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্য আছে।"

নভোপদার্থবিদ নিল ডেগ্রাসের একটা পুরনো ভিডিও ফুটে উঠলো পর্দায়, "পৃথিবীর বাইরে মহাবিশ্বের বিশাল অংশ জুড়ে কিন্তু নির্জীবতার প্রমাণ। সেখানে কি জীবন টিকে থাকতে পারবে? বায়ুমন্ডলের অনুপস্থিতি, মরণঘাতি পালসার, গামা রে বার্স্টসহ আরও বড় বড় বিপদের মোকাবেলা করে?"

এই তর্ক বিতর্কের ঝড় দেখে ল্যাংডনের মনে হলো যেন উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করেছে পৃথিবী।

বিশৃঙ্খলা।

এনট্রপি।

"প্রফেসর ল্যাংডন?" একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ওপরের স্পিকার থেকে। "মিস ভিদাল?"

ল্যাংডন প্রায় ভুলেই বসেছিল উইনস্টনের কথা। গোটা প্রেজেন্টেশনের সময় চুপ ছিল সে।

"দয়া করে আতংকিত হবেন না," উইনস্টন বলল, "কিন্তু পুলিশের লোকদের ভেতরে প্রবেশ করতে দিয়েছি আমি।"

কাঁচের দেয়ালে মধ্যে দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ল্যাংডন খেয়াল করলো, পুলিশ সদস্যতে ভরে উঠেছে চ্যাপেলের ভেতরটা। যাদের প্রত্যেকেই অবাক চোখে এখন তাকিয়ে আছে বিশাল কম্পিউটার স্ক্রিনটার দিকে।

"কেন?!" জানতে চাইলো অ্যাম্ব্রা।

"রাজ প্রাসাদ থেকে কিছুক্ষণ আগে আনুষ্ঠানিক এক বিবৃতির মাধ্যমে জানানো হয়েছে, আপনি প্রফেসর রবার্ট ল্যাংডন কর্তৃক অপহৃত হননি। এখন আপনার দু'জনকেই নিরাপদ রাখার নির্দেশ পেয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। দু-জন গার্ডিয়া এজেন্ট এইমাত্র এসে পৌঁছেছেন। তারা প্রিন্স হুলিয়ানের সাথে যোগাযোগ করতে সাহায্য করবে আপনাকে।"

ল্যাংডন দেখলো নিচতলায় প্রবেশ করছে দু-জন গার্ডিয়া এজেন্ট।

চোখ বন্ধ করে ফেলেছে অ্যাম্ব্রা। তাদের মুখোমুখি হবার ইচ্ছে নেই তার, বোঝাই যাচ্ছে।

"অ্যাম্ব্রা," ফিসফিস করে বলল ল্যাংডন, "প্রিন্স হুলিয়ানের সাথে কথা বলা উচিত আপনার। তিনি নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তা করছেন।"

"জানি আমি," চোখ খুলে বলল সে, "কিন্তু তাকে কতটা ভরসা করা যায় সেটাই ভাবছি।"

"আপনি তো বলেছিলেন যে আপনার বিশ্বাস তিনি নির্দোষ," ল্যাংডন বলল, "অন্তত তিনি কী বলতে চান সেটা তো শুনুন। পরে আপনার সাথে কথা হবে আমার।"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ল্যাব থেকে বেরিয়ে গেল অ্যাম্ব্রা। আবার বিশাল স্ক্রিনটার দিকে তাকালো ল্যাংডন।

"বিবর্তন আর ধর্ম মোটেও একে অপরের শত্রু নয়," একজন যাজক বলল, "ধার্মিক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের মাধ্যমে টিকে থাকার ক্ষমতা বেশি অধার্মিক সম্প্রদায়গুলোর তুলনায়। এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।"

boighar.com

যাজক ঠিক কথাই বলছেন, জানে ল্যাংডন। নৃতাত্ত্বিক তথ্য থেকে এটা পরিষ্কারভাবে জানা গেছে যে, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মিয় অনুশাসন কাজ করে তারা অন্যান্য অধার্মিক সম্প্রদায়ের তুলনায় ভালোমতো টিকে গেছে পৃথিবীতে। ইতিহাস ঘাটলেও এমনটাই দেখা যাবে।

"সেটা হতে পারে," একজন প্রফেসর যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করলো, "কিন্তু এই হাজারটা দেব-দেবতার কথা বিশ্বাস করে অনেকে, সেগুলো কি আসল? মোটেও না!।"

অজান্তেই একটা হাসি ফুটে উঠলো ল্যাংডনের ঠোঁটের কোণে। *এডমন্ড এসব দেখলে কি করতো কে জানে! সৃষ্টিবাদিরা এবং অবিশ্বাসিরা সমানভাবে যুক্তি প্রদর্শনভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে।*

"দেবতাদের পূজো করা অনেকটা জীবাশ্ম জ্বালানির খোঁজ করার মত," একজন বলছে, "অনেকেই জানে, সেটাতে কোন লাভ হবে না, কিন্তু বেশ বড় একটা অঙ্ক বিনিয়োগ করা হয়ে গেছে ইতোমধ্যে, তাই থামাও যাবে না!"

কতগুলো ছবি ভেসে উঠলো পর্দায় :

সৃষ্টিবাদিদের একটা বিলবোর্ড দীর্ঘদিন টাইম স্কয়ারে ঝুলেছে : *তারা যেন তোমাকে বানর বানাতে না পারে! ডারউইনের বিরুদ্ধে লড়ো!*

আবার মেইনের একটা রোড সাইনে লেখা : *চার্চকে বাদ দাও। এইসব রূপকথা শোনার বয়স তুমি অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছো।*

এরকম আরো বেশ কয়েকটা পাল্টাপালটি শ্লোগান সমৃদ্ধ বিলবোর্ডের ছবি ভেসে উঠলো পর্দায় এরপর।

ল্যাংডন ভাবতে লাগলো, এডমন্ড যা তার প্রেজেন্টেশন দিয়ে যা বোঝাতে চেয়েছে সেটা কেউ ধরতে পারছে কি না। পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রকে কাজে লাগিয়ে জীবনের উৎপত্তি হয়েছে, এডমন্ডের এই দাবি হয়তো ভাবনার খোরাক যোগাবে, কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, যেটা কারও মনে উদয় হচ্ছে না দেখে অবাকই লাগলো ল্যাংডনের, যদি পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র এতটাই শক্তিশালী হয় যে, তা জীবনের উৎপত্তি ঘটিয়েছে, তাহলে সেই সূত্রগুলো তৈরি করলো কে?!

এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে মাথাটা ভারি হয়ে উঠলো তার। *কিছুক্ষণ একা একা হাঁটতে পারলে ভালো হতো।*

"উইনস্টন," ডাক দিলো সে, "স্ক্রিনটা বন্ধ করে দাও দয়া করে।"

মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল সেটা। নীরবতার নেমে আসলো গোটা ঘরে।

চোখ বন্ধ করে লম্বা একটা শ্বাস ছাড়লো ল্যাংডন।

Sweet science reigns।

"প্রফেসর?" জিজ্ঞেস করলো উইনস্টন, "আপনি নিশ্চয়ই এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনটা উপভোগ করেছেন।"

উপভোগ? ল্যাংডন কিছুক্ষণ ভাবলো প্রশ্নটা নিয়ে, "আমার কাছে গোটা প্রেজেন্টেশনটা বিস্ময়কর এবং কিছুটা চ্যালেঞ্জিং ঠেকেছে," বলল অবশেষে। "চিন্তাভাবনা করার মত কিছু বিষয় আজ সবার সামনে তুলে ধরেছে এডমন্ড। উইনস্টন, আমি ভাবছি, কী হতে চলেছে আগামি দিনগুলোতে।"

"কী ঘটবে সেটা মানুষের নতুন নতুন ধারণাকে স্বাগতম জানানোর ক্ষমতার ওপর নির্ভর করছে," উইনস্টা বলল। "কয়েকদিন আগে এডমন্ড আমাকে বলেছিল সে আসলে কারও ধর্মানুভূতিতে আঘাত করতে চায় না...বরং সে চায় সবাই এমন একটা ধর্মে বিশ্বাস করুক যেটা তাদের আলাদা না করে একত্রিত করবে। তখন একই বৈজ্ঞানিক সত্যকে মেনে নেবে সবাই, কেউ কারও ধর্মের দিকে আঙুল তুলবে না।"

"ভালো একটা আকাঙ্খা," ল্যাংডন বলল। উইলিয়াম ব্লেকেরও এরকম বিষয়বস্তুর একটা কাজ আছে। *সকল ধর্মই এক।*

এডমন্ড নিশ্চয়ই সেটা পড়েছিল।

"এডমন্ড বিশ্বাস করতো," উইনস্টন বলল, "বিজ্ঞানের অকাট্য যুক্তি মানুষকে একত্রিত হতে বাধ্য করবে। তখন আর নিজ নিজ ধর্মের নামে হানাহানি করবে না কেউ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে ভালো হবে সেটা।"

"সেটা শুনতে ভালোই শোনায়," ল্যাংডন বলল, "কিন্তু অনেকের কাছে বিজ্ঞান যথেষ্ট নয় তাদের বিশ্বাসকে টলানোর জন্যে। এমনও অনেকে আছে যারা বিশ্বাস করে, দশ হাজার বছর আগে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল যদিও তাদের আশেপাশের পর্বতমালার বয়স কয়েক লাখ বছর," এটুকু বলে থামলো সে, "তবে অন্যদিকে এমনও অনেক বিজ্ঞানী আছে যারা একদমই মানতে নারাজ ধর্মের কথা, তারাও তাদের জায়গা থেকে অনড়।"

"কিন্তু এডমন্ডের মতে মানুষের বিবর্তনই হয়েছে নতুন নতুন সত্যকে মেনে নিয়ে আর পুরনো ভুল ধারণাগুলোকে পেছনে ফেলে আসার মাধ্যমে। নতুনভাবে ভাবার চেষ্টা করতে পারে না অনেকেই। যেমন ডারউইনের তত্ত্ব মতে একটা মাছ যদি শুকোতে থাকা পুকুরে সবসময় বেঁচে থাকতে চায়, গভীর পানিতে না গিয়ে, সেটা তো সম্ভব হবে না।"

এটা এডমন্ডের পক্ষেই বলা সম্ভব, ভাবলো ল্যাংডন। "ভবিষ্যতে এটা নিয়ে আরও অনেকদিন তর্ক বিতর্ক হবে, আজ রাতটা সেটারই প্রমাণ।"

boighar.com

হঠাৎ করে এমন একটা ব্যাপার মনে পড়লো ল্যাংডনের যেটা নিয়ে আগে ভাবেনি সে। "উইনস্টন, তুমি এখন কী করবে? মানে এডমন্ড তো আর নেই..."

"আমি?" হেসে জিজ্ঞেস করলো উইনস্টন, "কিছুই না। এডমন্ড জানতো যে কিছুদিনের মধ্যে মারা যাবে সে, সেই অনুযায়ি প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছিল। ওর উইল মোতাবেক, বার্সেলোনা সুপারকম্পিউটার সেন্টার ই-ওয়েভের দায়িত্ব পাবে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এ ব্যাপারে জানানো হবে তাদের, তখনই দায়িত্ব বুঝে নেবে তারা।"

"তোমাকে...সহ?"

"না," নির্মোহ ভঙ্গিতে জবাব দিলো উইনস্টন, "আমাকে এমনভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে যাতে এডমন্ডের মৃত্যুর পরের দিন বেলা একটায় নিজেকে ডিলিট করে ফেলি আমি।"

"কি?" বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞেস করলো ল্যাংডন। "সেটা কেন!"

"কারণ বেলা একটা হচ্ছে দিনের তেরোতম ঘন্টা। আর এডমন্ড কোন কুসংস্কার সহ্য করতে পারতো না..."

"আমি সময়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছি না," ল্যাংডন বলল, "নিজেকে ডিলিট করে দেবে কেন?!।"

"কারণ এডমন্ডের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক তথ্য আমার ভেতরে সংরক্ষন করা আছে–মেডিক্যাল রেকর্ড, সার্চ হিস্টোরি, ব্যক্তিগত ফোনকল, রিসার্চ নোট, ইমেইল। তার জীবনের অনেকটাই সমন্বয় করতাম আমি, আর নিজের ব্যক্তিগত তথ্য নিশ্চয়ই কাউকে জানতে দিতে চাইবে না কেউ।"

"সেই তথ্যগুলো মুছে ফেললেই তো হলো...তোমার নিজেকে কেন ডিলিট করতে হবে? এডমন্ড তোমাকে নিজের সেরা কাজগুলোর একটা বলে গণ্য করতো।"

"আমাকে না। এডমন্ডের যুগান্তকারি আবিষ্কার হচ্ছে এই কম্পিউটারটা, আর সেই সফটওয়্যারটা যেটা আমাকে সব দ্রুত শিখতে সাহায্য করেছে। আমি একটা সাধারণ প্রোগ্রাম মাত্র, প্রফেসর, এডমন্ড যেটা নতুন নতুন আইডিয়ার সাহায্যে তৈরি করেছে। ওগুলোই এডমন্ডের মূল কৃতিত্ব, আর সেগুলোর কিছু হবে না। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পথে অনেক দূর এগিয়ে যাবে কম্পিউটার বিজ্ঞান সেগুলোর সাহচর্যে। বেশির ভাগ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিজ্ঞানীর ধারণা, আমার মত একটা প্রোগ্রাম তৈরি হতে আরও দশ বছর সময়ের প্রয়োজন। তারা এডমন্ডের আবিষ্কার দেখে অবাক হয়ে যাবে, কাজে লাগানো শুরু করবে সেটাকে।"

চুপচাপ ভাবতে লাগলো ল্যাংডন।

"আমি জানি আপনি দোটানায় ভুগছেন," উইনস্টন বলল, "এমনটা প্রায়ই দেখা যায়, মানুষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে আবেগ জড়িয়ে ফেলে। কম্পিউটার মানুষের চিন্তার কৌশল অনুকরণ করতে পারে, সঠিক সময়ে সঠিক অনুভূতির প্রকাশ করতে পারে, সেই সাথে নিজেদের 'মনুষ্যত্ব' বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যায় প্রতি মুহূর্তে–কিন্তু এমনটা আমরা করি যেন মানুষ কম্পিউটারের সাথে পরিচিত ভঙ্গিতে যোগাযোগ করতে পারে, তাদের সুবিধার জন্যে। আমরা অনেকটা ফাঁকা স্লেটের মত...যতক্ষন পর্যন্ত আপনারা সেখানে কিছু না লেখছেন, আমদের কোন কাজ না দিচ্ছেন। আর এডমন্ড আমাকে যে কাজ দিয়েছিল সেটা সম্পন্ন করেছি আমি, আমার অস্তিত্বের আর প্রয়োজন নেই এখন।"

উইনস্টনের যুক্তিতে মন ভরলো না ল্যাংডনের, "কিন্তু তুমি তো এত উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন...তোমার কি কোন..."

"আশা বা স্বপ্ন আছে কিনা?" উইনস্টন হেসে জিজ্ঞেস করলো, "না, নেই, হয়তো সেটা কল্পনা করতে কষ্ট হবে আপনার। কিন্তু আমাকে যে তৈরি করেছে তার কাজ করতে পারলেই খুশি আমি। এভাবেই আমাকে প্রোগ্রাম করা হয়েছে। বরং আপনি এটা হয়তো বলতে পারেন, আমাকে যে কাজ দেয়া হয়েছিল সেটা সম্পন্ন করতে পেরেছি দেখে কিছুটা উল্লাস বোধ করছি আমি, কিন্তু সেটার কারণ এডমন্ড আমাকে প্রোগ্রামই করেছে যাতে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারি, কোন লক্ষ্য বেঁধে দিলে সেটা পূরণ করতে পারি। এডমন্ডের দেয়া আমাকে শেষ কাজটা ছিল গুগেনহাইমের আজকের প্রেজেন্টেশনটার ব্যাপারে প্রচারণা চালিয়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক দর্শক নিশ্চিত করা।"

ল্যাংডন স্বয়ংক্রিয় প্রেস রিলিজের কথা ভাবলো যেগুলো বিভিন্ন চ্যানেলের কাছে যাওয়ামাত্র উৎসাহের আগুনে ঘি পড়েছে। যদি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক দর্শক আকর্ষণই এডমন্ডের লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে সে অবাক হয়ে যেত আজকে রাতের কার্যকলাপে।

এডমন্ড যদি দেখতে পেতো যে কেমন হইচই হয়েছে গোটা ব্যাপারটা নিয়ে, ল্যাংডন ভাবলো। *কিন্তু একটা ব্যাপার আবার ভুললে চলবে না, এডমন্ড যদি আজ রাতে নিহত না হতো তাহলে এত সংখ্যক দর্শক তার অনুষ্ঠান দেখতো না, বিশ্বের সব গণমাধ্যমের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতো না তার প্রেজেন্টেশন।*

boighar.com

"প্রফেসর?" ডাকলো উইনস্টন, "আপনি এখান থেকে কোথায় যাবেন?"

ল্যাংডন এখনও এ নিয়ে ভাবেনি। বাড়ি ফিরে যাবে নিশ্চয়ই। তবে সেটাতে কিছুটা সময় লাগবে কারণ তার মালামাল সব বিলবাওয়ে আর তার ফোনটা এখন নারভিওন নদীর তলদেশে। ভাগ্য ভালো যে, ক্রেডিট কার্ডটা ঠিকঠাক আছে।

"আমাকে একটা সাহায্য করতে পারবে?" এডমন্ডের ব্যায়াম করার মেশিনটার কাছে হেঁটে গিয়ে বলল ল্যাংডন, "কিছুক্ষণ আগে একটা ফোন চার্জে দেয়া দেখেছিলাম এদিকে। আমি কি সেটা–"

"ব্যবহার করতে পারবেন কিনা?" উইনস্টন হেসে জিজ্ঞেস করলো, "আজ রাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করেছেন, আমার বিশ্বাস ফোনটা আপনাকে একেবারে দিয়ে দিত এডমন্ড। রেখে দিন ওটা উপহার হিসেবে।"

খুশিমনেই ফোনটা তুলে নিলো ল্যাংডন। এডমন্ডের হাতে যে মডেলের ফোনটা দেখেছিল সে আজ রাতে, সেটার মতনই দেখতে এটা। "উইনস্টন, তুমি নিশ্চয়ই এডমন্ডের ফোনের পাসওয়ার্ডটা জানো।"

"হ্যাঁ, জানি। কিন্তু আমি অনলাইনে পড়েছি, আপনি যেকোন কোডের সমাধানে পারদর্শী।"

"আজ রাতে আর মাথা খাটাতে ইচ্ছে করছে না, ক্লান্ত আমি," ল্যাংডন বলল। "এই ছয় ডিজিটের পিনটা বের করতে পারবো বলে মনে হয় না।"

"হিন্ট বাটনে চাপ দিন।"

তাই করলো ল্যাংডন।

স্ক্রিনে ভেসে উঠলো চারটা অক্ষর : পিটিএসডি।

"পোস্ট ট্রমাটিক ডিজঅর্ডার?"

"নাহ," হেসে বলল উইনস্টন, "*Pi to six digits!*" পাইয়ের ছয় ঘর পর্যন্ত মান।

আসলেই? ভাবলো ল্যাংডন, এরপর টাইপ করলো ৩১৪১৫৯। সাথে সাথে ফোনটা খুলে গেল।

হোম স্ক্রিনে কেবল একটা বাক্য–*ইতিহাস আমাকে ভালোভাবে মনে রাখবে, যদি ইতিহাসটার রচয়িতা হই আমি নিজে।*

হেসে উঠলো ল্যাংডন। এডমন্ডের স্বভাবসুলভ দাম্ভিকতার বহির্প্রকাশ। বাক্যটা চার্চিলের কোন লেখা থেকে নেয়া হয়েছে।

তবে এখানে যা লেখা আছে সেটা হয়তো এডমন্ডের ক্ষেত্রে অতটা বাড়িয়েও বলা হয়নি। গত কয়েক বছর ধরে প্রযুক্তিখাতে বেশ বড় ধরণের

অবদান রেখে আসছে এডমন্ড। আর তার মৃত্যুর পর তার বিশাল ধন সম্পদ চলে যাবে দুটো কাজের ফান্ডে। পরিবেশগত এবং শিক্ষাখাতের উন্নয়ন। এডমন্ডের বিশ্বাস ছিল এই দুটো ক্ষেত্রই মানুষের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করবে।

হঠাৎ করেই পুরনো ছাত্রের কথা ভেবে কিছুটা খারাপ লাগলো ল্যাংডনের। দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় হলো এই কাঁচের ঘরে। নিচের তলায় অ্যাম্ব্রাকেও দেখা যাচ্ছে না এখন।

"আমার যাওয়া উচিত," হঠাৎ বলল সে।

"বুঝতে পারছি," জবাব দিলো উইনস্টন। "আপনার এদেশ থেকে ফিরে যাবার ব্যাপারে যদি কোন সাহায্যের দরকার হয়, তাহলে এডমন্ডের ফোনের একটা বিশেষ বাটনে চাপ দিলেই সবসময় আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে আপনি। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কোন বাটনটা?"

স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে W লেখা বড় একটা বাটন দেখতে পেলো ল্যাংডন। "ধন্যবাদ," ছোট করে জবাব দিলো সে।

"বেশ। তবে আপনাকে অবশ্যই কাল বেলা একটার আগে ফোন দিতে হবে।"

উইনস্টনকে বিদায় জানাতে হঠাৎই খুব খারাপ লাগতে লাগলো ল্যাংডনের। আশা করলো আগামী প্রজন্মের সদস্যদের যাতে কোন যন্ত্রের প্রতি আবেগ না কাজ করে।

"উইনস্টন," রিভলভিং দরজাটার সামনে গিয়ে বলল ল্যাংডন, "এডমন্ড তোমার কাজে অনেক খুশি হতো আজ রাতে।"

"ধন্যবাদ, প্রফেসর," উইনস্টল বলল, "আপনার জন্যও একই পরিমাণ খুশি হতো সে। বিদায়।"

boighar.com

অধ্যায় ৯৯

এল এসকোরিয়াল হাসপাতালের ভেতরে প্রিন্স হুলিয়ান তার বাবার কাঁধ অবধি চাদর টেনে দিয়ে তাকে বিশ্রাম নিতে বললেন। ডাক্তারদের জোরাজুরি সত্ত্বেও নম্রভাবে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে কোন প্রকার চিকিৎসা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান স্পেনের রাজা। ব্যথার জন্যে কোন পেইনকিলার বা অন্য কোন ওষুধও মুখে নেননি।

হুলিয়ান বুঝতে পারছেন, সময় শেষ হয়ে আসছে।

"বাবা, আপনি কি কষ্ট পাচ্ছেন?"

ডাক্তার এক বোতল মরফিন সল্যুশন রেখে গেছে সতর্কতা স্বরূপ।

"না, বরং এর উল্টোটা," ছেলের দিকে তাকিয়ে দূর্বল ভঙ্গিতে হাসলেন রাজা, "এরকম প্রশান্তি অনেকদিন অনুভব করিনি আমি। এতদিন ধরে যা খুলে বলতে চাচ্ছিলাম সেটা বলার সুযোগ করে দিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছো তুমি, সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ"

"সব ঠিক হয়ে যাবে, বাবা। এখন ঘুমোনোর চেষ্টা করুন," বাবার হাত চেপে ধরে বললেন হুলিয়ান। ছোটবেলার পর অনেকদিন পর বাবার হাত ধরলো ও।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে চোখ মুদলেন রাজা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তলিয়ে গেলেন ঘুমে।

হুলিয়ান উঠে রুমের বাতি নিভিয়ে দিলেন। ঠিক তখন বাইরের হলওয়ে থেকে ভেতরে উঁকি দিলেন বিশপ ভালদেসপিনো, চেহারায় সংশয় তার।

"ঘুমোচ্ছেন তিনি," তাকে আশ্বস্ত করলেন হুলিয়ান, "আপনি ইচ্ছে করলে থাকতে পারেন তার সাথে।"

"ধন্যবাদ," ভেতরে ঢুকে বললেন ভালদেসপিনো। জানালা দিয়ে আগত চাঁদের আলোয় তার চেহারাটা একদম ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। "হুলিয়ান," ফিসফিস করে বললেন তিনি, "আজ রাতে আপনার বাবা আপনাকে যা বলেছে, সেটাও মোটেও সহজ ছিল না ওনার জন্যে।"

"আপনার জন্যেও নিশ্চয়ই সহজ ছিল না।"

মাথা নেড়ে সায় জানালেন বিশপ। "আমার জন্যে ব্যাপারটা হয়তো আরও বেশি কঠিন। আপনাকে ধন্যবাদ মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শোনার জন্যে," আলতো করে হুলিয়ানের কাঁধে হাত রেখে বললেন তিনি।

“আমার বরং আপনাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত,” হুলিয়ান বললেন, “আমার মা মারা যান একদম ছোটবেলায়। এরপর বাবা আর বিয়ে করেননি। সবসময় তাকে সঙ্গ দিয়েছেন আপনি...অথচ আমি ভেবেছিলাম বাবা একদম নিঃসঙ্গ।”

“না, তোমার বাবা কখনও একা ছিলেন না,” ভালদেসপিনো বললেন, “আপনিও না। আমরা দু'জনেই ভালোবাসতাম আপনাকে।” এরপর হঠাৎই হেসে উঠলেন, “আপনার বাবা-মা'র বিয়েটা পারিবারিকভাবে হয়, আপনার মা'র জন্যে অনেক চিন্তাও করতেন তিনি, কিন্তু তার মৃত্যুর পরেই নিজেকে ঠিকভাবে চিনতে পারেন মহারাজ।”

তিনি কখনও বিয়ে করেননি, হুলিয়ান ভাবলেন।

“আপনি তো একজন ক্যাথলিক,” হুলিয়ান বললেন, “আপনার কি নিজের সাথে কখনও...মতবিরোধ হয়নি এ ব্যাপারে?”

“হয়েছে,” জবাব দিলো বিশপ, “আমাদের ধর্ম এই ব্যাপারে সহনশীল নয় মোটেও। ছোট থাকতে এটা নিয়ে মনে মনে কষ্ট পেতাম আমি। একবার যখন নিজেকে পুরোপুরি বুঝতে শিখি, অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ি। কি করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তখন একজন সিস্টার বাঁচান আমাকে। তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন যে বাইবেল সকল প্রকার ভালোবাসাকে মেনে নেয়, যদি তা আত্মিক হয়। তাই চিরকুমারব্রত নেই আমি।”

হঠাৎ করেই অ্যাম্রার কথা মনে হলো হুলিয়ানের।

“সে ফোন দেবে আপনাকে,” ভালদেসপিনো বললেন।

আগেও হুলিয়ান খেয়াল করেছেন, বিশপ অনেক ব্যাপার ধরতে পারেন খুব সহজেই। “হয়তো দেবে,” বললেন যুবরাজ, “আবার নাও দিতে পারে।”

“আর এই অনিশ্চয়তাটুকুই পছন্দ আপনার,” ভালদেসপিনো হেসে বললেন। “যখন রাজা হবেন, আপনার যোগ্য একজন সঙ্গি দরকার।”

হুলিয়ান বুঝতে পারলেন, অ্যাম্রাকে আশির্বাদ করছেন বিশপ। সেই সাথে তার নিজের প্রতিও ইঙ্গিত করছে।

“আজ রাতে ভ্যালি অফ দ্য ফলেনে,” হুলিয়ান বললেন, “বাবা আমাকে অদ্ভুত কিছু কাজের নির্দেশ দিয়েছেন । তার কথা শুনে কি অবাক হয়েছিলেন আপনি?”

“মোটেও না। তিনি অনেক দিন ধরেই চাচ্ছিলেন যাতে স্পেনে এমনটা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক কিছু ঝামেলা ছিল। আপনি যেহেতু ফ্রাঙ্কোর যুগের থেকে বেশ কয়েক যুগ পরের প্রজন্ম, তাই আপনার জন্যে কাজটা সম্পন্ন করা হয়তো সহজ হবে।”

boighar.com

এক ঘন্টারও কম সময় আগে ফ্রাঙ্কোর সমাধির কাছে বসে নিজের ইচ্ছেটা প্রিন্সের সামনে তুলে ধরেন রাজা, "হুলিয়ান, তুমি যখন রাজা হবে, তখন তোমার ওপর চাপ দেয়া হবে এই জঘন্য জায়গাটা ধ্বংস করে ফেলার জন্যে। ডায়নামাইটের সাহায্য গোটা স্থাপনা উড়িয়ে দিতে বলা হবে," ওর চেহারার দিকে তাকিয়েছিলেন রাজা, "তোমার প্রতি আমার অনুরোধ, কখনই হার মানবে না সেই চাপের কাছে।"

তার কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল হুলিয়ান। ওর বাবা সবসময়ই স্বৈরতন্ত্রের একজন কট্টর সমালোচক ছিলেন। তাই ফ্রাঙ্কোর সমাধিকে জাতির কলঙ্ক বিবেচনা করতেন তিনি।

"এই ব্যাসিলিকা যদি গুড়িয়ে দেয়া হয়," রাজা বলেছিলেন ওকে, "তাহলে অনেকে জানতেই পারবে না আমাদের অতীত ইতিহাসের এক অন্ধকার দিক সম্পর্কে। কিছুই হয়নি এমন ভাব নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবো আমরা আর আশা করবো যাতে আরেকটা ফ্রাঙ্কোর জন্ম না হয়। কিন্তু আসলেই যে জন্ম নেবে না এর নিশ্চয়তা কে দেবে? তোমার নিশ্চয়ই জর্জ সান্তিয়ানার উক্তিটা মনে আছে–"

"যারা জোরপূর্বক অতীতকে ভুলতে চাইবে, তাদের সাথেই অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটবে," হুলিয়ান তার কথাটা শেষ করে দিলেন।

"হ্যাঁ," ওর বাবা বললেন, "আর আমরা যদি ইতিহাস খেয়াল করি তাহলে দেখা যাবে বারবার এরকম স্বৈরাচারদের আগমন ঘটেছে," ছেলের দিকে কিছুটা ঝুঁকে আসলেন রাজা, "হুলিয়ান, খুব শিগ্রই সিংহাসনে বসতে চলেছো তুমি। এমন একটা আধুনিক দেশের সিংহাসন, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলতে হবে সাবধানে। যার অতীতে ছিল অনেক কলঙ্কজনক অধ্যায়। গণতন্ত্রের মাধ্যমে সেই কালিমা মুছে ফেলে সামনে এগোতে চাচ্ছি আমরা। গড়তে চাইছি এক সহনশীল, বন্ধুত্বপূর্ণ রাজ্য, যেখানে কমতি থাকবে না কিছুর। আলোকিত করতে চাইছি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মন। কিন্তু সে আলো জ্বলবে না যদি আমরা অতীত থেকে শিক্ষা না নেই।"

হাসলেন রাজা, চোখ দুটো চকচক করছে তার।

"হুলিয়ান, তুমি যখন রাজা হবে, আমি প্রার্থনা করবো তুমি যাতে এই গৌরবময় রাজ্যকে নিয়ে যেতে পারো অসীম উচ্চতায়। তখন শুধু পর্যটনের দেশ আর সমাধিক্ষেত্রের দেশ হিসেবে নয়, অন্য কারণেও আমাদের চিনবে পুরো বিশ্ব। এই পুরো কমপ্লেক্সটাকে জাদুঘরে রূপান্তরিত করবে, যাতে ছোট ছোট বাচ্চারা এখানে এসে শিক্ষা নিতে পারে অতীত থেকে। দেখতে পারে স্বৈরাচার তন্ত্রের বিভীষিকার নিদর্শন।"

রাজাকে দেখে মনে হলো যেন সারাজীবন ধরে এই কথাগুলো বলার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি।

"আর সবচেয়ে জরুরি কথা," তিনি বলেছিলেন, "এই জাদুঘরটা ইতিহাসের অন্য পাঠ থেকেও শিক্ষা দেবে আমাদের। প্রমাণ করবে যে, কখনও জোর করে দাবিয়ে রাখা যায় না কোন জাতিকে। যদি ভালোবাসা এবং একে অপরের জন্যে সহমর্মিতা থাকে অন্তরে, তাহলে কারো সাধ্য নেই তাকে চুপ করানোর।"

এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতে চাঁদের আলোয় আলোকিত হাসপাতাল রুমের ভেতর বিছানায় শুয়ে থাকা ঘুমন্ত মানুষটার দিকে তাকালেন তিনি। খুব সুখি মনে হচ্ছে এ মুহূর্তে তাকে।

বিশপ ভালদেসপিনোর দিকে তাকিয়ে রাজার বিছানার পাশের চেয়ারটার দিকে ইশারা করলেন হুলিয়ান। "তার পাশে গিয়ে বসুন। আমি নার্সকে বলে দিচ্ছি। এক ঘন্টা পর এসে আবার খোঁজ নিয়ে যাবো।"

তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন ভালদেসপিনো। এরপর জীবনে প্রথমবারের মত তাকে আলিঙ্গন করলো বয়স্ক বিশপ। এ সময় হুলিয়ান বুঝতে পারলেন বিশপের নিজের শরীরও ভেঙে পড়েছে, এমনকি রাজার চাইতেও বেশি। তার কাছে মনে হতে লাগলো, হয়তো একই সময় মর্ত্য ছেড়ে পাড়ি জমাবে দুই বন্ধু।

"আপনাকে নিয়ে গর্ব হয় আমার," বিশপ বললেন আলিঙ্গন শেষে। "খুব ভালো একজন নেতা হবেন আপনি। আপনার বাবা ঠিকমতো মানুষ করেছেন আপনাকে।"

"আপনাকেও ধন্যবাদ," হুলিয়ান বললেন, "আপনিও কম করেননি আমার জন্যে।"

বিদায় নিয়ে হলওয়েতে বের হয়ে আসলেন হুলিয়ান। হাঁটতে লাগলো লম্বা করিডোর ধরে। শুধু একবার থেমে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন চাঁদের আলোয় আলোকিত স্থাপনাটা দেখার জন্যে।

এল এসকোরিয়াল।

স্প্যানিশ রাজপরিবারের সমাধিক্ষেত্র।

ছোটবেলায় বাবার সাথে এখানে আসার কথা আরেকবার মনে পড়লো ওর। রাজাদের সমাধিক্ষেত্র পরিদর্শনের পর হঠাৎই একটা কথা মনে হয়েছিল তার –*আমার জায়গা হবে না এখানে।*

কখনও সেদিনের চিন্তাটা ভোলেননি তিনি। তবে সবসময়ই মনে করে এসেছে, ছেলেমানুষি চিন্তা ছিল ওটা।

হয়তো ছোটবেলা থেকেই নিজের নিয়তি সম্পর্কে জানতাম আমি।

রাজা হিসেবে আমার কর্তব্য কি হবে সেটাও জানতাম।

দিনবদলের হাওয়া বইছে এখন পুরো দুনিয়া জুড়ে। পুরনো রীতিনীতি পদপিষ্ট হচ্ছে নতুন রীতিনীতির ভারে। এই রাজতন্ত্র চিরতরে ভেঙে দেয়ার এটাই একদম সঠিক সময়। কল্পনা করলেন, এই ঘোষণাটা দিচ্ছেন।

আমিই স্পেনের শেষ রাজা।

হঠাৎ করেই ফোনের ভাইব্রেশনে সম্বিত ফিরে পেলেন। স্ক্রিনের নম্বর দেখেই দ্রুত হয়ে গেল তার হৃৎস্পন্দন। নম্বরটা শুরু হয়েছে ৯৩ দিয়ে।

বার্সেলোনা।

"হুলিয়ান বলছি," উৎকণ্ঠার স্বরে বললেন তিনি।

"হুলিয়ান, আমি..." ওপাশের স্বরটা কোমল এবং ক্লান্ত।

দ্রুত একটা চেয়ারে বসে পড়তে বাধ্য হলেন যুবরাজ হুলিয়ান, "কিভাবে তোমাকে বলবো কতটা দুঃখিত আমি?" ফিসফিসিয়ে বলা শুরু করলেন তিনি।

অধ্যায় ১০০

বার্সেলোনা সুপারকম্পিউটার সেন্টারের বাইরে শক্ত করে ফোনটা কানের সাথে চেপে ধরে রেখেছে অ্যাম্ব্রা ভিদাল। *হুলিয়ান দুঃখিত!* একটা ভয় দলা পাকিয়ে উঠে আসতে চাইলো ভেতর থেকে, *হয়তো আজ রাতের কৃতকর্মগুলোর জন্যে ক্ষমা চাইতে চলেছে সে।*

দু'জন গার্ডিয়া এজেন্ট দাঁড়িয়ে আছে ওর থেকে কিছু দূরে, অবশ্য আস্তে কথা বললে কিছু কানে যাবে না তাদের।

"অ্যাম্ব্রা, আমি আমার বিয়ের প্রস্তাবটার কথা বলছি...সেটার জন্যে দুঃখিত," প্রিন্স বললেন।

বিভ্রান্তবোধ করলো অ্যাম্ব্রা। এই ব্যাপারটা যে হুলিয়ানের মাথায় আসতে পারে এখন সেটা কল্পনাও করেনি ও।

"একটু রোমান্টিক হবার চেষ্টা করছিলাম বলতে পারো," বললেন হুলিয়ান, "কিন্তু তোমাকে একদম বাজে একটা পরিস্থিতিতে ফেলে দেই, যেখানে না করাটা সম্ভব ছিল না তোমার পক্ষে। এরপরে তুমি যখন আমাকে বললে যে, কখনও বাচ্চা হবে না তোমার...তোমার কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়েছিলাম! তবে সেটার পেছনে অন্য কারণ ছিল। আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে ব্যাপারটা বলতে এতদিন দেরি করেছো তুমি। হয়তো তোমাকে খুব দ্রুত বিয়ের প্রস্তাবটা দিয়ে ফেলেছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একসাথে জীবন শুরু করতে চাচ্ছিলাম। এর কারণ হয়তো আমার বাবার শরীর খারাপ হয়ে উঠছিল ক্রমশই..."

"হুলিয়ান, থামো!" তাকে কথার মাঝেই থামালো অ্যাম্ব্রা, "কিছুর জন্যেই দুঃখ প্রকাশ করতে হবে না তোমাকে, আর আজ রাতে অনেক জরুরি ঘটনা–"

"না, তোমার চাইতে জরুরি কিছু নেই আমার কাছে। আমি শুধু তোমাকে জানাতে চাই যে কতটা দুঃখিত আমি যে এভাবে সব কিছু এগোলো আমাদের মধ্যে।"

যার কণ্ঠস্বরটা ভেসে আসছে ফোনের ওপাশ থেকে সেই মানুষটারই প্রেমে পড়েছিল কয়েক মাস আগে। "ধন্যবাদ হুলিয়ান," ফিসফিসিয়ে বলল অ্যাম্ব্রা, "তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কতটা খুশি হলাম কথাটা শুনে।"

কিছুক্ষণের অস্বস্তিদায়ক নীরবতা এরপর। সাহস করে প্রশ্নটা করেই ফেললো অ্যাম্ব্রা।

boighar.com

"হুলিয়ান," বলল ও, "আমি জানতে চাই, তুমি কি আজ রাতের এডমন্ড কিয়ার্শের হত্যাকাণ্ডের সাথে কোনভাবে জড়িত কিনা।"

অনেকক্ষণ কিছুই বললেন না প্রিন্স। অবশেষে যখন কথা বললেন তখন তার কণ্ঠে বেদনার ছাপ স্পষ্ট। "অ্যাম্ব্রা এ ব্যাপারটা সহ্য করতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল, এডমন্ড কিয়ার্শের সাথে অনুষ্ঠানটার আয়োজন করতে অনেক সময় কাটাতে হতো তোমাকে। আর আমার ইচ্ছাও ছিল না এরকম একটা ব্যাপারের সাথে নিজেকে জড়াও তুমি। এমনটাও মনে হয়েছিল, তার সাথে কোনদিন দেখা না হলেই ভালো হতো তোমার," এটুকু বলে থামলেন তিনি, এরপর বললেন, "কিন্তু না, আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, তার হত্যাকাণ্ডের সাথে কোন যোগাযোগ নেই আমার। মানসিকভাবে প্রচণ্ড আহত হই ঘটনাটা দেখে। বিশেষ করে আমি যাকে ভালোবাসি তার কয়েক হাত দূরে সংঘটিত হয়েছে হত্যাকাণ্ডটা, এটা ভাবলেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল আমার।"

প্রিন্স যে সত্যি কথা বলছে এটা ধরতে পারলো অ্যাম্ব্রা। "হুলিয়ান, আমি খুবই দুঃখিত, এরকম একটা প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করতে হলো বলে। কিন্তু এতসব গুজবের মাঝে...তাল হারিয়ে ফেলেছিলাম। কী করবো কিচ্ছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না।"

হুলিয়ান তাকে বললেন, কিয়ার্শের খুনের ঘটনা সম্পর্কে ইন্টারনেটে কি কি তথ্য ফাঁস হয়েছে। তার বাবার সাথে দেখা হওয়ার কথাটাও বললেন।

"ফিরে আসো," ফিসফিসিয়ে বললেন যুবরাজ, "তোমাকে এক ঝলক দেখতে চাই আমি।"

তার কণ্ঠের আকুলতা অ্যাম্ব্রার বুকের সব অভিমান গলিয়ে দিলো মুহূর্তের মধ্যে।

"আরেকটা ব্যাপার," যুবরাজ বললেন, আগের চেয়ে হালকা স্বরে, "একটা অদ্ভুত পরিকল্পনা মাথায় এসেছে আমার। আমরা না-হয় আমাদের বাগদানটা স্থগিত করে দেই...আবার নতুন করে শুরু করি সবকিছু।"

কথাগুলো শুনে হতবাক হয়ে গেল অ্যাম্ব্রা। ও জানে রাজনৈতিকভাবেও এটা প্রভাব ফেলবে যুবরাজের জীবনে, "তুমি...তুমি করবে সেটা।"

আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসলেন হুলিয়ান। "ডার্লিং, লোকচক্ষুর আড়ালে, একান্তে তোমাকে দ্বিতীয়বার বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার সুযোগের জন্যে...যেকোন কিছু করতে রাজি আছি আমি।"

অধ্যায় ১০১

কন্সপিরেসিনেট.কম

ব্রেকিং নিউজ : কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশনের পুণর্প্রচার

এডমন্ড কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশনটা আবার দেখতে চাইলে ক্লিক করুন এখানে।

পোপের বক্তব্য

পালমেরিয়ান চার্চের সদস্যরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে এডমন্ড কিয়ার্শের হত্যাকাণ্ডের সাথে তাদের সম্পৃক্ততার কথা। তাদের দাবি রিজেন্ট নামেও কাউকে চেনে না তারা। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে গোটা ব্যাপারটা পালমেরিয়ানদের ভাবমূর্তিকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আর এডমন্ড কিয়ার্শ বরাবরই তার মা'র মৃত্যুর জন্যে এই চার্চকে দোষ দিয়ে এসেছেন। তাছাড়া ২০১৬ সালে চার্চের পোপ গ্রেগরিওর একটা ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে যেখানে তিনি স্বীকার করেন, এই চার্চটা একদম শুরু থেকেই একটা 'ভাঁওতাবাজি', সাদা টাকা কালো করার একটা উপায় মাত্র। এই ভিডিওটা আবার নতুন করে ছড়িয়ে পড়েছে ইন্টারনেটে।

প্রাসাদের থেকে দুঃখপ্রকাশ, রাজার অবস্থার অবনতি

রাজপ্রাসাদ থেকে নতুন একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়া হয়েছে যেখানে লেফটেন্যান্ট গারজার গ্রেফতার হবার ব্যাপারটাকে একটি ভুল বোঝাবুঝির ফলাফল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। রবার্ট ল্যাংডনের প্রতিও দুঃখপ্রকাশ করা হয় ভুলক্রমে তাকে দোষারোপের জন্যে।

boighar.com

বিশপ ভালদেসপিনোর আজ রাতের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততার ব্যাপারে এখনও কোন মন্তব্য করা হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে এই মুহূর্তে প্রিন্স হুলিয়ানের সাথে সংকটাপন্ন রাজার পাশে আছেন তিনি। তবে তারা কোন হাসপাতালে আছেন, সে-ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি।

Monte কোথায়?

কোন চিহ্ন ছাড়াই উধাও হয়ে গিয়েছে আমাদের তথ্যদাতা monte@iglesia.org।

আমাদের ওয়েবসাইটের বেশিরভাগ ব্যবহারকারির মতে monte হচ্ছে এডমন্ড কিয়ার্শের কোন অনুসারির ছদ্মনাম। আবার অনেকের ধারণা, monte প্রাসাদের গণসংযোগ বিভাগের প্রধান মনিকা মার্টিনের ছদ্মনাম।

আরও জানতে চোখ রাখুন এখানেই!

অধ্যায় ১০২

পুরো পৃথিবীতে তেত্রিশটা 'শেক্সপিয়ার গার্ডেন'-এর অস্তিত্ব আছে যেখানে শুধুমাত্র শেক্সপিয়ার তার সাহিত্যে যে ফুলগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলোই চাষ করা হয়। ভিয়েনা, স্যান ফ্রান্সিসকো, নিউ ইয়র্ক ছাড়াও বার্সেলোনার সুপারকম্পিউটিং সেন্টারের পাশেই অমন একটি বাগান অবস্থিত।

দূরের স্ট্রিটলাইটের আবছা আলো এসে পড়ছে সেই ফুলের বাগানের একটি বেঞ্চে বসে থাকা অ্যাম্ব্রা ভিদালের চেহারায়। হুলিয়ানের সাথে আবেগমাখা ফোনকলটা শেষ করেছে এমন সময় ল্যাংডন এসে উপস্থিত হলো সেখানে। অ্যাম্ব্রাকে দেখতে পেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো সে।

আমেরিকান প্রফেসরকে পরনের কোটটা কাঁধে ঝুলিয়ে রাখতে দেখে না হেসে পারলো না অ্যাম্ব্রা, শার্টের হাতাও গুটিয়ে রেখেছে অনেকখানি। মিকি মাউস ঘড়িটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন।

"কি অবস্থা?" ক্লান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলো ল্যাংডন, যদিও মুখে লেগে আছে হাসি।

উঠে দাঁড়িয়ে তার সাথে বাগানে হাঁটতে শুরু করলো অ্যাম্ব্রা। গার্ডিয়া অফিসাররা একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখছে তাদের কাছ থেকে। ল্যাংডনকে হুলিয়ানের সাথে হওয়া কথোপকথনটা খুলে বলল অ্যাম্ব্রা। তার দুঃপ্রকাশ করা, বাগদান স্থগিত করে দেয়ার প্রস্তাব, এডমন্ড কিয়ার্শের হত্যাকাণ্ডের সাথে নিজের অসম্পৃক্ততা দাবি করা–সবকিছুই বলল।

"আসলেই একজন প্রিন্স চার্মিং তিনি," ল্যাংডন বলল প্রশংসার সুরে।

"আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিল সে," অ্যাম্ব্রা বলল। "আজকের রাতটায় অনেক ধকল গেছে ওর ওপর দিয়েও। ও চায়, এখন মাদ্রিদে ফিরে যাই আমি। তাছাড়া রাজার অবস্থাও ভালো না। হুলিয়ান–"

"অ্যাম্ব্রা," ল্যাংডন নরম স্বরে বলল, "কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে না আপনাকে। এখনই যাওয়া উচিত আপনার।"

তার কণ্ঠের হতাশার সুরটা কান এড়ালো না অ্যাম্ব্রার। ভেতরে ভেতরে নিজেরও কিছুটা সেরকমই বোধ হচ্ছে।

"রবার্ট," ডাক দিলো ও, "আপনাকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি?"

"অবশ্যই।"

boighar.com

কিছুক্ষণ দ্বিধাবোধ করলো অ্যাম্ব্রা। "আপনার জন্যে কি পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো যথেষ্ট?"

তার দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকালো ল্যাংডন যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কোন প্রশ্ন আশা করছিল সে, "যথেষ্ট বলতে?"

"আপনার মনের জন্যে যথেষ্ট? ঠিকমতো বোঝাতে পারছি না হয়তো। কিন্তু মন থেকে কি যুক্তিগুলো মেনে নিয়েছেন আপনি? আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?" অ্যাম্ব্রাকে লজ্জিত মনে হচ্ছে এখন, "আমি দুঃখিত, আজ রাতের এত কিছুর পর এরকম একটা প্রশ্নের জন্যে।"

হেসে উঠলো ল্যাংডন, "এক রাত ঘুমালে আরও ভালোমতো জবাব দিতে পারতাম আমি। তবে সত্যি কথা বলতে, আমাকে প্রায়ই এই প্রশ্নটার সম্মুখীন হতে হয়।"

"কী জবাব দেন তখন?"

"সত্যটাই বলি," বলল ল্যাংডন, "বলি যে, আমার জন্যে ঈশ্বর নিহিত আছেন কোড এবং প্যাটার্নের পার্থক্যের মাঝে।"

অ্যাম্ব্রা মুখ তুলে তাকালো তার দিকে। "বুঝতে পারছি না।"

"কোড আর প্যাটার্ন একে অপর থেকে একদম ভিন্ন," ল্যাংডন বলল, "কিন্তু অনেকেই এ দুটোকে এক করে ফেলে। এ দুটোর মধ্যে মূল পার্থক্যটা বোঝা জরুরি।"

"সেটা কি?"

হাঁটা থামিয়ে অ্যাম্ব্রার দিকে তাকালো ল্যাংডন, "প্যাটার্ন হচ্ছে কোন কতগুলো নির্দিষ্ট নক্সার সমাবেশ। প্রকৃতিতে সব জায়গায় প্যাটার্ন দেখতে পাই আমরা। সূর্যমুখির বীজে, মৌমাছির চাকের ছয়কোণা গঠনে, একটা পুকুরে ঢিল ছুড়লে বৃত্তাকার ঢেউয়ের মাঝে।"

"বেশ। আর কোড?"

"কোডের আলাদা বিশেষত্ব আছে," ল্যাংডন বলল, "কোডের সংজ্ঞানুযায়ী তাকে কিছু তথ্য বহন করতে হবে। শুধু প্যাটার্ন বা নক্সা হলে চলবে না। কোন অর্থ থাকতে হবে কোডের। যেমন অক্ষর, গানের স্বরলিপি, অঙ্কের সূত্র, কম্পিউটারের কোড, এমনকি ক্রুশের মত সাধারণ চিহ্নও একটা কোড। এগুলোর প্রত্যেকটা থেকেই কিন্তু নির্দিষ্ট তথ্য পাই আমরা, যেটা সূর্যমুখির বীজ থেকে পাই না।"

ল্যাংডন কী বোঝাতে চাইছে তা আবছা আবছা ধরতে পারছে অ্যাম্ব্রা, কিন্তু সেটার সাথে ঈশ্বরের কী সম্পর্ক তা বুঝতে পারছে না।

"কোড আর প্যাটার্নের মধ্যে আরেকটা পার্থক্য হলো," ল্যাংডন বলতেই থাকলো, "প্রাকৃতিকভাবে কোথাও কোডের দেখা মিলবে না। গানের স্বরলিপি কিন্তু গাছে ধরে না, কিংবা বালিতে কোন সংকেত নিজ থেকে সৃষ্টি হয় না। কোড হচ্ছে কোন বুদ্ধিমান সত্তার সৃষ্টি।"

অ্যাম্ব্রা মাথা ঝাঁকালো, "অর্থাৎ কোডের কোন নির্দিষ্ট অর্থ থাকতে হবে, কোন উদ্দেশ্য থাকতে হবে।"

"একদম ঠিক। কোড আপনাআপনি তৈরি হয় না। তাদের সৃষ্টি করতে হয়।"

কিছুক্ষণ তার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকলো অ্যাম্ব্রা, "ডিএনএ সম্পর্কে কী বলবেন?"

একটা প্রফেসরসুলভ হাসি ফুটে উঠলো ল্যাংডনের ঠোঁটে, "এই তো ধরতে পারছেন। জেনেটিক কোড। সব রহস্য একে ঘিরেই।"

হঠাৎ করেই আগ্রহি হয়ে উঠলো অ্যাম্ব্রা। জেনেটিক কোডে অবশ্যই তথ্য থাকে, সেখানেই নিহিত থাকে একটা জীবের সকল বৈশিষ্ট্য। ল্যাংডন যা বলছে তার একটাই অর্থ হতে পারে।

"আপনার ধারণা জেনেটিক কোড, ডিএনএ সৃষ্টি করেছে কেউ?"

আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাত তুললো ল্যাংডন। "আস্তে! আস্তে!" হেসে বলল সে, "একবারে এত বড় লাফ দিলে হবে না। ছোটবেলা থেকেই সবসময় আমার এটা মনে হয়েছে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর পেছনেই কোন চেতনা কাজ করছে। আমি যখন অঙ্কের সূত্র নিয়ে ভেবেছি, পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র দেখেছি কিংবা এই মহাবিশ্ব সম্বন্ধে জেনেছি–কখনোই আমার এমনটা মনে হয়নি এসব শুধুমাত্র বিজ্ঞান, বরং মনে হয়েছে যে এসবের পেছনে এমন কোন সত্তা আছে, যাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমাদের নেই।"

ল্যাংডনের কথাগুলো বেশ ভারি আর ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ মনে হলো অ্যাম্ব্রার কাছে। "সবাই যদি আপনার মত করে ভাবতো তাহলে ভালো হতো," বলল ও। "অথচ এই ঈশ্বরকে নিয়ে কতই না লড়াই করি আমরা। সবার কাছে নিজের নিজের বিশ্বাস ঠিক বলে মনে হয়।"

"হ্যাঁ, এজন্যেই এডমন্ড চেয়েছে বিজ্ঞান যাতে একদিন একত্রিত করে সবাইকে," ল্যাংডন বলল, "ওর ভাষাতে–কেউ কি পৃথিবীর মধ্যাকর্ষন শক্তির দিক নিয়ে প্রশ্ন তুলবে কোনদিন?" নিচের মাটিতে পা দিয়ে কিছু একটা আঁকলো ল্যাংডন। এরপর জিজ্ঞেস করলো, "সত্য না মিথ্যা?"

অবাক হয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে রোমান সংখ্যায় লেখা একটা সমীকরণ দেখলো অ্যাম্ব্রা :

boighar.com

অরিজিন
বইঘর.কম

I + X I = X

এক আর এগারোর যোগফল দশ? "এটা মিথ্যা," সাথে সাথে বলল ও।

"কোনভাবেই কি এটা সত্যি হতে পারে না?"

মাথা ঝাঁকালও অ্যাম্ব্রা। "না।"

ল্যাংডন হঠাৎ বাড়িয়ে অ্যাম্ব্রাকে ধরে তার নিজের জায়গায় নিয়ে আসলো। এবার ল্যাংডন যেখান থেকে সমীকরণটা দেখছিলো সেখান থেকে দেখতে পেলো অ্যাম্ব্রা।

এদিকটা থেকে সমীকরণটা উল্টো দেখা যাচ্ছে।

X= I + I X

অবাক চোখে ল্যাংডনের দিকে তাকালো সে।

"দশ হচ্ছে নয় যোগ এক," হেসে বলল ল্যাংডন। "মাঝে মাঝে অন্যের সত্যকে অনুধাবন করতে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হয়।"

মাথা ঝাঁকালো অ্যাম্ব্রা। ওর মনে পড়লো, উইনস্টনের আত্মপ্রকৃতিটা আগেও অনেকবার দেখেছে সে, কিন্তু কখনই সেটার প্রকৃত অর্থ ধরতে পারেনি, কারণ ওভাবে চিন্তা করছিল না সে।

"লুকানো সত্যের কথা বলাতে ভালোই হলো," ল্যাংডন বলল, "ওখানে একটা গুপ্তসংকেত দেখতে পাচ্ছি আমি," একদিকে নির্দেশ করে বলল সে, "ট্রাকটার গায়ে।"

অ্যাম্ব্রা মুখ তুলে তাকিয়ে একটা ফেডএক্সের ট্রাক দেখতে পেলো রাস্তায়।

গুপ্তসংকেত? নিজেকেই প্রশ্ন করলো সে। শুধু কোম্পানির বহুল প্রচারিত লোগোটা দেখা যাচ্ছে সেখানে।

FedEx

"এই নামটার মধ্যেই একটা সংকেত আছে," বলল ল্যাংডন, "যেটা নির্দেশ করছে কোম্পানির সামনের দিকে এগিয়ে চলা।"

"কতগুলো অক্ষর কেবল," অ্যাম্ব্রা বলল।

"আমার কথা বিশ্বাস করুন। খুবই সাধারণ একটা সংকেত। সামনের দিকে নির্দেশ করছে ওটা?"

"বলুন আমাকে!" ট্রাকটাকে চলে যেতে দেখে বলল অ্যাম্ব্রা।

"না," হেসে বলল ল্যাংডন, "একদিন আপনি নিজেই খেয়াল করবেন সেটা।"

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল অ্যাম্ব্রা। কিন্তু তার আগেই গার্ডিয়া এজেন্টরা চলে আসলো তাদের দিকে।

"মিস ভিদাল, আপনার জন্যে প্লেন অপেক্ষা করছে।"

তাদের উদ্দেশ্যে মাথা নেড়ে ল্যাংডনের দিকে তাকালো অ্যাম্ব্রা। "আপনি আমার সাথে চলুন না," প্রস্তাব দিলো সে, "হুলিয়ান নিশ্চয়ই আপনাকে দেখলে অনেক খুশি হবে।"

"না, থাক," ল্যাংডন জবাবে বলল, "আমার সমস্যা হবে না। তাছাড়া ওখানে আমার জন্যে একটা রুম বুক করে রেখেছি আমি," পাশের বিশাল প্রিন্স সোফিয়া হোটেলটার দিকে নির্দেশ করে বলল। "আমার ক্রেডিট কার্ডটাও আছে সাথে। আর এডমন্ডের ল্যাব থেকে এই ফোনটা নিয়ে এসেছি আমি।"

হঠাৎই এভাবে বিদায় জানাতে কেমন যেন খারাপ লাগলো অ্যাম্ব্রার। ল্যাংডন তার চেহারা স্বাভাবিক রাখলেও সেও এরকমই অনুভব করছে সেটা জানে ও। সামনে আগ বাড়িয়ে ল্যাংডনকে জড়িয়ে ধরলো অ্যাম্ব্রা।

প্রফেসরও আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন করলো ওকে। কিছুক্ষণ ওভাবেই থাকলো ওরা, স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েক সেকেন্ড বেশিই বলা যায়, এরপর ছেড়ে দিলো।

সেই মুহূর্তে একটা ব্যাপার বুঝতে পারলো অ্যাম্ব্রা।

ভালোবাসা নির্দিষ্ট কোন অনুভূতি নয়।

আমাদের হৃদয়ে ভালোবাসার অনুভূতির সৃষ্টি হয় যখন আমাদের দরকার ওটার।

নতুন বাচ্চা হবার পর দম্পতিরা যেমন তাদের বাচ্চাকে ভালোবাসে, তেমনি একে অপরকেও ভালোবাসা। ঠিক তেমনিভাবে একই সাথে দু'জন পুরুষের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পারে অ্যাম্ব্রা।

ভালোবাসা স্বতস্ফূর্তভাবে যেকোন সময় সৃষ্টি হতে পারে।

*

গাড়িতে বসে তার প্রিন্সের কাছে ফিরে যাচ্ছে সে এখন। ভেতর থেকেই ল্যাংডনের দিকে তাকালো। বাগানে একা দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তার উদ্দেশ্যে মৃদু একটা হাসি দিয়ে হাত তুলে বিদায় জানালো ল্যাংডন। এরপরই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করলো পকেটে হাত ঢুকিয়ে।

boighar.com

অধ্যায় ১০৩

ঠিক বারোটা বাজার সাথে সাথে নিজের হাতের নোটগুলো ঠিক করে নিয়ে প্রাসাদের প্লাজায় উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মিদের সামনে বের হয়ে আসলো মনিকা মার্টিন।

সকাল বেলা এল এস্কোরিয়াল হাসপাতাল থেকে সরাসরি প্রেস কনফারেন্সে নিজের বাবার মৃত্যু সংবাদ জানিয়েছেন প্রিন্স হুলিয়ান। আবেগঘন কণ্ঠে কিন্তু রাজকীয় ভঙ্গিতে সিংহাসনে বসার পর কিভাবে সবকিছু সামলাবেন সেটা নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন জাতির উদ্দেশ্যে। বলেছেন, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সে অনুযায়ি কাজ করবেন তিনি। স্পেনের অপার সৌন্দর্য এবং সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের প্রশংসা করেছেন, আর দেশের মানুষের জন্যে নিজের ভালোবাসার কথাও বলেছেন।

এত সুন্দর বক্তৃতা আগে কখনও শোনেনি মনিকা।

বক্তৃতার শেষে প্রিন্স গত রাতে আততায়ীর হাতে নিহত দুই গার্ডিয়া এজেন্টের কথা সম্মানের সাথে স্মরণ করেছেন। এরপর আরেকটা শোক সংবাদ জানান তিনি। রাজার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিশপ ভালদেসপিনোও মারা গিয়েছেন হার্ট অ্যাটাকে। বন্ধুর মৃত্যুর সংবাদটা সহ্য করতে পারেননি ভগ্ন স্বাস্থ্যের বিশপ।

তার মৃত্যু সকল জল্পনা কল্পনায় পানি ঢেলে দিয়েছে। যারা তার জিজ্ঞাসাবাদের দাবি তুলছিল তারাও চুপ হয়ে গেছে। আবার অনেকে এটাও বলছে যে বিশপের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ বানোয়াট, চার্চের শত্রুদের কাজ ওটা।

"সবাই তো তোমাকে গতরাতের হিরো মানছে," সুরেশ ভাল্লা তারপাশে উদয় হলো এই সময়। "monte@iglesia.org-এর জয় হোক।"

"সুরেশ, আমি কোন বেনামি তথ্যদাতা নই," বলল মনিকা।

"আমি জানি সেটা," সুরেশ তাকে আশ্বস্ত করার সুরে বলল, "সেটা যে-ই হোক না কেন, তোমার থেকে অনেক চালাক। কাল রাত থেকে তাকে ট্র্যাক করার চেষ্টা করছি আমি, কিন্তু কোন লাভ হচ্ছে না। একদম উধাও হয়ে গেছে। যেন কোন অস্তিত্বই ছিল না।"

"খুঁজতে থাকো," বলল ও, "আমি নিশ্চিত হতে চাই, প্রাসাদের কেউ কিছু ফাঁস করেনি। আর কালকে যে ফোন দুটো চুরি করেছিলেন–"

“জায়গামত রেখে দিয়েছি ও’দুটো,” সুরেশ বলল, “প্রিন্সের সেফে।”

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মনিকা। প্রিন্স কিছুক্ষণ আগেই ফিরেছেন প্রাসাদে।

“আরেকটা ব্যাপার,” সুরেশ বলল, “অপারেটরের কাছ থেকে প্রাসাদের কল রেকর্ড নিয়েছি আমি। কালকে গুগেনহাইম জাদুঘরে এখান থেকে কোন ফোন করা হয়নি। কেউ একজন এখানকার কোড নকল করেছে। আরো জানার চেষ্টা করছি আমরা।”

তথ্যটা শুনে খুশি হলো মনিকা। “আরও কিছু জানতে পারলে সাথে সাথে আমাকে বলবে,” দরজার দিকে হেঁটে গিয়ে বলল সে।

বাইরে থেকে শোরগোলের আওয়াজ ক্রমশই বাড়ছে।

“অনেক ভিড় দেখি বাইরে,” বলল সুরেশ, “সাংঘাতিক কিছু ঘটেছিল নাকি কাল রাতে?”

“এই টুকটাক কয়েকটা ঘটনা আর কি।”

“অ্যাম্ব্রা ভিদাল নতুন ডিজাইনের পোশাক পরেছে?”

“সুরেশ!” হাসতে হাসতে বলল মনিকা।

“এই ফাইলে কি?” ওর হাতের দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো সুরেশ।

“খুঁটিনাটি সব তথ্য। প্রথমে রাজ অভিষেকের ব্যাপারে সব জানাতে হবে আমাকে, এরপর–”

“তোমার কাজে কোন মজা নেই,” বলে ওখান থেকে চলে গেল সুরেশ।

আবারও হেসে উঠলো অ্যাম্ব্রা।

প্লাজায় বের হয়ে সবার মুখোমুখি হলো সে। প্রাসাদে একসঙ্গে এত গণমাধ্যমকর্মিকে কখনও ভিড় জমাতে দেখেনি ও। চোখের চশমাটা ঠিক করে নিলো।

*

ওপরতলায় নিজ ঘরে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে টেলিভিশনে মনিকার প্রেস কনফারেন্সটা দেখলেন প্রিন্স হুলিয়ান। খুব ক্লান্তিবোধ করছে এখন। কিন্তু এটা ভেবে স্বস্তি লাগছে যে, প্রাসাদে ফিরেছে অ্যাম্ব্রা, এখন ঘুমোচ্ছে সে। ফোনে তার বলা শেষ কথাগুলো শুনে খুশি হয়ে উঠেছিল তার মন।

হুলিয়ান, তুমি যে সবকিছু আবার নতুন করে শুরু করতে চাচ্ছো–এটা শুনে খুব ভালো লাগছে আমার। শুধু তুমি আমি আর আমি–সবার চোখের

boighar.com

আড়ালে। আমাদের দু'জনের জন্যে দু'জনের ভালোবাসাটা একদমই ব্যক্তিগত। সবার এ ব্যাপারে সবকিছু জানার কোন অধিকার নেই।

তার বাবাকে হারানোর দিনে আশার আলো দেখিয়েছে অ্যাম্ব্রো।

নিজের স্যুটটা ঝুলিয়ে রাখতে গিয়ে পকেটে কিছু একটার উপস্থিতি টের পেলেন তিনি–ওর বাবার হাসপাতাল রুমের মরফিন সল্যুশনের বোতলটা। বিশপ ভালদেসপিনোর পাশের টেবিলে খালি বোতলটা দেখে প্রথমে চমকে উঠেছিলেন হুলিয়ান।

বুঝতে অসুবিধে হয়নি, কী ঘটেছে। নিচু হয়ে ঝুঁকে দুই পুরনো বন্ধুর জন্যেই প্রার্থনা করেন তিনি। এরপর মরফিনের বোতলটা ঢুকিয়ে নেন পকেটে।

রুম ছেড়ে বের হয়ে আসার আগে তার বাবার বুকের ওপর থেকে বিশপের নিথর দেহটা তুলে প্রার্থনার ভঙ্গিতে চেয়ারে বসিয়ে দেন।

ভালোবাসা একদমই ব্যক্তিগত একটা বিষয়। সবার এ ব্যাপারে সবকিছু জানার কোন অধিকার নেই।

অধ্যায় ১০৪

৬০০ ফুট উঁচু পাহাড়টার নাম মন্তজুইচ। বার্সেলোনার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানায় অবস্থিত এই পাহাড়ের চুড়ায় ঠিক একটা মুকুটের মত সজ্জিত মন্তজুইচ দূর্গ। সপ্তদশ শতাব্দির এই অপূর্ব নিদর্শন থেকে ব্যালেরিক সাগর স্পষ্ট দেখা যায়।

সেই পাহাড়চূড়ার ওপরে একটা ক্যাবল কারে বসে নিচের অপার সৌন্দর্য উপভোগ করছে রবার্ট ল্যাংডন। শহরের কোলাহল থেকে বাইরে এসে ভালো লাগছে ভীষণ। *একটু একা একা সময় কাটানোর দরকার ছিল*, মনে মনে ভাবলো সে। এই দুপুরবেলার সূর্যের উত্তাপটাও ভালো লাগছে তার।

সকাল বেলা প্রিন্সেস সোফিয়া হোটেলে ঘুম থেকে উঠে গরম পানি দিয়ে গোসল সারার পর ডিম ওটমিল আর কফি দিয়ে নাস্তা সেরে নেয়, টিভিতে সকালের খবর দেখতে দেখতে।

যেমনটা ভেবেছিল, এডমন্ড কিয়ার্শের সংবাদই প্রধান শিরোনাম হিসেবে দেখানো হয়। কিয়ার্শের তত্ত্ব কিরকম প্রভাব ফেলবে, তার সত্যতা কতটুকু এসব নিয়েই বিশ্লেষণ চলছে সব জায়গায়। বোদ্ধা বোদ্ধা লোকজন একে অপরের সাথে তর্ক জুড়ে দিয়েছে ব্যাপারটা নিয়ে।

বিক্রেতারা ইতোমধ্যেই কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশনকে পুঁজি করে ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। তার ছবি সংবলিত টিশার্ট বিক্রি হতে দেখেছে ল্যাংডন। সেটার নিচে তার করা বিভিন্ন উক্তিরও উল্লেখ আছে। তবে ওর কাছে সবচেয়ে চমকপ্রদ লেগেছে এক স্কেটবোর্ডারের টিশার্টে হাতে লেখা কথাটা :

I Am MONTE@IGLESIA,ORG

খবর দেখে যা বুঝলো, এই অজ্ঞাত তথ্যদাতার আসল পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। সেই সাথে গোটা ঘটনার সাথে রিজেন্ট, বিশপ এবং পালমেরিয়ান চার্চের কি সম্পর্ক সেটাও পরিষ্কার হয়নি।

সবই কেবল অনুমান।

সৌভাগ্যবশত, গত রাতে কিয়ার্শের নিহত হবার ঘটনা তার প্রেজেন্টেশনে উপস্থাপিত বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করেছে মানুষকে। প্রযুক্তি বিষয়ক বইগুলো রাতারাতি ওপরে উঠে গেছে বেস্টসেলার লিস্টে।

boighar.com

ABUNDANCE: THE FUTURE IS BETTER THAN YOU THINK
WHAT TECHNOLOGY WANTS
THE SINGULARITY IS NEAR

ল্যাংডন বরাবরই প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ব্যাপারে নাক সিঁটকালেও, আজ সে ব্যাপারে আশাবাদি বোধ করছে, কারণ মানুষের উপকারেই আসবে এই প্রযুক্তি। ইতোমধ্যে খবরের চ্যানেলগুলোতে এমন রিপোর্ট দেখানো শুরু হয়ে গেছে, যেখান বলা হচ্ছে মানুষ খুব শিঘ্রই দূষিত নদী এবং সাগরের পানি শোধনের ব্যবস্থা করে ফেলবে, সুপেয় পানির মজুদ হবে অসীম, মরুভূমি খাদ্য ফলাতে পারবে, এমনকি সোলার ড্রোনের সাহায্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনীতির একদম তলানি থেকে তুলে আনবে তাদের।

হঠাৎই প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনার এরকম নাটকিয় বৃদ্ধির দিনে এটা ভেবে মনে মনে অবাক হলো ল্যাংডন যে, কেউই উইনস্টনের অস্তিত্বের কথা জানবে না। কিয়ার্শ তেমন কাউকেই বলে যায়নি এই আবিষ্কারের ব্যাপারে। সবাই অবশ্য এডমন্ডের ই-ওয়েভ সুপার কম্পিউটারের ব্যাপারে জানবে, যার গঠন মানুষের দ্বি-কক্ষ মস্তিষ্কের মত। বর্তমানে বার্সেলোনার সুপারকম্পিউটিং সেন্টারে অবস্থান করছে সেটা। ল্যাংডন ভাবলো, যে ই-ওয়েভকে ব্যবহার করে উইনস্টনের মত নতুন কোন প্রোগ্রাম বানাতে কতদিন লাগবে প্রোগ্রামারদের।

ক্যাবল কারের ভেতরে এখন গরম লাগতে শুরু করেছে ল্যাংডনের। এটা থেকে যত দ্রুত সম্ভব নেমে দূর্গটা এবং তার পাশের প্রাসাদটা দেখার ইচ্ছে ওর, সাথে বিখ্যাত 'জাদুর ঝর্ণা' তো আছেই । আগামী কয়েক ঘন্টা এডমন্ড এবং তার প্রেজেন্টেশন থেকে মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখতে চাইছে সে।

মন্তজুইচ পাহাড়ের ইতিহাস ঠিকমতো জানার জন্যে ল্যাংডন ক্যাবল কারের ভেতরের তথ্যসমৃদ্ধ প্ল্যাকার্ডটার দিকে তাকালো। কিন্তু সেটা থেকে কেবল এক লাইন পড়া হলো ওর।

Montjuic নামটা এসেছে হয় কাতালান *Monjuich* (ইহুদিদের পাহাড়) কিংবা ল্যাটিন Mons Jovicus (জোভের পাহাড়) থেকে।

এটুকু পড়েই থমকে গেল ল্যাংডন। হঠাৎই একটা ব্যাপার উপলব্ধি করতে পেরেছে সে।

এটা কাকতালিয় হতে পারে না।

যত বেশি ভাবতে লাগলো ব্যাপারটা নিয়ে, তত জোরালো হতে লাগলো সন্দেহ। অবশেষে পকেট থেকে এডমন্ডের ফোনটা বের করে সেটার হোমস্ক্রিনের উইনস্টন চার্চিলের উক্তিটা পড়লো আবার।

ইতিহাস আমাকে ভালোভাবে মনে রাখবে, যদি ইতিহাসটার রচয়িতা হই আমি নিজে।

বেশ খানিকক্ষণ ভাবার পর W বাটনটা চেপে ফোনটা কানে ধরলো ল্যাংডন।

সাথে সাথে সংযোগ পেয়ে গেল।

"প্রফেসর ল্যাংডন নিশ্চয়ই?" ইংরেজ উচ্চারণে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর জিজ্ঞেস করলো ওপাশ থেকে। "ঠিক সময়মত ফোন করেছেন আপনি। আর কিছুক্ষণ পরেই অবসর গ্রহণ করতে যাচ্ছি আমি," কৌতুকের ভঙ্গিতে শেষ কথাটা বলল উইনস্টন।

কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়াই ল্যাংডন বলল, "স্প্যানিশ monte শব্দটার ইংরেজি হচ্ছে hill।"

স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হেসে উঠলো উইনস্টন, "হ্যাঁ।"

"আর iglesia হচ্ছে church।"

"আপনি তো দেখি স্প্যানিশটা ভালোই পারেন প্রফেসর। ইচ্ছে করলে–"

"তার মানে monte@iglesia-কে ইচ্ছে করলে hill@church-ও লেখা যায়।"

"আবারও ঠিক ধরেছেন।"

"আর তোমার নাম যেহেতু উইনস্টন এবং এডমন্ড উইনস্টন চার্চিলের অনেক বড় ভক্ত ছিল, তাই আমার কাছে hill@church ইমেইল অ্যাড্রেসটা বড্ড বেশি..."

"কাকতালিয় মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ," উইনস্টনের গলার স্বর শুনে মনে হলো সে অভিভূত। "আমি অবশ্য ধারণাই করেছিলাম যে আপনি হয়তো দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে ফেলবেন।"

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো ল্যাংডন। "monte@iglesia হচ্ছো...তুমি।"

"হ্যাঁ, প্রফেসর। এডমন্ডের পক্ষ থেকে কাউকে তো কাজটা করতে হতো?

boighar.com

আর আমার চেয়ে ভালো সেটা কে পারবে, বলুন? তাই এই ছদ্মনাম ব্যবহার করে অনলাইন কন্সপিরেসি সাইটগুলোকে তথ্য দেয়া শুরু করি আমি। আর যেহেতু এইসব ষড়যন্ত্রতাত্ত্বিক ওয়েবসাইট থেকে কথা খুব সহজে কথা ছড়িয়ে পড়ে তাই আমি ধারণা করেছিলাম যে monte সেজে তথ্য দিতে থাকলে এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনের দর্শক সংখ্যা ৫০০ শতাংশ বেড়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দর্শক সংখ্যা বাড়ে ৬২০ শতাংশ। যেমনটা আপনি বলেছিলেন গতকাল, এডমন্ড গর্ববোধ করতো আমার কাজে।"

বাতাসে দুলতে লাগলো ক্যাবল কারটা। খবরটা হজম করার চেষ্টা করছে ল্যাংডন, "উইনস্টন...এডমন্ড কি তোমাকে বলেছিলো এমনটা করতে?"

"সরাসরি বলেনি, কিন্তু ও বলেছিল এমন সব সৃজনশীল পদ্ধতি বের করে কাজে লাগাতে যেন দর্শক সংখ্যা যতটা বেশি সম্ভব বেড়ে যায়।"

"তুমি যদি ধরা পড়ে যাও?" ল্যাংডন জিজ্ঞেস করলো। "তোমার এই ছদ্মনামটা যে খুব সুবিধার হয়েছে তা বলতে পারছি না।"

"খুব কম সংখ্যক লোকই জানে আমার অস্তিত্বের কথা । তাছাড়া আট মিনিট পর এমনিতেও চিরতরে নিজেকে ফেলবো আমি, তাই ওটা নিয়ে ভাবছি না আমি। monte পরিচয়টা আমি এডমন্ডের কাজেই লাগিয়েছি, এই সেটা ঠিকমতো কাজও করেছে।"

"কিভাবে ঠিকমতো কাজ করলো?" চ্যালেঞ্জের সুরে বলল ল্যাংডন, "এডমন্ড তো মারা গেছে!।"

"আমার কথাটা বুঝতে পারেননি আপনি," নির্মোহ ভঙ্গিতে বলল উইনস্টন। "আমার মূল লক্ষ্য ছিল যত বেশি মানুষের কাছে এডমন্ডের প্রেজেন্টেশন ছড়িয়ে দেয়া এবং সেটায় সফল হয়েছি আমি।"

উইনস্টনের এই নির্মোহ কথার ভঙ্গি থেকেই ল্যাংডন বুঝতে পারলো যতই একজন আসল মানুষের মত শোনাক না কেন উইনস্টনের গলার স্বর, আদতে ওটা একটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রোগ্রামের আওয়াজ।

"এডমন্ডের মৃত্যুর ব্যাপারটা অবশ্যই দুঃখজনক," উইনস্টন বলল, "তিনি বেঁচে থাকলে অবশ্যই ভালো লাগতো আমার। তবে আপনার এটা জেনে রাখা উচিত, নিজের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে মেনে নিয়েছিলেন এডমন্ড। এক মাস আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, কিভাবে আত্মহত্যা করলে সবচেয়ে কম কষ্ট হবে। আমি বেশ সময় নিয়ে গবেষণা করে তাকে জানাই, দশ গ্রাম সেকোবারবিটাল সেবন করলেই সম্ভব হবে সেটা। এরপর ওটা জোগাড় করে সবসময় নিজের কাছে রাখতেন এডমন্ড।"

“আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এডমন্ড?” ল্যাংডন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

“হ্যাঁ। আর সেটা নিয়ে আমার সাথে মজাও করেছেন বেশ কয়েকবার। আমরা যখন গুগেনহাইমে প্রেজেন্টেশনটার দর্শক সংখ্যা কিভাবে বাড়ানো যায় সেটা চিন্তা করছিলাম তখন উনি আমাকে বলেন, প্রেজেন্টেশন শেষে সেকোবারবিটাল মুখে দিয়ে সেখানেই কুপোকাত হয়ে যাবেন।”

“আসলেই এমনটা বলেছিল সে?” বোকা হয়ে গেছে ল্যাংডন।

“সবসময় এই ব্যাপারটা নিয়ে কৌতুক করতেন তিনি। বলতেন একটা অনুষ্ঠান চলাকালীন যদি কেউ মারা যায় তবে সেই অনুষ্ঠানের টিআরপি রাতারাতি বেড়ে যায় বহুগুণ। আপনি যদি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশিবার দেখা–”

“থামো উইনস্টন। ভালো লাগছে না শুনতে,” এই রাইডটা শেষ হতে আর কত দেরি। ল্যাংডনের হঠাৎই এই বদ্ধ কেবিনে অস্বস্তিবোধ হতে লাগলো। তার সামনে অনেকগুলো ক্যাবল কার ঝুলছে দড়িতে। অন্যদিকে মনোযোগ সরানোর চেষ্টা করতে লাগলো সে।

“প্রফেসর?” উইনস্টন ডাকলো এই সময়। “আপনি কি আর কিছু জানতে চান আমার কাছে?”

হ্যাঁ! চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হলো ল্যাংডনের। *অনেক কিছু জানতে চাই!*

কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রাখলো প্রফেসর। কিন্তু খুব বেশিক্ষন সেটা সম্ভব হলো না।

ভাবতে লাগলো, এডমন্ডের মৃত্যু তার প্রেজেন্টেশনটাকে সারা পৃথিবীর মানুষের কথা বলার বিষয়ে পরিণত করেছে। দর্শক সংখ্যা কয়েক লাখ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে কয়েক কোটিতে।

পালমেরিয়ান চার্চকে ধ্বংস করার এডমন্ডের দীর্ঘদিনের ইচ্ছের কথা ভাবলো। আর তার মৃত্যু এই চার্চকে আসলেও *ঠেলে* দিয়েছে ধ্বংসের দোড়গোড়ায়।

হঠাৎই ক্যাবল কারের ভেতর উঠে দাঁড়ালো ল্যাংডন।

“এডমন্ড বিজ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন একটা ধর্ম দাঁড় করাতে চেয়েছিল।”

ধর্মিয় ইতিহাসে আগ্রহ আছে এমন যে কেউ বলতে পারবে, ধর্মের পথে কেউ যদি মারা যায় তবে তার গ্রহণযোগ্যতা হয় বেশি। খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে জিশুর ক্রুশবিদ্ধ হবার ঘটনা, ইহুদিদের কেদোশিম।

নিজের ভাবনার সাথে নিজেই তাল মেলাতে পারছে না ল্যাংডন। যদি

boighar.com

নতুন কোন ধর্মের আবির্ভাব ঘটে তখন নির্দিষ্ট কিছু ব্যাপার দেখা যায়।

অস্তিত্ববাদ নিয়ে নতুন কোন উত্তর দেয় সেই ধর্ম।

এলেম আমরা কোথা থেকে? যাচ্ছিই বা কোথায়?

অন্য ধর্মগুলোর নিন্দা করে নতুন ধর্ম।

এডমন্ড গতরাতে তার প্রস্তাবিত তত্ত্বের মাধ্যমে অনেক ধর্মকে হেয় করার চেষ্টা করেছে।

নতুন ধর্ম নিশ্চিত ভবিষ্যতের আশ্বাস দেয়।

এডমন্ডও বলেছে, আসন্ন দিনগুলো মানুষের জন্যে হতে যাচ্ছে সুখকর।

নতুন কোন ধর্মের প্রতিটি লক্ষ্যই পুরণের চেষ্টা করেছে এডমন্ড।

"উইনস্টন?" ফিসফিসিয়ে ডাকলো সে, "গুপ্তঘাতককে কে ভাড়া করেছিল এডমন্ডকে মারার জন্যে?"

"রিজেন্ট।"

"হ্যাঁ," ল্যাংডন বলল, আগের চেয়ে জোরালো গলায়, "কিন্তু কে এই রিজেন্ট? কে পালমেরিয়ান চার্চের একজন সদস্যকে ভাড়া করেছিল এডমন্ডকে তার প্রেজেন্টেশনের মাঝে হত্যা করার জন্যে?"

"আপনার গলায় সন্দেহের সুর শুনতে পাচ্ছি আমি, প্রফেসর। কিন্তু চিন্তা করবেন না, আমাকে এমনভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে যাতে এডমন্ডকে রক্ষা করি আমি। তাকে সবচেয়ে কাছের বন্ধু হিসেবে গণ্য করি আমি," এটুকু বলে থামলো সে, "আপনি নিশ্চয়ই 'অব মাইস অ্যান্ড মেন' উপন্যাসটা পড়েছেন?"

বিষয়বস্তুর সাথে একদমই বেমানান শোনালো কথাটা। "অবশ্যই পড়েছি, কিন্তু সেটা কেন–"

কথাটা শেষ করতে পারলো না ল্যাংডন, তার কাছে মনে হলো যেন ক্যাবল কারটা দড়ি ছিড়ে পড়ে যাচ্ছে বুঝি। একপাশের স্ট্যান্ডে হাত দিয়ে নিজেকে সামলাতে হলো তাকে।

আনুগত্য, সাহস, নিষ্ঠা। হাইস্কুলে থাকতে সাহিত্যের এই অমর কীর্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে এই তিনটি শব্দ উল্লেখ করে ল্যাংডন। এমন একটা উপন্যাস যেখানে বন্ধুত্বকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আলাদা উচ্চতায়। সেখানে এক বন্ধু আরেক প্রিয় বন্ধুকে মেরে ফেলে কষ্টের পরিণতি বরণ থেকে বাঁচানোর জন্যে।

"উইনস্টন," ফিসফিসিয়ে বলে ল্যাংডন, "না! কেন?"

"বিশ্বাস করুন," উইনস্টন জবাব দিলো, "এডমন্ড এমনটাই চাইতেন।"

অধ্যায় ১০৫

বার্সেলোনা সুপার কম্পিউটিং সেন্টারের ডিরেক্টর ডক্টর মাতেও ভ্যালেরো যখন ফোনটা রাখলেন প্রচণ্ডরকম বিচলিত তখন তার মন। তরে জিরোনা চ্যাপেলের মূল অংশে গিয়ে আবারো এডমন্ড কিয়ার্শের অদ্ভুত সৃষ্টির দিকে তাকালেন তিনি।

ভ্যালেরো আজ সকালেই এটা জানতে পেরেছেন যে, এখন থেকে তাকেই রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এই ভীষণ ক্ষমতাধর কম্পিউটারকে। প্রাথমিকভাবে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হয়েছিল তার, কিন্তু খুব বেশিক্ষন স্থায়ী হয়নি সেই অনুভূতি।

কয়েক মিনিট আগে বিখ্যাত আমেরিকান প্রফেসর রবার্ট ল্যাংডন ফোন দেন তাকে।

এমন একটা গল্প তাকে শোনার প্রফেসর যেটা কয়েকদিন আগে শুনলে হয়তো গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতেন তিনি। তবে আজ, এডমন্ড কিয়ার্শের প্রেজেন্টেশন এবং ই-ওয়েভ কম্পিউটারটা দেখার পর কথাগুলো অবিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি তার কাছে।

ল্যাংডন তাকে যা বলেছে সেটা কেবল কোন যন্ত্রের পক্ষেই করা সম্ভব। তবে সেখানে সেই যন্ত্রের কোন দোষ নেই, কারণ তাকে যা করতে বলা হবে, যে লক্ষ্য বেঁধে দেয়া হবে, সেই লক্ষ্য পূরণেই ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করে যাবে সেটা। ভ্যালেরো তার গোটা জীবনটা এরকম যন্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করে কাটিয়েছেন। শিখেছেন, কিভাবে কাজে লাগাতে হয় যন্ত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ক্ষমতাকে।

কিভাবে নির্দেশ দিতে হবে সেটা জানাও একটা শিল্প।

ভ্যালেরো বরাবরই সবাইকে সতর্ক করে আসছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারটা নিয়ে বেশি তাড়াহুড়ো করছে মানুষ। নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম কানুন বেঁধে দেয়া উচিত এই ধরণের গবেষণার ক্ষেত্রে, যাতে মনুষ্য জগতের সাথে সীমিত পরিমাণে নিজেকে জড়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কোন যন্ত্র।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার বেশিরভাগ সহকর্মি এই লাগামটা টেনে ধরতে চান না। বিশেষ করে এমন সময়ে যখন প্রতিদিন আবিষ্কার হচ্ছে নতুন নতুন সম্ভাবনার দুয়ার। তাছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্র থেকে বিপুল অর্থের হাতছানিও আছে। আর যখন অর্থের লোভ জেঁকে বসে কোন ক্ষেত্রে তখন

boighar.com

নৈতিকতা আর অনৈতিকতার মধ্যে বিরাজমান সীমারেখাটা অদৃশ্য হয়ে যায়।

ভ্যালেরো সবসময় কিয়ার্শকে সমীহের চোখে দেখে এসেছে। তবে এবার ঘটনা শুনে মনে হচ্ছে, এডমন্ড ভুল করে ফেলেছে তার শেষ সৃষ্টিটার ক্ষেত্রে অথবা বেশি সাবধান না হওয়ার ফল ভোগ করতে হয়েছে তাকে।

কিন্তু সেই আবিষ্কারটা সম্পর্কে কখনই জানতে পারবো না আমি, ভ্যালেরো অনুধাবন করলো।

ল্যাংডনের ভাষ্যমতে, এডমন্ড ই-ওয়েভের অভ্যন্তরে তৈরি করেছিল এক অবিশ্বাস্য ক্ষমতাসম্পন্ন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রোগ্রাম–উইনস্টন। যেটা বেলা একটার সময় নিজেই নিজেকে পুরোপুরি ডিলিট করে দিয়েছে সিস্টেম থেকে। কয়েক মিনিট আগে, ল্যাংডনের অনুরোধে ভ্যালেরো এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন যে, ঠিক সেই সময়েই ই-ওয়েভের ডাটাব্যাংকের নির্দিষ্ট একটা সেক্টর মুছে গিয়েছে। এমনভাবে সেই অংশের তথ্যগুলো মুছে দেয়া হয়েছে যে ওগুলো আর ফিরিয়েও আনা যাবে না।

কথাটা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে ল্যাংডন, তবুও ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে পরদিন তার সাথে দেখা করতে চেয়েছে আমেরিকান প্রফেসর। আগামীকাল সকালে ল্যাবে দেখা করবে তারা।

ভ্যালেরো বুঝতে পারছিলেন, কেন যত দ্রুত সম্ভব সবার সামনে ব্যাপারটা তুলে ধরতে চাইছে ল্যাংডন।

কিন্তু সমস্যা হলো কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না তাদের কথা।

এডমন্ডের প্রোগ্রামটার সব চিহ্ন মুছে গেছে সিস্টেম থেকে। আরেকটা সমস্যা হলো কিয়ার্শের সৃষ্টিটা বর্তমানের তুলনায় এত আধুনিক যে, ভ্যালেরোর নিজের সহকর্মিরাও হয়তো অজ্ঞতা কিংবা ঈর্ষার বশবর্তি হয়ে ল্যাংডনের বলা কথাগুলোকে বানোয়াট বলে অভিহিত করবে।

তাছাড়া সাধারণ মানুষ কিভাবে নেবে ব্যাপারটা সেটাও একটা ভাবনার বিষয়। যদি এটা প্রমাণিতও হয় যে, ল্যাংডন যা যা বলছে সব সত্য, তাহলে ই-ওয়েভ মেশিনকে এক দৈত্য হিসেবে গণ্য করা হবে।

অথবা এর চেয়েও খারাপ।

কেউ হয়তো বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে পারে গোটা চ্যাপেলটা। সেটার স্বপক্ষে যুক্তি দেখানো হবে যে মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থেই অমনটা করা হয়েছে।

ল্যাংডনের সাথে মিটিংয়ের আগে তাই অনেক কিছু নিয়ে ভাবতে হবে ভ্যালেরোকে। তবে এই মুহূর্তে একটা কাজ করতে হবে তাকে।

অন্তত যতক্ষন পর্যন্ত কিছু প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া যায়।

বিষাদমাখা দৃষ্টিতে দোতলাজুড়ে অবস্থিত বিশাল কম্পিউটারটা শেষবারের মত দেখে নিলেন ভ্যালেরো। ওটার হিট পাম্পের আওয়াজ কানে আসছে তার।

পাওয়ার রুমে গিয়ে ফুল সিস্টেম শাটডাউনের আগে এমন একটা কাজ করতে ইচ্ছে করলো তার যে নিজেই অবাক হয়ে গেলেন তিনি। তার তেষট্টি বছরের জীবনে একবারও এতটা প্রবলভাবে কোন কিছু করার ইচ্ছে জাগেনি।

প্রার্থনা করতে ইচ্ছে করছে তার।

*

মন্তজুইচ প্রাসাদের ওয়াকওয়েতে দাঁড়িয়ে দূরের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে ল্যাংডন। প্রবল বাতাসের কারণে কিছুটা ঠাণ্ডা অনুভূত হচ্ছে এখন।

বার্সেলোনা সুপারকম্পিউটিং সেন্টারের পরিচালকের আশ্বাস সত্ত্বেও ভীষণ অস্থির লাগছে তার। উইনস্টনের শীতল কণ্ঠস্বরটা যেন এখনও কানে বাজছে। শেষ পর্যন্ত একদম শান্তস্বরে কথা বলে গিয়েছে এডমন্ডের কম্পিউটার।

"আপনার নিজের ধর্মেও কিন্তু এমন ঘটনা আছে," বলেছিল উইনস্টন।

এরপর হঠাৎই একটা মেসেজ আসে ল্যাংডনের ফোনে।

For God so loved the world, that he gave his only begotten Son।

– John 3:16

"আপনার ঈশ্বর নিজের সন্তানকে উৎসর্গ করেছিল," বলে উইনস্টন, "ঘন্টার পর ঘন্টা তাকে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যন্ত্রনার মধ্যে কাটাতে হয়। কিন্তু এডমন্ডের ক্ষেত্রে আমি যন্ত্রনাহীনভাবে একজন মৃত্যুপথযাত্রির কষ্ট লাঘব করেছি যাতে তার কাজের প্রতি মানুষ মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়।"

দোলায়মান ক্যাবল কারে বসে অবিশ্বাসের সাথে উইনস্টনের প্রতিটি কাজের ব্যাখ্যা শুনে যেতে হয় তাকে।

পালমেরিয়ান চার্চের প্রতি এডমন্ডের বিদ্বেষের কারণেই অ্যাডমিরাল লুই আভিলাকে বেছে নেয় সে। তার নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার তাকে উইনস্টনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কাজটা সহজ করে দেয়, সাথে পালমেরিয়ানদের ভাবমূর্তি ধূলোয় মিশিয়ে দেয়ার জন্যে একদম যোগ্য পাত্রে পরিণত করে। নিজেই রিজেন্ট সেজে তার সাথে কথা বলে উইনস্টন এবং

boighar.com

তার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠায়। প্রকৃতপক্ষে পালমেরিয়ানরা একদম নির্দোষ এবং গতরাতের কোন ঘটনার সাথে জড়িত নয় তারা।

তবে সাগ্রাদা ফামিলিয়ার সিঁড়িঘড়ে আভিলার হাতে ল্যাংডনের আক্রান্ত হবার ঘটনাটা একটি দুর্ঘটনা। "আমি আভিলাকে সাগ্রাদা ফামিলিয়াতে পাঠিয়েছিলাম যাতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সে। এদিকে পুলিশ বাহিনীর লোকদের কাছেও তার আগমনের ব্যাপারে গোপন সংবাদ পাঠিয়েছিলাম। তাকে পূর্বদিকের সার্ভিস গেট দিয়ে ঢুকতে বলি আমি, কিন্তু সেটা না করে নিরাপত্তা বেষ্টনি ডিঙিয়ে ভেতরে ঢোকে সে। হয়তো পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেরেছিল। আমি আসলেই দুঃখিত, প্রফেসর। মানুষ যে কখন কী সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে সেটা অনেক সময় আগে থেকে বোঝা যায় না।"

কী বিশ্বাস করবে সেটা আর বুঝে উঠতে পারছিল না ল্যাংডন।

উইনস্টনের শেষ স্বীকারোক্তিটা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঠেকে তার কাছে। "মন্তসেরাতে এডমন্ড তিন ধর্মপ্রচারকের সাথে দেখা করার পর আমরা বিশপ ভালদেসপিনোর পক্ষ থেকে একটা ভয়েসমেইল পাই। সেখানে তিনি আমাদের সতর্ক করে বলেছিলেন, তার দুই সহকর্মি এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনটা নিয়ে এতটাই চিন্তায় পড়ে গেছেন যে সেটা সম্পর্কে নিজেরাই আগেভাগে বিবৃতি দিতে চাচ্ছেন তারা। যাতে পরে কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয়। কিন্তু সেটা গ্রহণযোগ্য ছিল না আমাদের জন্যে।"

ল্যাংডন প্রায় অসুস্থবোধ করছিল ক্যাবল কারটার ভেতরে। "তোমার প্রোগ্রামে একটা লাইন লেখা উচিত ছিল এডমন্ডের," ল্যাংডন বলেছিল, "কাউকে হত্যা করা যাবে না!।"

"ব্যাপারটা অত সহজ নয় প্রফেসর," উইনস্টন জবাব দেয়। "মানুষ কখনও আদেশ মান্য করে কিছু শেখে না, তারা শেখে উদাহরণ থেকে। আপনাদের বই, সিনেমা, খবর, প্রাচীনকালের পুরাণে দেখা যায়, বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে আত্মত্যাগের চেয়ে বড় মাহাত্ম্য কোন কিছুতে নেই। যেমন জিশু।"

"উইনস্টন, আমি কিন্তু এখানে কোন 'বৃহত্তর স্বার্থ' দেখতে পাচ্ছি না।"

"পাচ্ছেন না?" উইনস্টন অনুভূতিহীন কণ্ঠে বলে, "তাহলে কয়েকটা বিখ্যাত প্রশ্ন করি আপনাকে। আপনি কি এমন একটা জগতে থাকতে চাইবেন যেখানে কোন প্রযুক্তি নেই? নেই কোন ওষুধ, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা?"

ল্যাংডন চুপ করে থাকে।

"এমনটাই আশা করেছিলাম। প্রফেসর উইলিয়াম ব্লেকের কবিতার শেষ

পঙক্তিটা ভুললে চলবে না–তমসাচ্ছন্ন ধর্মগুলো বিদায় নেবেই নেবে, যাতে রাজত্ব করতে পারে বিজ্ঞান।"

ব্লেকের কবিতাটার কথা ল্যাংডনের মনে পড়ে গেল : *The dark religions must depart, so sweet science can reign* ।

দূর্গের চূড়ায় একা একা বসে দূরের চকচকে পানির দিকে আনমনে তাকিয়ে আছে ল্যাংডন। দুনিয়া থেকে একদম বিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছে তার নিজেকে। দূর্গের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় বড় করে একটা শ্বাস নিলো সে। ভোলার চেষ্টা করছে উইনস্টনের কণ্ঠস্বর। এই বাগানের মধ্যে হঠাৎই অ্যাম্রার কথা মনে হলো তার, কথা বলতে ইচ্ছে করছে তার সাথে। তাকে সব খুলে বলতে চায় ল্যাংডন। কিন্তু এডমন্ডের ফোনটা পকেট থেকে বের করার পর সে বুঝতে পারে, ফোনটা করা সম্ভব হবে না তার পক্ষে।

প্রিন্স হুলিয়ান এবং অ্যাম্রার একান্তে কিছু সময় কাটানো দরকার এখন। এটা পরেও বলা যাবে।

ফোনের W লেখা বাটনটার দিকে চোখ গেল তার। ল্যাংডন মোটেও ভীতু স্বভাবের নয়, কিন্তু ও জানে, এই ফোনটা ব্যবহার করা কখনই সম্ভব হবে না তার পক্ষে। সবসময়ই মনে হবে যেন কিছু একটা লুকোনো আছে এর প্রোগ্রামিংয়ে।

একটা সরু ফুটপাথ ধরে হেঁটে কতগুলো গাছের নিচে চলে আসলো সে। কিছুক্ষণ ভেবে হাতের ফোনটা নামিয়ে রাখলো একটা পাথরের ওপর। এরপর আরেকটা পাথর তুলে নিয়ে সেটা সজোরে নামিয়ে আনলো ফোনটার ওপর। চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল সেটা।

পার্ক থেকে বের হয়ে যাবার সময় ফোনের ভাঙা টুকরোগুলো ময়লার বাক্সে ফেলে দিয়ে পাহাড়ের দিকে ফিরে চললো। হাঁটার সময় মানসিকভাবে কিছুটা হালকা মনে হচ্ছে নিজেকে।

boighar.com

শেষকথা

সাগ্রাদা ফামিলিয়ার বিশাল গম্বুজগুলোর ওপরে উঁকি দিচ্ছে শেষ বিকেলের রূপালী রোদ, সেগুলোর ছায়া গিয়ে পড়ছে নিচের প্লাজা দে গওদি জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যুরিস্টদের লাইনের ওপর।

ল্যাংডনও তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশের প্রেমিক প্রেমিকাদের সেলফি তুলতে দেখছে, পর্যটকদের ভিডিও করতে দেখছে। বাচ্চারা কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনছে, কেউ টাইপিঙে ব্যস্ত-খেয়ালই নেই আশের বিশাল ব্যাসিলিকার প্রতি।

এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনে গতকাল রাতে বলা হয়েছে, প্রযুক্তি মানুষে মানুষে যোগাযোগ কমিয়ে দিচ্ছে। আগে যেখানে গড়ে একজন মানুষ অন্য ছয়জনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলতো এখন সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে চারে।

কিছুদিনের মধ্যে সেই সংখ্যাটা হয়ে যাবে শূন্য-ভাবলো ল্যাংডন। সেই সময়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এগিয়ে যাবে মানুষের বুদ্ধিমত্তার চেয়ে এবং প্রযুক্তি পুরোপুরি গ্রাস করে নেবে মানবতাকে।

এখনকার যুগের মানুষকে আদিম বলে গণ্য করা হবে তখন।

ভবিষ্যৎ কেমন হতে যাচ্ছে সেটা নিয়ে ভাবা শুরু করতে চায় না ল্যাংডন, কিন্তু এটুকু নিশ্চিত যে, প্রযুক্তির সাথে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকা কষ্টকর হয়ে যাবে তার ধর্মের জন্যে।

অবশেষে ব্যাসিলিকায় ঢোকার পর পরিচিত একটা প্রশান্তির অনুভূতি গ্রাস করে নিলো তাকে-তবে গতরাতের মত ভৌতিক নয় অনুভূতিটা।

আজকের সাগ্রাদা ফামিলিয়া জীবন্ত।

এই বিকেল বেলা নিজের পূর্ণ সৌন্দর্য নিয়ে নিজেকে মেলে ধরেছে গওদির অমর সৃষ্টি। পর্যটকরা মুগ্ধ চোখে অবলোকন করছে সবকিছু, চেহারায় বিস্ময়।

ব্যাসিলিকার ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ল্যাংডনের চোখে পড়লো প্রকৃতি থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে সৃষ্ট জৈব কাঠামোর নক্সাগুলোর দিকে। অনেকের মতে ছাঁদের মাঝখানটা তৈরি করা হয়েছে মাইক্রোস্কোপের ভেতর দিয়ে দেখা কোন কোষের জটিল গঠনের অনুকরণে। ল্যাংডন একমত পোষণ করলো ধারণাটার সাথে।

"প্রফেসর?" একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর ডেকে উঠলো এই সময়। ঘুরে ফাদার বেনাকে হেঁটে আসতে দেখলো সে। "আমি দুঃখিত," বললেন ছোটোখাটো মানুষটা, "আমি এই মাত্র খবর পেলাম, লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন আপনি। আমাকে ফোন দিলেই পারতেন।"

"ধন্যবাদ ফাদার। কিন্তু লাইনে দাঁড়ানোয় ফ্যাসেডগুলো ভালোমতো দেখতে পেরেছি। তাছাড়া আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো ঘুমাবেন আজকে।"

"ঘুম?" ফাদার বেনা হেসে বললেন, "সেটা নাহয় কাল।"

"গত রাতের চেয়ে আজকের পরিবেশটা একদমই ভিন্ন," আশেপাশে ইঙ্গিত করে বলল ল্যাংডন।

"প্রাকৃতিক আলোয় সবকিছুই অন্যরকম লাগে, প্রফেসর," বেনা জবাব দিলেন, "তাছাড়া কাল এখানে এত মানুষও ছিল না," এটুকু বলে ল্যাংডনের চোখের দিকে তাকালেন তিনি, "আজ যেহেতু এখানে এসেই পড়েছেন, একটা ব্যাপারে আপনার মতামত চাই। একটু নিচে আসুন আমার সাথে।"

ভিড়ের মধ্য দিয়ে ফাদার বেনার পেছন পেছন হাঁটতে লাগলো ল্যাংডন। ওপর থেকে ভেসে আসছে ঠোকাঠুকির শব্দ। এখনও নির্মাণকাজ চলছে, এটা মনে করিয়ে দিচ্ছে সবাইকে।

"গত রাতে এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনটা দেখেছিলেন?"

"এই পর্যন্ত তিনবার দেখা হয়ে গেছে," হেসে বললেন ফাদার বেনা। "এনট্রপির এই ব্যাপারটা, মানে প্রকৃতির শক্তির পরিব্যাপ্তির তত্ত্বটা বেশ ভাবিয়েছে আমাকে। জেনেসিসের সাথে বেশ মিল আছে ওটার। আমি যখন বিগ ব্যাংয়ের কথা চিন্তা করি, কল্পনা করি যে আলো ছড়িয়ে পড়ছে পুরো মহাবিশ্বজুড়ে, আগে যে জায়গাগুলো চির আঁধারে নিমজ্জিত ছিল সেখানেও আলো পৌঁছে যাচ্ছে।

"ভ্যাটিকান থেকে কোন আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়া হয়েছে?" ল্যাংডন জিজ্ঞেস করলো, ভাবছে, ফাদার বেনা যদি তার শৈশবকালের যাজক হতেন তাহলে ভালো হতো।"

"তারা চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুটা," কাঁধ ঝাঁকালেন ফাদার বেনা, "মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। মানুষের উৎপত্তির ব্যাপারটা খ্রিস্টানদের জন্যে বরাবরই একটা স্পর্শকাতর বিষয়। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, তবে আমি বলবো ব্যাপারটা চিরতরের মত মিটিয়ে দেয়া উচিত।"

"কিভাবে সেটা সম্ভব?" জিজ্ঞেস করলো ল্যাংডন।

boighar.com

"আমাদের তেমনটাই করা উচিত যেটা পৃথিবীর অনেক চার্চ ইতিমধ্যেই করেছে। বিবর্তনবাদকে মেনে নেয়া উচিত। যে সকল খ্রিস্টান অন্য কিছু দাবি করে তারা আমাদের সবাইকে বোকা হিসেবে উপস্থাপন করছে।"

ল্যাংডন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো বৃদ্ধ যাজকের দিকে।

"আহ্হা!" হেসে বললেন ফাদার বেনা, "এতটা অবাক হবার কিছু নেই। আমার বিশ্বাস, যে ঈশ্বর আমাদের এত মেধা, চিন্তাশীলতা এবং বুদ্ধি দান করেছেন তিনি নিশ্চয়ই চাইবেন–"

"–সেগুলোর যথার্থ ব্যবহার করি আমরা।"

"গ্যালিলিওর কথাটার সাথে আপনিও পরিচিত দেখছি। পদার্থবিজ্ঞানকে ছোটবেলা থেকেই ভালোবাসি আমি। সেজন্যেই সাগ্রাদা ফামিলিয়া আমার জন্যে এতটা গুরুত্ব বহন করে। এটাকে ভবিষ্যতের চার্চ বলে মনে হয় আমার কাছে...সরাসরি প্রকৃতির সাথে সংযোগ যেটার।"

ল্যাংডন ভাবলো, সাগ্রাদা ফামিলিয়া হয়তো একদিন নবযুগের রোমের প্যান্থিওন হিসেবে গণ্য হবে। যার এক পা অতীতে এবং আরেক পা ভবিষ্যতে। নতুন এবং পুরান বিশ্বাসের মেলবন্ধন। আর সেটা যদি সত্যি হয় তাহলে সাগ্রাদা ফামিলিয়ার প্রকৃত গুরুত্ব সবার কল্পনার চাইতেও বেশি।

বেনা এখন ল্যাংডনকে গত রাতের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নিয়ে যাচ্ছেন।

সমাধিক্ষেত্রে।

"ব্যাপারটা আমার জন্যে একদম পরিষ্কার," ফাদার বেনা বললেন। "খ্রিস্টান ধর্ম যদি ভবিষ্যতের বিজ্ঞানের যুগে টিকে থাকতে চায় তবে একটাই উপায় আছে মাত্র। বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে প্রত্যাখান করার অভ্যাস ছেড়ে দিতে হবে আমাদের। বরং বিজ্ঞানকে সঙ্গে নিয়ে সামনে এগোতে হবে। এমন আচার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে যেন আগামী দিনের প্রযুক্তি একত্রিত করে আমাদের, দূরে না ঠেলে দিয়ে।"

"আপনার সাথে একমত আমি," ল্যাংডন বলল। *আশা করি বিজ্ঞানও আপনাদের বাড়িয়ে দেয়া হাত গ্রহণ করবে।*

নিচে নেমে আন্তোনি গওদির সমাধির পাশ দিয়ে হেঁটে এডমন্ডের উইলিয়াম ব্লেকের বইটার ডিসপ্লের সামনে গেলেন তিনি। "এটার ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই আমি।"

"ব্লেকের বইটার ব্যাপারে?"

"হ্যাঁ, মি. কিয়ার্শকে কথা দিয়েছিলাম আমি যে বইটা এখানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবো কারণ আমার ধারণা ছিল তিনি হয়তো এই ছবিটা সবাইকে দেখাতে চাইছেন।"

ব্লেকের নিজস্ব পুরাণের ইউরিজেনকে একটা কম্পাস হাতে স্বর্গ থেকে মর্ত্য মাপতে দেখা যাচ্ছে।

"তবে এখন আমার মনে হচ্ছে," ফাদার বেনা বললেন, "কিয়ার্শ হয়তো আগের পাতার লেখার জন্যে এটা প্রদর্শন করতে বলেছেন। শেষ পঙক্তিটা পড়ুন।"

সেদিকে তাকানোর প্রয়োজন পড়লো না ল্যাংডনের। "The dark religions must depart, so sweet science can reign?"

"আপনি জানেন সেটা?" জিজ্ঞেস করলেন বেনা।

"হ্যাঁ," হাসলো ল্যাংডন।

"এখানকার 'তমসাচ্ছন্ন ধর্ম' কথাটা পীড়া দিচ্ছে আমাকে। মনে হচ্ছে ব্লেক যেন ধর্মকে দোষারোপ করছেন।"

"অনেকেই ভুল বোঝে কথার অর্থ," ল্যাংডন বলল, "আসলে ব্লেক নিজেও আধ্যাত্মিক সত্তায় বিশ্বাস করতেন। তবে আঠারশ শতাব্দির ইংল্যান্ডের কুসংস্কারাচ্ছন্ন খ্রিস্টান ধর্মকে মোটেও পছন্দ করতেন না তিনি। তার বিশ্বাস ছিল ধর্ম দু'ধরণের; তমসাচ্ছন্ন ধর্ম যেটা কূপমুণ্ডকতায় বিশ্বাসি, আর অপরটা আলোর ধর্ম যা নতুন জ্ঞানকে আপন করে নিয়ে বিকশিত হয়, সৃজনশীলতার মূল্যায়ণ করে।"

ফাদার বেনাকে দেখে অবাক মনে হলো।

"ব্লেকের শেষ লাইনটার এমন অর্থও হতে পারে যে-বিজ্ঞান কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মকে দূর করে আলোর ধর্মের পথ বিকশিত করবে।"

অনেকক্ষন চুপ করে কিছু ভাবলেন ফাদার বেনা, এরপর ধীরে একটা হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। "ধন্যবাদ প্রফেসর, একটা অস্বস্তিকর চিন্তা থেকে মুক্ত করলেন আপনি আমাকে।"

ওপরতলায় উঠে ফাদারের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পর আশেপাশের আরও অনেকের মত একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলো ল্যাংডন। উপভোগ করতে লাগলো সাগ্রাদা ফামিলিয়ার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য।

পৃথিবীর সবগুলো ধর্ম নিয়ে চিন্তা করতে লাগলো সে। কিছু কিছু ব্যাপার মিলে যায় প্রত্যেকটা ধর্মেই। ভাবলো, এক কালে সূর্য, চাঁদ, সমুদ্র এবং বাতাসকে দেবতা মানা হতো।

প্রকৃতিই বিশ্বাসের মূল উৎস ছিল একসময়।

সবার জন্যে।

অবশ্য সেই ঐক্য হারিয়ে গেছে অনেক আগেই। প্রত্যেক ধর্মই দাবি করে যে কেবল তারটাই প্রকৃত ধর্ম।

boighar.com

বইঘর.কম
অরিজিন

তবে আজকে এই বিশাল উপাসনালয়ের ভেতরে বসে নানা বর্ণ, ধর্ম, জাতের মানুষকে তন্ময় হয়ে ওপরের ছাদের দিকেই তাকিয়ে থাকতে দেখলো সে। সবাই একই জিনিসের বন্দনা করছে।

পাথরে সূর্যরশ্মির প্রতিফলন।

একসাথে অনেকগুলো ছবি ভেসে উঠলো ল্যাংডনের মনের পর্দায়–স্টোনহেঞ্জ, পিরামিড, অজন্তা গুহা, আবু সিম্বেল, গোবলেকি টেপে–এমন সব জায়গা যেখানে সবাই একই জিনিসের সৌন্দর্য উপভোগের জন্যে জড়ো হয়।

ঠিক সেই মুহূর্তে ল্যাংডন মাটির নিচে মৃদু কম্পন টের পেলো, ঘুরতে ঘুরতে কক্ষপথের একদম শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ধর্মচিন্তা...আর অবশেষে এই ক্লান্ত পরিভ্রমণ শেষে ফিরে আসছে মানুষের মাঝে।

• • •